ZerO to Infinity

সকল প্রকার প্রতিযোগিতামূলক পরিক্ষার সাধারণ জ্ঞান অংশের জন্য সহায়ক হ্যান্ডনোট।

জ্ঞান সংগ্রহ

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক

Writer & Editor

Raisul Islam Hridoy

অনুসন্ধান

আত্মবিশ্বাস

সাফল্য

ZerO to Infinity

Special Edition

জ্ঞান সংগ্রহ

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

অধ্যায় ১

সংক্ষেপে বাংলাদেশ পরিচিতি

- বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (The People's Republic of Bangladesh)
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ করেছে- ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর।
- এদেশের রাজধানী- ঢাকা।
- বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী- চট্টগ্রাম।
- এদেশের আয়তন- ১.৪৭.৫৭০ বর্গ কি.মি অথবা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল।
- আয়তনের ভিত্তিতে পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান- ৯০তম।
- এদেশের আইন পরিষদের নাম- পার্লামেন্ট বা জাতীয় সংসদ।
- বাংলাদেশের বিভাগ সংখ্যা- ৮টি।
- সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা- ১২টি।
- এদেশের সীমান্তবর্তী জেলা- ৩২টি।
- উপজেলা- ৪৯২ টি।
- পৌরসভা- ৩২৮ টি।
- ইউনিয়ন- ৪৫৭১ টি
- বাংলাদেশের সাথে যে দুটি দেশের সীমান্ত রয়েছে- ভারত ও মায়ানমার।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার- ১.৩৭%।
- এখানকার মানুষের গড় আয়ু- ৭২.০ বছর।
- এদেশের মানুষের মাথাপিছু আয়- ২০৬৪ মার্কিন ডলার।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত- ২০৩ সে.মি।
- এদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত মোট নদ-নদীর সংখ্যা- ২০৩টি।
- এদেশের মানুষের গড়পড়তার হার- ৫৪৮% (সূত্র- অর্থনৈতিক সীমানা ২০১৯ ও প্রাথমিক গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যান বেইস= ৬৫.৫%)
- জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান- অষ্টম।
- এদেশে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়- সিলেট জেলার লালখানে।
- সর্ব নিম্ন বৃষ্টিপাত হয়- নাটোর জেলার লালপুরে।
- উষ্ণতম মাস- এপ্রিল।
- শীতলতম মাস- ডিসেম্বর/জানুয়ারী।
- বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের জেলা- কক্সবাজার।
- সর্ব উত্তরের জেলা- পঞ্চগড়।
- বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর- ২টি।
- আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর- ৩টি।
- জনসংখ্যার ঘনত্ব- ১১১৬ জন প্রতি বর্গ কি.মি. এ।
- সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ জেলা- ঢাকা।
- সবচেয়ে কম ঘন বসতি পূর্ণ জেলা- বান্দরবন।
- বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে- ১৯৭৪ সালে।
- বাংলাদেশের জাতিসংঘের- ১৩৬তম সদস্য।
- বাংলাদেশ নামের উৎপত্তি হয়েছে নিম্নোক্ত ক্রমধারায়- বাঙ্গাল>সুবাহ-ই বাঙলা>পূর্ববঙ্গ>পূর্ব পাকিস্তান>বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান- ২০°৩৪′ উত্তর অক্ষাংশ হতে ২৬°৩৮′উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ হতে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমা অংশ পর্যন্ত।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- বাংলাদেশের সীমানা- পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরেভারতেরপশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম, পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরামএবংমায়ানমার, বাংলাদেশের দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর।
- বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের স্থান- ছেড়া দ্বীপ (না থাকলে সেন্টমার্টিন হবে)।
- বাংলাদেশের সর্ব পূর্বের স্থান- আখাইনঠং (থানচি, বান্দরবন)।
- বাংলাদেশের পশ্চিমের স্থান- মনাকসা (শিবগড়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।
- বাংলাদেশের বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের স্থান- জায়গীর জোত, বাংলা বান্ধা।
- আয়তনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিভাগ- চট্টগ্রাম।
- আয়তনে বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট বিভাগ- সিলেট।
- আয়তনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জেলা- রাঙামাটি।
- আয়তনে বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট জেলা- মেহেরপুর।
- আয়তনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উপজেলা- শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)।
- বাংলাদেশের দক্ষিণে ভারতের কোন প্রদেশ অবস্থিত- আন্দামান নিকবর দ্বীপপুঞ্জ।
- বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় সীমার দৈর্ঘ্য- ৭১১ কি.মি.।
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্র সীমা- ১২ নটিক্যাল মাইল।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমার দৈর্ঘ্য- ২০০ নটিক্যাল মাইন বা ৩৭০.৪ কি.মি.।
- বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য- ৫টি।
- বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা- ৩২টি।
- ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা- ৩০টি।
- মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা- ৩টি।
- বাংলাদেশের কোন জেলার সাথে ভারত ও মিয়ানমারের যৌথ সীমান্ত রয়েছে- রাঙামাটি।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- বাংলাদেশের কোন জেলার সাথে ভারতের কোন সংযোগ নেই- বান্দরবন ও কক্সবাজার।
- বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে ভারতের ফারাক্কা বাঁধের দৈর্ঘ্য- ১৬.৫ কি.মি. বা ১১ মাইল।
- বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে- কর্কট ক্রান্তি রেখা বা ৯০ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা বা ট্রপিক অব ক্যানসার।
- ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৬ মে ১৯৭৪ সালে।
- বাংলাদেশের অবস্থান ক্রান্তীয় অঞ্চলে।

বাংলাদেশের ছিটমহল ও সীমান্তবর্তী স্থানসমূহ

- বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধি।
- বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৬মে ১৯৭৪ (নয়াদিল্লী)।
- বাংলাদেশের সব কটি ছিট মহল- ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলার অন্তর্গত।
- ছিটমহল সংক্রান্ত 'মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি- ১৯৭৪' এর বিষয় বস্তু- নিজ ভিটায় বসবাস।
- তিন বিঘা করিডোর' এর বিনিময়ে বাংলাদেশ ভারতকে দেয়- বেরু বাড়ী ছিটমহল।
- ভারত বাংলাদেশের জন্য 'তিন বিঘা করিডোর' খুলে দেয়- ২৬ জুন ১৯৯২ সালে।
- বাংলাদেশের ভিতর ভারতের ছিটমহল আছে- ১১১টি।
- ভারতের ভিতর বাংলাদেশের ছিট মহল আছে- ৫১টি।
- ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলগুলো নির্ধারণ করা হয়- 'র্যাড ক্লিফ কমিশন' অনুসারে।
- ভারতের অধিকাংশ ছিটমহল বাংলাদেশের- লালমনির হাট জেলায় (৫৯টি)।
- বাংলাদেশের সাথে ভারতের- ৫টি রাজ্যের সীমান্ত আছে।
- বাংলাদেশের সাথে দুটি দেশের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে- ভারত ও মিয়ানমার।
- ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা- ৩০টি।
- বাংলাদেশ-ভারত ও মায়ানমার এই তিনটি জেলার যৌথ সীমান্ত রয়েছে কোন জেলায়- রাঙ্গামাটি জেলায়।
- ভারত কর্তৃক দখলকৃত 'পদুয়া' নামক স্থানটি- সিলেট সীমান্তে অবস্থিত।
- বাংলাদেশের বরিশাল বিভাগের সাথে ভারতের কোন সীমান্ত সংযোগ নেই।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির নাম-JBWF (Joint Boundary working Groups)
- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অচিহ্নিত সীমান্ত স্থান- ৩টি।
- তিন বিঘা করিডোর' বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলায় অবস্থিত।

বাংলাদেশের মাটি ও ভূ-প্রকৃতি

- বাংলাদেশের মাটিতে সবচেয়ে বেশি রয়েছে- এলুমিনিয়াম।
- বাংলাদেশের মাটিতে যে খনিজ পদার্থের অভাব রয়েছে- দস্তা ও গন্ধক।
- বাংলাদেশের মাটিকে প্রকৃতি ও রাসায়নিক গঠনের উপর ভিত্তিকরে- ৫ ভাগে ভাগ করা যায়।
- পীত মাটি পাওয়া যায়- ফরিদপুরে।
- বাংলাদেশের মৃত্তিকা গবেষণা ইন্সটিটিউট অবস্থিত- ঢাকায়।
- হিউমাস মাটির কি উপকার করে- উর্বরতা বৃদ্ধি করে।
- বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে মাটির অনুর্বরতার কারণ- লবণাক্ততা।
- পাহাড়ি মাটি- অম্ল প্রকৃতির।
- সবচেয়ে উর্বর মাটি- পলিমাটি বা পলল গঠিত মাটি।
- ভূ-প্রকৃতি অনুসারে বাংলাদেশকে- ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের পাহাড় সমূহের ভূমিরূপ- টারশিয়ারী যুগের।
- প্লাবন সমভূমি থেকে বরেন্দ্র ভূমির উচ্চতা- ৬-১২ মিটার।
- বরেন্দ্রভূমি বলা হয়- রাজশাহী বিভাগের উত্তর-পশ্চিম অংশকে।
- বরেন্দ্র ভূমির মাটির রং- ধূসর ও লাল বর্ণের।
- সর্বপ্রথম বাংলাদেশের কোন অঞ্চল গঠিত হয়- টারশিয়ারী যুগের পাহাড়।
- ভাওয়ালের গড় অঞ্চল- গাজীপুর জেলায় অবস্থিত।
- মধুপুর অবস্থিত- টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

⌘ মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় অঞ্চলের মাটির রং- লালচে ও ধূসর।

⌘ সমভূমি থেকে মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় অঞ্চলের উচ্চতা- ৩০ মিটার।

⌘ ঢাকার প্রতিপাদ্য স্থান- চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে।

⌘ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের ভূ-প্রকৃতি- বালুকাময়।

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু

- বাংলাদেশের আবহাওয়া কেন্দ্র- ৪টি (ঢাকা, কক্সবাজার, পতেঙ্গা, খেপুপাড়া)
- বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে।
- বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর- ঢাকার আগার গাঁয়ে অবস্থিত।
- বাংলাদেশের আবহাওয়া অফিস- ৩৫টি।
- সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র- ঢাকার আগার গাঁও অবস্থিত।
- সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়- ২ জানুয়ারি ১৯৯৫ সালে।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কেন্দ্র- ২টি।
- বাংলাদেশ- ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত।
- বাংলাদেশের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা- ২৬.৭০ ।
- এদেশের বায়ুর আর্দ্রতা কম থাকে- শীত কালে।
- বাংলাদেশের জলবায়ু- সম ভাবাপন্ন।
- বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য- মৌসুমি বায়ু।
- এদেশে কাল বৈশাখী বৃষ্টিপাত ঝড়ের কারণ- উত্তর-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু।
- বাংলাদেশে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না- উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে।
- বাংলাদেশের আবহাওয়া দপ্তর কমপক্ষে- ১৮ ঘণ্টা পূর্বে বিপদ সংকেত দেয়।
- SPARSO – ঢাকার আগার গাঁও এ অবস্থিত।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- SPARSO – প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন।
- SPARSO প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮০ সালে।
- বাংলাদেশ স্বতন্ত্র ঋতু- বর্ষাকাল।
- বাংলাদেশে ঘড়ির কাটা ১ ঘণ্টা অগ্রগামী করা হয়- ১৯ জুন ২০০৯।
- ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের পর বাংলাদেশের সাহায্যের জন্য আসা মার্কিন টাস্কফোর্স- অপারেশন সী এঙ্গেল-১
- ২০০৭ সালে ১৫ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় সিডরের পরে সাহায্যের জন্য আসা মার্কিন টাস্কফোর্স- অপারেশন সী এঙ্গেল- ২।
- সিডর শব্দের অর্থ- চোখ।
- আইলা শব্দের অর্থ- ডলফিন বা শুশুক।
- লায়লা শব্দের অর্থ- মেঘ কালো চুল।
- ফিয়ান শব্দের অর্থ- বন্ধু।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দিন ও ছোট রাত- ২১ জুন।
- সবচেয়ে ছোট দিন ও বড় রাত- ২২ ডিসেম্বর।

বাংলাদেশ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র

- বাংলাদেশে ভূ- উপগ্রহ কেন্দ্র আছে- ৪টি (বেতবুনিয়া, তালিবাবাদ, মহাখালী, সিলেট)
- আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগের মাধ্যমকে- উপগ্রহ বলে।
- বাংলাদেশের সর্বশেষ কেন্দ্র- সিলেটে অবস্থিত।
- বাংলাদেশের উপগ্রহ কেন্দ্রটি অবস্থিত- সিলেটে অবস্থিত।
- প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রটি অবস্থিত- বেতবুনিয়া, গাজীপুর।
- তারিবাবাদ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রটি কোন জেলায় অবস্থিত- গাজীপুর।
- মহাখালীতে ভূ উপগ্রহ কেন্দ্রটি যোগাযোগ ছাড়াও- আন্তর্জাতিক ট্রাংক এক্স চেঞ্জের কাজে ব্যবহৃত হয়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাংলাদেশের পাহাড়-পর্বত-উপত্যকাসমূহ

- বাংলাদেশের পাহাড়সমূহ সৃষ্টি হয়েছে- প্লেটটেকনোনিক প্রক্রিয়ায়।
- বাংলাদেশের পাহাড় সমূহ গঠিত হয়- টারশিয়ারী যুগে।
- বাংলাদেশের পাহাড় সমূহ- ভাঁজ বা ভঙ্গিল শ্রেণীর।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পাহাড়- গারো পাহাড়।
- বাংলাদেশের পাহাড় সমূহের গড় উচ্চতা- ২০৫০ ফুট।
- আলু টিলা পাহাড়- খাগড়াছড়িতে অবস্থিত।
- লালমাই পাহাড়- কুমিল্লায় অবস্থিত।
- ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে- কুলাউড়া পাহাড়ে।
- কুলাউড়া পাহাড় অবস্থিত- মৌলভীবাজার জেলায়।
- চিম্বুক পাহাড়ের পাদদেশে বাস করে- মারমা উপজাতি।
- 'কালা পাহাড়' বা 'পাহাড়ের রাণী' বলা হয়- চিম্বুক পাহাড়কে (৩য় উচ্চতম)।
- হিন্দুদের তীর্থ স্থানের জন্য বিখ্যাত- চন্দ্রনাথের পাহাড়।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গের নাম- তাজিংডং বা বিজয় বা মদক মুয়াল।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ- কেওক্রাডং।
- কাপ্তাই লেক থেকে প্লাবিত রাঙ্গামাটির উপত্যকা হল- ভেঙ্গি জালি।
- সাঙ্গু ভ্যালী অবস্থিত- চট্টগ্রামে।
- হালদা ভ্যালী অবস্থিত- খাগড়াছড়িতে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাংলাদেশের ভৌগলিক প্রতীকী নাম সমূহ

ভৌগলিক প্রতীকী নাম/স্থান/ভৌগলিক প্রতীকী নাম/স্থান

- সোনালী আঁশের নাম বাংলাদেশ, প্রাচ্যের ডান্ডি নারায়ণগঞ্জ
- জনসংখ্যার দেশ বাংলাদেশ ,বাংলার ডান্ডি নারায়ণগঞ্জ
- ভাটির দেশ বাংলাদেশ, মসজিদের শহর ঢাকা
- নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ, রিক্সার নগরী ঢাকা
- পৃথিবীর ব-দ্বীপ বাংলাদেশ, ৩৬০ আউলিয়ার আবাস ভূমি সিলেট
- দেশের প্রবেশ দ্বার চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ-ভারতের প্রবেশ দ্বার সিলেট
- দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম, বাংলার লন্ডন সিলেট
- বার আউলিয়ার শহর চট্টগ্রাম, কুমিল্লার দুঃখ গোমতী
- চট্টগ্রামের দুঃখ চাক্তাইখাল, রসের হাঁড়ি খেজুর গুড় ফরিদপুর
- বাংলার শস্য ভাণ্ডার বরিশাল, ৫২২তম বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন
- খাল-বিল-নদী-নালার জেলা ঊরিশাল পশ্চিম বাহিনীর নদী ডাকাতিয়া নদী
- বাংলার ভেনিস ঊরিশাল হিমালয়ের কন্যা পঞ্চগড়
- সাগর দ্বীপ ভোলা উত্তর বঙ্গের প্রবেশ দ্বার বগুড়া
- সাগর কন্যা কুয়াকাটা পাহাড়-পর্বত ও রহস্যের লীলা ভূমি বান্দরবন
- সাগর কন্যা (জেলার ক্ষেত্রে) পটুয়াখালী

বাংলাদেশের স্থাপত্য নিদর্শনসমূহ

- বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের অবস্থান- ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণ।
- কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থপতি- হামিদুর রহমান।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়- ২৩ জানুয়ারি ১৯৫২।
- কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের উদ্বোধক- শহীদ শফিউর রহমানের পিতা।
- শহীদ মিনার প্রথম উদ্বোধন করা হয়- ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।
- জাতীয় স্মৃতিসৌধ অবস্থিত- সাভারে।
- জাতীয় স্মৃতিসৌধ এর স্থপতি- সৈয়দ মাইনুল হোসেন।
- জাতীয় স্মৃতিসৌধ এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- জাতীয় স্মৃতিসৌধ স্থাপন করা হয়- ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২।
- জাতীয় স্মৃতিসৌধ উদ্বোধন করেন- প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ।
- জাতীয় স্মৃতিসৌধ এর উচ্চতা- ১৫০ ফুট।
- জাতীয় স্মৃতিসৌধ এর ফলক সংখ্যা- ৭টি।
- মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স- মেহেরপুর জেলায় অবস্থিত।
- মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স এর স্থপতি- তানবীর কবির।
- মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স এর স্তম্ভ সংখ্যা- ২৩টি।
- বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের অবস্থান- মিরপুর, ঢাকা।
- বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের স্থপতি- মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি।
- রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ অবস্থিত- রায়ের বাজার, ধানমন্ডি।
- এর স্থপতি- ফরিদউদ্দীন আহমেদ ও জামি আল শফি।
- জাগ্রত চৌরঙ্গী অবস্থিত- জয়দেবপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর।
- জাগ্রত চৌরঙ্গী এর ভাস্কর- আব্দুর রাজ্জাক।
- অপরাজেয় বাংলা অবস্থিত- কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- এর ভাস্কর- সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালেদ।
- স্বোপার্জিত স্বাধীনতা- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বরে অবস্থিত।
- স্বোপার্জিত স্বাধীনতা ভাস্কর্যের স্থপতি- শামীম শিকদার।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- শাবাশ বাংলাদেশ ভাস্কর্যটি- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত।
- শাবাশ বাংলাদেশ ভাস্কর্যটি ভাস্কর-নিতুন কুণ্ড।
- 'সংশপ্তক' ভাস্কর্যটি- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত।
- 'সংশপ্তক' ভাস্কর্যটির ভাস্কর- হামিদুজ্জামান খান।
- 'স্মারক ভাস্কর্য' টি- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত।
- 'স্মারক ভাস্কর্যটির স্থপতি- মতুর্জা বশীর।
- 'মুক্ত বাংলা' ভাস্কর্যটি অবস্থিত- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
- 'মুক্ত বাংলা' ভাস্কর্যটি ভাস্কর- রশীদ আহমদ।
- 'অমর একুশে' ভাস্কর্যটি- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত।
- গোল্ডেন জুবিলী টাওয়ার- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত।
- বিজয় '৭১ এর অবস্থান- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
- বিজয় '৭১ এর ভাস্কর্য- শ্যামল চৌধুরী।
- 'যুদ্ধভাসান' ভাস্কর্যটি- কুমিল্লায় অবস্থিত।
- দেশের সর্বোচ্চ শহীদ মিনারটি- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত।
- দেশের এই সর্বোচ্চ শহীদ মিনারের স্থপতি- রবিউল হুসাইন।
- 'মোদের গরব' ভাস্কর্যটির অবস্থান- বাংলা একাডেমী চত্বর।
- মোদের গরব ভাস্কর্যটি ভাস্কর- অখিল পাল।
- একনজরে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও স্থপতি এবং অবস্থান
- স্থাপত্য/ভাস্কর্য/স্মৃতিসৌধ অবস্থান স্থপতি/ভাস্কর
- জাতীয় স্মৃতিসৌধ-সাভার-সৈয়দ মাইনুল হোসেন
- মুজিব নগর স্মৃতিসৌধ মেহেরপুর তানভীর কবির
- অপরাজেয় বাংলা ঢা.বি কলাভবন সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালেদ
- কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ঢাকা মেডিক্যাল সংলগ্ন হামিদুর রহমান

RAISUL ISLAM HRIDOY

- জাগ্রত চৌরঙ্গী জয়দেবপুর চৌরাস্তা আব্দুর রাজ্জাক
- স্বোপার্জিত স্বাধীনতা ঢা.বি টিএসসি চত্বর শামীম শিকদার
- বিজয় উল্লাস আনোয়ার পাশা ভবন ঢাবি শামীম শিকদার
- স্বাধীনতা সংগ্রাম ‍ডুলার রোড, ঢাবি শামীম শিকদার
- সোনার বাংলা কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয় ময়মনসিংহ শ্যামল চৌধুরী
- বিজয় '৭১ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ খন্দকার বদরুল ইসলাম নান্নু
- অংশুমান (জনতার রায়) রংপুর অনীক রেজা
- কমলাপুর রেল স্টেশন কমলাপুর, ঢাকা বব বুই
- তিন নেতার মাজার সোহরাওর্য়াদী উদ্যানের দক্ষিণে মাসুদ আহমেদ
- দুর্জয় রাজারবাগ, ঢাকা মৃণাল হক
- দুরন্ত শিশু একাডেমী, ঢাকা সুলতানুল ইসলাম
- সংগ্রাম সোনারগাঁও নারায়ণগঞ্জ জয়নুল আবেদীন
- বিজয় বিহঙ্গ আমতলা, বরিশাল হামিদুজ্জামান ও আমিনুল হাসান লিটু
- স্বাধীনতা ভাষা ইন্সটিটিউট সেগুনবাগিচা, ঢাকা
- রক্ত সোপান রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস
- বীরের প্রত্যাবর্তন বাড্ডা, ঢাকা সুদীপ্ত রায়
- প্রত্যাশা ফুলবাড়িয়া, ঢাকা, মৃণাল হক
- প্রতিরোধ মাসদাইর, নারায়ণগঞ্জ মৃণাল হক
- চির দুর্জয় রাজারবাগ, ঢাকা মৃণাল হক
- স্বাধীনতার ডাক গগনবাড়ী, সাভার হীল উৎপল কর

RAISUL ISLAM HRIDOY

আরও কিছু তথ্য:

- গারো ক্যাপিটাল বলা হয়- নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলাকে।
- বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হবে- ২০২১ সালে।
- দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ প্রথম জেগে ওঠে- ১৯৭০ সালে।
- জাফর পয়েন্ট অবস্থিত- খুলনা জেলায়।
- ব্রিটিশ বাংলার ৬৪ শতাংশ এলাকা নিয়ে গঠিত হয়- বাংলাদেশ।
- 'জঙ্গলবাড়ি দুর্গ' টি- কিশোরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত।
- আগুনমুখা- পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা থানায় অবস্থিত।
- 'নয়াগ্রাস্থা ভূ-খণ্ডটি অবস্থিত- সিলেট সীমান্তে।
- জাহাজ মারা- একটি ইউনিয়নের নাম যা নোয়াখালীতে অবস্থিত।
- রূপসী বাংলাদেশ হিসাব ঘোষণা করা হয়েছে- সোনার গাঁয়ের যাদুঘর এলাকাকে।
- 'সোযাচ অব নো গ্রাউন্ড' খাতটি অবস্থিত- বঙ্গোপসাগরে।
- বাংলাদেশ ও ভারতের অমীমাংসিত সীমান্ত দৈর্ঘ্য ৬.৫ কি.মি.।
- বাংলাদেশ মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য ৫১৩৮ কি.মি.।
- বাংলাদেশের মোট স্থলসীমা ৪৪২৭ কি.মি.।
- বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সীমান্ত দৈর্ঘ্য ২৮৩ কি.মি. বা ১৭৬ মাইল।
- বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের দৈর্ঘ্য ৭১১ কি.মি.।
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্র সীমা- ১২ নটিক্যাল মাইল।
- ১ নটিক্যাল মাইল সমান ১.৮৫৩ কি.মি.।
- তিন বিঘা করিডোর- তিস্তা নদীর তীরে অবস্থিত।
- জনসংখ্যায় বাংলাদেশের বড় থানা- বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
- বাংলাদেশের যে স্থান টি ৩০ বছর পর বি.ডি.আর, বিএস,এফ এর নিকট থেকে উদ্ধার করেছে- পদুয়া।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- 'পদুয়া' নামক স্থানটি বি.ডি.আর পুনরুদ্ধার করে- ১৫ এপ্রিল ২০০১ সালে।
- বি.ডি.আর এবং বি.এস.এফ এর মধ্যে বড় ধরনের সংঘর্ষ হয়- রৌমারীতে ২০০১ সালে।

[http://www.bangladesh.gov.bd/]

সীমানা

আয়তন ও সীমান্ত

সীমানা	আয়তন ও সীমান্ত
সর্বমোট সীমান্ত রেখা	৫১৩৮ বর্গ কি: মি: [সূত্র :বর্ডার গার্ড বাংলাদশে] ৪৭১১ বর্গ কি: মি: [সূত্র : মাধ্যমিক ভূগোল]
স্থলসীমা	৩৯৯৫ বর্গ কি:মি: [সূত্র : মাধ্যমিক ভূগোল] ৪৪২৭ বর্গ কি:মি: [সূত্র :বর্ডার গার্ড বাংলাদশে]
বাংলাদেশের উপকূলের দৈর্ঘ্য	৭১৬ বর্গ কি:মি:[সূত্র : মাধ্যমিক ভূগোল] ৭১১ বর্গ কি:মি: [সূত্র :বর্ডার গার্ড বাংলাদশে]
অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা	২০০ নটিক্যাল মাইল বা ৩৭০.৮ কি:মি:
রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা	১২ নটিক্যাল মাইল
১ নটিক্যাল মাইল	১.১৫ মাইল বা ১.৮৫২ কি:মি:
বাংলাদেশের সাথে সীমানা আছে	ভারত ও মিয়ানমারের
ভারতের সাথে সীমারেখার দৈর্ঘ্য	৩৭১৫ কি:মি:[সূত্র : মাধ্যমিক ভূগোল] ৪১৫৬কি:মি:[সূত্র :বর্ডার গার্ড বাংলাদশে]
মিয়ানমারের সাথে সীমারেখার দৈর্ঘ্য	২৮০কি:মি:[সূত্র : মাধ্যমিক ভূগোল] ২৭১কি:মি:[সূত্র :বর্ডার গার্ড বাংলাদশে]
বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা	৩২ টি

RAISUL ISLAM HRIDOY

ভারত ও মিয়ানমার উভয়দেশের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা	রাঙ্গামাটি (বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জেলা)
মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা	৩ টি (রাঙ্গামাটি,বান্দরবান,খাগড়াছড়ি)
ভারতের সাথে সীমান্তবর্তী জেলা	৩০ টি

- ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের সাথে কোন সীমান্ত নেই ।
- দেশের ২৪ তম স্থলবন্দর ভোলাগঞ্জ, কোম্পানিগঞ্জ, সিলেট।
- ময়মনসিংহ এবং সিলেট বিভাগের প্রতিটি জেলার সাথে সীমান্ত আছে।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় বদ্বীপ হল বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশের দক্ষিন- পশ্চিমে হাড়িয়াভাঙ্গা নদী বাংলাদেশ – ভারত এবং দক্ষিন- পূর্বে নাফ নদী বাংলাদেশ – মিয়ানমার সীমান্ত নির্দেশ করে।
- ভারতের পাঁচটি রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত আছে। এগুলো হলো – পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম।

হাইলাইটস

- উত্তরে- ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয় প্রদেশ
- পূর্বে- ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম প্রদেশ ও মায়ানমার
- পশ্চিমে- ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ
- দক্ষিণে- বঙ্গোপসাগর
- সীমান্ত আছে- ২টি দেশের সঙ্গে (ভারত ও মায়ানমার)
- বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতের মোট রাজ্য- ৫টি
- বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত নয়- মণিপুর রাজ্য (টিপাইমুখ বাঁধ)
- বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা- ৩২টি
- ভারতের সঙ্গে সীমান্তবর্তী জেলা- ৩০টি
- ভারত ও মায়ানমার দু'টি দেশের সঙ্গেই সীমান্ত আছে- রাঙামাটি জেলার

RAISUL ISLAM HRIDOY

- মোট সীমান্ত- ৫১৩৮ কিমি (অথবা ৪৭১৯ কিমি)
- মোট স্থলসীমা- ৪৪২৭ কিমি
- ভারতের সাথে সীমান্ত- ৪১৪৪ কিমি (অথবা ৩৭১৫ কিমি)
- মায়ানমারের সাথে সীমান্ত- ২৮৩ কিমি
- সমুদ্র উপকূলের দৈর্ঘ্য- ৭১১ কিমি
- কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য- ১৫৫ কিমি (পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত)
- অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমা- ২০০ নটিক্যাল মাইল
- রাজনৈতিক সমুদ্র সীমা- ১২ নটিক্যাল মাইল
- সীমান্ত থেকে ফারাক্কা বাঁধের দূরত্ব- ১৬.৫ কিমি/ ১১ মাইল
- ভারতের ভেতরে বাংলাদেশের ছিটমহল- ৫১টি (পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায়)
- বাংলাদেশের ভেতরে ভারতের ছিটমহল- ১১১টি (লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারীতে)
- সবচেয়ে বেশি ছিটমহল- লালমনিরহাটে (৫৯টি)
- স্বাধীনতার ৩০ বছর পর বিডিআর (বর্তমান বিজিবি) বিএসএফের কাছ থেকে উদ্ধার করে- সিলেটের পাদুয়া
- বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৬ মে, ১৯৭৪ (শেখ মুজিব ও ইন্দিরা গান্ধী)
- সর্ব উত্তরের জেলা- পঞ্চগড় (থানা- তেঁতুলিয়া)
- সর্ব দক্ষিণের জেলা- কক্সবাজার (থানা- টেকনাফ)
- সর্ব পশ্চিমের জেলা- চাঁপাই নবাবগঞ্জ (থানা- শিবগঞ্জ)
- সর্ব পূর্বের জেলা- বান্দরবান (থানা- থানচি)

ছিটমহল

- ভারতের ভেতরে বাংলাদেশের ছিটমহল- ৫১টি [প্রচলিত তথ্য]
- বাংলাদেশের ভেতরে ভারতের ছিটমহল- ১১১টি [প্রচলিত তথ্য]
- ভারতের ভেতরে বাংলাদেশের ছিটমহল- ৭১টি [তথ্যসূত্র : wikipedia]
- বাংলাদেশের ভেতরে ভারতের ছিটমহল- ১০২টি [তথ্যসূত্র : wikipedia]

RAISUL ISLAM HRIDOY

❖ বাংলাদেশ-ভারতের মোট কাউন্টার ছিটমহল আছে- ২৮টি [তথ্যসূত্র : wikipedia]

❖ বাংলাদেশ-ভারতের মোট কাউন্টার-কাউন্টার ছিটমহল আছে- ১টি [তথ্যসূত্র : wikipedia]

বিভিন্ন জেলায় ছিটমহলের সংখ্যা

বাংলাদেশের ছিটমহল (ভারতে অবস্থিত)		ভারতের ছিটমহল (বাংলাদেশে অবস্থিত)	
কুচবিহার (সর্বোচ্চ)	৪৭টি	লালমনিরহাট (সর্বোচ্চ)	৫৯টি
জলপাইগুড়ি	৪টি	পঞ্চগড়	৩৬টি
		কুড়িগ্রাম	১২টি
		নীলফামারী	৪টি
(দুইটি জেলায়-ই পশ্চিমবঙ্গে)	৫১টি		১১১টি

[প্রচলিত তথ্যের আলোকে ছকটি প্রস্তুত করা হয়েছে।]

মুজিব-ইন্দিরা গান্ধী চুক্তি এবং বেড়ুবাড়ী-তিনবিঘা করিডোর প্রসঙ্গ

⌘ মুজিব-ইন্দিরা গান্ধী সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৭৪ সালে

⌘ চুক্তি অনুযায়ী- বাংলাদেশ ভারতকে দক্ষিণ বেড়ুবাড়ী ছিটমহল দিয়ে দেবে । বিনিময়ে তিনবিঘা করিডোর পাবে । তিনবিঘা করিডোর বাংলাদেশের সঙ্গে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহলের যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা ।

⌘ বাংলাদেশকে ভারতের কাছে দক্ষিণ বেড়ুবাড়ী হস্তান্তর করে- ১৯৭৪ সালে

⌘ ভারত বাংলাদেশের জন্য তিনবিঘা করিডোর খুলে দেয়- ২৬ জুন, ১৯৯২ (প্রতিদিন ১২ ঘণ্টার জন্য খোলা থাকতো)

⌘ বেড়ুবাড়ী ছিটমহল- পঞ্চগড় জেলায়

⌘ ভারত বাংলাদেশের কাছে তিনবিঘা করিডোর লিজ দেয়- ২০১১ সালে

⌘ ভারত বাংলাদেশকে তিনবিঘা করিডোর লিজ দিলেও দক্ষিণ বেড়ুবাড়ী ভারতের দখলে আছে

⌘ তিনবিঘা করিডোর বাংলাদেশের জন্য ২৪ ঘণ্টা খুলে দেয়ার জন্য ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয়- ৬ সেপ্টেম্বর ২০১১

⌘ দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহলের মানুষের জন্য তিনবিঘা করিডোর আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেন- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (১৯ অক্টোবর ২০১১)

⌘ স্বাধীনতার ৩০ বছর পর বিডিআর (বর্তমান বিজিবি) বিএসএফের কাছ থেকে উদ্ধার করে- সিলেটের পাদুয়া

RAISUL ISLAM HRIDOY

সংবিধান

- বাংলাদেশ- একটি গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র
- বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি- এককেন্দ্রীক
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন- সংবিধান
- দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ- শাসন বিভাগ
- বাংলাদেশের সংবিধানে মোট ভাগ- ১১টি
- সংবিধানে অনুচ্ছেদ আছে- ১৫৩টি
- সংবিধানে ভাগ- ১১টি, অনুচ্ছেদ- ১৫৩টি
- সংবিধানে তফসিল আছে- ৪টি
- সংবিধানে মূলনীতি আছে- ৪টি
- সংবিধানের রূপকার- ড. কামাল হোসেন
- সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য- ৩৪ জন(প্রধান ছিলেন- ড. কামাল হোসেন)
- সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য- সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত
- সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য- বেগম রাজিয়া বানু
- বাংলাদেশের সংবিধান তৈরি করা হয়- ভারত ও বৃটেনের সংবিধানের আলোকে
- বাংলাদেশের সংবিধান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন- ড. কামাল হোসেন
- সংবিধান সর্বপ্রথম গণপরিষদে উত্থাপিত হয়- ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর
- সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়- ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর
- সংবিধান কার্যকর হয়- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২
- সংবিধান দিবস- ৪ নভেম্বর
- হস্তলিখিত লিখিত সংবিধানের অঙ্গসজ্জা করেন- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন
- সংবিধান- ২ প্রকার; লিখিত সংবিধান ও অলিখিত সংবিধান

RAISUL ISLAM HRIDOY

- বাংলাদেশের সংবিধান- লিখিত সংবিধান
- লিখিত সংবিধান নেই- বৃটেন, নিউজিল্যান্ড, স্পেন ও সৌদি আরব
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান- ভারতের; আর ছোট- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের
- বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী- ১৪ বছরের নিচের শিশুদের শ্রমে নিয়োগ করা যাবে না

সংবিধান সংশোধন

- মোট সংবিধান সংশোধন- ১৭ বার
- বাংলাদেশের সংবিধান থেকে ‘সমাজতন্ত্র’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ বাদ পরে- ১৯৭৮ সালে
- বাংলাদেশের সংবিধানে আবার ‘সমাজতন্ত্র’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ সংযোজন হয়- ২০১১ সালে
- ‘বাঙালি’-র বদলে ‘বাংলাদেশি’ জাতীয়তাবাদ প্রবর্তন করা হয়- ১৯৭৬ সালে
- সংবিধানে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহিম’ গৃহীত হয়- ১৯৭৭ সালে
- ইনডেমনিটিবিল/অধ্যাদেশজারিহয়- ১৯৭৫সালে
- ইনডেমনিটিবিল/অধ্যাদেশবাতিলহয়- ১৯৯৬সালে
- তত্ত্বাবধায়কসরকারেরআইনপাসহয়- ১৯৯৬সালে
- জরুরিঅবস্থাজারিরবিধান- ২য়সংশোধনী
- ইসলামকেরাষ্ট্রধর্মকরাহয়- ৮মসংশোধনী
- সংসদীয়পদ্ধতিরসরকারপ্রবর্তনকরাহয়- ১২শসংশোধনী
- সংবিধানসংশোধনেরজন্য- ২/৩ভোটেরপ্রয়োজন

সংবিধানের সংশোধনী সমূহ

আইনের শিরোনাম	সংশোধনীর বিষয়বস্তু	উত্থাপনকারী	উত্থাপনের তারিখ	পাসের তারিখ	রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের তারিখ	পক্ষে-বিপক্ষে ভোট	মন্তব্য	তৎকালীন রাষ্ট্রপতি / প্রধানমন্ত্রী
সংবিধান (প্রথম সংশোধনী) আইন ১৯৭৩	যুদ্ধাপরাধীসহ অন্যান্য মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করা	তৎকালীন আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর	১২ই জুলাই, ১৯৭৩	১৫ই জুলাই ১৯৭৩	১৭ই জুলাই ১৯৭৩	২৫৪-০ (বিরত ৩ জন)	***	শেখ মুজিবুর রহমান
সংবিধান (দ্বিতীয়	অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বা	আইনমন্ত্রী	১৮ই সেপ্টেম্বর,	২০শে	২২শে সেপ্টেম্বর	২৬৭-০ (স্বতন্ত্র ও	***	শেখ মুজিবুর রহমান

RAISUL ISLAM HRIDOY

সংশোধনী) আইন ১৯৭৩ ২৫ এপ্রিল	বহিরাক্রমনে দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বাধাগ্রস্ত হলে “জরুরি অবস্থা” ঘোষণার বিধান	মনোরঞ্জন ধর	১৯৭৩	সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩	১৯৭৩	বিরোধীরা ওয়াকআউট করেন)		
সংবিধান (তৃতীয় সংশোধনী) আইন ১৯৭৪	বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি অনুমোদন এবং চুক্তি অনুযায়ী ছিটমহল ও অপদখলীয় জমি বিনিময় বিধান	আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর	২১শে নভেম্বর, ১৯৭৪	২৩শে নভেম্বর ১৯৭৪	২৭শে নভেম্বর ১৯৭৪	২৬১-০৭	***	শেখ মুজিবুর রহমান
সংবিধান (চতুর্থ সংশোধনী) আইন ১৯৭৫	সংসদীয় শাসন পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন পদ্ধতি চালু এবং বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতি প্রবর্তন এবং বা ক শা ল গঠন	আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর	২৫শে জানুয়ারি ১৯৭৫	২৫শে জানুয়ারি ১৯৭৫	২৫শে জানুয়ারি ১৯৭৫	২৯৪-০	***	শেখ মুজিবুর রহমান
সংবিধান (পঞ্চম সংশোধনী) আইন ১৯৭৯	১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক সরকারের যাবতীয় কর্মকান্ডকে বৈধতা দান,"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" সংযোজন	সংসদ নেতা শাহ আজিজুর রহমান	৪ই এপ্রিল ১৯৭৯	৬ই এপ্রিল ১৯৭৯	৬ই এপ্রিল ১৯৭৯	২৪১-০	সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত এবং বাতিলকৃত	জিয়াউর রহমান
সংবিধান (ষষ্ঠ সংশোধনী) আইন ১৯৮১	উপ-রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থেকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান নিশ্চিতকরন	সংসদ নেতা শাহ আজিজুর রহমান	১লা জুলাই ১৯৮১	৮ই জুলাই ১৯৮১	৯ই জুলাই ১৯৮১	২৫২-০	***	জিয়াউর রহমান
সংবিধান (সপ্তম সংশোধনী) আইন ১৯৮৬	১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক আইন বলবৎ থাকাকালীন সময়ে প্রণীত সকল ফরমান, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশ, নির্দেশ ও অধ্যাদেশসহ অন্যান্য সকল আইন অনুমোদন	আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী বিচারপতি কে এম নুরুল ইসলাম	১০ই নভেম্বর ১৯৮৬	১০ই নভেম্বর ১৯৮৬	১০ই নভেম্বর ১৯৮৬	২২৩-০	সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত এবং বাতিলকৃত	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ
সংবিধান (অষ্টম সংশোধনী) আইন	রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতিদান ও ঢাকার বাইরে ৬টি জেলায় হাইকোর্টের	সংসদ নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ	১১ই মে ১৯৮৮	৭ই জুন ১৯৮৮	৯ই জুন ১৯৮৮	২৫৪-০	***	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ

RAISUL ISLAM HRIDOY

১৯৮৮	স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন। Dacca-এর নাম Dhaka এবং Bangali-এর নাম Bangla-তে পরিবর্তন করা হয়	আহমদ						
সংবিধান (নবম সংশোধনী) আইন ১৯৮৯	রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের সাথে একই সময়ে উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, রাষ্ট্রপতি পদে কোন ব্যক্তিকে পর পর দুই মেয়াদে সীমাবদ্ধ রাখা	সংসদ নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ	৬ই জুলাই ১৯৮৯	১০ই জুলাই ১৯৮৯	১১ই জুলাই ১৯৮৯	২৭২-০	***	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ
সংবিধান (দশম সংশোধনী) আইন ১৯৯০	রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে সংবিধানের ১২৩(২) অনুচ্ছেদের বাংলা ভাষ্য সংশোধন ও সংসদে মহিলাদের ৩০টি আসন আরো ১০ বছরকালের জন্য সংরক্ষণ	আইন ও বিচারমন্ত্রী হাবিবুল ইসলাম	১০ই জুন ১৯৯০	১২ই জুন ১৯৯০	২৩শে জুন ১৯৯০	২২৬-০	***	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ
সংবিধান (একাদশ সংশোধনী) আইন ১৯৯১	অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের স্বপদে ফিরে যাবার বিধান	আইন ও বিচারমন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ	২রা জুলাই ১৯৯১	৬ই আগস্ট ১৯৯১	১০ই আগস্ট ১৯৯১	২৭৮-০	***	শাহাবুদ্দিন আহমেদ (প্রধান উপদেষ্টা)
সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধনী) আইন ১৯৯১	সংসদীয় পদ্ধতির সরকার পুনঃপ্রবর্তন ও উপরাষ্ট্রপতি পদ বিলুপ্তি	প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া	২রা জুলাই ১৯৯১	৬ই আগস্ট ১৯৯১	১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯১	৩০৭-০	***	বেগম খালেদা জিয়া
সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধনী) আইন ১৯৯৬	অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিরপেক্ষ-নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন	আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকার	২১শে মার্চ ১৯৯৬	২৭শে মার্চ ১৯৯৬	২৮শে মার্চ ১৯৯৬	২৬৮-০	সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত এবং বাতিলকৃত	বেগম খালেদা জিয়া
সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধনী) আইন ২০০৪	নারীদের জন্য সংসদে ৪৫টি সংসদীয় আসন সংরক্ষণ, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি সংরক্ষণ, অর্থ বিল, সংসদ সদস্যদের শপথ, সাংবিধানিক বিভিন্ন পদের বয়স বৃদ্ধি	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ	২৭শে মার্চ ২০০৪, দ্বিতীয়বার ২৮শে এপ্রিল ২০০৪	১৬ই মে ২০০৪	১৭মে ২০০৪	২২৬-১	***	বেগম খালেদা জিয়া
সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন ২০১১	সংবিধানের প্রস্তাবনা সংশোধন, ১৯৭২-এর	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী	২৫শে জুন ২০১১	৩০শে জুন ২০১১	৩রা জুলাই ২০১১	২৯১-১	***	শেখ হাসিনা

RAISUL ISLAM HRIDOY

	মূলনীতি পুনর্বহাল, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তকরণ, ১/১১ পরবর্তী দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ম বহির্ভুতভাবে ৯০ দিনের অধিক ক্ষমতায় থাকার বিষয়টি প্রমার্জ্জনা, নারীদের জন্য সংসদে ৫০ টি সংসদীয় আসন সংরক্ষণ, নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি	ব্যারিস্টার শফিক আহমদ						
সংবিধান (ষোড়শ সংশোধনী) আইন ২০১৪	বাহাত্তরের সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদকে ফিরিয়ে দেয়া	আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক	৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪	১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪	৩২৮-০	সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত এবং বাতিলকৃত	শেখ হাসিনা
সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন - ২০১৮	আরও ২৫ বছরের জন্য জাতীয় সংসদের ৫০টি আসন শুধুমাত্র নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত রাখা	আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক	১০ এপ্রিল ২০১৮	৮ জুলাই ২০১৮	২৯ জুলাই ২০১৮	২৯৮-০	***	শেখ হাসিনা

তথ্যসূত্রঃ উকিপিডিয়া

পঞ্চদশ সংশোধনী

- উত্থাপনকারী- ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ (সাবেক আইন প্রতিমন্ত্রী)
- সংসদে গৃহীত- ৩০ জুন, ২০১১
- রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বাক্ষর- ৩ জুলাই, ২০১১

সংশোধনীসমূহ

⌘ ৭২-র সংবিধানের চার মূলনীতি পুনর্বহাল (জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা)

⌘ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলোপ

RAISUL ISLAM HRIDOY

⌘ রাজনৈতিক সরকারের অধীনে নির্বাচন

⌘ অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি

⌘ রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও বিসমিল্লাহ বহাল, অন্যান্য ধর্মের সমমর্যাদা

⌘ আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস বহাল

⌘ শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন

⌘ জাতির পিতা, ৭ মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতার ঘোষণা ও ঘোষণাপত্র যুক্তকরণ

⌘ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বীকৃতি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুযোগের সমতা

⌘ সংরক্ষিত নারী আসন বৃদ্ধি (বর্তমানে- ৫০টি; পূর্বে ছিল- ৪৫টি)

⌘ মৌলিক বিধান সংশোধন-অযোগ্য

⌘ জরুরি অবস্থার মেয়াদ নির্দিষ্টকরণ

⌘ দণ্ডিত যুদ্ধাপরাধীরা নির্বাচনে অযোগ্য

গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ

ধারা	বিষয়বস্তু
২.খ	রাষ্ট্রধর্ম
৩	রাষ্ট্রভাষা
৬	বাংলাদেশি নাগরিকত্ব
১০	জাতীয় জীবনে মহিলাদের সমান অংশগ্রহণ
১১	গণতন্ত্র ও মানবাধিকার
১২	বিলুপ্ত (ধর্মনিরপেক্ষতা) (আরেকটা বিলুপ্ত- ৯২ক)
১৭	অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা
২২	নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ
২৩ (ক)	আদিবাসী/উপজাতি সংক্রান্ত ধারা
২৭	আইনের দৃষ্টিতে সাম্য
২৮(২)	নারী ও পুরুষের সমানাধিকার
৩৯(১)	চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা
৩৯(২)ক	বাকস্বাধীনতা ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা
৩৯(২)খ	সংবাদপত্রের স্বাধীনতা
৭৭	ন্যায়পাল নিয়োগ
১৪১ক	জরুরি অবস্থা ঘোষণা

RAISUL ISLAM HRIDOY

- সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়স- ৩৫ বছর
- সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়স- ২৫ বছর
- সংবিধান অনুযায়ী সংসদ সদস্য ও স্পিকার হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়স- ২৫ বছর
- এক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারেন- ২ বার/মেয়াদকাল
- রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেন- স্পিকারের কাছে
- প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন- রাষ্ট্রপতির কাছে
- জাতীয় সংসদের/আইনসভার প্রধান/সভাপতি- স্পিকার
- সংসদীয় পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী- রাষ্ট্রপতি
- প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক/প্রধান- রাষ্ট্রপতি
- সংসদ অধিবেশন আহ্বান, ভঙ্গ ও স্থগিত করেন- রাষ্ট্রপতি
- প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি
- তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়বদ্ধ- রাষ্ট্রপতির কাছে
- নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি
- রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে- ২/৩ অংশ ভোট দরকার

সংসদের বিভিন্ন সময়সীমা

- সংসদ নির্বাচনের ৩০ দিনের মধ্যে অধিবেশন আহ্বান করতে হয়
- সংসদের দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময় সর্বোচ্চ- ৬০ দিন
- সংসদ অধিবেশনের কোরাম- ৬০ জন
- স্পিকারের অনুমতি ছাড়া সংসদে অনুপস্থিত থাকা যায়- ৯০ দিন
- (স্পিকারের অনুমতি ছাড়া ৯০ দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলে সংসদ সদস্য পদ বাতিল হয়ে যায়)
- সংসদ ভেঙে গেলে বা মেয়াদে শেষ হয়ে গেলে নির্বাচন দিতে হয়- ৯০ দিনের মধ্যে

সুপ্রিম কোর্ট

- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত- সুপ্রিম কোর্ট

RAISUL ISLAM HRIDOY

- সুপ্রিম কোর্টের বিভাগ- ২টি (আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ)
- সংবিধান নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব দিয়েছে- হাইকোর্টকে
- প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি
- প্রথম প্রধান বিচারপতি- এ এস এম সায়েম
- বর্তমান প্রধান বিচারপতি- বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন

বিচারপতি নিয়োগ প্রক্রিয়া

প্রধান বিচারপতি বাংলাদেশের একটি অন্যতম সাংবিধানিক পদ এবং দেশের সংকটজনক মূহূর্তে দেশের প্রধান নির্বাহী হিসাবে তিনি ক্ষেত্রবিশেষে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বলা হয়েছে, 'এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন'; এবং সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দান করে থাকেন। আর, সংবিধানের ৯৬(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৬৭ বছর বয়স পর্যন্ত বিচারপতি হিসাবে দায়িত্বে থাকা যায়।

প্রধান বিচারপতিবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	নিয়োগের তারিখ	অবসরগ্রহণের তারিখ
১	বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম	১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২	৫ নভেম্বর ১৯৭৫
২	বিচারপতি সৈয়দ এ. বি. মাহমুদ হোসেন	১৮ নভেম্বর ১৯৭৫	৩১ জানুয়ারি ১৯৭৮
৩	বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন	১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮	১১ এপ্রিল ১৯৮২
৪	বিচারপতি ফজলে কাদেরী মোহাম্মদ আবদুল মুনিম	১২ এপ্রিল ১৯৮২	৩০ নভেম্বর ১৯৮৯
৫	বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী	১ ডিসেম্বর ১৯৮৯	৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৯
৬	বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ	১ জানুয়ারি ১৯৯০	৩১ জানুয়ারি ১৯৯৫
৭	বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান	১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫	৩০ এপ্রিল ১৯৯৫
৮	বিচারপতি এ. টি. এম. আফজাল	১ মে ১৯৯৫	৩১ মে ১৯৯৯

RAISUL ISLAM HRIDOY

৯	বিচারপতি মোস্তফা কামাল	১ জুন ১৯৯৯	৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯
১০	বিচারপতি লতিফুর রহমান	১ জানুয়ারি ২০০০	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১
১১	বিচারপতি মাহমুদুল আমিন চৌধুরী	১ মার্চ ২০০১	১৭ জুন ২০০২
১২	বিচারপতি মাইনুর রেজা চৌধুরী	১৮ জুন ২০০২	২২ জুন ২০০৩
১৩	বিচারপতি কে. এম. হাসান	২৩ জুন ২০০৩	২ জানুয়ারি ২০০৪
১৪	বিচারপতি সৈয়দ জে. আর. মোদাচ্ছির হোসেন	২৭ জানুয়ারি ২০০৪	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
১৫	বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিন	১ মার্চ ২০০৭	৩১ মে ২০০৮
১৬	বিচারপতি এম. এম. রুহুল আমিন	১ জুন ২০০৮	২২ ডিসেম্বর ২০০৯
১৭	বিচারপতি মোঃ তাফাজ্জাল ইসলাম	২৩ ডিসেম্বর ২০০৯	৭ ফেব্রুয়ারি ২০১০
১৮	বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করীম	৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০	২৯ সেপ্টেম্বর ২০১০
১৯	বিচারপতি এ. বি. এম. খায়রুল হক	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০	১৭ মে ২০১১
২০	বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হোসেন	১৮ মে ২০১১	১৬ জানুয়ারি ২০১৫
২১	বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা	১৭ জানুয়ারি ২০১৫	১১ নভেম্বর ২০১৭ (পদত্যাগ)
২১	বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহহাব মিঞা (ভারপ্রাপ্ত)	১২ নভেম্বর ২০১৭	২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ (পদত্যাগ)
২২	বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন	৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	চলমান

নির্বাচন কমিশন

- নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি
- প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার- বিচারপতি এম ইদ্রিস
- বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার- কেএম নুরুল হুদা

RAISUL ISLAM HRIDOY

প্রধান নির্বাচন কমিশনারগণের তালিকা

প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন। তারা হলেন

নাম	মেয়াদকাল
এম ইদ্রিস	০৭ জুলাই ১৯৭২ - ০৭ জুলাই ১৯৭৭
এ কে এম নূরুল ইসলাম	০৮ জুলাই ১৯৭৭ - ১৭ মে ১৯৮৫
চৌধুরী এ.টি.এম মাসুদ	১৭ মে ১৯৮৫ - ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০
সুলতান হোসেন খান	১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ - ২৪ ডিসেম্বর ১৯৯০
আব্দুর রউফ	২৫ ডিসেম্বর ১৯৯০ - ১৮ জুন ১৯৯৫
এ.কে.এম যাকারিয়া	২৭ জুন ১৯৯৫ - ০৬ এপ্রিল ১৯৯৬
মোহাম্মদ আবু হেনা	০৯ এপ্রিল ১৯৯৬ - ০৮ মে ২০০০
এম এ সাঈদ	২৩ মে ২০০০ - ২২ মে ২০০৫
এম. এ. আজিজ	২৩ মে ২০০৫ - ২১ জানুয়ারি ২০০৭
এ.টি.এম. শামসুল হুদা	০৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ - ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২
কাজী রকিবুদ্দিন আহমদ	০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ - ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
কেএম নুরুল হুদা	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ - চলমান

বাংলার প্রাচীন ইতিহাস

২০০০০ বছর পূর্বের প্রস্তর যুগের এবং প্রায় চার হাজার বছরের পুরনো তাম্রযুগের ধ্বংসাবশেষ বাংলায় পাওয়া গেছে।

ইন্দো-আর্যদের আসার পর অঙ্গ, বঙ্গ এবং মগধ রাজ্য গঠিত হয় খ্রিষ্টপূর্ব দশম শতকে । এই রাজ্যগুলি বাংলা এবং বাংলার আশেপাশে স্থাপিত হয়েছিল । অঙ্গ বঙ্গ এবং মগধ রাজ্যের বর্ণনা প্রথম পাওয়া যায় অথর্ববেদে প্রায় ১২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে । মহাভারতে পৌন্ড্র রাজ বাসুদেব এর উল্লেখ পাওয়া যায় । এছাড়া চেদি রাজ্য আধুনা ভাওয়াল এর কাছে অবস্থিত । মগধরাজ জরাসন্ধ মহাপরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। মহাভারতে পাওয়া যায় চিত্রসেন ও সমুদ্রসেন ভীমের দিগ্বিজয় আটকে দিয়েছিল । এরা বঙ্গের অতি পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন ।

RAISUL ISLAM HRIDOY

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলই শক্তিশালী রাজ্য মগধের অংশ ছিল । মগধ ছিল একটি প্রাচীন ভারতীয়-আর্য রাজ্য । মগধের কথা রামায়ণ এবং মহাভারতে পাওয়া যায় । বুদ্ধের সময়ে এটি ছিল ভারতের চারটি প্রধান রাজ্যের মধ্যে একটি । মগধের ক্ষমতা বাড়ে বিম্বিসারের (রাজত্বকাল ৫৪৪-৪৯১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং তার ছেলে অজাতশত্রুর (রাজত্বকাল ৪৯১-৪৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) শাসনকালে । বিহার এবং বাংলার অধিকাংশ স্থানই মগধের ভিতরে ছিল ।

৩২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের সেনাবাহিনী মগধের নন্দ সাম্রাজ্যের সীমানার দিকে অগ্রসর হয় । এই সেনাবাহিনী ক্লান্ত ছিল এবং গঙ্গা নদীর কাছাকাছি বাংলার বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি হতে ভয় পেয়ে যায় । এই বাহিনী বিপাশা নদীর কাছে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং আরও পূর্বদিকে যেতে অস্বীকার করে । আলেকজান্ডার তখন তার সহকারী কইনাস (Coenus) এর সাথে দেখা করার পরে ঠিক করেন ফিরে যাওয়াই ভাল ।

মৌর্য সাম্রাজ্য মগধেই গড়ে উঠেছিল । মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য । এই সাম্রাজ্য অশোকের রাজত্বকালে ভারতের অধিকাংশ, বাংলাদেশ,পাকিস্তান ও আফগানিস্তান অবধি বিস্তার লাভ করেছিল । পরবর্তীকালে শক্তিশালী গুপ্ত সাম্রাজ্য মগধেই গড়ে ওঠে যা ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরাংশে, বাংলাদেশ ও সম্ভবত পাকিস্তানের কিছু অংশেও বিস্তার লাভ করেছিল।

মধ্য যুগের প্রথমাবস্থা

পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার; শুধু উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকেই নয়, বরং চীন, তিব্বত, মায়ানমার (তদানীন্তন ব্রহ্মদেশ), মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধরা এখানে ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে আসতেন

গৌড় রাজ্য

বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা ছিলেন শশাঙ্ক যিনি ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। সম্ভবত তিনি গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে একজন সামন্তরাজা ছিলেন । হর্ষবর্ধনের ভ্রাতা রাজ্যবর্ধনকে ইনি হত্যা করেন। এই জন্য হর্ষবর্ধন-এর সঙ্গে তার যুদ্ধ হয় । তার শক্তি বৃদ্ধি হতে দেখে কামরুপ রাজ ভাস্করবর্মন তার শত্রু হর্ষবর্ধনের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন । শশাঙ্ক চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সাহায্য পেয়েছিলেন এদের বিরুদ্ধে।শশাঙ্ক পরম শৈব ও বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। পাটলীপুত্র ও কুশীনগরে বহু বৌদ্ধকীর্তি ধ্বংস করেন। ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্ক-এর মৃত্যুর পর তার রাজ্যের পতন ঘটে। শশাঙ্কই প্রথম বাংলার রূপরেখা দিয়েছিলেন।

মাৎস্যন্যায়

৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়রাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে একঘোরতর নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। যা প্রায় দেড়শো বছর স্থায়ী হয় ।এই সময় বাংলাতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি হয়। আত্মকলহ,গৃহযুদ্ধ,গুপ্তহত্যা,অত্যাচার প্রভৃতি চরমে ওঠে ।বাংলার সাধারণ দরিদ্র মানুষের দুর্দশার শেষ ছিল না ।

স্থায়ী প্রশাসন না থাকাতে বাহুবলই ছিল শেষ কথা।বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় অভিজাততন্ত্র এই সময় প্রভাবশালী লোকেদের সভা প্রকৃৎপুঞ্জ গোপাল নামের এক রাজাকে নির্বাচন করেন, তিনি মাৎস্যন্যায় এর পতন ঘটান।

পাল বংশ

মাৎস্যন্যায়ের সময় বাংলার বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য বাংলার মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে গোপাল নামক এক সামন্তরাজাকে বাংলার রাজা রূপে গ্রহণ করেন ।গোপালই হলেন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা ।পাল বংশের সবচেয়ে শক্তিশালী দুই রাজা ছিলেন ধর্মপাল (রাজত্বকাল ৭৭৫-৮১০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং দেবপাল (রাজত্বকাল ৮১০-৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ)। পাল বংশের স্থায়ীত্বকাল ছিল প্রায় ৪০০ বছর।পাল বংশের অন্য উল্লেখ যোগ্য রাজা ছিলেন নারায়ণপাল ৮৬০-৯১৫ , মহীপাল ৯৭৮-১০৩০, রামপাল। তাঁর শাসনকালে শিল্প কলায় বাংলা শিখরে উঠে । কিন্তু এই সময় বহু ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ অত্যাচারে বাংলা ত্যাগ করে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে চলে যায় ।

মুসলমান শাসন

অষ্টম শতকের শুরু থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন টিকে ছিলো ।

ভারতে ইসলামের শাসন শুরু হয় ৭১২ সালে মুহাম্মদ বিন কাসিম দ্বারা সিন্ধু জয়ের মাধ্যমে । ৭১২ সালে দামেস্কের খলিফা আল-ওয়ালিদের আশির্বাদপুষ্ট ও বাগদাদের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের দ্বারা পারিচালিত হয়ে কাসিম ভারতে ইসলামের বিজয় ও শাসনের অভিষেক ঘটান । ১৫৯০ এর দশকে মুঘল সম্রাট আকবরের অধিনে মুসলিম শাসকগণ শক্তভাবে ভারতবর্ষের প্রায় সম্পূর্ন অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে । সম্রাট আওরঙ্গজেবের অধীনে (১৬৫৮-১৭০৭) ভারতে মুসলিম নিয়ন্ত্রণ আরো কিছুটা সম্প্রসারিত হয় । ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভাড়াটিয়া বাহিনীর হাতে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয় ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা করে । ১৭৯৯ সালে সর্বশেষ স্বাধীন মুসলিম শাসক মহীশুরের টিপু সুলতান ইংরেজদের হাতে পরাজিত হলে কার্যত ভারতে স্বাধীন মুসলিম শাসনের সমাপ্তি হয় ।

ভারতে মুসলিম শাসন প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন মুহম্মদ ঘুরী বাংলায় প্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্টা করেন ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি (১২০৪- ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে)। এই সময় মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবন বতুতা বাংলায় ভ্রমণ করেন। এই সময়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সুলতান সিকান্দর বিন ইলিয়াস, নাসির আল দিন মাহমুদ, হুসেন শাহ প্রভৃতি । এই সময়ে একমাত্র হিন্দু নৃপতি ছিলেন দনুজমদ্দন দেব(১৩৩৮-৪০শকাব্দ)(রাজা গণেশ) এই যুগের সর্বাপেক্ষ উল্লেখ যোগ্য ব্যাক্তি হলেন চৈতন্য দেব । ইনি হুসেন শাহের সমসাময়িক । এই সময়ে শিল্প সাহিত্যে অন্ধকার নেমে আসে । ১৫৭৬ এ মুঘোলরা বাংলা দখল করলে সুলতানি যুগের সমাপ্তি হয়।

ওলন্দাজ কলোনি

ব্রিটিশ শাসন

ব্রিটিশ শাসনের সময়ে দুটি মারাত্মক দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর বহুমানুষের জীবনহানি ঘটিয়েছিল । প্রথম দুর্ভিক্ষটি ঘটেছিল ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয়টি ঘটেছিল ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে । ১৭৭০ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির রাজত্বকালে বাংলার দুর্ভিক্ষটি ছিল ইতিহাসের সব থেকে বড় দুর্ভিক্ষগুলির মধ্যে একটি । বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল ১৭৭০ এবং তার পরবর্তী বছরগুলিতে ।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির শাসনের অবসান ঘটায় এবং বাংলা সরাসরি ভাবে ব্রিটিশ রাজবংশের শাসনাধীনে আসে ।

বাংলা ছিল খুব ভালো ধান উৎপাদক অঞ্চল এবং এখানে সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্র মসলিন তৈরি হত । এছাড়া এই অঞ্চল ছিল পৃথিবীর পাট চাহিদার মুখ্য যোগানকারী । ১৮৫০ সাল থেকেই বাংলায় ভারতের প্রধান শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠতে থাকে । এই শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছিল মূলত কলকাতার আশেপাশে এবং সদ্য গড়ে ওঠা শহরতলি এলাকায় । কিন্তু বাংলার বেশিরভাগ মানুষ তখনও কৃষির উপরেই বেশি নির্ভরশীল ছিলেন । ভারতের রাজনীতি এবং সংস্কৃতিতে বাংলার মানুষেরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলেও বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় তখনও খুব অনুন্নত জেলা ছিল । ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রাণী ভিক্টোরিয়া যখন ভারতের সম্রাজ্ঞী উপাধিতে নিজেকে ভূষিত করলেন তখন ব্রিটিশরা কলকাতাকে ব্রিটিশ রাজের রাজধানী বলে ঘোষণা করে।

বঙ্গভঙ্গ

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে গণপ্রজাতন্ত্র ভারত এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান নামে দুটি আলাদা রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করে। তখন বাংলাকে ভাগ করে পশ্চিম বাংলাকে ভারতের একটি অংশ এবং পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের একটি অংশে পরিণত করা হয়। সর্বপ্রথম ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে আলাদা রাজ্য গঠনের মধ্য দিয়ে বঙ্গভঙ্গের সূচনা করে, যা পরবর্তীতে ১৯১১ সালে প্রবল আন্দোলনে বাতিল করা হয়।

বাংলার স্বাধীন বৌদ্ধ ও হিন্দু নৃপতি

পাল বংশ

- প্রথম গোপাল (৭৫৭-৭৮১)
- ধর্মপাল (৭৮১-৮২১)
- দেবপাল (৮২১-৮৬১)
- প্রথম বিগ্রহপাল (৮৬১-৮৬৬)
- নারায়নপাল (৮৬৬-৯২০)
- রাজ্যপাল (৯২০-৯৫২)
- দ্বিতীয় গোপাল (৯৫২-৯৬৯)
- দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (৯৬৯-৯৯৫)
- প্রথম মহীপাল (৯৯৫-১০৪৩)
- নয়াপাল (১০৪৩-১০৫৮)
- তৃতীয় বিগ্রহপাল (১০৫৮-১০৭৫)
- দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭৫-১০৮০)
- দ্বিতীয় শূরপাল (১০৭৫-১০৭৭)

RAISUL ISLAM HRIDOY

- রামপাল (১০৮২-১১২৪)
- কুমারপাল (১১২৪-১১২৯)
- তৃতীয় গোপাল (১১২৯-১১৪৩)
- মদনপাল (১১৪৩-১১৬২)

সেন বংশ

- হেমন্ত সেন (১০৯৭)
- বিজয় সেন (১০৯৭-১১৬০)
- বল্লাল সেন (১১৬০-১১৭৮)
- লক্ষ্মন সেন (১১৭৮-১২০৬)
- বিশ্বরূপ সেন (১২০৬-১২২০)
- কেশব সেন (১২২০-১২৫০)

বাংলার স্বাধীন সুলতান

শাহী বাংলা ছিল মধ্যযুগের বাংলায় প্রায় তিনশ বছর ধরে স্থায়ী একটি মুসলিম স্বাধীন রাষ্ট্র যার অধীন রাষ্ট্র ছিল দক্ষিণ-পশ্চিমে ওড়িশা, দক্ষিণ-পূর্বে আরাকান,এবং পূর্বে ত্রিপুরা

ইলিয়াস শাহী বংশ (প্রথম পর্ব)

- শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৮) (১৩৪২ থেকে পশ্চিম বাংলার লখনৌতি রাজ্যের সুলতান এবং ১৩৫২ থেকে পুরো বাংলায়)
- প্রথম সিকান্দর শাহ (১৩৫৮-১৩৯০)
- গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ (১৩৯০-১৪১১)
- সাইফুদ্দীন হামজা শাহ (১৪১১-১৪১৩)
- মুহাম্মদ শাহ (১৪১৩)

বায়াজিদ বংশ

- শিহাবুদ্দিন বায়াজিদ শাহ (১৪১৩-১৪১৪)
- প্রথম আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৪১৪-১৪১৫)

RAISUL ISLAM HRIDOY

গণেশ বংশ

- রাজা গণেশ (১৪১৪-১৪১৫ এবং ১৪১৬-১৪১৮)
- জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ (১৪১৫-১৪১৬ এবং ১৪১৮-১৪৩৩)
- শামসুদ্দীন আহমদ শাহ (১৪৩৩-১৪৩৫)

ইলিয়াস শাহী বংশ (দ্বিতীয় পর্ব)

- প্রথম নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪৩৫-১৪৫৯)
- রুকনুদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪)
- শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১)
- দ্বিতীয় সিকান্দর শাহ (১৪৮১)
- জালালুদ্দীন ফতেহ শাহ (১৪৮১-১৪৮৭)

হাবসি বংশ

- বারবক শাহ (১৪৮৭)
- সাইফুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৪৮৭-১৪৯০)
- দ্বিতীয় নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪৯০)
- শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ (১৪৯০-১৪৯৩)

হুসেন বংশ

- আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)
- নাসিরুদ্দীন নুসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩২)
- দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৫৩২-১৫৩৩)
- গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮)

উত্তর ভারতবর্ষের শূর সম্রাটদের অধীনে বাংলা

শূর বংশ

- শের শাহ শূরি (১৫৪০-১৫৪৫)
- ইসলাম শাহ শূরি (১৫৪৫-১৫৫৩)
- ফিরোজ শাহ শূরি (১৫৫৩)

RAISUL ISLAM HRIDOY

- আদিল শাহ শূরি (১৫৫৩-১৫৫৭)- তার শাসনকালে ১৫৫৫ সালে বাংলার শাসক মুহাম্মদ খান শূরি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং 'শামসুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ' উপাধী ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে বসেন।

বাংলার স্বাধীন সুলতান

শূর বংশ

- শামসুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ (১৫৫৫)
- প্রথম গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ (১৫৫৫-১৫৬০)
- গিয়াসুদ্দীন জালাল শাহ (১৫৬০-১৫৬২)
- দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ (১৫৬২-১৫৬৩)

কররানি বংশ

- তাজ খান কররানি (১৫৬৩)
- সুলায়মান কররানি (১৫৬৩-১৫৭২)
- বায়াজিদ কররানি (১৫৭২-১৫৭৩)
- দাউদ খান কররানি (১৫৭৩-১৫৭৬)

মুঘল আমল (১৫২৬-১৮৫৭)

লালবাগ দুর্গ (এছাড়াও আওরঙ্গাবাদ দুর্গ নাম পরিচিত) বুড়িগঙ্গা নদীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ১৭ম শতাব্দীর একটি অসম্পূর্ণ মুঘল দুর্গ। জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর মুঘল সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

মুঘল শাসনের সময় বঙ্গ মুঘলদের মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রদেশ ছিল। এপ্রদেশ কাপড় উৎপাদন জাহাজ নির্মান শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। রাজধানী ঢাকার ১ লক্ষ জনগণের মধ্য ৮০০০০ ছিলে কাপড় বুননের দক্ষ কারিগর এবং সিল্ক, সুতা বস্ত্র, ইস্পাত, লবণ উৎপাদন ও রপ্তানিকারী করতো। বাংলার কৃষকরা ১৬০০ থেকে ১৬৫০ সালের মধ্য রেশম চাষ শেখে। মুঘল আমলে বাংলা ছিল মসলিন, সিল্ক এবং মুক্তা বাণিজ্যের কেন্দ্র বিন্দু। ঢাকার সিল্ক মধ্য এশিয়ায় 'ঢাকা' নামে পরিচিত ছিল।

মুঘল বাংলার শাসক

মুঘল বাংলার সুবাহদার

- শায়েস্তা খাঁ
- মুনিম খান

RAISUL ISLAM HRIDOY

ব্যক্তির নাম	শাসনকাল
মুনিম খান *খান-ই-খানান* منعمخان،خانخانان	২৫ সেপ্টেম্বর ১৫৭৪ - ২৩ অক্টোবর ১৫৭৫
হোসেন কুলি বেগ *খান জাহান ১* حسینقلیبیگ،خانجہاناول	১৫ নভেম্বর ১৫৭৫ - ১৯ ডিসেম্বর ১৫৭৮
মুজাফফর খান তুরবারি مظفرخانتربتی	১৫৭৯ - ১৫৮০
মির্জা আজিজ কোকা *খান-ই-আজম* میرزاعزیزکوکہ،خاناعظم	১৫৮২ - ১৫৮৩
শাহবাজ খান কামবোহ شہبازخانکمبوه	১৫৮৩ - ১৫৮৫
সাদিক খান صادقخان	১৫৮৫ - ১৫৮৬
ওয়াজির খান তাজিক وزیرخان	১৫৮৬ - ১৫৮৭
সাঈদ খান سعیدخان	১৫৮৭ - ১৫৯৪
রাজা মানসিংহ ১ راجہمانسنگھ	৪ জুন ১৫৯৪ - ১৬০৬
কুতুবুদিন কোকা قطبالدینخانکوکہ	২ সেপ্টেম্বর - মে ১৬০৭
জাহাঙ্গীর কুলি বেগ جہانگیرقلیبیگ	১৬০৭ - ১৬০৮
ইসলাম খাঁ ১ *ইসলাম খান চিশতী* اسلامخانچشتی	জুন ১৬০৮ - ১৬১৩
কাসিম খান চিশতি قاسمخانچشتی	১৬১৩ - ১৬১৭
ইব্রাহীম খান ফাতেহ জং ابراہیمخانفتحجنگ	১৬১৭ - ১৬২২
মোহাবাত খান محابتخان	১৬২২ - ১৬২৫
মির্জা আমানুল্লাহ *খান জামান ২* میرزاأماناللہ،خانزمانثانی	১৬২৫
মোকাররম খান مکرمخان	১৬২৫ - ১৬২৭
ফিদাই খান فدایخان	১৬২৭ - ১৬২৮
কাসিম খান জুইনি *কাসেম মনিজা* قاسمخانجوینی،قاسممانیجہ	১৬২৮ - ১৬৩২
মীর মুহাম্মাদ বাকির *আজম খান* میرمحمدباقر،اعظمخان	১৬৩২ - ১৬৩৫
মীর আব্দুস সালাম *ইসলাম খান মাশহাদি* اسلامخانمشہدی	১৬৩৫ - ১৬৩৯
সুলতান শাহ্ সুজা شاہشجاع	১৬৩৯-১৬৬০
মীর জুমলা ২	মে ১৬৬০ - ৩০ মার্চ ১৬৬৩

RAISUL ISLAM HRIDOY

ميرجمله	
মির্জা আবু তালিব *শায়েস্তা খান* ১ ميرزاابوطالب،شايستہخان	মার্চ ১৬৬৪ - ১৬৭৬
আজম খান কোকা, *ফিদাই খান* ২ اعظمخانكوكہ،فدايخانثانى	১৬৭৬ - ১৬৭৭
সুলতান মুহাম্মদ আজম শাহ *আলিজাহ* محمداعظمشاہعاليجاه	১৬৭৮ - ১৬৭৯
মির্জা আবু তালিব *শায়েস্তা খান*১ ميرزاابوطالب،شايستہخان	১৬৭৯ - ১৬৮৮
ইব্রাহীম খান ইবনে আলি মাদান খান ابراہيمخانابنعليمردانخان	১৬৮৮ - ১৬৯৭
সুলতান আজিম-উস-শাহ্ عظيمالشان	১৬৯৭ - ১৭১২
১৭১২-১৭১৭ তে অন্যরা নিযুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু প্রকাশ করা হয় নাই। সহকারি সুবেদার মুর্শিদ কুলি খান সেসময়য় নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন	
মুর্শিদ কুলি খান مرشدقليخان	১৭১৭ - ১৭২৭

বাংলার নবাব

- মুর্শিদকুলি জাফর খান ১৭০৩-১৭২৭
- সুজা উদ্দিন ১৭২৭-১৭৩৯
- সফররাজ খান ১৭৩৯-১৭৪০
- আলিবর্দী খান ১৭৪০-১৭৫৬
- সিরাজদ্দৌলা ১৭৫৬-১৭৫৭

ব্রিটিশ বাংলার নবাব

- মীরজাফর ১৭৫৭-১৭৬০
- মীর কাসিম ১৭৬০-১৭৬৩
- মীরজাফর (দ্বিতীয় বার) ১৭৬৩-১৭৬৫
- নাজিম উদ দৌলা ১৭৬৫-১৭৬৬
- সইফ উদ দৌলা ১৭৬৬-১৭৭০

বাংলার নবজাগরণ

অবিভক্ত ভারতের বাংলা অঞ্চলে, ১৯ শতক জুড়ে এবং ২০ শতকের প্রথমার্ধে সমাজ সংস্কার আন্দোলনই বাংলার নবজাগরণ নামে পরিচিত। রাজা রামমোহন রায়ের হাত ধরে ১৯ শতকে এ নবজাগরণের সূচনা।[1]২০ এর শতকের

RAISUL ISLAM HRIDOY

মধ্যমাংশে রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে অবসান ঘটে এ নবজাগরণের। অসংখ্য সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, সাংবাদিক ও দেশপ্রেমিকের হাত ধরে বাংলার নবজাগরণ বাংলাকে উত্তরণ করে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে।

বাংলার প্রাচীন জনপদসমূহ

প্রাচীনযুগে বাংলা নামে কোনো অখণ্ড রাষ্ট্র ছিল না। বাংলার বিভিন্ন অংশ তখন বঙ্গ, পুণ্ড্র, গৌড়, হরিকেল, সমতট, বরেন্দ্র এরকম প্রায় ১৬টি জনপদে বিভক্ত ছিল।বাংলার বিভিন্ন অংশে অবস্থিত প্রাচীন জনপদগুলোর সীমা ও বিস্তৃতি সঠিকভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। কেননা বিভিন্ন সময়ে এসব জনপদের সীমানা হ্রাস অথবা বৃদ্ধি পেয়েছে।বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম হলো পুণ্ড্র।

বাংলা প্রাচীন জনপদসমূহের তালিকা

	প্রাচীন জনপদের নাম	বর্তমান অবস্থান
১	**পুণ্ড্র**	বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অংশ বিশেষ
২	**বরেন্দ্র**	বগুড়া,পাবনা, রাজশাহী বিভাগের উত্তর পশ্চিমাংশ, রংপুর ও দিনাজপুরের কিছু অংশ
৩	**বঙ্গ**	ঢাকা, ফরিদপুর, বিক্রমপুর, বাকলা (বরিশাল)
৪	**গৌড়**	মালদহ , মুর্শিদাবাদ,বীরভূম,বর্ধমান ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৫	**সমতট**	বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল
৬	**রাঢ়**	পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাঞ্চল বর্ধমান জেলা
৭	**হরকূল বা হরিকেল**	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্ট্রগ্রাম, ত্রিপুরা, সিলেট
৮	**চন্দ্রদ্বীপ**	বরিশাল, বিক্রমপুর, মুন্সীগঞ্জ জেলা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল
৯	**সপ্তগাঁও**	খুলনা এবং সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল
১০	**কামরূপ**	জলপাইগুড়ি, আসামের বৃহত্তর গোয়ালপাড়া জেলা,বৃহত্তর কামরূপ জেলা
১১	**তাম্রলিপ্ত**	মেদিনীপুর জেলা
১২	**রূক্ষ (আরাকান)**	কক্সবাজার, মায়ানমারের কিছু অংশ, কর্ণফুলি নদীর দক্ষিণা অঞ্চল

RAISUL ISLAM HRIDOY

১৩	**সূক্ষ্ম**	গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের দক্ষিণ ভূভাগ,আধুনিক মতে বর্ধমানের দক্ষিণাংশে, হুগলির বৃহদাংশ, হাওড়া এবং বীরভূম জেলা নিয়ে সূক্ষ্ম দেশের অবস্থান ছিল
১৪	**বিক্রমপুর**	মুন্সিগঞ্জ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল
১৫	**বাকেরগঞ্জ**	বরিশাল, খুলনা, বাগেরহাট

প্রাচীনকালে বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলাের নাম দেয়া হয়েছিল জনপদ। চতুর্থ শতক হতে গুপ্ত যুগ, গুপ্ত পরবর্তী যুগ, পাল, সেন প্রভৃতি আমলের উল্কীর্ণ শিলালিপি ও সাহিত্য গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার ১৬ টি জনপদগুলোর নাম পাওয়া যায় (বাংলায় ছিল ১০টি)। বঙ্গ, গৌড়, সমতট, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, রাঢ়, পুণ্ড ও বারিন্দ্রী প্রভৃতি নামে জনপদ ছিল।

পুন্ড্র

'পৌন্ড্রিক শব্দ থেকে 'পু নামের উৎপত্তি। এর অর্থ- আখ বা চিনি। বাংলাদেশের সর্বপ্রাচীন জনপদ হল পুণ্ড্র। বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অবস্থানভূমিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে পুণ্ড্র জনপদ। প্রাচীন পুণ্ড রাজ্যের রাজধানী ছিল পুণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রনগর। সম্রাট অশাােকের রাজত্বকালে প্রাচীন পুণ্ড্র রাজ্যের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। বর্তমান অবস্থান বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়। বৈদিক সাহিত্য ও মহাভারতে এ জাতির উল্লেখ আছে। পাল রাজারা উত্তরবঙ্গকে তাদের পিতৃভূমি মনে করত। সেজন্য এর নামকরণ করেছিল বারিন্দ্রী। এই বারিন্দ্রী থেকে বরেন্দ্র শব্দের উৎপত্তি। বর্তমান করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরের লালমাটি সমৃদ্ধ অঞ্চলই বরেন্দ্রভূমি নামে পরিচিত। গঙ্গা ও করতোয়া নদীর পশ্চিমাংশের মধ্যবর্তী অংশকে রামায়ণে বারিন্দ্রীমণ্ডল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাইলাইটেড তথ্য

- ⌘ বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগরকেন্দ্র- পুণ্ড্রবর্ধন বা মহাস্থানগড়।
- ⌘ প্রাচীন পুরাজ্যের রাজধানী ছিল- পুণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রবর্ধন।
- ⌘ বিখ্যাত সাধক শাহ-সুলতান বলখির মাজার অবস্থিত- মহাস্থানগড়ে।
- ⌘ বেহুলা-লখিন্দরের বাসর ঘর অবস্থিত- মহাস্থানগড়ে।

গৌড়

প্রাচীন বাংলার জনপদ গুলোকে শশাঙ্ক গৌড় নামে একত্রিত করেন। পাণিনির গ্রন্থে সর্বপ্রথম গৌড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে এ জনপদের শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। হর্ষবর্ধনের শিলালিপি হতে প্রমাণিত হয় যে, সমুদ্র উপকূল হতে গৌড় দেশ খুব বেশি দূরে ছিল না। সাত শতকে গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণ। বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও এর সন্নিকটের এলাকা গৌড়

RAISUL ISLAM HRIDOY

রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আধুনিক এ লদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমানের কিছু অংশ গৌড়ের সীমানা মনে করা হয়।

বঙ্গ

বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বরিশাল, পাবনা, ফরিদপুর নোয়াখালী, বাকেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীর নিম্ন জলাভূমি এবং পশ্চিমের উচ্চভূমি যশোর, কুষ্টিয়া, নদীয়া, শান্তিপুর ও ঢাকার বিক্রমপুর সংলগ্ন অঞ্চল ছিল বঙ্গ জনপদের অন্তর্গত। পাঠান আমলে সমগ্র বাংলা বঙ্গ নামে ঐক্যবদ্ধ হয়। পুরানো শিলালিপিতে 'বিক্রমপুর' ও 'নাব্য' নামে দুটি অংশের উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীন বঙ্গ ছিল একটি শক্তিশালী রাজ্য। ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে বঙ্গ নামে উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া রামায়ণ, মহাভারতে এবং কালিদাসের 'রঘুবংশ' গ্রন্থে 'বঙ্গ' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সমতট

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর বিবরণ অনুযায়ী সমতট ছিল বঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ পূর্বাংশের একটি নতুন রাজ্য। মেঘনা নদীর মোহনাসহ বর্তমান কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল সমতটের অন্তর্ভুক্ত। কুমিল্লা জেলার বড় কামতা সমতট রাজ্যের রাজধানী ছিল বলে জানা যায়। কুমিল্লা ময়নামতিতে পাওয়া প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম 'শালবন বিহার।

রাঢ়

রাঢ় বাংলার একটি প্রাচীন জনপদ। ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীর হতে গঙ্গা নদীর দক্ষিণাঞ্চল রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্গত। অজয় নদী রাঢ় অঞ্চলকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। উত্তর রাঢ় বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ সমগ্র বীরভূম জেলা এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা দক্ষিণ রাঢ় বর্ধমানে দক্ষিণাংশ হুগলি বহুলাংশ এবং হাওড়া জেলা।

হরিকেল

সপ্তম শতকের লেখকেরা হরিকেল নামে একটি জনপদের বর্ণনা করেছেন। চীনা ভ্রমণকারী ইৎ সিং বলেছেন, হরিকেল ছিল পূর্ব ভারতের শেষ সীমায়। ত্রিপুরার শৈলশ্রেণির সমান্তরাল অঞ্চল সিলেট হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত হরিকেল বিস্তৃত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত দুইটি শিলালিপিতে হরিকেল সিলেটের সঙ্গে সমর্থক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তামলিপ্ত

তাম্রলিপ্ত নামক জনপদ হরিকেল ও রাঢ়ের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। তাম্রলিপ্ত প্রাচীন বাংলার একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তমলুকই এলাকাই ছিল তাম্রলিপ্ত জনপদের কেন্দ্রস্থল। পেরিপ্লাস' নামক গ্রন্থে এবং টলেমি, ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং ও ইৎ সিংয়ের বিবরণে এই তাম্রলিপ্ত জনপদের নাম বন্দর হিসেবে উল্লেখ আছে। সপ্তম শতক হতে এটা দণ্ডভুক্তি নামে পরিচিত হতে থাকে। আট শতকের পর হতেই তাম্রলিপ্ত বন্দরের সমৃদ্ধি নষ্ট হয়ে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

চন্দ্রদ্বীপ/বাকলা

'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে উল্লেখিত বাকলা পরগণা বর্তমান বরিশাল জেলার অন্তর্গত। মধ্যযুগে বর্তমানে বরিশাল জেলাই ছিল চন্দ্রদ্বীপের মূল ভূখণ্ড ও প্রাণকেন্দ্র। এ প্রাচীন জনপদটি বালেশ্বর ও মেঘনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। পাল যুগে এটি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের শাসনাধীন ভূখণ্ডরূপে শাসিত হতা।

আর্যপূর্ব যুগে বাংলা

বঙ্গদেশে জনবসতির প্রাথমিক তথ্য পাওয়া না গেলেও প্রস্তর যুগ, নব্য প্রস্তর যুগ এবং তাম্র যুগের কিছু অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান মেলে এখানে। খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এখানে এক সুসভ্য জাতির বাস ছিল বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেন। এরা চাষাবাদ, পশু শিকার ও পশুপালন করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। এরা পাথর ও তামা ব্যবহার করত এবং ইট পাথরের ভিটার উপর প্রশস্ত ঘর তৈরি করত। প্রাচীন পুণ্ড্র ও বঙ্গজাতি আর্যপূর্ব যুগের মানুষ ছিল বলে ধারণা করা হয়। আর্যপূর্ব যুগে বাংলার অধিবাসীরা সভ্যতার দিক থেকে যথেষ্ট উন্নত ছিল। কৃষিকাজ, নৌকা নির্মাণ, বয়ণশিল্প, ধাতুশিল্প প্রভৃতি আর্যপূর্ব যুগের লাোকেরাই বাংলায় প্রথম প্রচলন করেন। কুমার, কামার, সূত্রধর, তাম্রকার স্বর্ণকার, মণিকার, বাসারী, শাখারী ইত্যাদি পেশাদারদের কারিগরি কাজে এরা সুদক্ষ ছিল।

আর্য জাতি

যারা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর ইন্দো-ইরানীয় আর্যভাষা তথা ল্যাটিন, গ্রিক, জার্মান, ফরাসি ভাষায় কথা বলতো তারা আর্যজাতি। এদের বসবাস ছিল ইউরাল পর্বতের দক্ষিণের তৃণভূমি অঞ্চলে তথা ককেশাস অঞ্চল। এরা সনাতন ধর্মাবলম্বী ছিল এবং এদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'ঋকবেদ। আফগানিস্তানের খাইবার গিরিপথ দিয়ে খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে আর্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ভারতবর্ষে প্রবেশের চৌদ্দশত বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব ১০০ অব্দে আর্যগণ বাংলায় প্রবেশ করে। এসময় বঙ্গদেশ অস্ট্রিক জাতির প্রভাবাধীন ছিল। প্রায় আটশত বছর তথা মৌর্য ও গুপ্ত শাসনামল পর্যন্ত বঙ্গদেশে আর্যীকরণ ঘটেছিল বলে ধারণা করা হয়।

বিভিন্ন শাসনামলে বাংলার রাজধানী

মৌর্য বংশ	গৌড়
গুপ্ত বংশ	গৌড়
গৌড় (শশাঙ্ক)	কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ)
মৌর্যযুগ	পুণ্ড্রবর্ধন (মহাস্থানগড়)
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য	পাটলিপুত্র
ঈশা খাঁ	সোনারগাঁও
পুণ্ড্র জনপদ	পুণ্ড্রবর্ধন (মহাস্থানগড়)

RAISUL ISLAM HRIDOY

লক্ষণ সেন	নদীয়া বা নবদ্বীপ
গুপ্ত রাজবংশ	বিদিশা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী

- ঐতরেয় আরণক গ্রন্থে সর্বপ্রথম ‘বঙ্গ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।
- মোগল সম্রাট আকবরের সভাকবি আবুল ফজল তাঁর ‘আইন-ই-আকবরি’ গ্রন্থে সর্প্রথম দেশবাচক বাংলা শব্দের ব্যবহার করেন। তিনি ‘বাংলা’ নামের উৎপত্তি সর্ম্পকে দেখান, এদেশের প্রাচীন নাম ‘বঙ্গ’ এর সাথে বাধঁ বা জমরি সীমানা সূচক ‘ আল’ যোগে ‘বাংলা’ শব্দ গঠিত হয়।
- কলহনের ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ ‘রাজতরঙ্গিনী’ গ্রন্থে মৌর্য আমল হতে শুরু করে কাশ্মীরের রাজাদের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।
- পাণিনি গ্রন্থে প্রথম ‘গৌড়’র উল্লেখ পাওয়া যায়।
- কালিদাসের গ্রন্থে ‘বঙ্গ’ জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়।
- প্রাচীন শিলালিপিত ‘বিক্রমপুর’ ও ‘নাব্য’ নামে বঙ্গের দুইটি অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়। বতর্মান ফরিদপুর বরিশাল ও পটুয়াখালী নিম্ন জলাভূমি ছিল ‘নাব্যের’ অর্ন্তভুক্ত ।
- বাকেরগঞ্জ বলতে বরিশাল, বাগেরহাট ও খুলনাকে বুঝায়।
- ইতিহাসের জনক প্রাচীন গ্রীসের হেরাডোটাস।
- প্রাগৈতিহাসিক যুগ হলো পাথরের যুগ। পাথরের পরবর্তী যুগ ধাতুর যুগ।
- বিশ্ব সভ্যতার যাত্রা শুরু হয় খিস্ট্রপূর্ব ৫০০০ অব্দে।
- মৌর্যদের আমল হতে বাংলাকে সাম্রাজ্যভূক্ত করা হয় ও স্বাধীন বাংলা রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়.বাংলার প্রথম স্বাধীন নরপতি হলো শশাঙ্ক।
- বাংলার স্বাধীনতার সূচনা করেন ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ।
- বাংলায় প্রথম নৌবাহিনী গড়ে তোলেন গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ।
- সমটতের রাজধানী ‘বড় কামতা’।
- বাংলার ইতিহাস ইউরোপীয়দের আগমন ও বৃটিশ আমল

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন

ক্রমানুসারে জাতির নাম	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
পর্তুগিজ	ভারতের আসার জলপথ আবিষ্কার (১৪৮৭ সালে) ১৪৮৭ সালে- বার্থলোমিউ দিয়াজ উত্তমাশা অন্তরীপে পৌছান ভাস্কো দা গামা সেই পথ দিয়ে ভারতবর্ষে আসেন- ১৪৯৮ সালে ভাস্কো দা গামা কালিকট বন্দরে আসেন ভারতে আসতে ভাস্কো দা গামা আরব নাবিকদের সাহায্য নেন ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম ভারতে আসে ও ঘাঁটি স্থাপন করে ঘাঁটি স্থাপন করে- ১৫১৬ সালে
ওলন্দাজ	ডাচ বা নেদারল্যান্ডের অধিবাসীদের ওলন্দাজ বলা হয়
দিনেমার	ডেনমার্কের অধিবাসীদের দিনেমার বলা হয়
ইংরেজ	ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন- ১৬০০ সালে উদ্দেশ্য ছিল- ব্যবসা করা উপমহাদেশে/বাংলায় ইংরেজদের প্রথম কুঠি- সুরাটে (১৬০৮ সালে) কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ স্থাপন- ১৭০০ সালে
ফরাসি	ইউরোপীয়দের মধ্যে সবার শেষে আসে উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্য স্থাপন

- বাংলার প্রথম নবাব- মুর্শিদকুলী খান
- বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন- মুর্শিদকুলী খান

সিরাজ-উদ-দৌলার বীরত্ব, মীর জাফর গংয়ের বিশ্বাসঘাতকতা ও বাংলায় ইংরেজ প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা

সিরাজ-উদ-দৌলা

- বাংলার নবাব হন- ১৭৫৬ সালে
- বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব- মুর্শিদকুলী খান
- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব- সিরাজ-উদ-দৌলা
- কলকাতার নাম রাখেন- আলিনগর

RAISUL ISLAM HRIDOY

অন্ধকূপ হত্যা(১৭৫৬)

- একটি মিথ্যা অভিযোগ
- হলওয়ে সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে বৃটিশদের ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গে ১২৩ জন ইংরেজকে আটকে রেখে নির্মমভাবে হত্যার মিথ্যা অভিযোগ/কাহিনী প্রচার করে। এটাই ইতিহাসে অন্ধকূপ হত্যা নামে পরিচিত। পরবর্তীতে এটা মিথ্যা প্রমাণ করা হয়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে ইংরেজরা যুদ্ধ করে।

পলাশীর যুদ্ধ (২৩ জুন, ১৭৫৭; পলাশীর প্রান্তর)

- পক্ষ- বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ও ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ
- পরাজিত পক্ষ- বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা
- সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মূল কারণ- প্রধান সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা
- সিরাজ-উদ-দৌলার হত্যাকারী- মোহাম্মদী বেগ

বক্সারের যুদ্ধ

- সময়- ১৭৬৪ সাল
- পক্ষ- ইংরেজ ও মীর কাসিম
- পরাজিত পক্ষ- মীর কাসিম

বৃটিশ ভাইসরয়দের গুরুত্বপূর্ণ কাজ/অবদান/ঘটনা

নাম	কাজ/অবদান/ঘটনা	সাল
লর্ড ক্লাইভ	দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন (মোঘল সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে চুক্তি করেন)	১৭৬৫
লর্ড কার্টিয়ার	'৭৬-র মন্বন্তর	১৭৭০ (১১৭৬বঙ্গাব্দ)
লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ১ম গভর্নর জেনারেল	দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা রহিত	১৭৭২
	৫ শালা বন্দোবস্ত	
	১ শালা বন্দোবস্ত	
	রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কোলকাতায় স্থানান্তর	
	রাজস্ব বোর্ড গঠন	
লর্ড কর্নওয়ালিস	দশশালা বন্দোবস্ত	১৭৯০
	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত + সূর্যাস্ত আইন	১৭৯৩
	সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা	
লর্ড উইলিয়াম বেন্টি	সতীদাহ প্রথা বিলোপ (রাজা রামমোহন রায়)	১৮২৯

RAISUL ISLAM HRIDOY

ঙ্ক	আদালতে আরবির বদলে ফার্সি ভাষা প্রচলন	১৮৩৫
লর্ড ডালহৌসি	রেল যোগাযোগ	১৮৫৩
	বিধবা বিবাহ (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)	১৮৫৬
	স্বত্ববিলোপ নীতি	
লর্ড ক্যানিং	কাগজের মুদ্রা প্রচলন	১৮৫৭
	সিপাহী বিদ্রোহ	১৮৫৭
	ক্ষমতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে সরাসরি রাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে	১৮৫৮
	পুলিশ সার্ভিস	১৮৬১
	১ম বাজেট	১৮৬১
লর্ড রিপন 'ভারতের বন্ধু' খ্যাত	১ম আদমশুমারি	১৮৬১
লর্ড কার্জন	বঙ্গভঙ্গ নতুন বাংলা প্রদেশের রাজধানী- ঢাকা	১৯০৫
	বাংলা প্রদেশের ১ম লেফটেন্যান্ট গভর্নর- ব্যামফিল্ড ফুলার	১৯০৫
লর্ড হার্ডিঞ্জ (২য়)	বঙ্গভঙ্গ রদ	১৯১১
	রাজধানী কোলকাতা হতে দিল্লীতে স্থানান্তর	
	হার্ডিঞ্জ ব্রিজ (পদ্মা)	১৯১৫
লর্ড লিনলিথগো	ভারত ছাড় আন্দোলন	১৯৪২
	পঞ্চাশের মন্বন্তর	১৯৪৩ (১৩৫০ বঙ্গাব্দ)
লর্ড মাউন্টব্যাটেন সর্বশেষ বৃটিশ গভর্নর		

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন

আন্দোলন	সময়কাল	প্রধান নেতা	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
ফকির আন্দোলন		ফকির মজনু শাহ অন্যান্য- ভবানী পাঠক	
তিতুমীরের আন্দোলন		তিতুমীর প্রকৃত নাম- সৈয়দ নিসার আলী মৃত্যু- ১৮৩১ ১ম বাঙালি শহীদ	বাঁশের কেল্লা- নারিকেলবাড়িয়ায় ধ্বংস হয়- ১৮৩১ সালে
ফরায়েজী আন্দোলন		হাজী শরীয়তউল্লাহ	

RAISUL ISLAM HRIDOY

		জন্ম- ১৭৮১; শরীয়তপুরে মৃত্যু- ১৮৪০ পরবর্তী নেতা- দুদু মিয়া (হাজী শরীয়তউল্লাহর পুত্র)	
সিপাহী বিদ্রোহ	১৮৫৭		শুরু হয়- ব্যারাকপুর থেকে এনফিল্ড রাইফেলের চর্বির টোটায় গরু ও শূকরের মাংস মেশানোর গুজব ফলাফল- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে। ভারত সরাসরি রাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীন হয়।
নীল বিদ্রোহ	অবসান ঘটে- ১৮৬০		ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব হয় ১৮ শতকের শেষের দিকে গুরুত্বপূর্ণ বই(নাটক)- নীল দর্পণ (দীনবন্ধু মিত্র)
চাকমা বিদ্রোহ	১৭৭৬-৮৭	জুম্মা খান	
সাঁওতাল বিদ্রোহ	১৮৫৫-৫৬	২ ভাই- কানু আর সিদু	

বৃটিশ আমলে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকগণ

রাজা রামমোহন রায়	ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠা- ১৮২৮ 'ব্রাহ্ম ধর্ম' প্রবর্তন (একেশ্বরবাদ প্রবর্তন ও প্রচার) সতীদাহ প্রথা রহিতকরণে ভূমিকা- ১৮২৯ (লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে) রাজা উপাধি দেন- সম্রাট দ্বিতীয় আকবর
হাজী মুহম্মদ মুহসীন	হুগলির ইমামবাড়া নির্মাণ করেন মুসলমানদের শিক্ষার জন্য সর্বস্ব দান করেন
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	বিধবা বিবাহ প্রচলনে ভূমিকা- ১৯৫৬ (লর্ড ডালহৌসী) নিযুক্ত ছিলেন- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, সংস্কৃত কলেজ
নওয়াব আব্দুল লতিফ	মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা- ১৮৬৩ মুসলিম সাহিত্য সমাজ- ১৮৬৩ ১ম মুসলমান আইন পরিষদের সদস্য
সৈয়দ আমীর আলী	সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন- ১৮৭৭ ভারতীয় উপমহাদেশের ১ম প্রিভি কাউন্সিল সদস্য

RAISUL ISLAM HRIDOY

	গ্রন্থ- 'দি স্পিরিট অফ ইসলাম', 'এ শর্ট হিস্টোরি অফ দি সেরাসিনম'
স্যার সৈয়দ আহমদ খান	আলীগড় আন্দোলন আলীগড় অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ- ১৮৭৭ আলীগড় মোহামেডান এডুকেশন কনফারেন্স- ১৮৮৬

কংগ্রেস

- কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা- ১৮৮৫
- প্রতিষ্ঠাতা- এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম
- মুসলিম লীগ- ১৯০৬
- প্রতিষ্ঠাতা- নবাব সলিমুল্লাহ
- প্রকৃত নাম- নিখিল ভারত মুসলিম লীগ

বৃটিশ আমলে রাজনৈতিক আন্দোলন ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা :

- অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রবক্তা- মহাত্মা গান্ধী
- মহাত্মা গান্ধীর প্রকৃত নাম- মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটে- ১৯১৯
- রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন- জালিওয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে
- খেলাফত আন্দোলন সংঘটিত হয়- ১৯২০ সালে
- নেতৃত্ব দেন- মাওলানা মুহম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী
- বৃটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন করেন- মাস্টারদা সূর্যসেন
- চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন- ১৮ এপ্রিল, ১৯৩০
- মাস্টারদা'কে ফাঁসি দেয়া হয়- ১৯৩১
- সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে ফাঁসি দেয়া হয়- ক্ষুদিরামকে
- 'প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার' জড়িত ছিলেন- মাস্টারদা সূর্যসেনের সঙ্গে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে
- ভারত ছাড় আন্দোলনের সূচনা হয়- ১৯৪২
- বাংলায় দুর্ভিক্ষ/পঞ্চাশের মন্বন্তর- ১৯৪৩ (১৩৫০ বঙ্গাব্দ)
- দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রবক্তা- মুহম্মদ আলী জিন্নাহ (১৯৩৯)
- লাহোর প্রস্তাবের প্রবক্তা- এ কে ফজলুল হক (১৯৪০)
- ঋন সালিসী আইন- এ কে ফজলুল হক
- বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী/অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী- এ কে ফজলুল হক
- ভারত বিভক্তির সময় বাংলার প্রধানমন্ত্রী- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

RAISUL ISLAM HRIDOY

- ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির জন্য গঠিত কমিশন- র‍্যাডক্লিফ কমিশন (লিঙ্ক : সীমান্ত লাইন, র‍্যাডক্লিফ লাইন)
- ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির সময় বৃটিশ গভর্নর- লর্ড মাউন্টব্যাটেন

ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা

- পাকিস্তান স্বাধীন হয়- ১৪ আগস্ট ১৯৪৭
- ভারত স্বাধীন হয়- ১৫ আগস্ট ১৯৪৭

পাকিস্তান আমল

- বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত ছিল- ২৪ বছর

গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তানী/পাকিস্তানপন্থী ব্যক্তিত্ব

মুহম্মদ আলী জিন্নাহ	পাকিস্তানের জাতির জনক উপাধি- কায়েদে আজম স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল
লিয়াকত আলী খান	পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী
খাজা নাজিমউদ্দীন	ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পূর্ববঙ্গ প্রদেশের/ পাকিস্তান আমলে বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী (অবিভক্ত বাংলার অর্থাৎ বৃটিশ আমলের বাংলা প্রদেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী- এ কে ফজলুল হক)
ইস্কান্দার মির্জা	পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট প্রথম সামরিক আইন জারি করেন (১৯৫৮)
জেনারেল আইয়ুব খান	ইস্কান্দার মির্জাকে সরিয়ে নিজেই প্রেসিডেন্ট হন
আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান	আইয়ুব খান পদত্যাগ করলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন
নুরুল আমিন	ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

পাকিস্তানের প্রথম

- পাকিস্থানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহামম্মদ আলী জিন্নাহ
- পাকিস্থানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান
- পূর্ব বাংলার প্রথম মূখ্য মূখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন

RAISUL ISLAM HRIDOY

আওয়ামী মুসলিম লীগ

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ।আর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন শামসুল হক। বঙ্গবন্ধু ছিলেন আওয়ালী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক। ১৯৫৫ সালে আওয়ালী মুসলিম লীগের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে 'আওয়ালী লীগ' নামকরণ করে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য এর দ্বার উন্মুক্ত করা হয়।

পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০

গণদাবির কারনে মুসলিম লীগ সরকার ১৯৪৮ সালের ৩১ মার্চ পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব বিল উপস্থাপ করে। বহু বির্তকের পর ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে বিলটি আইনে পরিণত হয়। এ আইনের ফলে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়।

কোয়ালিশন সরকার

১৯৫৩ সালে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকরে দায়িত্ব পান এবং যুক্তফ্রন্টে যোগ দিয়ে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালের মন্ত্রিসভায় তিনি কৃষি মন্ত্রী হন। বঙ্গবন্ধু ১৯৫৬ সালে কোয়লিশন সরকারের মন্ত্রিসভায় শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হন।

ভাষা আন্দোলন

- ১৯০১ সালে রংপুরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক শিক্ষা সম্মেলনে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী বাংলা ভাষাকে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকারের আহ্বান জানান।
- পাকিস্থানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা।
- অন্যদিকে সমগ্র পাকিস্থানের জনসংখ্যার শতকরা ৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা ছিল উর্দু।
- ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকায় জনাব তাসাদ্দুক হোসেন সভাপতিত্বে পূর্বপাকিস্থান যুবকর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনেই প্রথম ফূর্ব পাকিস্থানের অফিস ও আইন আদালতের ভাষা এবং শিক্ষার বাহন হিসেবে বাংলাকে চালু করার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।
- ১৯৪৭ সালে ড. মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ 'দৈনিক আজদ' পত্রিকায় 'পাকিস্থানের ভাষা সমস্যা' শিরোনামে বাংলাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষার দাবি করেন।
- ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বরে করাচিতে একটি শিক্ষা সম্মেলনে পাকিস্থানের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি করা হয়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

তমদ্দুন মজলিশ

- ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিশ' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়।'তমদ্দুন মজলিশ' এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাশেম। পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে চালু করার দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে 'তমদ্দুন মজলিশ'। তমদ্দুন মজলিশ থেকে ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর 'পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর তিনজন লেখক ছিলেন -অধ্যাপক আবুল কাসেম, ড. কাজী মোতাহার হোসেন এবং আবুল মনসুর আহমদ।এটা ছিল আন্দোলনের প্রথম প্রবন্থ বা পুস্তিকা। এর তিনজন লেখকই ছিলেন 'তমদ্দুন মজলিশ' এর প্রতিষবঠাতা সদস্য।
- ১৯৪৮ সালের সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার উদ্দ্যেশে ঢাকায় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়।

পাকিস্তানের গণপরিষদ

১৯৪৭ সালের ১০ আগস্ট পাকিস্থানের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের এক অধিবেশনে 'ইংরেজির পাশাপাশি উর্দু ভাষাতে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু হলে পূর্ব বাংলার গণপরিষদ সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষারূপে সরকারি স্বীকৃতি দাবি জানান। কিন্তু গণপরিষদ দাবি প্রত্যাখান করলে পূর্ব বাংলা ছাত্র-শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী মহলে অসন্তোষ দেখা দেয়।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

১৯৪৮ সালের ২ মার্চ কামরুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এই সংগ্রাম পরিষদ রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্রে সরকারের ষড়যন্ত্র রোধ করার জন্য ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ থেকে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। এই দিন ঢাকায় বহু ছাত্র আহত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, অলি আহাদ, শামসুল আলমসহ আরোও অনেক ছাত্র নেতা গ্রেফতার হন। এজন্য ১৯৪৮-১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের সময়কালে প্রতিবছর ১১ মার্চ 'ভাষা দিবস' পালন করা হত। ১৫ই মার্চ আন্দোলনের মুখে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য ছাত্রনেতাকরে মুক্তি দেওয়া হয় এবং খাজা নাজিমউদ্দিন ছাত্রদের সাথে আট দফা চুক্তি করতে বাধ্য হন।ফলে আন্দোলন কিছুটা স্থিমিত হয়।

- ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় ঘোষনা দে, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা'। ২৪ মার্চ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করলে উপস্থিত ছাত্ররা 'না না' বলে তীব্র প্রতিবাদ করে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- ১৯৪৯ সালে পূর্ব বাংলা সরকার বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' গঠন করে। মওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন এ কমিটির সভাপতি। এই কমিটি ১৯৫০ সালে রিপোর্ট প্রদান করে। এত উর্দুকে পূর্ব বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় ভাষা রূপে পাঠ করানোর সুপারিশ করা হয়।
- ১৯৫০ সালে পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঘোষনা করেন, 'উর্দুই পাকিস্থানের জাতীয় ভাষা হবে'। ১৯৫১ সালে লিয়াকত আলী খান আততায়ীর হাতে নিহত হলে খাজা নাজিমউদ্দিন পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।
- ১৯৫১ সালে ভাষা সৈনিক মতিনের নেতৃত্বে গীঠত হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা সংগ্রাম কমিটি'।
- ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্থানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ঢাকায় এক জনসভায় ঘোষনা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা'।
- পাকিস্থানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ঐ দিনই অর্থাৎ ২৬ জানুয়ারি আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহবায়ক করে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কমিটি' গঠন করা হয়।

ভাষা আন্দোলন -১৯৫২

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কমিটি' ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রোজ বৃহস্পতিবার 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সারাদেশে হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ছাত্র আন্দোলনের ভয়ে ভীত হয়ে নুরুল আমিন সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করে এভং সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সংগঠিতভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিতে দিতে বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ চত্বরে সমবেত হয় পুলিশ উপস্থিত ছাত্র-জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করলে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ এক পর্যায়ে গুলি বর্ষণ করলে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকে শহীদ হন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার এবং ঐতিহাসিক এ দিনটির বাংলা তারিখ ৮ই ফাল্গুন, ১৩৫৮।

- ২১ ফেব্রুয়ারিতেই শহীদদের স্মরণে রাজশাহী সরকারি কলেজ প্রাঙ্গনে ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ মিনার স্থাপিত হয়।
- পুলিশের গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়। এ শোভাযাত্রার উপরও পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। ফলে শফিউর রহমান মৃত্যুবরণ করেন।
- ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমউদ্দিন এবং পূর্ব বাংলার মূখ্যমন্ত্রী ছিলেন নুরুল আমিন।
- ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্থানের গর্ভণর ছিলেন মালিক মোহাম্মদ ফিরোজ খান নুন।
- ১৯৫২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গনে স্থাপিত হয় ঢাকার প্রথম শহীদ মিনার। ডা. বদরুল আলম এবং ডা. সাঈদ হায়দার এর নকশাঁ আঁকেন। এই শহীদ মিনারটি উদ্বোধন করেন শহীদ

RAISUL ISLAM HRIDOY

শফিউর রহমানের পিতা। ২৬ তারিখ সাহিত্যিক আবুল কালাম পুনরায় উদ্বোধন করেন।ঐ রাতেই শহীদ মিনারটি মুসলীম লীগ কর্মীরা ভেঙ্গে দেয়। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে বা সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করা হয়।

- বাংলা পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায় ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬। এদিন পাকিস্থানের গণপরিষদের ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্থানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়। এ সংবিধানে ২৪১(১) অনুচ্ছেদে বলা হয় "পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু এবং বাংলা।" ২৩ মার্চ ১৯৫৬ সালে এ সংবিধান কার্যকর হয়।

- ভাষা শহীদ আবুল বরকত ১৯২৭ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গনে গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি শহীদ হন। ভাষার জন্য আত্মদানের জন্য তাকে ২০০০ সালে মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত হন।
- ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের প্রথম গান রচনা করেন অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধুরী। গানটির সুর করেন শেখ লৎফর রহমান।
- ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ চট্টগ্রামের মাহবুবুল আলম চৌধুরী 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' নামে ১৬ পৃষ্ঠার কবিতা রচনা করেন। এটি ছিল একুশের প্রথম কবিতা।
- ভাষা সংগ্রামী গাজীউল হক রচনা করেন 'ভুলবো না, ভুলবো না, একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলবো না'। সুর করেন নিজামুল হক। এটি একুশের প্রথম গান।
- 'সাপ্তাহিক সৈনিক' ছিল ভাষা আন্দোলনের মুখপাত্র।১৯৪৮ সালে অধ্যাপক সাহেদ আলীর সম্পাদনায় প্রকাশ শুরু হয়। পাকিস্থানের গণপরিষদে প্রথম বাংলায় বক্তৃতা দেন মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ।
- বাংলাদেশের বাহিরে ভাষা আন্দোলন: ১৯৬১ সালের ১৯ মে বাংলা ভাষার দাবিতে আসামের কাছাড় জেলার ভাষা আন্দোলন সংঘঠিত হয়। পুলিশ গুলি চালালে ১১ জন মারা যায়। ১৯ মে আসামে রাষ্ট্রভাষা দিবস পালিত হয়। ১৯৬১ সালেই অসমীয় ভাষার পাশাপাশি বাংলাকেও আসামের সরকারি ভাষা ঘোষনা করা হয়।
- ১৯৯৭ সালে বৃটেনের ওল্ডহ্যাম শহরে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়। এটি ছিল দেশের বাহিরে প্রথম শহীদ মিনার।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

- ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্বব্যাপী পালন করা হয়।
- ২১শে ফেব্রুয়ারিকে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো তাঁর ৩১ তম বৈঠকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষনা করেন। ২০০০ সালে প্রথমবারের মত বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- জাতিসংঘ ২০০৮ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রথমবারের মত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের ছবি সম্বলিত ডাক টিকেট প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্র।
- ভাষাভাষী জনসংখ্যার বিবেচনায় বাংলা ভাষার অবস্থান বিশ্বে বাংলা পিডিয়ার মতে সপ্তম এবং মাধ্যমিক ব্যাকরণ বইয়ের সূত্রমতে ৪র্থ।
- বাংলা ভাষাকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিয়েছে সিয়েরা লিয়ন।
- বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরের ব্যবহারের জন্য জাতীয় সংসদে আইন পাস হয় ১৯৮৭ সালে।
- সরকারি ভাষা হিসেবে এদেশে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার শুরু হয় ১৮৩৫ সালে।
- ১৯৭৫ সালের ২১ মার্চ রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাকে রাষ্ট্র ও জাতীয় ভাষা ঘোষনা করেন। আদেশে বলা হয় সরকারি, স্বায়ত্তশাসিতও আধা সরকারি অফিসে বাংলায় নথি ও চিঠিপত্র লিখতে হবে।

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট

নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্থানে মুসলিম লীগকে চরম শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর সমমনা কয়েকটি বিরোধীদল 'যুক্তফ্রন্ট' নামে একটি ঐক্যজোট গঠন করে। যুক্তফ্রন্ট মূলত ৪টি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। এগুলো হল:

- মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ
- এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক শ্রমীক পার্টি
- মওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন নেজাম-ই-ইসলামী
- হাজী দানেশের নেতৃত্বাধীন বামপন্থী গণতন্ত্রী দল
- নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল নৌকা এবং ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ২১ দফা দাবির প্রথম দাবি ছিল বাংলাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। অন্যান্য উল্লেখ্যযোগ্য দফাগুলো হল:
- ২নং: বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও খাজনা আদায়কারী মধ্যস্বত্ব ভোগীদের উচ্ছেদ করে ভূমিহীন কৃষকদেরমধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বন্টনেরব্যবস্থা করা।
- ৩নং: পাট ব্যবসায়ে জাতীয়করণ ও পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদান।
- ৫নং: পূর্ব বাংলাকে লবনের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা।
- ৯নং: অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন ও শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করা।
- ১০নং: সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের ব্যবধান দূর করা এবং বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা।
- ১১নং: বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সকল কালাকানুন বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা।
- ১৫নং: শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করা।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- ১৬নং: বর্ধমান হাউজকে (বর্তমান বাংলা একাডেমী) আপাতত ছাত্রাবাস এবং পরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে গবেষণাগার করা।
- ১৭নং: বাংলা ভাষার জন্য শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনার নির্মাণ করা।
- ১৮নং: একুশে ফেব্রুয়ারিবে শহীদ দিবস ও সরকারি ছটির দিন হিসাবে পালন করা

- ২১ দফা কর্মসূচি বা মেনিফেস্টো প্রণয়ন করেন তৎকালীন আওয়ামী লীগ এর সহসভাপতি আবুল মনসুর আহমেদ। ২১ দফা মেনিফেস্টোতে ভাষা সম্পর্কিত দফা ছিল ৫টি (১,১০,১৬,১৭ ও ১৮)
- ১৯৫৪ সালের ১১ মার্চ পূর্ব পাকিস্থানের প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে পূর্ববাংলা আইন পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯টি। এর মধ্যে মুসলিম আসন ছিল ২৩৭টি এবং অমুসলিম সম্প্রদায়ের আসন ছিল ৭২ টি। মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩ টি আসন এবং মুসলিম লীগ ৯টি আসন লাভ করে। অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত ৭২টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ১৩টি আসন লাভ করে। অর্থাৎ মোট ৩০৯ আসন বিশিষ্ট প্রাদেশিক আইন সভায় যুক্তফ্রন্ট ২৩৬টি আসন লাভ করে। ১৯৫৪ সালের ৪ এপ্রিল প্রাদেশিক নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্ট পূর্ববাংলায় মন্ত্রিসভা গঠন করে। মন্ত্রিসভার মূখ্যমন্ত্রী হন এ কে ফজলুল হক। শেখ মুজিব এই মন্ত্রিসভায় কৃষি, সমবায়, পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। পাকিস্থানের তৎকালীন গভর্নর গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের ৩০ মে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে ফজলুল হকের 'যুক্তফ্রন্ট' মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করে।

পাকিস্থানের প্রথম শাসনতন্ত্র

পাকিস্থানের প্রথম শাসনতন্ত্র রচিত হয় ১৯৫৬ সালে। এ শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে পাকিস্থান ইসলামী প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোকে একত্রিত করে একটি ইউনিট গঠনের ফলে এর নাম হয় 'পশ্চিম পাকিস্থান' এবং পূর্ব বাংলার নাম হয় 'পূর্ব পাকিস্থান'। পাকিস্থান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন ইস্কান্দার মির্জা।

কাগমারী সম্মেলন

১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে একটি ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যা 'কাগমারী সম্মেলন' নামে পরিচিত। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং প্রধান অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হোসেন সোহরাওয়ার্দী। সম্মেলনের প্রধান এজেন্ডা ছিল পূর্ব পাকিস্থানের স্বায়ত্তশাসন ও বৈদেশিক নীতি। অনুষ্ঠানে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন বলেন, যদি পূর্বপাকিস্থানের শোষণ অব্যাহত থাকে তবে তিনি পশ্চিম পাকিস্থাকে 'আসসালামুআলাইকুম' জানাতে বাধ্য হবেন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

সামরিক শাসন

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর এক ঘোষনাবলে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি প্রধান সেনাপতি জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। মাত্র ২০ দিনের মাথায় আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং দেশত্যাগে বাধ্য করেন। ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান নিজেকে পাকিস্থানের স্বনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা করেন। একই সাথে তিনি পাকিস্থানের প্রধান সেনাপতি ও সামরিক শাসকের পদেও বহাল থাকেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬০ সালের ২৩ মার্চ সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেন।

মৌলিক গণতন্ত্র

জেনারেল আইয়ুব খান ছিলে উচ্চভিলাষী। প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়েই নিজের ভবিষ্যৎ ক্ষমতার ভিত্তি সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত করার জন্য তিনি বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালের ২৭ অক্টোবর ক্ষমতা গ্রহণের ঠিক একবছর পরে তিনি 'মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ' জারি করেন। এই আদেশ বলে তিনি যে স্থানীয় সরকারের পরিকল্পনা করেন তার নামকরণ করেন 'মৌলিক গণতন্ত্র'। মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশে ৪ স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন গড়ে তোলার কথা বলা হয়। প্রথম স্তরে ছিল গ্রামে 'ইউনিয়ন কাউন্সিল', পৌর এলাকায় 'ইউনিয়ন কমিটি' এবং ছোট শহরে 'টাউন কমিটি'। ২য় স্তরে ছিল গ্রামে থানা কাউন্সিল, পৌর এলাকায় 'মিউনিসিপ্যাল কমিটি' সামরিক এলাকায় 'ক্যান্টমেন্ট বোর্ড'। ৩য় স্তরে ছিল 'জেলা কাউন্সি ' এবং ৪র্থ স্তরে ছিল 'বিভাগীয় কাউন্সিল'।

পূর্ব পাকিস্থানের ৪০ হাজার এবং পশ্চিম পাকিস্থানের ৪০ হাজার 'মৌলিক গণতন্ত্রী সদস্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন বলে বিধান করা হয়। এই মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটেই ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, আইন সভার সদস্য ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান রাখা হয়। ১৯৬০ সালের এক সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সারাদেশে ৮০ হাজার গণতন্ত্রীর আস্থাসূচক ('হ্যাঁ' বা 'না' ভোট) জেনারেল আইয়ুব খান পাঁচ বছরের জন্যপাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। এই মৌলিক গণতন্ত্রীদের সমর্থনের জোরেই আইয়ুব খান তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানকে সূদৃঢ় করতে সক্ষম হয়। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে 'মৌলিক গণতন্ত্র' পর্যদস্ত হয়ে পড়ে। নির্বাচনে অন্যকোন প্রার্থীর থাকার প্রশ্নই উঠে না। কেননা এটা ছিল আস্থা যাচাইয়ের ভোট। এ প্রহসনমূলক নির্বাচনের আইয়ুব খান শতকরা ৯৫.৬২ ভাগ ভোট লাভ করে।

পাকিস্থানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের শাসনামলে ১৯৬২ সালে পাকিস্থানের দ্বিতীয় সংবিধান প্রণীত হয়।এই সংবিধানে পাকিস্থানকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষনা করা হয়। বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামী লীগের ১৩ জন সদস্য উক্ত

RAISUL ISLAM HRIDOY

সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি। কারণ পূর্ব বাংলার নাম রাখা হয় 'ইসলামিক রিপাবলিক অব ইস্ট পাকিস্থান।' সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ে পাকিস্থানের রাজধানী করাচি থেকে ইসলামাবাদ স্থানান্তর করা হয়।

শরীফ শিক্ষা কমিশন

৩০ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান পাকিস্থানের শিক্ষা সচিব এস.এম. শরীফকে চেয়ারম্যান করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যে কমিশন গঠিত করে তাকে শরীফ শিক্ষা কমিশন বলে।

১৯৬২ সালে এই কমিশন রিপোর্ট দেয়। এই রিপোর্টে বলা হয় "শিক্ষা এমন কোন জিনিস নয় যা বিনামূল্যে পাওয়া যেতে পারে।"

শরীফ শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ হলো:

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয়ের ৬০% আসবে ছাত্রদের বেতন থেকে, ২০% আসবে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে।

২. ৬ষ্ঠ থেকে ডিগ্রী পর্যন্ত ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করা।

৩. উর্দুকে মুষ্টিমেয় লোকের পরিবর্তে জনগণের ভাষায় পরিণত করতে হবে।

৪. পাকিস্থানের জন্য অভিন্ন বর্ণমালায় ব্যবস্থা করা।

হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনরে বিরুদ্ধে আন্দোলন

ছাত্ররা ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর গণতান্ত্রিক শিক্ষার দাবিতে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনরে বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং স্বৈরাচার আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী হরতাল পালন করে। এটাই ছিল স্বৈরাচার আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রথম গণঅভ্যুত্থান।

১৯৬৫ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দেন এবং নিজে কনভেনশন মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হন। এমতাবস্থায় অধিকাংশ বিরোধী দল মিলিত হয়ে COP (Combined Opposition Party) নামে একটি সম্মিলিত জোট গঠন করে। এ জোটের প্রার্থী ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভাগনী ফাতেমা জিন্নাহ।এ নির্বাচনে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রী পন্থায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত-পাকিস্থান সর্ম্পকের অবনতি ঘটে। ৬ সেপ্টেম্বর শুরু হয় পাক-ভারত যুদ্ধ। ১৭ দিন ব্যাপী এ যুদ্ধে বাঙালী সৈন্যরা অসম্ভব সাহসিকতা দেখায়। অতঃপর জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে উভয়পক্ষের যুদ্ধবিরতি হয়।

শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হক পূর্ব বাংলার গভর্নর

১৯৫৬ সালের ২৪ মার্চ শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন। (অপসারিত হন ৪ এপ্রিল ১৯৫৮)। এছাড়াও তিনি অভিক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুণাবলি ও প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ‘ডক্টন অব ল’ ডিগ্রি প্রদান করেন।

ছয়-দফা আন্দোলন, ১৯৬৬

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্থানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার দাবি স্বিলিত একটি কর্মসূচি ঘোষনা করেন। ইতিহাসে এটি ৬ দফা কর্মসূচি নামে পরিচিত। পরবর্তীতে ২৩ মার্চ, ১৯৬৬ সালে লাহোরের এক সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ছয় দফা কর্মসূচি ঐতিহাসিক ‘লাহোর প্রস্তাব’ এর ভিত্তিতে রচিত। ছয় দফা দাবির প্রথম দাবিটি ছিল পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন। ছয় দফা দাবির দফাগুলো নিম্নরূপ:

১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্থানকে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র হিসাবে গঠন করতে হবে। এটি সংসদীয় পদ্ধতির যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে। প্রাপ্ত বয়স্কদের সাবজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা হবে সার্বভৌম।

২. ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়। অন্যান্য বিষয় থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

৩. দেশের দুই অঞ্চলের জন্য সহজে বিনিময়যোগ্য দুটি মুদ্রা চালু থাকবে। মুদ্রা লেনদেনের হিসাব রাখার জন্য দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে। মুদ্রা ও ব্যাংক পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে অথবা দুই অঞ্চলের একই মুদ্রা থাকবে তবে সংবিধানে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে এক অঞ্চলের মুদ্রা ও মূলধন অন্য অঞ্চলে পাচার হতে না পারে। একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

৪. সর্বপ্রকার কর ও শুল্ক ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে। আদায়কৃত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ ফেডারেল সরকার ব্যয় নির্বাহ করবে।

৫. বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রদেশগুলোর হাতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। তবে আয় হতে একটি নির্দিষ্ট অংশ ফেডারেল সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মিটাতে দেয়া হবে।

৬. প্রদেশগুলো চাইলে তাদের আঞ্চলিক সংহতি ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিজস্ব মিলিশিয়া বা আধা সামরিক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে।

ছয়দফা দাবি কর্মসূচি বাঙ্গালী জাতির 'মুক্তির সনদ' বা 'ম্যাগনাকার্টা' হিসাবে পরিচিত। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন বঙ্গবন্ধুসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও ছয় দফা দাবিতে পূর্ব পাকিস্থানে হরতাল পালিত হয়। এই দিন তেজগাঁও এলাকায় পুলিশের গুলিতে শ্রমিক নেতা মনু মিয়া নিহত হন। তিনি ছয় দফা আন্দোলনের প্রধম শহীদ। এ কারণে ৭ জুন কে ছয় দফা দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

পাকিস্থান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্থানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্থানিদের বৈষম্য ক্রমেই বাড়ছিল। বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড রুদ্ধ করার জন্য পশ্চিম পাকিস্থান সরকার বার বার তাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়েছিল। তারপরও বঙ্গবন্ধুকে এ ভূখন্ড স্বাধীন করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখা যায়নি। বিভিন্ন সময় বঙ্গবন্ধুর সাথে নানা শোর বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর তরুণ বাঙ্গালী সদস্যদের যোগাযোগ ছিল। ১৯৬২ সালে পাকিস্থান নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন একদল সেনা সদস্য নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেন। তাদের সাথে বঙ্গবন্ধুর সশস্ত্র আন্দোলন নিয়ে মতবিনিময় হয়। ১৯৬৩ সালে বঙ্গবন্ধু গোপনে ত্রিপুরা যান। সেখানে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় তৎকালীন কংগ্রেস নেতা ও পরবর্তীকালে ত্রিপুরার মূখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সাথে তাঁর বৈঠক হয়। সেখানে তিনি শচীন্দ্রলাল এর মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে বার্তা পাঠিয়ে সশস্ত্র আন্দোলনে সহযোগিতা কামনা করেন।এদিকে সামরিক বাহিনীতে বিদ্যমান বৈষ্যমের কারণে কয়েকজন বাঙ্গালী অফিসার ও সেনা সদস্য গোপনে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য সংগঠিত হতে থাকে। কিন্তু পাকিস্থান সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার কাছে বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সারা পাকিস্থানে দেড় হাজার বাঙ্গালীকে গ্রেফতার করা হয়।

এ ষড়যন্ত্রের জন্য বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি হিসেবে করে অভিযুক্ত করা হয়। তখন বঙ্গবন্ধু জেলে বন্দি ছিলেন। এ মামলাটি দায়ের করা হয় ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ ছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের গোপন বৈঠক হয়। সেখানে ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্থানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করা হয়। এ জন্য মামলাটির নাম হয় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। সরকারি নথিতে মামলার নাম হলো 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'। ১৯৬৬ সালের ৯ই মে ৬ দফা আন্দোলনের কারণে জেলে বন্দী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

RAISUL ISLAM HRIDOY

রহমানকে ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি বেকসুর খালাস দেয়া হয় আবার ১৮ জানুয়ারি সামরিক আইনে জেলগেট থেকে আবার গ্রেফতার করে ঢকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। এ মামলায় ৩৫ জন অভিযুক্ত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে অন্য ৩৪ জন অভিযুক্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৫ জনের নাম দেওয়া হল:

১. লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন

২. স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান

৩. ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক

৪. সার্জেন্ট জহুরুল হক

৫. ক্যাপ্টেন শওকত আলী

আগরতলা মামলার বিচার কার্য পরিচালনার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯শে জুন বেলা ১১টায় মামলার শুনানি শুরু হয়। প্রখ্যাত আইনজীবী আব্দুস সালাম খানের নেতৃত্বে অভিযুক্তদের আইনজীবীদের নিয়ে একটি ডিফেন্স টিম গঠন করা হয়।অনদিকে যুক্তরাজ্যে প্রবাসী বাঙ্গালীরা বৃটেনের প্রখ্যাত আইনজীবী টমাস উইলিয়ামকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আইনজীবী হিসেবে প্রেরণ করে। পাকিস্থান সরকারের পক্ষে প্রধান কৌশলি ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুরকাদের ও এডভোকেট জেনারেল টি এচই খান। ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এস.এ রহমান। অপর দুই বিচারপতি ছিলেন এম আর খান ও এম হাকিম। বিচারকার্য চলার সময় পূর্বপাকিস্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের মামলা জোরদার হয়। আইয়ুব-মোনায়েম বিরোধী আন্দোলনে জনগণ যখন মুখর, তখন ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি ‘ডাকসু’ কার্যালয়ে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া ও মেনন উভয় গ্রুপ) জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের একাংশ (দোলন গ্রুপ) সাংবাদিক সম্মেলন করে স্টুডেন্ট একশান কমিটি (SAC) গঠন করে এবং ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। ছাত্রদের ১১ দফা ঘোষিত হলে জনগণ ছাত্রসমাজের ডাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয় এবং সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ছাত্রদের এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়েই ৮টি রাজনৈতিক দল মিলে ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি DAC (Democratic Action Committee) গঠন করে। দলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পাকিস্থান আওয়ামী লীগ, পাকিস্থান মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামিক পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ইত্যাদি। DAC ৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। SAC এর ১১ দফা ও DAC এর ৮ দফার ভিত্তিতে আন্দোলন বেগবান হয়। SAC এর ১১ দফার মধ্যে ১ টি দফা ছিল ৬ দফা।

২০ জানুয়ারি ছিল ৬৯'র গণআন্দোলনের মাইলস্টোন। ঐদিন পুলিশের গুলিতে অন্যতম ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হয়। ২৪ তারিখে নবকুমার ইনষ্টিটিউটের দশম শ্রেণির ছাত্র মতিউর এবং খুলনায় তিন জন নিহত হন। ২৪ জানুয়ারিকে বর্তমানে গণঅভ্যুত্থান দিবস হিসাবে পালন করা হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহাকে পাকিস্থানের সেনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেইটের সামনে শান্ত মাথায় কোন কারণ ছাড়াই নৃশংসভাবে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে। অবশেষে আইয়ুব

RAISUL ISLAM HRIDOY

সরকার পূর্বপাকিস্থানের জনগণের কাছে নতি শিকার করে। আগরতলা মামলার প্রত্যাহার করে নেয়। বঙ্গবন্ধুসহ মামলার সকল অভিযুক্তদেরকে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে মুক্তি দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি উপলক্ষে ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ রেসকোর্স ময়দানে একটি সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সেই বিশাল জনসভায় ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের (SAC) পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচন

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করলে তাঁর উত্তরসূরি জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্থানের গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দেন। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে ১৯৭০ সালের ২৬ শে মার্চ এক বেতার ভাষণে পরবর্তী নির্বাচন ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে পুনরায় রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমোদন দেওয়া হয়। পাশাপাশি ৫ই অক্টোবর জাতীয় পরিষদ ও ২২শে অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে তারিখ ঘোষনা করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা পিছিয়ে ৭ই ডিসেম্বর এবং ১৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। তবে কিছু এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হওয়ায় ওইসব এলাকাতে ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রতীক ছিল নৌকা এবং নির্বাচনী কর্মসূচি ছিল ৬ দফা। এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পরিষদের ১১১নং আসন (ঢাকা-৮) থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং জয়ী হন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০ আসন লাভ করে। যে দুটি আসন আওয়ামী লীগ জয়ী হতে হয়নি সেগুলো হল: পার্বত্য রাঙ্গামাটি (চট্টগ্রাম-১০) আসনে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় জয় লাভ করে। এটি ছিল পরিষদের ১৬২ নং আসন। অন্যটি হল ময়মনসিংহ ৮ আসন যাতে জয়লাভ করেন নুরুল ইসলাম। সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ আওয়ামী লীগ মোট ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। আবার, পূর্ব পাকিস্থানের প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ২৮৮টি আসন। সংরক্ষিত নারী আসনের ১০টি সহ মোট ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরুঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সে সময় জাতীয় পরিষদের সদস্যদের এমএনএ এবং

প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের এমপিএ বলা হত। জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ নিরুঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় এ দলের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়া ছিল ন্যায় সঙ্গত। কিন্তু পাকিস্থানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা দিতে গড়িমসি শুরু করে। তিনি ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্ররোচনায় ১লা মার্চ স্থগিত ঘোষণা করে। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্থানের ছাত্র, শ্রমিক, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী তথা সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১লা মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাহজাহান সিরাজ ডাকসুর সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে আ.স.ম আব্দুর রব ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন এ চার নেতা মিলে এক বৈঠকে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। এ চার ছাত্রনেতাকে বলা হত

RAISUL ISLAM HRIDOY

মুক্তিযুদ্ধের চার খলিফা। এ সংগঠনের উদ্যোগে ২রা মার্চ দেশব্যাপী ধর্মঘট আহ্বান করা হয় এবং ঐ দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক ছাত্র সমাবেশে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

স্বাধীনতার ইশতেহার

একাত্তরের ৩রা মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আহূত পল্টন ময়দানের সমাবেশে 'স্বাধীনতার ইশতেহার' পাঠ করা হয়। স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন শাহজাহান সিরাজ। ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চের স্বাধীনতার ইশতেহারে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষনা দেওয়া হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জাতির পিতা' ঘোষণা করা হয়।

অসহযোগ আন্দোলন

বঙ্গবন্ধু একাত্তরের ৩রা মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর তা আর বেগবান হয়। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি সমূহ ছিল:

- কর প্রদান বন্ধ
- সকল অফিস আদালত হরতাল পালন করবে
- সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে
- বেতার টিভি আওয়ামী লীগের সংবাদ প্রচার করবে
- পরিবহণ চালু থাকবে
- ব্যাংক ২টা পর্যন্ত খোলা থাকবে
- প্রত্যেক ভবনে পতাকা উড়বে
- ব্যাংকসমূহ পশ্চিম পাকিস্থানে অর্থ প্রেরণ করবে না

আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে উঠলে ইয়াহিয়া খান বাধ্য হয়ে ৬ই মার্চ ঘোষণা করেন যে, '২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে এবং তার পূর্বে ১০ মার্চ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য ১২ জন নেতার এক ঘরোয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে' কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ ঘোষনার মধ্যে ষড়যন্ত্রের আভাস লক্ষ্য করে দৃঢ় কণ্ঠে বলেন যে, 'বাঙ্গালীর তাজা রক্ত মাড়িয়ে আমি কোন সম্মেলনে বসতে পারিনা।'

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। রেসকোর্সের বিশাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু ঘোষনা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। তিনি আরও বলে, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দবি, এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।' বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্সের বিষয়বস্তু ছিল ৪টি। যথা:

RAISUL ISLAM HRIDOY

১. চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার

২. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া

৩. গণহত্যার তদন্ত করা

৪. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা

পাকিস্তানী শাসকদের কতিপয় দম্ভোক্তি

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জেনারেল ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, "এদেশের মানুষ চাইনা, মাটি চাই।" মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে টিক্কা খান দম্ভোক্তি করে বলেছিল, "লোকটি এবং তার দল পাকিস্থানের শত্রু, এবার তারা শাস্তি এড়াতে পারবেনা।"

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর বাঙ্গালীদের আন্দোলন দুর্বল করতে জয়দেবপুরের দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙ্গালী সৈন্যদের কৌশলে নিরস্ত্র করার লক্ষ্যে তাদের অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু মুক্তিকামী বাঙ্গালী সৈন্য এবং স্থানীয় জনতা তাদের মতলব বুঝতে পেরে অস্ত্র জমা না দিয়ে চাঁন্দনা মোড় থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে। ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্থানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এভাবেই সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে জয়দেবপুর তথা গাজীপুরের বীর জনতা।

- ১৫ ফেব্রয়ারি ১৯৪৮ সালে মেজর আবদুল গণি এ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন।
- ২৫ মার্চের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা – অপারেশন সার্চ লাইট
- পাকিস্থানি সৈন্যরা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানে যে গণহত্যামূলক অভিযান চালিয়েছিল তার নাম দিয়েছিল 'অপারেশ সার্চ লাইট'।

RAISUL ISLAM HRIDOY

অপারেশন বিগ বার্ড

অপারেশন ব্লিজ ও অপারেশ সার্চ লাইটের কোথাও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম সরাসরি ছিলোনা। তবে পাক সেনাদের এসব অপারেনে 'বিগ বার্ড, নামে বঙ্গবন্ধুর একটি কোড নাম ছিল।বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্থানের হাতে বন্দী করার প্রক্রিয়ার নামই ছিল অপারেশন বিগ বার্ড।

স্বাধীনতার ঘোষণা

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য যুদ্ধ প্রস্তুতির ঘোষণা দিয়েছিলেন। পৃথিবীতে দুটি দেশে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল – একটি বাংলাদেশ এবং অন্যটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২৫ মার্চ, ১৯৭১ রোজ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দেড়টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধানমন্ডির ৩২ নং বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। ওইদিন দিনের বেলা যে কোন জরুরি ঘোষণা প্রচারের উপলক্ষে তিনি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রকৌশলী নিয়ে ধানমন্ডির ৩২ নং বাসভবনে একটি ট্রান্সমিটার স্থাপন করেন বলে আওয়ামী লীগ সূত্রে উল্লেখ আছে। বন্দি হবার পূর্বে মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং এ ঘোষণা ওয়ারলেস যোগে চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। পরের দিন বিবিসির প্রভাতী অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি প্রচারিত হয়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চকে স্বাধীনতা দিকস বা জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষনা করা হয়। ১৯৭১ সালে ২৬ মাচের দুপুরে তৎকালীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি প্রচার করেন। ২৭ মার্চ, ১৯৭১ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান নিজে এবং পরে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। অধ্যাপক ইউসুফ আলী ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে মেহেরপুরের মুজিবনগরে (বৈদ্যনাথতলা) স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ ১.৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে জিপে তুলে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই রাতে বঙ্গবন্ধুকে রাখা হয় ক্যান্টনমেন্টে আদমজী স্কুলে। ২৬ মার্চ দিনের বেলায় তাকে ফ্লাগ হাউজে নেওয়া হয়। তিনদির পর বিমানযোগে তাকে পাকিস্থান নিয়ে যাওয়া হয়।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ মধ্যরাতে দেশের সকল রেডিও স্টেশন পাকিস্থানি সৈন্যদের নিয়ন্ত্রনে চলে যায়। চট্টগ্রামের কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতার উদ্যোগে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে প্রেরণ করা হয় এবং কালুরঘাট কেন্দ্রিক বেতার কেন্দ্র গড়ে তোলা হয় এবং নাম দেওয়া হয় 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র'। ১৯৭১ সালের ২৮শে এপ্রিল মেজর জিয়ার অনুরোধে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' থেকে বিপ্লবী শব্দটি বাদ দিয়ে নামকরণ করা হয় 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'। ১৯৭১ সালের ৩০ শে মার্চ হানাদার বিমান বাহিনীর বোমা বর্ষণের ফলে বেতার

RAISUL ISLAM HRIDOY

কেন্দ্রটি ধ্বংস হয়ে যায়। একই বছর ২৫শে মে কলকাতর বালিগঞ্জে বেতার কেন্দ্রটি ২য় পর্যায়ের সম্প্রচার শুরু হয়।

স্বাধীন বাংলা বেতারের অতন্ত্য জনপ্রিয় দুইটি অনুষ্ঠান ছিলো 'চরমপত্র' ও 'জল্লাদের দরবার'। 'জল্লাদের দরবার' জেনারেল ইয়াহিয়া খানের অমানবিক চরিত্র ও পাশবিক আচরণকে 'কেল্লা ফতেহ খান' চরিত্রের মাধ্যমে চিত্রিত করা হয়েছে। চরমপত্র সিরিজটির পরিকল্পনা করেন জাতীয় পরিষদ সদস্য আব্দুল মান্নান এবং ঢাকাইয়া ভাষায় এর স্ক্রিপ্ট লেখা হত ও তাঁর উপস্থাপনা করেন এম আর আকতার মুকুল।

মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলি

মুজিবনগর সরকার:

মুক্তিযুদ্ধের গতিময় ও সুসংহত করার জন্য, ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর দেখাশুনা এবং বাঙ্গালী জাতির ভাবমূর্তিকে তুলে ধরার জন্য 'প্রবাসী সরকার' গঠনের চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল ঘোষিত হয় 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার আদেশ'। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের ঘোষণা অনুযায়ী স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠন করা হয়। এ সরকারের প্রধান ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তার নাম অনুসারে বৈদ্যনাথ তলার নতুন নাম হয় 'মুজিবনগর' আর অস্থায়ী সরকার পরিচিত হয় 'মুজিব নগর সরকার' নামে।এ সরকার 'প্রবাসী সরকার' ও 'অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার' নামে পরিচিত। বালাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাজধানী করা হয় মুজিবনগরকে, আর অস্থায়ী সচিবালয় স্থাপিত হয় কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে।

মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দ

ব্যক্তির নাম	পদবি ও দায়িত্ব
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	রাষ্ট্রপতি
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	উপ- রাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)
তাজউদ্দিন আহমেদ	প্রধানমন্ত্রী/প্রতিরক্ষামন্ত্রী

RAISUL ISLAM HRIDOY

এম মনসুর আলী	অর্থমন্ত্রী
এ. এইচ.এম. কামরুজ্জামান	স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী
খন্দকার মোস্তাক আহমদ	পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী
কর্নেল আতাউল গণি ওসমানী	প্রধান সেনাপতি
গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার	উপসেনাপ্রধান ও বিমান বাহিনীর প্রধান

মেহেরপুর ছিল তখন হানাদারমুক্ত ও মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে। মেহেরপুরের ভবের পাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে বহু দেশি-বিদেশি সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা এবং আইন সভার সদস্যদের উপস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল 'মুজিব নগর সরকার' শপথ পাঠ করেন।স্বাধীনতার ঘোষনাপত্র পাঠ করেন আইনসভার সদস্য ও আওয়ামীলীগের প্রখ্যাত নেতা অধ্যাপক ইউসুফ আলী। এই স্বাধীনতার ঘোষনা পত্র কার্যকর হয় ১৯৭১ সালে ২৬ শে মার্চ থেকে। তিনি মন্ত্রীপরিষদের শপথ বাক্যও পাঠ করান।

সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি

প্রবাসী সরকারের উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ভাসানী) মাওলানা আব্দুল হামিদ ভাসানী, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোজাফফর) অধ্যাপক মোঃ মোজাফফর আহমেদ, কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড মনি সিং, কংগ্রেসের শ্রী মনোরঞ্জন এবং আওয়ামী লীগের ৫ জনপ্রতিনিধি নিয়ে সর্বমোট ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'উপদেষ্টা পরিষদ' গঠিত হয়। এই উপদেষ্টা কমিটির প্রধান ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ ভাসানী।

লন্ডন, নিউইয়র্ক, স্টকহোম ও কলকাতায় মিশন খোলা হয়।এ দূতাবাসগুলো বাংলাদেশের পক্ষে বর্হিবিশ্বে বিশেষ দূত ছিলেন অধ্যাপক আবু সাইদ চৌধুরী।

মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিশোধ

নাম	পরিচিতি
মাওলানা আব্দুল হামিদ ভাসানী	সভাপতি-ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)

RAISUL ISLAM HRIDOY

কমরেড মনি সিংহ	সভাপতি-বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি
অধ্যাপক মোঃ মোজাফফর আহমেদ	সভাপতি-ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর)
শ্রী মনোরঞ্জন ধর	সভাপতি-বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস
তাজউদ্দিন আহমেদ	প্রধানমন্ত্রী – বাংলাদেশ সরকার
খন্দকার মোস্তাক আহমদ	পররাষ্ট্র – বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

তেলিয়াপাড়া রণকৌশল: ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল সিলেটের তেলিয়াপাড়ায় পাকিস্থান সেনাবাহিনী, ইস্ট পাকিস্থান রাইফেলস, আনসার ও পুলিশ বাহিনীর উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী সদস্যরা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এক সম্মিলিত আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। এ সভাতেই মুক্তিযুদ্ধের অংশগ্রহণকারী বাহিনী সম্পর্কিত সাংগঠনিক ধারণা এবং কমান্ড কাঠামোর রূপরেখা প্রণীত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সামরিক প্রশাসনঃ

মুক্তিবাহিনী সরকারী পর্যায়ে দুইভাগে বিভক্ত ছিল। যথা-নিয়মিত বাহিনী ও অনিয়মিত বাহিনী।

নিয়মিত বাহিনী

সেক্টর ট্রুপস: প্রধান তাজউদ্দিন আহমেদের নির্দেশে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল এম এ জি ওসমানী সুষ্ঠভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র যুদ্ধ ক্ষেএকে ১১টি সেক্টরে এবং ৬৪টি সাব-সেক্টরে ভাগ করেন।প্রতিটি সেক্টরের দায়িত্ব একজন কমান্ডারের উপর ন্যস্ত করা হয়।

বিগ্রেড ফোর্স: ১১টি সেক্টর ও অনেকগুলো সাবসেক্টর ছাড়াও রণাঙ্গনকে তিনটি বিগ্রেড ফোর্সে বিভক্ত করা হয়। ফোর্সের নামকরণ করা হয় অধিনায়কদের নামের আদ্যক্ষর দিয়ে।

- ⌘ জেড ফোর্স : মেজর জিয়াউর রহমান
- ⌘ এস ফোর্স : মেজরকে এম শফিউল্লাহ
- ⌘ কে ফোর্স : মেজর খালেদ মোশারফ

RAISUL ISLAM HRIDOY

অনিয়মিত বাহিনী

এ বাহিনীতে ছিল ছাত্র ও যুবকেরা। গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য এদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। এদেরকে ফ্রিডম ফাইটারর্স (এফ.এফ) বলা হয়, আর সরকারি নাম ছিল অনিয়মিত বাহিনী বা গণবাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর এলাকা

সেক্টর	এলাকা
১	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ফেনী নদী পর্যন্ত
২	নোয়াখালী এবং কুমিল্লা, ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ
৩	হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এবং কুমিল্লা ও ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ
৪	সিলেট জেলার অংশ বিশেষ
৫	জেলার অংশবিশেষ এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী অঞ্চল
৬	রংপুর ও দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহাকুমা
৭	রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া জেলা এবং ঠাকুরগাঁও ছাড়া দিনাজপুরের অবশিষ্ঠ অংশ
৮	কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, যশোর এবং ফরিদপুর ও খুলনার অংশ বিশেষ
৯	খুলনা ও ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ এবং বৃহত্তর বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা
১০	এ সেক্টরের অধীনে ছিল নৌ কমান্ডোরা। সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল এবং অভ্যন্তরীন নৌপথ ছিল এই সেক্টরের অধীনে
১১	কিশোরগঞ্জ জেলা ব্যতিত ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা

RAISUL ISLAM HRIDOY

অপারেশন জ্যাকপট

১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট পরিচালিত নৌ কমান্ডো বাহিনীর প্রথম অভিযান **'অপারেশন জ্যাকপট'** । পাকিস্থান হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে নৌপথে সৈন্য ও অন্যান্য সরঞ্জাম নৌ পথে আনা নেওয়া করতো। এ জন্য এই ১৫ আগস্ট রাতে নৌ-কমান্ডোরা একযোগে মংলা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, নোয়াখালী, নারায়নগঞ্জ আক্রমণ করে এবং নৌ-কমান্ডোরা প্রায় ১২৬টি জাহাজ, কোস্টার, ফেরি নষ্ট করে বা ডুবিয়ে দেয়.অক্টোবর ও নবেম্বর মাসেও এরকম কয়েকটি অপারেশ চালিয়ে পাকিস্থানের সমুদ্রগামী ও উপকূলীয় জাহাজ বন্দরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়।

মুক্তিফৌজ: ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল মুক্তিফৌ গঠন করা হয়। ৯ এপ্রিল ১৯৭১ সালে নামকরণ করা হয় মুক্তিবাহিনী।

সেক্টর কমান্ডাররদের পরিচয়

সেক্টর	**সেক্টর কমান্ডারদের**
১	মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-জুন) মেজর রফিকুল ইসলাম (জুন-ডিসেম্বর)
২	মেজর খালেদ মোশারফ (এপ্রিল- সেপ্টেম্বর) মেজর এটি এম হায়দার (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)
৩	মেজর কে এম শফিউল্লাহ(এপ্রিল-সেপেম্বর) মেজর নুরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)
৪	মেজর সি আর দত্ত, ক্যাপ্টেন এ রব
৫	মেজর মীর শওকত আলী
৬	উইং কমান্ডার এম কে বাশার
৭	মেজর নাজমুল হক, জের এ রব, মেজর কাজী নুরুজ্জামান
৮	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল-অক্টোবর)

RAISUL ISLAM HRIDOY

	মেজর আবুল মনছুর (আগস্ট-ডিসেম্বর)
৯	মেজর আবদুল জলিল এম এ মঞ্জুর (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
১০	মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিংপ্রাপ্ত নৌ কমান্ডারগণ যখন সেক্টরে কাজ করেছেন তখন সেসব কমান্ডারগণের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করেছেন। নৌবাহিনীর ৮ জন বাঙ্গালী কর্মকর্তা সেক্টর পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমীন ছিলেন ১০নং সেক্টরের একজন কর্মকর্তা।
১১	মেজর আবু তাহের (এপ্রিল-নভেম্বর) ফ্লাইট লেঃ এম হামিদুল্লাহ (নভেম্বর-ডিসেম্বর)

মুক্তিযুদ্ধে সম্মানসূচক খেতাব

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ইউনিট, সেক্টর, বিগ্রেড থেকে পাওয়া খেতাবের জন্য সুপারিশসহ এয়ার মার্শাল এ.কে খন্দকারের নেতৃত্বে একটি কমিটি দ্বারা নিরীক্ষা করা হয়। এরপর ১৯৭৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব খেতাব তালিকায় স্বাক্ষর করেন।১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বরের পূর্বে নির্বাচিতসকল মুক্তিযোদ্ধাদের নামসহ মোট ৬৭৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে নিম্নোক্ত খেতাব প্রদান করা হয়:

- বীরশ্রেষ্ঠ – ৭ জন
- বীর উত্তম -৬৮ জন
- বীর বিক্রম – ১৭৫ জন
- বীর প্রতীক – ৪২৬ জন

১৯৯২ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতীয়ভাবে বীরত্বসূচক খেতাব প্রাপ্তদের পদক ও রিবন প্রদান করা হয়। ২০০১ সালের ৭ মার্চ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক পুরস্কার এবং সনদপত্র প্রদানকরা হয়।

বাহিনীভিত্তিক খেতাবপ্রাপ্তদের সংখ্যা:

- সেনাবাহিনী -২৮৮ জন
- নৌবাহিনী – ২৪ জন
- বিমান বাহিনী – ২১ জন
- বাংলাদেশ রাইফেলস – ১৪৯ জন
- পুলিশ – ৫ জন
- মুজাহিদ/আনসার – ১০ জন

RAISUL ISLAM HRIDOY

◎ গণবাহিনী – ১৭৫ জন

- ⌘ খেতাবপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছে দুইজন মহিলা। পাঁচজন অবাঙালিও বীরত্বসূচক খেতাব পান যাদের মধ্যে একজন বিদেশি।
- ⌘ বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে ৩ জন সেনাবাহিনীর, ১ জন নৌবাহিনীর, ১ জন বিমানবাহিনীর এবং ২ জন ইপিয়ারের।
- ⌘ মুক্তিযুদ্ধে একমাত্র আদীবাসী বীর বিক্রম ইউ কে চিং মারমা।
- ⌘ বীর প্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশী মুক্তিযোদ্ধ ডব্লিউ এস ওয়ান্ডারল্যান্ড। তিনি ১৯১৭ সালে নেদারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক। ২০০১ সালে তিনি মারা যান।
- ⌘ স্বাধীনতা যুদ্ধে 'বীর প্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত দুইজন মহিলা হলেন 'তারামন বিবি' (১১ নং সেক্টর) ও 'ক্যাপ্টেন ডা. সেতারা বেগম' (২নং সেক্টর)।
- ⌘ মুক্তিযুদ্ধে বীরাঙ্গনা ও গুপ্তচর-কাকন বিবি (খাসিয়া সম্প্রদায়ে জন্ম)। আসল নাম কাকন হেনইজঞ্জিতা। স্বাধীনতার আগে তিনি এক মুসলমানকে বিয়ে করে ইসলাম গ্রহণ করেণ। নাম হয় কাকন ওরফে নূরজাহান। স্বামী মজিদ আলী ছিলেন ইপিআর সৈনিক। সিলেটের কাকন বিবি 'মুক্তিবেটি' নামে পরিচিত।১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে বীর প্রতীক উপাধীতে ঘোষিত করলেও আজও তা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়নি।
- ⌘ সর্বকনিষ্ট খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা – শহীদুল ইসলাম লালু (বীর প্রতীক)।
- ⌘ উল্লেখ্য যে, সর্বশেষ খেতাবপ্রাপ্ত বীর উত্তম ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিল আহমেদ (কর্ণেল জামিল নামেই পরিচিত)। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেহরক্ষী হিসেবে কর্তব্যরত অবস্থা নিহত হন। তাই তাকে ২০১০ সালে মরণোত্তর বীরউত্তম খেতাবে ঘোষিত করা হয়।তাই মক্তিযুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত বীর উত্তম ৬৮ জন। কিন্ত মোট খেতাবপ্রাপ্ত বীর উত্তম ৬৯ জন।
- ⌘ এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য লেফটেনেন্ট জেনারেল চৌধুরী হাসান সোহরাওয়ার্দী ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোজাফফর আহমেদ কে বীর বীক্রম খেতাব দেওয়া হয়।তাই মুক্তিযুদ্ধে ১৭৫ জন বীর বীক্রম খেতাব পেলেও মোট বীর বীক্রম খেতাবপ্রাপ্ত ১৭৭ জন।

বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা

২০১৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত ৩২২ জন বীরাঙ্গনাকে মুক্তিযোদ্ধাকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের অবদান

বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা পান ১জন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা দেওয়া হয় ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা পান ১৫ জন। মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা পায় ৩১২ জন ও ১০টি সংগঠন।

মুক্তিযুদ্ধে নিহত বিদেশী নাগরিক হলেন ইতালির মারিও ভেরেনজি। তিনি ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল মারা যান।

সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ পরিচিতি

১. বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ

- জন্ম: ১৯৪৩ সালে ফরিদপুর জেলাতে।
- কর্মস্থল : ই.পি. আর (আস্ট পাকিস্থান রাইফেল)
- পদবী : ল্যান্স নায়েক
- সেক্টর : ১ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন।
- মৃত্যু: ৭ এপ্রিল, ১৯৭১ [সূত্র: বাংলাপিডিয়া]
- ৮ এপ্রিল, ১৯৭১ [সূত্র: বাংলাএকাডেমি চরিতাভিধান]
- ২০ এপ্রিল, ১৯৭১ [সূত্র: মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রনালয়]
- সমাধি স্থল: রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়া চর

২. বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামাল

- জন্ম: ১৯৪৯ সালে ভোলা জেলাতে।[সূত্র: মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রনালয়]
- ১৯৪৭ সালে ভোলা জেলাতে।[সূত্র: বাংলাপিডিয়া]
- কর্মস্থল : সেনাবাহিনী
- পদবী : সিপাহী
- সেক্টর : ২ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন।
- মৃত্যু: ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ [সূত্র: বাংলাপিডিয়া]
- ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১ [সূত্র: মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রনালয়]
- সমাধি স্থল: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়ার মোগরা গ্রামে।

৩. বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান

- জন্ম: ১৯৪৯ সালে ঢাকা জেলাতে।
- কর্মস্থল : বিমানবাহিনী
- পদবী : লেফটেন্যান্ট
- মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্থানে কর্মরত ছিলেন। পাকিস্থান বিমান বাহিনীর একটি টি-৩৩ প্রশিক্ষন বিমান (ছদ্মনাম-'ব্লু বার্ড') ছিনতাই করে নিয়ে দেশে ফেরার পথে তার সহযোগী পশ্চিম পাকিস্থানী পাইলট রাশেদ মিনহাজের সাথে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে বিমানটি বিধ্বস্ত হয় এবং তিনি নিহত হন)
- মৃত্যু: ২০ আগস্ট, ১৯৭১

RAISUL ISLAM HRIDOY

- সমাধি স্থল: পাকিস্থানের করাচির মৌরিপুর মাশরুর ঘাটিতে ছিল তাঁর সমাধিস্থল। ২০০৬ সাওলের ২৩ জুন বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের দেহাবশেষ পাকিস্থান হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়। তাঁকে পূর্ণ মর্যাদায় ২৫ জুন মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনরায় দাফন করা হয়।

৪. বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ

- জন্ম: ১৯৩৬ সালে নড়াইল জেলাতে।
- কর্মস্থল : ই.পি. আর (আস্ট পাকিস্থান রাইফেল)
- পদবী : ল্যান্স নায়েক
- সেক্টর : ৮ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন।
- মৃত্যু: ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
- সমাধি স্থল: যশোরের শর্শা উপজেলার কাশিপুর গ্রামে।

৫. বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী হামিদুর রহমান

- জন্ম: ১৯৫৩ সালে ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার খালিশপুরে।
- কর্মস্থল : সেনাবাহিনী
- পদবী : সিপাহী
- সেক্টর : ৪ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন।
- মৃত্যু: ২৮ অক্টোবর, ১৯৭১ । তিনি হলেন সর্বকনিষ্ট বীরশ্রেষ্ট মুক্তিযোদ্ধা।
- সমাধি স্থল: প্রথমে সমাধি ছিলো ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের হাতিমেরছড়া গ্রামে।
- পরবর্তীতে ২০০৭ সালের ১০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ রাইফেলন এর একটি দল ত্রিপুরা সীমান্তে হামিদুর রহমানের দেহাবশেষ গ্রহণ করেন।
- ১১ ডিসেম্বর তাঁকে পূর্ণ মর্যাদায় মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনরায় দাফন করা হয়।

৬. বীরশ্রেষ্ঠ স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার রুহুল আমিন

- জন্ম: ১৯৩৫ সালে নোয়াখালী জেলাতে।
- কর্মস্থল : নৌবাহিনী
- পদবী : স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার।
- সেক্টর : ২নং এবং ১০ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন।
- মৃত্যু: ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ [সূত্র: মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রনালয়]
- ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ [সূত্র: বাংলাপিডিয়া]
- সমাধি স্থল: খুলনার রূপসা উপজেলার বাগমারা গ্রামে রূপসা নদীর তীরে।

৭. বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

RAISUL ISLAM HRIDOY

- জন্ম: বরিশাল জেলাতে ১৯৪৯ [সূত্র: মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রনালয়]
- ১৯৪৮ [সূত্র: বাংলাপিডিয়া]
- কর্মস্থল : নৌবাহিনী
- পদবী : স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার।
- সেক্টর : ৭নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন।
- মৃত্যু: ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১। বীরশ্রেষ্টদের মধ্যে সর্বশেষ শহীদ হন।
- সমাধি স্থল: চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ প্রাঙ্গনে।

মুক্তিবাহিনীর ক্রেন গেরিলা দলের সদস্য

শহীদ শাফি ইমাম রুমী ছিলেন জাহানারা ইমামের একমাত্র সন্তান। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ঢাকায় কয়েকটি গেরিলা অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে পাকিস্থানিদের হাতে ধরা পড়েন এবং নিখোঁজ হন। জাহানারা ইমামকে তাঁর পুত্রের মহান আত্মত্যাগের জন্য 'শহীদ জননী' বলা হয়।

বুদ্ধিজীবী হত্যা

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের ঠিক পূর্ব মুহুর্তে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অনিবার্য হয়ে পড়লে পাকিস্থানি হানাদার ও তাদের মিত্র আলবদর ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ বাঙ্গালীর তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সন্তান তথা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা বরে এক কলঙ্গময় ইতিহাসের সৃষ্টি করেন। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য – ডাঃ ফজলে রাব্বী, ডাঃ আলীম চৌধুরী, দার্শনিক জিসি দেব, সুরকার আলতাফ মাহমুদ, রাজনীতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শহীদুল্লাহ কায়সার, সাহিত্যিক মুনীর চৌধুরী, সাহিত্যিক আনোয়ার পাশা, জ্যোর্তিময় গুহ ঠাকুরতা, সাংবাদিক সেলিনা পারভীন, ডাঃ সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়

২১ নভেম্বর, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার যৌথ কমাণ্ড গঠন করে। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী (ভারতের সেনাবাহিনী) সমন্বয় এটি গঠিত। ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ পাকিস্থান বিমানবাহিনী ভারতের বিমান ঘাটিতে হামলা চালালে সেদিনই তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেন। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম জেলা হিসেবে যশোর শত্রুমুক্ত হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) বাংলাদেশ ও ভারতের সম্মিলিত মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের দিন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকার।

অন্যান্যঃ

- বাংলা এ পর্যন্ত দুই বার বিভক্ত হয়। প্রথমবার ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে এবং দ্বিতীয় বার ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের ফলে।
- ঢাকা এ পর্যন্ত পাঁচবার বাংলার রাজধানী হয়। প্রথমবার ১৬১০ সালে সুবেদার ইসলাম খান সুবা বাংলার রাজধানী করেন ঢাকাকে। দ্বিতীয়বার ১৬৬০ সালে সুবেদার মীর জুমলা ঢাকাকে সুবা বাংলার রাজধানী করেন। তৃতীয়বার ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গ ও আসামের রাজধানী করেন ঢাকাকে। চতুর্থবার পাকিস্থান সরকার পূর্ববাংলার রাধানী করেন ঢাকাকে এবং সর্বশেষ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে ঢাকাকে ঘোষনা করেন।

কনসার্ট ফর বাংলাদেশ

'The Concert for Bangladesh' হলো ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের শরনার্থীদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন প্রাঙ্গনে দি ব্রিটলস ব্যান্ডের জর্জ হ্যারিসন এবং ভারতীয় সেতারবাদক পণ্ডিত রবি সংকর কর্তৃক আয়োজিত দাতব্য সঙ্গীতানুষ্ঠান। সঙ্গীতানুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট। এই সঙ্গীতানুষ্ঠানে বিশ্বখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীদের এক বিশাল দল অংশ নিয়েছিলেন যাদের মধ্যে বব ডিলান, এরিক ক্লাপটন, লিয়ন রাসেল, বিলি প্রিস্টন, ওস্তাদ আয়াত আলী খাঁর, লিয়ন রাসেল, ব্যাড ফিঙ্গারের নাম উল্লেখযোগ্য। কনর্সাট ও অণ্যান্য অনুষঙ্গ থেকে প্রাপ্ত অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ছিলো প্রায় ২,৪৩,৪১৮,৫১ মার্কিন ডলার, যা ইউনিসেফের মাধ্যমে শরণার্থীদের সাহায্যার্থে ব্যয়ীত হয়।

বব ডিলান ২০১৬ সালে ১৩ অক্টোবর সুইডিস একাডেমী তাঁকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করেন।তিনি পৃথিবীর প্রথম গীতিকার যিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। অদ্যাবধি তাঁর বিক্রিত রেকর্ডের সংখ্যা ১০ কোটিরও বেশি।

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশিদের বিশেষ অবদান

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্থানে পাকিস্থানে পাকিস্থানি বর্বরতার খবর সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বে প্রকাশ করেন সাইমন ড্রিং।

স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহের কবিতা পাঠের আয়োজন করেন রাশিয়ার ইয়েভগেনি ইয়েস তুসোস্কোর এবং ভারতের এলেন গিনেসবার্গ। এলন গিনেসবার্গ বাংলাদেশী শরণার্থীদের করুণ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' নামক কবিতা রচনা করেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছেন ইন্দিরা গান্ধী। স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালের ১৭ই মার্চ প্রথম রাষ্ট্রীয় অথিতি হিসেবে তিনি প্রথম বাংলাদেশে আসেন। তার আগে আর কোন বিদেশি রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান বাংলাদেশে আসেননি।

RAISUL ISLAM HRIDOY

রাশিয়া (সোভিয়েত ইউনিয়ন) এবং ভারত মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেন। অন্য দিকে আমেরিকা এবং চীন মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিপক্ষে অবস্থান নেন। আমেরিকার মূল ভূখণ্ডের বাইরে সবচেয়ে বড় নেভাল ফোর্সের নাম 'সপ্তম নৌবহর'। বরন প্রধান ঘাঁটি জাপানের ইয়াকোসুকা। আমেরিকার সবচেয়ে এবং শক্তিশালী জাহাজগুলো সপ্তম নৌ বহর থাকে।১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকার পরাজয় নিশ্চিত দেখে আমেরিকা জাতিসংঘকে ব্যবহার করে পাকিস্থানের পক্ষে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে চায়। কিন্তু রাশিয়ার বিরোধিতায় জাতিসংঘকে ব্যবহারে তারা ব্যর্থ হয়ে একতরফা শক্তি প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ সময় আমেরিকা ভিয়েতনাম যুদ্ধের কারণে সপ্তম নৌবহরের বেশির ভাগ জাহাজ ভিয়েতনামের কাছকাছি ছিল।১৯৭১ সালের ১০ই ডিসেম্বর সপ্তম নৌবহরে কয়েকটি জাহাজ নিয়ে 'টার্স্কফোস ৭৪' গঠিত হয়। জাহাজগুলো সিঙ্গাপুরে একত্রিত হয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে যাত্রা করে।এই বহরের প্রধান জাহাজ ছিলো 'ইউএসএ এন্টারপ্রাইজ' যা তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিমানবাহী (৭০ টির বেশি যুদ্ধ বিমান ছিল) জাহাজ।ঐ জাহাজে নিউক্লিয়ার বোমাও (৭৫০০০ টন পারমানবিক ক্ষমতাসম্পন্ন) ছিলো।কিন্তু সোভিয়েতের পাল্টা ধাওয়াতে যুক্তরাষ্ট্রের সব প্রয়াস ব্যর্থ হয় এবং তার পিছু হটে। চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরও জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিরুদ্ধে ভেটো প্রদান করে।

হাইলাইটস

- শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ দেন- রেসকোর্স ময়দানে
- অপারেশন সার্চলাইট- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের ঘটনা
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন- শেখ মুজিবুর রহমান, ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে
- (পরে ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের আওয়ামী নেতা এম এ হান্নান চট্টগ্রাম বেতার থেকে শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন। ২৭ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান।)
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা দেন- জিয়াউর রহমান
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়- ২৬ মার্চ, ১৯৭১; চট্টগ্রামের কালুরঘাটে
- মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়- ১০ এপ্রিল ১৯৭১; শপথ নেয়- ১৭ এপ্রিল ১৯৭১
- প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠিত হয়- ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
- বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়- ১৭ এপ্রিল ১৯৭১
- অস্থায়ী সরকারকে শপথ বাক্য পাঠ করান- অধ্যাপক ইউসুফ আলী (১৭ এপ্রিল)
- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন- অধ্যাপক ইউসুফ আলী (১৭ এপ্রিল)
- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়- মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে
- মুজিবনগরের অস্থায়ী সরকারের সদস্য- ৬ জন
- রাষ্ট্রপতি (সরকার প্রধান)- শেখ মুজিবুর রহমান
- অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি/প্রেসিডেন্ট - সৈয়দ নজরুল ইসলাম (উপরাষ্ট্রপতি; অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন)

RAISUL ISLAM HRIDOY

- প্রধানমন্ত্রী- তাজউদ্দীন আহমেদ
- অর্থমন্ত্রী- ক্যাপ্টেন মনসুর আলী
- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী- এ এইচ এম কামরুজ্জামান
- আইন , সংসদীয় ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী- খন্দকার মোশতাক আহমদ
- (এঁদেরকেই জাতীয় চার নেতা বলে অভিহিত করা হয়)
- মুজিবনগর অবস্থিত- মেহেরপুরে
- মুজিবনগরের পুরাতন নাম- বৈদ্যনাথতলার ভবেরপাড়া
- মুজিবনগর নামকরণ করেন- তাজউদ্দীন আহমেদ
- মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়- ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল
- অস্থায়ী সরকারের সচিবালয়- ৮, থিয়েটার রোড, কলকাতা
- প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে- ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট
- মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক- জেনারেল এম এ জি ওসমানী
- জেনারেল ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে নিয়োগ দেয়া হয়- ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১
- বিমান বাহিনীর প্রধান- ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর

- মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে- ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিলো
- নৌ-বাহিনীর অধীনে ছিল- ১০ নং সেক্টর (সকল নদী ও বঙ্গোপসাগর)
- ১০ নং সেক্টরে কোনো সেক্টর কমান্ডার ছিল না
- চট্টগ্রাম- ১ নং সেক্টর
- ঢাকা- ২ নং সেক্টর
- রাজশাহী- ৭ নং সেক্টর
- মুজিব নগর- ৮ নং সেক্টর
- সুন্দরবন- ৯ নং সেক্টর

নিচে সংক্ষেপে ১১টি সেক্টরের অঞ্চল পরিচিতি দেয়া হল :

সেক্টর	অঞ্চল	বীরশ্রেষ্ঠ
১ নং সেক্টর	চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম	বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রব
২ নং সেক্টর	ঢাকা, নোয়াখালী, ফরিদপুর ও কুমিল্লার অংশবিশেষ	
৩ নং সেক্টর	কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ ও হবিগঞ্জ	(বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন প্রথমে এই সেক্টরে যুদ্ধ করেন)
৪ নং সেক্টর	মৌলভীবাজার ও সিলেটের পূর্বাংশ	
৫ নং সেক্টর	সিলেট ও সুনামগঞ্জ	বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান

RAISUL ISLAM HRIDOY

৬ নং সেক্টর	রংপুর (বিভাগ)	
৭ নং সেক্টর	রাজশাহী (বিভাগ)	বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর
৮ নং সেক্টর	কুষ্টিয়া, যশোর থেকে খুলনা, সাতক্ষীরা	বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ
৯ নং সেক্টর	সুন্দরবন ও বরিশাল (বিভাগ)	
১০ নং সেক্টর	সকল নৌপথ ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল	বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন
১১ নং সেক্টর	ময়মনসিংহ	

- বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান- কোনো সেক্টরে ছিলেন না
- বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রব- ১ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন
- বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দীন- ৭ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন
- বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল- ৮ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন
- বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন- ১০ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন

এছাড়াও ব্রিগেড আকারে ফোর্স গঠন করা হয়েছিলো- ৩টি

- এস ফোর্স : মেজর শফিউল্লাহর নেতৃত্বাধীন
- কে ফোর্স : মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বাধীন
- জেড ফোর্স : মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন

এছাড়াও দেশের অভ্যন্তর থেকে যে সব বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল-

- টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন কাদেরিয়া বাহিনী
- বরিশালের হেমায়েত বাহিনী
- কমরেড তোহা
- সিরাজ সিকদার
- মুজিব বাহিনী (বি.এল.এফ) (প্রধান প্রশিক্ষক- হাসানুল হক ইনু)

- বিদেশের মিশনে প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়- কলকাতায়
- বাংলাদেশের বিরোধীতা করে- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন
- বাংলাদেশকে সহায়তা করে- রাশিয়া
- ভারত-বাংলাদেশ যৌথবাহিনী গঠন- ২১ নভেম্বর ১৯৭১
- ভারত-বাংলাদেশ মিত্রবাহিনীর প্রধান- ফিল্ড মার্শাল স্যাম মানেকশ
- ভারত-বাংলাদেশ যৌথবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ- জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা
- পাকিস্তান বাহিনীর প্রধান- জেনারেল এ এ কে নিয়াজী
- প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা- যশোর (৭ ডিসেম্বর)
- পাকিস্তান আত্মসমর্পণ করে- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

RAISUL ISLAM HRIDOY

- ⌘ আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করে- রেসকোর্স ময়দানে
- ⌘ বাংলাদেশের পক্ষে দলিলে স্বাক্ষর করে- যৌথবাহিনী প্রধান জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা
- ⌘ পাকিস্তানের পক্ষে দলিলে স্বাক্ষর করে- জেনারেল এ এ কে নিয়াজী
- ⌘ মুক্তিবাহিনীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন/নেতৃত্ব দেন- এয়ার কমোডর এ কে খন্দকার
- ⌘ মোট ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করে
- ⌘ মুক্তিযুদ্ধে অবদান/বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার- ৪টি
- ⌘ বীরশ্রেষ্ঠ- ৭ জন
- ⌘ বীরউত্তম- ৬৮ জন
- ⌘ বীরবিক্রম- ১৭৫ জন
- ⌘ বীরপ্রতীক- ৪২৬ জন
- ⌘ সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ- ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, সিপাহী হামিদুর রহমান, সিপাহী মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ রুহুল আমিন, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান, ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ এবং ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ
- ⌘ জীবিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক পদবী- বীরউত্তম
- ⌘ সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের নামে ৭টি পুকুর খনন করা হয়েছে- সুন্দরবনে
- ⌘ বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের কোন কবর নেই/মতান্তরে রূপসা নদীর তীরে কবর দেয়া হয়
- ⌘ বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের কবর- করাচি থেকে আনা হয় (২০০৬)
- ⌘ বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের কবর আনা হয়- আসামের আমবাসা থেকে (২০০৭)
- ⌘ বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান যে বিমানটি ছিনিয়ে আনছিলেন- টি-৩৩ (ছদ্মনাম ব্লু বার্ড)
- ⌘ খেতাবপ্রাপ্ত নারী মুক্তিযোদ্ধা- ২ জন (২ জনই বীরপ্রতীক) (সেতারা বেগম ও তারামন বিবি)
- ⌘ নারী মুক্তিযোদ্ধা- সেতারা বেগম, তারামন বিবি ও কাঁকন বিবি
- ⌘ আদিবাসী নারী মুক্তিযোদ্ধা- কাঁকন বিবি
- ⌘ কাঁকন বিবি- খাসিয়া
- ⌘ কাঁকন বিবির আসল নাম- কাকাত হেনইঞ্চিতা
- ⌘ সর্বকনিষ্ঠ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা- শহীদুল ইসলাম চৌধুরী (মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর বয়স-১২ বছর)
- ⌘ একমাত্র আদিবাসী/উপজাতি খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা- ইউ কে চিং (বীর বিক্রম)
- ⌘ একমাত্র বিদেশি বীরপ্রতীক- ডব্লিউ এ এস ওডারল্যান্ড (অস্ট্রেলিয়া; জন্ম নেদারল্যান্ড)
- ⌘ ওডারল্যান্ড মারা যান- ১৮ মে ২০০১ সালে
- ⌘ প্রথম পাক বর্বরতার খবর বহির্বিশ্বে প্রকাশ করেন- বিদেশি সাংবাদিক সাইমন ড্রিং
- ⌘ মুক্তিযুদ্ধে মারা যাওয়া বিদেশি- ফাদার মারিও ভেরেনজি (ইতালি)
- ⌘ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন- ফরাসি সাহিত্যিক আদ্রেঁ মায়ারা
- ⌘ ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’-এর প্রধান শিল্পী- জর্জ হ্যারিসন (ইংল্যান্ড/বৃটেন)
- ⌘ কনসার্ট ফর বাংলাদেশ আয়োজন করেন- জর্জ হ্যারিসন (USA) ও পণ্ডিত রবিশংকর (ভারত)
- ⌘ কনসার্ট ফর বাংলাদেশ আয়োজনে সহায়তা করে- ফোবানা

RAISUL ISLAM HRIDOY

⌘ কনাসর্ট ফর বাংলাদেশ আয়োজিত হয়- ১ আগস্ট ১৯৭১

⌘ কনাসর্ট ফর বাংলাদেশ আয়োজিত হয়- নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারে

⌘ কনসার্ট ফর বাংলাদেশে অংশ নেয়া উল্লেখযোগ্য শিল্পী- পণ্ডিত রবিশংকর (সেতার), ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ (সরোদ), আল্লারা খাঁ (তবলা), কমলা চক্রবর্তী (তানপুরা); জর্জ হ্যারিসন, এরিক ক্ল্যাপটন, বব ডিলান, রিঙ্গো স্টার, লিওন রাসেল, বিলি প্রিস্টন, প্রমুখ

⌘ জর্জ হ্যারিসনের ব্যান্ডের নাম- বিটলস (ইংল্যান্ড/ বৃটিশ ব্যান্ড)

⌘ 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' রচনা করেছেন- কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ

⌘ অর্থ সংগ্রহের জন্য কবিতা পাঠের আয়োজন করেন- অ্যালেন গিন্সবার্গ (আমেরিকা) ও ইয়েভগেনি ইয়েভ তুসোস্কোর (রাশিয়া)

স্বীকৃতি দানকারী দেশসমূহ

- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দেশ- ভূটান। এর কিছুক্ষণ পর ভারত
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আরব দেশ- ইরাক
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ- পোল্যান্ড
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ- পোল্যান্ড
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম অনারব মুসলিম দেশ- মালয়েশিয়া
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আফ্রিকান দেশ- সেনেগাল
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম ওশেনিয়ান (অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের) দেশ- টোঙ্গা
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী দ্বিতীয় দেশ- ভারত
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়- ১৯৭২ সালে
- পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়- ১৯৭৮ সালে

এক নজরে স্বীকৃতি দানকারী দেশসমূহ :

প্রথম	দেশ/ দক্ষিণ এশিয় দেশ	ভূটান
	আরব দেশ	ইরাক
	সমাজতান্ত্রিক/ইউরোপীয় দেশ	পোল্যান্ড
	অনারব মুসলিম দেশ	মালয়েশিয়া
	আফ্রিকান দেশ	সেনেগাল
	ওশেনিয়ান দেশ	টোঙ্গা
	দ্বিতীয় দেশ	ভূটান

- পাকবাহিনী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে- ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১
- মুক্তিযোদ্ধা দিবস- ১ ডিসেম্বর
- মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর- ঢাকার সেগুনবাগিচায়

RAISUL ISLAM HRIDOY

- মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রতিষ্ঠা করেন- শেখ মুজিবুর রহমান
- মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পত্রিকা- মুক্তিবার্তা (সাপ্তাহিক)

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র

মুক্তিযুদ্ধপূর্ব, ভাষা আন্দোলনভিত্তিক চলচ্চিত্র	
জীবন থেকে নেয়া	জহির রায়হান
Let their be light (documentary)	জহির রায়হান
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র (feature film)	
ওরা ১১ জন	চাষী নজরুল ইসলাম
অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী	সুভাষ দত্ত
আবার তোরা মানুষ হ	খান আতাউর রহমান
ধীরে বহে মেঘনা	আলমগীর কবির
আলোর মিছিল	নরায়ণ ঘোষ মিতা
সংগ্রাম	চাষী নজরুল ইসলাম
আগুনের পরশমণি	হুমায়ুন আহমেদ
এখনও অনেক রাত	খান আতাউর রহমান
হাঙ্গর নদী গ্রেনেড	চাষী নজরুল ইসলাম
আমার বন্ধু রাশেদ	মোরশেদুল ইসলাম (২০১১)
গেরিলা	নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু (২০১১)
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র (short film)	
একাত্তরের যীশু	নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু
নদীর নাম মধুমতী	তানভীর মোকাম্মেল
হুলিয়া	তানভীর মোকাম্মেল
পতাকা	এনায়েত করিম বাবুল
আগামী	মোরশেদুল ইসলাম
দুরন্ত	খান আখতার হোসেন
ধূসর যাত্রা	সুমন আহমেদ
আমরা তোমাদের ভুলব না	হারুনুর রশীদ
শরৎ একাত্তর	মোরশেদুল ইসলাম
নরসুন্দর	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র (documentary)	
Stop Genocide	জহির রায়হান
A State is Born	জহির রায়হান
A State in Born	জহির রায়হান
মুক্তির গান	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ
মুক্তির কথা	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ
স্মৃতি '৭১	তানভীর মোকাম্মেল

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ ও উপন্যাস

RAISUL ISLAM HRIDOY

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ	
বাংলাদেশ কথা কয়	আবদুল গাফফার চৌধুরী
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ	রামেন্দু মজুমদার
একাত্তরের রণাঙ্গন	শামসুল হুদা চৌধুরী
একাত্তরের যীশু	শাহরিয়ার কবির
একাত্তরের ঢাকা	সেলিনা হোসেন
একাত্তরের ডায়েরি	জাহানারা ইমাম
একাত্তরের বর্ণমালা	এম আর আখতার মুকুল
আমি বিজয় দেখেছি	এম আর আখতার মুকুল
বিজয় ৭১	এম আর আখতার মুকুল
আমি বীরাঙ্গনা বলছি	নীলিমা ইব্রাহিম
আমার কিছু কথা	শেখ মুজিবুর রহমান
বঙ্গবন্ধু হত্যার দলিলপত্র	অধ্যাপক আবু সাইয়ীদ
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংকলন	হাসান হাফিজুর রহমান
সেই সব দিন	মুনতাসির মামুন
ঢাকার কথা	মুনতাসির মামুন
দ্য লিবারেশন অব বাংলাদেশ	সুখবন্ত সিং
দ্য রেপ অব বাংলাদেশ	রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম	গাজীউল হক
ফেরারী সূর্য	রাবেয়া খাতুন
লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে	মেজর রফিকুল ইসলাম
মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর	ড. আনিসুজ্জামান
আমার একাত্তর	আনিসুজ্জামান
দুইশত ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা	মোহাম্মদ নুরুল কাদির
স্মৃতি শহর	শামসুর রাহমান
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস	
রাইফেল রোটি আওরাত (মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে লেখা একমাত্র উপন্যাস)	আনোয়ার পাশা
আগুনের পরশমণি	হুমায়ুন আহমেদ
জাহান্নাম হইতে বিদায়	শওকত ওসমান
জন্ম যদি তব বঙ্গে	শওকত ওসমান
দুই সৈনিক	শওকত ওসমান
নেকড়ে অরণ্য	শওকত ওসমান
নিষিদ্ধ লোবান	সৈয়দ শামসুল হক
নীল দংশন	সৈয়দ শামসুল হক
খাঁচায়	রশীদ হায়দার
দেয়াল	আবু জাফর শামসুদ্দীন
বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ	সরদার জয়েন উদ্দীন
হাঙ্গর নদী গ্রেনেড	সেলিনা হোসেন

RAISUL ISLAM HRIDOY

কাঁটাতারে প্রজাপতি	সেলিনা হোসেন
নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি	সেলিনা হোসেন
উপমহাদেশ	আল মাহমুদ

- সম্প্রতি (২০১২ সালের ২৭ মার্চ) বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য স্বাধীনতা সম্মাননা দিয়েছে- ১২৯ জন বিদেশি নাগরিক ও সংগঠনকে
- মোট- ২৬টি দেশের নাগরিকদের স্বাধীনতা সম্মাননা দেয়া হয়েছে

এক নজরে সম্মাননাপ্রাপ্তগণ

দেশ	উল্লেখযোগ্য নাগরিক	সংগঠন
ভারত (৪৩ জন)	শচীন্দ্র লাল সিংহ, রাজেশ্বর রাও, সিদ্ধান্ত শংকর রায়, পি এ সাংমা, বিচারপতি সা'দত আবুল মাসুদ, মহারানী বিভা কুমারী দেবী, প্রফেসর দিলীপ চক্রবর্তী, সমর সেন, দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়, পণ্ডিত রবিশংকর, ওস্তাদ আকবর আলী খাঁ, মাদার তেরেসা, ওয়াহিদা রহমান, সুনীল দত্ত, জে পি নারায়ণ, জ্যোতি বসু, গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, অন্নদাশংকর রায়, জগজীবন রাম, অরুন্ধতি ঘোষ, ভূপেশ গুপ্ত, কাইফি আজমী, ভূপেন হাজারিকা, অ্যাডভোকেট সুব্রত রায় চৌধুরী, ফিল্ড মার্শাল এসএএম মানেকশ, লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, লেফটেন্যান্ট জেনারেল জ্যাকব, ল্যান্স নায়েক আলবার্ট এক্কা পরমী বীরচক্র, নারায়ণ দেশাই, মানিক সরকার, আইপি গুপ্ত, জি বি হাসপাতালের সার্জন সুপারিনটেন্ডেন্ট ডা. রথিন দত্ত, রওশন আরা বেগম সামা, দশরথ দেব বর্মন, লতা মুঙ্গেশকর, ডিপি ধর, জেনারেল উবান, গোলক মজুমদার, পিএন হাকসার, ড. কিরণ সিং, সরদার শরণ সিং, শরৎ চন্দ্র সিংহ	মিত্রবাহিনী
রাশিয়া (১০ জন)	নিকোলাই ভিক্টোরোভিচ পোডগরনি, আঁদ্রে গ্রোমিকো, ইয়াকভ আলেকজান্দ্রোভিচ মালিক, আলেক্সি নিকোলেভিচ কোসিগিন, প্রফেসর ভ্লাদিমির স্ট্যানিস, লিওনেড ব্রেজনেভ, নিকোলাই ফিরোবিন, আনাতলি ডবরিনিন	অ্যাডমিরাল জুয়েনকু ও তার দল, সিপিএসইউ
যুক্তরাষ্ট্র (২১ জন)	সিনেটর এডওয়ার্ড মুর কেনেডি, রিচার্ড টেনলর, প্রফেসর রবার্ট ডরফিনান, অ্যানা ব্রাউন টেনলর, আর্চার কে ব্লাড, লিয়ার লেভিন, ফাদার উইলিয়াম রিচার্ড টিম, সিনেটর ফ্রেড রয় হেরিস, টমাস ডাইন, ডা. জোসেফ গার্স্ট, সিনেটর ফ্রাংক চার্চ, উইলিয়াম গ্রিনো, এডওয়ার্ড সি মেসন, প্রফেসর এডওয়ার্ড সি ডিকম জুনিয়র, ডেভিড ওয়াইজব্রড, অ্যালেন গিনসবার্গ, সিনেটর উইলিয়াস স্যাক্সবি, সিনেটর জর্জ ম্যাকগাভার্ন, কংগ্রেসম্যান মর্নেলিয়াস গ্যালাগার, শহীদ ফাদার উইলিয়াম ইভান্স ও প্রফেসর জে কেনেথ গলব্রেথ	
যুক্তরাজ্য (১২ জন)	স্যার এডওয়ার্ড রিচার্ড জর্জ হিথ, লর্ড হ্যারল্ড উইলসন, লর্ড রিচার্ড ডেভিড শোর, মাইকেল বার্নস, সায়মন ড্রিং, জর্জ হ্যারিসন, ব্রুস ডগলাস মান, জুলিয়াস ফ্রান্সিস, পল কানেট, ইলেন কানেট, বিমান মল্লিক ও মার্ক টালি	
যুগোশ্লাভিয়া	মার্শাল জোসেফ টিটো	
ইতালি	ফাদার মারিও ভ্যারোনিচি	

RAISUL ISLAM HRIDOY

জাপান	তাকাশি হায়াকাওয়া, প্রফেসর ইওসি নারা, কাতামাসা সুজুকি, নাওয়াকি উসুই	
নেপাল	ড. রাম রামন যাদব, বি পি কৈরালা	
কিউবা	ফিদেল কাস্ত্রো	
আর্জেন্টিনা	ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, হোর্হে লুইস বোর্হেস	
ভেনিজুয়েলা	কার্দেনাল হোসে উমবের্তো কিনতারো	
সুইজারল্যান্ড	প্রফেসর জ্যঁ জিলার এমপি	
ভুটান	জিগমে দর্জি ওয়াংচুক	
সুইডেন	ওলফ পামে, প্রফেসর গানার মিরডাল	
ডেনমার্ক	ড. কার্সটিন ওয়াস্টার গার্স্ট	
মালয়েশিয়া	ড. এ সুরিয়ান	
শ্রীলংকা	স্যার সেনারত্ন গুণবর্ধন	
নেদারল্যান্ডস	ডমসেস কিনটেন ওয়াটে বাগ	
দক্ষিণ কোরিয়া	হং সুক জা	
পোল্যান্ড	অগাস্ট জালেস্কি	
ভিয়েতনাম	মাদার বিন	
জার্মানি	উইলি ব্রান্ট, বারবারা দাশগুপ্ত, সুনীল দাশগুপ্ত, এরিক হোয়েনকার	
অস্ট্রেলিয়া	উইলিয়াম এ এস ওরিল্যান্ড বিপি	
অস্ট্রিয়া	রুনো ক্রেইস্কি	
কানাডা	পিয়ার ট্রুডো	
আয়ারল্যান্ড	শন ম্যাকব্রাইড, ব্যারিস্টার নোরা শেরিফ, কিরিল্লোউইচ কোস্কই	
অন্যান্য সংগঠন	জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক প্রতিষ্ঠান (UNHCR), BBC (ব্রিটিশ), আকাশবাণী (ভারতীয়), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতি, রমেশচন্দ্র ও বিশ্ব শান্তি পরিষদ, অক্সফাম (ব্রিটিশ), ICRC, আঁদ্রে মারলো (ফরাসি)	

Raisul Islam Hridoy

For more Eboos-

Email me:- Hridoy's Ebook

My WhatsApp:- 01300430768

ফেসবুকে অনেক গ্রুপে খেয়াল করবেন আকর্ষনীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে শীট ও নোট বিক্রি করছে। প্রায় পোষ্টেই ওরা বলে ১০০% কমন, ৯০% কমন এমন অনেক গ্যারান্টি দিয়ে ওরা আপনাকে বোকা বানিয়ে বিভিন্ন জনের কপি-পেস্ট করা কিছু পাঁচমিশালি কিছু নোট দিয়ে টাকা হাতিয়ে নিবে। চাকরির পরিক্ষায় কমন বলতে তেমন কিছু নাই। আপনি কতটুকু বেসিক ভালো করে আয়ত্ব করতে পেরেছেন সেটার উপর নির্ভর করবে কমন পরা। বাজার থেকে মান সম্মত বই কিনুন আর নিজের বেসিক স্ট্রং করুন। অন্যের তৈরি নোট না পড়ে নিজে নিজের জন্য নোট তৈরি করুন। এই নোটগুলো আমি নিজের জন্য তৈরি করেছিলাম। যদি কারো এই নোটগুলো ভালো লাগে তাহলে আমার থেকে নিতে পারেন। আমি কোনো নোট বিক্রি করিনা। অনুগ্রহ করে ইমেইলে আমাকে টাকা, পেমেন্ট এসব বলে অসম্মান করবেন না। ভালো কিছু করার উদ্দেশ্য থেকেই মহৎ কিছু করা যায়।

আমি নিজেকে লুকিয়ে রাখতেই বেশি পছন্দ করি। সবার মাঝে পরিচিত বা বিখ্যাত হবার ইচ্ছা নাই। আড়াল থেকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে রেখেছি। আপনার পড়াশোনার জন্য সকল ধরনের প্রয়োজনে পাশে থাকবো, ইনশাআল্লাহ।

- আল্লাহ তায়ালা সবার মনের নেক ইচ্ছা পুরণ করুন। (আমিন)

অধ্যায় ২

বাংলাদেশের বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও থানা পরিচিতি

বাংলাদেশ (Bangladesh) ৮ টি বিভাগ (Division) এবং ৬৪ টি জেলা নিয়ে গঠিত । জেলা বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। কয়েকটি উপজেলা নিয়ে একটি জেলা গঠিত হয়। প্রশাসনিকভাবে একটি জেলা একটি বিভাগের অধিক্ষেত্রভুক্ত। বর্তমানে বাংলাদেশের ৮টি বিভাগ এর অন্তর্গত ৬৪টি জেলা রয়েছে। ১৯৭১-এ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকালে জেলার সংখ্যা ছিল ১৮। রাষ্ট্রপতি এরশাদ মহুকুমাগুলোকে জেলায় উন্নীতকরণের প্রক্রিয়া চালু করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠালগ্নে পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের জেলার সংখ্যা ছিল ১৮ টি। ১৯৬৯-এ ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহুকুমাকে একটি জেলায় উন্নীত করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম পটুয়াখালী মহুকুমাকে একটি জেলায় উন্নীত করা হয়। প্রতিটি জেলায় বহু সরকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত থাকে। তবে জেলা প্রশাসক বা ডেপুটি কমিশনারকে জেলার প্রধান সরকারি প্রতিনিধি গণ্য করা হয়। সধারনত প্রতিটি জেলারই রয়েছে কিছু নিজস্বতা। এবং রয়েছে তাদের নিজ নিজ জেলার নামের রহস্য, খাবার (recipe) ও দর্শনীয় স্থান ধর্মীয় (religious) স্থান । কোন জেলা কি কারণে নামকরণ করা হয়েছে তা হয়তো আমাদের অনেকেরই অজানা। তাই আমাদের এবারের আয়োজন ৬৪ টি জেলার নামকরণের ইতিহাস।

বাংলাদেশে মোট বিভাগ ৭ টি। নিম্নে বিভাগ অনুযায়ী প্রত্যেক জেলার নামকরণের ইতিহাস তুলে ধরা হল।

মানচিত্রে বাংলাদেশের বিভাগ

RAISUL ISLAM HRIDOY

RAISUL ISLAM HRIDOY

- ঢাকা বিভাগ (Dhaka Division)
- চট্টগ্রাম বিভাগ (Chittagong Division)
- খুলনা বিভাগ (Khulna Division)
- রাজশাহী বিভাগ (Rajshahi Division)
- বরিশাল বিভাগ (Barisal Division)
- রংপুর বিভাগ (Rangpur Division)
- সিলেট বিভাগ (Sylhet Division) ও
- ময়মনসিংহ বিভাগ (Maymansingh Division)

বিভাগের পরিচিতি

বিভাগ	প্রতিষ্ঠিত	জনসংখ্যা	আয়তন (কিমি^{2})	জনসংখ্যা ঘনত্ব ২০১১ (লোক/কিমি^{2})	বৃহত্তম শহর (জনসংখ্যা-সহ)
ঢাকা	১৮২৯	৩৬,০৫৪,৪১৮	২০,৫৩৯	১,৭৫১	ঢাকা (৭,০৩৩,০৭৫)
চট্টগ্রাম	১৮২৯	২৮,৪২৩,০১৯	৩৩,৭৭১	৮৪১	চট্টগ্রাম (২,৫৯২,৪৩৯)
রাজশাহী	১৮২৯	১৮,৪৮৪,৮৫৮	১৮,১৯৭	১,০১৫	রাজশাহী (৪৪৯,৭৫৬)
খুলনা	১৯৬০	১৫,৬৮৭,৭৫৯	২২,২৭২	৭০৪	খুলনা (৬৬৩,৩৪২)
বরিশাল	১৯৯৩	৮,৩২৫,৬৬৬	১৩,২৯৭	৬২৬	বরিশাল (৩২৮,২৭৮)
সিলেট	১৯৯৫	৯,৯১০,২১৯	১২,৫৯৬	৭৮০	সিলেট (৪৭৯,৮৩৭)
রংপুর	২০১০	১৫,৭৮৭,৭৫৮	১৬,৩১৭	৯৬০	রংপুর (৩৪৩,১২২)
ময়মনসিংহ	২০১৫	১১,৩৭০,০০০	১০,৫৮৪	১,০৭৪	ময়মনসিংহ (৪৭১,৮৫৮)
		১৪৪,০৪৩,৬৯৭	১৪৭,৫৭০	৯৭৬	ঢাকা

RAISUL ISLAM HRIDOY

ঢাকা বিভাগে মোট ১৩ টি জেলা রয়েছে

১. ঢাকা, ২. ফরিদপুর, ৩. টাঙ্গাইল, ৪. গাজীপুর, ৫. গোপালগঞ্জ, ৬. কিশোরগঞ্জ, ৭. মাদারিপুর, ৮. মানিকগঞ্জ, ৯. মুন্সিগঞ্জ, ১০. নারায়ণগঞ্জ, ১১. নরসিংদী, ১২. রাজবাড়ী, ১৩. শরিয়তপুর

১. ঢাকা জেলা:

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা মোঘল-পূর্ব যুগে কিছু গুরুত্বধারন করলেও শহরটি ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভকরে মোঘল যুগে। ঢাকা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট করে তেমন কিছু জানা যায় না। এ সম্পর্কে প্রচলিতমতগুলোর মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ:

ক) একসময় এ অঞ্চলে প্রচুর ঢাক গাছ (বুটি ফুডোসা) ছিল; খ) রাজধানী উদ্বোধনের দিনে ইসলাম খানেরনির্দেশে এখানে ঢাক অর্থাৎ ড্রাম বাজানো হয়েছিল; গ) 'ঢাকাভাষা' নামে একটি প্রাকৃত ভাষা এখানেপ্রচলিত ছিল; ঘ) রাজতরঙ্গিণী-তে ঢাক্কা শব্দটি 'পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র' হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে অথবাএলাহাবাদ শিলালিপিতে উল্লেখিত সমুদ্রগুপ্তের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ডবাকই হলো ঢাকা।

কথিত আছে যে, সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী এলাকায় ভ্রমণকালে সন্নিহিতজঙ্গলে হিন্দু দেবী দুর্গার বিগ্রহ খুঁজে পান। দেবী দুর্গার প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ রাজা বল্লাল সেন ঐ এলাকায় একটিমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু দেবীর বিগ্রহ ঢাকা বা গুপ্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল তাই রাজা মন্দিরেরনাম ঢাকেশ্বরী মন্দির। মন্দিরের নাম থেকেই কালক্রমে স্থানটির নাম ঢাকা হিসেবে গড়ে ওঠে।আবারঅনেক ঐতিহাসিকদের মতে, মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর যখন ঢাকাকে সুবা বাংলার রাজধানী হিসেবে ঘোষণাকরেন, তখন সুবাদার ইসলাম খান আনন্দের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ শহরে 'ঢাক' বাজানোর নির্দেশ দেন। এইঢাক বাজানোর কাহিনী লোকমুখে কিংবদন্দির রূপ ধারণ করে এবং তা থেকেই এই শহরের নাম ঢাকা হয়েযায়। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম খান

চিশতি সুবাহ বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকেঢাকায় স্থানান্তর করেন এবং সম্রাটের নামানুসারে এর নামকরণ করে জাহাঙ্গীরনগর।

২. ফরিদপুর জেলা:

ফরিদপুরের নামকরণ করা হয়েছে এখানকার প্রখ্যাত সুফী সাধক শাহ শেখ ফরিদুদ্দিনের নামানুসারে।

৩. টাঙ্গাইল জেলা:

টাঙ্গাইলের নামকরণ বিষয়ে রয়েছে বহুজনশ্রুতি ও নানা মতামত। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রেনেল তাঁরমানচিত্রে এ সম্পূর্ণ অঞ্চলকেই আটিয়া বলে দেখিয়েছেন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের আগে টাঙ্গাইল নামে কোনোস্বতন্ত্র স্থানের পরিচয় পাওয়া যায় না। টাঙ্গাইল নামটি পরিচিতি লাভ করে ১৫ নভেম্বর ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দেমহকুমা সদর দপ্তর আটিয়া থেকে টাঙ্গাইলে স্থানান্তরের সময় থেকে।

টাঙ্গাইলের ইতিহাস প্রণেতা খন্দকার আব্দুর রহিম সাহেবের মতে, ইংরেজ আমলে এদেশের লোকেরা উচুশব্দের পরিবর্তে 'টান' শব্দই ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিল বেশি। এখনো টাঙ্গাইল অঞ্চলে 'টান' শব্দের প্রচলনআছে। এই টানের সাথে আইল শব্দটি যুক্ত হয়ে হয়েছিল টান আইল। আর সেই টান আইলটি রূপান্তরিতহয়েছে টাঙ্গাইলে। টাঙ্গাইলের নামকরণ নিয়ে আরো বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ে নানা মত প্রকাশ করেছেন।কারো কারো মতে, বৃটিশ শাসনামলে মোগল প্রশাসন কেন্দ্র আটিয়াকে আশ্রয় করে যখন এই অঞ্চল জম-জমাট হয়ে উঠে। সে সময়ে ঘোড়ার গাড়িছিল যাতায়াতের একমাত্র বাহন, যাকে বর্তমান টাঙ্গাইলেরস্থানীয় লোকেরা বলত 'টাঙ্গা'। বর্তমান শতকের মাঝামাঝি পর্যন্তও এ অঞ্চলের টাঙ্গা গাড়ির চলাচল স্থলপথে সর্বত্র। আল শব্দটির কথা এ প্রসঙ্গে চলে আসে। বর্তমান টাঙ্গাইল অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের নামের সাথেএই আল শব্দটির যোগ লক্ষ্য করা যায়। আল শব্দটির অর্থ সম্ভবত সীমা নির্দেশক যার স্থানীয় উচ্চারণআইল। একটি স্থানকে যে সীমানা দিয়ে বাঁধা হয় তাকেই আইল বলা হয়। টাঙ্গাওয়ালাদের বাসস্থানেরসীমানাকে 'টাঙ্গা+আইল' এভাবে যোগ করে হয়েছে 'টাঙ্গাইল' এমতটি অনেকে পোষণ করেন। আইল শব্দটিকৃষিজমির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই শব্দটি আঞ্চলিক ভাবে বহুল ব্যবহৃত শব্দ। টাঙ্গাইলের ভূ-প্রকৃতি অনুসারেস্বাভাবিক ভাবে এর ভূমি উঁচু এবং ঢালু। স্থানীয়ভাবে যার সমার্থক শব্দ হলো টান। তাই এই ভূমিরূপেরকারণেই এ অঞ্চলকে হয়তো পূর্বে 'টান আইল' বলা হতো। যা পরিবর্তীত হয়ে টাঙ্গাইল হয়েছে।

৪. গাজীপুর জেলা:

বিলু কবীরের লেখা 'বাংলাদেশের জেলা : নামকরণের ইতিহাস' বই থেকে জানা যায়, মহম্মদ বিনতুঘলকের শাসনকালে জনৈক মুসলিম কুস্তিগির গাজী এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং তিনিবহুদিন সাফল্যের সঙ্গে এ অঞ্চল শাসন করেছিলেন। এ কুস্তিগির/পাহলোয়ান গাজীর নামানুসারেই এঅঞ্চলের নাম রাখা হয় গাজীপুর বলে লোকশ্রুতি রয়েছে। আরেকটি জনশ্রুতি এ রকম সম্রাট আকবরেরসময় চব্বিশ পরগনার জায়গিরদার ছিলেন ঈশা খাঁ। এই ঈশা খাঁরই একজন অনুসারীর ছেলের নাম ছিলফজল গাজী। যিনি ছিলেন ভাওয়াল রাজ্যের প্রথম 'প্রধান'। তারই নাম বা নামের সঙ্গে যুক্ত 'গাজী' পদবিথেকে এ অঞ্চলের নাম রাখা হয় গাজীপুর। গাজীপুর নামের আগে এ অঞ্চলের নাম ছিল জয়দেবপুর। এজয়দেবপুর নামটি কেন হলো, কতদিন থাকল, কখন, কেন সেটা আর থাকল না সেটিও প্রাসঙ্গিক ওজ্ঞাতব্য। ভাওয়ালের জমিদার ছিলেন জয়দেব নারায়ণ রায় চৌধুরী। বসবাস করার জন্য এ জয়দেবনারায়ণ রায় চৌধুরী পীরাবাড়ি গ্রামে একটি গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। গ্রামটি ছিল চিলাই নদীর

RAISUL ISLAM HRIDOY

দক্ষিণপাড়ে। এ সময় ওই জমিদার নিজের নামের সঙ্গে মিল রেখে এ অঞ্চলটির নাম রাখেন 'জয়দেবপুর' এবং এনামই বহাল ছিল মহকুমা হওয়ার আগ পর্যন্ত। যখন জয়দেবপুরকে মহকুমায় উন্নত করা হয়, তখনই এরনাম পাল্টে জয়দেবপুর রাখা হয়। উল্লেখ্য, এখনো অতীতকাতর-ঐতিহ্যমুখী স্থানীয়দের অনেকেই জেলাকে'জয়দেবপুর' বলেই উল্লেখ করে থাকেন। গাজীপুর সদরের রেলওয়ে স্টেশনের নাম এখনো 'জয়দেবপুররেলওয়ে স্টেশন'। তবে বিস্তারিত আলোচনায় গেলে বলতেই হয়, গাজীপুরের আগের নাম জয়দেবপুর এবংতারও আগের নাম ভাওয়াল। গাজীপুরকে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ জেলা এবং ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ৭জানুয়ারী রোজ: সোমবার সিটি কর্পোরেশন ঘোষণা করা হয়।

৫. গোপালগঞ্জ জেলা:

গোপালগঞ্জ জেলা শহরের রয়েছে প্রাচীন ইতিহাস। অতীতের রাজগঞ্জ বাজার আজকের জেলা শহরগোপালগঞ্জ। আজ থেকে প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে শহর বলতে যা বুঝায় তার কিছুই এখানে ছিলোনা। এরপরিচিতি ছিলো শুধু একটি ছোট্ট বাজার হিসেবে। এঅঞ্চলটি মাকিমপুর ষ্টেটের জমিদার রানী রাসমণিরএলাকাধীন ছিলো। উল্লেখ্য রানী রাসমণি একজন জেলের মেয়ে ছিলেন। সিপাই মিউটিনির সময় তিনিএকজন উচ্চ পদস্থ ইংরেজ সাহেবের প্রাণ রক্ষা করেন। পরবর্তীতে তারই পুরস্কার হিসাবে বৃটিশ সরকাররাসমণিরকে মাকিমপুর ষ্টেটের জমিদারী প্রদার করেন এবং তাঁকে রানী উপাধিতে ভূষিত করেন। রানীরাসমণির এক নাতির নাম ছিলো নব-গোপাল তিনি তাঁর স্নেহাস্পদ নাতির নাম এবং পুরানো ইতিহাসকেস্মরণীয় করে রাখার জন্য নাতিন নামের 'গোপাল' অংশটি প্রথমে রেখে তার সাথে রাজগঞ্জের 'গঞ্জ' যোগকরে এ জায়গাটির নতুর নামকরণ করেন গোপালগঞ্জ। ১৯৮৪ সালে ফরিদপুর জেলার মহকুমা থেকেগোপালগঞ্জ জেলা সৃষ্টি হয়।

৬. কিশোরগঞ্জ জেলা:

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে কিশোরগঞ্জ মহকুমার জন্ম হয়। মহকুমার প্রথম প্রশাসক ছিলেন মিঃ বকসেল। বর্তমানকিশোরগঞ্জ তৎকালীন জোয়ার হোসেনপুর পরগনার অন্তর্ভক্ত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকেওকিশোরগঞ্জ এলাকা 'কাটখালী' নামে পরিচিত ছিল। ইতিহাসবিদদের ধারণা ও জনশ্রুতি মতে এ জেলারজমিদার ব্রজকিশোর মতান্তরে নন্দকিশোর প্রামানিকের 'কিশোর' এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত হাট বা গঞ্জের 'গঞ্জ'যোগ করে কিশোরগঞ্জ নামকরণ করা হয়।

৭. মাদারীপুর জেলা:

মাদারীপুর জেলা একটি ঐতিহাসিক সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সাধক হযরত বদরুদ্দিন শাহমাদার (র) এর নামানুসারে এই জেলার নামকরণ করা হয়। প্রাচীনকালে মাদারীপুরের নাম ছিল ইদিলপুর।১৯৮৪ সালে মাদারীপুর জেলা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

৮. মানিকগঞ্জ জেলা:

মূরত সংস্কৃত 'মানিক্য' শব্দ থেকে মানিক শব্দটি এসেছে। মানিক হচ্ছে চুনি পদ্মরাগ। গঞ্জ শব্দটি ফরাসী।মানিকগঞ্জের নামের ঋৎপত্তি ইতিহাস আজও রহস্যবৃত। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে সুফি দরবেশ মানিকশাহ সিংগাইর উপজেলার মানিকনগরে আসেন এবং খানকা প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু

করেন।কারও মতে দূর্ধষ পাঠান সর্দার মানিক ঢালীর নামানুসারে মানিকগঞ্জ নামের উৎপত্তি। আবার কারোমতে, নবাব সিরাজ উদ-দৌলার বিশাবাস ঘাতক মানিক চাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তার নমানুসারে১৮৪৫ সালের মে মাসে মানিকগঞ্জ মহকুমার নামকরণ হয়। মানিকগঞ্জ মহকুমার নামকরণ সম্পর্কীতউল্লেখ্য তিনটি পৃথক স্থানীয় জনশ্রুতি এবং অনুমান নির্ভর। এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায়নি,তবে মানিক শাহের নামানুসারে মানিকগঞ্জ মহকুমার নামকরণ সম্পর্কীত জনশ্রুতি এবং ঘটনা প্রবাহথেকে যে চিত্র পাওয়া যায় তাই সঠিক বলে ধরা হয়।

৯. মুন্সীগঞ্জ জেলা:

মুন্সিগঞ্জে প্রাচীন নাম ছিল ইদ্রাকপুর। মোঘল শাসনামলে এই ইদ্রাকপুর গ্রামে মুন্সী হায়দার হোসেন নামেএকজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মোঘল শাসক দ্বারা ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন। অত্যন্ত সজ্জন ও জনহিতৈষীমুন্সী হায়দার হোসেনের নামে ইদ্রাকপুরের নাম হয় মুন্সীগঞ্জ। কারো কারো মতে জমিদার এনায়েত আলীমুন্সীর নামানুসারে মুন্সীগঞ্জে নামকরণ করা হয়।

১০. নারায়ণগঞ্জ জেলা:

১৭৬৬ সালে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা বিকন লাল পান্ডে(বেণু ঠাকুর বা লক্ষীনায়ায়ণ ঠাকুর) ইস্ট ইন্ডিয়াকোম্পানির নিকট থেকে এ অঞ্চলের মালিকানা গ্রহণ করে। তিনি প্রভু নারায়ণের সেবার ব্যয়ভার বহনেরজন্য একটি উইলের মাধ্যমে শীতলক্ষা নদীর তীরে অবস্থিত মার্কেটকে দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণাকরেন। তাই পরবর্তীকালে এ স্থানের নাম হয় নারায়ণগঞ্জ।

১১. নরসিংদী জেলা:

কথিত আছে, প্রাচীনকালে এ অঞ্চলটি নরসিংহ নামক একজন রাজার শাসনাধীন ছিল। আনুমানিক পঞ্চদশশতাব্দীর প্রথম দিকে রাজা নরসিংহ প্রাচীন ব্যক্ষপুত্র নদের পশ্চিম তীরে নরসিংহপুর নামে একটি ছোটনগর স্থাপন করেছিলেনঅ তাঁরই নামানুসারে নরসিংদী নামটি আবির্ভূত হয়। নরসিংহ নামের সাথে ‘দী’যুক্ত হয়ে নরসিংদী হয়েছে। নরসিংহদী শব্দের পরিবর্তিত রূপই “নরসিংদী”।

১২. রাজবাড়ী জেলা:

রাজা সূর্য্য কুমারের নামানুসারে রাজবাড়ীর নামকরণ করা হয়। রাজা সূর্য্য কুমারের পিতামহ প্রভুরামনবাব সিরাজ-উদ-দৌলার রাজকর্মী থাকাকালীন কোন কারণে ইংরেজদের বিরাগভাজন হলে পলাশীরযুদ্ধের পর লক্ষীকোলে এস আত্মগোপন করেন। পরে তাঁর পুত্র দ্বিগেন্দ্র প্রসাদ এ অঞ্চলে জমিদারী গড়েতোলেন। তাঁরই পুত্র রাজা সূর্য্য কুমার ১৮৮৫ সালে জনহিতকর কাজের জন্য রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন।১৯৮৪ সালে ১মার্চ জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

১৩. শরীয়তপুর জেলা:

বৃটিশ বিরোধী তথা ফরায়েজী আন্দোলনের অন্যতম নেতা হাজী শরীয়ত উল্লাহর নামানুসারেশরীয়তপুরের নামকরণ করা হয়। ১৯৮৪ সালে ১লা মার্চ শরীয়তপুর জেলা শুভ উদ্বোধন করেনতৎকালীন তথ্য মন্ত্রী জনাব নাজিম উদ্দিন হাসিম।

RAISUL ISLAM HRIDOY

আরো কিছু তথ্যঃ-

- কথিত আছে যে, সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী এলাকায় ভ্রমণকালে সন্নিহিতজঙ্গলে হিন্দু দেবী দুর্গার বিগ্রহ খুঁজে পান।
- দেবী দুর্গার প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ রাজা বল্লাল সেন ঐ এলাকায় একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।
- যেহেতু দেবীর বিগ্রহ ঢাকা বা গুপ্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল তাই রাজা মন্দিরের নাম রাখেন ঢাকেশ্বরী মন্দির।
- মন্দিরের নাম থেকেই কালক্রমে স্থানটির নাম ঢাকা হিসেবে গড়ে ওঠে।
- একসময় এ অঞ্চলে প্রচুর ঢাক গাছ (বুটি ফুডোসা) ছিল।
- এই ঢাক গাছের নাম থেকে এ অঞ্চলের নাম হয় ঢাকা।
- 'ঢাকাভাষা' নামে একটি প্রাকৃত ভাষা এখানে প্রচলিত ছিল সেই ভাষার নামে স্থানের নামকরণ হয় ঢাকা।
- রাজতরঙ্গিণী-তে ঢাক্কা শব্দটি 'পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র' হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে অথবা এলাহাবাদ শিলালিপিতে উল্লেখিত সমুদ্রগুপ্তের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ডবাকই হলো ঢাকা।
- মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর যখন ঢাকাকে সুবা বাংলার রাজধানী হিসেবে ঘোষণাকরেন, তখন সুবাদার ইসলাম খান আনন্দের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ শহরে 'ঢাক' বাজানোর নির্দেশ দেন।
- এই ঢাক বাজানোর কাহিনী লোকমুখে কিংবদন্দির রূপ ধারণ করে এবং তা থেকেই এই শহরের নাম ঢাকা হয়ে যায়।
- এখানে উল্লেখ্য যে, ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম খান চিশতি সুবাহ বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন এবং সম্রাটের নামানুসারে এর নামকরণ করে জাহাঙ্গীরনগর।

RAISUL ISLAM HRIDOY

ঢাকার মেট্রোপলিটন থানাসমূহ

1. কোতোয়ালী	16. খিলগাও	31. যাত্রাবাড়ী
2. সূত্রাপুর	17. শ্যামপুর	32. উত্তরখান

3. লালবাগ	18. কাফরুল	33. দক্ষিণখান
4. ডেমরা	19. বাড্ডা	34. দারুসসালাম
5. সবুজবাগ	20. কামরাঙ্গীর চর	35. কদমতলী
6. মতিঝিল	21. হাজারীবাগ	36. রামপুরা
7. তেজগাঁও	22. বিমানবন্দর	37. কলাবাগান
8. রমনা	23. নিউমার্কেট	38. চকবাজার
9. ধানমন্ডি	24. পল্টন	39. শেরেবাংলা নগর
10. মোহাম্মদপুর	25. শাহআলী	40. গেন্ডারিয়া ও
11. উত্তরা	26. খিলক্ষেত	41. বংশাল
12. ক্যান্টনমেন্ট	27. তুরাগ	
13. মিরপুর	28. আদাবর	
14. পল্লবী	29. শাহবাগ	
15. গুলশান	30. তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল	

ঢাকা জেলার ০৫ টি উপজেলা

০১.সাভার, ০২.ধামরাই, ০৩.কেরাণীগঞ্জ, ০৪.নবাবগঞ্জ, ০৫.দোহার

ঢাকা জেলার ৭৯ টি ইউনিয়ন

তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল	ধামরাই	নবাবগঞ্জ	সাভার	কেরাণীগঞ্জ	দোহার
1. বাড্ডা	1. আমতা	1. বক্সনগর	1. সাভার সদর	1. আগানগর	1. নয়াবাড়ী
2. মাতুয়াইল	2. কুশুরা	2. বারুয়াখালী	2. ভাকুর্তা	2. কোন্ডা	2. কুসুমহাটি
3. মান্ডা	3. গাংগুটিয়া	3. কলাকোপা	3. কাউন্দিয়া	3. কলাতিয়া	3. রাইপাড়া
4. নাসিরাবাদ	4. সূতিপাড়া	4. চূড়াইন	4. বনগাঁও	4. তারানগর	4. সূতারপাড়া
5. হরিরামপুর	5. ভাড়ারিয়া	5. গালিমপুর	5. আশুলিয়া	5. শাক্তা	5. নারিশা
6. ভাটারা	6. ধামরাই সদর	6. কৈলাইল	6. তেঁতুলঝোড়া	6. কালিন্দী	6. মুকসুদপুর
7. বেড়াইদ	7. বালিয়া	7. শোলস্না	7. ইয়ারপুর	7. বাস্তা	7. মাহমুদপুর
8. দনিয়া	8. নান্নার	8. নয়নশ্রী	8. পাথালিয়া	8. রোহিতপুর	8. বিলাসপুর
9. ডুমনী	9. কুল্লা	9. জয়কৃষ্ণপুর	9. ধামসোনা	9. জিনজিরা	
10. সুলতানগঞ্জ	10. যাদবপুর	10. বাহ্রা	10. শিমুলিয়া	10. শুভ্যাঢা	
11. শ্যামপুর	11. সূয়াপুর	11. বান্দুরা	11. আমিনবাজার	11. তেঘরিয়া	
12. দক্ষিনগাও	12. সানোড়া	12. আগলা	12. বিরুলিয়া	12. হযরতপুর	
13. দক্ষিণখান	13. চৌহাট	13. শিকারীপাড়া			
14. সাতারকুল	14. বাইশাকান্দা				
15. সারুলিয়া					

RAISUL ISLAM HRIDOY

16. ডেমরা 17. উত্তরখান	15. সোমভাগ 16. রোয়াইল	14. যন্ত্রাইল			

ঢাকা জেলার ৫১ টি পোস্টাল কোড

SL.	Thana	Sub Office	Post Code
01.	Demra	Demra	1360
02.	Demra	Matuail	1362
03.	Demra	Sarulia	1361
04.	Dhaka Cantt.	Dhaka CantonmentTSO	1206
05.	Dhamrai	Dhamrai	1350
06.	Dhamrai	Kamalpur	1351
07.	Dhanmondi	Jigatala TSO	1209
08.	Gulshan	Banani TSO	1213
09.	Gulshan	Gulshan Model Town	1212
10.	Jatrabari	Dhania TSO	1232
11.	Joypara	Joypara	1330
12.	Joypara	Narisha	1332
13.	Joypara	Palamganj	1331
14.	Keraniganj	Ati	1312
15.	Keraniganj	Dhaka Jute Mills	1311
16.	Keraniganj	Kalatia	1313
17.	Keraniganj	Keraniganj	1310
18.	Khilgaon	KhilgaonTSO	1219
19.	Khilkhet	KhilkhetTSO	1229
20.	Lalbag	Posta TSO	1211
21.	Mirpur	Mirpur TSO	1216
22.	Mohammadpur	Mohammadpur Housing	1207
23.	Mohammadpur	Sangsad BhabanTSO	1225
24.	Motijheel	BangabhabanTSO	1222
25.	Motijheel	DilkushaTSO	1223
26.	Nawabganj	Agla	1323
27.	Nawabganj	Churain	1325
28.	Nawabganj	Daudpur	1322
29.	Nawabganj	Hasnabad	1321
30.	Nawabganj	Khalpar	1324
31.	Nawabganj	Nawabganj	1320
32.	New market	New Market TSO	1205
33.	Palton	Dhaka GPO	1000
34.	Ramna	Shantinagr TSO	1217

RAISUL ISLAM HRIDOY

35.	Sabujbag	Basabo TSO	1214
36.	Savar	Amin Bazar	1348
37.	Savar	Dairy Farm	1341
38.	Savar	EPZ	1349
39.	Savar	Jahangirnagar Univer	1342
40.	Savar	Kashem Cotton Mills	1346
41.	Savar	Rajphulbaria	1347
42.	Savar	Savar	1340
43.	Savar	Savar Canttonment	1344
44.	Savar	Saver P.A.T.C	1343
45.	Savar	Shimulia	1345
46.	Sutrapur	Dhaka Sadar HO	1100
47.	Sutrapur	Gendaria TSO	1204
48.	Sutrapur	Wari TSO	1203
49.	Tejgaon	Tejgaon TSO	1215
50.	Tejgaon Industrial Area	Dhaka Politechnic	1208
51.	Uttara	Uttara Model TwonTSO	1230

ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান

☞ জাতীয় শহীদ মিনার ☞ জাতীয় স্মৃতিসৌধ ☞ জাতীয় সংসদ ভবন ☞ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ ☞ সুপ্রিম কোর্ট ভবন ☞ গণভবন ☞ বঙ্গভবন ☞ কার্জন হল ☞ আহসান মঞ্জিল ☞ সোহরার্দী উদ্যান ☞ শাজালাল আন্তর্যাতিক বিমান বন্দর ☞ কমলাপুর রেল স্টেশন ☞ রমনা পার্ক ☞ শিক্ষা অনির্বাণ ☞ ঢাকেশ্বরী মন্দির ☞ বায়তুল মোকাররম মসজিদ ☞ লালবাগ কেল্লা ☞ তারা মসজিদ ☞ পরী বিবির মাজার ☞ সাত গম্বুজ মসজিদ ☞ বিনত বিবির মসজিদ ☞ শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহার ☞ রামকৃষ্ণ মঠ ☞ বড় কাটরা ☞ ছোট কাটরা ☞ হাতির ঝিল ☞ আওরঙ্গবাগ দুর্গ ☞ চামেলী হাউস

চট্টগ্রাম বিভাগে মোট ১১ টি জেলা রয়েছে

১. বান্দরবান, ২. ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৩. চাঁদপুর, ৪. চট্টগ্রাম, ৫. কুমিল্লা, ৬. কক্সবাজার, ৭. ফেনী, ৮. খাগড়াছড়ি, ৯. লক্ষ্মীপুর, ১০. নোয়াখালী ও ১১. রাঙামাটি

১. বান্দরবন জেলা:

বান্দরবন জেলার নামকরণ নিয়ে একটি কিংবদন্তি আছে, এলাকার বাসিন্দাদের মুখে প্রচলিত রূপকথায়অত্র এলাকায় এ সময় অসংখ্য বানর বাস করত। আর এ ই বানরগুলো শহরের প্রবেশ মুখে ছড়ার পাড়েপ্রতিনিয়ত লবণ খেতে আসত। এক সময় অতি বৃষ্টির কারণে ছড়ার পানি বৃদ্ধি পেলে বানরের দল ছড়াপাড় থেকে পাহাড়ে যেতে না পারায় একে অপরকে ধরে সারিবদ্ধভাবে ছড়া পার হয়। বানরের ছড়াপারাপারের এই দর্শ্য ধেকতে পায়

RAISUL ISLAM HRIDOY

এই জনপদের মানুষ। এই সময় থেকে জায়গাটি “ম্যাঅকছি ছড়া” হিসেবেপরিচিতি লাভ করে। মার্মা ভাষায় ম্যাঅক শব্দটির অর্থ হল বানর আর ছিঃ শব্দটির অর্থ হল বাধঁ। কালেরপ্রবাহে বাংল ভাষাভাষির সাধারণ উচ্চারণে এই এলাকার নাম বান্দরবন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।তবে মার্মা ভাষায় বান্দরবনের প্রকৃত নাম “রদ ক্যওচি চিম্রো’।

২. ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া জেলা:

১৯৮৪ সালে ব্রাক্ষবাড়িয়া জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তার আগে এটি কুমিল্লা জেলার একটি মহকুমাছিল। ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া জেলার নামকরণের সঠিক ইতিহাস খুঁজে পাইনি, আপনাদের জানা থাকলে দয়া করেজানাবেন।

৩. চাঁদপুর জেলা:

১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজ জরিপকারী মেজর জেমস রেনেল তৎকালনি বাংলার যেমানচিত্র অংকন করেছিলেন তাতে চাঁদপুর নামে এক অখ্যাত জনপদ ছিল। তখন চাঁদপুরের দক্ষিণেনরসিংহপুর নামক (বর্তমানে যা নদীগর্ভে বিলীন) স্থানে চাঁদপুরের অফিস-আদালত ছিল। পদ্মা ও মেঘনারসঙ্গমস্থল ছিল বতৃমান স্থান থেকে পাওয়া প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। মেঘনা নদীর ভাঙ্গাগড়ার খেলায়এ এলাকা বর্তমানে বিলীন। বার ভূঁইয়াদের আমলে চাঁদপুর অঞ্চল বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদরায়ের দখলেছিল। ঐতিহাসিক জে.এম সেনগুপ্তের মতে চাঁদরায়ের নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম চাঁদপুর। কথিত আছেচাঁপুরের (কোড়ালিয়া) পুরিন্দপুর মহল্লার চাঁদ ফকিরের নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম চাঁদপুর। কারো কারোমতে, শাহ আহমেদ চাঁদ নামে একজন প্রশাষক দিল্লী থেকে পঞ্চদশ শতকে এখানে এসে একটি নদী বন্দরস্থাপন করেছিলেন। তাঁর নামানুসারে চাঁদপুর। ১৮৭৮ সালে প্রথম চাঁদপুর মহকুমার সৃষ্টি হয়। ১৮৯৬সালের ১ অক্টোবর চাঁদপুর শহরকে পৌরসভা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৪ সালের ১৫ ই ফেব্রুয়ারীচাঁদপুর জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

৪. চট্টগ্রাম জেলা:

চট্টগ্রামের প্রায় ৪৮ টি নামের খোঁজ পাওয়া যায়। এর মধ্যে রম্যভূমি, চাটিগাঁ, চাতগাও, রোসাং, চিতাগঞ্জ,জাটিগ্রাম ইত্যাদি। চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে, পন্ডিত বার্নোলিরমতে, আরবি ‘শ্যাত (খন্ড) অর্থ বদ্বীপ, গাঙ্গ অর্থ গঙ্গা নদী থেকে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি। অপর এক মতেত্রয়োদশ শতকে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন বার জন আউলিয়া। তাঁরা একটি বড় বাতি বাচেরাগ জ্বালিয়ে উঁচু জায়গায় স্থাপন করেছিলেন। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় ‘চাটি’ অর্থ বাতি বা চেরাগএবং গাঁও অর্থ গ্রাম। এ থেকে নাম হয় ”চাটিগাঁও”। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়ামজোন্সের মতে, এ এলাকার একটি ক্ষুদ্র পাখির নাম থেকে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামমোঘল সম্রাজের অংশ হয়। আরাকানদের পরাজিত করে মোঘল এর নাম রাখেন ইসলামাবাদ। ১৭৬০খ্রিস্টাব্দে মীর কাশিম আলী খান ইসলামাবাদকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করেন। পরেকোম্পানি এর নাম রাখেন চিটাগাং।

৫. কুমিল্লা জেলা:

প্রাচীনকালে এটি সমতট জনপদের অন্তর্গত ছিল এবং পরবর্তীতে এটি ত্রিপুরা রাজ্যের অংশ হয়। কুমিল্লানামকরণের অনেকগুলো প্রচলিত লোককথা আছে, যার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য চৈনিক পরিব্রাজক ওয়াংচোয়াং

RAISUL ISLAM HRIDOY

কর্তৃক সমতট রাজ্য পরিভ্রমণের বৃত্তান্ত। তাঁর বর্ণনায় কিয়া-মল-ঙ্কিয়া (করধসড়ষড়হশরধ) নামকস্থানের বর্ণনা রয়েছে তা থেকে কমলাঙ্ক বা কুমিল্লার নামকরণ হয়েছে। ১৯৮৪ সালে কুমিল্লা জেলা হিসেবেআত্মপ্রকাশ করে।

৬. কক্সবাজার জেলা:

আরব ব্যবসয়ী ও ধর্ম প্রচারকগণ ৮ম শতকে চট্টগ্রাম ও আকিব বন্দরে আগমন করেন। এই দুই বন্দরেরমধ্যবর্তী হওয়ায় কক্সবাজার এলাকা আরবদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে। নবম শতাব্দীতে কক্সবাজার সহবৃহত্তর চট্টগ্রাম হরিকেলার রাজা কান্তিদেব দ্বারা শাসিত হয়। ৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আরাকান রাজা সুলাত ইঙ্গচট্টগ্রাম দখল করে নেবার পর থেকে কক্সবাজার আরাকান রাজ্যের অংশ হয়। ১৭৮৪ সালে রার্মারাজবোধাপায়া আরাকান দখল করে নেয়। ১৭৯৯ সালে বার্মারাজের হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রায় ১৩ হাজারআরাকনি কক্সবাজার থেকে পালিয়ে যায়। এদের পূনর্বাসন করার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একজনহিরাম কক্সকে নিয়োগ করে। পূনর্বাসন প্রক্রিয়া শেষ হবার পূর্বেই হিরাম কক্স মৃত্যু বরণ করেন। পূনর্বাসনপ্রক্রিয়ায় তাঁর অবদানের জন্য কক্স-বাজার নামক একটি বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই কক্স-বাজারথেকে কক্সবাজার নামের উৎপত্তি।

৭. ফেনী জেলা:

ফেনী নদীর নাম অনুসারে এ অঞ্চলের নাম রাখা হয় ফেনী। মধ্যযুগে কবি ও সাহিত্যিকদের কবিতা ওসাহিত্যে একটি বিশেষ নদীর স্রোদধা ও ফেনী পরাপারের ঘাট হিসেবে আমরা ফনী শব্দটি পাই। ষোড়শশতাব্দীতে কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর পরাগলপুরের বর্ণনায় লিখেছেন, ‘ফনী নদীতে বেষ্টিত চারিধার, পূর্বেমহাগিরি পার পাই তার’। সতের শতকে মির্জা নাথানের ফার্সী ভাষায় রচিত ‘বাহরিস্থান-ই-গায়েরীতে’ফনী শব্দ ফেনীতে পরিণত হয়।

আটারো শতকের ষেষ ভাগে কবি আলী রেজা প্রকাশ কানু ফকির তাঁরপীরের বসতি হাজীগাঁওয়ের অবস্থান সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'ফেনীর দক্ষিণে এক বর উপাম,হাজীগাঁও করিছিল সেই দেশের নাম'। মোহাম্মদ মুকিম তাঁর পৈতৃক বসতির বর্ণনাকালে বলেছেন,"ফেনীরপশ্চিম ভাগে জুগিদিয়া দেশ। বলাবাহুল্য তাঁরাও নদী অর্থে ফেনী শব্দ ব্যবহার করেছেন। মুসলমানকবি-সাহিত্যিকদের ভাষায় আদি শব্দ 'ফনী' ফেনীতে পরিণত হয়েছে।

৮. খাগড়াছড়ি জেলা:

খাগড়াছড়ি একটি নদীর নাম। নদীর পাড়ে খাগড়া বন থাকায় খাগড়াছড়ি নামে পরিচিতি লাভ করে।

৯. লক্ষীপুর জেলা:

১৯৮৪ সালে লক্ষ্মীপুর একটি পূর্নাঙ্গ জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ জেলার অধীনে ৫ টি উপজেলা, ৩ টিপৌরসভা, ৫৫টি মহল্লা, ৪৭ টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৪৪৫টি মৌযা এবং ৫৩৬ টি গ্রাম আছে। তবে লক্ষীপুরজেলার নামকরণের সঠিক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়নি।

১০. নোয়াখালী জেলা:

নোয়াখালী জেলা প্রচীন নাম ছিল ভুলুয়া। নোয়াখালী সদর থানার আদি নাম ছিল সুধারাম।ইতিহাসবিদদের মতে, একবার ত্রিপুরার পাহাড় থেকে প্রবাহিত ডাকাতিয়া নদীর পানিতে ভুলুয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভয়াবহভঅবে প্লাবিত হয়ে ফসলি জমির ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি করে।এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায়হিসেবে ১৬৬০ সালে একটি বিশাল খাল খনন করা হয়, যা পানি প্রবাহকে ডাকাতিয়া নদী হতে রামগঞ্জ,সোইমুড়ী ও চৌমুহনী হয়ে মেঘনা এবং ফেনী নদীর দিকে প্রবাহিত করে। এই বিশাল খালকে নোয়াখালীরভাষায় 'নোয়া (নুতুন) খাল' বলা হত এর ফলে 'ভুলুয়া' নামটি পরিবর্তিত হয়ে ১৬৬৮ সালে নোয়াখালীনামে পরিচিতি লাভ করে।

১১. রাঙ্গামাটি জেলা:

রাঙামাটি জেলা নামকরণ সম্পর্কে বিলু কবীরের লেখা 'বাংলাদেশ জেলা : নামকরণের ইতিহাস' বই থেকেজানা যায় তা হলো- এই এলাকায় পর্বতরাজি গঠিত হয়েছিল টারশিয়রি যুগে। এই যুগের মাটির প্রধানব্যতিক্রম এবং বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর রঙ লালচে বা রাঙা। এই এলাকার গিরিমৃত্তিকা লাল এবং মাটিও রাঙাবলেই এই জনপদের নাম হয়েছে রাঙামাটি। প্রকৃতি সূচক এই নামকরণটির বিষয়ে অন্য প্রচলিতকথাপরম্পরা হলো- বর্তমান রাঙামাটি জেলা সদরের পূর্বদিকে একটি ছড়া ছিল, যা এখন হ্রদের মধ্যেনিমজ্জিত। এই হ্রদের স্বচ্ছ পানি যখন লাল বা রাঙামাটির উপর দিয়ে ঢাল বেয়ে প্রপাত ঘটাতো, তখনতাকে লাল দেখাতো। তাই এই ছড়ার নাম হয়েছিল 'রাঙামাটি'। এই জেলা সদরের পশ্চিমে আরও একটিছাড়া ছিল। অনুরূপ কারণে তার নাম দেয়া হয়েছিল 'রাঙাপানি'। এই দুই রাঙা ছড়ার মোহনার বাঁকেইগড়ে উঠেছে বর্তমান জেলা শহর। যা মূলত ছিল অনাবাদী টিলার সমষ্টি এবং বহু উপত্যকার একনয়নাভিরাম বিস্ময়ভূমি। এই দুটি ছড়া রাঙামাটি ও রাঙাপানি হতে 'রাঙামাটি' জেলার নামকরণ হয়েছেবলে ধারণা করা হয়। ১৯৮৩ সালে রাঙামাটি পার্বত্য জেলা গঠন করা হয়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

চট্টগ্রামের জেলার ১২টি মেট্রোপলিটন পুলিশ থানা

০১. কোতোয়ালি ০২. চন্দগাঁও ০৩. বন্দর ০৪. ডবলমুরিং ০৫. বায়েজিদ বোস্তামি ০৬. বাকলিয়া ০৭. খুলশী ০৮. হালিশহর ০৯. পতেঙ্গা ১০. কর্ণফুলী ১১. পাহাড়তলী ১২. পাঁচলাইশ

চট্টগ্রামের জেলার ১৭টি উপজেলা

০১. ফটিকছড়ি ০২. পটিয়া ০৩. সাতকানিয়া ০৪. মীরসরাই ০৫. সন্দ্বীপ ০৬. হাটহাজারী ০৭. বটিয়াঘাটা ০৮. রাউজান ০৯. রাঙ্গুনিয়া ১০. বাঁশখালী ১১. আনোয়ারা ১২. চন্দনাইশ ১৩. বোয়ালখালী ১৪. সীতাকুন্ড ১৫. সীতাকুন্ড ১৬. লোহাগাড়া ১৭. কর্ণফুলী

চট্টগ্রামের জেলার ১৯৫টি ইউনিয়ন

পটিয়া	ফটিকছড়ি	সাতকানিয়া	মীরসরাই	সন্দ্বীপ
1. চরলক্ষ্যা	1. বাগানবাজার	1. চরতী	1. করেরহাট	1. উড়িরচর
2. জুলধা	2. দাঁতমারা	2. খাগরিয়া	2. হিঙ্গুলী	2. আমান উল্ল্যাহ
3. চরপাথরঘাটা	3. নারায়নহাট	3. নলুয়া	3. জোরারগঞ্জ	3. গাছুয়া
4. বড় উঠান	4. ভূজপুর	4. কাঞ্চনা	4. ধুম	4. মুছাপুর
5. শিকলবাহা	5. হারুয়ালছড়ি	5. আমিলাইশ	5. ওসমানপুর	5. কালাপানিয়া
6. কোলাগাঁও	6. পাইন্দং	6. এওচিয়া	6. ইছাখালী	6. হরিশপুর
7. হাবিলাসদ্বীপ	7. কাঞ্চননগর	7. মাদার্শা	7. কাটাছড়া	7. রহমতপুর
8. কুসুমপুরা	8. রাঙ্গামাটিয়া	8. ঢেমশা	8. দূর্গাপুর	8. বাউরিয়া
9. জিরি	9. ধুরুং	9. পশ্চিম ঢেমশা	9. মীরসরাই	9. সন্তোষপুর
10. কাশিয়াইশ	10. সুন্দরপুর	10. কেঁওচিয়া	10. মিঠানালা	10. আজিমপুর
11. আশিয়া	11. সুয়াবিল	11. কালিয়াইশ	11. মঘাদিয়া	11. সারিকাইত
12. জঙ্গলখাইন	12. দৌলতপুর	12. ধর্মপুর	12. খৈয়াছড়া	12. মাইটভাঙ্গা
13. বরইয়া	13. লেলাং	13. বাজালিয়া	13. মায়ানী	13. মগধরা
14. ধলঘাট	14. নানুপুর	14. পুরানগড়	14. হাইতকান্দি	14. হারামিয়া
15. কেলিশহর	15. রোসাংগিরী	15. ছদাহা	15. ওয়াহেদপুর	
16. হাইদগাঁও	16. বখতপুর	16. সাতকানিয়া	16. সাহেরখালী	
17. দক্ষিণ ভূর্ষি	17. জাফতনগর	17. সোনাকানিয়া		
18. ভাটিখাইন	18. ধর্মপুর			
19. ছনহরা	19. সমিতিরহাট			
20. কচুয়াই	20. আবদুল্লাহপুর			
21. খরনা				

RAISUL ISLAM HRIDOY

22. শোভনদন্ডী				
হাটহাজারী	রাউজান	রাঙ্গুনিয়া	বাঁশখালী	আনোয়ারা
1. ফরহাদাবাদ 2. ধলই 3. গুমান মর্দন 4. নাঙ্গলমোড়া 5. ছিপাতলী 6. হাটহাজারী 7. মেখল 8. গড়দুয়ারা 9. গউত্তর মাদার্শা 10. ফতেহপুর 11. চিকনদন্ডী 12. দক্ষিণ মাদার্শা 13. সিকারপুর 14. বুড়িশ্চর	1. হলদিয়া 2. ডাবুয়া 3. চিকদাইর 4. গহিরা 5. বিনাজুরি 6. রাউজান 7. কদলপুর 8. পাহাড়তলী 9. পুর্ব গুজরা 10. পশ্চিম গুজরা 11. উরকিরচর 12. নোয়াপাড়া 13. বাগোয়ান 14. নোয়াজিশপুর	1. রাজানগর 2. হোছনাবাদ 3. স্বনির্ভর রাঙ্গুনীয়া 4. মরিয়মনগর 5. পারুয়া 6. পোমরা 7. বেতাগী 8. সরফভাটা 9. শিলক 10. পদুয়া 11. চন্দ্রঘোনা 12. কোদালা 13. ইসলামপুর 14. দক্ষিণ রাজানগর 15. লালানগর	1. পুকুরিয়া 2. সাধনপুর 3. খানখানাবাদ 4. বাহারছড়া 5. কালীপুর 6. বৈলছড়ি 7. কাথরিয়া 8. সরল 9. শীলকুপ 10. চাম্বল 11. গন্ডামারা 12. শেখেরখীল 13. পুঁইছড়ি 14. ছনুয়া	1. বৈরাগ 2. বারশত 3. রায়পুর 4. বটতলী 5. বরুমছড়া 6. বারখাইন 7. আনোয়ারা সদর 8. চাতরী 9. পরৈকোকড়া 10. হাইলধর 11. জুঁইদন্ডী
বোয়ালখালী	চন্দনাইশ	সীতাকুন্ড	লোহাগাড়া	
1. কধুরখীল 2. পশ্চিম গোমদন্ডী 3. পুর্ব গোমদন্ডী 4. শাকপুরা 5. সারোয়াতলী 6. পোপাদিয়া 7. চরনদ্বীপ 8. শ্রীপুর-খরন্দীপ 9. আমুচিয়া 10. আহল্লা করলডেঙ্গা	1. সৈয়দপুর 2. বারৈয়াঢালা 3. মুরাদপুর 4. বাড়বকুন্ড 5. বাঁশবাড়ীয়া 6. কুমিরা 7. সোনাইছড়ি 8. ভাটিয়ারী 9. সলিমপুর	1. কাঞ্চনাবাদ 2. জোয়ারা 3. বরকল 4. বরমা 5. বৈলতলী 6. সাতবাড়িয়া 7. হাশিমপুর 8. দোহাজারী 9. ধোপাছড়ী	1. বড়হাতিয়া 2. আমিরাবাদ 3. পদুয়া 4. চরম্বা 5. কলাউজান 6. লোহাগাড়া 7. পুটিবিলা 8. চুনতি 9. আধুনগর	

RAISUL ISLAM HRIDOY

চট্টগ্রাম জেলার ৯৯টি পোস্ট কোড

SL.	Thana	SubOffice	Post Code
০১.	Anawara	Anowara	4376
০২.	Anawara	Battali	4378
০৩.	Anawara	Paroikora	4377
০৪.	Boalkhali	Boalkhali	4366
০৫.	Boalkhali	Charandwip	4369
০৬.	Boalkhali	Iqbal Park	4365
০৭.	Boalkhali	Kadurkhal	4368
০৮.	Boalkhali	Kanungopara	4363
০৯.	Boalkhali	Sakpura	4367
১০.	Boalkhali	Saroatoli	4364
১১.	Chittagong Sadar	Al- Amin Baria Madra	4221
১২.	Chittagong Sadar	Amin Jute Mills	4211
১৩.	Chittagong Sadar	Anandabazar	4215
১৪.	Chittagong Sadar	Bayezid Bostami	4210
১৫.	Chittagong Sadar	Chandgaon	4212
১৬.	Chittagong Sadar	Chawkbazar	4203
১৭.	Chittagong Sadar	Chitt. Cantonment	4220
১৮.	Chittagong Sadar	Chitt. Customs Acca	4219
১৯.	Chittagong Sadar	Chitt. Politechnic In	4209
২০.	Chittagong Sadar	Chitt. Sailers Colon	4218
২১.	Chittagong Sadar	Chittagong Airport	4205
২২.	Chittagong Sadar	Chittagong Bandar	4100
২৩.	Chittagong Sadar	Chittagong GPO	4000
২৪.	Chittagong Sadar	Export Processing	4223
২৫.	Chittagong Sadar	Firozshah	4207
২৬.	Chittagong Sadar	Halishahar	4216
২৭.	Chittagong Sadar	Halishshar	4225
২৮.	Chittagong Sadar	Jalalabad	4214
২৯.	Chittagong Sadar	Jaldia Merine Accade	4206
৩০.	Chittagong Sadar	Middle Patenga	4222
৩১.	Chittagong Sadar	Mohard	4208
৩২.	Chittagong Sadar	North Halishahar	4226
৩৩.	Chittagong Sadar	North Katuli	4217
৩৪.	Chittagong Sadar	Pahartoli	4202
৩৫.	Chittagong Sadar	Patenga	4204
৩৬.	Chittagong Sadar	Rampura TSO	4224
৩৭.	Chittagong Sadar	Wazedia	4213
৩৮.	East Joara	Barma	4383
৩৯.	East Joara	Dohazari	4382

RAISUL ISLAM HRIDOY

৪০.	East Joara	East Joara	4380
৪১.	East Joara	Gachbaria	4381
৪২.	Fatikchhari	Bhandar Sharif	4352
৪৩.	Fatikchhari	Fatikchhari	4350
৪৪.	Fatikchhari	Harualchhari	4354
৪৫.	Fatikchhari	Najirhat	4353
৪৬.	Fatikchhari	Nanupur	4351
৪৭.	Fatikchhari	Narayanhat	4355
৪৮.	Hathazari	Chitt.University	4331
৪৯.	Hathazari	Fatahabad	4335
৫০.	Hathazari	Gorduara	4332
৫১.	Hathazari	Hathazari	4330
৫২.	Hathazari	Katirhat	4333
৫৩.	Hathazari	Madrasa	4339
৫৪.	Hathazari	Mirzapur	4334
৫৫.	Hathazari	Nuralibari	4337
৫৬.	Hathazari	Yunus Nagar	4338
৫৭.	Jaldi	Banigram	4393
৫৮.	Jaldi	Gunagari	4392
৫৯.	Jaldi	Jaldi	4390
৬০.	Jaldi	Khan Bahadur	4391
৬১.	Lohagara	Chunti	4398
৬২.	Lohagara	Lohagara	4396
৬৩.	Lohagara	Padua	4397
৬৪.	Mirsharai	Abutorab	4321
৬৫.	Mirsharai	Azampur	4325
৬৬.	Mirsharai	Bharawazhat	4323
৬৭.	Mirsharai	Darrogahat	4322
৬৮.	Mirsharai	Joarganj	4324
৬৯.	Mirsharai	Korerhat	4327
৭০.	Mirsharai	Mirsharai	4320
৭১.	Mirsharai	Mohazanhat	4328
৭২.	Patiya	Budhpara	4371
৭৩.	Patiya	Patiya Head Office	4370
৭৪.	Rangunia	Dhamair	4361
৭৫.	Rangunia	Rangunia	4360
৭৬.	Rouzan	B.I.T Post Office	4349
৭৭.	Rouzan	Beenajuri	4341
৭৮.	Rouzan	Dewanpur	4347
৭৯.	Rouzan	Fatepur	4345
৮০.	Rouzan	Gahira	4343
৮১.	Rouzan	Guzra Noapara	4346
৮২.	Rouzan	jagannath Hat	4344

RAISUL ISLAM HRIDOY

৮৩.	Rouzan	Kundeshwari	4342
৮৪.	Rouzan	Mohamuni	4348
৮৫.	Rouzan	Rouzan	4340
৮৬.	Sandwip	Sandwip	4300
৮৭.	Sandwip	Shiberhat	4301
৮৮.	Sandwip	Urirchar	4302
৮৯.	Satkania	Baitul Ijjat	4387
৯০.	Satkania	Bazalia	4388
৯১.	Satkania	Satkania	4386
৯২.	Sitakunda	Barabkunda	4312
৯৩.	Sitakunda	Baroidhala	4311
৯৪.	Sitakunda	Bawashbaria	4313
৯৫.	Sitakunda	Bhatiari	4315
৯৬.	Sitakunda	Fouzdarhat	4316
৯৭.	Sitakunda	Jafrabad	4317
৯৮.	Sitakunda	Kumira	4314
৯৯.	Sitakunda	Sitakunda	4310

চট্টগ্রাম জেলার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান

☞ ফয়েজ লেক ☞ জাতিতাত্ত্বিক যাদুঘর(চট্রগ্রাম) ☞ চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানা ☞ পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত ☞ চট্টগ্রাম ওয়ার সিমেট্রি ☞বাটালী হিল ☞ কোর্ট বিল্ডিং ☞ বায়েজিদ বোস্তামী ☞ ভাটিয়ারী ☞ লালদীঘি ☞ বায়তুল ইজ্জত ☞ নানুপুর বৌদ্ধ বিহার ☞ মেধসমুনি আশ্রম ☞ মন্দাকিনি শিব মন্দির ☞ হালদা নদী ☞ চা বাগান ☞ বাঁশখালী ইকোপার্ক ☞ বেলগাঁও চা বাগান ☞ বাহারছড়া সমুদ্র সৈকত ☞ ঠাকুর দিঘী ☞ পারকী সমুদ্র সৈকত ☞ শঙ্খ নদী ☞ ডিসি হিল ☞ মির্জারখীল দরবার শরীফ ☞ মাজের মসজিদ ☞ মক্কার বলি খেলার মাঠ ☞ কাজীর জামে মসজিদ ☞ বেলগাঁও চা বাগান ☞ হযরত শাহ বু-আলী কালন্দর (র:) এর মাজার ☞ কালা চাঁদ ঠাকুর বাড়ী ☞ শাক্যমুনি বিহার ☞ ঐতিহাসিক লস্কর উজির দিঘী ☞ ঐহিহ্যবাহী রাজ বাড়ী ☞ হরিশপুর ইউনিয়নের পশ্চিমে জেগে উঠা নতুন চর ☞ মরিয়ম বিবি শাহাবানী মসজিদ ☞ চট্টগ্রাম বন্দর

RAISUL ISLAM HRIDOY

খুলনা বিভাগে মোট ১০ টি জেলা রয়েছে

১. বাগেরহাট, ২. চুয়াডাঙ্গা, ৩. যশোর, ৪. ঝিনাইদহ, ৫. খুলনা, ৬. কুষ্টিয়া, ৭. মাগুরা, ৮. মেহেরপুর, ৯. নড়াইল ও ১০. সাতক্ষীরা

১. বাগেরহাট জেলা: সুন্দরবনে বাঘের বাস দাড়টানা ভৈরব পাশ সবুজ শ্যামলে ভরা নদী বাঁকে বসতো যে হাট তার নাম বাগের হাট। এক সময় বাগেরহাটের নাম ছিল খলিফাতাবাদ বা প্রতিনিধির শহর। খানজাহান আলী (রঃ) গৌড়েরসুলতানদের প্রতিনিধি হিসেবে এ অঞ্চল শাসন করতেন। কেউ কেউ মনে করেন, বরিশালের শাসক আঘাবাকের এর নামানুসারে বাগেরহাট হয়েছে। কেউবা বলেন, পাঠান জায়গীদার বাকির খাঁ এর নামানুসারেবাগেরহাট হয়েছে। আবার কারো মতে, বাঘ শব্দ হতে বাগেরহাট নাম হয়েছে। জনশ্রুতি আছে খানজাহানআলী (রঃ) এর একটি বাগ(বাগান, ফার্সী শব্দ) বা বাগিচা ছিল। এ বাগ শব্দ হতে বাগেরহাট। কোা মতে,নদীর বাঁকে হাট বসতো বিধায় বাঁকেরহাট। বাঁকেরহাট হহতে বাগেরহাট।

২. চুয়াডাঙ্গা জেলা: চুয়াডাঙ্গার নামকরণ সম্পর্কে কথিত আছে যে, এখানকার মল্লিক বংশের আদিপুরুষ চুঙ্গো মল্লিকের নামেএ জায়গার নাম চুয়াডাঙ্গা হয়েছে। ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে চুঙ্গো মল্লিক তাঁর স্ত্রী, তিন ছেলে ও এক মেয়েকেনিয়ে ভারতের নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার সীমানার ইটেবাড়ি- মহারাজপুর গ্রাম থেকে মাথাভাঙ্গানদীপথে এখানে এস প্রথম বসতি গড়েন। ১৭৯৭ সালের এক রেকর্ডে এ জায়গার নাম চুঙ্গোডাঙ্গা উল্লেখরয়েছে। ফারসি

থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার সময় উচ্চারণের বিকৃতির কারণে বর্তমান চুয়াডাঙ্গানামটা এসেছে। চুয়াডাঙ্গা নামকরণের আরো দুটি সম্ভাব্য কারণ প্রচলিত আছে। চুয়া < চয়া চুয়াডাঙ্গাহয়েছে।

৩. যশোর জেলা: ১৭৮১ সালে যশোর একটি পৃথক জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং এটিই হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম জেলা।বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম স্বাধীন হওয়া জেলাটি যশোর। যশোর, সমতটের একটা প্রাচীন জনপদ।নামটি অতি পুরানো। যশোর নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। যশোর (জেসিনরে)আরবি শব্দ যার অর্থ সাকো। অনুমান করা হয় কসবা নামটি পীর খানজাহান আলীর দেওয়া (১৩৯৮খৃঃ)। এককালে যশোরের সর্বত্র নদী নালায় পরিপূর্ণ ছিল। পূর্বে নদী বা খালের উপর সাকো নির্মিত হতো।খানজাহান আলী বাঁশের সাকো নির্মাণ করে ভৈরব নদী পার হয়ে মুড়লীতে আগমন করেন বলে জানা যায়।এই বাঁশের সাকো থেকে যশোর নামের উৎপত্তি। তবে এই মতে সমর্থকদের সংখ্যা খুবই কম। ইরান ওআরব সীমান্তে একটি স্থানের নাম যশোর যার সাথে এই যশোরের কোন সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না।খানজাহান আলীর পূর্ব থেকেই এই যশোর নাম ছিল। অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রতাপদিত্যেরপতনের পর চাঁচড়ার রাজাদের যশোরের রাজা বলা হত। কেননা তারা যশোর রাজ প্রতাপাদিত্যেরসম্পত্তির একাংশ পুরস্কার স্বরূপ অর্জন করেছিলেন। এই মতও সঠিক বলে মনে হয়। জে, ওয়েস্টল্যাণ্ড তাঁরযশোর প্রতিবেদনের ১৯৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের আগে জেলা সদর কসবামৌজার অর্ন্তভুক্ত ছিল। বনগাঁ-যশোর পিচের রাস্তা ১৮৬৬-১৮৬৮ কালপর্বে তৈরী হয়। যশোর-খুলনাইতিহাসের ৭৬ পাতায় লেখা আছে “প্রতাপাদিত্যের আগে লিখিত কোন পুস্তকে যশোর লেখা নাই”। সময়েরবিবর্তনে নামের পরিবর্তন স্বাভাবিক।

৪. ঝিনাইদহ জেলা: প্রাচীনকালে বর্তমান ঝিনাইদহের উত্তর-পশ্চিম দিকে নবগঙ্গা নদীর ধারে ঝিনুক কুড়ানো শ্রমিকের বসতিগড়ে ওঠে বলে জানা যায়। কলকাতা থেকে ব্যবসায়ীরা ঝিনুকের মুক্তা সঙগ্রহরের জন্য এখানে ঝিনুককিনতে আসতো। সে সময় ঝিনুক প্রাপ্তির স্থানটিকে ঝিনুকদহ বলা হত। অনেকের মতে ঝিনুককে আঞ্চলিকভাষায় ঝিনেই বা ঝিনাই বলে। দহ অর্থ বড় জলাশয়, দহ ফার্সী শব্দ যার অর্ত গ্রাম। সেই অর্থে ঝিনুক দহবলতে ঝিনুকের জলাশয় অথবা ঝিনুকের গ্রাম। ঝিনুক এবং দহ থেকেই ঝিনুকদহ বা ঝিনেইদহ যারূপান্তরিত হয়ে আজকের এই ঝিনাইদহ।

৫. খুলনা জেলা: হযরত পীর খানজাহান আলীর (র.) স্মৃতি বিজড়িত ও ভৈরব-রূপসা বিধৌত পৌর শহর খুলনার ইতিহাসনানাভাবে ঐতিহ্য মন্ডিত। খুলনা নামকরণের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানান মত রয়েছে। সবচেয়ে বেশিআলোচিত মতগুলো হলো : মৌজা ‘কিসমত খুলনা’ খুলনা খুলনা; ধনপতি সাওদাগরের দ্বিতীয় স্ত্রী খুল্লনারনামে নির্মিত ‘খুল্লনেশ্বরী কালী মন্দির’ থেকে খুলনা; ১৭৬৬ সালে ‘ফলমাউথ’ জাহাজের নাবিকদেরউদ্ধারকৃত রেকর্ডে লিখিত ঈষহবধ শব্দ থেকে খুলনা। ইংরেজ আমলের মানচিত্রে লিখিত Jessore-Culna শব্দ থেকে খুলনা,- কোনটি সত্য তা গবেষকরা নির্ধারণ করবেন।

৬. কুষ্টিয়া জেলা: কুষ্টিয়া জেলার নামকরণ নিয়ে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে, কুষ্টিয়ায় এক সময় কোস্টার (পাট) চাষ হতোবলে কোস্ট শব্দ থেকে কুষ্টিয়ার উৎপত্তি। হেমিলটনের গেজেটিয়ারে উল্লেখ্য করেন যে, স্থানীয় জনগণ

RAISUL ISLAM HRIDOY

একেকুষ্টি বলে ডাকত। কুষ্টি থেকে কুষ্টিয়া নামকরণ হয়েছে। ১৯৮৪ সালে ৬ টি থানা নিয়ে কুষ্টিয়া জেলাগঠিত হয়।

৭. মাগুরা জেলা: আজকের যেখানে মাগুরা জেলা শহর গড়ে ওঠেছে প্রাচীনকাল থেকেই এর গুরুত্ব অত্যধিক ছিল। কখনথেকে মাগুরা নাম হয়েছে তার সঠিক হিসেব মিলানো কষ্টকর। মাগুরা প্রাচীন আমলের একটি গ্রাম। মাগুরাদু'টি অংশে বিভক্ত ছিল। মহকুমা সদরের পূর্বে মাগুরা ও পশ্চিমে ছিল দরি মাগুরা। দরি শব্দের অর্থ মাদুরবা সতরঞ্জি। দরি মাগুরায় মাদুর তৈরি সম্প্রদায়ের লোক বাস করতো বলে নাম হয়েছিল দরি মাগুরা।ধর্মদাস নামে জনৈক মগ আরাকান খেকে এসে আগুরা শহরের পূর্ব কোণের সোজাসুজি গড়াই নদীর তীরেখুলুমবাড়ি মৌজা প্রভুতি দখল করে। লোকে তাকে মগ জায়গীর বলে আখ্যায়িত করেছিল। অনেকের মতেমগরা থেকে মাগুরা নামের উৎপত্তি। লোক মুখে শোনা যায় এককালে মাগুরা এলাকায় বড় বিল ছিল সেইবিলে পাওয়া যেতো প্রচুর মাগুর মাছ। এই মাগুর মাছের নাম থেকেও মাগুরা নামের উৎপত্তি হতে পারে।মাগুরা নামের উৎপত্তি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ মাগুরামহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হয়।

৮. মেহেরপুর জেলা:

মেহেরপুর নামকরণ সম্পর্কে এ পর্যন্ত দুটি অনুমান ভিত্তিক তথ্য পাওয়া গেছে। প্রথমটি ইসলাম প্রচারকমরবেশ মেহের আলী নামীয় জনৈক ব্যক্তির নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মেহেরপুর রাখা হয়। দ্বিতীয়টিবচনকার মিহির ও তাঁর পুত্রবধু খনা এই শহরে বাস করতেন বলে প্রচলিত আছে। মিহিরের নাম থেকেমিহিরপুর এবং পরবর্তীতে তা মেহেরপুর হয়। ১৯৮৪ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারী মেহেরপুর জেলার মর্যাদালাভ করে।

৯. নড়াইল জেলা:

নড়াইল নামকরণ নিয়ে ঐতিহাসিকবিদরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। কিংবদন্তী আছে, নড়িয়ালফকিরের আশীর্বাদপুষ্ট নড়ি থেকে নড়িয়াল নামের উৎপত্তি। নড়িয়াল ফকিরের আশীর্বাদপুষ্ট তাই নাম হয়নড়িয়াল। পরবর্তীতে লোকমুখে বিকৃত হয়ে নড়িয়াল থেকে নড়াইল।

১০. সাতক্ষীরা জেলা:

সাতক্ষীরা জেলার আদি নাম ছিল সাতঘরিয়া। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বিষ্ণুরাম চক্রবর্তী নদীয়াররাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কর্মচারী হিসেবে ১৭৭২ সালে নিলামে এই পরগনা কিনে গ্রাম স্থাপন করেন। তাঁর পুত্রপ্রাণ নাথ চক্রবর্তী সাতঘর কুলীন ব্রাহ্মণ এনে এই পরগনায় প্রতিষ্ঠিত করেন তা থেকে সাতঘরিয়া নাম হয়।

খুলনা বিভাগের ১০টি জেলা

০১. খুলনা
০২. সাতক্ষীরা ০৩. বাগেরহাট ০৪. যশোর ০৫. ঝিনাইদাহ ০৬. নড়াইল ০৭. মাগুরা ০৮. কুষ্টিয়া ০৯. মেহেরপুর
১০. চুয়াডাঙ্গা

RAISUL ISLAM HRIDOY

খুলনা জেলার ০৫টি মেট্রোপলিটন থানা

০১. কোতোয়ালি, ০২. খান জাহান আলী, ০৩. দৌলতপুর, ০৪. খালিশপুর ও ০৫. সোনাডাঙ্গা

খুলনা জেলার ০৯টি উপজেলা

০১.পাইকগাছা, ০২. ফুলতলা, ০৩. দিঘলিয়া, ০৪.রূপসা, ০৫.তেরখাদা, ০৬.ডুমুরিয়া, ০৭.বটিয়াঘাটা, ০৮.দাকোপ এবং ০৯.কয়রা।

খুলনা জেলার ৬৮টি ইউনিয়ন

ডুমুরিয়া	পাইকগাছা	দাকোপ	বটিয়াঘাটা	কয়রা
1. ডুমুরিয়া	1. হরিঢালী	1. দাকোপ	1. বটিয়াঘাটা	1. কয়রা
2. মাগুরাঘোনা	2. গড়ইখালী	2. বাজুয়া	2. আমিরপুর	2. মহারাজপুর
3. ভান্ডারপাড়া	3. কপিলমুনি	3. কামারখোলা	3. গঙ্গারামপুর	3. মহেশ্বরীপুর
4. সাহস	4. লতা	4. তিলডাঙ্গা	4. সুরখালী	4. উত্তর বেদকাশী
5. রুদাঘরা	5. দেলুটি	5. সুতারখালী	5. ভান্ডারকোট	5. দক্ষিণ বেদকাশী
6. গুটুদিয়া	6. লস্কর	6. লাউডোব	6. বলিয়াডাঙ্গা	6. আমাদি
7. শোভনা	7. গদাইপুর	7. পানখালী	7. জলমা	7. বাগালী
8. খর্ণিয়া	8. রাড়ুলী	8. বানিশান্তা		
9. আটলিয়া	9. চাঁদখালী	9. কৈলাশগঞ্জ		
10. ধামালিয়া	10. সোলাদানা			
11. মাগুরখালী				
12. রঘুনাথপুর				
13. রংপুর				
14. শরাফপুর				

দিঘলিয়া	তেরখাদা	রূপসা	ফুলতলা
1. দিঘলিয়া	1. তেরখাদ	1. আইচগাতী	1. ফুলতলা
2. সেনহাটি	2. ছাগলাদহ	2. শ্রীফলতলা	2. দামোদর
3. গাজীরহাট	3. বারাসাত	3. নৈহাটি	3. আটরা গিলাতলা
4. বারাকপুর	4. সাচিয়াগত	4. টিএসবি	4. জামিরা

RAISUL ISLAM HRIDOY

5. আড়ংঘাটা 6. যোগীপোল	5. মধুপুর 6. আজগড়া	5. ঘাটভোগ	

খুলনা জেলার ৩৯টি পোস্ট কোড

SL.	Thana	Sub Office	Post Code
01.	Alaipur	Alaipur	9240
02.	Alaipur	Belphulia	9242
03.	Alaipur	Rupsha	9241
04.	Batiaghat	Batiaghat	9260
05.	Batiaghat	Surkalee	9261
06.	Chalna Bazar	Bajua	9272
07.	Chalna Bazar	Chalna Bazar	9270
08.	Chalna Bazar	Dakup	9271
09.	Chalna Bazar	Nalian	9273
10.	Digalia	Chandni Mahal	9221
11.	Digalia	Digalia	9220
12.	Digalia	Gazirhat	9224
13.	Digalia	Ghoshghati	9223
14.	Digalia	Senhati	9222
15.	Khulna Sadar	Atra Shilpa Area	9207
16.	Khulna Sadar	BIT Khulna	9203
17.	Khulna Sadar	Doulatpur	9202
18.	Khulna Sadar	Jahanabad Canttonmen	9205
19.	Khulna Sadar	Khula Sadar	9100
20.	Khulna Sadar	Khulna G.P.O	9000
21.	Khulna Sadar	Khulna Shipyard	9201
22.	Khulna Sadar	Khulna University	9208
23.	Khulna Sadar	Siramani	9204
24.	Khulna Sadar	Sonali Jute Mills	9206
25.	Madinabad	Amadee	9291
26.	Madinabad	Madinabad	9290
27.	Paikgachha	Chandkhali	9284
28.	Paikgachha	Garaikhali	9285
29.	Paikgachha	Godaipur	9281
30.	Paikgachha	Kapilmoni	9282
31.	Paikgachha	Katipara	9283
32.	Paikgachha	Paikgachha	9280
33.	Phultala	Phultala	9210
34.	Sajiara	Chuknagar	9252
35.	Sajiara	Ghonabanda	9251

RAISUL ISLAM HRIDOY

36.	Sajiara	Sajiara	9250
37.	Sajiara	Shahapur	9253
38.	Terakhada	Pak Barasat	9231
39.	Terakhada	Terakhada	9230

ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান

☞ সুন্দরবন ☞ মংলা বন্দর ☞ হাদিস পার্ক ☞ বিএল কলেজ ☞ খানজাহান আলী সেতু (রূপসা সেতু) ☞ খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) ☞ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ☞ কবি কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়ি ☞ প্রেম কানন ☞ সিতলা বাড়ি মন্দির ☞ আর্য ধর্মসভা মন্দির ☞ কাদিয়ানি মসজিদ ☞ কটকা ☞ দুবলার চর ☞ হিরণ পয়েন্ট ☞ কচিখালি ☞ ডিমের চর ☞ জামতলা সি বিচ ☞ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের বসতভিটা (পিঠাভোগ) ☞ রূপসা নদীর তীরে ৭ বীরশ্রেষ্ঠের মধ্যে অন্যতম রুহুল আমিন ☞ দোয়াড়া গণকবর, দিঘলিয়া ☞শিববাড়ী পূজা মন্দির, দিঘলিয়া ☞ ছাগলাদহ বুড়োমায়ের গাছতলা মন্দির কমপ্লেক্স ☞ ১৯৭১ সালের ১৪ মে সাচিয়াদহ বাজারের হত্যাকাণ্ড, তেরখাদা ☞ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ি, দক্ষিণডিহি, ফুলতলা ☞ গল্লামারী বধ্যভূমি ☞ শেখ রাসেল ইকো পার্ক, বটিয়াঘাটা ☞ ওয়াইসি রিসোর্ট এবং পিকনিক কর্নার, বটিয়াঘাটা ☞ রূপসা রিভার পার্ক ভূতের আড্ডা ☞ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত চুকনগর বধ্যভূমি ☞ রামকৃষ্ণ আশ্রম, কয়রা ☞ কাশীর দীঘি, কয়রা ☞ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের বাড়ি, রাড়ুলী, পাইকগাছা ☞ সুন্দরবনের করমজল, দাকোপ ☞ রেইনবো ইকো-রিসোর্ট, দাকোপ ☞ আর্য্যহরি সভা মন্দির, দাকোপ

RAISUL ISLAM HRIDOY

রাজশাহী বিভাগে মোট ৮ টি জেলা রয়েছে

১. বগুড়া, ২. পাবনা, ৩. রাজশাহী, ৪. জয়পুরহাট, ৫. চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৬. নওগাঁ, ৭. নাটোর ও ৮. সিরাজগঞ্জ

RAISUL ISLAM HRIDOY

১. বগুড়া জেলা:

১২৮১-১২৯০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের ২য় পুত্র সুলতান নাসিরউদ্দীন বগরা খানবাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তাঁর নামানুসারে বগুড়া জেলার নামকরণ করা হয়েছে।

২. পাবনা জেলা:

'পাবনা' নামকরণ নিয়ে কিংবদন্তির অন্ত নেই। এক কিংবদন্তি মতে গঙ্গার 'পাবনী' নামক পূর্বগামিনী ধারাহতে পাবনা নামের উৎপত্তি হয়েছে। অপর একটি সূত্রে জানা যায় 'পাবন' বা 'পাবনা' নামের একজন দস্যুরআড্ডাস্থলই এক সময় পাবনা নামে পরিচিতি লাভ করে। অপরদিকে কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন, 'পাবনা'নাম এসেছে 'পদুম্বা' থেকে। কালক্রমে পদুম্বাই স্বরসঙ্গতি রক্ষা করতে গিয়ে বা শব্দগত অন্য ব্যুৎপত্তি হয়েপাবনা হয়েছে। 'পদুম্বা' জনপদের প্রথম সাক্ষাৎ মিলে খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকে পাল নৃপতি রামপালেরশাসনকালে।

৩. রাজশাহী জেলা:

এই জেলার নামকরণ নিয়ে প্রচুর মতপার্থক্য রয়েছে। তবে ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়র মতেরাজশাহী রাণী

ভবানীর দেয়া নাম। অবশ্য মিঃ গ্রান্ট লিখেছেন যে, রাণী ভবানীর জমিদারীকেই রাজশাহীবলা হতো এবং এই চাকলার বন্দোবস্তের কালে রাজশাহী নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। পদ্মার উত্তরাঞ্চলবিস্তীর্ন এলাকা নিয়ে পাবনা পেরিয়ে ঢাকা পর্যন্ত এমনকি নদীয়া, যশোর, বর্ধমান, বীরভূম নিয়ে এই এলাকারাজশাহী চাকলা নামে অভিহিত হয়। অনুমান করা হয় 'রামপুর' এবং 'বোয়ালিয়া' নামক দু'টি গ্রামেরসমম্বয়ে রাজশাহী শহর গ'ড়ে উঠেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে 'রামপুর-বোয়ালিয়া' নামে অভিহিত হলেওপরবর্তীতে রাজশাহী নামটিই সর্ব সাধারণের নিকট সমধিক পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে আমরা যেরাজশাহী শহরের সঙ্গে পরিচিত, তার আরম্ভ ১৮২৫ সাল থেকে। রামপুর-বোয়ালিয়া শহরের নামকরণরাজশাহী কী করে হলো তা নিয়ে বহু মতামত রয়েছে। রাজাশাহী শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দুটি ভিন্ন ভাষারএকই অর্থবোধক দুটি শব্দের সংযোজন পরিলতি হয়। সংস্কৃত 'রাজ' ও ফারসি 'শাহ' এর বিশেষণ 'শাহী'শব্দযোগে 'রাজশাহী' শব্দের উদ্ভব, যার অর্থ একই অর্থাৎ রাজা বা রাজা-রাজকীয় বা বা বাদশাহ বাবাদশাহী। তবে বাংলা ভাষায় আমরা একই অর্থের অনেক শব্দ দু-বার উচ্চারণ করে থাকি। যেমন শাক-সবজি, চালাক-চতুর, ভুল-ভ্রান্তি, ভুল-ত্র"টি, চাষ-আবাদ, জমি-জিরাত, ধার-দেনা, শিক্ষা-দীক্ষা, দীন-দুঃখী,ঘষা-মাজা, মান-সম্মান, দান-খয়রাত, পাহাড়-পর্বত, পাকা-পোক্ত, বিপদ-আপদ ইত্যাদি। ঠিক তেমনিকরে অদ্ভূত ধরনের এই রাজশাহী শব্দের উদ্ভবও যে এভাবে ঘটে থাকতে পারে তা মোটেই উড়িয়ে দেয়াযায় না। এই নামকরণ নিয়ে অনেক কল্পকাহিনীও রয়েছে। সাধারণভাবে বলা হয় এই জেলায় বহু রাজা-জমিদারের বসবাস, এজন্য এ জেলার নাম হয়েছে রাজশাহী। কেউ বলেন রাজা গণেশের সময়(১৪১৪-১৪১৮) রাজশাহী নামের উদ্ভব। ১৯৮৪ সালে রাজশাহীর ৪টি মহকুমাকে নিয়ে রাজশাহী, নওগাঁ,নাটোর এবং নবাবগঞ্জ- এই চারটি স্বতন্ত্র জেলায় উন্নীত করা হয়।

৪. জয়পুরহাট জেলা:

বৃটিশ শাসনামলে ১৮২১ সালে বৃহত্তর রাজশাহী জেলার চারটি , রংপুর জেলার ২টি ও দিনাজপুর জেলার৩টি থানা নিয়ে যে বগুড়া জেলা গঠিত হয়েছিল তারই অংশ নিয়ে ১৯৭১ সালে প্রথমে জয়পুরহাট মহকুমাএবং পরবর্তীকালে ১৯৮৪ সালে জয়পুরহাট জেলা গঠিত হয়।

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত জয়পুরহাটের ইতিহাস বড়ই অস্পষ্ট। কারণ এই সময়ে ভারতবর্ষেরইতিহাসে জয়পুরহাটের কোন স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অবস্থান ছিল না। জয়পুরহাট দীর্ঘকাল গৌড়ের পাল এবংসেন রাজাদের রাজ্য ভূক্ত ছিল। সে সময় জয়পুরহাট নামে কোন স্থান পাওয়া যায় না । এমনকিজয়পুরহাটের পূর্ব অবস্থান বগুড়ারও কোন ভৌগলিক অস্তিত্ব ছিল না। পূর্বে চাকলা ঘোড়াঘাট এবংপরবর্তীতে দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল জয়পুরহাট।

১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত দেশে ভীষণ দূর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এসময় দেশে রেল লাইন বসানোরকাজ শুরু হয়। ১৮৮৪ সালে কলকাতা হতে জলপাইগুড়ী পর্যন্ত ২৯৬ মেইল রেলপথ বসানো কাজ শেষহলে লোকজনের উঠানামা ও মালামাল আমদানী রপ্তানির সুবিধার জন্য ৪-৭ মাইল পর পর রেলস্টেশনস্থাপন করা হয়। সান্তাহারের পরে তিলেকপুর, আক্কেলপুর, জামালগঞ্জ এবং বাঘবাড়ীতে স্টেশন স্থাপিত হয়।সেসময় বাঘবাড়ী রেলস্টেশন কে জয়পুর গভর্ণমেন্ট ক্রাউনের নাম অনুসারে রাখা হয় জয়পুরহাটরেলস্টেশন। পরবর্তীতে রেলস্টেশনের সাথে পোস্ট অফিসের নাম জয়পুরহাট রাখার ফলে নামটি প্রসিদ্ধিপেতে থাকে। কিন্তু সরকারী কাগজপত্রে এর আসল নাম গোপেন্দ্রগঞ্জ বহাল থাকে।

অন্যদিকে, প্রাকৃতিক দূর্যোগেরও বিপর্যয়ের ফলে যমুনার নব্যতা কমে যায় এবং ভাঙ্গনের ফলে লাল বাজারথানা হুমকির মুখে পরে। ফলে ভারত সরকারের নির্দেশে ১৮৬৮ সালে ১৬ মার্চ তারিখে লালবাজার পুলিশথানা যমুনার অন্য তীরে খাসবাগুড়ী নামক গ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়। সেই সময় স্থানটির নাম ছিলপাঁচবিবি। পরবর্তী কালে দমদমায় রেলস্টেশন স্থাপিত হলে পুলিশ থানা দমদমায় স্থানান্তরিত হয়। তৎকালেপাঁচবিবি নাম প্রসিদ্ধী লাভ করেছিল। তাই দমদমা রেলস্টেশন ও থানার নাম পূর্বের নাম অনুসারেপাঁচবিবি রেলস্টেশন রাখা হয়। দেশে রেল লাইন বসানোর পূর্বে জলপথে নৌকা এবং স্থলপথে ঘোড়া বাঘোড়ার গাড়ী ছিল যাতায়াতে একমাত্র অবলম্বন । শ্বাপদ সংকুল জলপথে নৌকায় চরে যাতায়াত নিরাপদছিল না।আর এতে অধিক সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। তাই রেল লাইন বসানোর পরে নদীপথে যাতায়াতবহুলাংশে কমে যায়। জয়পুরহাট রেলস্টেশন হওয়াতে ব্যবসার ও যাতায়াতের সুবিধার কথা চিন্তা করেবিত্তশালী ব্যাক্তিরা রেলস্টেশনের আশে বাসে বসতি গড়ে তোলেন। এতে খনজনপুর ও লাল বাজার হাটবিলুপ্ত হয়ে যায় । এবং বাঘাবাড়ী অর্থাৎ জয়পুরহাট প্রসিদ্ধ হতে থাকে। পরবর্তীতে বাঘাবাড়ী কে লিখিতহিসেবে গোপেন্দ্রগঞ্জ লিখা হতে থাকে। ১৯০৭ সালে বাঘাবাড়ী তে একটি পৃথক থানা ঘঠিত হয়, এবংজয়পুরহাট নামটি ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হওয়ায় তা জয়পুরহাট থানা নামে পরিচিতি পায়। ১৯১৮ সালেজয়পুরহাট থানা ভবন নির্মিত হলে পাঁচবিবি থানাকে জয়পুরহাট থানার উত্তর সীমা রুপে নির্দিষ্ট করা হয়।১৯২০ সালে ভূমি জরিপে জয়পুরহাট থানার একটি পৃথক নকশা অংকিত হয়। জয়পুরের প্রাচীন রাজধানীঅমবর/জয়পুর হতে পাচ মাইল দূরে অমবরের অধিষ্ঠাদেবী শীতলাদেবী । এই দেবী যশোহরের বারোভুঁইয়ার অন্যতম। চাদারায় ও কেদারা রায়ের রাজধানী শ্রীপুর নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। মানসিংহ কর্তৃকচাদারায় পরাজিত হলে তিনি এই অষ্টভুজাদ দেবীমুর্তি আনয়ন করে স্থাপন করেন। এই সব কারনে জয়পুরবংগবাসীর নিকট প্রিয় হতে থাকে। বিশেষ করে জয়পুর ও মাড়োয়া রাজ্যের বহু লোক জয়পুরহাটএলাকাত স্থায়ী ভাবে বসবাস করায় জয়পুরের সাথে জয়পুরহাট এর গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এবং তাদেরপূর্বের বাসস্থানের সংগে সংগতি রেখে খঞ্জনপুর নীল কুঠির এলাকা জয়পুর অভিহিত হতে থাকে।
পরবর্তীতে রাজস্থানের জয়পুরের সঙ্গে পার্থক্য বোঝাবার জন্য পোস্ট অফিস ও রেলস্টেশনের নাম রাখাহয়েছিল জয়পুরহাট রেলস্টেশন ও জয়পুরহাট পোস্ট অফিস। ১৯৭১ সালে ১লা জানুয়ারী তারিখেজয়পুরহাট মহকুমার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে জয়পুরহাট কে জেলা ঘোষনাকরা হয়।

৫. চাঁপাইনবাবগঞ্জ /নবাবগঞ্জ জেলা:

'চাপাইনবাবগঞ্জ' নামটি সাম্প্রতিকালের।এই এলাকা 'নবাবগঞ্জ নামে পরিচিত ছিল। চাঁপাইগঞ্জ নামকরণসম্পর্কে জানা যায়, প্রাক-ব্রিটিশ আমলে এ অঞ্চল ছিল মুর্শিদাবাদের নবাবদের বিহারভূমি এবং এরঅবস্থান ছিল বর্তমান সদর উপজেলার দাউদপুর মৌজায়। নবাবরা তাঁদের পাত্র-মিত্র ও পরিষদ নিয়েএখানে শিকার করতে আসতেন বলে এ স্থানের নাম হয় নবাবগঞ্জ। চাঁপাইনবাবগঞ্জ নামের ইতিবৃত্ত নবাবআমলে মহেশপুর গ্রামে চম্পাবতী মতান্তরে 'চম্পারানী বা চম্পাবাঈ' নামে এক সুন্দরী বাঈজী বাসকরতেন। তাঁর নৃত্যের খ্যাতি আশেপাশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি নবাবের প্রিয়পাত্রী হয়েওঠেন। তাঁর নামানুসারে এই জায়গার নাম 'চাঁপাই''। এ অঞ্চলে রাজা লখিন্দরের বাসভূমি ছিল। লখিন্দরেররাজধানীর নাম ছিল চম্পক। চম্পক নাম থেকেই চাঁপাই। ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর(১৮৮৫-১৯৬৯ খ্রি) 'বাঙলা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থের প্রথম খন্ডে বর্ণিত লাউসেনের শত্রুরা জামুতিনগরদিয়ে গৌড়ে প্রবেশ করে। বর্তমান ভোলাহাট উপজেলার জামবাড়িয়া পূর্বে জামুতিনগর নামে

পরিচিতছিল। এসবের ওপর ভিত্তি করে কোনো কোনো গবেষক চাঁপাইকে বেহুলার শ্বশুরবাড়ি চম্পকনগর বলেস্থির করেছেন এবং মত দিয়েছেন যে, চম্পক নাম থেকেই চাঁপাই নামের উৎপত্তি।

৬. নওগাঁ জেলা:

নওগাঁ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে 'নও'(নুতুন) ও 'গাঁ (গ্রাম) শব্দ থেকে শব্দ দুটি ফরাসী। নওগাঁ শব্দের অর্থ হলোনুতুন গ্রাম। ১৯৮৪ সালে ১ মার্চ নওগাঁ ১১ টি উপজেলা নিয়ে জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

৭. নাটোর জেলা:

নাটোর জেলার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে নারদ নদী কথিত আছে এই নদীর নাম থেকেই 'নাটোর' শব্দটিরউৎপত্তি। ভাষা গবেষকদের মতে নাতোর হচ্ছে মুল শব্দ। উচ্চারণগত কারণে নাটোর হয়েছে। নাটোরঅঞ্চল নিম্নমুখী হওয়ায় চলাচল করা ছিল প্রায় অসম্ভব। জনপদটির দুর্গমতা বোঝাতে বলা হত নাতোর।নাতোর অর্থ দুর্গম। আরেকটি জনশ্রুতি আছে জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতার আমোদ-প্রমোদের জন্য গড়েউঠেছিল বাইজিবাড়ি, নটিপাড়া জাতীয় সংস্কৃতি। এই নটি পাড়া থেকে নাটোর শব্দটির উৎপদ্দি হতে পারেবলে ধারণা করা হয়। ১৯৮৪ সালে নাটোর পূর্ণাঙ্গ জেলা লাভ করে।

৮. সিরাজগঞ্জ জেলা:

বেলকুচি থানায় সিরাজউদ্দিন চৌধুরী নামক এক ভূস্বামী (জমিদার) ছিলেন। তিনি তাঁর নিজ মহালে একটি'গঞ্জ' স্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় সিরাজগঞ্জ। কিন্তু এটা ততটা প্রসিদ্ধি লাভকরেনি। যমুনা নদীর ভাঙ্গনের ফলে ক্রমে তা নদীগর্ভে বিলীন হয় এবং ক্রমশঃ উত্তর দিকে সরে আসে। সেসময় সিরাজউদ্দীন চৌধুরী ১৮০৯ সালের দিকে খয়রাতি মহল রূপে জমিদারী সেরেস্তায় লিখিত ভুতেরদিয়ার মৌজা নিলামে খরিদ করেন। তিনি এই স্থানটিকে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান স্থানরূপে বিশেষ সহায়কমনে করেন। এমন সময় তাঁর নামে নামকরণকৃত সিরাজগঞ্জ স্থানটি পুনঃ নদীভাঙ্গণে বিলীণ হয়। তিনিভুতের দিয়ার মৌজাকেই নতুনভাবে 'সিরাজগঞ্জ' নামে নামকরণ করেন। ফলে ভুতের দিয়ার মৌজাই'সিরাজগঞ্জ' নামে স্থায়ী রূপ লাভ করে।

রাজশাহী জেলার ১৩টি মেট্রোপলিটন পুলিশ থানা

০১. পটিয়া ০২. পবা ০৩. রাজপাড়া ০৪. বাঘমারা ০৫. তানোর ০৬. বোয়ালিয়া ০৭. মোহনপুর ০৮. চারঘাট ০৯. বাঘা ১০ . গোদাগাড়ী ১১. দুর্গাপুর ১২. মতিহার ও ১৩. শাহমখদুম

RAISUL ISLAM HRIDOY

রাজশাহী জেলার ০৯টি উপজেলা

০১. বাঘা ০২. বাঘমারা ০৩. চারঘাট ০৪. দুর্গাপুর ০৫. গোদাবাড়ী ০৬. মোহনপুর ০৭. পবা ০৮. পটুয়া ও ০৯. তানোর

রাজশাহী জেলার ১৪টি পৌরসভা

০১. বাঘা ০২. কাটাখালি ০৩. চারঘাট ০৪. দুর্গাপুর ০৫. গোদাবাড়ী ০৬. পুঠিয়া ০৭. তানোর ০৮. কাননহাট ০৯. মুন্ডুমালা ১০. নওহাটা ১১. কেশর ১২. ভবানিগঞ্জ ১৩. তাহেরপুর ১৪. আড়ানি

রাজশাহী জেলার ২৩টি পোস্ট কোড

L.	Thana	Sub Office	Post Code
০১.	Bagha	Arani	6281
০২.	Bagha	Bagha	6280
০৩.	Bhabaniganj	Bhabaniganj	6250
০৪.	Bhabaniganj	Taharpur	6251
০৫.	Charghat	Charghat	6270
০৬.	Charghat	Sarda	6271
০৭.	Durgapur	Durgapur	6240
০৮.	Godagari	Godagari	6290
০৯.	Godagari	Premtoli	6291
১০.	Khod Mohanpur	Khodmohanpur	6220
১১.	Lalitganj	Lalitganj	6210
১২.	Lalitganj	Rajshahi Sugar Mills	6211
১৩.	Lalitganj	Shyampur	6212
১৪.	Putia	Putia	6260
১৫.	Rajshahi Sadar	Binodpur Bazar	6206
১৬.	Rajshahi Sadar	Ghuramara	6100
১৭.	Rajshahi Sadar	Kazla	6204
১৮.	Rajshahi Sadar	Rajshahi Canttonment	6202
১৯.	Rajshahi Sadar	Rajshahi Court	6201
২০.	Rajshahi Sadar	Rajshahi Sadar	6000
২১.	Rajshahi Sadar	Rajshahi University	6205
২২.	Rajshahi Sadar	Sapura	6203
২৩.	Tanor	Tanor	6230

RAISUL ISLAM HRIDOY

রাজশাহী জেলার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান

☞ সাফিনা পার্ক ☞ সরমংলা ইকোপার্ক ☞ পুঠিয়া মন্দির ☞ গোয়ালকান্দি জমিদার বাড়ি ☞ সাধনপুর পঙ্গুশিশু নিকেতন ☞ হাওয়াখানা ☞ তুলসি ক্ষেত্র ☞ গজমতখালী ব্রীজ ☞ নিশিন্দা রাজের ধ্বংসস্তুপ ☞ পুঠিয়া রাজবাড়ী ☞ বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর ☞ শহীদ কামারুজ্জামান কেন্দ্রীয় উদ্যান ও চিড়িয়াখানা ☞ রাজশাহী জেলার পর্যটন শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা ☞ পোরশা জমিদার বাড়ি ☞ পুঠিয়া রাজবাড়ি ☞ বড়কুঠি, সিরইল রেশম-নীল ব্যবসায়ীদের কীর্তি ☞ বাঘা ছোট সোনা মসজিদ ☞ হযরত শাহ মখদুম (র) এর মাজার ☞ শিব মন্দির ☞ বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির জাদুঘর ☞ পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী ☞ চিড়িয়াখানা ☞ পদ্মা নদীর বাঁধ ☞ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ☞ রাজশাহী কেন্দ্রীয় উদ্যান ☞ ভুবন মোহন পার্ক ☞ পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী

বরিশাল বিভাগ:- বরিশাল বিভাগে মোট ৬ টি জেলা রয়েছে

১. বরগুনা, ২. বরিশাল, ৩. ভোলা, ৪. ঝালকাঠি, ৫. পটুয়াখালী ও ৬. পিরোজপুর।
বরিশাল বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৩ সালে। বরিশাল, বরগুনা, ঝালকাঠী, পটুয়াখালি, পিরোজপুর ওভোলা এই ৬ জেলা নিয়ে বরিশাল বিভাগ গঠিত হয়। অবশেষে ২০০০ সালে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনপ্রতিষ্ঠিত হয়।

১. বরগুনা জেলা:
বরগুনা নামের সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও জানা যায় যে, উত্তরাঞ্চলের কাঠ ব্যবসায়ীরা এঅঞ্চলে কাঠ নিতে এস খরস্রোতা খাকদোন নদী অতিক্রম করতে গিয়ে অনুকুল প্রবাহ বা বড় গোনের জন্যএখানে অপেক্ষা করত বলে এ স্থানের নাম হয় বড় গোনা।কারো মতে আবার স্রোতের বিপরীতে গুন (দড়ি)টেনে নৌকা অতিক্রম করতে হতো বলে এ স্থানের নাম বরগুনা। কেউ কেউ বলেন, বরগুনা নামক কোনপ্রভাবশালী রাখাইন অধিবাসীর নামানুসারে বরগুনা। আবার কারো মতে বরগুনা নামক কোন একবাওয়ালীর নামানুসারে এ স্থানের নাম করণ করা হয় বরগুনা।

২. বরিশাল জেলা:
বরিশাল নামকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। এক কিংবদন্তি থেকে জানা যায় যে, পূর্বে এখানে খুববড় বড় শাল গাছ জন্মাতো, আর এই বড় শাল গাছের কারণে (বড়+শাল) বরিশাল নামের উৎপত্তি। কেউকেউ দাবি করেন, পর্তুগীজ বেরি ও শেলির প্রেমকাহিনীর জন্য বরিশাল নামকরণ করা হয়েছে। অন্য এককিংবদন্তি থেকে জানা যায় যে, গিরদে বন্দরে (গ্রেট বন্দর) ঢাকা নবাবদের বড় বড় লবণের গোলা ওচৌকি ছিল। ইংরেজ ও পর্তুগীজ বণিকরা বড় বড় লবণের চৌকিকে 'বরিসল্ট' বলতো। অথাৎ বরি (বড়)+সল্ট(লবণ)= বরিসল্ট। আবার অনেকের ধারণা এখানকার লবণের দানাগুলো বড় বড় ছিল বলে 'বরিসল্ট'বলা হতো । পরবর্তিতে বরিসল্ট শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে বরিশাল নামে পরিচিতি লাভ করে।

৩. ভোলা জেলা:
ভোলা জেলার নামকরণের পিছনে স্থায়ীভাবে একটি লোককাহিনী প্রচলিত আছে যে, ভোলা শহরের মধ্যদিয়ে বয়ে যাওয়া বেতুয়া নামক খালটি এখনকার মত অপ্রশস্ত ছিলনা। একসময় এটি পরিচিত ছিল বেতুয়ানদী নামে। খেয়া নৌকার সাহায্যে নদীতে পারাপার করা হত। বুড়ো এক মাঝি এখানে খেয়া নৌকারসাহায্যে লোকজন পারাপার করতো। তাঁর নাম ছিল ভোলা গাজী পাটনী। বর্তমানে যোগীরঘোলের কাছেইতাঁর আস্তানা ছিল। এই ভোলা গাজীর নামানুসারেই এক সময় স্থানটির নাম দেয়া হয় ভোলা। সেই থেকেআজ অব্দী ভোলা নামে পরিচিত।

৪. ঝালকাঠি জেলা:
জেলার নামকরণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এ জেলার জেলে সম্প্রদায়ের ইতিহাস। মধ্যযুগ-পরবর্তী সময়েসন্ধ্যা, সুগন্ধা, ধানসিঁড়ি আর বিষখালী নদীর তীরবর্তী এলাকায় জেলেরা বসতি স্থাপন করে। এর প্রাচীননাম ছিল 'মহারাজগঞ্জ'। মহারাজগঞ্জের ভূ-স্বামী শ্রী কৈলাশ চন্দ্র জমিদারি বৈঠক সম্পাদন করতেন এবংপরবর্তীতে তিনি এ স্থানটিতে এক গঞ্জ বা বাজার নির্মাণ করেন। এ গঞ্জে জেলেরা জালের কাঠি বিক্রিকরত। এ জালের কাঠি থেকে পর্যায়ক্রমে ঝালকাঠি নামকরণ করা হয় বলে ধারণা করা হয়। জানা যায়,বিভিন্ন স্থান থেকে জেলেরা এখানে মাছ শিকারের জন্য আসত এবং যাযাবরের মতো সুগন্ধা নদীর তীরেবাস করত। এ অঞ্চলের জেলেদের পেশাগত পরিচিতিকে বলা হতো 'ঝালো'। এরপর জেলেরা বন-জঙ্গলপরিষ্কার করে এখানে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে। এভাবেই জেলে থেকে ঝালো এবং জঙ্গল কেটে বসতিগড়ে তোলার কারণে কাটি শব্দের প্রচলন হয়ে ঝালকাটি শব্দের উৎপত্তি হয়। পরবর্তীকালে ঝালকাটিরূপান্তরিত হয় ঝালকাঠিতে।১৯৮৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী ঝালকাঠি পূর্ণাঙ্গ জেলার মর্যাদা লাভ করে।

৫. পটুয়াখালী জেলা:

ঐতিহাসিক ঘটনাবলি থেকে জানা যায় যে, পটুয়াখালী চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্ভক্ত ছিল। পটুয়াখালীনামকরণের পিছনে প্রায় সাড়ে তিনশত বছরের লুন।টন অত্যাচারের ইতিহাস জড়িত আছে বলে জানাযায়। পটুয়াখালী শহরের উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত নদীটি পূর্বে ভরনী খাল নামে পরিচিত ছিল। ষোড়শশতাব্দীর শুরু থেকে পর্তুগীজ জলদস্যুরা এই খালের পথ দিয়ে এস সন্নিহিত এলাকায় নির্বিচারে অত্যাচারহত্যা লুণ্ঠন চালাত। স্থানীয় লোকেরা এই হানাদারদের 'নটুয়া' বলত এবং তখন থেকে খালটি নটুয়ার খালনামে ডাকা হয়। কথিত আছে, এই "নটুয়ার খাল" খাল থেকে পরবর্তীতে এ এলাকার নামকরণ হয়পটুয়াখালী।

৬. পিরোজপুর জেলা:

"ফিরোজ শাহের আমল থেকে ভাটির দেশের ফিরোজপুর, বেনিয়া চক্রের ছোয়া লেগে পাল্টে হলোপিরোজপুর"। এ কথা থেকে পিরোজপুর নামকরণের একটা সূত্র পাওয়া যায়। নাজিরপুর উপজেলার শাখারী কাঠিরজনৈক হেলাল উদ্দীন মোঘল নিজেকে মোঘল বংশের শেয় বংশধর হিসেবে দাবি করেছিলেন বলে জানাযায়। বাংলার সুবেদার শাহ।। সুজা আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলার নিকট পরাজিত হয়ে বাংলারদক্ষিণ অঞ্চলে এসে আত্মগোপন করেন। এক পর্যায়ে নলছিটি উপজেলার সুগন্ধা নদীর পাড়ে একটি কেল্লাতৈরি করে কিছুকাল অবস্থান করেন। মীর জুমলার বাহিনী এখানেও হানা দেয়, শাহ সুজা তাঁর দুই কন্যাসহআরাকান রাজ্যে পালিয়ে যান। সেখানে তিনি অপর এক রাজার চক্রান্তে নিহত হন। পালিয়ে যাওয়ার সময়তাঁর স্ত্রী ও এক শিশুপ্রত্র রেখে যান। পরবর্তীতে তারা অবস্থান পরিবর্তন করে ধীরে ধীরে পশ্চিমে চলেআসে এবং বর্তমান পিরোজপুরের পাশ্ববর্তী দামোদর নদীর মুখে আস্তানা তৈরি করেন। এ শিশুর নাম ছিলফিরোজ এবং তাঁর নামানুসারে হয় ফিরোজপুর। কালের বিবর্তনে ফিরোজপুরের নাম হয় 'পিরোজপুর'।পিরোজপুর ১৯৫৯ সালের ২৮ অক্টোবর পিরোজপুর মহকুমা এবং পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে জেলাররূপান্তরিত হয়।

বরিশাল জেলার ১৩টি মেট্রোপলিটন পুলিশ থানা

০১. পটিয়া ০২. পবা ০৩. রাজপাড়া ০৪. বাঘমারা ০৫. তানোর ০৬. বোয়ালিয়া ০৭. মোহনপুর ০৮. চারঘাট ০৯. বাঘা ১০. গোদাগাড়ী ১১. দুর্গাপুর ১২. মতিহার ও ১৩. শাহমখদুম

বরিশাল জেলার ১০টি উপজেলা

০১. বরিশাল সদর ০২. বাকেরগঞ্জ ০৩. বাবুগঞ্জ ০৪. মেহেদিগঞ্জ ০৫. মুলাদী ০৬. উজিরপুর ০৭. হিজলা ০৮. আগৈলঝড়া ০৯. গৌরনদী ও ১০. বানারীপাড়া

RAISUL ISLAM HRIDOY

বরিশাল জেলার ০৫টি পৌরসভা

০১. মেহেদিগঞ্জ ০২. বাকেরগঞ্জ ০৩. মুলাদী ০৪. বানারীপাড়া ০৫. গৌরনদী

বরিশাল জেলার ৮৫টি ইউনিয়ন

বাকেরগঞ্জ	মেহেন্দিগঞ্জ	বরিশাল সদর	উজিরপুর	বানারীপাড়া
1. চরামদ্দি 2. চরাদি 3. দাড়িয়াল 4. দুধল 5. দুর্গাপাশা 6. ফরিদপুর 7. কবাই 8. নলুয়া 9. কলসকাঠী 10. গারুরিয়া 11. ভরপাশা 12. রঙ্গশ্রী 13. পাদ্রিশিবপুর 14. নিয়ামতি	1. আন্দারমানিক 2. লতা 3. চরএক্করিয়া 4. উলানিয়া 5. মেহেন্দিগঞ্জ 6. বিদ্যানন্দপুর 7. ভাষানচর 8. চরগোপালপুর 9. জাঙ্গালিয়া 10. আলিমাবাদ 11. চানপুর 12. দরিরচর-খাজুরিয়া 13. গোবিন্দপুর	1. রায়পাশা-কড়াপুর 2. কাশিপুর 3. চরবাড়িয়া 4. শায়েস্তাবাদ 5. চরমোনাই 6. জাগুয়া 7. চরকাউয়া 8. চাদপুরা 9. টুঙ্গীবাড়ীয়া 10. চন্দ্রমোহন	1. সাতলা 2. হারতা 3. জল্লা 4. ওটরা 5. শোলক 6. বড়াকোটা 7. বামরাইল 8. শিকারপুর-উজিরপুর 9. গুঠিয়া	1. বিশারকান্দি 2. ইলুহার 3. সৈয়দকাঠী 4. চাখার 5. সালিয়াবাকপুর 6. বাইশারি 7. বানারীপাড়া 8. উদয়কাঠী
গৌরনদী	**মুলাদী**	**হিজলা**	**বাবুগঞ্জ**	**আগৈলঝাড়া**
1. খাঞ্জাপুর 2. বার্থী 3. চাদশী 4. নলচিরা 5. মাহিলারা 6. বাটাজোর 7. সরিকল	1. বাটামারা 2. নাজিরপুর 3. ছবিপুর 4. গাছুয়া 5. চরকালেখা 6. মুলাদী 7. কাজীরচর	1. মাধবপাশা 2. বড়জালিয়া 3. গুয়াবাড়িয়া 4. ধুলখোলা 5. হিজলা-গৌরবদি 6. মেমানিয়া 7. হরিনাথপুর	1. আগরপুর 2. কেদারপুর 3. দেহেরগতি 4. চাঁদপাশা 5. রহমতপুর	1. রাজিহার 2. বাকাল 3. বাগধা 4. গৈলা 5. রত্নপু

RAISUL ISLAM HRIDOY

বরিশাল জেলার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান

☞ জোড় মসজিদ ☞ শের-এ-বাংলা জাদুঘর ☞ অক্সফোর্ড মিশন ☞ কীর্তনখোলা গার্ডেন ☞ সংগ্রাম কেল্লা ☞ শরিফলে ☞ দুর্গ ☞ জমিদার বাড়ি ☞ দুর্গাসাগর ☞ কুয়াকাটা ☞ কীর্ত্তিপাশা জমিদার বাড়ী ☞ মির্জাগঞ্জের মাজার ☞ চর কুকরি মুকরি ☞ বরিশাল জেলার পর্যটন শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা ☞ সোনাকাটা সমুদ্র সৈকত ☞ লালদিয়া বন ☞ ফাতরার বন ও ইকোপার্ক ☞ রাখাইন পল্লী ☞ চলচিত্র প্রজোযক আরিফ মাহমুদের বাড়ি

রংপুর বিভাগে মোট ৮ টি জেলা রয়েছে

১. দিনাজপুর, ২. গাইবান্ধা, ৩. কুড়িগ্রাম, ৪. লালমনিরহাট, ৫. নীলফামারী, ৬. পঞ্চগড়, ৭. রংপুর ও ৮. ঠাকুরগাঁও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক পূণর্বিন্যাসসংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (National Implementation Committee for Administrative Reform:NICAR) ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ২৫জানুয়ারি তারিখে রংপুরকে দেশের সপ্তম বিভাগ হিসেবে অনুমোদন দেয়। এর আগে ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৩জুলাই তারিখে মন্ত্রীসভার বৈঠকে রংপুরকে বিভাগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে একটি কমিটি তৈরিকরা হয় এবং কমিটি ২১ জুলাই তারিখে প্রতিবেদন জমা দেয়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

RAISUL ISL

১. দিনাজপুর জেলা:

জনশ্রুতি আছে জনৈক দিনাজ অথবা দিনারাজ দিনাজপুর রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর নামানুসারেইরাজবাড়ীতে অবস্থিত মৌজার নাম হয় দিনাজপুর। পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসকরা ঘোড়াঘাট সরকার বাতিলকরে নতুন জেলা গঠন করে এবং রাজার সম্মানে জেলার নামকরণ করে দিনাজপুর।

২. গাইবান্ধা জেলা:

গাইবান্ধা নামকরণ সম্পর্কে কিংবদন্তী প্রচলিত আছ, প্রায় পাচ হাজার বছর আগে মৎস্য দেশের রাজাবিরাটের রাজধানী ছিল গাইবান্ধার গোবিন্দগজ থানা এলাকায়। বিরাট রাজার গো-ধনের কোন তুলনাছিল না। তার গাভীর সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। মাঝে মাঝে ডাকাতরা এসে বিরাট রাজার গাভী লুণ্ঠন করেনিয়ে যেতো। সে জন্য বিরাট রাজা একটি বিশাল পতিত প্রান্তরে গো-শালা স্থাপন করেন। গো-শালাটিসুরক্ষিত এবং গাভীর খাদ্য ও পানির সংস্থান নিশ্চিত করতে। নদী তীরবর্তী ঘেসো জমিতে স্থাপন করাহয়। সেই নির্দিষ্ট স্থানে গাভীগুলোকে বেঁধে রাখা হতো। প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে এই গাভী বেঁধে রাখারস্থান থেকে এতদঞ্চলের কথ্য ভাষা অনুসারে এলাকার নাম হয়েছে গাইবাঁধা এবং কালক্রমে তা গাইবান্ধানামে পরিচিতি লাভ করে।

৩. কুড়িগ্রাম জেলা:

কুড়িগ্রাম জনপদ বেশ প্রাচীন। কুড়িগ্রাম-এর নাম করণের সঠিক ইতিহাস জানা যায়নি। অনেকে মনেকরেন গণনা সংখ্যা কুড়ি থেকে কুড়িগ্রাম হয়েছে। কারো মতে কুড়িটি কলু পরিবার এর আদি বাসিন্দাছিল। তাই এর নাম কুড়িগ্রাম। কেউ বা মনে করেন, রংগপুর রাজার অবকাশ যাপনের স্থান ছিলকুড়িগ্রাম। প্রচুর বন-জঙ্গল ও ফল মূলে পরিপূর্ণ ছিল এই এলাকা, তাই ফুলের কুড়ি থেকে এর নাম হয়েছেকুড়িগ্রাম।

১৮০৯ সালে ডাঃ বুকালন হ্যামিলটন তাঁর বিবরণীতে বলেছেন- Kuriganj of which the market place is called Balabari in a place of considerable trade (martins Eastern India)। মিঃভাস তাঁর রংপুরের বিবরণীতেও এ অঞ্চলকে কুড়িগঞ্জ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুড়িগঞ্জ নামের উৎপত্তিসম্বন্ধে কেউ কিছুই বলেননি। ১৯৮৪ সালের ২৩ শে জানুয়ারী "কুড়িগ্রাম" মহকুমা থেকে জেলায় উন্নীতহয়।

৪. লালমনিরহাট জেলা:

লালমনিরহাট নামকরণ নিয়ে জনশ্রুতি আছে যে, বৃটিশ সরকারের আমলে বর্তমান লালমনিরহাট শহরেরমধ্যে দিয়ে রেলপথ বসানোর সময় উল্লিখিত অঞ্চলের রেল শ্রমিকরা বন-জঙ্গল কাটতে গিয়ে জনৈক ব্যক্তি'লালমনি' পেয়েছিলেন। সেই লালমনি থেকেই পর্যায়ক্রমে লালমনিরহাট নামের উৎপত্তি হয়েছে। অন্য একসূত্র থেকে জানা যায়, বিপ্লবী কৃষক নেতা নুরুলদীনের ঘনিষ্ঠ সাথী লালমনি নামে এক ধনাঢ্য মহিলাছিলেন। যার নামানুসারে লালমনিরহাট নামকরণ করা হয়েছে।

৫. নীলফামারী জেলা:

প্রায় দুই শতাধিক বছর পূর্বে এ অঞ্চলে নীল চাষের খামার স্থাপন করে ইংরেজ নীলকরেরা। এ অঞ্চলেরউর্বর ভূমি নীল চাষের অনুকূল হওয়ায় দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় নীলফামারীতে বেশি সংখ্যায়নীলকুঠি ও নীল খামার গড়ে ওঠে। ঊণবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই দুরাকুটি, ডিমলা, কিশোরগঞ্জ, টেঙ্গনমারীপ্রভৃতি স্থানে নীলকুঠি স্থাপিত হয়। সে সময় বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের মধ্যে নীলফামারীতেই বেশি পরিমাণেশস্য উৎপাদিত মাটির উর্বরতার কারণে। সে কারণেই নীলকরদের ব্যাপক আগমন ঘটে এতদঅঞ্চলে।গড়ে ওঠে অসংখ্য নীল খামার। বর্তমান নীলফামারী শহরের তিন কিলোমিটার উত্তরে পুরাতন রেলস্টেশনের কাছেই ছিল একটি বড় নীলকুঠি। তাছাড়া বর্তমানে অফিসার্স ক্লাব হিসেবে ব্যবহৃত পুরাতনবাড়িটি ছিল একটি নীলকুঠি। ধারণা করা হয়, স্থানীয় কৃষকদের মুখে 'নীল খামার' রূপান্তরিত হয় 'নীলখামারী'তে। আর এই নীলখামারীর অপভ্রংশ হিসেবে উদ্ভব হয় নীলফামারী নামের।

৬. পঞ্চগড় জেলা:

"পঞ্চ" (পাঁচ) গড়ের সমাহার "পঞ্চগড়" নামটির অপভ্রমংশ "পঁচাগড়" দীর্ঘকাল এই জনপদে প্রচলিত ছিল।কিন্তু গোড়াতে এই অঞ্চলের নাম যে, 'পঞ্চগড়ই' ছিলো সে ব্যাপারে সন্দেহর কোন অবকাশ নেই। বস্তুতভারতীয় উপমহাদেশে "পঞ্চ" শব্দটি বিভিন্ন স্থান নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যেমন- পঞ্চনদ, পঞ্চবটী,পঞ্চনগরী, পঞ্চগৌড় ইত্যাদি। "পঞ্চনগরীর" দূরত্ব পঞ্চগড় অঞ্চল থেকে বেশি দূরে নয়। পঞ্চগড় জেলায় বেশকিছু গড় রয়েছে তাদের মাঝে উল্লেখ করার মত গড় হল ভিতরগড়, মিরগড়, রাজনগড়, হোসেনগড়,দেবনগড়। 'পঞ্চ' অর্থ পাঁচ, আর 'গড়' অর্থ বন বা জঙ্গল। 'পঞ্চগড়' নামটি এভাবেই এসেছে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

৭. রংপুর জেলা:

রংপুর নামকরণের ক্ষেত্রে লোকমুখে প্রচলিত আছে যে পূর্বের 'রঙ্গপুর' থেকেই কালক্রমে এই নামটি এসেছে।ইতিহাস থেকে জানা যায় যে উপমহাদেশে ইংরেজরা নীলের চাষ শুরু করে। এই অঞ্চলে মাটি উর্বর হবারকারণে এখানে প্রচুর নীলের চাষ হত। সেই নীলকে স্থানীয় লোকজন রঙ্গ নামেই জানত। কালের বিবর্তনেসেই রঙ্গ থেকে রঙ্গপুর এবং তা থেকেই আজকের রংপুর। অপর একটি প্রচলিত ধারনা থেকে জানা যায় যেরংপুর জেলার পূর্বনাম রঙ্গপুর। প্রাগ জ্যোতিস্বর নরের পুত্র ভগদত্তের রঙ্গমহল এর নামকরন থেকে এইরঙ্গপুর নামটি আসে। রংপুর জেলার অপর নাম জঙ্গপুর । ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব থাকায় কেউ কেউএই জেলাকে যমপুর বলেও ডাকত। তবে রংপুর জেলা সুদুর অতীত থেকে আন্দোলন প্রতিরোধের মূল ঘাঁটিছিল। তাই জঙ্গপুর নামকেই রংপুরের আদি নাম হিসেবে ধরা হয়। জঙ্গ অর্থ যুদ্ধ, পুর অর্থ নগর বা শহর।গ্রাম থেকে আগত মানুষ প্রায়ই ইংরেজদের অত্যাচারে নিহত হত বা ম্যালেরিয়ায় মারা যেত। তাই সাধারণমানুষ শহরে আসতে ভয় পেত। সুদুর অতীতে রংপুর জেলা যে রণভূমি ছিল তা সন্দেহাতীত ভাবেই বলাযায়। ত্রিশের দশকের শেষ ভাগে এ জেলায় কৃষক আন্দোলন যে ভাবে বিকাশ লাভ করে ছিল তার কারণেরংপুরকে লাল রংপুর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল।

৮. ঠাকুরগাঁও জেলা:

ঠাকুরগাঁও এর আদি নাম ছিল নিশ্চিন্তপুর। ঠাকুরগাঁওয়ের নামকরণের ইতিহাস সম্পর্কে আর যা পাওয়াগেছে তাহলো, বর্তমানে যেটি জেলা সদর অর্থাৎ যেখানে জেলার অফিস-আদালত অবস্থিত সেখান থেকে৮ কিলোমিটার উত্তরে আকচা ইউনিয়নের একটি মৌজায় নারায়ণ চক্রবর্তী ও সতীশ চক্রবর্তী নামে দুইভাই বসবাস করতেন। সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে তারা সেই এলাকায় খুব পরিচিত ছিলেন।সেখানকার লোকজন সেই চক্রবর্তী বাড়িকে ঠাকুরবাড়ি বলতেন। পরে স্থানীয় লোকজন এই জায়গাকেঠাকুরবাড়ি থেকে ঠাকুরগাঁও বলতে শুরু করে। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারী ৫টি থানা নিয়ে ঠাকুরগাঁওজেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

রংপুর জেলার ০৮টি উপজেলা

০১.রংপুর সদর, ০২. গংগাচরা, ০৩. কাউনিয়া, ০৪.পীরগাছা, ০৫.মিঠাপুকুর, ০৬.বদরগঞ্জ, ০৭.তারাগঞ্জ এবং ০৮.পীরগঞ্জ

রংপুর জেলার ১৪টি পোস্ট কোড

SL.	Thana	Sub Office	Post Code
01.	Badarganj	Badarganj	5430
02.	Badarganj	Shyampur	5431
03.	Gangachara	Gangachara	5410
04.	Kaunia	Haragachh	5441
05.	Kaunia	Kaunia	5440

RAISUL ISLAM HRIDOY

06.	Mithapukur	Mithapukur	5460
07.	Pirgachha	Pirgachha	5450
08.	Rangpur Sadar	Alamnagar	5402
09.	Rangpur Sadar	Mahiganj	5403
10.	Rangpur Sadar	Rangpur Cadet Colleg	5404
11.	Rangpur Sadar	Rangpur Carmiecal Col	5405
12.	Rangpur Sadar	Rangpur Sadar	5400
13.	Rangpur Sadar	Rangpur Upa-Shahar	5401
14.	Taraganj	Taraganj	5420

ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান

☞ তাজহাট জমিদার বাড়ী ☞ টেপার জমিদার বাড়ী ☞ জেলা পরিষদ ভবন ☞ রংপুর চিড়িয়াখানা ☞ কারমাইকেল কলেজ ☞ ভিন্ন জগত ☞ বখতিয়ার মসজিদ ☞ বড়বিল মসজিদ ☞ চন্ডিপুর মসজিদ ☞ ফুলচৌকি মসজিদ ☞ মিঠাপুকুর মসজিদ ☞ কেরামতিয়া মসজিদ ☞ লালদিঘী মসজিদ ☞ মহীপুর মসজিদ, ☞ভাংনী মসজিদ ☞ ডিমলা কালি মন্দির ☞ ত্রিবিগ্রহ মন্দির ☞ জমিদার অজিত রায়ের জমিদার বাড়ী ☞ ইটাকুমারী জমিদার বাড়ী ☞ দেয়ান বাড়ী জমিদারবাড়ী-ফনিভূষন মজুমদারের জমিদার বাড়ী ☞ পীরগাছা জমিদার বাড়ী ☞ পায়রাবন্দ জমিদার বাড়ী ☞ রাজবাড়ী ☞ চন্ডীপুর মসজিদ ☞ কারমাইকেল কলেজ ☞তিস্তা বাঁধ প্রকল্প ☞ পায়রাবন্দ বেগম রোকেয়ার বাড়ি ☞ মন্থনার জমিদার বাড়ি ☞ কেরামতিয়া মসজিদ ☞ রংপুর জাদুঘর ☞ মাওলানা কেরামতিয়া জৈনপুরীর মাজার

RAISUL ISLAM HRIDOY

সিলেট বিভাগে মোট ৪ টি জেলা রয়েছে

১. হবিগঞ্জ, ২. মৌলভীবাজার, ৩. সুনামগঞ্জ ও ৪. সিলেট
১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ১ আগষ্ট সিলেট দেশের ষষ্ঠ বিভাগ হিসাবে মর্যাদা পায়।

RAISUL HRIDOY

১. হবিগঞ্জ জেলা:

সুফি-সাধক হযরত শাহজালাল (রঃ) এর অনুসারী হযরত সৈয়দ নাসির উদ্দীন (রঃ) এর পূর্ণস্মৃতি বিজড়িখোয়াই, কারাঙ্গী, বিজনা, রত্ন প্রভৃতি নদী বিধৌত হবিগঞ্জ একটি ঐতিহাসিক প্রাচীন জনপদ।ঐতিহাসিক সুলতানসী হাবেলীর প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ সুলতানের অধঃস্তন পুরুষ সৈয়দ হেদায়েত উল্লাহর পুত্রসৈয়দ হাবীব উল্লাহ খোয়াই

নদীর তীরে একটি গঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নামানুসরে হবিগঞ্জ নামকরণকরা হয়। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ হবিগঞ্জ জেলায় উন্নীত হয়।

২. মৌলভীবাজার জেলা:

হয়রত শাহ মোস্তফা (র) এর বংশধর মৌলভী সৈয়দ কুদরতউল্লাহ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মনুনদীর উত্তর তীরে কয়েকটি দোকানঘর স্থাপন করে ভোজ্যসামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি করেন।মৌলভী সৈয়দ কুদরতউল্লাহ প্রতিষ্ঠিত এ বাজারে নৌ ও স্থলপথে প্রতিদিন লোকসমাগম বৃদ্ধি পেতে থাকে।ক্রেতা-বিক্রেতার সমাগমের মাধ্যমে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে মৌলভীবাজারের খ্যাতি। মৌলভী সাহেবেরপ্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরুপ এই অঞ্চলের নাম হয় মৌলভীবাজার। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারীমৌলভীবাজার মহকুমাটি জেলায় উন্নীত হয়।

৩. সুনামগঞ্জ জেলা:

'সুনামদি' নামক জনৈক মোগল সিপাহীর নামানুসারে সুনামগঞ্জের নামকরণ করা হয়েছিল বলে জানাযায়। 'সুনামদি' (সুনাম উদ্দিনের আঞ্চলিক রূপ) নামক উক্ত মোগল সৈন্যের কোন এক যুদ্ধে বীরোচিতকৃতিত্বের জন্য সম্রাট কর্তৃক সুনামদিকে এখানে কিছু ভূমি পুরস্কার হিসাবে দান করা হয়। তাঁর দানস্বরূপপ্রাপ্ত ভূমিতে তাঁরই নামে সুনামগঞ্জ বাজারটি স্থাপিত হয়েছিল। এভাবে সুনামগঞ্জ নামের ও স্থানের উৎপত্তিহয়েছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে।

৪. সিলেট জেলা:

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এ অঞ্চলকে বিভিন্ন নামের উল্লেখ্য আছে। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে শিবের স্ত্রী সতি দেবীর কাটাহস্ত (হাত) এই অঞ্চলে পড়েছিল, যার ফলে 'শ্রী হস্ত' হতে শ্রীহট্ট নামের উৎপত্তি বলে হিন্দু সম্প্রদায় বিশ্বাসকরেন। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের ঐতিহাসিক এরিয়ান লিখিত বিবরণীতে এই অঞ্চলের নাম "সিরিওট" বলেউল্লেখ আছে। এছাড়া, খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে এলিয়েনের (অরষরবহ) বিবরণে "সিরটে", এবং পেরিপ্লাস অবদ্যা এরিথ্রিয়ান সী নামক গ্রন্থে এ অঞ্চলের নাম "সিরটে" এবং "সিসটে" এই দুইভাবে লিখিত হয়েছে।অতঃপর ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে যখন চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এই অঞ্চল ভ্রমণ করেন। তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে এ অঞ্চলের নাম "শিলিচতল" উল্লেখ করেছেন তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদবখতিয়ার খলজী দ্বারা বঙ্গবিজয়ের মধ্য দিয়ে এদেশে মুসলিম সমাজব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটলে মুসলিমশাসকগণ তাঁদের দলিলপত্রে "শ্রীহট্ট" নামের পরিবর্তে "সিলাহেট", "সিলহেট" ইত্যাদি নাম লিখেছেন বলেইতিহাসে প্রমাণ মিলে। আর এভাবেই শ্রীহট্ট থেকে রূপান্তর হতে হতে একসময় সিলেট নামটি প্রসিদ্ধ হয়েউঠেছে বলে ঐতিহাসিকরা ধারণা করেন। এছাড়াও বলা হয়, এক সময় সিলেট জেলায় এক ধনী ব্যক্তিরএকটি কন্যা ছিল। তার নাম ছিল শিলা। ব্যক্তিটি তার কন্যার স্মৃতি রক্ষার্থে একটি হাট নির্মাণ করেন এবংএর নামকরণ করেন শিলার হাট। এই শিলার হাট নামটি নানাভাবে বিকৃত হয়ে সিলেট নামের উৎপত্তিহয়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

সিলেট জেলার ১৩টি উপজেলা

০১. সিলেট সদর ০২. গোপালগঞ্জ ০৩. কালাগঞ্জ ০৪. বিশ্বনাথ ০৫. কানাইঘাট ০৬. ফেঞ্চুগঞ্জ ০৭. জকিগঞ্জ ০৮. কোম্পানীগঞ্জ ০৯. গোয়াইনঘাট ১০. বিয়ানীবাজার ১১. জৈন্তাপুর ১২. দক্ষিণ সুরমা ও ১৩. ওসমানীনগর

বরিশাল জেলার ৮৫টি ইউনিয়ন

গোলাপগঞ্জ	বিয়ানীবাজার	জকিগঞ্জ	দক্ষিণ সুরমা	কানাইঘাট
1. বাঘা 2. গোলাপগঞ্জ 3. ফুলবাড়ি 4. লক্ষীপাশা 5. বুধবারীবাজার 6. ঢাকাদক্ষিণ 7. লক্ষনাবন্দ 8. ভাদেশ্বর 9. পশ্চিমআমুড়া 10. উত্তরবাদেপাশা 11. শরীফগঞ্জ	1. আলীনগর 2. চারখাই 3. দুবাগ 4. শেওলা 5. কুড়ারবাজার 6. মাথিউরা 7. তিলপাড়া 8. মোল্লাপুর 9. মুড়িয়া 10. লাউতা 11. বিয়ানীবাজার	1. মোললারগাঁও 2. বরইকান্দি 3. তেতলী 4. কুচাই 5. সিলাম 6. লালাবাজার 7. জালালপুর 8. মোগলাবাজার 9. দাউদপুর 10. কামালবাজার	1. বারহাল 2. বিরশ্রী 3. কাজলসার 4. খলাছড়া 5. জকিগঞ্জ 6. সুলতানপুর 7. বারঠাকুরী 8. কসকনকপুর 9. মানিকপুর	1. লক্ষীপ্রসাদপূর্ব 2. লক্ষীপ্রসাদপশ্চিম 3. দিঘীরপাড়পূর্ব 4. সাতবাঁক 5. বড়চতুল 6. কানাইঘাটসদর 7. দক্ষিণবাণীগ্রাম 8. ঝিংগাবাড়ী 9. রাজাগঞ্জ
গোয়াইনঘাট	**সিলেট সদর**	**বিশ্বনাথ**	**জৈন্তাপুর**	
1. রুস্তমপুর 2. পশ্চিম জাফলং 3. পুর্ব জাফলং 4. লেঙ্গুঁড়া 5. আলীরগাঁও 6. ফতেপুর 7. নন্দিরগাঁও 8. তোয়াকুল 9. ডৌবাড়ী	1. জালালাবাদ 2. হাটখোলা 3. খাদিমনগর 4. খাদিমপাড়া 5. টুলটিকর 6. টুকেরবাজার 7. মোগলগাঁও 8. কান্দিগাঁও	1. লামাকাজী 2. খাজাঞ্চী 3. অলংকারী 4. রামপাশা 5. দৌলতপুর 6. বিশ্বনাথ 7. দেওকলস 8. দশঘর	1. উমরপুর 2. সাদীপুর 3. পশ্চিম পৈলনপুর 4. বুরুঙ্গাবাজার 5. গোয়ালা বাজার 6. তাজপুর 7. দয়ামীর 8. উছমানপুর	
কোম্পানীগঞ্জ	**বালাগঞ্জ**	**ফেঞ্চুগঞ্জ**	**ওসমানীনগর**	
1. নিজপাট 2. জৈন্তাপুর 3. চারিকাটা 4. দরবস্ত	1. ইসলাম পশ্চিম 2. ইসলামপুর পূর্ব 3. তেলিখাল	1. পূর্ব পৈলনপুর 2. বোয়ালজুড় 3. দেওয়ানবাজার 4. পশ্চিম গৌরীপুর	1. ফেঞ্চুগঞ্জ 2. মাইজগাঁও 3. ঘিলাছড়া 4. উত্তরকুশিয়ারা	

RAISUL ISLAM HRIDOY

5. ফতেপুর 6. চিকনাগুল	4. ইসাকলস 5. উত্তর রণিখাই 6. দক্ষিণ রণিখাই	5. বালাগঞ্জ সদর 6. পূর্ব গৌরীপুর	5. উত্তর ফেঞ্চুগঞ্জ	

সিলেট জেলার ৫৪টি পোস্ট কোড

SL.	Thana	Sub Office	Post Code
01.	Balaganj	Balaganj	3120
02	Balaganj	Begumpur	3125
03.	Balaganj	Brahman Shashon	3122
04.	Balaganj	Gaharpur	3128
05.	Balaganj	Goala Bazar	3124
06.	Balaganj	Karua	3121
07.	Balaganj	Kathal Khair	3127
08.	Balaganj	Natun Bazar	3129
09.	Balaganj	Omarpur	3126
10.	Balaganj	Tajpur	3123
11.	Bianibazar	Bianibazar	3170
12.	Bianibazar	Churkai	3175
13.	Bianibazar	jaldup	3171
14.	Bianibazar	Kurar bazar	3173
15.	Bianibazar	Mathiura	3172
16.	Bianibazar	Salia bazar	3174
17.	Bishwanath	Bishwanath	3130
18.	Bishwanath	Dashghar	3131
19.	Bishwanath	Deokalas	3133
20.	Bishwanath	Doulathpur	3132
21.	Bishwanath	Singer kanch	3134
22.	Fenchuganj	Fenchuganj	3116
23.	Fenchuganj	Fenchuganj SareKarkh	3117
24.	Goainhat	Chiknagul	3152
25.	Goainhat	Goainhat	3150
26.	Goainhat	Jaflong	3151
27.	Gopalganj	banigram	3164
28.	Gopalganj	Chandanpur	3165
29.	Gopalganj	Dakkhin Bhadashore	3162
30.	Gopalganj	Dhaka Dakkhin	3161
31.	Gopalganj	Gopalgannj	3160
32.	Gopalganj	Ranaping	3163
33.	Jaintapur	Jainthapur	3156
34.	Jakiganj	Ichhamati	3191

RAISUL ISLAM HRIDOY

35.	Jakiganj	Jakiganj	3190
36.	Kanaighat	Chatulbazar	3181
37.	Kanaighat	Gachbari	3183
38.	Kanaighat	Kanaighat	3180
39.	Kanaighat	Manikganj	3182
40.	Kompanyganj	Kompanyganj	3140
41.	Sylhet Sadar	Birahimpur	3106
42.	Sylhet Sadar	Jalalabad	3107
43.	Sylhet Sadar	Jalalabad Cantoment	3104
44.	Sylhet Sadar	Kadamtali	3111
45.	Sylhet Sadar	Kamalbazer	3112
46.	Sylhet Sadar	Khadimnagar	3103
47.	Sylhet Sadar	Lalbazar	3113
48.	Sylhet Sadar	Mogla	3108
49.	Sylhet Sadar	Ranga Hajiganj	3109
50.	Sylhet Sadar	Shahajalal Science &	3114
51.	Sylhet Sadar	Silam	3105
52.	Sylhet Sadar	Sylhe Sadar	3100
53.	Sylhet Sadar	Sylhet Biman Bondar	3102
54.	Sylhet Sadar	Sylhet Cadet Col	3101

ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান

☞ হযরত শাহাজালাল (র) এর মাজার ☞ হযরত শাহপরান (র) এর মাজার ☞ আলী আমজাদের ঘড়িঘর ☞ কিন ব্রিজ ☞ চাঁদনী ঘাটের সিঁড়ি ☞ কালী মন্দির কালীঘাট ☞ তামাবিল-জাফলং ☞ জাফলং লেক ☞ জৈন্তাপুর এলাকার চা বাগান ☞ ছাতক ☞ ফেঞ্জুগঞ্জ সার কারখানা ☞ হরিপুর গ্যাসক্ষেত্র ¤ তেল উৎপাদন কেন্দ্র

ময়মনসিংহ বিভাগে মোট ৪ টি জেলা রয়েছে

১. ময়মনসিংহ, ২. শেরপুর, ৩. জামালপুর ও ৪. নেত্রকোনা

RAISUL ISLAM HRIDOY

১. ময়মনসিংহ জেলা:

ময়মনসিংহ জেলার নাম নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। ষোড়শ শতাব্দীতেবাংলার স্বাধীন সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ তাঁর পুত্র সৈয়দ নাসির উদ্দিন নসরত শাহ'র জন্যএ অঞ্চলে একটি নুতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই থেকে নসরতশাহী বা নাসিরাবাদ নামের সৃষ্টি।সলিম যুগের উৎস হিসেবে নাসিরাবাদ, নাম আজও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোথাও নাসিরাবাদ কথাটিউল্লেখ্য করা হচ্ছে না। ১৭৭৯ সালে প্রকাশিত রেনেল এর ম্যাপে মোমেসিং নামটি 'ময়মনসিংহ' অঞ্চলকেইনির্দেশ করে। তার আগে আইন-ই-আকবরীতে 'মিহমানশাহী' এবং 'মনমনিসিংহ' সকার বাজুহার পরগনাহিসেবে লিখিত আছে। যা বর্তমান ময়মনসিংহকেই ধরা হয়।

২. শেরপুর জেলা:

বাংলার নবাবী আমলে গাজী বংশের শেষ জমিদার শের আলী গাজী দশ কাহনিয়া অঞ্চল দখল করেস্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। এই শের আলী গাজীর নামে দশ কাহনিয়ার নাম হয় শেরপুর।

৩. জামালপুর জেলা:

সাধক দরবেশ হযরত শাহ জামাল (র) এর পূণ্যস্মৃতি বিজড়িত নয়নাভিরাম সৌন্দর্যমন্ডিত গরো পাহাড়েরপাদদেশে যমুনা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত বাংলাদেশের ২০-তম জেলা জামালপুর। হযরত শাহ জামাল (র) এরনামানুসারে জামালপুরের নামকরণ হয়।

৪. নেত্রকোণা জেলা:

ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৮০ খিস্টাব্দে হওয়া নেত্রকোণা মহকুমাকে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারিনেত্রকোণা জেলা করা হয়। নেত্রকোণার নামকরণ হয়েছে নাটেরকোণা নামক গ্রামের নাম থেকে।

ময়মনসিংহ জেলার ১৩টি উপজেলা

০১. ময়মনসিংহ সদর ০২. গৌরীপুর ০৩. মুক্তাগাছা ০৪. ভালুকা ০৫. গফরগাঁও ০৬. ত্রিশাল ০৭. ঈশ্বরগঞ্জ ০৮. নান্দইল ০৯. দুবাউড়া ১০. ফুলবাড়ীয়া ১১. হালুয়াঘাট ১২. ফুলপুর ও ১৩. তারাকান্দা

জেলার ১৪৬টি ইউনিয়ন

গফরগাঁও	ময়মনসিংহ সদর	ফুলবাড়ীয়া	নান্দাইল	ত্রিশাল
1. রসুলপুর	1. অষ্টধার	1. নাওঁগাও	1. বেতাগৈর	1. ধানীখোলা
2. বারবাড়ীয়া	2. কুষ্টিয়া	2. পুটিজানা	2. মোয়াজ্জেমপুর	2. বৈলর
3. চরআলগী	3. বোররচর	3. কুশমাইল	3. নান্দাইল	3. কাঠাল
4. সালটিয়া	4. পরানগঞ্জ	4. বালিয়ান	4. চন্ডিপাশা	4. কানিহারী
5. যশরা	5. সিরতা	5. দেওখোলা	5. গাংগাইল	5. রামপুর
6. রাওনা	6. চরঈশ্বরদিয়া	6. ফুলবাড়ীয়া	6. রাজগাতী	6. ত্রিশাল
7. মশাখালী	7. চরনিলক্ষীয়া	7. বাক্তা	7. মুশুল্লী	7. হরিরামপুর
8. গফরগাঁও	8. আকুয়া	8. রাঙ্গামাটিয়া	8. সিংরইল	8. সাখুয়া
9. পাঁচবাগ	9. খাগডহর	9. এনায়েতপুর	9. আচারগাঁও	9. বালিপাড়া
10. উস্থি	10. দাপুনিয়া	10. কালাদহ	10. শেরপুর	10. মঠবাড়ী

RAISUL ISLAM HRIDOY

11. লংগাইর 12. পাইথল 13. দত্তেরবাজার 14. নিগুয়ারী 15. টাংগাব	11. ঘাগড়া 12. ভাবখালী 13. বয়ড়া	11. রাধাকানাই 12. আছিম 13. ভবানীপুর	11. খারুয়া 12. জাহাঙ্গীরপুর	11. মোক্ষপুর 12. আমিরাবাড়ি
হালুয়াঘাট	**ঈশ্বরগঞ্জ**	**গৌরীপুর**	**ফুলপুর**	
1. ভুবনকুড়া 2. জুগলী 3. কৈচাপুর 4. হালুয়াঘাট 5. গাজিরভিটা 6. বিলডোরা 7. শাকুয়াই 8. নড়াইল 9. ধারা 10. ধুরাইল 11. আমতৈল 12. স্বদেশী	1. ঈশ্বরগঞ্জ 2. সোহাগী 3. সরিষা 4. আঠারবাড়ী 5. জাটিয়া 6. মাইজবাগ 7. মগটুলা 8. রাজিবপুর 9. উচাখিলা 10. তারুন্দিয়া 11. বড়হিত	1. উথুরা 2. মেদুয়ারী 3. ভরাডোবা 4. ধীতপুর 5. বিরুনিয়া 6. ভালুকা 7. মল্লিকবাড়ী 8. ডাকাতিয়া 9. কাচিনা 10. হবিরবাড়ী 11. রাজৈ	1. ছনধরা 2. রামভদ্রপুর 3. ভাইটকান্দি 4. সিংহেশ্বর 5. ফুলপুর 6. পয়ারী 7. রহিমগঞ্জ 8. রূপসী 9. বালিয়া 10. বওলা	11.
তারাকান্দা	**ভালুকা**	**মুক্তাগাছা**	**ধোবাউড়া**	
1. বানিহালা 2. বিসকা 3. বালিখা 4. কাকনী 5. ঢাকুয়া 6. তারাকান্দা 7. গালাগাঁও 8. কামারগাঁও 9. কামারিয়া 10. রামপুর	1. মইলাকান্দা 2. গৌরীপুর 3. অচিন্তপুর 4. মাওহা 5. সহনাটী 6. বোকাইনগর 7. রামগোপালপুর 8. ডৌহাখলা 9. ভাংনামারী 10. সিধলা	1. দুল্লা 2. বড়গ্রাম 3. তারাটী 4. কুমারগাতা 5. বাশাঁটী 6. মানকোন 7. ঘোগা 8. দাওগাঁও 9. কাশিমপুর 10. খেরুয়াজানী	1. দক্ষিণ মাইজপাড়া 2. গামারীতলা 3. ধোবাউড়া 4. পোড়াকান্দুলিয়া 5. গোয়াতলা 6. ঘোষগাঁও 7. বাঘবেড়	

RAISUL ISLAM HRIDOY

ময়মনসিংহ জেলার ৩১টি পোস্ট কোড

SL.	Thana	Sub Office	Post Code
01.	Bhaluka	Bhaluka	2240
02.	Fulbaria	Fulbaria	2216
03.	Gaforgaon	Duttarbazar	2234
04.	Gaforgaon	Gaforgaon	2230
05.	Gaforgaon	Kandipara	2233
06.	Gaforgaon	Shibganj	2231
07.	Gaforgaon	Usti	2232
08.	Gouripur	Gouripur	2270
09.	Gouripur	Ramgopalpur	2271
10.	Haluaghat	Dhara	2261
11.	Haluaghat	Haluaghat	2260
12.	Haluaghat	Munshirhat	2262
13.	Isshwargonj	Atharabari	2282
14.	Isshwargonj	Isshwargonj	2280
15.	Isshwargonj	Sohagi	2281
16.	Muktagachha	Muktagachha	2210
17.	Mymensingh Sadar	Agriculture Universi	2202
18.	Mymensingh Sadar	Biddyaganj	2204
19.	Mymensingh Sadar	Kawatkhali	2201
20.	Mymensingh Sadar	Mymensingh Sadar	2200
21.	Mymensingh Sadar	Pearpur	2205
22.	Mymensingh Sadar	Shombhuganj	2203
23.	Nandail	Gangail	2291
24.	Nandail	Nandail	2290
25.	Phulpur	Beltia	2251
26.	Phulpur	Phulpur	2250
27.	Phulpur	Tarakanda	2252
28.	Trishal	Ahmadbad	2221
29.	Trishal	Dhala	2223
30.	Trishal	Ram Amritaganj	2222
31.	Trishal	Trishal	2220

RAISUL ISLAM HRIDOY

ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান

☞ শহীদ আব্দুল জব্বার জাদুঘর ☞ শশী লজ ☞ গৌরীপুর হাউজ ☞ রাজ রাজেশ্বরী ওয়াটার ওয়ার্কস ☞ ময়মনসিংহ টাউন হল ☞ কালুশাহ বা কালশার দিঘি ☞ মহারাজ সূর্যকান্তের বাড়ি ☞ চীনা মাটির টিলা ☞ মনসাপাড়া সেভেনথ ডে এডভেন্টিস্ট সেমিনারী, ধোবাউড়া ☞ রাবার ডেম ☞ গারো পাহাড় ☞ তেপান্তর শুটিং স্পট উথুরা কুমির প্রকল্প ☞ মুক্তাগাছা জমিদার বাড়ী ☞ অর্কিড বাগান ☞ আলাদিনস্ পার্ক ☞ সন্তোষপুর রাবার বাগান ☞ আলেকজান্ডার ক্যাসেল ☞ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা ☞ স্বাধীনতা স্তম্ভ

সূত্র: বাংলা পিডিয়া, উইকিপিডিয়া এবং বিভিন্ন সূত্র হতে প্রাপ্ত।

RAISUL ISLAM HRIDOY

অধ্যায় ৩

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

বাংলাদেশের নদ-নদী

বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদী

বাংলাদেশে প্রায় ৭০০ নদ-নদী আছে। মোট নদী দৈর্ঘ্য প্রায় ২২,১৫৫ বর্গকিলোমিটার।

পদ্মাঃ পদ্মা নদীর পূর্বনাম কীর্তিনাশা। এই নদী হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। রাজবাড়ির গোয়ালন্দে যমুনার সাথে মিলিত হয়েছে পদ্মা নিয়ে চাঁদপুরে মেঘনার সাথে মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারন করে বঙ্গপোসাগরে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশে গঙ্গা – পদ্মা বিধৌত অঞ্চল ৩৪,১৮৮ বর্গকিলোমিটার। শাখানদী কুমার, মাথাভাঙা, ভৈরব, গড়াই, মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ ইত্যাদি। উপনদী হল পুনর্ভবা, নাগর, পাগলা, কুলিক ও ট্যাংগন, মহানন্দা ইত্যাদি।

ব্রহ্মপুত্রঃ এ নদ হিমালয় কৈলাস শৃঙ্গের নিকট মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রথমে তিব্বতের উপর দিয়ে পূর্ব দিকে ও পরে আসামের ভিতর দিয়ে পশ্চিম দিকে প্রভাহিত হয়েছে।উৎপত্তিস্থলে নাম সাঙপো। এরপর ব্রহ্মপুত্র কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এটি ভৈরব বাজারে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে এই নদ বিশ্বে ২২ তম।বাংলাদেশের নদী গুলোর মধ্যে এটি দীর্ঘপথ(২৮৫০কি.মি) অতিক্রম করেছে। ধরলা ও তিস্তা প্রধান উপনদী এবং বংশী ও শীতলক্ষ্যা প্রধান শাখানদী।

মেঘনাঃ আসামের বরাক নদী নাগা- মণিপুর অঞ্চল হতে উৎপন্ন হয়ে সুরমা ও কুশিয়ারা নাম নিয়ে সিলেট জেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।আবার আজমিরিগঞ্জ গিয়ে মিলিত হয়ে কালনী নাম নিয়ে কিছুদূর গিয়ে আবার মেঘনা নাম ধারন করেছে। ভৈরববাজারে পুরাতন ব্রহ্মপত্রের সাথে মিলিত হয়ে আবার চাঁদপুরে পদ্মার সাথে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে বঙ্গপোসাগরের পড়েছে।

কর্ণফুলীঃ আসামের লুসাই পাহাড় হতে উৎপন্ন হয়ে রাঙ্গামাটি দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।দৈর্ঘ্য প্রায় ৩২০ কিমি। উপনদী কাসালং, হালদা এবং বোয়ালখালী। বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর এই নদীর তীরে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাংলাদেশের নদী সম্পর্কিত ছক

নদীর সংখ্যা	৭০০ টি [সূত্রঃ মাধ্যমিক ভূগোল] ৩১০ টি [সূত্রঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যা পকেটবুক] ২৩০ টি [সূত্রঃ ছোটদের বিশ্বকোষ]
বাংলাদেশের মোট নদী দৈর্ঘ্য	২২,১৫৫ বর্গকিলোমিটার [সূত্রঃ মাধ্যমিক ভূগোল] ২৪১৪০ বর্গকিলোমিটার
বাংলাদেশের দীর্ঘতম,গভীরতম,প্রশস্ততম(ভোলার দিকে) ও সবচেয়ে নাব্য নদী	মেঘনা
উৎপত্তি স্থলে মেঘনার নাম	বরাক নদী
যে নদী বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকে দুইভাগ হয়ে কিছু দূর প্রবাহিত হয়ে পুনরায় মিলিত হয়েছে	মেঘনা
দুইভাগ হয়ে মেঘনা প্রবাহিত হয়েছে	সুরমা ও কুশিয়ারা নামে
সুরমা ও কুশিয়ারা নদী কোথায় মিলিত হয়েছে	আজমেরীগঞ্জ/ভৈরব বাজারের নিকট
মিলিত হয়ে সুরমা ও কুশিয়ারা যে নাম নিয়েছে	কালনি
কালনি কিছুদুর গিয়ে যে নাম ধারন করে	মেঘনা
বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদ	ব্রহ্মপুর
ব্রহ্মপুর নদ প্রবাহিত হয়েছে	চীন(তিব্বত), ভুটান, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে
বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম নদী	গোবরা (মাত্র ৪ কিঃমিঃ)
বাংলাদেশের খরস্রোতা নদী	কর্ণফুলী [চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর এই নদীর তীরে অবস্থিত।]
কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত	কর্নফুলী নদীর ওপর(১৯৬২)
কোন নদীতে বাধঁ দিয়ে কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করা হয়েছে	কর্নফুলী নদীতে [বাংলাদেশে রাঙ্গামাটি দিয়ে প্রবেশ করেছে।]
সবচেয়ে বেশি চর	যমুনা
যমুনা নদীর পূর্ব নাম	জোনাই নদী
বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকে বিভক্তকারী নদী	নাফ নদী
নাফ নদীর দৈর্ঘ্য	৫৬ কিঃমিঃ

বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্তকারী নদী	হাড়িয়াভাঙ্গা
বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দক্ষিন তালপট্টি দ্বীপ যে নদীর মোহনায়	হাড়িয়াভাঙ্গা
বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উৎপত্তি ও সমাপ্তি হয়েছে	হালদা নদীর
এশিয়ার সর্ববৃহৎ ‘প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র’	হালদা নদী
বানিজ্যিকভাবে মাছের রেনু পোনা সংগ্রহ করা হয়	হালদা নদী
বাংলামদশের মোট অভিন্ন নদী বা আন্তঃসীমান্ত নদী	৫৮ টি [সূত্রঃবাংলা পিডিয়া] ৫৭ টি [সূত্রঃযৌথ নদী কমিশন]
ভারত হতে আসা অভিন্ন নদী বা আন্তঃসীমান্ত নদী	৫৫ টি [সূত্রঃবাংলা পিডিয়া] ৫৪ টি [সূত্রঃযৌথ নদী কমিশন]
মিয়ানমার হতে আসা অভিন্ন নদী বা আন্তঃসীমান্ত নদী	৩ টি (সাঙ্গু, মাতামুহুরী ও নাফ)
বাংলাদেশ হতে ভারতে প্রবশেকারী নদী	১ টি (কুলিখ)
বাংলাদেশ হতে ভারতে গিয়ে আবার বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে	আত্রাই, পুর্নভবা ও ট্যাঙ্গন
বাংলাদেশের নদ	ব্রহ্মপুত্র, কপোতাক্ষ, আঁড়িয়াল খাঁ
কুমিল্লার দুঃখ বলা হয় ও জোয়ার ভাটা হয়না	গোমতি নদীতে।[কুমিল্লা এই নদীর তীরে অবস্থিত]
ব্যক্তির নামে নদী	রূপসা নদী।[রূপলাল সাহার নামে]
রূপসা নদীর সাথে ভৈরব নদী মিলিত হয়েছে	খুলনায়
বাংলাদেশের একমাত্র আর্ন্তজাতিক নদী	পদ্মা
নদী গভেষনা কেন্দ্র	ফরিদপুর
নদী শিকস্তি	নদী ভাঙ্গনে সর্বশান্ত মানুষ
নদী পয়স্তি	নদীতে চর জাগলে যারা চাষাবাদ করে
গঙ্গা-বক্ষপুত্র-মেঘনার সম্মিলিত নদী অববাহিকার বাংলাদেশের অর্ন্তভূক্ত অংশ	৩৩%
বাকল্যান্ড(১৮৬৪) বাঁধ কোন নদীর তীরে অবস্থিত	বুড়িগঙ্গা
বুড়িগঙ্গা নদীর পূর্ব নাম	দোলাই নদী(দোলাই খাল)

RAISUL ISLAM HRIDOY

তিস্তা নদীর উপর ভারতের জলপাইগুড়ির গজলডোবাত নামক স্থানে ভারত ব্যারেজ নির্মান করে	১৯৮৫
উত্তরবঙ্গের লাইফ লাইন বলা হয়	তিস্তা নদীকে
নিঝুম দ্বীপ অবস্থিত	মেঘনা নদীর মোহনায়
বাংলাদেশের প্রধান নদী বন্দর	নারায়নগঞ্জ
কোন জেলাটির নামকরন করা হয়েছে নদীর নামে	ফেনী
জগন্নাথগঞ্জ ঘাট	জামালপুর
চট্রগ্রামের দু:খ বলা হয়	চাকতাই খাল
বাংলার দু:খ বলা হয়	দামোদার নদীকে।(পশ্চিমবঙ্গের ২য় বৃহত্তম নদী)
বাংলাদেশর উত্তরাঞ্চলের লাইফলাইন	তিস্তা নদী
বাংলাদেশর পশ্চিমাঞ্চলের লাইফলাইন	গড়াই নদী
পশ্চিমা বাহিনীর নদী বলা হয়	বিল ডাকাতিয়াকে।
বাংলার সুয়েজ খাল বলা হয়	গাবখান নদীকে।

- বাংলাদেশের নদী গভেষণা ইনস্টিটিউড ফরিদপুরে অবস্থিত। এটি পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের অধীনে।
- ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয় ১৯৭২ সালে।
- ব্রক্ষপুত্রের পুরাতন প্রবাহ প্রবাহিত হয়েছে ময়মনসিংহের মদ্য দিয়ে যা ভৈরবের কাছে মেঘনায় মিলিত হয়েছে। পুরাতন ব্রক্ষপুত্রের গতিপথ পরিবর্তিত হয় ১৭৮৭ সালের ভূমিকম্পের জন্য যার ফলে নতুন স্রোতধারায় যমুনার উৎপত্তি হয়।

নদীর নাম ও প্রবেশ স্থল

নদীর নাম	নদীর প্রবেশ স্থল(জেলা)
পদ্মা	নবাবগঞ্জ(বৃহত্তর রাজশাহী)
মেঘনা	সিলেট

RAISUL ISLAM HRIDOY

ব্রহ্মপুত্র	নাগেশ্বর, কুড়িগ্রাম
তিস্তা	নীলফামারী
নাফ	টেকনাফ, কক্সবাজার
কর্ণফুলী	রাঙ্গামাটি
সাঙ্গু, মাতামুহুরি	বান্দরবান

বিভিন্ন নদীর ওপর বাধঁ

নাম	**যে নদীর উজানে**
ফারাক্কা ব্যারেজ	গঙ্গা
মহানন্দা ব্যারেজ	মহানন্দা
তিস্তা ব্যারেজ	তিস্তা
মনু ব্যারেজ	মনু
খোয়াই ব্যারেজ	খোয়াই
মহারানী ব্যারেজ	গোমতি
কালনি ব্যারেজ	মুহুরী

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিভিন্ন নদীর পূর্ব নাম

নদীর নাম	অন্যনাম বা পূর্ব নাম
পদ্মা	কীর্তিনাশা
যমুনা	জোনাই নদী
বক্ষপুত্র	লোহিত্য
বুড়িগঙ্গা	দোলাই নদী/খাল

গুরুত্বপূর্ণ ফেরীঘাট

ফেরীঘাট	অবস্থান
দৌলদিয়া	রাজবাড়ি
আরিচা	মানিকগঞ্জ
পাটুরিয়া	মানিকগঞ্জ
মাওয়া	মুন্সিগঞ্জ
কাওরাকান্দি	মাদারিপুর
নগরবাড়ি	পাবনা

নদী, উপনদী ও শাখানদী

নদী	উপনদী	শাখানদী
পদ্মা	মহানন্দা	কুমার, মাথাভাঙ্গা,ভৈরব, গড়াই, মধুমতি, ইছামতি, কপোতাক্ষ,

RAISUL ISLAM HRIDOY

		আড়িয়াল খাঁ।
মেঘনা	গোমতি, মনু, বাউলাই, তিতাস	
যমুনা	করতোয়া, আত্রাই	ধলেশ্বরী
বক্ষপুত্র	ধরলা, তিস্তা	যমুনা, শীতলক্ষ্যা, বংশী
মহানন্দা	পুর্নভবা, নাগর, ট্যাঙ্গন, কুলিখ	
কর্ণফুলী	হালদা, বোয়ালখালি, কাসালং	
ধলেশ্বরী		বুড়িগঙ্গা
ভৈরব		কপোতাক্ষ ও পশুর

প্রধান নদ-নদী মিলিত হবার স্থান

নদ-নদীর নাম	মিলনস্থল	মিলিত হওয়ার পর নদীর নাম
পদ্মা ও যমুনা	গোয়ালন্দ (রাজবাড়ি), দৌলদিয়া	পদ্মা
পদ্মা ও মেঘনা	চাঁদপুর	মেঘনা
কুশিয়ারা ও সুরমা	আজমিরীগঞ্জ	কালনি [কালনি ভৈরব বাজারের নিকট মেঘনা নাম ধারন করেছে]
পুরাতন ব্রক্ষপুত্র ও মেঘনা	ভৈরব বাজার	মেঘনা

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাঙালি ও যমুনা	বগুড়া	যমুনা
হালদা ও কর্ণফুলী	কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী
তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র	চিলমারী, কুড়িগ্রাম	ব্রহ্মপুত্র
রূপসা ও ভৈরব	খুলনা	রূপসা

বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদীর উৎপত্তি স্থল

নদী	**উৎপত্তিস্থান**
পদ্মা	হিমালয় পর্বতের গঙ্গোত্রী হিমবাহ হতে
মেঘনা	আসামের নাগা মনিপুর পাহাড়ের দক্ষিনে লুসাই পাহাড় থেকে
যমুনা	জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জের নিকট ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা যমুনা নামে দক্ষিন দিকে প্রবাহিত হয়েছে
ব্রহ্মপুত্র	তিব্বতের হিমালয়ের কৈলাশ শৃঙ্গের নিকটে মানস সরোবর হ্রদ হতে। উৎপত্তিস্থলে নাম সাঙপো।
কর্ণফুলী	মিজোরামরে লুসাই পাহাড়ের লংলেহ থেকে
সাঙ্গু	আরাকান পাহাড়
তিস্তা	সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল
করতোয়া	সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল
মাতামুহুরী	লামার মইভার পর্বত হতে

RAISUL ISLAM HRIDOY

মহুরি	ত্রিপুরার লুসাই পাহাড় হতে
ফেনী	পার্বত্য ত্রিপুরার পাহাড়
গোমতী	ত্রিপুরার ডুমুর পাহাড় থেকে
খোয়াই	ত্রিপুরার আঠারমুড়া পাহাড়
সালদা	ত্রিপুরার পাহাড়
হালদা	খাগড়াছড়ির বাদনাতলী পর্বতশৃঙ্গ
মনু	মিজোরাম পাহাড় থেকে
মহানন্দা	হিমালয় পর্বতমালার মহালদিরাম পাহাড়

নদ-নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ

স্থানের নাম	নদী	স্থানের নাম	নদী
ঢাকা/লালবাগকেল্লা	বুড়িগঙ্গা	রাজশাহী	পদ্মা
কুমিল্লা	গোমতী	মাদারীপুর	পদ্মা
মুন্সিগঞ্জ	ধলেশ্বরী	সারদা	পদ্মা
সিলেট	সুরমা	শিলাদহ	পদ্মা
সুনামগঞ্জ	সুরমা	রাজবাড়ি	পদ্মা

RAISUL ISLAM HRIDOY

ছাতক	সুরমা	মাওয়াঘাট	পদ্মা
নরসিংদী	মেঘনা	দৌলদিয়াঘাট	পদ্মা
আশুগঞ্জ	মেঘনা	আরিচা ঘাট	পদ্মা
জিয়াসার কারখানা	মেঘনা	ভেড়ামারা	পদ্মা
চাঁদপুর	মেঘনা	পাকসী	পদ্মা
নোয়াখালী	মেঘনা/ডাকাতিয়া	শরীয়তপুর	পদ্মা
চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী	গোয়ালন্দ	পদ্মা
চন্দ্রঘোনা	কর্ণফুলী	সিরাজগঞ্জ	যমুনা
কাপ্তাই	কর্ণফুলী	টাঙ্গাইল	যমুনা
নীলফামারী	তিস্তা	মানিকগঞ্জ	যমুনা
রংপুর	তিস্তা	নগরবাড়ি	যমুনা
লালমনিরহাট	তিস্তা	বাহাদুরহাট	যমুনা
ময়মনসিংহ	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র	জগন্নাতাবাদ	যমুনা
জামালপুর	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র	ভূয়পুর ঘাট	যমুনা
কিশোরগঞ্জ	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র	বরগুনা	বিশখালী

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাগেরহাট	মধুমতি	দিনাজপুর	পুর্ণভবা
গোপালগঞ্জ	মধুমতি	ফরিদপুর	আড়িয়াল খাঁ
টুঙ্গিপাড়া	মধুমতি	ফেঞ্জুগঞ্জ	কুশিয়ারা
বাংলাবান্ধা	মহানন্দা	পাবনা	ইছামতি
চাপাইনবাবগঞ্জ	মহানন্দা	মেহেরপুর	ইছামতি
পঞ্চগড়	করতোয়া	ঝালকাঠি	বিশখালী
মহাস্থানগড়	করতোয়া	ঠাকুরগাঁও	টাঙ্গন
বগুড়া	করতোয়া	কুড়িগ্রাম	ধরলা
নারায়নগঞ্জ	শীতলক্ষ্যা	মাগুরা	কুমার ও গড়াই
ঘোড়াশাল	শীতলক্ষ্যা	নাটোর	আত্রাই
ভৈরব	শীতলক্ষ্যা ও মেঘনা	গাইবান্ধা	আত্রাই
খুলনা	রূপসা ও ভৈরব		
ফেনী	ফেনী		
বরিশাল	কীর্তনখোলা		

RAISUL ISLAM HRIDOY

মৌলবিবাজার	মনু
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	তিতাস
যশোর	কপোতাক্ষ
সাতক্ষীরা	পাঙ্গাশিয়া
পটুয়াখালী	পায়রা
গাজিপুর/টঙ্গি	তুরাগ
মংলা	পশুর
চালনা বন্দর	পশুর
রাঙ্গামাটি	কর্ণফুলী ও শংখ
বান্দরবান	শংখ
শেরপুর	কংশ
কক্সবাজার/টেকনাফ	নাফ
হবিগঞ্জ	খোয়াই
কুড়িগ্রাম	ধরলা
ঝিনাইদহ	নবগঙ্গা

RAISUL ISLAM HRIDOY

- চেঙ্গী নদী খাগড়াছড়িতে অবস্থিত।
- ধানসিড়ি নদী বরিশালে অবস্থিত।
- The river rajat Rekha is located in Munshigong district.
- Payan river located in Shylet.

নদীর নাম, দৈর্ঘ্য ও প্রবাহিত এলাকা

নদীর নাম	দৈর্ঘ্য (কি.মি)	প্রবাহিত এলাকা (দৈর্ঘ্য)
আড়িয়াল খাঁ নদীর দৈর্ঘ্য কত?	১৬০	ফরিদপুর (১০২), বরিশাল (৫৮)
বাংশী নদীর দৈর্ঘ্য কত?	২৩৮	ময়মনসিংহ (১৯৮), ঢাকা (৪০)
বেতনা-খোলটুয়া নদীর দৈর্ঘ্য কত?	১৯১	যশোর (১০৩), খুলনা (৮৮)
ভদ্রা নদীর দৈর্ঘ্য কত?	১৯৩	যশোর (৫৮), খুলনা (১৩৫)
ভৈরব নদীর দৈর্ঘ্য কত?	২৫০	যশোর, খুলনা
ভোগাল-কংস নদীর দৈর্ঘ্য কত?	২২৫	ময়মনসিংহ (২২৫)
ব্রহ্মপুত্র-যমুনা (২০৭)	২৭৬	রংপুর (১৪০), পাবনা (১৩৬)
বুড়িগঙ্গা নদীর দৈর্ঘ্য কত?	২৭	ঢাকা (২৭)
চিত্রা নদীর দৈর্ঘ্য কত?	১৭০	কুষ্টিয়া (১৯), যশোর (১৫১)
ডাকাতিয়া নদীর দৈর্ঘ্য কত?	২০৭	কুমিল্লা (১৯), নোয়াখালী (২৭)
ধলেশ্বরী নদীর দৈর্ঘ্য কত?	১৬০	ময়মনসিংস, ঢাকা
ধনু-বৌলাই- ঘোড়াইত্রা নদীর দৈর্ঘ্য কত?	২৩৫	ময়মনসিংহ (১২৬), সিলেট (১০৯)
দোনাই-চরলকাটা - যমুনেশ্বরী-করতোয়া নদীর দৈর্ঘ্য কত?	৪৫০	রংপুর (১৯৩), বগুড়া (১৫৭), পাবনা (১০০)
গঙ্গা (২৫৮) - পদ্মা (১২০) নদীর দৈর্ঘ্য কত?	৩৭৪	রাজশাহী (১৪৫), পাবনা (৯৮), ঢাকা এবং ফরিদপুর (১৩৫)
গড়াই-মধুমতি - বলেশ্বর নদীর দৈর্ঘ্য কত?	৩৭১	কুষ্টিয়া (৩৭), ফরিদপুর (৭১), যশোর (৯২), খুলনা (১০৪), বরিশাল (৬৭)
ঘাঘট নদীর দৈর্ঘ্য কত?	২৩৬	রংপুর (২৩৬)
করতোয়অ-আত্রাই - গুর-গুমানি-হুরসাগর নদীর দৈর্ঘ্য কত?	৫৯৭	দিনাজপুর (২৫৯), রাজশাহী (২৫৮), পাবনা (৮০)
কর্ণফুলি নদীর দৈর্ঘ্য কত?*	১৮০	পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম
কপোতাক্ষ নদীর দৈর্ঘ্য কত?	২৬০	যশোর (৮০), খুলনা (১৮০)
কুমার নদীর দৈর্ঘ্য কত?	১৬২	যশোর, ফরিদপুর
কুশিয়ারা নদীর দৈর্ঘ্য কত?	২২৮	সিলেট (২২৮)
ছোট ফেনী- ডাকাতিয়া নদীর দৈর্ঘ্য কত?	১৯৫	নোয়াখালী (৯৫), কুমিল্লা (১০০)

RAISUL ISLAM HRIDOY

লোয়ার মেঘনা নদীর দৈর্ঘ্য কত?	১৬০	চাঁদপুর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত
মাতামুহুরী নদীর দৈর্ঘ্য কত?	২৮৭	পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম
মাথাভাঙা নদীর দৈর্ঘ্য কত?	১৫৬	রাজশাহী (১৬), কুষ্টিয়া (১৪০)
নবগঙ্গা নদীর দৈর্ঘ্য কত?	২৩০	কুষ্টিয়া (২৬), যশোর (২০৪)
পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর দৈর্ঘ্য কত?	২৭৬	ময়মনসিংহ (২৭৬)
পুনর্ভবা নদীর দৈর্ঘ্য কত?	১৬০	দিনাজপুর (৮০), রাজশাহী (৮০)
রূপসা-পসুর নদীর দৈর্ঘ্য কত?	১৪১	খুলনা (১৪১)
সাঙ্গু নদীর দৈর্ঘ্য কত?	১৭৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম (৯৩), চট্টগ্রাম
সুরমা-মেঘনা নদীর দৈর্ঘ্য কত?	৬৭০	সিলেট (২৯০), কুমিল্লা (২৩৫), বরিশাল (১৪৫)
তিস্তা নদীর দৈর্ঘ্য কত?	১১৫	রংপুর (১১৫)
মেঘনা নদীর দৈর্ঘ্য কত?	৩৩০	কাকুরিয়া থেকে বঙ্গোপসাগর
পদ্মা নদীর দৈর্ঘ্য কত?	৩১৫	গোদাগাড়ি থেকে চাঁদপুর
যমুনা নদীর দৈর্ঘ্য কত?	২৯১	নুনখাওয়া থেকে আরিচা
সুরমা নদীর দৈর্ঘ্য কত?	২৪৫	অমলসিদ থেকে কাকুরিয়া
পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর দৈর্ঘ্য কত?	২৪০	দেওয়ানগঞ্জ থেকে ভৈরব
কুশিয়ারা নদীর দৈর্ঘ্য কত?	২২৮	অমলসিদ থেকে আকুরিয়া
কর্ণফুলী নদীর দৈর্ঘ্য কত?	১৬০	পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম
তিস্তা নদীর দৈর্ঘ্য কত?	১১৫	রংপুর (১১৫)
নাফ নদীর দৈর্ঘ্য কত?	৬৪	বাংলাদেশ, মিয়ানমার
হালদা নদীর দৈর্ঘ্য কত?	৮০.৪৫	চট্টগ্রাম
রূপসা-পসুর নদীর দৈর্ঘ্য কত?	১৪১	খুলনা (১৪১)

নদী সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

- পাহাড়, হ্রদ, প্রস্রবণ প্রভৃতি উচ্চ ভূমিতে সৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতধারার মিলিত প্রবাহ নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক খাত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যখন অপর কোনো জলাশয়, হ্রদ বা সাগরে মিলিত হয় তখন ঐ প্রবাহকে নদী বলা হয়।
- শাখা-প্রশাখাসহ বাংলাদেশে নদ-নদীর সংখ্যা ২৩০টি।
- বাংলাদেশে নদনদীর মোট দৈর্ঘ্য ২৪,১৪০ কিমি (প্রায়)।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- দৈর্ঘ্যর দিক থেকে ব্রহ্মপুত্র (২৮৫০ কিমি) নদের অবস্থান বিশ্বে ২২ তম এবং গঙ্গার (২,৫১০ কিমি) অবস্থান ৩০ তম।
- পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৯৭৭ সাথে বাংলাদেশে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়।
- বর্তমান নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট হারুকান্দি, ফরিদপুর অবস্থিত।
- প্রতিবেশী দেশের (ভারত ও মিয়ানমার) সাথে বাংলাদেশের ৫৮ টি নদীর আন্তঃসীমান্ত বা অভিন্ন নদী আছে।
- ভুটান, ভারত, চীন এবং বাংলাদেশের মধ্যে প্রবাহিত নদীর ব্রহ্মপুত্র।
- নেপাল, ভারত, চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রবাহিত নদী গঙ্গা।
- মিয়ানমার ও বাংলাদেশের মধ্য প্রবাহিত নদী ৩টি (সাঙ্গু, মাতামুহুরী ও নাফ)।
- বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদীপ্রণালী সুরমা-মেঘনা (৬৬৯ কিমি) নদী প্রণালী।
- বাংলাদেশের নদনদী সম্মন্ধীয় বিস্তারিত নিচে বর্ণনা করা হলো।
- নাব্য নদীঃ শুকনা মৌসুমে নদীতে ১ লক্ষ কিউসেক লিটার পানি থাকলে তাকে নাব্য নদী বলে।
- মোহনাঃ নদী যে স্থানে সমুদ্রে বা হ্রদে মিলিত হয় তাকে মোহন বলে।

আরো কিছু প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশের বৃহত্তম নাব্য নদী কোনটি?	মেঘনা।
নদীর বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যাকে কী বলে?	পোটোমলোজি (Potomology) বলে।
বাংলাদেশের নদনদীর মোট দৈর্ঘ্য কত?	২৪,১৪০ কিলোমিটার প্রায়।
দৈর্ঘ্যের দিক থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের অবস্থান বিশ্বে কত তম?	২২ তম (২৮৫০ কিমি)।
দৈর্ঘ্যের দিক থেকে গঙ্গা নদীর অবস্থান বিশ্বে কত তম?	৩০ তম (২৫১০ কিমি)।
নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে?	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?	১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত।
আগে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর সদর দপ্তর কোথায় ছিল?	ঢাকা।
বর্তমান নদী গবেষণা ইনস্টিটিউরটের সদর দপ্তর কোথায়?	হারুকান্দি ফরিদপুর।
প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে কতটি আন্তঃসীমান্ত বা অভিন্ন নদী রয়েছে?	৫৮ টি।
বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রবাহিত আনঃসীমান্ত নদী কতটি?	৫৫ টি।
মিয়ানমার ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রবাহিত আন্তঃসীমান্ত নদী কতটি?	৩ টি।
কোন নদী ভুটান, ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত।	ধরলা ও দুধকুমার।
ভুটান, ভারত, চীন ও বংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবহিত নদী কোনটি?	ব্রহ্মপুত্র।
নেপাল, ভারত, চীন ও বাংলাদেশের দধ্যে প্রবহিত নদী কোনটি?	গঙ্গ।
বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যৌথ নদী কমিশন (JRC) গঠিত হয় কত সালে?	১৯৭২ সালে।
JRC এর পূর্ণরূপ কী?	Joint Rivers Commission.
বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী প্রণালী কোনটি?	সুরমা-মেঘনা নদী প্রণাণী (৬৬৯ কিমি)।

RAISUL ISLAM HRIDOY

মিয়ানমার ও কক্সবাজারকে পৃথম করছে কোনটি?	নাফ নদী (৫৬ কিমি)।
দেশের একমাত্র পানি বিদ্যুত কেন্দ্র কোনটি?	কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎকেন্দ্র।
বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উৎপত্তি ও শেষ নদী কতটি ও কী কী?	২ টি নদী (সাঙ্গু ও হালদা)
দু'ভাগ হয়ে মেঘনা নদী কী নামে প্রবাহিত হয়েছে?	সুরমা ও কুশিয়ারা।
সুরমা ও কুশিয়ারা মিলিত হয়ে কী নাম ধারণ করেছে?	কালনি নাম ধারণ করেছে।
কালনি ভৈরব বাজারের নিকটে পুনরায় কী নাম ধারণ করেছে?	মেঘনা মান ধারণ করেছে।
ব্রহ্মপুত্র নদ তিব্বতে ও আসামে কী নামে পরিচিত?	তিব্বতে সানপু এবং আসামে ডিহং।
প্রতি সেকেন্ডে এক ঘনফুট পানির প্রবাহকে কী বলে?	এক কিউসেক বলে।
বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে কত সালে বাকল্যান্ড বাধ নির্মাণ করা হয়?	১৮৬৪ সালে।
দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র কোনটি?	হালদা নদী (চট্টগ্রাম)।
সাঙ্গু নদী কোন জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে?	চট্টগ্রাম ও রাঙামাটি।
ভূমিকম্পের কারণে ১৭৮৭ সালে ব্রহ্মপুত্র নদের স্রোত পরিবর্তিত হয়ে কোন নদী উৎপত্তি লাভ করে?	যমুনা নদী উৎপত্তি লাভ করে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়ে পুনরায় বাংলাদেশে ফিরে এসেছে কোন নদী?	মহানন্দা, পুনর্ভবা, আত্রাই, টাঙ্গন।
দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ কোন নদীর মোহনায় অবস্থিত?	হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় অবস্থিত।
বাংলাদেশে মোট নদীর সংখ্যা কতটি?	২৩০ টি।
মহাস্থানগড় কোন নদীর তীরে অবস্থিত?	করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত।
বাংলাদেশের প্রধান নদীবন্দর কোনটি?	নারায়ণগঞ্জ।
মংলা বন্দর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?	পশুর।
বাংলাদেশের সবচেয়ে খরস্রোতা নদী কোনটি?	কর্ণফুলী।
মেঘনা নদীর মোহনায় কোন দ্বীপ অবস্থিত?	নিঝুম দ্বীপ অবস্থিত।
বাংলাবান্ধা কোন নদীর তীরে অবস্থিত?	মহানন্দা ।
কোন নদীতে জোয়ার-ভাঁটা হয় না?	কুমিল্লার গোমতী।
বাংলাদেশের সবচেয়ে নাব্য নদী কোনটি?	মেঘনা।
যমুণার দীর্ঘতম উপনদী কোনটি?	করতোয়া।
পদ্মার প্রধান উপনদী কোনটি?	মহানন্দা।
উৎপত্তিস্থলে মেঘনার নাম কী?	বরাক নদী।
ফেনী জেলার নামকরণ হয়েছে কোন নদীর নাম থেকে?	ফেনী নদীর নাম থেকে।
দেশে বর্ষা মৌসুমে নাব্য নদীপথ প্রায় কত কিমি?	৬০০০ কিমি।

RAISUL ISLAM HRIDOY

দেশে শুষ্ক মৌসুমে নাব্য নদীপথ প্রায় কত কিমি?	৩৮০০ কিমি।
বাংলাদেশে থেকে ভারতে গেছে কয়টি নদী কী কী?	১ টি নদী (কুলিখ)।
নদীর ভঙনে সর্বস্বান্ত জনগণ হল?	নদী সিকস্তি।
চর জাগলে যারা চাষাবাদ করতে যায় তারা কী?	নদী পয়স্তী।
রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই হ্রদ হল?	কৃত্রিম হ্রদ।
কর্ণফুলী পানি বদ্যুৎকেন্দ্র চালু হয় কত সালে?	১৯৬২ সালে।
বাংলাদেশের প্রধান ও বৃহত্তম নদীবন্দর কোনটি?	নারায়ণগঞ্জ।
বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী কোনটি?	মেঘনা।
সাঙ্গু নদীর দৈর্ঘ্য কত?	১৭৩ কিমি।
বাংলাদেশের কোন নদীতে পাশাপাশি দুই রং এর পানির স্রোত প্রবাহিত হয়?	যমুনা নদীতে।
বাংলাবান্ধা কোন নদীর তীরে অবস্থিত?	মহানন্দা।
কোন নদীর মোহনায় নিঝুম দ্বীপ অবস্থিত?	মেঘনা নদীর মোহনায়।
ভূমিকম্পের ফলে ব্রহ্মপুত্র নদীর স্রোত কত সালে পরিবর্তিত হয়ে যমুনা নদী হয়?	১৭৮৬ সালে।
পাঁচটি নদীর মিলিতস্থান কোনটি?	আগুনমুখো।
সুন্দরবনে বাংলাদেশ ও ভারতের সীমানা	হাড়িয়াভাঙ্গা

RAISUL ISLAM HRIDOY

নির্ধারণকারী নদী কোনটি?	
মহাস্থানগড় কোন নদীর তীরে অবস্থিত?	করতোয়া
বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক নদীর সংখ্যা কতটি?	২টি (পদ্মা/গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র)
রবীন্দ্র স্মৃতিবিজড়িত 'পতিসর' গ্রামটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত?	নাগর নদী।
নাফ নদী বাংলাদেশ ও মায়ানমারের কোন দুটি জেলাকে পৃথক করেছে?	কক্সবাজার ও আরাকান।
কোন নদীটি একজন ব্যক্তির নামে নামকরণ করা হয়?	রূপসা (রূপ লাল সাহার)
পদ্মা নদী কোন জেলার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে?*	নবাবগঞ্জ (বৃহত্তম রাজশাহী)
মেঘনা নদী কোন জেলার মধ্যদিয়ে প্রবেশ করেছে?	সিলেট।
ব্রহ্মপুত্র নদ কোন জেলার মধ্যদিয়ে প্রবেশ করেছে?	কুড়িগ্রাম।
তিস্তা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে কোন জেলার মধ্যদিয়ে?	নীলফামারী।
বাংলাদেশের সীমা থেকে কত কিমি উজানে তিস্তা নদীর উপর ব্যারেজ নির্মাণ করেন?	৬৫ কিমি।
ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার অভিন্ন নদীর মধ্য কতটিতে ব্যারেজ নির্মাণ করেছে?	৬টি (১ টিতে চলমান)
প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন নগরী কোন নদীর মোহনায় অবস্থিত?	করতোয়া।

RAISUL ISLAM HRIDOY

সুরমা ও কুশিয়ারা কোন নদীর শাখা?	আসামের বরাক।
ভারত কত সালে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে?	১৯৫১ সালে।
ভারত কত তারিখে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ কাজ শুরু করে?	৩০ জানুয়ারি, ১৯৬১।
ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ কাজ কত সালে শেষ হয়?	১৯৭৪ সালে।
ভারত ফারাক্কা বাঁধ কত সালে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে?	১৯৭৫ সালে।
ফারাক্কা বাঁধ কোথায় অবস্থিত?	মনোহরপুর (ভারত) অবস্থিত।
৫ বছর মেয়াদি যঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত সালে?	১৯৭৭ সালে।
২ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত তারিখে?	৪ অক্টোবর, ১৯৮২ সালে।
৩ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত তারিখে?	২২ নভেম্বর, ১৯৮৫।
৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত সালে?	১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর।
৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি চুক্তি কার্যকর হয় কত তারিখে?	৪ নভেম্বর ১৯৯৭ সালে।
মওলানা ভাসানী মরণ ফাঁদ ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধে কত কখন লং মার্চ করেন?	১৯৭৬ সালের ১৬ মে।
ফারাক্কা দিবস কত তারিখে?	১৬ মে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

ফারাক্কা বাঁধের দৈর্ঘ্য কত?	৭,৩৬৩ ফুট ৬ ইঞ্চি।
তুইবাই ও তুইরয়ং নদীদ্বয়ের মিলিত স্রোতধারায় সৃষ্টি হয়েছে কোন নদী?	বরাক নদী।
ভারত কোন নদীর উপর টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ করছে?	বরাক নদী ওপর।
টিপাইমুক বাঁধ ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত?	মণিপুর রাজ্যে অবস্থিত।
টিপাইমুক বাঁধের দৈর্ঘ্য কত?	১৫০০ ফুট বা ৫০০ মিটার।
টিপাইমুখ বাঁধের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করা হয় কত তারিখে?	২৪ নভেম্বর ২০০৫।
টিপাইমুক বাঁধ সমুদ্র সমতল থেকে কত উচুতে অবস্থিত?	প্রায় ৫৯০ ফুট বা ১৮০ মি উঁচুতে অবস্থিত।

টিপাইমুখ বাধঁ

উৎপত্তিস্থলে মেঘনা নদীর নাম বরাক নদী। বাংলাদেশের সিলেট সীমান্ত থেকে প্রায় ১০০ কিঃমিঃ পূর্বে ভারতের মণিপুর রাজ্যে টিপাইমুখ নামক স্থানে বরাক ও তুতভাই নামক নদীর সংযোগ স্থলে ভারত সরকার একটি বাধঁ নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।এই বাধঁ নির্মিত হলে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে।এই বাধেঁর দৈর্ঘ্য ১৫০০ ফুট বা ৫০০ মিটার এবং সমুদ্র সমতল হতে উচ্চতা প্রায় ৫৯০ ফুট বা ১৮০ মিটার।

বিল

নদী, বিল ও হাওর বাংলাদেশের মিঠাপানির মাছের উৎস। বাংলাদেশের মিঠাপানির মাছের উৎস হলো চলনবিল। চলনবিল বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল।চলনবিলের মধ্যদিয়ে আত্রাই নদী প্রবাহিত হয়েছে। ডাকাতিয়া বিলকে ‘পশ্চিমা বাহিনী নদী’ বলা হয় যেটি খুলনায় অবস্থিত।

বিল	অবস্থান	বিল	অবস্থান

RAISUL ISLAM HRIDOY

চলনবিল	পাবনা ও নাটোর	বিল ডাকাতিয়া	খুলনা
তামাবিল	সিলেট	আড়িয়াল বিল	শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ
ভবদহ	যশোর	বাইক্কা বিল	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
বগা(বগা কাহন)	বান্দরবান		

হাওড়

হাওড়	অবস্থান	তথ্য
হাকালুকি	মৌলভীবাজার ও সিলেট	এশিয়া ও বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওড় (আয়তন-২১৫০০ হেক্টর)
টাঙ্গুয়ার	সুনামগঞ্জ	বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম স্বাদু পানির জলাভূমি
হাইল	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	
বুরবুক	জৈন্তাপুর	বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম হাওড়

- প্রান্তিক হ্রদ খাগড়াছড়ি জেলায় অবস্থিত।
- সাধারণত নদীর পরিত্যক্ত খালকে ঝিল বলে।যেমন: হাতিরঝিল।

- মোট নদ-নদী- প্রায় ৭০০টি (তথ্যসূত্র : www.banglapedia.org)
- প্রায় ৮০০টি (তথ্যসূত্র : www.wikipedia.org)
- প্রচলিত তথ্য- ২৩০টি
- নদ-নদীর মোট আয়তন – ২৪,১৪০ কিমি (তথ্যসূত্র : www.banglapedia.org)

RAISUL ISLAM HRIDOY

- ভারত থেকে বাংলাদেশে আসা নদী- ৫৫টি
- মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে আসা নদী- ৩টি
- বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক নদী- ১টি (পদ্মা)
- মোট আন্তঃসীমান্ত নদী- ৫৮টি
- বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়া নদী- ১টি (কুলিখ)
- বাংলাদেশে উৎপত্তি ও সমাপ্তি এমন নদী- ২টি (হালদা ও সাঙ্গু)
- বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়ে আবার বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে- আত্রাই
- বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে বিভক্তকারী নদী- নাফ
- বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্তকারী নদী- হাড়িয়াভাঙ্গা
- হাড়িয়াভাঙ্গার মোহনায় অবস্থিত- দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ (ভারতে নাম পূর্বাশা, এই দ্বীপের মালিকানা নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে।)
- প্রধান নদী- পদ্মা
- দীর্ঘতম নদী- সুরমা (৩৯৯কিমি)
- দীর্ঘতম নদ- ব্রহ্মপুত্র (একমাত্র নদ) (দীর্ঘতম নদীর উত্তরে ব্রহ্মপুত্র থাকলে ব্রহ্মপুত্র-ই উত্তর হবে)
- প্রশস্ততম নদী- যমুনা
- সবচেয়ে খরস্রোতা নদী- কর্ণফুলী
- বাংলাদেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক নদী- পদ্মা
- চলন বিলের মধ্য দিয় প্রবাহিত নদী- আত্রাই
- জোয়ার-ভাঁটা হয় না- গোমতী নদীতে
- প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র- হালদা নদী
- বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে বিভক্তকারী নদী- নাফ
- বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্তকারী নদী- হাড়িয়াভাঙ্গা
- বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়ে আবার বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে- আত্রাই
- বরাক নদী বাংলাদেশে ঢুকেছে- সুরমা হয়ে (পরে মেঘনায় গিয়ে মিশেছে)

RAISUL ISLAM HRIDOY

- যমুনার সৃষ্টি হয়- ১৭৮৭ সালের ভূমিকম্পে
- নদী সিকস্তি- নদী ভাঙনে সর্বস্বান্ত
- নদী পয়স্তি- নদীর চরে যারা চাষাবাদ করে
- ফারাক্কা বাঁধ- গঙ্গা নদীর উপরে (বাংলাদেশে এসে গঙ্গা 'পদ্মা' নাম নিয়েছে)
- বাকল্যান্ড বাঁধ- বুড়িগঙ্গার তীরে (১৮৬৪ সালে নির্মিত)
- টিপাইমুখ বাঁধ- বরাক নদীর উপরে (ভারতের মণিপুর রাজ্যে)
- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র- কর্ণফুলী নদীর উপর (১৯৬২ সালে নির্মিত)
- চট্টগ্রাম বন্দর- কর্ণফুলী নদীর তীরে
- মংলা (খুলনা) বন্দর- পশুর নদীর তীরে
- মাওয়া ফেরিঘাট- পদ্মার তীরে
- প্রধান নদীবন্দর- নারায়ণগঞ্জ
- নদী গবেষণা ইন্সটিটউট- ফরিদপুর
- নদী উন্নয়ন বোর্ড- ঢাকায়

জলপ্রপাত ও ঝরনা

- বাংলাদেশের সবচেয়ে বিখ্যাত জলপ্রপাত মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখায় অবস্থিত মাধবকুন্ডু জলপ্রপাত। এর উৎপত্তি বড়লেখা থানার পাথুরিয়া পাহাড় হতে। মাধবকুন্ডু জলপ্রপাতের পানি ২৫০ ফুট উপর হতে নিচে পতিত হয়।মাধবকুন্ডে বর্তমানে ইকোপার্ক আছে। হামহাম জলপ্রপাত মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জে অবস্থিত। শুভলং জলপ্রপাত রাঙামাটিতে। নাফাখুম, বাকলাই ও ঋজুক জলপ্রপাত গুলো বান্দরবানে। রিছাং জলপ্রপাতটি খাগড়াছড়িতে অবস্থিত।
- বাংলাদেশে শীতল পানির ঝরনা হলো কক্সবাজারের হিমছড়ি পাহাড়ের ঝরণা।
- বাংলাদেশে উষ্ণ পানির ঝরনা হলো চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের ঝরনা। সীতাকুন্ডে বর্তমানে ইকোপার্ক আছে।

দ্বীপ ও চর

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপসমূহ

১. সেন্ট মার্টিন দ্বীপ

RAISUL ISLAM HRIDOY

কক্সবাজার জেলার নাফ নদীর মোহনায় অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র সামুদ্রিক প্রবাল দ্বীপ হলো সেন্ট মার্টিন।টেকনাফ সমুদ্র উপকূল হতে ৯ কিঃমিঃ দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত। দ্বীপটির আয়তন মাত্র ৮ কিঃমিঃ। এর অন্য নাম নারিকেল জিঞ্জিরা। সেন্ট মার্টিন দ্বীপ পর্যটন কেন্দ্র, মৎস আহোরণ, চুনাপাথর, খনিজ পদার্থ (কালো সোনা) প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ।

২. ছেঁড়া দ্বীপ

ছেঁড়া দ্বীপ কে পৃথক ভাবা হলেও এটি মূলত সেন্ট মার্টিন দ্বীপেরই অংশবিশেষ।এটি সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণাংশ।জোয়ারের সময় এটি সেন্ট মার্টিন দ্বীপ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভাটার সময় সেন্ট মার্টিন হতে পায়ে হেটে যাওয়া যায়। এটি বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিনের স্থান। এর আয়তন প্রায় ৩ কিঃ মিঃ।

৩. কুতুবদিয়া

কুতুবদিয়া দ্বীপে রাতে জাহাজ চলাচলের জন্য ব্রিটিশ আমলে নির্মিত বাতিঘর আছে। এটি কক্সবাজারে অবস্থিত।

৪. মহেশখালী

মহেশখালী বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ। বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল দ্বীপও এটি। আয়তন প্রায় ৩৬২ বর্গ কিঃমিঃ। মৌনাক পাহাড়ের চূড়ায় বিখ্যাত 'আদিনাথ মন্দির' এই দ্বীপে অবস্থিত।এটি কক্সবাজারে অবস্থিত।কক্সবাজার হতে এর দূরত্ব প্রায় ১২কি.মি.।

৫. সোনাদিয়া দ্বীপ

দ্বীপটির আয়তন প্রায় ৯ বর্গ কিঃমিঃ। মৎস্য আহোরণ ও অথিতি পাখরি জন্য বিখ্যাত।এটি মূলত প্যারা দ্বীপ। এছাড়া এটা জীববৈচিত্রের দ্বীপ নামে পরিচিত। মৎস্য আহোরণ ও অথিতি পাখির জন্য বিখ্যাত।এই দ্বীপে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের কথা ছিল।এটি কক্সবাজারের উত্তর -পশ্চিমে মহেশখালীর কুতুবজোম ইউনিয়নে অবস্থিতএ দ্বীপকে যাযাবর পাখিদের জন্য ভূ-স্বর্গ বলা হয়।

৬. সন্দ্বীপ

সন্দ্বীপের আয়তন প্রায় ৭৬২ বর্গ কিঃমিঃ। প্রাচীনকালে এই দ্বীপে সামুদ্রিক জাহাজ তৈরি হতো।

৭. নিঝুম দ্বীপ

নিঝুম দ্বীপ নোয়াখালী জেলার মেঘনা নদীর মোহনায় বঙ্গোপসাগরের হাতিয়া উপজেলার অর্ন্তগত। এটি হাতিয়া থেকে প্রায় ৯৭ কিঃমিঃ দক্ষিনে অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৯১ (৩৫ বর্গ মাইল) বর্গ কিঃমিঃ। ১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড়ে এ দ্বীপের নামকরণ করা হয় নিঝুম দ্বীপ। দ্বীপটির পূর্ব নাম বাউলার চর বা বালুয়ার চর। এই দ্বীপ মৎস্য আহরণ, সমুদ্র সৈকত, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী, হরিন ও অতিথি পাখির জন্য বিখ্যাত।চিংড়ি মাছের প্রাচুর্যতার জন্য এটি 'ইছামতির দ্বীপ' নামেও পরিচিত ছিল্ তবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে এ দ্বীপের মৌজার সরকারি নাম ' চর

RAISUL ISLAM HRIDOY

ওসমান'। এই দ্বীপের নামকরন হয় ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ের পর। বাংলাদেশ সরকার নিঝুম দ্বীপকে ২০০১ সালে ' জাতীয় উদ্যান' ঘোষনা করে।

৮. হাতিয়া

এটি নোয়াখালী জেলার দক্ষিনে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত একটি উপজেলা দ্বীপ।

৯. ভোলা

মেঘনা নদীর মোহনায় অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র দ্বীপ জেলা হলো ভোলা।এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দ্বীপ।দ্বীপটির পূর্বনাম দক্ষিণ শাহবাজপুর।এর আয়তন প্রায় ৩৪০৩ বর্গ কিঃমিঃ।'কুইন আইল্যান্ড অব বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের দ্বীপের রানী' খ্যাত এ জেলার সর্ব দক্ষিনের সাগর কোলের চরফ্যাশন উপজেলায় রয়েছে দেশের বৃহত্তম জ্যাকব ওয়াচ টাওয়ার। ১৮ তলা বিশিষ্ট ২১৫ ফুট উচ্চতার এই ওয়াচ টাওয়ার থেকে প্রায় ১০০ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত তেঁতুলিয়া নদীর শান্ত জলধারা, মেঘনার উথাল-পাতাল ঢেউ, দক্ষিণে চরকুকরি-মুকরিসহ বঙ্গোপসাগরের একটা অংশ উপভোগ করা যাবে।

১০. মনপুরা দ্বীপ

ভোলা জেলার অর্ন্তগত মনপুরা দ্বীপে পর্তুগীজরা বাস করত।এর আয়তন ৩৭৩ বর্গ কিঃমিঃ।

১১. দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিরোধপূর্ণ এই দ্বীপটি সাতক্ষীরা জেলার হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত। দ্বীপটির আয়তন ৮ বর্গ কিঃমিঃ। দ্বীপটির অন্য নাম পূর্বাশা। ভারতে এটি 'নিউমুর' নামে পরিচিত। বর্তমানে এর অস্তিত্ব নেই। সমুদ্রসীমা রায়ে এটি ভারতে পড়ে। ভারতীয় নৌবাহিনী জোরপূর্বক ১৯৮১ সালে এটি দখল করেছিল।

১২. বঙ্গবন্ধু আইল্যান্ড

দ্বীপটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯৯২ সালে।২০০৪ সালে বঙ্গবন্ধুর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা থেকে মৎস্য শিকারি মালেক ফরাজীসহ দু'জন জেলে প্রথম এ দ্বীপে বঙ্গবন্ধু দ্বীপ নামে একটি সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেন। এ দ্বীপে সর্বমোট নয় কিলোমিটার লম্বা সাগর সৈকত রয়েছে। এ সৈকতের পানি এতটাই স্বচ্ছ যে এখানে সহজেই ভয়হীনভাবে সাঁতার কাটা যায়। আয়তন প্রায় ৮ কি.মি.।

১৩. জালিয়ার দ্বীপ

কক্সবাজার জেলার টেকনাফে বাংলাদেশ-মায়নমার সীমান্তের নাফ নদীতে জেগে ওঠা দ্বীপে স্থানীয় নাম 'জালিয়ার দ্বীপ'। এর আয়তন ২৭১.৯৩ একর বা ১.১ বর্গ কি.মি.। 'নাফ ট্যুরিজম পার্ক' পার্ক গড়ে উঠেছে এই দ্বীপে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

১৪. স্বর্ণদ্বীপ

স্বর্ণদ্বীপের অপর নাম জাহাইজ্জার চর। এটি নোয়খালীর হাতিয়ায় অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৩৭০ কি.মি.। ২০১৩ সালের ৮ মার্চ দ্বীপটিকে আধুনিক সামরিক প্রশিক্ষন কেন্দ্য হিসেবে গড়ে তুলতে সেনাবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

- পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ।
- তারুয়া দ্বীপ ভোলায়।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবন।
- অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত দ্বীপ সুন্দরবন।
- মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ যশোর ও কুষ্টিয়া অঞ্চল।
- সক্রিয় ব-দ্বীপ নোয়াখালীর দক্ষিনে বঙ্গোপসাগর।
- বঙ্গোপসাগরে ড্যাম ক্রস পদ্ধতিতে চর জাগানো সম্ভব।
- চর বেশি যমুনা নদীতে।
- নোয়াখালির ঠেঙ্গার চরে রোহিংগাদের জন্য আবাসের ব্যবস্থা করা হবে।
- সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হবে নোয়াখালির স্বর্নদ্বীপে। এর পুরাতন নাম জাইজ্জার চর।
- চর পাটনি সুন্দরবনে

বাংলাদেশের চর

জেলা	বিখ্যাত চর
ভোলা	চর মানিক, চর জব্বর, চর নিউটন, চর কুকুড়ি মুকুড়ি, চর মিজান, চর জংলী, চর মনপুরা, চর জহির উদ্দিন, চর ফয়েজ উদ্দিন ইত্যাদি।
ফেনী	মুহুরীর চর
নোয়খালী	চর শ্রীজনি, চর শাহাবানী
লক্ষীপুর	চর আলেজান্ডার, চর গজারিয়া
চট্টগ্রাম	উড়ির চর
রাজশাহী	নির্মল চর (ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ছোট একটুকরো জমি)

RAISUL ISLAM HRIDOY

দুলবার চর

সুন্দরবনের দক্ষিনে দুলবার চর অবস্থিত। মৎস্য আহোরণ, শুটকী মাছ এবং উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর জন্য বিখ্যাত।এর অপর নাম জাফর পয়েন্ট।

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

হিরণ পয়েন্ট → সুন্দরবনের দক্ষিনে

টাইগার পয়েন্ট → সুন্দরবনের দক্ষিনে

জাফর পয়েন্ট → সুন্দরবনের দক্ষিনে

এলিফেন্ট পয়েন্ট → কক্সাবাজারে

জিরোপয়েন্ট → গুলিস্থান, ঢাকা

বাংলাদেশের সমুদ্রসৈকত

সমুদ্র সৈকত অবস্থান দৈর্ঘ্য

কক্সবাজার কক্সবাজার ১২০ কিঃমিঃ

কুয়াকাটা পটুয়াখালী ১৮ কিঃমিঃ

বঙ্গোপসাগর

বাংলাদেশের উপকূলবর্তী বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগরের অংশবিশেষ। বঙ্গোপসাগরের সর্ব্বোচ্চ গভীরতা ৪৬৯৪ মিটার বা ১৫৪০০ ফুট। সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড বঙ্গোপসাগরের একটি খাতের নাম এবং এর অন্য নাম 'গঙ্গাখাত'। Ninety East Ridge বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত ৯০° পূর্ব দাঘ্রিমা রেখার সমান্তরালে একটি নিমজ্জিত পর্বতশ্রেনী। বঙ্গোসাগরে মোট দ্বীপ ২০৪ টি।

RAISUL ISLAM HRIDOY

পাহাড়–পর্বত

মাটির উঁচু স্তর বা স্তুপকে বলে পর্বত। অপেক্ষাকৃত কম উঁচু মাটির স্তুপকে বলে পাহাড়। আর তারচেয়েও ছোট যেগুলো, সেগুলোকে বলা হয় টিলা। আর অনেকগুলো পর্বতকে একসঙ্গে বলা হয় পর্বতমালা।

তবে পরীক্ষায় সাধারণত পাহাড় বলতেও পর্বতই বুঝিয়ে থাকে; পাহাড় বলতে আলাদা করে পাহাড় নির্দেশ করে না। এ সকল ক্ষেত্রে উত্তর দেয়ার সময় অপশনগুলো ভালোমতো খেয়াল করে উত্তর দিতে হবে। উচ্চতম পাহাড় কোনটি– এই প্রশ্নের উত্তরের অপশনে যদি গারো পাহাড় থাকে, তবে অবশ্যই গারো পাহাড় উত্তর করতে হবে।

- বাংলাদেশের পাহাড়সমূহ গঠিত- টারশিয়ারী যুগে
- বাংলাদেশের পাহাড়গুলো- ভাঁজ পর্বত
- দেশের বৃহত্তম/উচ্চতম পাহাড়- গারো পাহাড়
- গারো পাহাড়- ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত
- বাংলাদেশের পাহাড়ের গড় উচ্চতা- ৬১০ মিটার বা ২০০০ ফুট
- ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে- কুলাউড়া পাহাড়ে (মৌলভীবাজার)
- চন্দ্রনাথের পাহাড় অবস্থিত- চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে (হিন্দুদের তীর্থস্থান)
- লালমাই পাহাড়- কুমিল্লা
- চিম্বুক পাহাড়- বান্দরবান
- চিম্বুক পাহাড়ে বাস করে- মারমা উপজাতিরা
- সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ- তাজিনডং
- তাজিনডংয়ের অপর নাম- বিজয়
- তাজিনডং মারমা শব্দ; মানে- গভীর অরণ্যে পাহাড়
- তাজিনডং- বান্দরবান জেলায় অবস্থিত
- তাজিনডংয়ের উচ্চতা- ৩১৮৫ ফুট
- দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ- কেওকারাডং (উচ্চতা- ২৯২৮ ফুট)
- কেওকারাডং- বান্দরবান জেলায় অবস্থিত
- তৃতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ- চিম্বুক পর্বতশৃঙ্গ (বান্দরবান জেলায় অবস্থিত)
- পার্বত্য চট্টগামের পাহাড়সমূহ হলো আরাকানের পাহাড় সমূহের অংশ বিশেষ।
- এই পাহাড়সমূহ টারশিয়ারি যুগের। পাহাড়সমূহ ভাঁজ বা ভঙ্গিল পর্বত শ্রেণির।

পাহাড় (Hills)

পাহাড়	অবস্থান	তথ্যাবলি

RAISUL ISLAM HRIDOY

গারো	ময়মনসিংহ	বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু ও বৃহত্তম পাহাড়
চন্দ্রনাথ	চট্টগ্রাম(সীতাকুন্ড)	হিন্দুদের তীর্থস্থান
লালমাই	কুমিল্লা	আয়তন ৩৪ বর্গকিঃমিঃ
চিম্বুক	বান্দরবান	একে 'কালা পাহাড়' বা 'পাহাড়ের রানি' বলা হয়।
কুলাউড়া	মৌলভীবাজার	এই পাহাড়ে ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে।
জৈয়ন্তিকা	সিলেট	খাসিয়াদের বাস।

- নীলগিরি পাহাড় অবস্থিত বান্দরবান।
- আলুটিলা পাহাড় খাগড়াছড়িতে অবস্থিত।
- কংলাক বা কমলাক পাহাড় এর অবস্থান – সাজেক, রাঙ্গামাটি।
- ডিম পাহাড় বান্দরবানে।
- বাটালি পাহাড় চট্টগ্রামে যা বাটালি হিল বা জিলাপি পাহাড় নামে পরিচিত।

বাংলাদেশের পর্বত

পর্বতশৃঙ্গের নাম	উচ্চতার ক্রম	অবস্থান	উচ্চতা
মোদকটং বা সাকা হাফং	প্রথম	থানচি, বান্দরবান	১০৫২ মিটার বা ৩৪৫১ ফুট
তাজিনডং বা বিজয় (আয়তনে এটি ২য় হলেও প্রচলিতভাবে একে	দ্বিতীয়	রুমা, বান্দরবান	১২৩১ মিটার বা ৪০৩৯ ফুট [সূত্রঃ মাধ্যমিক ভূগোল] ১৪১২ মিটার বা ৪৬৩২ ফুট[সূত্রঃ পর্যটন কর্পোরেশন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

প্রথম ধরা হয়।)			
কেওক্রাডং	তৃতীয়	রুমা, বান্দরবান	১২৩০ মিটার বা ৪০৩৫ ফুট

উপত্যকা (Valley)

- দুইদিকে পাহাড় বা পর্বতের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে উপত্যকা বলে।

উপত্যকা বা ভ্যালি	অবস্থান
হালদা	খাগড়াছড়ি
সাঙ্গু	চট্টগ্রাম
ভেঙ্গি	কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি
মাইনীমুখী	রাঙ্গামাটি
নাপিতখালি	কক্সবাজার
বলিশিরা	মৌলভীবাজার

RAISUL ISLAM HRIDOY

অধ্যায় ৪

বাংলাদেশের কৃষি সম্পদ

RAISUL ISLAM HRIDOY

- যে সকল কৃষকের নিজেদের জমির পরিমাণ ১ একরের নীচে তাদেরকে ভূমিহীন কৃষক বা চাষী বলে।
- ফসল উৎপাদনের জন্য পুরো বছরকে ২ টি মৌসুমে বিভক্ত করা হয়েছে। যথাঃ রবি মৌসুম ও খরিপ মৌসুম।

রবি মৌসুমঃ

- আশ্বিন মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত সময়কে রবি মৌসুম বলে। রবি শস্য মূলত শীতকালীন শস্য বা ফসল হিসেবে পরিচিত।

খরিপ মৌসুমঃ

খরিপ মৌসুমকে দুইভাগে ভাগ করা হয়।

ক) খরিপ- ১: চৈত্র মাস থেকে জৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত সময়কে খরিপ-১ বলা হয়। এইসময়কে গ্রীষ্মকালও বলা হয়।

খ) খরিপ-২: আষাঢ় মাস থেকে ভাদ্র পর্যন্ত সময়কে খরিপ-২ বলে। এই সময় বর্ষাকাল।

জুম চাষ

জুম চাষ পাহাড়ি এলাকায় প্রচলিত একধরনের কৃষিপদ্ধতি বা চাষাবাদ। এই চাষাবাদ একধরনের কৃষি অর্থনীতি। ‘জুম চাষ’ এক ধরনের স্থানান্তরিত কৃষি পদ্ধতি। এই চাষ পদ্ধতিতে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে চাষাবাদ করা হয়।

- জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ১৬.৮৯%

বাংলাদেশের কৃষিশুমারি

সময়কাল	বৈশিষ্ট্য
১৯৬০	প্রথম কৃষিশুমারী
১৯৭৭	স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কৃষিশুমারী
১৯৮৬	দ্বিতীয় কৃষিশুমারী
১৯৯৭	তৃতীয় কৃষিশুমারী
২০০৮	চর্তুথ ও দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কৃষিশুমারী যা শহর ও গ্রাম একযোগে অনুষ্ঠিত হয়।
২০১৯	পঞ্চম কৃষি শুমারী। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের রকেট গতিতে উন্নয়ন হয়েছে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

খাদ্যশস্য

বাংলাদেশে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান, গম, ডাল, তেলবীজ, ভুট্টা, যব এবং নানা রকমের মসলা প্রধান।

ধান

ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য শস্য।বর্তমানে বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে চতুর্থ। ধান উৎপাদনে ও আমদানিতে চীন প্রথম।রপ্তানিতে থাইল্যান্ড প্রথম।বাংলাদেশে উৎপাদিত ধানকে প্রধানত আউশ, আমন ও বোরো এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়।বাংলাদেশের প্রধান ধান হচ্ছে বোরো। এটি বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন হয় এটি শীত কালে চাষ করা হয়। আউশ ধামন উচু জমিতে, আমন ধান অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে এবং বোরো ধান শীতকালীন ফসল হিসেবে বিভিন্ন নিচু জলাশয়, বিল, হাওড় সহ অন্যান্য জমিতে উৎপাদিত হয়। আমন ধান অগ্রাহয়ন-পৌষ মাসে উঠে।বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইরি-৮ জাতের উফশি ধান আমদানি করা হয় যা এখনো এদেশে চালু রয়েছে।উত্তর

বঙ্গে মঙ্গা পীড়িত এলাকার জন্য উপযোগী ধান বি-৩৩। মঙ্গার সময় হচ্ছে ভাদ্র – কার্তিক মাস। বাংলাদেশের পরমাণু কৃষি গভেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত লবনাক্ত সহিষ্ণু ধান বিনা- ৮। একটি দেশজ নতুন জাতের ধান হলো হরিধান।এই উচ্চ ফলনশীল ধানের আবিষ্কারক নড়াইলের হরিপদ কাপালী। নারিকা- ১ হলো উগান্ডা থেকে আনা একধরনের খরা সহিষ্ণু ধান।উৎকৃষ্ট মানের ধান হিসেবে বরিশাল ও পটুয়াখালীতে বালাম, দিনাজপুরের বিখ্যাত কাটারীভোগ, নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চলের কালিজিরা ও চিনিগুড়া উল্লেখযোগ্য। পূর্বাচী ধান আনা হয় গণচীন থেকে।

'ব্রিশাইল' (বি আর ৪) ও ' ইরাটম' উন্নত জাতের ধান। বাংলামতি সুগন্ধি ধান।এছাড়াও অন্যান্য ধানের জাত গুলো হলো সোনার বাংলা -১, সুপার রাইচ, হাইব্রীড হীরা, মালাইকারি ইত্যাদি।অঘিনিবোরা চাল পানিতে ভেজালেই পাওয়া যাবে ভাত।

- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ধান হয় ময়মনসিংহে।
- সবচেয়ে বেশি চিনি কল নওগাঁতে।
- ধান গভেষনা ইনস্টিটিউট (BRRI/বিরি) জয়দেবপুর, গাজিপুর।
- আর্ন্তজাতিক ধান গভেষনা ইনস্টিটিউট (IRRI) অবস্থিত ম্যানিলা, ফিলিপাইন।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩৪৮.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদিত হয়।
- নবান্নের পহেলা অগ্রহায়ন বা ১৫ নভেম্বরকে 'জাতীয় কৃষি দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

গম

২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশে উৎপাদিত গমের পরিমাণ ১৪.৩১ লাখ মে. টন। বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি গম উৎপাদিত হয়। গম গভেষনা কেন্দ্র অবস্থিত নশিপুর, দিনাজপুর ।

গমের জাত – অগ্রনী, সোনালিকা, বলাকা, দোয়েল, আনন্দ, আকবর, কাঞ্চন, বরকত, জোপাটিবাদ, ইনিয়া ৬৬।

- গম উৎপাদনে শীর্ষ দেশ চিন।
- গম রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ যুক্তরাষ্ট্র ।
- গম আমদানিতে শীর্ষ দেশ মিসর।

ভুট্টা

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩৪.৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন ভুট্টা উৎপাদিত হয়।
- বর্ণালী ও শুভ্র উন্নত জাতের ভুট্টা। উত্তরণ ব্র্যাক কর্তৃক উদ্ভাবিত ভুট্টার জাত।

RAISUL ISLAM HRIDOY

আলু

স্প্যানিশ ‘ patata’ শব্দ হতে ইংরেজী ‘Potato’ শব্দ এসেছে।আলু বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল। নেদারল্যান্ড থেকে প্রথম আলু বাংলাদেশে আনা হয়।বিশ্বে আলু কন্দাল জাতীয় ফসল। বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলাতে সবচেয়ে বেশি আলু উৎপাদিত হয়।আলু উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৮ম আর এশিয়াতে ৩য়।

- আলুর জাতঃ ডায়মন্ড, কার্ডিনেল, কুফরী, সিন্দুরী।

আম:

- আম গাছ আমাদের জাতীয় গাছ। আম গভেষনা কেন্দ্র চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
- আমের জাতঃ মহানন্দা, মোহনভোগ, লেংড়া, গোপালভোগ।

অর্থকরী ফসল

- যে সকল ফসল সরাসরি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে চাষ করা হয় তাদের অর্থকরী ফসল বলে।
- অর্থকরী ফসলের মধ্যে পাট, চা, আখ, তামাক, রেশম, রাবার ও তুলা প্রধান।

পাট

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল।বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে পাটকে ‘ সোনালী আঁশ’ বলা হয়।পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ ২য় তবে রপ্তানিতে ১ম।পাট উৎপাদনে ভারত প্রথম। বাংলাদেশের মোট আবাদি জমির শতকরা ১০ ভাগ জমিতে পাট চাষ করা হয়।পাট গভেষনা ইনস্টিটিউট ১৯৫১ সালে ঢাকার শেরে বাংলা নগরে স্থাপিত হয়। পাট গভেষনা বোর্ড মানিকগঞ্জে অবস্থিত। পাটকে তিনটি শ্রেনিতে বিভক্ত করা হয়।যথাঃ সাদা, তোষা, মেছতা। তোষা পাট হতে উন্নত মানের আঁশ পাওয়া যায়। একটি কাঁচা পাটের গাঁইটের ওজন ৩.৫ মণ। পাট পচানোর পদ্ধতিকে বলা হয় রিবন রেটিং।

২০১০ সালে বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করেন। তিনি পাট, ভুট্টা, তুলা, সয়াবিনসহ ৫০০ টি উদ্ভিদের ক্ষতিকারক ছত্রাকের জীবনরহস্য উন্মোচন করেন। পাট বীজ ফেব্রুয়ারি – এপ্রিলে বপন করা হয় এবং জুন- সেপ্টেম্বরে কাটা হয়। সবচেয়ে বড় পাট কল আদমজী পাটকল। এটি নারায়নগঞ্জে অবস্থিত এবং ২০০২ সালের ৩০ জুন বন্ধ করে দেয়া হয়।

বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলাতে সবচেয়ে বেশি পাট হয়। শ্রেষ্ঠ পাটবলয় অঞ্চল ময়মনসিংহ -ঢাকা- কুমিল্লা।

IJSG – International Jute Study Group

RAISUL ISLAM HRIDOY

জুটন

পাট ও তুলার সংমিশ্রনে এক ধরনের কাপড় হলো জুটন। এতে ৭০ ভাগ পাট ও ৩০ ভাগ তুলা ব্যবহার করা হয়। ড. মোহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ জুটন আবিষ্কার করেন।

চা

চা বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান অর্থকরী ফসল। চা এর আদিবাস চীনে। বাংলাদেশে প্রথম চা চাষ আরম্ভ হয় ১৮৪০ সালে চট্টগ্রামের ক্লাব এলাকায়। প্রথম বানিজ্যিকভাবে চায়ের চাষ শুরু হয় ১৮৫৭ সালে সিলেটের মালনিছড়ায়। সিলেটে প্রচুর চা জন্মাবার কারন হলো পাহাড় ও প্রচুর বৃষ্টি। বাংলাদেশে প্রথম অর্গানিক চা চাষ উৎপাদন শুরু হয়েছে পঞ্চগড় জেলাতে। বর্তমানে দেশে ১৬৬ টি চা বাগান রয়েছে। সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে মৌলভীবাজার জেলাতে । চা গভেষনা কেন্দ্র অবস্থিত মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে। টি মিউজিয়াম বা চা যাদুঘরও শ্রীমঙ্গলে। একমাত্র চায়ের নিলামঘর অবস্থিত চট্টগ্রামে।

অন্যান্য:

- যশোর তুলা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। রুপালী ও ডেলফোজ তুলার জাত।
- অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটে রাবার উৎপন্ন হয়। ১৯৬১ সালে কক্সবাজারের রামুতে প্রথম দেশের রাবান বাগান হয়।
- রাজশাহী, দিনাজপুর অঞ্চলে রেশম চাষ হয়। রেশম পোকা বা মথ তুঁত গাছের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে। রেশম গভেষনা কেন্দ্র রাজশাহীতে অবস্থিত।

RAISUL ISLAM HRIDOY

কৃষি তথ্য:

ফসল	বর্ণনা
ধান	ধান উৎপাদনের পৃথিবীতে বাংলাদেশের স্থান ৪র্থ। নওগাঁ জেলায় সবচেয়ে বেশি চালকল রয়েছে।
গম	বাংলাদেশের রংপুরে সবচেয়ে বেশি গম উৎপাদিত হয়।
আলু	আলু উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৮ম এবং এশিয়া মহাদেশে তৃতীয়। মুন্সিগঞ্জ জেলাতে আলু সবচেয়ে বেশি উৎপাদন বেশি হয়।
পাট	পাট উৎপাদনে শীর্ষ দেশ ভারত। ২য় বাংলাদেশ। বর্তমানে সবচেয়ে বেশি পাট উৎপাদিত হয় ফরিদপুর জেলাতে। পাট রপ্তানিতে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম।যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ হতে সবচেয়ে বেশি পাটজাত দ্রব্য আমদানি করে।
রাবার	বাংলাদেশে মোট ১৮ টি রাবার বাগান আছে বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের অধীনে।
রেশম	বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি রেশম গুটির চাষ হয় চাপাঁইনবাবগঞ্জে।
বিটি বেগুন	সম্প্রতি জেনেটিক্যালি মোডিফাইড শস্য বিটি বেগুন নিয়ে বাংলাদেশে বির্তক হচ্ছে।
তুলা	যশোরে সবচেয়ে বেশি তুলা চাষ হয়।

বাংলাদেশের কৃষি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান
বাংলাদেশ কৃষি গভেষণা ইনস্টিটিউট	জয়দেবপুর, গাজীপুর

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	জয়দেবপুর, গাজীপুর
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	ময়মনসিংহ
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা
বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট	ঈশ্বরদী, পাবনা
বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট	শ্রীমঙ্গল, সিলেট
বাংলাদেশ পশু গবেষণা ইনস্টিটিউট	সাভার, ঢাকা
বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	রাজশাহী
বাংলাদেশ চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট	সাভার, ঢাকা
বাংলাদেশ মৌমাছি গবেষণা ইনস্টিটিউট	ঢাকা
বাংলাদেশ আম গবেষণা ইনস্টিটিউট	চাপাইনবাবগঞ্জ
বাংলাদেশ গম গবেষণা ইনস্টিটিউট	নশিপুর,দিনাজপুর
বাংলাদেশ মসলা গবেষণা ইনস্টিটিউট	শিবগঞ্জ, বগুড়া
বাংলাদেশ ডাল গবেষণা ইনস্টিটিউট	ইশ্বরদী, পাবনা
মৃত্তিকা গবেষণা ইনস্টিটিউট	ফার্মগেট, ঢাকা
বাংলাদেশ রাবার বোর্ড	চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম

উন্নত ফসলের জাত

ফসলের নাম	ফসলের জাত
ধান	ইরাটম, ব্রিশাইল, সোনার বাংলা-১, সুপার রাইস, হাইব্রীড হীরা, ময়না, হরিধান, মালাইরি, নারিকা-১
গম	অগ্রনী, সোনালিকা, বলাকা, দোয়েল, আনন্দ, আকবর, কানঞ্চ, বরকত
ভুট্টা	উত্তরণ (ব্রাক উদ্ভাবিত), বর্ণালী, শুভ্র, মোহর
সরিষা	সফল, অগ্রণী

RAISUL ISLAM HRIDOY

তুলা	রূপালী ও ডেলফোজ
তামাক	সুমাত্রা ও ম্যানিলা
মরিচ	যমুনা
পুঁইশাক	সবুজ চিত্রা
টমেটো	মিন্টু (বাংলাদেশে উদ্ভাবিত প্রথম হাইব্রিড টমেটো, বাহার, মানিক, রতন, ঝুমকা, সিঁধুর, শ্রাবণী
আলু	ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, কুফরী, সিন্দুরী
বাধাঁকফি	গোল্ডেন ক্রস, কে ওয়াই ক্রস, গ্রীন এক্সপ্রেস, ড্রাম হেড
আম	মহানন্দা, মোহনভোগ, লেংড়া, গোপালভোগ
তরমুজ	পদ্মা, মধুবালা
কলা	অগ্নিশ্বর, কানাইবাঁশী, মোহনবাঁশী, বীট জবা, অমৃতসাগর, সিংগাপুরী

- বেগুনের জাত শুকতারা ,তারাপুরী, ইওরা।

অন্যান্য তথ্যঃ

- বাংলাদেশের পানি সম্পদের চাহিদা সবচেয়ে বেশি কৃষিতে।
- বাকল্যান্ড বাধঁ বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।
- বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমি প্রায় ২ কোটি একর
- বাংলাদেসে গো- চারনের জন্য বাথান আছে সিরাজগঞ্জ ও পাবনায়।
- গো প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত সাভারে।
- অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭ অনুযায়ী, ১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের GDP তে পশু সম্পদের অবদান ১.৬৬ %
- বাংলাদেশে একটি জীবন্ত জীবাশ্মর নাম – রাজ কাঁকড়া।
- বাংলাদেশের মৎস আইনে ২৩ সে.মি এর নিচে রুই জাতীয় পোনা ধরা নিষেধ।
- এশিয়ার সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র হালদা নদীতে।
- কৃষি কাজের জন্য উত্তম মাটি- দো আঁশ মাটি।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- বাংলাদেশের রুটির ঝুড়ি – ঠাকুরগাঁও।
- বাংলাদেশের White Gold – চিংড়ি।
- একমাত্র মৎস্য গভেষনা ইনস্টিটিউট – ময়মনসিংহ
- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের একটি জাত। একে কুষ্টিয়া গ্রেডও বলা হয়।
- বাংলাদেশের কৃষি ধান প্রধান নিবিড় স্বয়ংভোগী
- সাথি ফসল হিসেবে আখের সাথে তিল চাষ করা হয়
- আলু সাথে একটি ভালো মিশ্র চাষ লালশাক।

প্রাণিজ সম্পদ

গবাদি পশুর জাত উন্নয়নে উপমহাদেশে প্রথম অগ্রনী ভূমিকা রাখেন	ব্রিটিশ নাগরিক লর্ড লিন লিথগো
বাংলাদেশে গবাদি পশুর ভ্রূণ প্রথম বদল করা হয়	৫ মে, ১৯৯৫
'বাংলাদেশ গবাদি পশু গবেষণা ইনস্টিটিউট	ঢাকার সাভারে
কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার	ঢাকার সাভারে
দুগ্ধজাত সামগ্রীর জন্য বিখ্যাত লাহিড়ীমোহন হাট অবস্থিত	পাবনায়
মহিষ প্রজনন কেন্দ্র	বাগেরহাট
ছাগল প্রজনন কেন্দ্র	সিলেটের টিলারগড়ে
ছাগল উন্নয়ন ও পাঠা কেন্দ্র	রাজবাড়ি হাট
বন্য প্রাণী প্রজনন কেন্দ্র (সরকারি)	করমজল, সুন্দরবন

RAISUL ISLAM HRIDOY

হরিন প্রজনন কেন্দ্র	কক্সবাজারের ডুলাহাজরায়
কুমির প্রজনন কেন্দ্র	ময়মনসিংহের ভালুকাতে
গাধা প্রজনন কেন্দ্র	রাঙ্গামাটি জেলাতে
উন্নত জাতের গাভী	ফ্রিসিয়ান, হরিয়ানা, সিন্দী, হিসার, জারসি শাহীওয়াল, আয়ের শায়ের
সবচেয়ে বেশি দুধ দেয়	ফ্রিসিয়ান
ব্রয়লার	যে সব মুরগি শুধুমাত্র মাংসের জন্য উৎপাদন করা হয় তাদের বয়লার মুরগি বলে
উন্নত জাতের ব্রয়লার মুরগি	হাইব্রো, স্টারব্রো, ইন্ডিয়ান রোভাব, মিনিব্রো
লেয়ার	ডিমপাড়ার জন্য উৎপাদিত মুরগি লেয়ার
সবচেয়ে বেশি ডিম দেয়	রেগর্হন
মাংস ও ডিম উভয় পাওয়া যায়	রোড আইল্যান্ড রেড এবং অস্টারলক জাতের মুরগি থেকে
যমুনা পাড়ী ছাগলের অপর নাম	রামছাগল
ব্লাক বেঙ্গল	একধরনের ছাগল।বাংলাদেশের ৯০ শতাংশই ব্লাক বেঙ্গল ছাগল।

RAISUL ISLAM HRIDOY

কুষ্টিয়া গ্রেড	বিশ্ব বাজারে ব্লাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়ার নাম
বনরুই	একধরনের বিড়াল
ঘড়িয়াল দেখা যায়	পদ্মা নদীতে
মুরগির রোগ	রানীক্ষেত, বসন্ত, রক্তআমাশয়, কলেরা, বার্ড ফ্লু
হাঁসের রোগ	ডাক প্লেগ, রোপা
গবাদি পশুর রোগ	গো-বসন্ত, যক্ষ্ম, ব্লাক কোয়াটার, অ্যানথ্রাক্স

মৎস্য সম্পদ

বাংলাদেশের প্রধান জলজসম্পদ		মাছ ও পানি
বাংলাদেশের মৎস আইনে রুই জাতীয় মাছের পোনা ধরা নিষেধ		৯ ইঞ্চি বা ২৩ সে.মি কম দৈর্ঘ্যের মাছ
পিরনহা		একধরনের রাক্ষুসে মাছ
মুখে ডিম রেখে বাচ্চা ফুটায়		তেলাপিয়া মাছ
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	অবস্থান	ময়মনসিংহ
	পাঁচটি কেন্দ্র	স্বাদু পানি কেন্দ্র,ময়মনসিংহ

RAISUL ISLAM HRIDOY

		লোনা পানি কেন্দ্র, খুলনা
		নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর
		সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার
		চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট

White Gold

আর্থোপোড পর্বভুক এবং বর্জ্যজীবী সন্ধীপদী প্রাণী চিংড়ি। গলদা চিংড়ি চাষ হয় স্বাদু পানিতে আর বাগদা চিংড়ি চাষ হয় লোনা পানিতে। বাগদার চাষ বাণিজ্যিকভাবে শুরু হয় ১৯৭৬। বাগদা চিংড়ি আশির দশক থেকে রপ্তানি পণ্য হিসেবে স্থান করে নেয় । প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হওয়ায় বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদকে White Gold বলা হয়। আর হিমায়িত খাদ্যকে Thurst Sector বলা হয়।

পানি সম্পদ

সবচেয়ে বেশি পানি সম্পদের চাহিদা	কৃষি খাতে।
বাংলাদেশের মানুষ পানীয় জলের জন্য নির্ভর করে	নলকূপের উপর
বাংলাদেশের পানিতে বিপদজনক মাত্রায় আর্সেনিক পাওয়া যায়	অগভীর নলকূপে
নলকূপের পানিতে বাংলাদেশে প্রথম আর্সেনিক পাওয়া যায়	১৯৯৩ সালে চাপাইনবাবগঞ্জে
পানিতে স্বাভাবিকের পেয়ে বেশি মাত্রায় আর্সেনিক পাওয়া গেছে	৬১ টি জেলাতে

RAISUL ISLAM HRIDOY

পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পাওয়া যায়নি	তিনটি জেলাতে।এগুলো- রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি।
বাংলাদেশের সর্বাধিক আর্সেনিক আক্রান্ত জেলা	চাঁদপুর
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) মতে পানিতে আর্সেনিক এর গ্রহণযোগ্যতা	০.০১ মি.গ্রা./লিটার
বাংলাদেশের খাবার পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা-	০.০৫ মি.গ্রা./লিটার
বাংলাদেশের পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা-	১.০১ মি.গ্রা./লিটার
বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়-	গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে
আর্সেনিক দূরীকরনে সনো ফিল্টারের উদ্ভাবক	প্রফেসর আবুল হুসসাম
আর্সেনিক দূরীকরনে আর্থ ফিল্টারের উদ্ভাবক	অধ্যাপক দুলালী চৌধুরী
অত্যধিক দূষিত নদীর পানি	বুড়িগঙ্গা

বাংলাদেশের পানি শোধনাগার

চাঁদনীঘাট, ঢাকা	১৮৭৪ খ্রি	বাংলাদেশের প্রথম পানি শোধনাগার
সোনাকান্দা, নারায়নগঞ্জ	১৯২৯ খ্রি	
গোদানাইল, নারায়নগঞ্জ	১৯২৯ খ্রি	

RAISUL ISLAM HRIDOY

সায়েদাবাদ, ঢাকা	২০০২ খ্রি	বাংলাদেশের বৃহত্তম পানি শোধনাগার

সেচ প্রকল্প, বাঁধ ও নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশের প্রথম সেচপ্রকল্প	গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প, ১৯৫৪ সালে স্থাপিত হয়।
জি.কে প্রকল্পের আওতাভুক্ত অঞ্চল	তিস্তা বাঁধ প্রকল্প
তিস্তা বাঁধ এর অবস্থান	লালমনিরহাট জেলাতে।
তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের আওতাভুক্ত অঞ্চল	দিনাজপুর ও রংপুর
তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু হয়	১৯৫৬-৬০
তিস্তা বাঁধ প্রকল্প উদ্ভোদন হয়	১৯৯০
DNA বাধেঁর পুরো নাম	ঢাকা-নারায়নগঞ্জ-ডেমরা
বাকল্যান্ড বাধঁ অবস্থিত	বুড়িগঙ্গার তীরে।

আরো কিছু তথ্য

- বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ, এদেশের অধিকাংশ মানুষের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। এ দেশের ৮০ ভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। মোট দেশীয় আয়ের ২০ শতাংশ আসে কৃষি থেকে।
- বাংলাদেশে ফসল তোলার ঋতু ৩ টি (ভাদোই, হৈমন্তিক ও রবি)।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- চাষাবাদের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের ঋতুকে ২ ভাগে (রবি ও খরিপ) ভাগ করা হয়েছে। রবি শস্য বলতে শীতকালীন শস্যকে বুঝায়, খরিপ শস্য বলতে গ্রীষ্মকালীন শস্যকে বুঝায়।
- পাহাড়ি অঞ্চলে উপজাতি সম্প্রদায়ের ফসল উৎপাদনের এক বিশেষ পদ্ধতি হলো ঝুম চাষ। এ পদ্ধতিতে পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে গর্ত করে এক সাথে কয়েক প্রকার ফসলের বীজ বপন করা হয়। উপজাতিরা বছরে ২ বার ঝুম চাষ করে থাকে।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BARI - Bangladesh Agricultural Research Institute)গাজীপুরের জয়দেবপুরে ৪ আগস্ট, ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত।
- বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BRRI - Bangladesh Rice Research Institute)গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর ১ অক্টোবর, ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত।
- সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র অবস্থিত ফার্মগেট, ঢাকা (১৯৮৯)।
- পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় (প্রথম ভারত) এবং রপ্তানিতে দ্বিতীয়। এটি বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। দেশে সর্বাধিক পাট উৎপন্ন হয় রংপুর জেলায়। পাটের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হলো নারায়ণগঞ্জে।
- ড. মোহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ পাট (৭০%) ও তুলা (৩০%) মিশ্রণে ১৯৮৯ সালে জুটন নামক এক ধরনের কাপড় আবিষ্কার করেন।
- পাটের জিন রহস্য (জিন ম্যাপিং) আবিষ্কার করেন বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম।
- বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রথম চা চাষ আরম্ভ হয় ১৮৪০ সালে। চট্টগ্রাম ক্লাব প্রাঙ্গণে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সিলেটের মালনীছড়ায় দেশের প্রথম চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৪ সালে। চা দেশের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল। চট্টগ্রাম জেলায় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ চা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।
- সবচেয়ে বেশি রেশম গুটির চাষ হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়। রেশম চাষকে ইংরেজিতে বলা হয় সেরিকালচার। রাজশাহী জেলায় ১৯৭৭ সালে দেশে রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।
- কক্সবাজারের রামুতে ১৯৬১ সালে দেশে প্রথম রাবার বাগান করা হয় এবং এখানে দেশের সর্বাধিক রাবার উৎপন্ন হয়।
- বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য ধান। দেশের আবাদি জমির ৮০ ভাগেই ধান চাষ করা হয়। বাংলাদেশে ধানের শ্রেণিভেদ হলো ৪টি আমন, আউশ, বোরো ও ইরি।
- বাংলাদেশে সর্বাধিক গম উৎপন্ন হয় রংপুর জেলায়। তবে গম গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দিনাজপুর জেলার নশিপুর।
- বাংলাদেশের যশোর জেলা তুলা চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী বাংলাদেশে ১৯৬০ ১৯৮০, ১৯৮৬, ১৯৯৭, ২০০২ এবং ২০০৮ মোট ছয়বার কৃষিশুমারি অনুষ্ঠিত হয়।

হাইলাইটস

কৃষি কাজের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী মাটি কি?	পলি মাটি
বাংলাদেশের মোট কৃষি জমির পরিমান কত?	৩ কোটি ৬৬ লাখ ৫৭ হাজার একর

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাংলাদেশের মোট চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমান কত?	২ কোটি ১ লাখ ৯৪ হাজার একর
বাংলাদেশে চাষের অযোগ্য চাষের জমির পরিমান কত?	২৭ লাখ ১৩ হাজার ২২২ একর
বাংলাদেশের শস্য ভাণ্ডার বলা হয় কোন জেলাকে?	বরিশাল জেলাকে
বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল কি?	পাট
সোনালী আঁশ বলা হয় কাকে?	পাটকে
বাংলাদেশে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় কোথায় অবস্থিত?	১৯৫১ সালে ঢাকার শেরে বাংলা নগরে
বাংলাদেশে পাট গবেষণা বোর্ড কোথায় অবস্থিত?	মানিকগঞ্জ জেলায়
পাটের শ্রেণিবিভাগ কি?	৩ টি, হোয়াইট, তোসা ও মেসতা
বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পাট জন্মে কোন জেলায়?	রংপুর জেলায়
পাট উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম দেশ কোনটি?	ভারত, দ্বিতীয় বাংলাদেশ
পাট রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?	বাংলাদেশ
একটি কাঁচা পাটের গাইডের ওজন কত?	সাড়ে তিন মণ
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাটকল আদমজি বন্ধ হয় কবে?	৩০ জুন, ২০০২, প্রতিষ্ঠিত ১৯৫১ সালে
প্রাচ্যের ডাণ্ডি বলা হয় কোন জেলাকে?	নারায়ণগঞ্জ জেলাকে
পাটের জন্ম রহস্য আবিষ্কার করেন কোন বিজ্ঞানি?	ড. মাকসুদুর আলম
জুটন (৭০% পাট ও ৩০% তুলা) আবিষ্কার করেন কে?	ড. মোঃ সিদ্দিকুল্লাহ
আন্তর্জাতিক পাট সংস্থা IJO (International Jute Organization) বিলুপ্ত হয় কত সালে?	১১ এপ্রিল, ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত ১৯৮৪, ফার্মগেট, ঢাকা
IJSG (International Jute Study Group) প্রতিষ্ঠিত হয় কখন?	২৭ এপ্রিল, ২০০২ সালে
বিশ্বে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?	চতুর্থ
সবচেয়ে বেশী পাট উৎপন্ন হয় কোন জেলায়?	ময়মনসিংহ
রবি শস্য বলতে বুঝায় কোন শস্যকে?	শীতকালীন শস্যকে
খরিপ শস্য বলতে বুঝায় কোন শস্যকে?	গ্রীষ্মকালীন শস্যকে
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাতের অবদান কত শতাংশ?	২১.৯১%
বাংলাদেশের শস্য ভান্ডার বলা হয় কোন জেলাকে?	বরিশাল
গম গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?	দিনাজপুর জেলার নশিপুরে
বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি গম উৎপাদিত হয় কোন জেলায়?	রংপুর জেলায়
গম উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?	চীন, রপ্তানীতে শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র

উন্নত জাতের গমের নাম কি?	অগ্রণী, আনন্দ আকবর, কাঞ্চন, দোয়েল, বরকত, বলাকা, সোনালিকা, জোপাটিকা, শতাব্দী
উন্নত জাতের ভুট্টার নাম কি?	বর্ণালী, শুভ্র, উত্তরণ
বাংলাদেশে বানিজ্যিকভাবে চা চাষ শুরু হয় কোন জেলায়?	১৯৫৪ সালে
বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল কোনটি?	চা
বাংলদেশের প্রথম চা বাগান কোনটি?	সিলেটের মালনিছড়া
সবচেয়ে বেশী চা জন্মে কোন জেলায়?	মৌলভীবাজার (৯১টি বাগান), দ্বিতীয় হবিগঞ্জ (২৩টি বাগান)
বাংলাদেশের চা গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?	মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে
বাংলাদেশে মোট চা বাগানের সংখ্যা কত?	১৬৬ টি
চা চাষের জন্য প্রয়োজন কোন ধারনের মাটি?	অম্লধর্মী বেলে দোআশঁ মাটি
অম্ল মাটি ফসলের জন্য কেমন?	অনুর্বর
বাংলাদেশে সর্বপ্রথম চা চাষ শুরু হয় কত সালে?	১৮৪০ সালে (চট্টগ্রাম ক্লাব প্রাঙ্গণ)
বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রথম চা চাষ শুরু হয় কত সালে?	১৮৫৭ সালে
সম্প্রতি উৎপাদিত দেশের অর্গানিক চা এর নাম কি?	মীনা চা উৎপাদন শুরু পঞ্চগড় জেলায়
চা উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?	১১ তম, প্রথম ভারত
চা রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?	দশম, প্রথম কেনিয়া
চা জাদুঘর অবস্থিত কোথায়?	মৌলভিবাজারের শ্রীমঙ্গলে
বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশী রেশম উৎপন্ন হয় কোন জেলায়?	চাঁপাইনবাবগঞ্জে
বাংলাদেশ রেশম বোর্ড কোথায় অবস্থিত?	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ১৯৭৭ সালে
রেশম চাষকে ইংরেজিতে কি বলা হয়?	সিরিকালচার
রেশম পোকার বৈজ্ঞানিক নাম কি?	Bombyx mori
উন্নত জাতের তামকের নাম কি?	সুমাত্রা, ম্যানিলা
রেশম পোকা বা মথ কি খেয়ে বেঁচে থাকে?	তুঁত গাছের পাতা
বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী তামাক জন্মে কোন জেলায়?	রংপুরে
বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী তুলা জন্মে কোন জেলায়?	যশোরে
উন্নত জাতের তুলার নাম কি?	রূপালি, ডেলফোজ

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সেচ প্রকল্প কোনটি?	তিস্তা বাধ প্রকল্প
বাংলাদেশে ধান গবেষনা কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত নাম কি?	BRRI, গাজিপুর, প্রতিষ্ঠিত ১৯৭০ সালে
BRRI এর পূর্ণরূপ কি?	Bangladesh Rice Research Institute
বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য কি?	ধান
বাংলাদেশে ধান প্রধানত কত শ্রেণির ও কিকি?	চার (আমন, আউশ, বোরো ও ইরি)
বাংলাদেশের মোট আবাদি জমির কত ভাগে ধান চাষ করা হয়?	৮০ ভাগ
সবচেয়ে বেশি ধান উৎপাদন করা হয় কোন জেলায়?	ময়মনসিংহ জেলায়
ধান উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?	চতুর্থ, প্রথম চীন
ধান রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?	থাইল্যান্ড আমদাণীতে শীর্ষ দেশ চীন
আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (IRRI) প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?	ম্যানিলা, ফিলিপাইন, ১৯৬০ সালে
১০০ কেজি ধানে কত কেজি চাল পাওয়া যায়?	৬৬ কেজি
BADC বলতে কি বুঝায়?	বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়ন সংস্থা
BADC এর পূর্ণরূপ কি?	Bangladesh Agricultural Development Corporation
কাটারীভোগ চাল উৎপাদে বিখ্যাত কোন জেলা?	দিনাজপুর জেলা
বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি চালকল রয়েছে কোন জেলায়?	নওগাঁ জেলায়
উন্নত জাতের ধানের নাম কি?	ব্রি, চান্দিনা, মালা, বিপ্লব, ব্রিশাইল, প্রগতি, মুক্তা, ময়না, বালাম
হরি ধান আবিষ্কার করেন কে?	হারীপদ কাপালী
চাল ভিজালেই ভাত হয়ে যায় কোন ধান থেকে?	অঘনিবোরা
মঙ্গা এলাকার জন্য উপযুক্ত ধান কোনটি?	বিআর ৩৩
বাংলাদেশে ডাল গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত কোথায় অবস্থিত?	ঈশ্বরদী, পাবনা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৭ সালে
বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি আলু উৎপন্ন হয় কোন জেলায়?	মুন্সিগঞ্জ জেলায়
কোন দেশ থেকে বাংলাদেশে আলু আনা হয়?	হল্যান্ড
কোন ব্রিটিশ গভর্নরের উদ্যোগে বাংলাদেশে আলু চাষের বিস্তার হয়?	ওয়ারেন হেস্টিংস

RAISUL ISLAM HRIDOY

আলুর বৈজ্ঞানিক নাম কি?	Solanum tuberosum
দেশে প্রথম রাবার গাছ লাগানো হয় কোথায়?	কক্সবাজার জেলার রামুতে ১৯৬১ সালে
বাংলাদেশের রাবার জোন হিসেবে খ্যাত কোন অঞ্চল?	বাইশারী, বান্দরবান যাত্রা শুরু ১৯৮২ সালে
বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (BSRI) প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?	১৯৫১ সালে সদর দপ্তর ঈশ্বরদী, পাবনা
BSRI এর পূর্ণরূপ কি?	Bangladesh Sugarcane Research Institute
বাংলাদেশে আম গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় স্থাপিত হয় ১৯৮৫ সালে
আম উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?	১৪ তম
উন্নত জাতের আমের নাম কি?	মোহনভোগ, ল্যাংড়া, গোপালভোগ, হিমসাগর, মহানন্দা
উন্নত জাতের মরিচের নাম কি?	যমুনা
উন্নত জাতের তরমুজের নাম কি?	মধুবালা
উন্নত জাতের টমেটোর নাম কি?	বাহার, মানিক, রতন
উন্নত জাতের আলুর নাম কি?	ডায়মন্ড, কার্ডিনেল, কুফরী, সিন্দুরী
উন্নত জাতের বাঁধা কপির নাম কি?	গোল্ডেন ক্রস, কে ওয়াই ক্রস, গ্রীন এক্সপ্রেস, ড্রাম হেড
উন্নত জাতের বেগুনের নাম কি?	ইওরা, শুকতারা, তারাপুরী
তেলবীজ ও কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?	জয়দেবপুর, গাজীপুর
উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?	জয়দেবপুর, গাজীপুর
মসলা গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?	শিবগঞ্জ, বগুড়া
ডাল গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?	ঈশ্বরদী, পাবনা
সর্বশেষ কৃষিশুমারী অনুষ্ঠিত হয় কবে?	২০০৮ সালে
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?	১৯৭১ সালে
বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কার্যক্রম শুরু করে কবে?	১৯৭৩ সালে
সিলেটে পাহাড়িয়া অঞ্চলে আনারস চাষের ফলে অবস্থা কি হয়?	মাটির উর্বতা বৃদ্ধি পায়
কৃষি জমিতে মাটির অম্লতা হ্রাস পায় কি করলে?	চুন ব্যবহারের মাধ্যমে
দোআঁশ মাটিতে সমান পরিমান থাকে কি উপাদান?	বালি, পলি ও কাঁদা

RAISUL ISLAM HRIDOY

পানি ধারণ ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা বেশী কোন মাটিতে?	দোআঁশ মাটিতে
মাটির পিএইচ হলো কি নির্দেশ করে?	এসিড নির্দেশক
স্বার্ণা সার আবিষ্কার করেন কে?	ড. আব্দুল খালেক, ১৯৮৭ সালে
স্বার্ণা সারের বৈজ্ঞানিক নাম কি?	ফাইটো হরমোন ইনডিউসার
আদর্শ মাটিতে কত ভাগ জৈব পদার্থ থাকে?	৭ ভাগ

বাংলাদেশের বনভূমি

বাংলাদেশের বনভূমি তিন ধরনের। যথাঃ

১) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি

২) ক্রান্তীয় পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি

৩) স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন।

ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি

যে সকল উদ্ভিদের পাতা একসঙ্গে ঝরে পড়েনা এবং গাছগুলো চিরসবুজ থাকে তাদের চিরহরিৎ উদ্ভিদ বলে। এ বনভূমির প্রধান বৃক্ষ ময়না, তেলসুর, চাপালিস, গর্জন, গামারি, জারুল, কড়ই, বাঁশ, বেত, হোগলা প্রভৃতি। আর প্রধান প্রাণী হাতি, শুয়োর ইত্যাদি। ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, সিলেট অঞ্চল অবস্থিত। চন্দ্রঘোনা কাগজ কলে পার্বত্য চট্টগাম অঞ্চলের বাঁশ ব্যবহৃত হয়। গর্জন ও জারুল গাছ রেলের স্লিপার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। গামারি ও চাপালিশ গাছ সাম্পান ও নৌকা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূমি – পার্বত্য চট্টগ্রাম (অঞ্চল হিসেবে)

- বিভাগ অনুসারে সবচেয়ে বেশি বনভূমি – চট্টগ্রাম বিভাগ (৪৩%)।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম বৃক্ষ বৈলাম (উচ্চতা ২৪০ ফুট)। এটি বান্দরবান বনাঞ্চলে দেখা যায়।
- সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পায় বাঁশ জাতীয় (গাছ)। এটি সবচেয়ে বড় ঘাস।
- পরিবেশ রক্ষায় ক্ষতিকর গাছ ইউক্লিপটাস।

RAISUL ISLAM HRIDOY

ক্রান্তীয় পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি

যে সকল গাছের পাতা বছরে একবার সম্পূর্ন ঝরে যায় তাদের পাতা ঝরা উদ্ভিদ বলে। ক্রান্তীয় পতনশীল বৃক্ষের বনভূমির প্রধান বৃক্ষগুলোর মধ্যে গজারি (বা শাল) ছাতিম, কুর্চি, বহেরা, হিজল গাছ অন্যতম। এই বনভূমির অবস্থান ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, মধুপুর বনভূমি, গাজীপুর জেলার ভাওয়ালের উদ্যান, রংপুর ও দিনাজপুরের বরেন্দ্র বনভূমি অঞ্চলে। শাল কাঠ ঘরের আসবাবপত্র বৈদ্যুৎতিক তারের খুঁটি এবং জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

- কুর্চি গাছ ছাতার বাট তৈরিতে
- ছাতিম টেক্সটাইল তৈরিতে
- সেগুন – আসবাবপত্র তৈরিতে
- মধুপুরের প্রধান বৃক্ষ শাল

স্রোতজ বনভূমি

স্রোতজ বনভূমি বা উপকূলীয় বনকে ম্যানগ্রোভ বন বলে। অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত বনাঞ্চল হলো সুন্দরবন। এই বনের 'সুন্দরী' বৃক্ষের প্রাচুর্য। সুন্দরবনের অন্য নাম হচ্ছে ' বাদাবন'। যে বন জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় আবার ভাটার সময় শুকিয়ে যায় তাকে টাইডাল বন বা ' জোয়ার ভাটার বন' বলে। যেমন- সুন্দরবন। সুন্দরবন বাংলাদেশ এবং ভারত দুইটি দেশে বিস্তৃত। সুন্দরবনের মোট আয়তনের ৬২ শতাংশ বাংলাদেশে অবস্থিত। এটির আয়তন প্রায় ১০০০০ বর্গ কিঃমিঃ। যার ৬০১৭ বর্গ কিঃমিঃ বাংলাদেশে। সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলাতে সুন্দরবনের বেশিরভাগ এলাকার অবস্থান। সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ সুন্দরী। এছাড়াও রয়েছে গরান, গেওয়া, পশুর, ধুন্দল, কেওড়া, বারেন প্রভৃতি বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। এ সকল উদ্ভিদের শ্বাসমূল থাকে। এছাড়াও ছন ও গোলপাতা সুন্দরবন হতে সংগ্রহীত হয়।এ বনে আছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিন, বানর, সাপ ইত্যাদি। হিরণ পয়েন্ট, কটকা ও আলকি দ্বীপকে বলা হয় সুন্দরবনের অভয়ারণ্য। সুন্দরবনে দুই ধরনের মায়া হরিণ ও চিত্রা হরিণ। সুন্দরবনে বাঘ গণনার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি পাগমার্ক (পদচিহ্ন)। সুন্দরী বড় বড় খুঁটি তৈরিতে, গেওয়া নিউজপ্রিন্ট ও দিয়াশলাই কারখানায়, ধুন্দল পেন্সিল তৈরিতে, গরান বৃক্ষের বাকল চামড়া পাকা করার কাজে এবং গোলপাতা ঘরের ছাউনিতে ব্যবহৃত হয়। এ বন হতে প্রচুর মধু ও মোম আহরণ করা হয়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

স্রোতজ বনভূমির পরিমান

মোট আয়তন	১০০০০ বর্গ কি:মি:	সূত্র: উইকিপিডিয়া
বাংলাদেশ অংশের আয়তন	৬০১৭ বর্গ কি:মি:	
	৬৪৭৪ বর্গ কি:মি: বা ২৪০৮ বর্গ মাইল	সূত্র: মাধ্যমিক ভূগোল
	৫৭০৪ বর্গ কি:মি: বা ২১২২ বর্গ মাইল	সূত্র: শিশু বিশ্বকোষ

- জেলা হিসেবে বনভূমি সবচেয়ে বেশি- বাগেরহাট।
- লোনা পানি বা কাদার মধ্যে জেগে থাকা খুঁটির মতো এক ধরনের শ্বাস গ্রহনকারী শিকড় বিশিষ্ট গাছকে ‘ ম্যানগ্রোভ’ বলে।
- যে ভূমি জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়। আবার ভাটায় শুকিয়ে যায় তাকে টাইডাল বা জোয়ার- ভাটার বন বলে।
- সুন্দরবন ছাড়াও কক্সবাজারের চকোরিয়াতেও টাইডাল বা জোয়ার-ভাটার বন আছে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

অন্যান্যঃ

বনজ সম্পদ

- কোন দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য মোট ভূমির ২৫% বনভূমি প্রয়োজন।

অঞ্চল হিসেবে বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূতি	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বনভূমি (প্রায় ১২০০০ বর্গ কি:মি:)
বাংলাদেশের একমাত্র কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বন	চকোরিয়া, কক্সবাজার
বাংলাদেশের একক বৃহত্তম বনভূমি	সুন্দরবন

পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন	সুন্দরবন
বিভাগ অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বন ভূমি	চট্টগ্রাম বিভাগে (৪৩%)
বিভাগ অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে কম বনভূমি	রাজশাহী বিভাগে (২%)
জেলা অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি আছে	বাগেরহাট জেলাতে
পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনভূমি আছে	৭টি জেলাতে।যথাঃ বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনা, চট্টগাম, রাঙামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার।
বাংলাদেশে রাষ্টীয় বনভূমি নেই	২৮ টি জেলায়
উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে	১০ টি জেলায়
বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় বননীতি গৃহীত হয়	১৯৭২ সালে
বাংলাদেশে সামাজিক বনায়নের কাজ শুরু হয়	১৯৮১ সালে (চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়াতে)
জাতীয় বৃক্ষরোপণ শুরু হয়	১৯৭২
জাতীয় বৃক্ষমেলা প্রবর্তন হয়	১৯৯৪ সালে
বাংলাদেশে পরিবেশ নীতি ঘোষনা করা হয়	১৯৯২ সালে
বাংলাদেশের বৃহত্তম বৃক্ষ	বৈলাম (বান্দরবানের গভীর অরন্যে পাওয়া যায়)
দ্রুততম বৃদ্ধি সম্পন্ন গাছ	ইপিল ইপিল
লুকিং গ্লাস ট্রি নামে পরিচিত	সুন্দরী বৃক্ষ

RAISUL ISLAM HRIDOY

নেপিয়ার	এক ধরনের ঘাস
সূর্য কন্যা বলা হয়	তুলা গাছকে
পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর গাছ	ইউক্লিপটাস
পঁচাব্দী গাজী বিখ্যাত	বাঘ শিকারের জন্য
বনাঞ্চল থেকে সংগৃহীত কাঠ ও লাকড়ি	দেশের মোট জ্বালানির ৬০% পূরণ করে
বাংলাদেশের বন গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত	চট্টগ্রামে

সাম্প্রতিক বনজ সম্পদ

বাংলাদেশের বনভূমি মোট ভূমির	১৭.০৮% (সরকারি হিসাবে)
	১১.০৪ % (অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৫)
FAO এর বিশ্ব বনভূমি রিপোর্ট - 2011 অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট বনভূমি –	১১%

কিছু প্রশ্নোত্তর

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ইংরেজি নাম কি?	Ministry of Environment and Forest (MoEF)
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কবে গঠিত হয়?	৩ আগস্ট ১৯৮৯
পরিবেশ অধিদপ্তর এর ইংরেজি নাম কি?	Department of Environment
পরিবেশ অধিদপ্তর কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?	১৯৭৭ সালে
বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের ইংরেজি নাম কি?	Bangladesh Forest Industries Development Corporation
বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?	১৯৫৯ সালে

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI) এর ইংরেজি নাম কি?	Bangladesh Fisheries Research Institute
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI) এর প্রতিষ্ঠা কবে?	১৯৫৫ সালে
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI) এর সদর দপ্তর কোথায়?	ষোল শহর, চট্টগ্রাম
ফরেস্ট একাডেমী কোথায় অবস্থিত?	চট্টগ্রাম
ফরেস্ট একাডেমী কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?	১৯৬৪ সালে
বাংলাদেশ ফরেস্ট স্কুল কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?	সিলেট
বাংলাদেশ ফরেস্ট স্কুল কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?	১৯৪৮ সালে
সোস্যাল ফরেস্ট্রি স্কুল কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?	রাজশাহী
সোস্যাল ফরেস্ট্রি স্কুল কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?	১৯৮৫ সালে
ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং সেন্টার কোথায় অবস্থিত?	কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি
ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং সেন্টার কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?	১৯৭৯ সালে
বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?	১৫ মে ১৯৭০ সালে
সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম সর্বপ্রথম কোথায় শুরু হয়?	চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়ায়
খুলনা হার্ডবোর্ড মিলে কোন কাঠ ব্যবহৃত হয়?	সুন্দরী
চন্দ্রঘোনা কাগজের কলে কাঁচামাল হিসেবে কি ব্যবহৃত হয়?	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাঁশ
রেলের স্লিপার তৈরিতে ব্যবহৃত হয় কি কাঠ?	গর্জন ও জারুল
দেশের কোন বনাঞ্চল চিরহরিৎ বন নামে পরিচিত?	পার্বত্য বনাঞ্চল
কোন সংস্থাটি দেশের বনজ সম্পদ উন্নয়ন ও তার সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য কাজ করে?	বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন সংস্থা
পরিবেশের ভারসম্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ বনভূমি আছে কতটি জেলায়?	৭টি জেলায়। যথা ১. বাগেরহাট, ২. রাঙামাটি, ৩. সাতক্ষীরা, ৪. খুলনা, ৫. চট্টগ্রাম, ৬. বান্দরবান ও ৭. কক্সবাজার
বাংলাদেশের কতটি জেলায় রাষ্ট্রিয় বনভূমি নেই?	২৮টি জেলায়
সংরক্ষিত চকোরিয়া বনটি কোন জেলায় অবস্থিত?	কক্সবাজার
চকোরিয়া বনটি কোন জাতীয় বনভূমি?	টাইডাল বনভূমি
ক্রান্তিয় বনাঞ্চলের প্রধান সম্পদ কি?	শাল ও গজারী
জাতিয় বৃক্ষরোপণ অভিযান কবে থেকে শুরু হয়?	১৯৭২ সাল থেকে
জাতীয় বৃক্ষমেলা প্রবর্তন করা হয় কোন সালে?	১৯৯৪ সালে
বৃক্ষরোপণে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের নাম কি?	প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার
বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার কবে প্রবর্তিত হয়?	১৯৯৩ সালে
বাংলাদেশে পরিবেশ নীতি ঘোষণা করা হয় কবে?	১৯৯২ সালে

বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমান কত?	২৫,০০০ বর্গ কি.মি
বাংলাদেশে জনপ্রতি বনভুমির পরিমান কত?	০.০১৮ হেক্টর
বাংলাদেশের বনভূমি কত ধরনের?	ক. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমি খ. ক্রান্তীয় পত্রঝরা বনভূমি গ. স্রোতজ (ম্যানগ্রোভ) বনভূমি
সুন্দরবনের প্রাণিজ সম্পদ কী কী?	রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, বানর, সাপ, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি প্রভৃতি
বর্তমানে দেশে বিভাগ অনুযায়ী বনভূমির পরিমাণ কত?	চট্টগ্রাম বিভাগ ৪৩%, খুলনা বিভাগ ৩৮%, ঢাকা বিভাগ ৭%, সিলেট বিভাগ ৬%, বরিশাল বিভাগ ৩%, রাজশাহী বিভাগ ২%
বাংলাদেশের বন এলাকাকে কত ভাগে ভাগ করা হয়েছে?	৪টি অঞ্চলে বিভক্ত যথা- ১ পাহাড়ী বনাঞ্চল ২ ম্যানাগ্রোভ বনাঞ্চল ৩ সমতল এলাকার শাল বনাঞ্চল ৪ গ্রামীন বন
ক্রান্তীয় পাতাঝরা বনভূমিকে কতভাগে ভাগ করা হয়?	দুভাগে, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় বনভূমি এবং বরেন্দ্র অঞ্চলের বনভূমি
পাহাড়ী বনাঞ্চলের আয়তন কত?	১৫,৬৬,৯৩৫ একর
মধুপুর বনাঞ্চল কোথায় অবস্থিত?	টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায়
মধুপুর বনাঞ্চল কোথায় অবস্থিত?	৪৫০ বর্গমাইল
ক্রান্তীয় পাতাঝরা বনে কি গাছ পাওয়া যায়?	কড়ই, হিজল, বহেরা, হরিতকি, কাঁঠাল, নিম
মধুপুর বনাঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ কোনটি?	শাল বা গজারী
সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ কি?	সুন্দরী, গরান
সুন্দরবনের প্রধান বনজ সম্পদ কি?	সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, গরান, ধুন্দল, গোলপাতা ও মধু
'লুকিং গ্লাস ট্রি' নামে পরিচিত কোন বৃক্ষ?	সুন্দরী বৃক্ষ
ম্যানগ্রোভ বনের আয়তন কত?	১৪,০৫,০০০ একর
শাল বনাঞ্চলের আয়তন কত?	২,৮১,৯৫৩ একর
বাংলাদেশের জাতীয় বননীতি প্রনীত হয় কত সালে?	১৯৭৯ সালে
ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?	১৯৮২ সালে
ভাওয়াল বনাঞ্চল কোথায় অবস্থিত?	গাজীপুর জেলায়
ভাওয়াল বনাঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ কোনটি?	শাল
দেশের প্রথম ইকোপার্ক ও বোটানিক্যাল গার্ডেন উদ্বোধন করা হয় কত সালে?	১৭ জানু ২০০১, চন্দ্রনাথ পাহাড়ে
এশিয়ার বৃহত্তম এবং দেশের প্রথম ইকোপার্ক ও বোটানিক্যাল গার্ডেন কোথায়?	সীতাকুন্ড ইকোপার্ক
বলধা গর্ডেন কোথায়?	ঢাকায় অবস্থিত
দেশের প্রথম সাফারি পার্ক কোনটি?	কক্সবাজারের চকোরিয়ার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ব
দেশের দ্বিতীয় সাফারি পার্ক কোনটি?	গাজীপুরে অবস্থিত
বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূমি কোনটি?	পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি
চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি বনাঞ্চলে কি কি বৃক্ষ জন্মে?	গর্জন, জারুল, সেগুন, চাপলিশ, গামাইর প্রভৃতি এবং বাঁশ ও রাবার

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বনভুমি	সুন্দরবন (একক হিসেবে বৃহত্তম)
পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বনভূমির আয়তন কত?	প্রায় ১২ হাজার বর্গ কিলোমিটার
বাংলাদেশের তৃতীয় বনাঞ্চল কোনটি?	ধুপুর জঙ্গল
সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায় কোন বৃক্ষ?	বাঁশ জাতীয় গাছ
ভাওয়াল বনাঞ্চল কোথায় অবস্থিত?	গাজীপুর জেলায়
ক্রান্তীয় পাতাঝরা বনভূমিকে কতভাগে ভাগ করা হয়?	দুভাগে (মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় বনভূমি)
মধুপুর বনাঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ কি?	শাল বা গজারী
সুর্যের কন্যা বলা হয় কোন বৃক্ষকে?	তুলা গাছকে
চিরহরিৎ বন কোথায় অবস্থিত?	পার্বত্য বনাঞ্চল
বরেন্দ্র ভুমিতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় কোন বৃক্ষ?	শাল গাছ
বাংলাদেশের দীর্ঘতম গাছের নাম কি?	বৈলাম গাছ
বৈলাম বৃক্ষের উচ্চতা কত?	প্রায় ২৪০ ফুট
বৈলাম বৃক্ষ কোথায় পাওয়া যায়?	চট্টগ্রাম ও রাঙামাটির গহীন অরণ্যে
পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু গাছের নাম কি?	রেড উড
রেড উড বৃক্ষের উচ্চতা কত?	১১২ মিটার
সুন্দরবনের মোট আয়তন কত?	৬০১৭ বর্গ কি. মি
রেড উড ট্রি কোন এলাকায় জন্মে?	ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র
বাংলাদেশের বন গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?	চট্টগ্রামে
উপকুলীয় সবুজ বেষ্টনীয় বনাঞ্চলে সৃজন করা হয়েছে কতটি জেলায়?	১০টি জেলায়
ক্রান্তীয় বনাঞ্চলের প্রধান গাছ হল কি?	শাল বা গজারী
পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে কোন গাছটি ক্ষতিকারক?	ইউক্লিপটাস
কোন দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন মোট ভুমির কত শতাংশ?	২৫ শতাংশ
বাংলাদেশের বনাঞ্চলের পরিমাণ মোট ভুমির কত শতাংশ?	১৭%
মধুপুর বনকে কোন ধারনের বন বলা হয়?	পত্রঝরা বন
সুন্দরবন এর কত শতাংশ বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমার মধ্যে পড়েছে?	৬২%
বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনের আয়তন কত?	৬০১৭ বর্গ কিমি বা ২৪০৮ বর্গ মাইল
কোন কোন দেশর ভিতর সুন্দরবন বিস্তৃত?	বাংলাদেশ-ভারত
দেশের ম্যানগ্রোভ বন কোনটি?	সুন্দরবন
বাংলাদেশের সুন্দরবনে কতো প্রজাতির হরিণ দেখা যায়?	৩ প্রকার
সুন্দরবনের পশ্চিমে কোন নদী অবস্থিত?	রায়মঙ্গল
সুন্দরবনের পূর্বে কোন নদী অবস্থিত?	বলেশ্বর

RAISUL ISLAM HRIDOY

ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ কি?	লোনা পানি বা কাদার মধ্যে জেগে থাকা খুঁটির মতো এক ধরনের শ্বাস গ্রহণকারী শিকড়বিশিষ্ট গাছকে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বলে।
দেশের উপকূলীয় বন কোনটি?	সুন্দরবন
স্রোতজ (টাইডাল) বনভূমি কি?	যে বনভূমি জোয়ারের পানিতে তলিয়ে যায় এবং ভাটার সময় শুকিয়ে যায়
বাংলাদেশের একমাত্র কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বন কোথায় অবস্থিত?	নোয়াখালী
সুন্দরবন ছাড়া বাংলাদেশের অন্য টাইডাল বন কোনটি?	সংরক্ষিত চকোরিয়া বনাঞ্চল
বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন কোনটি?	সুন্দরবন
সুন্দরবনের মোট আয়তন কত?	১০,০০০ বর্গ কি.মি.
বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনের আয়তন কত?	৬০১৭ বর্গ কি.মি বা ২৪০০ বর্গমাইল
বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনের আয়তন কত শতাংশ?	মোট সুন্দরবনের ৬২%
সুন্দরবনের অভ্যন্তরে অবস্থিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান কি?	করমজল, দুবলার চর, হিরণপয়েন্ট
কোন কোন জেলায় সুন্দরবন অবস্থিত?	খুলনা, সাতক্ষীরা,বাগেরহাট,পটুয়াখালী, ও বরগুনা জেলায়
সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ কি?	সুন্দরী, গরান, গেওয়া, পশুর,ধুন্দল, কেওড়া, গোলপাতা
সুন্দরবন থেকে প্রচুর পরিমান কি আহরণ করা হয়?	মধু আহরণ করা হয়
সুন্দরবনের নামকরণ হয়েছে কিভাবে?	সুন্দরী গাছের নামেই বনের নামকরণ করা হয়েছে
দিয়াশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স প্রস্তুত হয় কোন বৃক্ষ থেকে?	গেওয়া কাঠ থেকে
কোন গাছের কাঠ থেকে পেন্সিল প্রস্তুত করা হয়?	ধুন্দল
কোন বৃক্ষ থেকে রং প্রস্তুত করা হয়?	গরান গাছের ছাল থেকে
রেলের স্লিপার তৈরী হয় কোন বৃক্ষ থেকে?	গর্জন কাঠ থেকে
দেশের মোট জ্বালানির কত ভাগ বনাঞ্চল হতে সংগৃহীত কাঠ ও লাকড়ি হতে পুরণ হয়?	৬০%
'নিসর্গ কর্মসূচি' কি?	দেশের বিপন্ন বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার উদ্দেশ্যে বন বিভাগের একটি কর্মসূচি
বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় বননীতি গৃহীত হয় কবে?	১৯৭২ সালে
বাংলাদেশে কবে সামাজিক বনায়নের কাজ শুরু হয়? *	১৯৮১ সালে
সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি প্রথম কোথায় শুরু হয়?	চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায়
সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ঘোষণা করে কোন সংস্থা?	ইউনোস্কো
ইউনোস্কো কবে সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করে?	৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭
ইউনোস্কো প্রথম কবে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষনা করে?	১৯৭৮ সালে
সুন্দরবন বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় কততম?	৫২২ তম

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত বোটানিক্যাল গার্ডেনের নাম কি?	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেন
কবে বোটানাক্যাল গার্ডেনস কনজারভেশন ইন্টারন্যাশনাল এ স্বীকৃতি দেয়?	২০০৯ সালে
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?	১৯৬১ সালে
বিশ্বে সর্বপ্রথম কে বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠা করেন?	এরিস্টটল
বিশ্বে সর্বপ্রথম কবে বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠিত করা হয়?	৩৪০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে
বিশ্বের প্রথম কোথায় গণউদ্ভিদ উদ্যান প্রতিষ্ঠিত হয়?	ইতালিতে
বিশ্বের প্রথম কবে গণউদ্ভিদ উদ্যান প্রতিষ্ঠিত হয়?	১৫৪৩ সালে
বাংলাদেশে কতটি বোটানিক্যাল গার্ডেন রয়েছে?	৪টি। বলধা গার্ডেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বোটানিক্যাল গার্ডেন, ন্যাশনাল বোটানিক্যাল (মিরপুর) গার্ডেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বোটানিক্যাল গার্ডেন।
লন্ডনের কিউতে অবস্থিত বিশ্ববিখ্যাত উদ্ভিদ উদ্যানটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?	১৭৫৯ সালে
বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থাপিত উদ্ভিদ উদ্যানটির নাম কি?	চৈতন্য নার্সারি
চৈতন্য নার্সারির প্রতিষ্ঠাতার নাম কি?	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
চৈতন্য নার্সারি কোথায় ছিল এবং এটি কবে বিনষ্ট হয়?	জামালপুরে, ১৯৩০ সালে বিনষ্ট হয়
বলধা গার্ডেন কত সালে স্থাপিত হয়?	১৯০৯ সালে
ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন (জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান) কবে স্থাপিত হয়?	১৯৬১ সালে
ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেনের আয়তন কত?	৮৪ হেক্টর
ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান কবে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?	১৯৭৪/১৯৮২ সালে, গাজীপুর জেলায়
মধুপুর জাতীয় উদ্যান কবে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?	১৯৬২/১৯৮২ সালে, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ জেলায়
রামসাগর জাতীয় উদ্যান কবে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?	২০০১ সালে, দিনাজপুর জেলায়
হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান কবে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?	১৯৮০ সালে, কক্সবাজার জেলায়
লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান কবে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?	১৯৯৬ সালে, মৌলভীবাজার জেলায়
কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান কবে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?	১৯৯৯ সালে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায়
নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান কবে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?	২০০১ সালে, নোয়াখালী জেলায়
মেধা কাসসাপিয়া জাতীয় উদ্যান কবে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?	২০০৪ সালে, কক্সবাজার জেলায়
সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান কবে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?	২০০৫ সালে, হবিগঞ্জ জেলায়

RAISUL ISLAM HRIDOY

For Promotion & Sponsor

ইবুক মার্কেটিং

একটি ইউনিক বিজ্ঞাপন আইডিয়া যা অফলাইনেও আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন পৌঁছে দিবে হাজার হাজার লোকের কাছে। প্রয়োজনীয় পিডিএফ গুলো জ্যামিতিক হারে শেয়ার হয় তাই অল্প সময়ে অধিক দর্শকের কাছে আপনার বিজ্ঞাপন পৌঁছে যাবে। আমরা সকল ধরণের ইবুক তৈরি করি তাই বিজ্ঞাপন প্রচার নিয়ে চিন্তা করতে হবেনা।

ইবুক মার্কেটিং কেন করবেন?

- লাইফটাইমের জন্য বিজ্ঞাপন সুবিধা
- ইউটিউব, ফেসবুকের মতো বিজ্ঞাপন স্কিপ করার ব্যবস্থা নেই
- পাঠক ইবুক পড়লে বিজ্ঞাপন দেখে স্ক্রোল করে অপর পেইজে যাবে। তাই বিজ্ঞাপন চোখে পড়তে বাধ্য
- আমাদের ইবুকগুলো কয়েক লক্ষ লোকের কাছে পৌঁছে গেছে তাই আপনার কায়েন্ট পেতে খুব উপকার হবে
- অনেক বড় বড় ওয়েব সাইটে আমাদের ইবুক রয়েছে যার ভিজিটর অসংখ্য
- এখন প্রায় সবাই পিডিএফ পড়ে তাই এটাও আপনার জন্য প্লাস পয়েন্ট
- কম খরচে আজীবন বিজ্ঞাপনের সুবিধা
- ইবুকের প্রতি অধ্যায়ে আপনার বিজ্ঞাপন থাকবে
- প্রয়োজনে লিংক সংযোজন করতে পারবেন যা অতি সহজে আপনাদের ক্লায়েন্ট এক্সেস করতে পারবে।

আমরা সকল ধরণের হালাল বিজ্ঞাপন গ্রহণ করি। বিজ্ঞাপনের মূল্য নির্ধারিত হয় কত অধ্যায়ে কতবার আপনি বিজ্ঞাপন প্রদর্শিত করতে চান।

বিজ্ঞাপন/প্রমোশন/ স্পন্সর

raisulislamhridoy07@gmail.com

01300430768

RAISUL ISLAM HRIDOY

মৎস সম্পদ

- বাংলাদেশের মিঠা পানির মাছ নিয়ে ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সিস হ্যামিলটন (Francis Hamilton) প্রথম গবেষণা শুরু করেছিলেন।
- ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে Rahman (রাহমান) ব্যাপক গবেষণার পর, বাংলাদেশের মিঠা পানির মাছের মধ্যে ৫৫টি গোত্রের অধীন ১৫৪টি গণের ২৬৫টি প্রজাতি তালিকাভূক্ত করেছিলেন।
- বাংলাদেশের নদ-নদী, খালবিল, পুকর, বিল, হাওড় প্রভৃতির মিষ্ঠি পানিতে (অলবণাক্ত অর্থে) যে সকল মাছ জন্মে বা পাওয়া যায় তাদেরকে মিঠা পানির মাছ বলে।
- এই জাতীয় মাছগুলি হল- আইড়, ইলিশ, কই, কাচকি, কাতলা, কালিবাউস, খলিসা, গজার, চাঁদা, চিঙড়ি, চিতল, টাকি, ট্যাংড়া, দানকিনি, পাঙ্গাস, পাবদা, পুঁটি, বাইন, বোয়াল, মাগুর, মৃগেল, রুই, শোল, সরপুঁটি ইত্যাদি।
- খাটি সামুদ্রিক বা লবণাক্ত মাছ : বাংলদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় ভূভাগ বঙ্গোপসাগর দ্বারা বেষ্টিত।
- বঙ্গোপসাগরে মাছকেই লোনা পানির মাছ বলা হয়।
- এই শ্রেণীর মাছগুলির হলো- রূপচাঁদা, ছুরি, লাটিয়া ইত্যাদি।
- কিছু মাছ বঙ্গোপসাগরের লোনা পানিতে বা নদীর মিষ্টি পানিতে পাওয়া যায়। যেমন -ইলিশ।
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ২৬৫ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ, ২৪ প্রজাতির মিঠা পানির চিংড়ি এবং ১২ প্রজাতির বিদেশি মাছ রয়েছে।
- এর মধ্যে বেশ কিছু প্রজাতির মিঠা পানির মাছ ইতিমধ্যেই বিলীন হয়ে গেছে।
- আমাদের সামুদ্রিক এলাকায় রয়েছে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ, যার মধ্যে কেবল ৬৫ প্রজাতির মাছ আহরণযোগ্য।
- তাছাড়া আছে ৩৬ প্রজাতির সামুদ্রিক চিংড়ি, ৩ প্রজাতির লবস্টার, ২৫ প্রজাতির কাছিম ও ১১ প্রজাতির কাঁকড়া।
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক জলাশয় মৎস্য সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং এর জীব-বৈচিত্র্য অত্যন্ত বিস্তৃত।

RAISUL ISLAM HRIDOY

কিছু প্রশ্নোত্তর

মৎস্য বিষয়ক প্রশ্ন	উত্তর
বাংলাদেশের জাতীয় মাছ কি?	ইলিশ
প্রানিজ আমিষের প্রধান উৎস কি?	মাছ

বাংলাদেশে কয়টি সরকারী মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র হ্যাচারী ও খামার আছে?	৮৬টি
বাংলাদেশের স্বাদু পানিতে মাছের প্রজাতির সংখ্যা কত?	২৬৫ টি
বর্তমানে সমুদ্র উপকুল থেকে পাওয়া যায় মোট মৎস্য উৎপাদনের শতকরা কত?	২৭ ভাগ
চিংড়ি চাষ আইন কবে প্রণীত হয়?	১৯৯২ সালে
বাংলাদেশে সামুদ্রিক জলাশয়ের মোট আয়তন কত?	১,৬৬,০০০ বর্গ কি.মি
বাংলাদেশের একমাত্র মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?	ময়মনসিংহ, ১৯৮৪
বাংলাদেশের মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউটের অধিন কতটি গবেষণা স্টেশন আছে?	চারটি
স্বাদু পানির মাছ চাষ গবেষণার জন্য স্বাদু পানির স্টেশন কোথায়?	ময়মনসিংহ
নদীর মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য নদী স্টেশন কোথায় অবস্থিত?	চাঁদপুর
স্বল্পলোনা পানির মৎস্য ও চিংড়ি গবেষণার জন্য স্বল্পলোনা পানির স্টেশন কোথায় অবস্থিত?	পাইকগাছা, খুলনা
সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ও প্রযুক্তি স্টেশন কোথায় অবস্থিত?	কক্সবাজার
বাংলাদেশের মৎস আইনে কত সে.মি এর নিচে মাছ ধরা নিষেধ?	২৩ সে. মি বা ৯ ইঞ্চি
বঙ্গোপসাগরের মৎস্য চারণ ক্ষেত্র কতটি?	চারটি।
নিমগ্ন মহাগহবর	একটি মৎস্যচারণ ক্ষেত্র
রেনু পোনা ছাড়ে কোন সময়?	বর্ষাকালে
পুকুরে কোন মাছ বাচেঁ না?	ইলিশ
'Trust Sector' বলা হয় কাকে?	হিমায়িত খাদ্যকে
বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চিংড়ির অবস্থান কত?	দ্বিতীয়
বাংলাদেশের হোয়াইট গোল্ড নামে পরিচিত কি?	চিংড়ি
এশিয়ার সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক মৎস প্রজনন কেন্দ্র কোনটি?	হালদা নদী
সামুদ্রিক মাছ ধরার জন্য বিখ্যাত কোন দ্বীপ?	সোনাদিয়া দ্বীপ
চিংড়ি চাষের জন্য কোন অঞ্চলকে 'বাংলাদেশের কুয়েত সিটি' বলা হয়?	খুলনা জেলা
মৎস উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে কত তম?	৫ম
বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যে প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ করে তা মাছ থেকে কত ভাগ আসে?	২৮ ভাগ

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাংলাদেশে কী কী জাতের চিংড়ি চাষ করা হয়?	গলদা, বাগদা, চাপদা ও চাপড়াই
গলদা চিংড়ি ও বাগদা চিংড়ি কোন পানিতে চাষ করা হয়?	গলদা চিংড়ি স্বাদু পানিতে এবং বাগদা চিংড়ি লোনা পানিতে
মুখে ডিম রেখে বাচ্চা ফুটায় কোন মাছ?	তেলাপিয়া
জলাশয় উন্নয়ন আইন কত সালে করা হয়?	১৯৩৯
সামুদ্রিক মৎস আইন কত সালে করা হয়?	১৯৮৩
মৎস ও মৎস্যজাত পণ্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা কত সালে করা হয়?	১৯৯৭
জাতীয় মৎস্য নীতি কত সালে করা হয়?	১৯৯৮
মৎস্য খাদ্য আইন কত সালে করা হয়?	২০০৫
মৎস্য ও চিংড়ি হ্যাচারী আইন কত সালে করা হয়?	২০০৫
ফিশ কোয়ারেন্টাইন আইন কত সালে করা হয়?	২০০৫
জাটকা কি?	ইলিশ মাছের পোনা
মৎস উৎপাদনে প্রথম অবস্থানে কোন দেশ?	চীনের

শিল্প সম্পদ

সার শিল্প

সার কারখানার নাম	অবস্থান	উৎপাদিত সার	তথ্য
ন্যাচারল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি.	ফেঞ্চুগঞ্জ	ইউরিয়া	বাংলাদেশের প্রথম সার কারখানা। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি.	ঘোড়াশাল, নরসিংদী	ইউরিয়া	–
ট্রিপল সুপার ফসফেট কমপ্লেক্স লি:	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	TSP	
কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কি.লি.সংক্ষেপে (কাফকো)	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম	ইউরিয়া	বেসরকারী খাতে বাংলাদেশের একক বৃহত্তম সারকারখানা। বাংলাদেশ ও জাপানের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত।
জিয়া সার কারখানা কো.লি	আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া	ইউরিয়া	

RAISUL ISLAM HRIDOY

চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লি.	রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম	ইউরিয়া	
যমুনা	তারাকান্দি, জামালপুর	বাংলাদেশের একমাত্র দানাদার ইউরিয়া সার প্রস্তুতকারী কারখানা	বাংলাোদেশের বৃহত্তম সার কারখানা। বার্ষিক উৎপাদনক্ষমতা ৫ লক্ষ ৬১ হাজার টন মে.টন।

পাট শিল্প

পাট শিল্প বাংলাদেশের প্রধান। বাংলাদেশের প্রধান তিনটি পাট শিল্প হলো- নারায়নগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা। ১৯৫১ সালে নারায়নগঞ্জের আদমজীনগরে পাট প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম পাটকল 'আদমজী জুট মিল'। এটি ছিল বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল। ২০০২ সালে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

চিনি শিল্প

প্রথম চিনিকল	বাংলাদেশের প্রথম চিনিকল নর্থবেঙ্গল চিনিকল, গোপালপুর, নাটোর।
বৃহত্তম চিনিকল	বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় চিনিকল কেরু এন্ড কোং, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

সিমেন্ট শিল্প

প্রথম সিমেন্ট কারখানা	১৯৪০ সালে সুনামগঞ্জের ছাতকে স্থাপিত সিমেন্ট কো. লি. বাংলাদেশের প্রথম সিমেন্ট কারখানা
বৃহত্তম সিমেন্ট কারখানা	বর্তমানে বাংলাদেশ তথা দক্ষিন এশিয়ার বৃহত্তম সিমেন্ট কারখানা লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, ছাতক, সুনামগঞ্জ।

RAISUL ISLAM HRIDOY

কাগজ শিল্প

প্রথম কাগজকল	বাংলাদেশের কাগজকলগুলোর মধ্যে প্রথম ও বৃহত্তম -কর্ণফুলী কাগজকল। ১৯৫৩ সালে এটি স্থাপিত হয়।
পূর্বের বৃহত্তম কাগজকল	বাংলাদেশের বৃহত্তম কাগজের কল ছিল খুলনার নিউজপ্রিন্ট মিল। এই মিলে সুন্দরবণের গেওয়া কাঠ কাচাঁমাল হিসেবে ব্যবহৃত হত। ২০০২ সালে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।
সর্বপ্রথম	বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সবুজপাট ব্যবহার করে কাগজের মন্ড তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে।

বাংলাদেশের উল্লেখ্যযোগ্য কাগজকল

নাম	অবস্থান	কাচাঁমাল
কর্ণফুলী কাগজকল	চন্দ্রঘোনা, চট্টগ্রাম	বাশঁ ও নরম কাঠ
উত্তরবঙ্গ কাগজকল	পাকশী,পাবনা	চিনিকলগুলো থেকে প্রাপ্ত আখের চোবড়া
সিলেট মন্ড ও কাগজকল	ছাতক, সিলেট	নালাগড়া ও ঘাস
বসুন্ধরা কাগজকল	নারায়নগঞ্জ	আমদানিকৃত মন্ড

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য হার্ডবোর্ড মিল

নাম	অবস্থান	কাচাঁমাল
খুলনা হার্ডবোর্ড মিল	খুলনা	সুন্দরবনের গেওয়া কাঠ

চামড়া শিল্প

২০০ একর জমি নিয়ে সাভারের হরিণাধারায় স্থাপিত হয়েছে চামড়া শিল্প নগরী। ঢাকার হাজারীবাগ থেকে ৬৬ বছর পর ট্যানারিগুলোকে চামড়া শিল্প নগরীতে স্থানান্তর করা হয়েছে।মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাছিনা চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যকে ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি , Product of the year ঘোষনা করেন।

জাহাজ শিল্প

খুলনা শিপইয়ার্ড:

এটি ১৯৫৭ সালে জার্মান সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়।দীর্ঘদিন লোকসানের মুখে পতিত হয়ে ১৯৯ সালে এটি শিল্প মন্ত্রনালয় থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়।ধীরে ধীরে এই জাহাজ নির্মান ও মেরামতকারি প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়।২০১৪ সালে খুলনা শিপইয়ার্ড পাচঁটি ছোট যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণের কাজ হাতে নেয় এবং তা সফলভাবে তা সম্পন্ন করে।দেশে তৈরি প্রথম যুদ্ধ জাহাজটির নাম 'বিএনএন পদ্মা'। এছাড়াও দুটি বড় যুদ্ধ জাহাজ বা লার্জ পেট্রোল ক্রাফট (এলপিসি) নির্মাণ করেছে। এর মধ্যে প্রথম 'এলপিসি'টির নাম 'বিএনএস দুর্গম' এবং দ্বিতীয় তথা বৃহত্তম এবং সর্বশেষ ও বৃহত্তম 'এলপিসি'টির নাম 'বিএনএস নিশান'। খুলনা শিপইয়ার্ডদেশের বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা।

জাহাজ নির্মাণ কারখানা	অবস্থান	Key Points
চট্টগ্রাম ডকইয়ার্ড	চট্টগ্রাম	

RAISUL ISLAM HRIDOY

নারায়গঞ্জ ডকইয়ার্ড	নারায়গঞ্জ	
ঢাকা ডকইয়ার্ড এন্ড মেরিন ওয়ার্কস প্রা: লি:	ঢাকা	
আনন্দ শিপইয়ার্ড লি.	নারায়নগঞ্জ	২০০৮ সালে বাংলাদেশ প্রথম জাহাজ রপ্তানি করে ডেনমার্কে।বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত প্রথম জাহাজটির নাম 'স্টেলা মেরিস'। নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান ছিল আনন্দ শিপইয়ার্ড।
কর্ণফুলী ডকইয়ার্ড এন্ড মেরিন ওয়ার্কস প্রা: লি:	চট্টগ্রাম	
এফ এন্ড এফ শিপিং রিসাইক্লিং	চট্টগ্রাম	

নৌবাহিনীতে সাবমেরিন	১৪ নভেম্বর ২০১৬ সালে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে 'নবযাত্রা' ও 'জয়যাত্রা' নামে দুটি সাবমেরিন হস্তান্তর করে চীন। এর মাধ্যমে ত্রিমাত্রিক শক্তি হিসেবে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ।

RAISUL ISLAM HRIDOY

অন্যান্য :

নাম	অবস্থান
বাংলাদেশের একমাত্র মেশিন টুলস কারখানা অবস্থিত	গাজীপুরে
বাংলাদেশের বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত কারখানা	চট্টগ্রাম স্টীল মিলস
বাংলাদেশের মোটর সাইকেল সংযোগ কারখানা	এটলাস বাংলাদেশ লি.(টঙ্গী, গাজিপুর)
বাংলাদেশের একমাত্র রেয়ন মিল	কর্ণফুলী রেয়ন মিল (চন্দ্রঘোনা, চট্টগ্রাম)
বাংলাদেশের টেলিফোন শিল্প সংস্থা	টঙ্গী ও খুলনা
বাংলাদেশের প্রথম ট্যানারি স্থাপন করা হয়	নারায়নগঞ্জে
বাংলাদেশের প্রথম কয়লা শোধনাগার	বিরামপুর হার্ড কোক লি. (দিনাজপুর)
তৈরি পোশাক শিল্পে কোটা ব্যবস্থা ছিল	২০০৪ সাল পর্যন্ত
GSP – পূর্ণ রূপ	Generalized System of preferences

RAISUL ISLAM HRIDOY

GSP সুবিধা	এই সুবিধার আওতায় বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের পোষাক রপ্তানিতে ১২.৫% হারে শুল্ক সুবিধা পায়।
বাংলাদেশের একমাত্র অস্ত্র কারখানা	গাজীপুরে

আরো কিছু প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশের অস্ত্র নির্মাণ কারখানা অবস্থিত	গাজিপুর।
বাংলাদেশের মোটর গাড়ির সংযোজনের বৃহত্তম কারখানার নাম	প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ, চট্টগ্রাম।
বাংলাদেশের বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত কারখানার নাম	চট্টগ্রাম স্টীলমিল, চট্টগ্রাম।
বাংলাদেশের বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানার নাম	চট্টগ্রাম ডকইয়ার্ড, চট্টগ্রাম।
বাংলাদেশের মোটর সাইকেল সংযোজন কারখানা করা হয়	এটলাস বাংলাদেশ লিঃ, টংগী।
বাংলাদেশের তেল শোধনাগার	ইস্টার্ন রিফাইনারী, চট্টগ্রাম।
বাংলাদেশের টেলিফোন শিল্প সংস্থা অবস্থিত	টংগী, গাজিপুর।
বাংলাদেশের অস্ত্র নির্মান কারখানা অবস্থিত	গাজিপুর।
দেশের প্রথম ইকো পার্ক	সীতাকুন্ড চন্দ্রনাথ পাহাড়।
দেশের প্রথম সাফারি পার্কের নাম	বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক।
দেশের প্রথম সাফারি পার্ক কোথায় অবস্থিত	কক্সবাজারের ডুলাহাজরা।
বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই)	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে
বর্তমানে বাংলাদেশে মোট চিনি কলের সংখ্যা	১৪ টি।
দেশের সর্ববৃহৎ চিনি কল	কেরু এন্ড কোঃ লিঃ, দর্শনা।
ব্রিটিশ বাংলার প্রথম পাটকল স্থাপন করা হয়	১৮৫৫ সালে, কলকাতায়।
বর্তমান বাংলাদেশের প্রথম পাটকল কোথায় স্থাপন করা হয়	সিরাজগঞ্জে।
বাংলাদেশের পাট শিল্পের প্রধান কেন্দ্রগুলো অবস্থিত	ঢাকা ও খুলনায়।
বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের বৃহত্তম পাটকল ছিল *	আদমজী পাটকল।
আদমজী পাটকলের তাঁত সংখ্যা ছিল	৩,০০০ টি।
আদমজী পাটকল স্থাপন করা হয়	১৭ জুন, ১৯৫১ সাল।
আদমজী পাটকলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন	পাকিস্তানের গুল মোহাম্মদ।
আদমজী পাটকল আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়	৩০ জুন, ২০০২।

RAISUL ISLAM HRIDOY

দেশের সর্ববৃহৎ সিমেন্ট কারখানা	শাহ সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ।
লাফার্জ-সুরমা সিমেন্ট কারখানা অবস্থিত	সুনামগঞ্জের ছাতকে
বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কাগজ কল	কর্ণফুলী পেপার মিল।
কর্নফুলী পেপার মিলের কাঁচামাল	বাঁশ।
পাকশী পেপার মিলের কাঁচামাল	আখের ছোবড়া।
সবুজ পাট দিয়ে কাগজের মন্ড তৈরীর প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে	বাংলাদেশ।
বাংলাদেশে মোট কাগজের কলের সংখ্যা	১০ টি।
প্রাইভেটাইজেশন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়	১৯৯৩ সালে।
বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানা	যমুনা ফার্টিলাইজার কোং লিঃ।
যমুনা র্ফাটিলাইজার কারখানা অবস্থিত	জামালপুর জেলার তারাকান্দি।
বেসরকারী খাতে সবচেয়ে বড় সার কারখানা	কাফকো।
ইউরিয়া সারের প্রধান কাঁচামাল	মিথেন গ্যাস।
বাংলাদেশের একমাত্র রেয়ন মিল অবস্থিত	চন্দ্রঘোনায়।
বাংলাদেশের প্রথম বস্ত্রকল	সায়হাম কটন মিল।
মাথা পিছু বাৎসরিক কাপড়ের চাহিদা	১১ মিটার।
বাংলাদেশের ডান্ডি বলা হত	নারায়নগঞ্জ।

খনিজ ও শক্তি সম্পদ

প্রাকৃতিক গ্যাস

বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ গ্যাস। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন (৮০-৯০%)। অন্যান্য উপাদানের মধ্যে রয়েছে ইথেন (প্রায় ১৩%)।, প্রোপেন (৩%), বিউটেন, ইথিলিন, নাইট্রোজেন।আমাদের দেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস অধিক বিশুদ্ধ যার ৯৫-৯৯% মিথেন এবং সালফার প্রায় অনুপস্থিত।

বাংলাদেশে এ পযর্ন্ত ২৯ টি গ্যাসক্ষেত্র পাওয়া গেছে। আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ২টি (সাঙ্গু ও কুতুবদিয়া) উপকূলের অদূরে বঙ্গোপসাগরে এবং অবশিষ্ট গ্যাসক্ষেত্রগুলি দেশের ভূ-ভাগে অবস্থিত। ১৯৫৫ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি সিলেটের হরিপুরে বাংলাদেশের প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করে। ১৯৫৭ সালে এইগ্যসক্ষেএ থেকে প্রথম গ্যাস উত্তোলন শুরু করে।মজুদের দিক থেকে তিতাস সবচেয়ে বড় আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র। ঢাকায় তিতাস গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস সরবারহ করা হয়ে থাকে। তবে দৈনিক সবচেয়ে বেশি গ্যাস উত্তোলন করা হয় বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র থেকে।

দ্রুত গ্যাস সম্পদ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে সমগ্র বাংলাদেশকে ২৩ টি ব্লকে িবভক্ত করে। আর সমুদ্র এলাকায় অনুসন্ধানের জন্য উক্ত এলাকাকে ২৬ টি ব্লকে ভাগ করা হয়।

দেশের উপকূলীয় এলাকায় দুটি গ্যাসক্ষেত্র পাওয়া গেছে। সাঙ্গু দেশের প্রথম সমুদ্র এলাকায় পাওয়া গ্যাসক্ষেত্র। দ্বিতীয়টি হল কুতুবদিয়া।

- প্রধান খনিজ সম্পদ- গ্যাস
- প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়- ১৯৫৫ সালে
- প্রথম গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়- ১৯৫৭ সালে
- বাংলাদেশকে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য- ২৩টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে
- মোট গ্যাসক্ষেত্র- ২৫টি (২৪টি)
- সর্বশেষ গ্যাস ক্ষেত্র- শাহজাদপুর গ্যাস ক্ষেত্র
- অবস্থান- নোয়াখালীর কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার সিরাজপুর ইউনিয়নের শাহজাদপুর গ্রামে
- গ্যাসব্লকে অবস্থান- ১৫ নং ব্লকে
- আবিষ্কারক- বাপেক্স
- আবিষ্কারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা- ১৭ আগস্ট ২০১১
- আবিষ্কারের ঘোষণা দেয়- পেট্রোবাংলা
- অন্য নাম/ পুরোনো নাম- সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্র
- গ্যাস উত্তোলন হচ্ছে- ১৭টি থেকে
- সবচেয়ে বড় গ্যাসক্ষেত্র- তিতাস (ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়)
- সবচেয়ে বেশি গ্যাস উত্তোলন করা হয়- তিতাস গ্যাসক্ষেত্র থেকে
- ঢাকা শহরে গ্যাস সরবরাহ করা হয়- তিতাস গ্যাসক্ষেত্র থেকে
- সর্বশেষ আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র- ভাঙ্গুরা
- সামুদ্রিক গ্যাসক্ষেত্র- সাঙ্গু
- সমুদ্র উপকূলে গ্যাসক্ষেত্র- ২টি (সাঙ্গু ও কুতুবদিয়া)
- প্রথম সামুদ্রিক গ্যাসক্ষেত্র- সাঙ্গু (সাঙ্গুভ্যালী)
- সবচেয়ে বেশি গ্যাস ব্যবহার করা হয়- বিদ্যুৎ উৎপাদনে
- গ্যাসের মোট মজুদ- ২৮.৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট
- পেট্রোবাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৭ সালে
- BAPEX- Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company Limited

- গ্যাসক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ড-
- মাগুরছড়া

    - জেলা- মৌলভীবাজার

RAISUL ISLAM HRIDOY

- সাল- ১৯৯৭
- কোম্পানি- অক্সিডেন্টাল(USA)

- টেংরাটিলা
  - জেলা- সুনামগঞ্জ
  - সাল- ২০০৫
  - কোম্পানি- নাইকো(Canada)

খনিজ তেল

বাংলাদেশে ১৯৮৬ সালে প্রথম সিলেটের হরিপুরে সর্বপ্রথম খনিজ তেল পাওয়া যায়।এছাড়া মৌলভীবাজারের বরমচালে একটি তেলক্ষেএ আবিষ্কৃত হয়। হরিপুরের তেলক্ষেত্র থেকে ১৯৮৭ সালে তেল উত্তোলন শুরু হয়।কিন্তু ১৯৯৪ সালে তেল উৎপাদন এটি থেকে বন্ধ হয়ে যায়। কাংলাদেশের তেল শোধনাগার ইস্টার্ণ রিফাইনারি চট্টগ্রামে অবস্থিত।

- তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানি নাইকো কানাডিয়ান কোম্পানি।
- ইউনোকল যুক্তরাষ্ট্রের তেল কোম্পানি।
- প্রথম খনিজ তেল আবিষ্কার- ১৯৮৬ সালে
- প্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তেল উত্তোলন-১৯৮৭ সালে
- একমাত্র তেল শোধনাগার- ইস্টার্ন রিফাইনারী (চট্টগ্রাম)
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান- মিথেন

কয়লা

১৯৬১ সালে প্রথম জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জে কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয়।মুজদ কয়লার দিক দিয়ে এটি সবচেয়ে বড় কয়লাক্ষেত্র। এটা ছাড়াও নওগাঁর পত্নীতলা, দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায়, ফুলবাড়িয়ায় , সুনামগঞ্জ জেলার টাকেরহাটে প্রভৃতি স্থানে উন্নতমানের বিটুমিনাস ও লিগানাইট কয়লা পওেয়া যায়। খুলনার কোলা বিলে পিট কয়লা পাওয়া গেছে। ‘আইভরি ব্ল্যাক’ হলো অস্থিজ কলা। দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়ায় বাংলাদেশ জেলার প্রথম কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।বর্তমানে কয়লা খনির সংখ্যা ৫ টি।

- সবচেয়ে বড় কয়লা খনি- দিনাজপুরের দীঘিপাড়া
- উন্মুক্ত খনি না করার জন্য আন্দোলন হয়- দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায়/ফুলবাড়িয়ায়
- বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির আয়তন- ৬.৬৮ বর্গকিমি

- বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির মোট মজুদ- ৩৯০ মিলিয়ন মেট্রিক টন
- বাংলাদেশের সবচেয়ে উন্নতমানের কয়লা- বিটুমিনাস (জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ, বড়পুকুরিয়া)
- সোনা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে- দিনাজপুরের মধ্যপাড়া কয়লাখনিতে
- রূপা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে- দিনাজপুরের দীঘিপাড়া ও নওগাঁর পত্নীতলায়
- দস্তা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে- দিনাজপুরের মধ্যপাড়া

কঠিন শিলা

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর ও দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে।

চুনাপাথর

টাকেরহাট, জাফলং, ভাঙ্গারহাট, জকিগঞ্জ, সেন্টমার্টিন দ্বীপে প্রচুর চুনাপাথর পাওয়া গেছে।

চীনা মাটি

নেত্রকোনার বিজয়পুর, নওগাঁর পত্নীতলা, দিনাজপুরের পাবর্তীপুরে চীনামটি পাওয়া গেছে। চীনামাটি বলতে মূলত কেয়োলিন কাদা মণিক দিয়ে গঠিত সিরামিক শিল্পে ব্যবহার্য উন্নতমানের কাদাকে বুঝায়।

সিলিকা/কাচ বালি

সুনামগঞ্জের টাকেরহাট, মৌলভীবাজারের কুলাউড়া, জামালপুরের গারো পাহাড়ে সিলিকা বালি পাওয়া গেছে।
কাচাবালির সবচেয়ে বেশি মজুদ সিলেট অঞ্চল্

তেজস্ক্রিয় বালু

কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে পাওয়া যায়। এদের কালো সোনা বলা। এগুলোর মধ্যে জিরকন, মোনাজহাইট ও জাহেরহাইট অন্যতম।বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভূ- বিজ্ঞানী এম এ জাহের আবিষ্কৃত পদার্থটিকে তার নাম অনুসারে জাহেরহাট রাখা হয়।

নুড়িপাথর

সিলেট, পঞ্চগড় এবং লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রামে নুড়িপাথর পাওয়া গেছে।

গন্ধক

RAISUL ISLAM HRIDOY

চট্টগ্রামের টাকেরহাটে একমাত্র গন্ধকখনি পাওয়া গেছে।

তামা

রংপুর জেলার রানীপুকুরে, দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় তামার সন্ধান পাওয়া গেছে।

ইউরেনিয়াম

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া পাহাড়ে ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে।

খনিজ বালি

কুতুবদিয়া ও টেকনাফে প্রচুর পরিমাণে খনিজ বালি পাওয়া গেছে।

শক্তি সম্পদ

এক নজরে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত

- বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ): ২০,১৩৩*
- সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন (মেঃওঃ): ১১,৬২৩ (১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮)
- গ্রাহক সংখ্যা: ৩ কোটি ১১লক্ষ
- মোট সঞ্চালন লাইন (সা.কি.মি.): ১১,২৯৩
- বিতরণ লাইন (কি.মি.): ৪ লক্ষ ৭১ হাজার
- সিস্টেম লস: ১১.৮৭% (জুন ২০১৮)
- বিতরণ লস: ৯.৬০% (জুন ২০১৮)
- মাথাপিছু উৎপাদন (কিঃওঃআঃ): ৪৬৪ কিঃওঃআঃ
- বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠী: ৯০%

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহ

বাংলাদেশের বৃহত্তম বিদ্যুৎ কেন্দ্র	নারায়নগঞ্জ জেলার হরিপুরে।
বাংলাদেশের বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র	কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায়।
বাংলাদেশের প্রথম গ্যাসচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র	সিলেটের হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র
বাংলাদেশের প্রথম কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র	দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায়।
বাংলাদেশের প্রথম বার্জমাউন্টেন বিদ্যুৎ কেন্দ্র	খুলনার বার্জমাউন্টেন বিদ্যুৎ কেন্দ্র
বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র	দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায়।
বাংলাদেশের পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র	১ টি। কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র।
কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ হয়েছে	১৯৬২
কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে	১৯৬৫
বাংলাদেশের একমাত্র কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করা হয়েছে	কর্ণফুলী নদীতে বাধঁ দিয়ে।
কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা	২৩০ মেগাওয়াট
কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে	কর্ণফুলী নদীতে
কাপ্তাই ড্যাম অবস্থিত	কাপ্তাই বাধঁ, রাঙামাটি
বাংলাদেশ আনবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	রূপপুর পারমানবিক বিদ্যু কেন্দ্র

RAISUL ISLAM HRIDOY

রূপপুর পারমানবিক বিদ্যু কেন্দ্র অবস্থিত	রূপপুর, পাবনা
সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িতে অবস্থিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	বিজয়ের আলো
বাংলাদেশে প্রথম সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয়	নরসিংদী জেলার করিমপুর ও নজরপুরে
বাংলাদেশের বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র	চট্টগ্রামের সন্দীপে
বিদ্যুৎ বিতরণের সাথে জড়িত	Dhaka Electric Supply Company LTD (DESCO). Dhaka Power Distribution Company LTD (DPDC) Electrification Board বা পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড (REB).
গ্রাম বাংলায় বিদ্যুৎতায়নের দায়িত্ব সরাসরি নিয়োজিত	পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড (REB).

- চট্টগাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার দাতামারা ইউনিয়নের মোহাম্মপুর এলাকায় নির্মিত হতে যাচ্ছে ৪০ মেগাওয়ার্ট ক্ষমতাসম্পন্ন বড়ৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

কোথায় কোন খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়

খনিজ তেল

- সিলেটের হরিপুর

কয়লা

- দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া, দীঘিপাড়া, ফুলবাড়িয়া,
- সিলেটের লালঘাট ও টেকেরহাট
- ফরিদপুরের চান্দাবিল ও রাখিয়া বিল
- জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ, নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ, খুলনার কোলাবিল

RAISUL ISLAM HRIDOY

তেজস্ক্রিয় বালি

- কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে (ইলমেনাইট)

ইউরেনিয়াম

- মৌলভীবাজারের কুলাউড়া পাহাড়ে

চীনামাটি

- নেত্রকোনার বিজয়পুর, নওগাঁর পত্নীতলা, চট্টগ্রামের পটিয়া

চুনাপাথর

- সিলেটের টেকেরহাট, ভাঙ্গারহাট, জাফলং, লালঘাট, বাগলিবাজার
- জয়পুরহাট, কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিন

সিলিকা বালি

- হবিগঞ্জের শাহজীবাজার, জামালপুরের বালিঝুরি, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম

কঠিন শিলা

- রংপুরের বদরগঞ্জ ও মিঠাপুকুর, দিনাজপুরের পার্বতীপুর

গন্ধক

- কুতুবদিয়া

হাইলাইটস

- কৃষি দিবস- ১ অগ্রহায়ণ
- মোট জমি- ৩ কোটি ৩৮ লাখ ৩৪ হাজার একর
- মোট আবাদী জমি- ২ কোটি ১ লাখ ৫৭ হাজার একর
- মাথাপিছু আবাদী জমি- ০.২৮ একর
- কৃষির উপর নির্ভরশীল- ৮০% মানুষ
- ফসল তোলার ঋতু- ৩টি (ভাদোই, হৈমন্তিক, রবি)
- শস্য ২ প্রকার, রবিশস্য(শীতকালীন শস্য) ও খরিপ শস্য(গ্রীষ্মকালীন শস্য)
- অর্থনীতিতে কৃষির অবদান- ২০.৬০%
- শস্য ভাণ্ডার- বরিশাল
- মোট কৃষিশুমারি- ৪টি

RAISUL ISLAM HRIDOY

- সর্বশেষ কৃষিশুমারি- ১৯৯৭
- জাতীয় কৃষিনীতি- ১৯৯৯
- কৃষি পণ্য- ধান, পাট, চা, গম, আখ , আলু, তামাক, ডাল, তেলবীজ, মসলা, ফল, মাংস, দুধ, পোল্ট্রি
- প্রধান খাদ্যদ্রব্য- ধান
- সবচেয়ে বেশি ধান হয়- ময়মনসিংহে
- ধান উৎপাদনে পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান- ৪র্থ
- ধান উৎপাদনে শীর্ষদেশ- চিন
- চাল রপ্তানিতে শীর্ষদেশ- থাইল্যান্ড
- বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটউট- বিরি(BRRI), জয়দেবপুরে
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটউট- বারি(BARI), জয়দেবপুর
- প্রধান অর্থকরী ফসল- পাট
- পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট- ঢাকার শেরে বাংলা নগরে
- পাট গবেষণা বোর্ড- মানিকগঞ্জ
- সবচেয়ে বেশি পাট হয়- রংপুরে
- পাট উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান- ২য়
- পাট উৎপাদনে শীর্ষদেশ- ভারত
- পাট রপ্তানিতে শীর্ষদেশ- বাংলাদেশ
- জুটন- ৭০% পাট ও ৩০% তুলার সমন্বয়ে তৈরি এক প্রকার কাপড়
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাটকল- আদমজী পাটকল (১৯৫১)
- আদমজী পাটকল বন্ধ হয়- ৩০ জুন, ২০০২
- আদমজী পাটকল আবার চালু হয়-
- আন্তর্জাতিক পাট সংস্থার সদর দপ্তর- ঢাকায়
- নারায়ণগঞ্জ- প্রাচ্যের ডান্ডি
- মোট চা বাগান- ১৬৩টি
- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রথম চা চাষ শুরু হয়- ১৮৫৭ সালে
- প্রথম চা বাগান- সিলেটের মালনিছড়ায়
- সর্বশেষ চা বাগান তৈরি করা হয়েছে- পঞ্চগড়ে
- অর্গানিক চা বাগান তৈরি করা হয়েছে- পঞ্চগড়ে
- অর্গানিক চায়ের নাম- মীনা চা
- সবচেয়ে বেশি চা জন্মে- মৌলভীবাজারে
- চা গবেষণা কেন্দ্র- শ্রীমঙ্গলে
- চা জাদুঘর- শ্রীমঙ্গলে
- চা বোর্ড- চট্টগ্রাম
- চা উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান- ১১তম

RAISUL ISLAM HRIDOY

- চা উৎপাদনে শীর্ষদেশ- ভারত
- চা রপ্তানিতে শীর্ষদেশ- কেনিয়া
- রেশম বেশি উৎপন্ন হয়- রাজশাহীতে
- রেশম বোর্ড- রাজশাহীতে
- তামাক হয়- রংপুরে
- তুলা উৎপাদনে শীর্ষজেলা- যশোরে
- রাবার হয়- কক্সবাজারের রামুতে (আরো চট্টগ্রাম, মধুপুর, পার্বত্য চট্টগ্রাম)
- সবচেয়ে বড় সেচ প্রকল্প- তিস্তা বাঁধ প্রকল্প (রংপুর)
- ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র- ঈশ্বরদীতে
- ডাল গবেষণা কেন্দ্র- ঈশ্বরদীতে
- মসলা গবেষণা কেন্দ্র- বগুড়া
- আম গবেষণা কেন্দ্র- চাঁপাই নবাবগঞ্জ
- জুমচাষ- পাহাড়ে চাষ করার এক রকম কৌশল
- দেশের প্রথম কৃষি জাদুঘর- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-তে অবস্থিত

ফসল	বেশি উৎপন্ন হয় যে জেলায়	উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান	উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষস্থানীয়	রপ্তানিতে বিশ্বে শীর্ষস্থানীয়	গবেষণা ইন্সটিটিউট (বোর্ড ও অন্যান্য)
ধান	ময়মনসিংহ	৪র্থ	চিন	থাইল্যান্ড	জয়দেবপুর (ধান ও চাল, দু'টোই)
পাট	রংপুর	২য়	ভারত	বাংলাদেশ	ইন্সটিটিউট- ঢাকার শেরে বাংলা নগর বোর্ড- মানিকগঞ্জ
চা	মৌলভীবাজারে	১১তম	ভারত	কেনিয়া	চা গবেষণা কেন্দ্র- শ্রীমঙ্গলে চা জাদুঘর- শ্রীমঙ্গলে চা বোর্ড- চট্টগ্রাম
রেশম	রাজশাহী				রাজশাহী
তামাক	রংপুর				
তুলা	যশোর				
রাবার	কক্সবাজার				
আখ					ঈশ্বরদী
ডাল					ঈশ্বরদী
মসলা					বগুড়া
আম					চাঁপাই নবাবগঞ্জ

RAISUL ISLAM HRIDOY

অধ্যায় ৬

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ

☞ বাংলাদেশ সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে কমনওয়েলথ এর সদস্যপদ লাভ করে।

সংস্থা/সংগঠন	সদস্যপদ লাভের সময়
জাতিসংঘ (UN) এর স্থায়ী পর্যবেক্ষক	১৯৭২
জাতিসংঘ (UN) এর পূর্ণ সদস্যপদ	২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF)	১৯৭২
পুর্নগঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক (IBRD)	১৯৭২
আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি (IDA)	১৯৭২
আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (IFC)	১৯৭৬
পুঁজি বিনিয়োগজনিত বিরোধ নিষ্পত্তির আন্তর্জাতিক কেন্দ্র (ICSID)	১৯৮০
বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ গ্যারান্টি সংস্থা (MIGA)	১৯৮৮
জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (UNIDO)	১৯৭২
জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO)	১৯৭২

RAISUL ISLAM HRIDOY

জাতিসংঘের উন্নয়ন ও বানিজ্য কর্মসূচী(UNCTAD)	১৯৭২
বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা (WTO)	১ জানুয়ারি, ১৯৯৫
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)	১৯৭২
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)	১৯৭২
খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)	১৯৭৩
আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থা (IAEA)	১৯৭২
এসকাপ (ESCAP)	১৯৭৩
অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা (ECO)	১৯৯২
কমনওয়েলথ (Commonwealth)	১৯৭২
জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)	১৯৭৩
ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC)	১৯৭৪
ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB)	১৯৭৪
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)	১৯৭৩
আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা (Interpol)	১৯৭৬
রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট	১৯৭৩
আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম (ARF)	২০০৬
বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন (UPU)	১৯৭৩

RAISUL ISLAM HRIDOY

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC)	২০১০
ITU	১৯৭৩

খেলাধুলা সংক্রান্ত সদস্যপদ প্রাপ্তির সাল

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC) এর সহযোগী সদস্য	১৯৭৭
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC) এর পূর্ণ সদস্য	২০০০
ফিফা (FIFA)	১৯৭৪
আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (OIC)	১৯৮০

বাংলাদেশ বিভিন্ন সংস্থার যততম সদস্য :

সংস্থা/সংগঠন	যততম সদস্য
জাতিসংঘ (UN)	১৩৬ তম
কমনওয়েলথ (Commonwealth)	৩২ তম
ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC)	৩২ তম
আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম (ARF)	২৬ তম
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC)	১১১ তম

- বাংলাদেশ সর্বপ্রথম NAM Summit এ যোগদান করেছিল ১৯৭৩ সালে।
- বাংলাদেশ ASEAN সংগঠনের সদস্যপদ চাইছে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সালে ২৯ তম অধিবেশনে
বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান জাতিসংঘ সাধারন অধিবেশনে প্রথম বাংলায় ভাষন দেন	২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সালে ২৯ তম অধিবেশনে
জাতিসংঘ সাধারন অধিবেশনে প্রথম বাংলাদেশী সভাপতি	হুমায়ন রশঅদ চৌধুরী. ৪১ তম অধিবেশনে ১৯৮৬ সালে
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রথম বাংলাদেশী সভাপতি	আনোয়ারুল করিম চৌধুরী ২০০১ সালে
বাংলাদেশ ২ বার নিরাপত্তা পরিষদ (স্বস্থি পরিষদ) এর অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে।	ক) ১৯৭৯-৮০ সালে
	খ) ২০০০-২০০১ সালে
৪ জন জাতিসংঘের মহাসচিব বাংলাদেশ সফরকরেন	১) কুর্ট ওয়াল্ড হেইম (১৯৭৩)
	২) পেরেজ দ্য কুয়েলার (১৯৮৯)
	৩) কফি আনান (২০০১)
	৪) বান কি মুন
বাংলাদেশ জাতিসংঘের শান্তিমিশনে প্রথম অংশগ্রহন করে	১৯৮৮ সালে জাতিসংঘের ইরাক-ইরান সামরিক পর্যবেক্ষক গ্রুপ ((UNIMOG)

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী সর্বপ্রথম শান্তিমিশনে অংশগ্রহন করে	১৯৮৯ সালে নামিবিয়ার শান্তিমিশনে UNTAG-এ
বাংলাদেশের প্রথম নারী হিসাবে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে নেতৃত্ব দেন	এস.পি মিলি বিশ্বাস
জাতিসংঘের প্রাক্তন আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল	বাংলাদেশের আমিরা হক
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৫জন সদস্য বিমান দুর্ঘটনায় শহীদ হন	বেনিনে, ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৩ সালে
জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিহত বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের স্মরণে নির্মিত স্তম্ভ।	শান্তিস্তম্ভ, শেরে বাংলা নগরে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশ

- ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী সর্বপ্রথম নামিবিয়ার শান্তিমিশন UNTAG-এ ৬০ জন পুলিশ প্রেরণ করে।
- বাংলাদেশ পুলিশ এখন পর্যন্ত ১৭ মিশনে ৪০৫৭ জন সৈন্য পাঠিয়েছে।
- বাংলাদেশ পুলিশ তাদের প্রথম শান্তি মিশনে ৫ জন মহিলা পুলিশ প্রেরণ করে।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে সৈন্য প্রেরণ এবং অবদানে বাংলাদেশ পুলিশ এবং নারী পুলিশ বাহিনী শীর্ষে রয়েছে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন

বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসের সংখ্যা	৫৭ টি দেশে (মিশন ৭৩)
বাংলাদেশে বিদেশি দূতাবাস আছে	৫৬ টি দেশের।
সার্কভুক্ত যে সব দেশের বাংলাদেশে দূতাবাস রয়েছে	সার্কভুক্ত সব দেশের বাংলাদেশে দূতাবাস রয়েছে
বাংলাদেশের দূতাবাস নেই	মিয়ানমারে
সার্কভুক্ত যে সব দেশে বাংলাদেশের দূতাবাস রয়েছে	ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্থান
বাংলাদেশের ২টি স্থায়ী মিশন আছে	নিউইয়র্ক ও জেনেভায়
বাংলাদেশের কোন কূটনৈতিক ও বানিজ্যিক সম্পর্ক নেই	ইসরাইলের
বাংলাদেশের সাথে বানিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে ক্তি কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই	তাইওয়ানের
টুয়েসডে গ্রুপ	বাংলাদেশে নিযুক্ত ১৪ দাতা দেশের রাষ্ট্রদূত/হাই কমিশনারের সংগঠন। প্রতি মঙ্গলবার এ গ্রুপটি বৈঠক করে বলে এটি ‘টুয়েসডে গ্রু ‘ নামে পরিচিত।

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিসমূহ

☞ বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী চুক্তি সাক্ষরিত হয় – ১৯ মার্চ , ১৯৭২

- বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী চুক্তি সাক্ষরিত হয় – ২৫ বছরের জন্য
- গঙ্গা পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৬
- গঙ্গা পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – ৩০ বছরের জন্য
- গঙ্গা পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – বাংলাদেশের পক্ষে শেখ হাসিনা এবং ভারতের পক্ষে দেব গৌড়া
  ফারাক্কা বাঁধ চালু হয় – ১৯৭৫ সালে
- জাতিসংঘের কোন অধিবেশনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ফারাক্কা ইস্যু উত্থাপন করা হয় – ৩১ তম অধিবেশনে
- পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭
- পার্বত্য শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে – বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতির পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধি প্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)
- পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে
- শান্তি বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হয় – ৫ মার্চ, ১৯৯৮
- শান্তি বাহিনী প্রথম অস্ত্র সমর্পণ করে – ১০ জানুয়ারি, ১৯৯৮
- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা – ২২ জন
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ মর্যাদা – একজন প্রতিমন্ত্রীর সমান
- SOFA এর পূর্ণরূপ – Status of Forces Agreement
- HANA এর পূর্ণরূপ – Humanitarian Assistance Needs Assesment
- বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র HANA চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – আগষ্ট ১৯৯৮ সালে
- বাংলাদেশ CTBT চুক্তি স্বাক্ষরিত করে – ২৪ অক্টোবর, ১৯৯৬ সালে
- বাংলাদেশ CTBT চুক্তি চুক্তি স্বাক্ষরকারী – ১২৯ তম দেশ
- বাংলাদেশ CTBT চুক্তি অনুমোদন করে – ৭ মার্চ, ২০০০
- বাংলাদেশ CTBT চুক্তি অনুমোদনকরী – ২৮ তম
- বাংলদেশ স্থলমাইন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে – ৮ মে, ১৯৯৯
- বাংলাদেশ-মায়ানমার মধ্যে স্থল সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – ১২ নভেম্বর , ১৯৯৮
- বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে ট্রেন চলাচল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – ৪ জুলাই, ২০০০
- বাংলাদেশ-সিংগাপুর বাণিজ্য সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – ৩০ আগষ্ট, ২০০০
- বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড আসামি প্রত্যার্পণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – ৯ জুলাই, ১৯৯৮
- ঢাকা-কলকাতা বাস চলাচল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – ১৭ জুন, ১৯৯৯

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাংলাদেশের বৃহত্তম, সর্বোচ্চ, দীর্ঘতম ও ক্ষুদ্রতম

বাংলাদেশের বৃহত্তম:

বাঁধ	কাপ্তাই বাঁধ।
বিল	চলন বিল
চিনির কল	কেরু এন্ড কোং, দর্শনা, কুষ্টিয়া।
পাটকল	আদমজী জুট মিল (নারায়নগঞ্জ)।
রেল স্টেশন	কমলাপুর (ঢাকা)
রেল জংশন।	ঈশ্বরদী রেলওয়ে জংশন
মসজিদ	বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ (ঢাকা)
বিমান বন্দর	শাহ জালাল আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দর (ঢাকা)
বৃহত্তম একক বনভূমি	সুন্দরবন
গ্রন্থাগার	পাবলিক গ্রন্থাগার (ঢাকা)

RAISUL ISLAM HRIDOY

বৃহত্তম উদ্যান	সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (ঢাকা)
বৃহত্তম পার্ক	রমনা পার্ক
বৃহত্তম উপজেলা (আয়তনে)	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
বৃহত্তম জেলা	রাঙ্গামাটি
বৃহত্তম উপজেলা (জনসংখ্যা)	সাভার, ঢাকা
বৃহত্তম বিভাগ	চট্টগাম
বৃহত্তম দ্বীপ	ভোলা
বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
কাগজের কল	কর্ণফুলী পেপার মিল (চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি)।
সার কারখানা	যমুনা সার কারখানা (ফেঞ্চুগঞ্জ)
জাদুঘর	ঢাকা জাতীয় জাদুঘর

RAISUL ISLAM HRIDOY

চিড়িয়াখানা	মিরপুর চিড়িয়াখানা, ঢাকা
চক্ষু হাসপাতাল	চক্ষু হাসপাতাল (চট্টগ্রাম)
হাসপাতাল	ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
স্টেডিয়াম	বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম
ব্যাংক	বাংলাদেশ ব্যাংক
সিনেমা হল	মনিহার (যশোর)
কন্টেইনার জাহাজ	বাংলার দূত
বৃহত্তম শহর	ঢাকা
জনসংখ্যায় বৃহত্তম শহর	ঢাকা
সমুদ্র বন্দর	চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর
জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র	কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, রাঙ্গামাটি
তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কুষ্টিয়া
গ্যাসক্ষেত্র	তিতাস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
বৃহত্তম হোটেল	হোটেল সোনারগাঁও, ঢাকা
থানা	শ্যামনগর

RAISUL ISLAM HRIDOY

হাওড়	টাঙ্গুয়ার হাওড়
ব-দ্বীপ	সুন্দরবন
সেচ প্রকল্প	তিস্তা সেচ প্রকল্প
সেতু	পদ্মা সেতু
রেল সেতু	হার্ডিঞ্জ ব্রীজ
গ্রাম	বানিয়াচং, হবিগঞ্জ

- বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজ –বানৌজা সমুদ্র জয়।
- বৃহত্তম শপিংমল- যমুনা ফিউচার পার্ক।
- বৃহত্তম ঈদগাহ- শোলাকিয়া, কিশোরগঞ্জ।
- বৃহত্তম- পোরাপারা (ঝিনাইদহ)
- বৃহত্তম স্থলবন্দর- বেনোপোল, যশোর
- আয়তনে বৃহত্তম পৌরসভা বগুড়া এবং জনসংখ্যায় বৃহত্তম চট্টগ্রাম।

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বা উচ্চতম

উচ্চতম বৃক্ষ	**বৈলাম (প্রায় ২৪০ ফুট)**
উচ্চতম ভবন	সিটি সেন্টার
উচ্চতম পাহাড়	গারো পাহাড় (ময়মনসিংহ)
উচ্চতম পর্বত	বিজয়/তাজিং ডং

RAISUL ISLAM HRIDOY

টাওয়ার	জ্যাকব টাওয়ার, ভোলা।

বাংলাদেশের দীর্ঘতম

দীর্ঘতম নদী	মেঘনা
দীর্ঘতম নদ	ব্রহ্মপুত্র
সমুদ্র সৈকত	কক্সবাজার
সেতু	বঙ্গবন্ধু
রেলসেতু(একক)	হার্ডিঞ্জ ব্রীজ, পাবনা
ফ্লাইওভার	মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার

RAISUL ISLAM HRIDOY

ক্ষুদ্রতম

হাওর	বুরবুক (সিলেট)
বাঁওড়	সাঁরজাত, ঝিনাইদহ।
বিভাগ (আয়তন)	ময়মনসিংহ
বিভাগ (জনসংখ্যায়)	বরিশাল

জেলা (আয়তন)	নারায়নগঞ্জ
জেলা (জনসংখ্যায়)	বান্দরবান
থানা (আয়তন)	ওয়ারী
থানা (জনসংখ্যায়)	বিমানবন্দর (ঢাকা)

☞ আয়তনে ও জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম ইউনিয়ন হাজীপুর (দৌলতখান, ভোলা)।

☞ আয়তনে ক্ষুদ্রতম সিটি সিলেট এবং জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম কুমিল্লা।

বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা সবুজ আয়তক্ষেত্রের মধ্যে লাল বৃত্ত।১৯৭২ সালে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা বিধি প্রণীত হয়। বাংলাদেশের পতাকার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং লাল বৃত্তের ব্যাসার্ধের অনুপাত ৫:৩:১। বর্তমান জাতীয় পতাকার ডিজাইন করেন পটুয়া কামরুল হাসান।এর আগের মানচিত্রখচিত পতাকাটির নকশা করেছিলেন শিব নারায়ণদাস। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় এক ছাত্রসমাজ তৎকালীন ডাকসু ভিপি আ.স.ম আবদুর রব বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করেন।এ জন্য ২ মার্চ 'জাতীয় পতাকা দিবস' হিসেবে পালিত হয়। বাংলাদেশের পতাকার সাথে জাপানের পতাকার মিল আছে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন ঢাকার শেরে বাংলানগরে অবস্থিত। এর মূল স্থপতি লুই আই কান যিনি ১৯০১ সালে এস্তোনিয়ার এক ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তবে তার পিতা মাতার সাথে পরবর্তীতে আমেরিকাতে অভিবাসিত হন। পূর্ব বাংলার আইন সভা হিসেবে পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল ব্যবহারিত হত। বাংলাদেশের প্রথম ও দ্বিতীয় সংসদগুলোর অধিবেশনগুলো অনুষ্ঠিত হয় পুরনো সংসদ ভবনে যা বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হিসেবে বর্তমানে ব্যবহারিত হচ্ছে। ১৯৬২ সালে বর্তমান সংসদ ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ১৯৮২ সালে শেষ হয়। ১৯৮২ সালের ২৮ জানুয়ারি এই সংসদ ভবনের উদ্বোধন করেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার। একই বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনে বর্তমান

RAISUL ISLAM HRIDOY

ভবনটি প্রথম সংসদ হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৮৯ সালে জাতীয় সংসদ স্থাপত্য উৎকর্ষতার জন্য আগা খান পুরস্কার লাভ করে। সংসদ ভবনের আয়তন প্রায় ২১৫ একর এবং ভবনটি ৯তলা বিশিষ্ট। জাতীয় সংসদের মূল ভবনের উচ্চতা সর্বোচ্চ ১১৭ ফুট। জাতীয় সংসদ সংলগ্ন লেকটি 'ক্রিসেন্ট লেক' হিসেবে পরিচিত।

জাতীয় সংসদের প্রতীক শাপলা ফুল এবং এটি এক কক্ষবিশিষ্ট। এ পর্যন্ত দুইজন রাষ্ট্রপ্রধান জাতীয় সংসদে বক্তৃতা করেছেন। তারা হলেন যুগোস্লাভিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মার্শাল যোশেফ টিটো ১৯৭৪ সালের ৩১ জানুয়ারি এবং ভারতের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ভিভি গিরি ১৯৭৪ সালের ১৮ জুন।

বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক

বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক উভয় পাশে ধানের শীষ বেষ্টিত পানিতে ভাসমান জাতীয় ফুল শাপলা। তার মাথার উপর পাট গাছের পরস্পর সংযুক্ত তিনটি পাতা যার উভয় পাশে দুটো করে মোট চারটি তারকা। চারটি তারকা সংবিধানের চারটি মূলনীতি নির্দেশ করে। বাংলাদেশের বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকের রূপকার হলো কামরুল হাসান।

রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মনোগ্রামে রয়েছে লাল রঙের বৃত্তের মাঝে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র। বৃত্তের উপরের দিকে লেখা আছে **'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'**, নিচে লেখা 'সরকার' এবং বৃত্তের পাশে দুটি করে মোট চারটি তারকা। আর এই মনোগ্রামের ডিজাইন করেছেন এ এন এ সাহা।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

জাতীয় স্মৃতিসৌধ (অন্য নাম সম্মিলিত প্রয়াস) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মারক স্থাপনা। এটি ঢাকা শহরের উপকণ্ঠে সাভারে নবীনগরে অবস্থিত। এর স্থপতি হলেন সৈয়দ মাইনুল হোসেন। স্মৃতিসৌধটির উচ্চতা ১৫০ ফুট (৪৫.৭২ মিটার) সৌধটি সাতটি ত্রিভুজাকৃতি দেয়াল নিয়ে গঠিত। এলাকাটির ক্ষেত্রফল ১০৯ একর। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৬ সালের ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬-এর ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ – এই সাতটি ঘটনাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিক্রমা হিসাবে বিবেচনা করে সৌধটি নির্মিত হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মৃতিসৌধটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৮২ সালের ১৬ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হোসেন মুহম্মদ এরশাদ এর উদ্বোধন করেন। সাতটি ফলকবিশিষ্ট স্মৃতিসৌধটি 'সম্মিলিত প্রয়াস' নামে পরিচিত।

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত

‘আমার সোনার বাংলা ....’। এই গানের রচয়িতা ও সুরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গানটি রচিত হয়। আমার সোনর বাংলা .... গানটি রচিত হয়েছিল গগণ হরকরার ‘আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে’ বাউল গানটির সুরের অনুকরনে। ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়। গানটি রবীন্দ্রনাথের ‘গীতবিতান’ গ্রন্থের স্বরবিতান অংশভুক্ত। চলচ্চিত্রকার গহির রায়হার ১৯৭০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত তার বিখ্যাত ‘জীবন থেকে নেওয়া’ কাহিনী চিত্রে এই গানের সর্বপ্রথম চলচ্চিত্রায়ন করেন। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ তারিখে পল্টন ময়দানে ঘোষিত স্বাধীনতার ইশতেহারে এই গানকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে ঘোষনা করা হয়। ১৯৭২ সালে ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর বাংলাদেশের সংবিধানে এই গানকে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দেওয়া হয়। এটি মূলত ২৫ চরণ বিশিষ্ট একটি কবিতা। এর প্রথম ১০ চরণ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। তবে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ৪ চরণ বাজানো হয়।গানটির ইংরেজী অনুবাদ করেন সৈয়দ আলী আহসান। ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতাও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাংলাদেশের রণ সঙ্গীত

‘চল চল চল, উর্ধ্বগগণে বাজে মাদল’ গানটি বাংলাদেশের রণ সঙ্গীত।

এই গানটির রচয়িতা, সুরকার এবং শিল্পী হচ্ছেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। গানটি ‘সন্ধ্যা’ কাব্যগ্রন্থ হকে সংকলিত। ‘নতুনের গান’ শিরোনামে ঢাকার ‘শিখা’ পত্রিকায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। উৎসব অনুষ্ঠানে রণসঙ্গীতের ২১ চরণ বাজানো হয়।

বাংলাদেশের অন্যান্য জাতীয় বিষয়াবলী

জাতীয় ভাষা (National Language)	বাংলা (Bangla)
জাতীয় কবি (National Poet)	কাজী নজরুল ইসলাম (Kazi Nazrul Islam)
জাতীয় পাখি (National Bird)	দোয়েল (Magpie Robin)
জাতীয় মাছ (National Fish)	ইলিশ (Hilsa)
জাতীয় পশু (National animal)	রয়েল বেঙ্গল টাইগার (Royak Bengal Tiger)

RAISUL ISLAM HRIDOY

জাতীয় বৃক্ষ (National Tree)	আম গাছ (Mango Tree)
জাতীয় ফল (National Fruit)	কাঁঠাল (Jack Fruit)
জাতীয় ফুল (National Flower)	শাপলা (Water-Lily)
জাতীয় বন (National Forest)	সুন্দরবন (Sundarbans)
জাতীয় ধর্ম (National religian)	ইসলাম (Islam)
জাতীয় মসজিদ (National Mosque)	বায়তুল মোকাররম, গুলিস্থান, ঢাকা
জাতীয় স্টেডিয়াম (National Stadium)	বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম, গুলিস্থান, ঢাকা
জাতীয় গ্রন্থাগার (National Library)	শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
জাতীয় জাদুঘর (National Musium)	জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা
জাতীয় পার্ক (National Park)	ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্ক, গাজীপুর।(Bhawal National Park, Gazipur)
জাতীয় খেলা (National Game)	কাবাডি (Kabaddi)(১৯৭২ সালে হাডুডু কে ‘কাবাডি নামকরণ হয় এবং জাতীয় খেলা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
জাতীয় নাট্যশালা	শিল্পকলা একাডেমি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

RAISUL ISLAM HRIDOY

☞ বাংলাদেশের মানচিত্র অংকন করেন জেমস রেনেল।

ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন

উয়ারি বটেশ্বর

উয়ারি বটেশ্বর বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। এটি নরসিংদীর বেলাব উপজেলায় অবস্থিত।এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন এবং র্বশেষ আবিষ্কৃত প্রত্নতত্ত্বস্থান।এটি মাটির নিচে একটি দূর্গ নগরী।উয়ারির বসতিকে খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনেকেই উয়ারি বটেশ্বরকে টলেমির 'সোনাগড়া' বলে উল্লেখ করেন।২০১০ সালে এখানে আবিষ্কৃত হয় ১৪০০ বছরের প্রাচীন ইট দিয়ে তৈরি বৌদ্ধ পদ্মমন্দির। ১৯৩০ সালে স্কুল শিক্ষক মোহাম্মদ হানিফ পাঠান প্রথম উয়ারি বটেশ্বরকে সুধী সমাজের নজরে আনেন।২০০০ সালে জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে শরু হয় প্রথম এর খনন কাজ।খনন কাজে নেতৃত্ব দেন বিভাগের প্রধান সুফী মোস্তাফিজুর রহমান।

মহাস্থানগড়

বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত মহাস্থানগড় বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন পুরাকীর্তি।বাংলার প্রাচীনতম জনপদ ছিল পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র। পুণ্ড্রদের আবাস স্থলই পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন নামে পরিচিত।এই পুণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর। পুণ্ড্রনগরের বর্তমান নাম মহাস্থানগড়।এটি প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের ধ্বংসাবশেষ এবং মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশের পুরাকীর্তির জন্য বিখ্যাত।এটি মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশের রাজধানী।কথিত আছে, পশুরামের সাথে ফকির বেশী আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হযরত শাহ সুলতান মুহাম্মদ বলখী (র.) এর যুদ্ধ হয়।যুদ্ধে পশুরাম পরাজিত ও নিহত হন। শাহ সুলতান মুহাম্মদ বলখী (র.) এ অঞ্চলে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করেন।গড়ের উত্তর প্রান্তে রয়েছে করতোয়া নদীর তীরে শীলাদেবীর ঘাট।এখানে রয়েছে সম্রাট অশোক নির্মিত বৌদ্ধস্তম্ভ যা বেহুলার বাসর ঘর নামে পরিচিত।মহাস্থানগড়ের বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান শাহ সুলতান মুহাম্মদ বলখীর মাজার, পশুরামের প্রাসাদ, খোদার পাথর ভিটা, বৈরাগীর ভিটা, গোবিন্দর ভিটা, লক্ষীন্দরের বাসর ঘর, পদ্মদেবীর বাসভবন ইত্যাদি।১৮০৮ সালে হ্যামিল্টন বুকানন সর্বপ্রথম এ স্থানটি আবিষ্কার করেন। ১৮৭৯ সালে আলেকজান্ডার কানিংহাম স্থানটিকে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী হিসেবে সনাক্ত করেন।এর খনন কাজ শুরু হয় ১৯২৯ সালে।

☞ বৈরাগীর ভিটা বগুড়ার মহাস্থানগড়ে কিন্তু বৈরাগীর চাল গাজীপুরের শ্রীপুরে অবস্থিত।

কোটিবর্ষ

কোটিবর্ষ বা দেবকোট ছিলো বাংলার এক প্রাচীন শহর। কোটিবর্ষ ছিল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির একটি অংশ। অধুনা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বাণগড় গ্রামে এই শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

ময়নামতি

ময়নামতি কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত ঐতিহাসিক স্থান। এ এলাকাটি প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাচীন নগরী এবং বৌদ্ধ বিহারের অবশিষ্টাংশ। ৭ম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই নগরী ও বিহারগুলো নির্মিত হয়।রাজা মানিকচন্দ্রের স্ত্রী রানী ময়নামতির নামানুসারে এ স্থানের নামকরণ করা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, জয়কর্মান্তবসাক নামক একটি প্রাচীন নগরীরর ধ্বংসাবশেষ।এখানকার উল্লেখযোগ্য স্থান- শালবনবিহার, লালমাই পাহাড়, কুটিলা মুড়া, ইটাখোলা মুড়া, রূপবান মুড়া, চারপত্র মুড়া ইত্যাদি।

☞ ওয়ার সেমেট্রি: ২য় বিশ্বযুদ্ধে নিহত ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদের কবরস্থান।

নোয়াপাড়া ঈষাণচন্দ্রনগর

কুমিলবলা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার অন্যতম বৃহৎ অনাবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। ধ্বংসাবশেষের বেশিরভাগই বৌদ্ধ আমলের।পন্ডিতগণ মনেকরেন এই নিদর্শনগুলো হারিয়ে যাওয়া নগরী কর্মকান্তবসাকের – যা ৭ শতকে সমতটের রাজধানী খাদগা।

সোনারগাঁও

বার ভূইয়াদের নেতা ঈসা খাঁ সোনারগাঁয় বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন। এ সময় দিল্লীর সম্রাট ছিলেন আকবর। সোনারগাঁও বর্তমানে নারায়নগঞ্জ জেলার একটি উপজেলা। সোনারগাঁর পূবে মেঘনা, পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা, দক্ষিনে ধলেশ্বরী এবং উত্তরে ব্রক্ষপুর নদ ধারা বেষ্টিত একটি বিস্তৃত জনপদ ছিল। এর পূর্বনাম ‘সুবর্ণগ্রাম’।ঈসা খাঁর স্ত্রী সোনা বিবির নামানুসারে সোনারগাঁও এর নামকরণ করা হয়। সোনারগাঁর দর্শনীয় স্থান – সোনা বিবির মাজার, পাঁচবিবি মাজার, পঞ্চম পীরের মাজার, গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের মাজার, হোসেন শাহ নির্মিত একটি সদৃশ্য মসজিদ, ঈসা খাঁর স্মৃতি বিজড়িত লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর, গ্রান্ড-ট্রাঙ্ক রোড ইত্যাদি।

পানাম নগর: এই এলাকাটি ১৯ শতকে সোনারগাঁয়ের উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ীদের বাসস্থান ছিল।

বাংলাদেশের লোকশিল্পের অতীত কীর্তিসমূহ নকশী কাঁথা, মাটির পাত্র, বেতন, কাঁসা, মসলিন কাপড়, তৈজসপত্র ইত্যাদি সংরক্ষনের জন্য নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁওয়ে লোকশিল্প জাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালের ৬ অক্টোবর সোনারগাঁও লোক ও কারুশিল্প ফাইন্ডেশনের নাম পরিবর্তন করে ‘শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন’ জাদুঘর করা হয়েছে।

লালবাগের কেল্লা

লালবাগের কেল্লা মুঘল আমলের ঐতিহাসিক নিদর্শন।এটি পুরোনো ঢাকার লালবাগে অবস্থিত একটি দূর্গ। এই কেল্লার পূর্ব নাম আওরঙ্গবাদ দূর্গ। সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে তার তৃতীয় পুত্র শাহজাদা মোহাম্মদ আযম শাহ এই দূর্গের নির্মাণকাজ শুরু করেন।সুবেদার শায়েস্তা খাঁর আমলে এর নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকে। কিন্তু তার

RAISUL ISLAM HRIDOY

কন্যা পরিবিবি (প্রকৃত নাম ইরান দুখত)এর মৃত্যুর পর ১৬৮৪ সালে তিনি এর নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেন। কেল্লা এলাকাতে পরিবিবির সমাধি অবস্থিত। কেল্লার উত্তর- পশ্চিমাংশে বিখ্যাত শাহী মসজিদ অবস্থিত।

- লালবাগের কেল্লার অবস্থান ঢাকার লালবাগ এলাকাতে এবং নির্মাতা শাহজাদা মোহাম্মদ আযম শাহ এবং শায়েস্তা খাঁ।
- লালকেল্লার অবস্থান ভারতের দিল্লিতেম এবং নির্মাতা সম্রাট শাহজাহান।

বড় কাটরা

বড় কাটরা ঢাকার চকবাজারে অবস্থিত মুঘল আমলের নিদর্শন। সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহসুজার নিদের্শে আবুল কাসেম ১৬৪১ সালে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে এই ইমারতটি নির্মাণ করেন।এতে শাহসুজার বসবাসের কথা থাকলেও পরবর্তীতে এটি মুসাফির খানা হিসেবে ব্যবহারিত হয়।

ছোট কাটরা

ছোট কাটরা ঢাকার চকবাজারে অবস্থিত শাহেস্তা খাঁর আমলে তৈরি একটি ইমারত।তিনি এটি সরাইখান বা প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারের জন্য নিমার্ণ করেন।১৬৬৩ সালে এর নিমার্ণকাজ শুরু হয় এবং ১৬৭১ সালে নির্মাণ কাজ শেষ।

হোসনি দালান

হোসনি দালান বা ইমাম বাড়া ঢাকা শহরের বকশিবাজার এলাকার একটি শিয়া মসজিদ।মুঘল শাহজাহানের সময় এটি নির্মিত হয়। হিজরী ১০৫২ সালে সৈয়দ মীর মুরাদ এটি নির্মাণ করেন।

উত্তরা গণভবন

দিঘাপাতিয়া রাজবাড়ী (উত্তরা গণভবন) নাটোর জেলায় অবস্থিত এককালে দিঘাপাতিয়া মহারাজাদের বাসস্থান।এটি বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের উত্তরাঞ্চলীয় সচিবালয়।১৭৪৩ সালে দয়ারাম রায় এটি নির্মাণ করেন।১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই রাজবাড়ীর নামকরণ করেন ‘উত্তরা গণভবন’।

কার্জন হল

কার্জন হল একটি ঐতিহাসিক ভবন। ১৯০৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় ও বড়লাট লর্ড কার্জন এর ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন।এটি মূলত নির্মিত হয় ঢাকা কলেজের পাঠাগার হিসেবে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ন্তভুক্ত হয়। এটি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের জন্য ব্যবহার করা হয় যা আজও ব্যবহৃত হচ্ছে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

আহসান মঞ্জিল

আহসান মঞ্জিল পুরোনো ঢাকার ইসলামপুরে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।এটি পূর্বে ছিলো ঢাকার নবাবদের প্রাসাদ।এর প্রতিষ্ঠাতা নবাব আব্দুল গণি।তিনি তাঁর পুত্র খাজা আহসানউল্লাহর নামানুসারে এর নামকরণ করেন।এর নির্মাণকাল ১৮৫৯-১৮৭২ সাল। ১৮৯৭ সালে ঢাকায় ভূমিকম্প হলে আহসান মঞ্জিলের ব্যাপক ক্ষতি হয়।পরবর্তীতে নবাব আহসানউল্লাহ তা পুনঃনির্মাণ করেন।১৯০৬ সালে আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত এক সভায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালে আহসান মঞ্জিলকে 'আহসান মঞ্জিল জাদুঘর' এ রূপান্তরিত করা হয়।

নর্থ ব্রুক হল

নর্থ ব্রুক হল পুরোনো ঢাকায় অবস্থিত একটি বিখ্যাত ভবন। এটি লালকুঠি নামেও পরিচিত। ১৮৭৪ সালে ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় নর্থ ব্রুকের সম্মানে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এটি তৈরি করেন।

বঙ্গভবন

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সরকারী বাসভবন বঙ্গভবন। এটি ঢাকার দিলকুশায় অবস্থিত। ১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকার এটি কিনে নেয় এবং প্রাসাদোসম বাড়ি তৈরি করে। এটি ব্রিটিশ ও পাকিস্থান আমলে 'গভর্নর হাউজ' নামে পরিচিত ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি এর নাম পরিবর্তন করে 'বঙ্গভবন' করা হয়। ঐ দিন আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশের প্রথম সাংবিধানিক রাষ্ট্রপতি হন এবং এ স্থানটিকে রাষ্ট্রপতির ভবন হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

বাহাদুর শাহ পার্ক

বাহাদুর শাহ পার্ক ঢাকার সদরঘাটের লক্ষীবাজারে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান যেখানে বর্তমানে একটি পার্ক স্থাপন করা হয়েছে।আঠার শতকের শেষ দিকে এখনানে আর্মনীয়দের একটি বিলিয়ার্ড ক্লাব ছিল। যাকে স্থানীয়রা না দিয়েছিল আন্টাঘর।১৮৫৮ সালে রানী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করার পর এই মাঠেই এ সংক্রান্ত একটি ঘোষনাপত্র পাঠ করে শোনান ঢাকা বিভাগের কমিশনার।তখন এর নামকরণ করা হয় ভিক্টোরিয়া পার্ক।১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজরা প্রহ৯সনমূলক বিচারের নামে ফাসিঁ দেয় অসংখ্য বিপ্লবী সিপাহীকে। জনগণকে ভয় দেখানোর জন্য সিপাহীদের লাশ এনে ঝুলিয়ে রাখা হয় এই ময়দানের বিভিন্ন গাছের ডালে। ১৯৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিদ্রোহের নেতৃত্বদানকারী মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের নামে পার্কের নামকরণ করা হয় 'বাহাদুর শাহ পার্ক'।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

দুইশত আটাশ বছরের ইতিহাস পেছনে ফেলে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার নতুন ঠিকানায় স্থানান্তর করা হয়েছে কেরানীগঞ্জে। পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ঢাকার চানখারপুলে অবস্থিত।এটি মুঘল আমলে এটি দুর্গ হিসেবে ব্যবহারিত হত।ব্রিটিশরা ১৭৮৮ সালে ১৭ একর জায়গার ওপর স্থাপিত কারাগারটি ১৯৪ একরের বৃহৎ পরিসরে বাড়িয়ে এটাকে কারাগার হিসেবে ব্যবহার শুরু করে।১৭৭৫ সালের ৩ নবেম্বর এই কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে

RAISUL ISLAM HRIDOY

হত্যা করা হয়।বর্তমানে এটি ২০১৬ সালের ২৯ জুলাই এটি পরিত্যক্ত ঘোষনার পর হতে এটি পার্ক ও জাদুঘরে রূপান্তর করা হয়।

নাটোরে রাজবাড়ী

নাটোরে রাজবাড়ী বাংলাদেশের একটি উল্লেখ্যযোগ্য দর্শনীয় স্থান।রাজশাহী জমিদার ভবানী অষ্টাদশ শতকে এটি নির্মাণ করেন।

তাজহাট রাজবাড়ী

তাজহাট রাজবাড়ী বা তাজহাট জমিদারবাড়ী রংপুর জেলার তাজহাটে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান। প্রাসাদটি বিংশ শতকের শুরুর দিকে মহারাজা কুমার গোপাল লাল রায় এটি নির্মাণ করেন। এটি বর্তমানে জাদুঘর হিসেবে ব্যবহারিত হচ্ছে।

জিনজিরা প্রাসাদ

জিনজিরা প্রাসাদ একটি ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি যা ঢাকা জেলার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। সিরাজদ্দৌলার স্ত্রী এবং তাঁর শিশুকন্যাকে এখানে বন্দী রাখা হয়েছিল।

রাজা সীতারাম রায়ের প্রাসাদ দুর্গ

রাজা সীতারাম রায়ের প্রাসাদ দুর্গ মাগুড়া জেলার সদর উপজেলায় মধুমতি নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রত্নতত্ত্বস্থান। মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের একজন আমলা সীতারাম রায় এটি নির্মাণ করেন।

বায়েজিত বোস্তামির মাজার

বায়েজিত বোস্তামির মাজার চট্টগ্রামে নাসিরাবাদে একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত।ইরানে বিখ্যাত সুফী বায়েজিত বোস্তামির নামে গড়ে উঠা এই মাজার পর্যটকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান। যদিও বায়েজিত বোস্তামি এই অঞ্চলে আগমনের ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি খুজে পাওয়া যায় না।মাজরটি উনাকে উৎসর্গ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তিন নেতার মাজার

তিন নেতার মাজার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত স্বাধীনতা পূর্ব বাংলার তিন বিখ্যাত হোসেন সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দিন এবং শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের কবরের উপর নির্মিত ঢাকার অন্যতম স্থাপত্য নিদর্শন।

রোজ গার্ডেন

রোজ গার্ডেন পুরান ঢাকার টিকাটুরীর কে এম দাস লেনের একটি ঐতিহাসিক ভবন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন তৎকালীন পাকিস্থানের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের সূচনা ঘটে এখানে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

বলধা গার্ডেন

বলধা গার্ডেন ঢাকার ওয়ারী এলাকায় অবস্থিত একটি উদ্যান। ঢাকা জেলার বলধার জমিদার নারেন্দ্র নারায়ণ রায় ১৯০৯ সালে গার্ডেনের সূচনা করেন।

আসাদ গেট

২০ জানুয়ারি ১৯৬৯- এ মিছিলে নেতৃত্বদানকালে পুলিশের গুলিতে আসাদের মৃত্যু হয় আর তার মৃত্যুতে উনসত্তরের গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। অনেক জায়গায় জনতা আইয়ুবের নামফলক নামিয়ে আসাদের নাম উৎকীর্ণ করে। এভাবে 'আইয়ুব গেট' হয়ে যায় 'আসাদ গেট'।

রাজশাহীর বড়কুঠি

রাজশাহীর বড়কুঠি বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলের সর্ব প্রাচীন এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় ইমারত। এটি প্রথমে ওলন্দাজ বা ডাচদের ব্যবসা কেন্দ্র ছিল।

কমনওয়েল সমাধি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মায় সংঘটিত যুদ্ধে ৪৫০০০ কমনওয়েলথ সৈনিক নিহত হন। তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে তৈরি করা হয় রণ সমাধিক্ষেত্র। বাংলাদেশে ২টি কমনওয়েল সমাধি ক্ষেত্র রয়েছে। একটি চট্টগ্রামে অন্যটি কুমিল্লার ময়নামতিতে।

মসজিদ, মন্দির, বিহার, দিঘী

মসজিদ

- ষাট গম্বুজ মসজিদ: বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন মসজিদ ষাট গম্বুজ মসজিদ।১৫শ শতাব্দীতে পীর খান জাহান আলী এটি নির্মাণ করেন।
- সাত গম্বুজ মসজিদ: সুবেদার শায়েস্তা খানের পুত্র উমিদ খাঁ মসজিদটি নির্মাণ করেন। ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত এই মসজিদ সপ্তদশ শতাব্দীতে (১৬৮০) নির্মিত হয়।মসজিদটির চারটি মিনার+তিনটি গম্বুজ= মোট সাত, এজন্য মসজিদের নাম 'সাত গম্বুজ মসজিদ'।
- চকবাজার শাহী মসজিদ: ঢাকা শহরের চকবাজারে অবস্থিত মোঘল আমলের মসজিদ এটি। মুঘল সুবেদার শায়েস্তা খান এটি নির্মাণ করেন।
- বিনত বিবির মসজিদ: বিনত বিবির মসজিদ প্রাক-মুঘল আমলে নির্মিত ঢাকা শহরের প্রাচীনতম মসজিদ। নারিন্দা পুলের উত্তর দিকে অবস্থিত এই মসজিদটি ১৪৫৭ সালে সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের শাসনামলে মুসাম্মত বখত বিনত বিবি নির্মাণ করেন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- মুসা খান মসজিদ: ঢাকা শহরের প্রাক-মুঘল আমলের একটি প্রাচীনতম মসজিদ। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের নিকটে কার্জন হলের পিছনে অবস্থিত। ঈসা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ এটি নির্মাণ করেন।
- দারাসবাড়ি মসজিদ: চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত বাংলাদেশের অন্যতম সুপ্রাচীন মসজিদ।ধারনা করা হয়, ১৪৭৯ সালে শামসুদ্দিন আবুল মোজাফ্ফর ইউসুফের আমলে এ মসজিদ নির্মিত হয়েছে।
- রাজবিবি মসজিদ: চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। ১৪৮০ সালে এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।
- ছোট সোনা মসজিদ: চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শিবগঞ্জ থানার অবস্থিত ছোট সোনা মসজিদ বাংলাদেশের একটি সুপ্রাচীন মসজিদ। সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলে ওয়ালী মোহাম্মদ নামে এক ব্যক্তি এই মসজিদ নির্মাণ করেন।
- চামচিকা মসজিদ: চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ।১৫১৫ সালে এটি নির্মাণ করা হয়।
- বাঘা মসজিদ: রাজশাহী জেলায় অবস্থিত একটি বিখ্যাত মসজিদ।১৫২৩ সালে সুলতান নুসরত শাহ এটি নির্মাণ করেন। ৫০ টাকার নোটে এই মসজিদের ছবি দেখা যায়।
- আশরাফপুর মসজিদ: নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলায় অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ। সুলতান নুসরত শাহের রাজত্বকালে১৫২৪ সালে দিলওয়ান খান এটি নির্মাণ করেন।
- আওলাদ হোসেন লেনের মসজিদ: মুঘল আমলে নির্মিত ঢাকা শহরের । প্রাচীনতম মসজিদ। সুবেদার ইসলাম খান এটি নির্মান করেন।
- গোয়ালদিহির গায়েবী মসজিদ: সোনারগাঁওয়ে অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ। সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলে মোল্লা হিজাবর খান ১৫১৯ সালে এটি নির্মান করেন।
- কুসুম্বা মসজিদ: নওগাঁ জেলার মান্দা থানার কুসুম্বা গ্রামের একটি প্রাচীন মসজিদ। শূর বংশের শাসক গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের আমলে সুলাইমান নামের এক ব্যক্তি মসজিদটি নির্মাণ করেন। পাঁচ টাকার নোটে এই মসজিদের ছবি আছে।
- লালদীঘী শাহী মসজিদ: রংপুর জেলায় অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ।
- হাজী শাহবাজের মসজিদ: ঢাকার রমনায় অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ।
- সুবেদার শাহযাদা আযমের শাসনামলে ১৬৭৯ সালে আজী শাহবাজ কর্তৃক এটি নির্মিত হয়।
- বেগমাবাজার মসজিদ: পুরনো ঢাকার বেগম বাজারে অবস্থিত একটি মসজিদ।১৭০০-১৭০৪ সালের মধ্যে এটি নির্মিত হয়।
- লালবাগ শাহী মসজিদ: ঢাকার লালবাগ কেল্লার সন্নিহিত স্থানে অবস্থিত মুঘল আমলের একটি মসজিদ। ১৭০৩ সালে ফখরুখশিয়রের পৃষ্ঠপোষকতায় মসজিদটি নির্মিত হয়।
- খান মুহম্মদ মির্ধার মসজিদ: পুরান ঢাকার আতশখানায় অবস্থিত মুঘল আমলের একটি প্রাচীন মসজিদ।১৭০৬ সালে খান মুহম্মদ মির্ধা এটি নির্মাণ করেন।
- ওয়ালী খানের মসজিদ: চট্টগ্রাম জেলার চকবাজারে অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ।মুঘল ফৌজদার ওয়ালী বেগ খান ১৭১৩ থেকে ১৭১৬ সালের মধ্যে মসজিদটি নির্মাণ করেন।
- বজরা শাহী মসজিদ: নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার বজরা ইউনিয়নের দিল্লির শাহী মসজিদের অনুকরণে নির্মিত বজরা শাহী মসজিদ মুঘল সাম্রাজ্যের স্মৃতি বহন করে। এটি জমিদার আমানউল্লাহ কর্তৃক নির্মিত হয়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- তারা মসজিদ: তারা মসজিদ পুরান ঢাকার আরমানিটোলায় আবুল খয়রাত রোডে অবস্থিত। এটি ১৮ শতকের শেষের দিকে মীর্জা গোলাম পীর (অন্য নাম মীর্জা আহমদ জান) নির্মান করেন।১৯২৬ সালে আলী জান ব্যাপারী মসজিদটি সংস্কার করেন।
- নয়াবাদ মসজিদ: নয়াবাদ মসজিদ বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলঅয় অবস্থিত।মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের আমলে ১৭৯৩ সালে এটি নির্মিত হয়।
- হিন্দা কসবা শাহী জামে মসজিদ: জয়পুরহাট জেলার একটি বিখ্যাত মসজিদ।পীর হযরত আবদুল গফুর চিশতীর (রহ:) নির্দেশে ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে এটি মওলানা আবদুল খালেক চিশতী এটি নির্মান করেন।
- আতিয়া জামে মসজিদ: টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত একটি বিখ্যাত মসজিদ। ১০ টাকার নোটে এর ছবি আছে।
- বায়তুল মোকারম: ঢাকার গুলিস্থানে অবস্থিত বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ। ১৯৬০ সালে এটি নির্মান করা হয়।মসজিদটি বর্তমানে বিশ্বের দশম বৃহত্তম মসজিদ।এর স্থপতি হলেন আবুল হোসেন মোহাম্মদ থারিয়ানী।
- বায়তুল ফালাহ: চট্টগ্রামের বৃহত্তম মসজিদ।

মন্দির

- ঢাকেশ্বরী মন্দির: ঢাকা শহরের পলাশী ব্যারাক এলাকায় অবস্থিত একটি প্রাচীন মন্দির হলো ঢাকেশ্বরী মন্দির। ধারণা করা হয় সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন দ্বাদশ শতাব্দীতে এটি নির্মাণ করেন।
- কান্তজীর মন্দির: কান্তাজীউ মন্দির বা কান্তাজির মন্দির দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার ঢেঁপা নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন মন্দির।এটি নবরত্ন মন্দির নামেও পরিচিত। কারণ তিতলা বিশিষ্ট এই মন্দিরে নয়টি চূড়া বা রত্ন ছিল। মহারাজা প্রাণনাথ রায় এর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তাঁর পোষ্যপুত্র রামনাথ ১৭৫২ সালে এর নির্মাণ কাজ শেষ করেন।
- সোনারং জোড়া মন্দির: বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতকে একটি প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন। এটি মুন্সিগঞ্জ জেলার টুঙ্গিবাড়ি উপজেলায় অবস্থিত।রূপচন্দ্র নামে একজন হিন্দু ব্যক্তি এটি নির্মাণ করেন।
- বেল আমলা বড় শিবালয়: বারো শিবালয় মন্দিরের অবস্থান জয়পুরহাটের বেল আমলা গ্রামে।সেন রাজা বল্লাল সেন এটি নির্মাণ করেন।
- জয়কালী মন্দির: টিকাটুলী,ঢাকা
- শেয়ামি বাগ মন্দির: ঢাকা
- গুরুদুয়ারা নানকশাহী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অবস্থিত।
- ধামরাই জগন্নাথ রথ: ধামরাই, ঢাকা
- জগন্নাথ মন্দির: পাবনা
- বিশ্বনাথ মন্দির: ময়মনসিংহ
- রাঘুনাথ মন্দির: শেরপুর
- রামু মন্দির: কক্সবাজার
- পুটিয়া মন্দির: রাজশাহী

RAISUL ISLAM HRIDOY

- রাজা কংস নারায়ণের মন্দির: তাহিরপুর, রাজশাহী
- বড় কালিবাড়ি মন্দির: ময়মনসিংহ
- কাল ভৈরব মন্দির: ব্রাহ্মনবাড়িয়া।

প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার

বৌদ্ধ বিহার	অবস্থান	নির্মাতা	নির্মানকাল
সীতাকোট বিহার	নবাবগঞ্জ,দিনাজপুর		পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে
সোমপুর বিহার	পাহাড়পুর, নওগাঁ	পাল রাজা ধর্মপাল	অষ্টম শতকে
শালবন বিহার	ময়নামতি, কুমিল্লা	দেবরাজা ভবদেব	অষ্টম শতকে
আনন্দ বিহার	ময়নামতি, কুমিল্লা	দেবরাজা আনন্দদেব	অষ্টম শতকে
ভোজবিহার	কুমিল্লা		
মহামুণি বিহার	রাউজান, চট্টগ্রাম		
হলুদ বিহার	নওগাঁ		
জগদ্দল বিহার	ধামুইরহাট, নওগাঁ	রাজা রামপাল	
রাজবন বিহার	কাপ্তাই, রাঙামাটি		
ভাসু বা বসু বিহার	মহাস্থানগড়, বগুড়া		এটি একটি সংঘারামের

RAISUL ISLAM HRIDOY

			ধ্বংসাবশেষ
শাক্যমুনি বিহার	মিরপুর, ঢাকা		

সোমপুর বিহার

শ্রী ধর্মপাল দেব নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে একটি বিহার বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বিহারটির নাম ছিল সোমপুর বিহার। অষ্টম শতাব্দীতে এটি নির্মান করা হয়।ভারতীয় উপমহাদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজের ফলে যত বৌদ্ধবিহার আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে এটি আয়তনে বৃহত্তম।এটি ছিল পাহাড়পুরের প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। ১৮৭৯ সালে কানিংহাম এই বিশাল কীর্তিটি আবিষ্কার করেন।'সত্য পীরের ভিটা' সোমপুর বিহারের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। সোমপুর বিহারে বাগদাদের খলিফা হারুন-অর-রশিদের সময়ের রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে।

অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থানের সোমপুর বিহার

প্রখ্যাত ধর্মপ্রচারক ও পন্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মস্থান প্রাচীন বিক্রমপুর (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলা) এর বজ্রযোগিণী গ্রামে একটি বৌদ্ধ বিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে। ইতিহাসবিদেরা এতদিন যে বিক্রমপুরি বিহারের কথা বলেছেন এটি সেই বিহার।

রামজাদি বৌদ্ধ মন্দির

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে পর্যটক ও পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে দেয়া হয় বান্দরবান জেলার হদা ঘোনা এলাকার পাহাড়ের ওপর নির্মিত দেশের সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ মন্দির রামজাদি। এই মন্দিরর স্থপতি মিয়ানমারের উসান উইন। 'গুরুভান্তে' হিসেবে খ্যাত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা উ প্রঞ্ঞা জোত মহাথের এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। বান্দরবানের আরেক বিখ্যাত মন্দির হচ্ছে স্বর্ণজাদি বা স্বর্ণ মন্দির।

দীঘি

দীঘির নাম	অবস্থান	দীঘির নাম	অবস্থান
ধর্ম সাগর দীঘি	কুমিল্লা	রামসাগর	দিনাজপুর

RAISUL ISLAM HRIDOY

সাগর দীঘি	টাঙ্গাইল	ইছামতি দীঘি	টাঙ্গাইল
আনন্দবাজার দীঘি	ময়নামতি, কুমিল্লা	ফয়েজ লেক	চট্টগ্রাম

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

ভাষা আন্দোলনের স্মরণে ভাস্কর্য

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার:

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিসৌধ। এটি ঢাকা মেডিকেল কলেজপ্রাঙ্গনে অবস্থিত। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ১৯৫২ সারে ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে শহীদদের স্মরণে একটি শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে শহীদ মিনারটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়।ঐ দিন সকালেই শহীদ শফিউরের পিতা শহীদ মিনারটির উদ্বোধন করেন। কিন্তু পুলিশ ও সেনাবাহিনী ২৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে পেলে।অবশেষে রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃতি দেওয়ার পর ১৯৫৭ সালে পুনরায় শহীদ মিনারটির নির্মাণকাজ শুরু হয়। ১৯৬৩ সালে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্থানি সৈন্যরা শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে পেলে।১৯৭৩ সালে শহীদ মিনারটি পুনঃনির্মাণ করা হয়। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার স্থপতি হলেন হামিদুর রহমান। যুক্তরাজ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের দুটি প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়েছে।

অন্যান্য শহীদ মিনার

শহীদ মিনার	স্থপতি	অবস্থান
মোদের গৌরব	অখিল পাল	বাংলা একাডেমি চত্ত্বর
অমর একুশে/ভাষা আন্দোলন	জাহানারা পারভীন	জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শহীদ মিনার	রবিউল হোসের	জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়

RAISUL ISLAM HRIDOY

স্মৃতি মিনার	হামিদুজ্জামান	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
শহীদ মিনার (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)	শিল্পী মুর্তজা বশীর	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীনতা স্মরণে ভাস্কর্য

জাগ্রত চৌরঙ্গী:

মহান মুক্তিযুদ্ধের অসামান্য আত্মত্যাগের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্য জাগ্রত চৌরঙ্গী।শিল্পী আব্দুর রাজ্জাক জাগ্রত চৌরঙ্গীর ভাস্কর। ১৯৭৩ সালে এটি নির্মাণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় নির্মিত এটিই প্রথম ভাস্কর্য। গাজীপুরের জয়দেবপুর সড়কদ্বীপে দৃষ্টিনন্দন এই স্থাপত্যকর্মটি স্থাপন করা হয়।

অপরাজেয় বাংলা

অপরাজেয় বাংলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে অবস্থিত একটি ভাস্কর্য।এটি নির্মাণ করেন মুক্তিযোদ্ধা ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালেক। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলার নারী-পুরুষের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বিজয়ের প্রতীক এই ভাস্কর্য।১৯৭৩ সালে ভাস্কর্যটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এর উদ্বোধন করা হয় ১৯৭৯ সালে।

সাবাস বাংলাদেশ

সাবাস বাংলাদেশ বাংলাদেশের স্মৃতিবিজড়িত ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে অন্যতম।এই ভাস্কর্যটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থিত। এর স্থপতি নিতুন কুন্ডু। ১৯৯২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ভাস্কর্যটি উদ্বোধন করেন।

বিজয় কেতন

ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নাম ‘বিজয় কেতন’। এর মূল ফটকে অবস্থিত ভাস্কর্যটির নামও ‘বিজয় কেতন’। এই ভাস্কর্যটিতে রয়েছে সাতজন মুক্তিযোদ্ধার মূর্তি; এদের একজন হলেন বাংলাদেশের পতাকাবাহী নারী। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০০ সালে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

স্বোপার্জিত স্বাধীনতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি.এস.সির সড়কদ্বীপে রয়েছে ‘স্বোপার্জিত স্বাধীনতা’ ভাস্কর্যটি।১৯৮৮ সালের ২৫ মার্চ এ ভাস্কর্যটির উদ্বোধন করা হয়।এ ভাস্কর্যটির নির্মাতা চারুকলা ইন্সটিটিউডের অধ্যাপক শামীম শিকদার।

স্বাধীনতা সংগ্রাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলের সড়ক দ্বীপে ‘স্বাধীনতা সংগ্রাম’ ভার্স্কযটি নির্মিত হয়েছে। এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ভাস্কর্য।১৯৯৯ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাস্কর্যটির উদ্বোধন করেন।এ ভাস্কর্যটির নির্মাতা শামীম শিকদার।বাঙালির ইতিহাসে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত সমস্ত বীরত্বতে ধারণ করে তৈরি করা হয়েছে এ ভাস্কর্য।

সংশপ্তক

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯০ সালে নির্মিত হয়েছিল স্মারক ভাস্কর্য সংশপ্তক। এ ভাস্কর্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যুদ্ধে শত্রুর আঘাতে এক হাত এক পা হারিয়ে রাইফেল হাতে লড়ে যাচ্ছে অকুতোভয় বীর সেই সংশপ্তক।এর ভাস্কর হামিদুজ্জামান খান।

স্মৃতি অম্লান

স্মৃতি অম্লান রাজশাহী শহরের ভদ্রা এলাকায় অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ। ১৯৯১ সালের ২৬ মার্চ এর উদ্বোদন করা হয়। এর স্থপতি রাজিউদ্দিন আহমদ।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় (বর্তমান নাম মুজিবনগর) প্রবাসী সরকার শপথ গ্রহণ করেন।চিরস্মরণীয় করে রাখতে ১৯৮৭ সালে এখানে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের উদ্বোধন করা হয়। স্মৃতিসৌধের ডিজাইনের নকশা করেন স্থপতি তানবীর করিম।

রায়েরবাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ

ঢাকা শহরের পশ্চিমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের পাশেই এই স্মৃতিসৌধটি অবস্থিত। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর দেশের প্রখ্যাত সন্তানদের হত্যা করে এই স্থানে পরিত্যক্ত ইটের ভাটার পশ্চাতে ফেলে রাখা হয়েছিল।এই নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডকে স্মরনীয় করে রাখার জন্য ইটের ভাটার আদলে এই স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়। এর স্থপতি ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ও জামি আল শাফি।

RAISUL ISLAM HRIDOY

শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ

শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনী নির্বিচারে এদেশের সূর্য সন্তানদের হত্যা করে। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এটি উদ্বোধন করেন। এর স্থপতি মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি।

শিখা অনির্বাণ এবং শিখা চিরন্তন

শিখা অনির্বাণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ। যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সৈনিকদের স্মৃতিকে জাতির জীবনে চির উজ্জ্বল করে রাখার জন্য এই স্মৃতিস্তম্ভে সার্বক্ষণিকভাবে শিখা প্রজ্জ্বলন করে রাখা হয়। ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় এটি অবস্থিত।শিখা চিরন্তন রাজধানী ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থিত একটি স্মরণ স্থাপনা। ১৭৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই স্থানটিতে দাড়িয়ে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ প্রদান করেন।

বিজয়-৭১

মহান মুক্তি সংগ্রামে বাংলার সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মূর্তপ্রতীক ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য বিজয়-৭১। বিখ্যাত ভাস্কর শিল্পী শ্যামল চৌধুরীর তত্ত্বধানে ২০০০ সালে ভাস্কর্যটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়।

বিজয় কেতন

ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নাম 'বিজয় কেতন'। এর মূল ফটকে অবস্থিত ভাস্কর্যটির নামও 'বিজয় কেতন'।

বঙ্গবন্ধু স্মৃতিসৌধ

'বঙ্গবন্ধু স্মৃতিসৌধ' কলকাতায় অবস্থিত। বঙ্গবন্ধু স্মৃতি বিজড়িত কলকাতার ইসলামিয় কলেজের বেঁকার হোস্টেলের নবনির্মিত বর্ধিত ভবনের নাম রাখা হয়। বঙ্গবন্ধু স্মৃতিভবন ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি বঙ্গবন্ধু স্মৃতিভবনের নামফলক উন্মোচিত করেন। পাশাপাশি ২৪ নম্বর কক্ষের সামনে বঙ্গবন্ধুর একটি আবক্ষমূর্তি এবং ২৩ ও ২৪ নম্বর কক্ষ নিয়ে বঙ্গবন্ধু সংগ্রহশালার উদ্বোধন করা হয়।

রাজসিক বিহার

২০০৮ সালে ঢাকা মহানগরীর ৪০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউর রূপসী বাংলা হোটেল (হোটেল শেরাটন) এর সামনে নির্মাণ করা হয়। 'রাজসিক বিহার' নামক একটি ভাস্কর্য।

RAISUL ISLAM HRIDOY

মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণ

নীলক্ষেত সংলগ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ মুখে 'মুক্তি ও গণতন্ত্র' নামক তোরণ নির্মিত হয়েছে। এর স্থপতি রবিউল হুসাইন।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত ভাস্কর্য

ভাস্কর্য	স্থপতি/ভাস্কর্য	অবস্থান
অপরাজেয় বাংলা	সৈয়দ আবদুল্লাহ খালেক	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে
বীরের প্রত্যাবর্তন	সুদীপ্ত মল্লিক সুইডেন	বাড্ডা, ঢাকা
প্রত্যাশা	মৃণাল হক	ফুলবাড়িয়া, ঢাকা
স্বাধীনতা	হামিদুজ্জামান খান	কাজী নজুরল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা
সংশপ্তক	হামিদুজ্জামান খান	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে
৭১ এর গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি	ভাস্কর রাশা	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে
মুক্তবাংলা	রশিদ আহমেদ	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে
স্মারক ভাস্কর্য	মুর্তজা বশীর	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে
বিজয়-৭১	শ্যামল চৌধুরী	ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের
চেতনা-৭১	মোহাম্মদ ইউনুস	পুলিশ লাইন, কুষ্টিয়া

RAISUL ISLAM HRIDOY

চেতনা-৭১ নামে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য়	মৃনাল হক	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
প্রত্যয় ৭১		মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
অপরাজেয় ৭১		ঠাকুরগাঁও
অঙ্কুরিত যুদ্ধ৭১		মুন্সিগঞ্জে
দুর্জয়	মৃণাল হক	রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা
রক্তসোপান		রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস, গাজীপুর
অঙ্গীকার	সৈয়দ আবদুল্লাহ খালেত	চাঁদপুর
বিজয় উল্লাস		কুষ্টিয়া পৌরসভায় অবস্থিত
বিজয় গাঁথা		রংপুর সেনানিবাস
‘বীর বাঙ্গালি		যশোর-খুলনা মহাসড়কের পাশে

গুরুত্বপূর্ণ ভাস্কর্য ও স্থপতি

ভাস্কর্য	স্থপতি/ভাস্কর্য	অবস্থান
স্টেপস	হামিদুজ্জামান খান	সিউল অলিম্পিক
মিশুক	মুস্তফা মনোয়ার	শাহবাগ, শিশু পার্কের সামনে

RAISUL ISLAM HRIDOY

জাতীয় জাদুঘর	মাহবুবুল হক ও মোস্তফা কামাল	শাহবাগ, ঢাকা
শিশু পার্ক	সামসুল ওয়ারেস	শাহবাগ, ঢাকা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার	আলী ইমাম	বিজয় সরনি, ঢাকা
বোটানিক্যাল গার্ডেন	সামসুল ওয়ারেস	মিরপুর, ঢাকা
শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর	লারোস	কুর্মিটোলা, ঢাকা
কমলাপুর রল স্টেশন	বব বুই	কমলাপুর, ঢাকা
রামপুরা টেলিভিশন কেন্দ্র	পিটার সেলসিং ও মাহবুবুল হক	রামপুরা, ঢাকা
টি.এস. সি ভবন	কনস্টানটাইন ডক্সাইড	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
গোল্ডেন জুবলি টাওয়ার	মৃণাল হক	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
শাপলা চত্বর	আজিজুল জলিল পাশা	মতিঝিল, ঢাকা
দোয়েল চত্বর	আজিজুল জলিল পাশা	কার্জন হল, ঢাকা
বাংলাদেশ ব্যাংক	শফিউল কাদরে	মতিঝিল, ঢাকা

RAISUL ISLAM HRIDOY

☞ হাতিরঝিল প্রকল্পের স্থপতি এহসান খান

☞ মুক্তি ও ঘণতন্ত্র তোরণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত।

বিবিধ

স্থাপনা	অবস্থান	জ্ঞাতব্য
দিব্যক জয়স্তম্ভ	পত্নীতলা, নওগাঁ	
নদা বুরুজ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	
হরিশচন্দ্রের ভিটা	সাভার, ঢাকা	
লাঙ্গলবান্দা	সোনারগাঁ	হিন্দু সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান
মীর জুমলার কামান	ওসানী উদ্যান	আসাম যুদ্ধে ব্যবহারিত হয়।
ঢাকা গেইট	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে	নির্মাতা- মীর জুমলা
ঢাকা তোরণ	বনানী	
কমনওয়েল সমাধি	চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের সমাধি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি	শিলায়দহ, কুষ্টিয়া	
শিখা অনিবার্ণ	ঢাকা সেনানিবাস	এই স্মৃতিস্তম্ভে সার্বক্ষনিকভাবে শিখা প্রজ্জ্বলিত থাকে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

শিখা চিরন্তন	সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা	
স্বাধীনতা চত্বর	ঢাকা সেনানিবাস	
জাতীয় স্কয়ার	পুরাতন বিমান বন্দর, তেজগাঁও ঢাকা	
বঙ্গবন্ধু স্কয়ার মনুমেন্ট	গুলিস্থান, ঢাকা	
বাংলাদেশ সচিবালয়	তোপখানা রোড, ঢাকা	
রাষ্ট্রপতি সচিবালয়	পুরাতন বিমান বন্দর, তেজগাঁও ঢাকা	
প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়	শেরে বাংলা নগর, ঢাকা	
প্রধানমন্ত্রীর ভবন	শেরে বাংলা নগর, ঢাকা	প্রধানমন্ত্রীর সন্ধ্যাকালীন কার্যালয়
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	তেজগাঁও, ঢাকা	
গণভবন	শেরে বাংলা নগর, ঢাকা	
রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন ‘পদ্মা’	রমনা, ঢাকা	
রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন ‘মেঘনা’	রমনা, ঢাকা	
রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন ‘যমুনা’	হেয়ার রোড, ঢাকা	
নজরুল মঞ্চ	বাংলা একাডেমি	

RAISUL ISLAM HRIDOY

মুক্তমঞ্চ	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	
হলিডে হাউস	কয়াকাটা, পটুয়াখালী	একটি অত্যাধুনিক হোটেল
বাংলার তাজমহল	সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ	নির্মাতা- আহসানউল্লাহ মনি

বাংলাদেশের জাদুঘর

- বরেন্দ্র গভেষণা জাদুঘর: বরেন্দ্র গভেষণা জাদুঘর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম তথা উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ জাদুঘর.রাজশাহী শহরে অবস্থিত বাংলাদেশের সর্বপ্রথম জাদুঘর। ১৯১০ সালের ১০ ডিসেম্বর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরটি রক্ষনাবেক্ষন করে। ১৯১৬ সালে এর উদ্বোধন করা হয়.এ জাদুঘর বাংলাদেশের গৌরবময় অতীত ইতিহাসের নিদর্শনসমূহ সংরক্ষন ও গবেষণার ব্যাপারে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। জাদুঘরে রয়েছে সিন্ধু সভ্যতা, মহাস্থান, নালন্দা ও পাহাড়পুরের বহু নিদর্শন। বাংলাদেশের প্রাক ইসলামী যুগের শিলালিপি, মুদ্রা, তাম্রলিপি, দলিল, ফরমান ও ভাস্কর্য। এছাড়াও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পত্রিকা সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাকার।

- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ঢাকা শহরের শাহবাগ মোড়ে অবস্থিত দেশের প্রধান জাদুঘর। ১৯১৩ সালের ৭ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে 'ঢাকা জাদুঘর' এর উদ্বোধন করা হয়। ঢাকা জাদুঘরের প্রথম কিউরেটর ছিলেন নলনীকান্ত ভট্রশালী। ১৯৮৩ সালের ১৭ নভেম্বর ঢাকা জাদুঘরকে 'জাতীয় জাদুঘর' এর মর্যাদা প্রধান করা হয়।

- বাংলাদেশের একমাত্র ভূগর্ভস্থ জাদুঘর ঢাকার সোহাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থিত।

জাদুঘরের নাম	অবস্থান
বরেন্দ্র গভেষণা জাদুঘর	রাজশাহী
জাতীয় যাদুঘর	শাহবাগ, ঢাকা

RAISUL ISLAM HRIDOY

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর	আগারগাঁও, ঢাকা
ভাষা আন্দোলন জাদুঘর	বর্ধমান হাউস, বাংলা একাডেমি, ঢাকা
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	সেগুনবাগিচা, ঢাকা
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর 'বিজয়কেতন'	ঢাকা সেনানিবাস
শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	ঢাকা
শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ভাষা আন্দোলন জাদুঘর	ধানমণ্ডি, ঢাকা
লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালা	বাংলা একাডেমি, ঢাকা
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর	সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জাদুঘর	ঢাকা সেনানিবাস
বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর	ঢাকার ধানমণ্ডির ৩২ নং রোডে
জিয়া স্মৃতি জাদুঘর	চট্টগ্রামের সাবেক সার্কিট হাউজে
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা	ময়মনসিংহ
ওসমানী জাদুঘর	সিলেট
গান্ধী স্মৃতি জাদুঘর	সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী
লালন জাদুঘর	দেউরিয়া, কুষ্টিয়া
কুঠিবাড়ি রবীন্দ্র স্মৃতি জাদুঘর	শিলাদহ, কুষ্টিয়া
কাচারিবাড়ি স্মৃতি জাদুঘর	শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
শেরে বাংলা জাদুঘর	চাখার, বরিশাল

RAISUL ISLAM HRIDOY

জাতিতাত্ত্বিক বা নৃতাত্ত্বিক জাদুঘর	আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম
রকস মিউজিয়াম	পঞ্চগড়
পোস্টাল জাদুঘর	ঢাকা জি.পি.ও
সামরিক জাদুঘর	বিজয় সরণি, তেজগাঁও, ঢাকা
বাংলাদেশ রাইফেলস জাদুঘর	ঢাকার পিলখানায়
ঢাকা মহানগর জাদুঘর	আহসান মঞ্জিল, ইসলামপুর ঢাকা
ঢাকা নগর জাদুঘর	ঢাকার নগরভবনে
বিজয় কেতন	ঢাকা সেনানিবাস

বাংলাদেশের পার্ক

বাংলাদেশের প্রাচীনতম পার্ক	বাহাদুরশাহ পার্ক
এশিয়ার বৃহত্তম ইকোপার্ক ও বোটানিক্যাল গার্ডেন	সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশের প্রথম ইকোপার্ক	সীতাকুণ্ড (চন্দ্রনাথ পাহাড়), চট্টগ্রাম
সাফারি পার্ক	জীবজন্তুর অভয়ারণ্য
বাংলাদেশের প্রথম সাফারি পার্ক	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক ও প্রজনন কেন্দ্র, চকোরিয়া, কক্সবাজার
বাংলাদেশ তথা এশিয়ার বৃহত্তম সাফারি পার্ক	বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক, শ্রীপুর, গাজীপুর

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাংলাদেশের প্রথম ঔষুধ শিল্প পার্ক স্থাপিত হচ্ছে	মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলাতে
বাংলাদেশের প্রথম হাইটেক পার্ক স্থাপিত হচ্ছে	কালিয়াকৈর, গাজীপুর
বাংলাদেশের প্রথম প্রজাপতি পার্ক গড়ে উঠেছে	চট্টগ্রামে
বাংলাদেশের প্রাচীনতম গার্ডেন	বলদা গার্ডেন

বিশ্ব ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ

ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান ঘোষনা করে। ১৯৭৮ সালে প্রথম বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান ঘোষনা করা হয়। বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী স্থান বিশেষ ধরনের (বন, পাহাড়, হ্রদ, মরুভূমি, স্মৃতিস্তম্ভ, দালান, প্রাসাদ বা শহর) একটি স্থান যা 'আন্তর্জাতিক বিশ্ব ঐতিহ্য প্রকল্প' কতৃর্ক প্রস্তুতকৃত তালিকায় স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশে ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য-

ক্রম	নাম	অন্তর্ভক্তির বছর
৩২১	ঐতিহাসিক মসজিদের নগরী বাগের হাট (ষাট গম্বুজ মসজিদ)	১৯৮৫
৩২২	পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার	১৯৮৫
৭৯৮	সুন্দরবন	৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭

রামসার কনভেনশন

রামসার কনভেনশন হলো বিশ্বব্যাপী জৈব পরিবেশ রক্ষার একটি সম্মিলিত প্রয়াস। ১৯৭১ সালে ইরানের রামসারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশসমূহ 'কনভেনশন অন ওয়েটল্যান্ড' নামক একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। এতে

RAISUL ISLAM HRIDOY

পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমিকে তালিকাভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশের 'সুন্দরবন' ও 'টাঙ্গুয়ার হাওর' রামসার তালিকাভুক্ত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা:

COMMONWEALTH ☞ প্রথম কোন আন্তঃ সংস্থার সদস্যপদ লাভ ☞ পাকিস্তান বিরোধিতা করেছিলো ☞ ৩২তম সদস্য	১৯৭২ (১৮ এপ্রিল)
NAM (জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন)	১৯৭২
ILO (Int'l Labour Org.)	১৯৭২
UNESCO (জাতিসংঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক অধিদপ্তর)	১৯৭২
WHO (World Health Org.)	১৯৭২ (১৭ মে)
IBRD (World Bank)	১৯৭২ (১৭ আগস্ট)
OIC (Org. of Islamic Countries)	১৯৭৪ (২৩ ফেব্রুয়ারি)
UN (United Nation) ☞ ১৩৬তম সদস্য	১৯৭৪ (১৭ সেপ্টেম্বর)
UN-এর নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য (স্বস্তি পরিষদ) ☞ মোট ২ বার ☞ ২য় বার (১৯৯৯ সালে নির্বাচিত, ২০০০-০১ মেয়াদে) সভাপতির দায়িত্ব পালন করে ☞ সভাপতিত্ব করেন আনোয়ারুল করিম চৌধুরী	১ম বার : ১৯৭৮ (১০ নভেম্বর) ২য় বার : ১৯৯৯ (১৪ অক্টোবর)
UN-এর সাধারণ পরিষদের সভাপতি ☞ সভাপতিত্ব করেন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী	১৯৮৬

RAISUL ISLAM HRIDOY

WTO (World Trade Org.) ☞ ১২৪ তম সদস্য	১৯৯৫ (১ জানুয়ারি)

➊ ঢাকায় সার্ক শীর্ষ সম্মেলন- ৩ বার

ঢাকায় যে সব আন্তঃ সংস্থার সদর দপ্তর-

IJSG (পূর্বনাম IJO)	Int'l Jute Study Group
CIRDAP	Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific
SMRC	
IUT	Islamic University of Technology
IIT	Islamic Institute of Technology
AAPP	Association of Asian Parliaments for Peace
SAIC	
ICDDR,B	International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ

☞ প্রথম জাতিসংঘ মিশনে কাজ করে- ১৯৮৮

☞ মোট কাজ করেছে- ৪৫টি মিশনে, ৩০টি দেশে

☞ বর্তমানে কাজ করছে- ১২টি মিশনে, ১১টি দেশে

☞ সৈন্য প্রেরণে প্রথম (সবচেয়ে সৈন্য প্রেরণকারী দেশ)- বাংলাদেশ

☞ পুলিশ বাহিনী প্রেরণে শীর্ষে- বাংলাদেশ

☞ মিশনে মৃত বাংলাদেশি সৈন্যের সংখ্যা- ৯৮জন

☞ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর শিরস্ত্রাণের রং- নীল

☞ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর প্রতীক কোন রং- নীল

কূটনৈতিক মিশন/দূতাবাস

☞ বিশ্বে বাংলাদেশের দূতাবাস আছে- ৪৭টি দেশে

☞ বাংলাদেশে সার্কভূক্ত যে দেশের দূতাবাস নেই- মালদ্বীপ

RAISUL ISLAM HRIDOY

- কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই- ইসরাইলের সঙ্গে
- টেলিযোগাযোগ নেই- ইসরায়েলের সঙ্গে
- কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই কিন্তু বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে- তাইওয়ান
- দূতাবাস বন্ধ আছে- আফগানিস্তানে
- দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের কোনো দেশেই বাংলাদেশের কোন দূতাবাস নেই

বিদেশে বাংলাদেশের নামে স্থান

- লিটল বাংলাদেশ- লস অ্যাঞ্জেলস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)
- বাংলাদেশ স্কয়ার- লাইবেরিয়া

RAISUL ISLAM HRIDOY

অধ্যায় ৬

উপজাতি

বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতির মোট পরিমান	১৫ লক্ষ ৮৬ হাজার (মোট জনসংখ্যার ১.১০%)
বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতির সংখ্যা	৪৫ টি [সূত্রঃ বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম] ৪৮ টি [সূত্রঃবাংলাদেশ সরকারের তথ্য অনুযায়ী]
বাংলাদেশে বৃহত্তম উপজাতি	চাকমা (প্রথম), সাওঁতাল (দ্বিতীয়)
মাতৃতান্ত্রিক উপজাতি	গারো, খাসিয়া
পিতৃতান্ত্রিক উপজাতি	বেশিরভাগ
খাগড়াছড়ির আদিবাসী রাজা	বোমাং রাজা

উপজাতির অবস্থান

উপজাতির নাম (Name of the tribe)	অবস্থান	
চাকমা	রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার	
ত্রিপুরা (টিপরা), লুসাই	রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান	
মগ (মারমা+ রাখাইন)	মারমা	বান্দরবানে চিম্বুক পাহাড়ের পাদদেশে

RAISUL ISLAM HRIDOY

	রাখাইন	কক্সবাজার ও পটুয়াখালী
বনজোগী (বম)	খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি	
তুবএঙ্গা	রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম	
পাংখোয়া	বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি	
মুরং (ম্রো), চাক, খুমি, খিয়াং	বান্দরবান	
খাসিয়া	সিলেট জেলার সীমান্তবর্তী জৈয়ন্তিকা পাহাড়ে	
মনিপুরী	সিলেট, মৌলবীবাজার এবং হবিগঞ্জ জেলার আসাম পাহাড়ের অঞ্চলে	
মুন্ডা	সিলেট	
গারো	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর ও টাঙ্গাইল	
হাজং	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা	
সাঁওতাল	রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর	
ওঁরাং	রংপুর ও বগুড়া	
পাঙন(মুসলিম)	মৌলবীবাজার	

RAISUL ISLAM HRIDOY

রাজবংশী	রংপুর
বাওয়ালী ও মৌওয়ালী	বাওয়ালীরা সুন্দরবনের গোলপাতা এবং মৌয়ালীরা সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করে।

উপজাতিদের ধর্ম

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী	উপজাতিদের অধিকাংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী (৪৩.৭%) চাকমা, চাক, মারমা, খিয়াং, খুমি, তঞ্চঙ্গা, রাখাইন।
সনাতন	পাংখোয়া,নুনিয়া, পনিয়া, পাহান, ভূঁইমালী, মাহাতো, মুশহর, রবিদাস, রানা কর্মকার, লহরা, কুর্মি, কোচ, খাড়িয়া, নায়েক, পাও, বর্মন, বীন, বোনাজ, শবে, হাজং, হালাম, ত্রিপুরা
প্রকৃতি পূজারী	মুন্ডা ও রাজবংশী
খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী	বম, লুসাই, মাহীল, খাসিয়া, গারো
ইসলাম	পাঙন
জড়ো পাসন	ওরাও
বৈষ্ণব	মণিপুরী

- বাংলাদেশে আনুমানিক ৪৮ টি উপজাতি আছে যার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১১ টি উপজাতির বাস।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- সর্ববৃহৎ উপজাতি গোষ্ঠী চাকমা । তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। চাকমা ভাষায় লিখিত প্রথম উপন্যাস ফেবো (প্রকাশিত হয় ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪)
- গারো জাতিগোষ্ঠীর প্রকৃত নাম মান্দি। এদের উৎসব হলো 'রয়ানগালা'।
- উপজাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে ৮ টি।
- সাওতালের গ্রামের প্রধান- মাজি ।
- বিরিশিরি অবস্থিত নেত্রকোনায়।
- মগরা হলো মঙ্গোলীয় বংশভূত।
- জলকেলি রাখাইনদেও সবচেয়ে উৎসব। রাখাইনদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বুদ্ধপূর্ণিমা।
- খাসিয়া গ্রামগুলো পুঞ্জি নামে পরিচিত।

সেতু

নাম	**অবস্থান**	**নির্মাণ তারিখ**	**যে নদীর উপর**
আরিয়াল খান সেতু	মাদারীপুর		আড়িয়াল খাঁ নদ অতিক্রম করে
বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু *বা* প্রথম বুড়িগঙ্গা সেতু	পোস্তোগলা, ঢাকা	১৯৮৯	বুড়িগঙ্গা নদী অতিক্রম করে
বাবু বাজার বুড়িগঙ্গা সেতু	বাবু বাজার, ঢাকা		বুড়িগঙ্গা নদী অতিক্রম করে
সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু "বা" ভৈরব সেতু	ভৈরব উপজেলা, কিশোরগঞ্জ জেলা	২০০২	মেঘনা নদী অতিক্রম করে
ভৈরব রেলওয়ে সেতু	ভৈরব উপজেলা, কিশোরগঞ্জ জেলা	২০১৭	মেঘনা নদী অতিক্রম করে

RAISUL ISLAM HRIDOY

বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেতু	দেহেরগতি, বরিশাল		সাঁধা নদী অতিক্রম করে
দপদপিয়া সেতু	বরিশাল		কীর্তনখোলা নদী অতিক্রম করে
ইসলাদি সেতু	বরিশাল		শিকারপুর নদী অতিক্রম করে
হার্ডিং ব্রিজ	পাকশী	১৯১২	পদ্মা নদী অতিক্রম করে
যমুনা সেতু	ভুয়াপুর উপজেলা	১৯৯৮	যমুনা নদী অতিক্রম করে
ক্বীন ব্রীজ	সিলেট	১৯৩৬	সুরমা নদী অতিক্রম করে
খান জাহান আলী সেতু বা রূপসা সেতু	খুলনা	২০০৫	রূপসা নদী অতিক্রম করে
লালন শাহ সেতু	ঈশ্বরদী উপজেলা/ভেড়ামারা উপজেলা	২০০৪	পদ্মা নদী অতিক্রম করে
মারিখালী সেতু	ঢাকা	২০০৪	মেঘনা নদী অতিক্রম করে
মেঘনা সেতু	কাছাকাছি ঢাকা	১৯৯১	মেঘনা নদী অতিক্রম করে
পদ্মা সেতু	লৌহজং উপজেলা		পদ্মা নদী
শাহ আমানত সেতু	চট্টগ্রাম	২০১০	কর্ণফুলি নদী অতিক্রম করে
শেখ জামাল সেতু	পটুয়াখালী	২০১৬	সোনাতলা নদী অতিক্রম করে (আন্ধারমানিক নদীর শাখা)
শেখ কামাল সেতু	পটুয়াখালী	২০১৬	আন্ধারমানিক নদী অতিক্রম করে

RAISUL ISLAM HRIDOY

শেখ রাসেল সেতু	পটুয়াখালী	২০১৫	শিববারিয়া নদী অতিক্রম করে
কালুরঘাট সেতু	কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	১৯৩০	কর্ণফুলি নদী অতিক্রম করে
মুক্তারপুর সেতু	নারায়ণগঞ্জ এবং মুন্সিগঞ্জ	২০০৮	ধলেশ্বরী নদী সংযোগ করে
সুলতানা কামাল সেতু	তারাবো, রূপগঞ্জ উপজেলা	২০১০	শীতলক্ষ্যা নদী অতিক্রম করে
কাঞ্চন সেতু	রূপগঞ্জ উপজেলা	২০০০	শীতলক্ষ্যা নদী অতিক্রম করে
কাঁচপুর সেতু	কাঁচপুর, ঢাকা		শীতলক্ষ্যা নদী অতিক্রম করে
দাউদকান্দি সেতু	দাউদকান্দি উপজেলা, ঢাকা		গোমতি নদী (মেঘনা নদীর শাখা)
কাজীর বাজার সেতু	সিলেট	২০১৫	সুরমা নদী অতিক্রম করে
হযরত শাহ পরান সেতু "বা" সিলেট জাফলং বাইপাস সেতু	সিলেট		সুরমা নদী অতিক্রম করে
অ্যাডমিরাল এম এ খান সেতু	সিলেট		সুরমা নদী অতিক্রম করে
তিতাস সেতু বা শাহবাজপুর সেতু	শাহবাজপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া		তিতাস নদী অতিক্রম করে
রূপসা রেল সেতু	খুলনা		রূপসা নদী

RAISUL ISLAM HRIDOY

পদ্মা সেতু

পদ্মা বহুমুখী সেতু

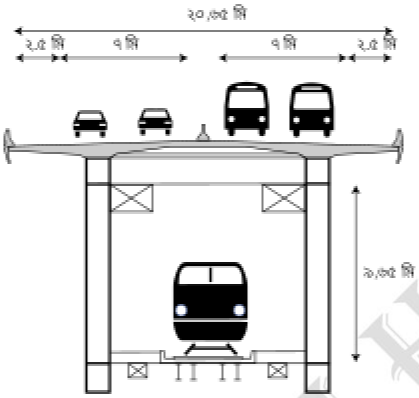

নির্মাণাধীন পদ্মা বহুমুখী সেতুর প্রস্থচ্ছেদ

স্থানাঙ্ক	২৩.৪৪৬০° উত্তর ৯০.২৬২৩° পূর্বস্থানাঙ্ক: ২৩.৪৪৬০° উত্তর ৯০.২৬২৩° পূর্ব
বহন করে	যানবাহন, ট্রেন
অতিক্রম করে	পদ্মা নদী
স্থান	লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ এর সাথে শরিয়তপুর ও মাদারীপুর
অফিসিয়াল নাম	পদ্মা বহুমুখী সেতু
রক্ষণাবেক্ষক	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
বৈশিষ্ট্য	
নকশা	এ.ই.সি.ও.এম
উপাদান	কংক্রিট, স্টিল
মোট দৈর্ঘ্য	৬.১৫ কিমি (২০,২০০ ফু)
প্রস্থ	১৮.১০ মি (৫৯.৪ ফু)
ইতিহাস	
নকশাকার	AECOM
নির্মাণকারী	চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিঃ
নির্মাণ শুরু	৭ ডিসেম্বর, ২০১৪

RAISUL ISLAM HRIDOY

নির্মাণ শেষ	২০২১
চালু	২০২১

পদ্মা সেতু বাংলাদেশের পদ্মা নদীর উপর নির্মাণাধীন একটি বহুমুখী সড়ক ও রেল সেতু। এর মাধ্যমে লৌহজং, মুন্সিগঞ্জের সাথে শরিয়তপুর ও মাদারীপুর যুক্ত হবে, ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের সাথে উত্তর-পূর্ব অংশের সংযোগ ঘটবে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য পদ্মা সেতু হতে যাচ্ছে এর ইতিহাসের একটি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জিং নির্মাণ প্রকল্প। দুই স্তর বিশিষ্ট স্টিল ও কংক্রিট নির্মিত ট্রাস ব্রিজটির (truss bridge) ওপরের স্তরে থাকবে চার লেনের সড়ক পথ এবং নিচের স্তরটিতে থাকবে একটি একক রেলপথ। পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীর আববাহিকায় ১৫০মিটার দৈর্ঘ্যর ৪১টি স্পান বসবে, ৬.১৫০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এবং ১৮.১০ মিটার প্রস্থ পরিকল্পনায় নির্মিত হচ্ছে দেশটির সবচেয়ে বড় সেতু। সরকারের পরিকল্পনামাফিক ২০২০ সালের শেষের দিকে এটি যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়ার কথা।

প্রকল্পটি তিনটি জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করবে- মুন্সীগঞ্জ (মাওয়া পয়েন্ট/উত্তর পাড়), শরীয়তপুর এবং মাদারীপুর (জঞ্জিরা/দক্ষিণ পাড়)। এটির জন্য প্রয়োজনীয় এবং অধিগ্রহণকৃত মোট জমির পরিমাণ ৯১৮ হেক্টর। নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ভাড়ার ভিত্তিতে আগামী ছয় বছরে অধিযাচন করা হবে।

প্রকল্প প্রস্তুতির সাথে যুক্ত কিছু লোকের দুর্নীতির অভিযোগ উঠায় বিশ্বব্যাংক তার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করে নেয় এবং অন্যান্য দাতারা সেটি অনুসরণ করে। যাইহোক, দুর্নীতি অভিযোগ পরবর্তীতে মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং কোন প্রমাণ না পাওয়ায় কানাডিয়ান আদালত পরবর্তীতে মামলাটি বাতিল করে দেয়। বর্তমানে প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে অর্থায়ন করা হচ্ছে।[৫] AECOM এর ডিজাইনে পদ্মা নদীর উপর বহুমুখী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প 'পদ্মা বহুমুখী সেতুর' নির্মাণকাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল ২০১১ সালে এবং শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০১৩ সালে। মূল প্রকল্পের পরিকল্পনা করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৭ সালের ২৮ আগস্ট ১০ হাজার ১৬১ কোটি টাকার বহুল আলোচিত পদ্মা সেতু প্রকল্প পাস করেছিল। পরে আওয়ামী লীগ সরকার এসে রেলপথ সংযুক্ত করে ২০১১ সালের ১১ জানুয়ারি প্রথম দফায় সেতুর ব্যয় সংশোধন করে। তখন এর ব্যয় ধরা হয়েছিল ২০ হাজার ৫০৭ কোটি টাকা। পদ্মা সেতুর ব্যয় আরও আট হাজার কোটি টাকা বাড়ানো হয়। ফলে পদ্মা সেতুর ব্যয় দাঁড়িয়েছে সব মিলিয়ে ২৮ হাজার ৭৯৩ কোটি টাকা ।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক) ২০১০ সালের এপ্রিলে প্রকল্পের জন্য প্রাক যোগ্যতা দরপত্র আহবান করে। ২০১১ সালের শুরুর দিকে সেতুর নির্মাণ কাজ আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল এবং ২০১৩ সালের মধ্যে প্রধান কাজগুলো শেষ হবে (সকল কাজ ২০১৫ সালের শেষ নাগাদ সম্পন্ন হবে)। প্রস্তাবিত পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প মাওয়া-জাজিরা পয়েন্ট দিয়ে নির্দিষ্ট পথের মাধ্যমে দেশের কেন্দ্রের সাথে দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের সরাসরি সংযোগ তৈরি করবে। এই সেতুটি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিল্প বিকাশে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখবে। প্রকল্পটির ফলে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৪৪,০০০ বর্গ কিঃমিঃ (১৭,০০০ বর্গ মাইল) বা বাংলাদেশের মোট এলাকার ২৯% অঞ্চলজুড়ে ৩ কোটিরও অধিক জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে। ফলে প্রকল্পটি দেশের পরিবহন

RAISUL ISLAM HRIDOY

নেটওয়ার্ক এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। সেতুটিতে ভবিষ্যতে রেল, গ্যাস, বৈদ্যুতিক লাইন এবং ফাইবার অপটিক কেবল সম্প্রসারণের ব্যবস্থা রয়েছে।

এই সেতুটি নির্মিত হলে দেশের জিডিপি ১.২ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১

ফ্যালকন ৯ রকেট দিয়ে বঙ্গবন্ধু -১ উৎক্ষেপণ

অভিযানের ধরণ	যোগাযোগ এবং সম্প্রচার স্যাটেলাইট
অপারেটর	বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানী লিমিটেড

RAISUL HRIDOY

ওয়েবসাইট	বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রকল্প, বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানী লিমিটেড, BCSCL
অভিযানের সময়কাল	১৫ বছর
মহাকাশযানের বৈশিষ্ট্য	
বাস	স্পেসবাস ৪০০০বি২
প্রস্তুতকারক	থেলিস অ্যালেনিয়া স্পেস
লঞ্চ ভর	~৩,৭০০ কিলোগ্রাম (৮,২০০ পাউন্ড)
ক্ষমতা	৬kW
মিশন শুরু	
উৎক্ষেপণ তারিখ	১১ মে ২০১৮, ২০:১৪ ইউটিসি(ভোর ০২:১৪ বিএসটি)[১]
উৎক্ষেপণ রকেট	ফ্যালকন ৯ ব্লক ৫[২]
উৎক্ষেপণ স্থান	কেনেডি স্পেস সেন্টার লঞ্চ কমপ্লেক্স ৩৯এ
কন্ট্রাক্টর	স্পেস এক্স
কক্ষপথের পরামিতি	
আমল	জিও
দ্রাঘিমাংশ	১১৯.০৯° পূর্ব

RAISUL ISLAM HRIDOY

উৎকেন্দ্রিকতা	০.০০০১
Perigee	৩৫৭৮৯.৩ কিমি
Apogee	৩৫৭৯৮.৫ কিমি
সময়কাল	১,৪৩৬.১ মিনিট
বেগ	৩.০৭ কিমি/সে.
ইপোক	৬ই জুন ২০১৮
ট্রান্সপন্ডার	
ব্যান্ড	১৪ সি ব্যান্ড, ২৬ কু ব্যান্ড

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ বাংলাদেশের প্রথম ভূস্থির যোগাযোগ ও সম্প্রচার উপগ্রহ। এটি ১১ মে ২০১৮ কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। এর মধ্য দিয়ে ৫৭ তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় যোগ হয় বাংলাদেশ। এই প্রকল্পটি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত হয় এবং এটি ফ্যালকন ৯ ব্লক ৫ রকেটের প্রথম পেলোড উৎক্ষেপণ ছিল।

২০০৮ সালে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করে। এরপর ২০০৯ সালে জাতীয় তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালায় রাষ্ট্রীয় কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের বিষয়টি যুক্ত করা হয়। বাংলাদেশের নিজস্ব কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিটের (আইটিইউ) কাছে ইলেক্ট্রনিক আবেদন করে বাংলাদেশ। কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থার নকশা তৈরির জন্য ২০১২ সালের মার্চে প্রকল্পের মূল পরামর্শক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ‘স্পেস পার্টনারশিপ ইন্টারন্যাশনাল’ কে নিয়োগ দেওয়া হয়। স্যাটেলাইট সিস্টেম কিনতে ফ্রান্সের কোম্পানি থ্যালাস অ্যালেনিয়া স্পেসের সঙ্গে এক হাজার ৯৫১ কোটি ৭৫ লাখ ৩৪ হাজার টাকার চুক্তি করে বিটিআরসি। ২০১৫ সালে বিটিআরসি রাশিয়ার উপগ্রহ কোম্পানি ইন্টারস্পুটনিকের কাছ থেকে কক্ষপথ (অরবিটাল স্লট) কেনার আনুষ্ঠানিক চুক্তি করে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

২০১৭ সালে কৃত্রিম উপগ্রহের সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য 'বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানী লিমিটেড' নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়। এই সংস্থার প্রাথমিক মূলধন হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয় পাঁচ হাজার কোটি টাকা।

নির্মাণ ব্যয়

কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাংলাদেশে সম্প্রচার ও টেলিযোগাযোগ সেবা পরিচালনার জন্য ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একনেক সভায় দুই হাজার ৯৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে বরাদ্দ দেওয়া হয় এক হাজার ৩১৫ কোটি ৫১ লাখ টাকা, যা মোট ব্যয়ের প্রায় ৪৪ শতাংশ। এ ছাড়া 'বিডার্স ফাইন্যান্সিং' এর মাধ্যমে এ প্রকল্পের জন্য এক হাজার ৬৫২ কোটি ৪৪ লাখ টাকা সংগ্রহের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে হংকং সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশনের (এইচএসবিসি) সাথে সরকারের প্রায় একহাজার ৪০০ কোটি টাকার ঋণচুক্তি হয়। এক দশমিক ৫১ শতাংশ হার সুদসহ ১২ বছরে ২০ কিস্তিতে এই অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে রাশিয়ার সংস্থা ইন্টারস্পুটনিকের কাছ থেকে অরবিটাল স্লট অনুমোদন দেওয়া হয়। এর অর্থমূল্য ২১৮ কোটি ৯৬ লাখ টাকা।

বঙ্গবন্ধু-১ কৃত্রিম উপগ্রহটি ১১৯.১° ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমার ভূস্থির স্লটে স্থাপিত হবে। এটিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে নামকরণ করা হয়েছে। ফ্রান্সের থ্যালিস অ্যালেনিয়া স্পেস কর্তৃক নকশা ও তৈরি করা হয়েছে এবং এটি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যক্তিমালিকানাধীন মহাকাশযান সংস্থা স্পেস এক্স থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ ১৬০০ মেগাহার্টজ ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৪০টি কে-ইউ এবং সি-ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার বহন করবে এবং এটির আয়ু ১৫ বছর হওয়ার কথা ধরা হয়েছে। স্যাটেলাইটের বাইরের অংশে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকার রঙের নকশার ওপর ইংরেজিতে লেখা রয়েছে বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু ১। বাংলাদেশ সরকারের একটি মনোগ্রামও সেখানে রয়েছে।

বিএস-১ উপগ্রহটি ২৬টি কে-ইউ ব্যান্ড এবং ১৪টি সি ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার সজ্জিত হয়েছে ১১৯.১ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমার কক্ষপথের অবস্থান থেকে। কে-ইউ ব্যান্ডের আওতায় রয়েছে বাংলাদেশ, বঙ্গোপসাগরে তার জলসীমাসহ ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া অঞ্চল। সি ব্যান্ডেরও আওতায় রয়েছে এই সমুদয় অঞ্চল।

উৎক্ষেপণ

স্পেসএক্স ফ্যালকন ৯ উৎক্ষেপণ যানে করে ১১ মে ২০১৮ সফলভাবে বঙ্গবন্ধু-১ কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয়। এটি ফ্যালকন ৯ রকেটির নতুন ব্লক ৫ মডেল ব্যবহার করে প্রথম পেলোড উৎক্ষেপণ ছিল।

RAISUL ISLAM HRIDOY

বঙ্গবন্ধু-১ কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য ২০১৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখ ঠিক করা হয়, তবে হারিকেন ইরমার কারণে ফ্লোরিডায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলে তা পিছিয়ে যায়। ২০১৮ সালেও কয়েক দফা উৎক্ষেপণের তারিখ পিছিয়ে যায় আবহাওয়ার কারণে।

চূড়ান্ত পর্যায়ে উৎক্ষেপণ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ৪ মে ২০১৮ তারিখে ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টারে দুই পর্যায়ের এই রকেটের স্ট্যাটিক ফায়ার টেস্ট সম্পন্ন হয়। কৃত্রিম উপগ্রহটি ১০ মে ২০১৮ তারিখে উৎক্ষেপণের তারিখ ঠিক করা হয়; কিন্তু ১০ মে উৎক্ষেপণের সময় t-৫৮ সেকেন্ডে এসে তা বাতিল করা হয়। শেষ মিনিটে কিছু কারিগরি সমস্যার কারণে উৎক্ষেপণ স্থগিত করা হয়। অবশেষে এটি ১১ মে উৎক্ষেপণ করা হয়।

কৃত্রিম উপগ্রহটি উৎক্ষেপণ করার পর, বাংলাদেশ ১২ মে ২০১৮ তারিখে এটি থেকে পরীক্ষামূলক সংকেত পেতে শুরু করে।

সুবিধা

বঙ্গবন্ধু ১ স্যাটেলাইট থেকে ৩ ধরনের সুবিধা পাওয়া যাবে।

- টিভি চ্যানেলগুলো তাদের সম্প্রচার কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য স্যাটেলাইট ভাড়া করে। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট চ্যানেলের সক্ষমতা বিক্রি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হবে। আবার দেশের টিভি চ্যানেলগুলো যদি এই স্যাটেলাইটের সক্ষমতা কেনে তবে দেশের টাকা দেশেই থাকবে। এর মাধ্যমে ডিটিএইচ বা ডিরেক্ট টু হোম ডিশ সার্ভিস চালু সম্ভব।
- বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের ৪০টি ট্রান্সপন্ডারের মোট ফ্রিকোয়েন্সি ক্ষমতা হলো ১ হাজার ৬০০ মেগাহার্টজ। এর ব্যান্ডউইডথ ও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে ইন্টারনেটবঞ্চিত অঞ্চল যেমন পার্বত্য ও হাওড় এলাকায় ইন্টারনেট সুবিধা দেয়া সম্ভব। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেট ও ব্যাংকিং সেবা, টেলিমেডিসিন ও দূরনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারেও ব্যবহার করা যাবে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট।
- বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মোবাইল নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়ে। তখন এর মাধ্যমে দুর্গত এলাকায় যোগাযোগব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের দিবসসমূহ

শুধুমাত্র বাংলাদেশের নিজস্ব দিবসগুলোকে "বাংলাদেশের দিবস" বলা হচ্ছে। এই দিবসগুলো শ্রেফ বাংলাদেশেই পালিত হয়। অবশ্য, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত প্রবাসি বাঙালিরাও এই দিবসগুলো সীমিতাকারে পালন করে থাকেন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

জানুয়ারি

- **বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস* : ১০ জানুয়ারি**
    - বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন দীর্ঘ ১০ মাস কারাভোগের পর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে স্বদেশে (বাংলাদেশের ভুখন্ডে) ফিরে আসেন, তারই উপলক্ষে এই দিবসটি পালিত হয়।
- **জাতীয় শিক্ষক দিবস : ১৯ জানুয়ারি**
- **শহীদ আসাদ দিবস : ২০ জানুয়ারি**
    - ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে আমানুল্লাহ আসাদুজ্জামান নামের একজন ছাত্রনেতা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) শাসক আইয়ুবশাহীর পতনের দাবীতে মিছিল করার সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হন। তিনি ১৯৬৯ সালের বাঙালির গণ-আন্দোলনে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের তিন শহীদদের একজন, অন্য দু'জন হচ্ছেন- শহীদ রুস্তম ও শহীদ মতিউর।
- **গণঅভ্যুত্থান দিবস : ২৪ জানুয়ারি**
    - ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা প্রতিরোধ গড়ে তোলে, মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণে নিহত হন নবম শ্রেণীর ছাত্র মতিউর রহমান। সেই গণঅভ্যুত্থানের স্মরণে এই দিনটি পালিত হয়।
- **কম্পিউটারে বাংলা প্রচলন দিবস : ২৫ জানুয়ারি**
    - প্রবাসী প্রকৌশলী সাইফুদ্দাহার শহীদ ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে অ্যাপলের ম্যাকিন্টোশ কম্পিউটারে এদিন প্রথম বাংলা লিখন চালু করেন।
- **সলঙ্গা দিবস : ২৭ জানুয়ারি**

ফেব্রুয়ারি

- প্রতি বছর ৫ ফেব্রুয়ারি পালিত বাংলাদেশের জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের একটি পোস্টার। স্থান: জাতীয় গণগ্রন্থাগার, শাহবাগ, ঢাকা।

- **জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস : ০৫ ফেব্রুয়ারি**
- সড়ক হত্যা দিবস: ১১ই ফেব্রুয়ারি
- **সুন্দরবন দিবস : ১৪ ফেব্রুয়ারি**

RAISUL ISLAM HRIDOY

- ২০০১ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের আওতায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৭০টি পরিবেশবাদী সংগঠনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সুন্দরবন সম্মেলনে দিবসটিকে সুন্দরবন দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- **শহীদ দিবস : ২১ ফেব্রুয়ারি**
- **জাতীয় ডায়াবেটিস সচেতনতা দিবস : ২৮ ফেব্রুয়ারি**

  - ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে ড. মো. ইব্রাহিমের উদ্যোগে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এই দিনটিকে ডায়াবেটিস সচেতনতা তৈরিতে উপজীব্য করা হয়। এছাড়াও প্রতি বছরই ১৪ নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালিত হয়।

মার্চ

- **জাতীয় বিমা দিবস : ১ মার্চ**
- **জাতীয় ভোটার দিবস : ২ মার্চ**
- **জাতীয় পতাকা দিবস : ২ মার্চ**
- জাতীয় পাট দিবস : ৬ মার্চ
- জাতীয় নারী দিবস: ৮ মার্চ
- **শিশু দিবস* : ১৭ মার্চ**

  - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের সিদ্ধান্তে জাতীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম তারিখে শিশু দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ২০১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে।

- **পতাকা উত্তোলন দিবস* : ২৩ মার্চ**

  - ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে পল্টন ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। এই দিবসটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনাস্বরূপ পালিত হয়।

- **স্বাধীনতা দিবস : ২৬ মার্চ**

  - ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে বাঙালিদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়, যা 'স্বাধীনতার ঘোষণা' হিসেবে সমধিক পরিচিত। ঐ দিন বেশ কয়েকবার সম্প্রচার মাধ্যমগুলোতে এই ঘোষণা প্রচারিত হয় এবং বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান)

RAISUL ISLAM HRIDOY

আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধে যোগদান করে। এই যুদ্ধ ঐ বছরই ১৬ ডিসেম্বর সমাপ্ত হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে ও বাংলাদেশ নামক নতুন একটি দেশ আত্মপ্রকাশ করে। এর পর থেকে প্রতি বছর মার্চ মাসের এই দিনটিকে 'স্বাধীনতা ঘোষণার দিবস' বা 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

- **জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস : ৩১ মার্চ**
    - ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিবছর বাংলাদেশে, দুর্যোগ মোকাবিলা করার প্রস্তুতিস্বরূপ এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

এপ্রিল

- **জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস : ২ এপ্রিল**
- **পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ : ১৪ এপ্রিল**
    - বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী বর্ষশুরু দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়ে থাকে।
- **মুজিবনগর দিবস* : ১৭ এপ্রিল**
    - ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে কুষ্টিয়া জেলার (বর্তমান মেহেরপুর জেলা) বৈদ্যনাথতলায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিপ্লবী সরকার শপথ গ্রহণ করেছিলো।
- **জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস : ২৮ এপ্রিল**

মে

- **মহান মে দিবস** : ১ মে বিশ্ব শ্রমিক দিবস।
- **ফারাক্কা লংমার্চ দিবস** বা **ফারাক্কা দিবস : ১৬ মে**
    - ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাধাপ্রাপ্ত জলপ্রবাহের নিমিত্তে বাংলার মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ডাকে লাখো মানুষ ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবাহিত গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের সংগ্রামে ফারাক্কা অভিমুখে মিছিলে অংশ নিয়েছিলো। সেই দাবিকে বারে বারে উত্থাপনের লক্ষ্যেই প্রতি বছর দিবসটি পালিত হয়।
- **জাতীয় নৌ নিরাপত্তা দিবস : ২৩ মে**

RAISUL ISLAM HRIDOY

- ২০০৪ সালের ২৩ মে বাংলাদেশের চাঁদপুরের কাছে মেঘনা নদীতে ডুবে যায় ফিটনেসবিহীন লঞ্চ এমভি লাইটিং সান। মাদারীপুর থেকে ছেড়ে আসা লঞ্চটিতে চার শতাধিক যাত্রী ছিলেন যার অধিকাংশের প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার চার দিন পর শেষ উদ্ধারকৃত লাশটি ছিল সুমন শামসের মায়ের। এই ঘটনার পর থেকেই শুরু হয় নিরাপদ নৌ চলাচলের নিশ্চয়তার দাবীতে এবং নদ-নদী দখল-দূষণ রোধে সামাজিক সংগঠন নোঙর - এর কার্যক্রম। নোঙর গত ১২ বছরেরও বেশি সময় ধরে বহুবিধ কর্মসূচীর মাধ্যমে দিবসটি পালন করছে। নৌ নিরাপত্তা বিষয়ে দেশব্যাপী জনসচেতনতা গড়ে তুলতে সমাজের সকল শ্রেণীর অংশগ্রহণে চলছে নানান কর্মকাণ্ড। গত ২৩ মে ২০১৬ বাংলাদেশের তথ্য মন্ত্রী হাসানুল হক ইনুর উপস্থিতিতে নৌ নিরাপত্তা বিষয়ক একটি ভাসমান সেমিনারে ২৩ মে জাতীয় নৌ নিরাপত্তা দিবস ঘোষণার দাবী তোলেন নোঙর সভাপতি সুমন শামস, তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান-কে জানানো হলে তিনি এবং উপস্থিত সবাই এই বিষয়ে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

- বাংলাদেশের বিদ্রোহী কবি **কাজী নজরুল ইসলাম-এর জন্মবার্ষিকী : ২৫ মে**
- **নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস : ২৮ মে**

জুন

- **ছয় দফা দিবস* : ৭ জুন**

  - তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানীদের শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের দেয়া ৬ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের এই তারিখে রাস্তায় নেমে আসে লাখো লাখো মানুষ। হরতাল চলাকালে পুলিশের গুলিতে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন জায়গায় নিহত হোন অন্তত ১১জন। তাঁদের স্মরণে এবং জাতীয় মুক্তির স্বারকস্বরূপ এই দিবসটি পালিত হয়ে থাকে।

- **নারী উত্ত্যক্তকরণ প্রতিরোধ দিবস** বা **ইভ টীজিং প্রতিরোধ দিবস : ১৩ জুন**

  - নারী উত্ত্যক্তকরণ প্রতিরোধে জনসচেতনতা তৈরিতে বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সারা দেশব্যাপী ২০১০ খ্রিস্টাব্দে ঘোষিত ও প্রথম পালিত হয়।

- **পলাশী দিবস : ২৩ জুন**

জুলাই

- **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস : ১ জুলাই**

RAISUL ISLAM HRIDOY

- ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের এই তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জন্ম নিবন্ধন দিবস : ৩ জুলাই

- ২০০৬ ২০০৬ সালে এই তারিখে বাংলাদেশে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা কার্যকর হয়েছে।

আগস্ট

শোক দিবস : ১৫ আগস্ট

- ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের এ দিনে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়।

দিঘলিয়ার দেয়াড়া গণহত্যা দিবস : ২৭ আগস্ট

- ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে খুলনার দিঘলিয়ার দেয়াড়া গ্রামে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানী হানাদারদের গুলি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে চালানো গণহত্যায় ৬০ জন নিরপরাধ বাঙালির হত্যা উপলক্ষে পালিত দিবস।

সেপ্টেম্বর

মহান শিক্ষা দিবস : ১৭ সেপ্টেম্বর

- তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের গণবিরোধী, শিক্ষা-সংকোচনমূলক শিক্ষানীতি চাপিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে এবং একটি গণমুখী শিক্ষানীতি চালু করার দাবিতে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে ছাত্র-জনতার ব্যাপক গণআন্দোলন দমাতে পুলিশ ঢাকার হাইকোর্ট মোড়ে গুলি চালায়। ন্যায্য দাবির জন্য এই গণহত্যার স্মরণে দিবসটি পালিত হয়।

কৃষ্ণপুর গণহত্যা দিবস : ১৮ সেপ্টেম্বর

- ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের সময় এই দিনে হবিগঞ্জের কৃষ্ণপুরে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ১২৭জন পুরুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। এছাড়া আশেপাশের এলাকাগুলোতে হামলা চালিয়ে আরো প্রায় শতাধিক পুরুষকে হত্যা করে তারা।

প্রীতিলতার আত্মাহুতি দিবস : ২৩ সেপ্টেম্বর

RAISUL ISLAM HRIDOY

- ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আত্মাহুতি দেন। তিনি ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মাস্টারদা সূর্য সেনের সংস্পর্শে এসে এই সশস্ত্র আন্দোলনে সম্পৃক্ত হোন।

- **মাহমুদপুর গণহত্যা দিবস** (গোপালপুর উপজেলার মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যার স্মরণে) **: ২৯ সেপ্টেম্বর**
- **কন্যা শিশু দিবস : ৩০ সেপ্টেম্বর**

অক্টোবর

- **পথশিশু দিবস বা সুবিধাবঞ্চিত শিশু দিবস : ২ অক্টোবর**
- **শিক্ষক দিবস : ৫ অক্টোবর**
- **নিরাপদ সড়ক দিবস : ২২ অক্টোবর**

নভেম্বর

- **জাতীয় যুব দিবস : ১ নভেম্বর**
- **জাতীয় সমবায় দিবস : প্রথম শনিবার**
- **জেলহত্যা দিবস* : ৩ নভেম্বর**
  - ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর এক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী জাতীয় চার নেতাকে। এই চার নেতা হলেন: বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, মন্ত্রিসভার সদস্য এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামরুজ্জামান। এই দিবসটি স্মরণ করে ৩ নভেম্বর জেলহত্যা দিবস পালিত হয়।
  - ঘটনার পরদিনই 4 নভেম্বর তৎকালীন কারা উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি প্রিজন) আবদুল আউয়াল লালবাগ থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। মামলায় রিসালদার মোসলেহ উদ্দিনের নাম উল্লেখ করে বলা হয়, তাঁর নেতৃত্বে চার-পাঁচজন সেনাসদস্য কারাগারে ঢুকে চার নেতাকে হত্যা করেন। গুলি করে নেতাদের হত্যা করা হয়। পরে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়।

- **সংবিধান দিবস : ৪ নভেম্বর**
- **জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস* : ৭ নভেম্বর**
- **নূর হোসেন দিবস বা স্বৈরাচার বিরোধী দিবস : ১০ নভেম্বর**
- **সশস্ত্রবাহিনী দিবস : ২১ নভেম্বর**
  - ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে বাংলাদেশের সর্বদিক দিয়ে সামরিক বাহিনীসহ তৎকালীন বাঙালি আপামর জনতা একত্রে আক্রমণ করে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদারদের উপর। এই

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিশেষ দিনটিকে স্মরণ রেখেই অতীতে বিভিন্ন দিবসে পালিত সশস্ত্র বাহিনী দিবসকে এই দিনে পালন করা হয়।

- **জাতীয় আয়কর দিবস : ৩০ নভেম্বর**
  - ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই দিবস বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে পালিত হয়ে আসছে

ডিসেম্বর

- **মুক্তিযোদ্ধা দিবস* : ১ ডিসেম্বর** এই দিনটি বেসরকারীভাবে মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযোদ্ধা দিবস হিসেবে পালন করে আসছেন প্রতিবছর। নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস চেতনা পৌঁছিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে মুক্তিযোদ্ধারা এই দিনটিকে সরকারীভাবে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা দিবস হিসেবে ঘোষণার দাবী জানাচ্ছেন।
- **স্বৈরাচার পতন দিবস*** বা **সংবিধান সংরক্ষণ দিবস : ৬ ডিসেম্বর**
  - ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে স্বৈরশাসক এরশাদ সরকারের পতন হয়েছিলো। পরবর্তীতে এরশাদের রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টি এই দিনটিকে 'সংবিধান সংরক্ষণ দিবস' হিসেবে পালন করে
- **জাতীয় যুব দিবস : ৮ ডিসেম্বর**
- **রোকেয়া দিবস : ৯ ডিসেম্বর**
- ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস :১২ ডিসেম্বর
- **শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস : ১৪ ডিসেম্বর**
- **বিজয় দিবস: ১৬ ডিসেম্বর**
- **বাংলা ব্লগ দিবস: ১৯ ডিসেম্বর**

- দিবসটি প্রথমবার পালিত হয় ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্টারনেটে প্রথম বাংলা ব্লগিং-এর সূচনা হয়। মূলত ব্লগিং, বিশেষ করে বাংলায় ব্লগিং-এ আগ্রহী করতেই ব্লগাররা দিবসটি পালন করে আসছেন।

বৈশ্বিক দিবসসমূহ

- বিশ্বের কোনো এক দেশে প্রারম্ভের পর, দিবসটির প্রতিপাদ্যগত সৌন্দর্যে বা ফলপ্রদতায় আকৃষ্ট হয়ে বাংলাদেশেও চালু হওয়া দিবসগুলোকে **বৈশ্বিক দিবস, বিশ্ব দিবস** বা **আন্তর্জাতিক দিবস** হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে।

জানুয়ারি

- **বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস: শেষ রবিবার**

RAISUL ISLAM HRIDOY

- আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত রোগীদের প্রতি করণীয় ও রোগ নিরূপণে সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রতি বছরের জানুয়ারি মাসের শেষ রবিবার বিশ্বের ১০০টিরও অধিক দেশে **বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস** পালন করা হয়।

- **বিশ্ব জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ দিবস: ২ জানুয়ারি**
- **আন্তর্জাতিক কাস্টম্‌স দিবস: ২৬ জানুয়ারি**
  - ওয়ার্ল্ড কাস্টম্‌স অর্গানাইজেশনের (WCO) অন্যতম সদস্য হিসেবে বাংলাদেশে দিবসটি পালিত হয়।

ফেব্রুয়ারি

- ২ ফেব্রুয়ারি: **বিশ্ব জলাভূমি দিবস**
- ১২ ফেব্রুয়ারি: বিশ্ব ডারউইন দিবস,
  - বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের জন্মবার্ষিকীতে সারা বিশ্বব্যাপী অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দিবসটি পালিত হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার প্যালো আলতোর মানবতাবাদী সম্প্রদায় ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম এই দিবসটি পালন শুরু করে, এবং এরপর দিবসটি প্রতিবছর পালিত হয়ে আসছে।

- ১৪ ফেব্রুয়ারি:বিশ্ব ভালোবাসা দিবস বা সেন্ট ভ্যালেন্টাইন'স ডে
- ১৫ ফেব্রুয়ারি: বিশ্ব শিশু ক্যান্সার দিবস
- ২১ ফেব্রুয়ারি : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
- ২২ ফেব্রুয়ারি: বিশ্ব স্কাউট দিবস,
  - স্কাউটিং আন্দোলনের প্রবক্তা ব্যাডেন পাওয়েল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁরই হাত ধরে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে স্কাউটিং আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। তাই এই দিনটিকে বিশ্বব্যাপী স্কাউট দিবস হিসেবে পালিত হয়।

- ২৪ ফেব্রুয়ারি: আল কুদ্‌স দিবস

মার্চ

- **কমনওয়েলথ দিবস: দ্বিতীয় সোমবার**
  - সাংবার্ষিকভিত্তিতে মার্চ মাসের ২য় সোমবার কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহে যথাযোগ্য মর্যাদায় কমনওয়েলথ দিবস পালন করা হয়। সাধারণতঃ অধিভুক্ত দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, কমনওয়েলথ মহাসচিব এবং হাইকমিশনারগণের উপস্থিতিতে মহামান্য রাণী ২য় এলিজাবেথ ওয়েস্টমিনিস্টার

RAISUL ISLAM HRIDOY

অ্যাবে, লন্ডনে বহুমূখী বিশ্বাসযোগ্য সেবার বার্তা নিয়ে জনসমক্ষে উপস্থিত হন। সেখানে রাণী কমনওয়েলথবাসীদের কাছে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন যা বিশ্বব্যাপী সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

- **বিশ্ব বই দিবস: ৩ মার্চ**
- **বিশ্ব নারী দিবস: ৮ মার্চ**
- **বিশ্ব কিডনি দিবস: ১০ মার্চ**
- **আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস (International Day of Actions for Rivers): ১৪ মার্চ**
    - ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রাজিলের কুরিতিবা শহরে এক সমাবেশের আয়োজন করে নদীর প্রতি দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। তাইওয়ান, ব্রাজিল, চিলি, লেসোথো, আর্জেন্টিনা, থাইল্যান্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে অংশগ্রহণ করা লোকজনই সর্বপ্রথম এই দিনে নদীকৃত্য দিবস পালনের ঘোষণা দেন।
- **বিশ্ব পাই দিবস: ১৪ মার্চ**
    - পাই দিবস বা আপাত পাই দিবস গাণিতিক ধ্রুবক পাই (π)-এর সম্মানে উদযাপনের দিন। পাই-এর মান প্রায় ৩.১৪ বলে প্রতি বছর মার্চ ১৪ (৩/১৪) পাই দিবস হিসাবে পালিত হয়। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ল্যারি শ' যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো এক্সপ্রোরেটরিয়ামে সর্বপ্রথম পাই দিবস উদযাপন করেন। তাছাড়া এই দিনে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনেরও জন্মদিন। তবে আপাত পাই দিবস নানা দিনে পালিত হয়ে থাকে।
- **পঙ্গু দিবস: ১৫ মার্চ**
- **বিশ্ব ক্রেতা অধিকার দিবস: ১৫ মার্চ**
- **বিশ্ব শিশুনাট্য দিবস: ২০ মার্চ**
- **বিশ্ব বন দিবস: ২১ মার্চ**
- **বিশ্ব বর্ণবৈষম্য দিবস: ২১ মার্চ**
- **বিশ্ব পানি দিবস: ২২ মার্চ**
- **বিশ্ব আবহাওয়া দিবস: ২৩ মার্চ**
- **বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস: ২৪ মার্চ**
- **আর্থ আওয়ার: ২৬ মার্চ**
- **বিশ্ব নাট্য দিবস: ২৭ মার্চ**

এপ্রিল

- **বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস: ২ এপ্রিল**
    - বিশ্বব্যাপী অটিজম বা মানব-প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- **বিশ্ব শিশু বই দিবস : ২ এপ্রিল**
- **বিশ্ব মাইন বিরোধী দিবস : ৪ এপ্রিল**
- **বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস : ৭ এপ্রিল**
- **বিশ্ব কণ্ঠ দিবস: ১৬ এপ্রিল**
    - ২০০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।
- **বিশ্ব হিমোফেলিয়া দিবস : ১৭ এপ্রিল**
- **বিশ্ব ধরিত্রী দিবস: ২২ এপ্রিল**
    - ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট ইভো মরোলেস-এর প্রস্তাবে এ দিনটিকে বিশ্ব ধরিত্রি দিবস হিসেবে পালনের ব্যাপারে জাতিসংঘ অনুমোদন দেয়।
- **বিশ্ব পুস্তক দিবস বা বিশ্ব গ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবস: ২৩ এপ্রিল**
- **বিশ্ব ভেটেরিনারি দিবস: ২৪ এপ্রিল**
- **বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস : ২৫ এপ্রিল**
- **বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস: ২৬ এপ্রিল**
- **আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস : ২৬ এপ্রিল**
- **বিশ্ব নকশা দিবস : ২৭ এপ্রিল**
- **বিশ্ব পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবস: ২৮ এপ্রিল**

- **বিশ্ব সাংবাদিকতা দিবস: ৩ মে**
- **বিশ্ব রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট দিবস: ৮ মে**
- **বিশ্ব উচ্চ রক্তচাপ দিবস** (ওয়ার্ল্ড হাইপারটেনশন ডে) **: ১৭ মে:** ওয়ার্ল্ড হাইপারটেনশন লীগের উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী উচ্চ রক্তচাপের ব্যাপারে সচেতনতার লক্ষ্যে এই দিবসটি পালিত হয়।[9]
- **বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস: ১৭ মে**
- **আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস: ১৮ মে:** ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে আন্তর্জাতিক জাদুঘর পরিষদ এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।[9]
- **বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস: ৩১ মে**

জুন

- **বিশ্ব বাবা দিবস: তৃতীয় রবিবার**।
    - ধারণা করা হয়, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ভার্জিনিয়ার ফেয়ারমেন্টের এক গির্জায় দিবসটি প্রথম পালিত হয়। বিশ্বব্যাপী মা দিবসের অনুকরণে বাবার প্রতি সন্তানের ভালোবাসা প্রকাশার্থে দিবসটি পালিত হয়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- **বিশ্ব পরিবেশ দিবস: ৫ জুন**
- **বিশ্ব ব্রেইন টিউমার দিবস: ৮ জুন**
  - ২০০০ খ্রিস্টাব্দে জার্মান ব্রেইন টিউমার এসোসিয়েশন এ দিনটি পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।
- **বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস: ১২ জুন**
  - শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষাকল্পে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বন্ধে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনকে একজোটে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে এই দিবসটি পালিত হয়। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা দিবসটি পালনের ঘোষণা দেয়।
- **বিশ্ব রক্তদাতা দিবস: ১৪ জুন**
  - বিশ্বব্যাপী স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচীকে বেগবান করতে ও রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।
- **বিশ্ব মরুময়তা দিবস (World Day to Combat Desertification and Drought): ১৭ জুন**
- **বিশ্ব সঙ্গীত দিবস: ২১ জুন**

জুলাই

- **বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিকতা দিবস: ২ জুলাই**
- **বিশ্ব বাঘ দিবস (Global Tiger Day): ২৯ জুলাই**
  - ২০১০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই থেকে এই দিবসটি বিশ্ব বাঘ দিবস হিসেবে বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে।

আগস্ট

- **বিশ্ব বন্ধু দিবস: প্রথম রবিবার**
  - ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস প্রতি বছরের প্রথম রবিবারকে বন্ধু দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়।
- **বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস: ১ আগস্ট**
- **হিরোশিমা দিবস: ৬ আগস্ট**
- **নাগাসাকি দিবস: ৯ আগস্ট**

সেপ্টেম্বর

- **বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস: ৮ই সেপ্টেম্বর**

RAISUL ISLAM HRIDOY

- যে সব মানুষ শারীরিক ভাবে অক্ষম তাদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার লক্ষে সচেতনতার জন্য সারাবিশ্বব্যপী ফিজিওথেরাপিষ্টগন এই দিনটি পালন করে থাকেন | যা ১৯৯৬ সালে ওয়ার্ল্ড কনফেডারেশন ফর ফিজিক্যাল থেরাপী থেকে উৎপত্তি

- **বিশ্ব নৌ দিবস: ১৮ সেপ্টেম্বর**
- **বিশ্ব কারামুক্ত দিবস: ২২ সেপ্টেম্বর**
  - যানজট, দূষণ ও জ্বালানি ব্যয় কমাতে ইউরোপে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। এখন দিবসটি বিশ্বজনীন মর্যাদা পেয়েছে।
- **মীনা দিবস: ২৪ সেপ্টেম্বর**
  - ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইউনিসেফের উদ্যোগে শুরু হলেও ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা-সংগঠন সার্কের উদ্যোগে প্রতি বছর ২৪ সেপ্টেম্বর মীনা দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই দিবসটি উপলক্ষে সার্কভুক্ত দেশগুলোতে শিশুদের জন্য এবং তাদের ভবিষ্যত উন্নতির লক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।
- **বিশ্ব হার্ট দিবস: ২৬ সেপ্টেম্বর**
- **বিশ্ব পর্যটন দিবস: ২৭ সেপ্টেম্বর**
- **বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস: ২৮ সেপ্টেম্বর**
- **বিশ্ব কন্যা শিশু দিবস: ৩০ সেপ্টেম্বর**

অক্টোবর

- **আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস: ১ অক্টোবর**
- **বিশ্ব নিরামিষ দিবস: ১ অক্টোবর**
- **বিশ্ব প্রাণী দিবস: ৪ অক্টোবর**
- **বিশ্ব শিক্ষক দিবস: ৫ অক্টোবর**
  - শিক্ষকদের অধিকার নিয়ে ইউনেস্কো ও আইএলও'র মধ্যকার ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে সই করা চুক্তির প্রেক্ষিতে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।
- **বিশ্ব ডাক দিবস: ৯ অক্টোবর**
  - ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ৯ অক্টোবর ২২টি দেশের প্রতিনিধিরা প্রথম আন্তর্জাতিক ডাক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তখন থেকেই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।
- **বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস: ১০ অক্টোবর**
  - মানসিক স্বাস্থ্য নিরাপত্তার লক্ষ্য নিয়ে দিবসটি পালিত হয়ে থাকে।
- **বিশ্ব মান দিবস: ১৪ অক্টোবর**
  - ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- বিশ্ব দৃষ্টি দিবস: ১৪ অক্টোবর
  - বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের প্রতি সাধারণ্যের দৃষ্টিকে সংহত করতে এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। এখন দিবসটি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নিরাময়যোগ্য অন্ধত্বকে নির্মূল করার লক্ষ্যে পলিত হচ্ছে।
- বিশ্ব সাদাছড়ি দিবস: ১৫ অক্টোবর
- বিশ্ব খাদ্য দিবস: ১৬ অক্টোবর
- বিশ্ব তথ্য উন্নতকরণ দিবস: ২৪ অক্টোবর
- বিশ্ব মিতব্যয়িতা দিবস: ৩১ অক্টোবর
- আন্তর্জাতিক পোস্টকার্ড সপ্তাহ: অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ
- বিশ্ব স্থাপত্য দিবস: অক্টোবরের প্রথম সোমবার
- বিশ্ব হাসি দিবস: অক্টোবরের প্রথম শুক্রবার

নভেম্বর

- বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস: ১৪ নভেম্বর
  - ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।
- বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস: ১২ নভেম্বর
  - অতীতে ১ নভেম্বর অথবা ২ নভেম্বর দিবসটি পালিত হতো। কিন্তু ২০১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে সারা বিশ্বে সম্মিলিতভাবে ১২ নভেম্বর দিবসটি পালন শুরু হয়।
- আফ্রিকার শিল্পায়ন দিবস: ২০ নভেম্বর
- ফিলিস্তিন সংহতি দিবস: ২৯ নভেম্বর

ডিসেম্বর

- বিশ্ব এইড্স দিবস: ১ ডিসেম্বর
- বিশ্ব পর্বত দিবস: ১১ ডিসেম্বর
- বড় দিন বা যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন: ২৫ ডিসেম্বর

আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ

- সাধারণত জাতিসংঘ কর্তৃক চালু করা ও উদযাপিত দিবসগুলোই "আন্তর্জাতিক দিবস" হিসেবে উদযাপিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ, জাতিসংঘের অন্যতম সদস্য হিসেবে এই দিবসগুলো যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে থাকে।

জানুয়ারি

RAISUL ISLAM HRIDOY

- **আন্তর্জাতিক শুল্ক দিবস: ২৫ জানুয়ারি**
- **ফেব্রুয়ারি**
- **বিশ্ব ক্যান্সার দিবস:** ৪ ফেব্রুয়ারি
  - প্রতি বৎসর ৪ঠা ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ক্যান্সার দিবস বা বিশ্ব ক্যান্সার সচেতনতা দিবস পালন করা হয়।
- **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস: ২১ ফেব্রুয়ারি**
  - ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো'র প্যারিস অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে বাঙালি জাতির ভাষার জন্যে আত্মাহুতিকে সম্মান জানিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ২০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে দিবসটি প্রথম, সারা বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহে পালন শুরু হয়।

মার্চ

- **বিশ্ব পানি দিবস : ২২ মার্চ**
  - ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘ এই দিনে দিবসটি পালনের ঘোষণা দেয়।

এপ্রিল

- **আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস : ২৯ এপ্রিল**

মে

- **আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস বা মে দিবস : ১ মে**
  - ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট আহ্বান করেছিলেন খেটে খাওয়া শ্রমিকেরা। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।
- **আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস : ১৫ মে**
- **আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস : ১৮ মে**
- **বিশ্ব শান্তিরক্ষী দিবস : ২৯ মে**
  - ২০১১ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৫৪/১২৯ প্রস্তাবনার আলোকে এই দিনকে বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষী দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়।

জুন

RAISUL ISLAM HRIDOY

- **বিশ্ব মহাসাগর দিবস : ৮ জুন**
  - ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরোতে সংঘটিত ধরিত্রী সম্মেলনে প্রথম এই দিনটিকে বিশ্ব মহাসাগর দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয় এবং পরবর্তিতে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘ এই দিবসটি বিশ্বব্যাপী পালনের ঘোষণা দেয়।
- **বিশ্ব শরণার্থী দিবস : ২০ জুন**
  - ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ৫৫-৭৯ ভোটে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত হয় এবং ২০০১ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন থেকে দিবসটি পালন শুরু হয়। বিশ্বব্যাপী শরনার্থীদের অমানবিক অবস্থার প্রতি বিশ্ব নের্তৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দিবসটি পালিত হয়।
- **আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস : ২৬ জুন**
  - মাদকের ভয়াবহতা রোধে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের ৪২তম অধিবেশনে এই তারিখে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জুলাই

- **আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস : প্রথম শনিবার**
  - ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী সমবায়ের মনোভাবকে গুরুত্ব দিতে প্রতিবছর জুলাই মাসের প্রথম শনিবার।আন্তর্জাতিকভাবে সমবায় জোট গড়ে তোলা এই দিবসটির একটি মূল উদ্দেশ্য।
- **বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস : ১১ জুলাই**
  - ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর গভর্নিং কাউন্সিল বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দিবসটি চালু করে।

আগস্ট

- **আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস : ৯ আগস্ট**
  - ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ সাব-কমিশনের আদিবাসী জনগণ সম্পর্কিত কর্মগোষ্ঠী তাদের প্রথম সভায় এই তারিখে দিবসটি পালনের জন্য বেছে নেয়। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার, পরিবেশ উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও গণসচেতনতা তৈরি করাই দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য।

সেপ্টেম্বর

- **বিশ্ব স্বাক্ষরতা দিবস : ৮ সেপ্টেম্বর**

RAISUL ISLAM HRIDOY

- ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো এই দিবসটির ঘোষণা দেয়। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রথমবারের মতো পালিত হয়।

- **আন্তর্জাতিক ওজনস্তর রক্ষা দিবস : ১৬ সেপ্টেম্বর**
  - ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ সভায় দিবসটি নির্বাচন করা হয়।
- **বিশ্ব শান্তি দিবস : ২১ সেপ্টেম্বর**
  - ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধবিরতির উদ্দেশ্যে এ দিবসটি জাতিসংঘের সাধারণ সভার সিদ্ধান্তে প্রথমবারের মতো পালিত হয়।
- **অক্টোবর**

বিশ্ব শিশু দিবস : ১ অক্টোবর

- ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ এপ্রিল দিবসটি প্রথম পালিত হলেও পরে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘ কর্তৃক দিবসটি বিশ্বব্যাপী পালনের ঘোষণা দেয়া হয়।

- **আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস : ১ অক্টোবর**
  - ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জাতিসংঘের হিসাবে বিশ্বে প্রবীণদের সংখ্যা ৭০ কোটি, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৭% প্রবীণ এবং বাংলাদেশের প্রবীণদের ৭৮% বিধবা। জাতিসংঘের সংজ্ঞানুযায়ী ৬০ বছর বয়সোর্ধ্ব ব্যক্তিকে "প্রবীণ" বলা হয়।
- **বিশ্ব শিক্ষক দিবস : ৫ অক্টোবর**
- **বিশ্ব আবাসন দিবস** বা **বিশ্ব বসতি দিবস : প্রথম সোমবার**
  - ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪০তম অধিবেশনে এই দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে জাতিসংঘ, বসবাড়ির পরিবেশ উন্নয়নে অবদান রাখায় ব্যক্তি ও সংস্থাকে "জাতিসংঘ বসতি পুরস্কার" প্রদান করছে।
- **আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ হ্রাসকরণ দিবস : দ্বিতীয় বুধবার**
- **আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস : ১৫ অক্টোবর**
  - ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ১৫ অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
- **আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস : ১৭ অক্টোবর**
- **জাতিসংঘ দিবস : ২৪ অক্টোবর**

RAISUL ISLAM HRIDOY

ডিসেম্বর

- আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস : ৩ ডিসেম্বর
- আন্তর্জাতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস : ৫ ডিসেম্বর
- আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল দিবস : ৭ ডিসেম্বর
- **আন্তর্জাতিক দূর্নীতিবিরোধী দিবস : ৯ ডিসেম্বর**
- **মানবাধিকার দিবস: ১০ ডিসেম্বর**
  - ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে জাতিসংঘের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দিবসটি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃত লাভ করে এবং এরপর থেকে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে। দিবসটি জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত এবং বিশ্বের সর্বত্র পালিত হয়। কিন্তু, দক্ষিণ আফ্রিকায় শার্পেভিল গণহত্যাকে স্মরণ করে দিবসটি পালন করা হয় ২১ মার্চ।
- **আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস : ১৮ ডিসেম্বর**
  - অধিকার সংরক্ষণ ও নিজ নিজ দেশের অর্থনীতিতে অবদানের স্বীকৃতির দাবিতে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। ঐ বছর ৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘের ৫৫তম সাধারণ পরিষদের সবায় দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- **আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস : ২৯ ডিসেম্বর**

RAISUL ISLAM HRIDOY

ZerO to Infinity

Special Edition

জ্ঞান সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

অধ্যায় ১

পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

- পৃথিবীর বয়স : ৪৬০ কোটি বছর (৪.৬ বিলিয়ন বছর)।
- আয়তন : ৫১ কোটি ৬৬ হাজার বর্গকিমি।
- স্থলভাগের আয়তন : ১৪ কোটি ৮৬ লাখ ৪৭ হাজার বর্গকিমি (মোট আয়তনের ২৯.১%)।
- জলভাগের আয়তন ; ৩৬ কোটি ১৪ লাখ ১৯ হাজার বর্গকিমি (মোট আয়তনের ৭০.৯%)।
- সমুদ্র এলাকার আয়তন : ৩৩ কোটি ৫২ লাখ ৫৮ হাজার বর্গকিমি।
- উপকূলীয় রেখার আয়তন : ৩ লাখ ৫৬ হাজার বর্গকিমি।

পরিধি :

- নিরক্ষরেখা বরাবর ৪০,০৬৬ কিমি।
- মেরুরেখা বরাবর ৩৯,৯৯২ কিমি।

ব্যাস :

- নিরক্ষরেখা বরাবর ১২,৭৫৩ কিমি।
- মেরুরেখা বরাবর ৬,৩৫৫ কিমি।

ব্যাসার্ধ :

- নিরক্ষরেখা থেকে ৬,৩৭৬ কিমি।
- মেরুরেখা থেকে ৬,৩৫৫ কিমি।

- সর্বোচ্চ বিন্দু : মাউন্ট এভারেষ্ট, উচ্চতা ৮৮৫০ মিটার।
- সর্বনিম্ন বিন্দু : বেন্টলে সাবগ্ল্যাসিয়াল ট্রেঞ্চ, যা সমুদ্র সমতল থেকে ২৫৫৫ মিটার গভীর। সামুদ্রিক এলাকায় সর্বনিম্ন বিন্দু প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা ট্রেঞ্চ, যা ১০,৯২৪ মিটার বা ৩৫,৮৪০ ফুট গভীর।
- স্থলসীমা : ২ লাখ ৫০ হাজার ৪৭২ কিমি।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- সর্বাধিক সীমান-বেষ্টিত দেশ : দুটি; চীন ও রাশিয়া (উভয় দেশ ১৪ টি দেশ কর্তৃক সীমানা বেষ্টিত)।
- পানির প্রকারভেদ : দুই প্রকার (৯৭% লবণাক্ত, ৩% সুপেয়।)
- সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসতে সময় লাগে : ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড।
- নিজ অক্ষের উপর একবার আবর্তন করতে সময় লাগে : ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট।
- আবর্তনের গতিবেগ ; ৬৬,৭০০ মাইল/ঘন্টা বা ১,০৭,৩২০ কিমি/ঘন্টা।
- সূর্য থেকে দূরত্ব : ১৪ কোটি ৯৫ লক্ষ কিমি (প্রায়)।
- একমাত্র উপগ্রহ : চাঁদ।
- উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন : ২১ জুন।
- দক্ষিণ গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন : ২২ ডিসেম্বর।
- সর্বত্র দিনরাত্রি সমান : ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর।
- গঠন : লোহা ৩৫%, অক্সিজেন ২৮%, ম্যাগনেসিয়াম ১৭%, সিলিকন ১৩%, সালফার ২.৭%, নিকেল ২.৭%, ক্যালসিয়াম ১.২% ও এলুমিনিয়াম ০.৪%।
- আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম দেশ : রাশিয়া; ১,৭০,৭৫,২০০ বর্গকিমি বা ৬৫,৯২,৭৬৮.৮৭ বর্গমাইল।
- বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যাঃ ৭.৫৯৪ বিলিয়ন (২০১৮) ।
- জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যা আনুমানিক 782 কোটি।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারঃ ১.১% (২০১৬-১৮)। [২০১৮ বিশ্ব রিপোর্ট অনুযায়ী]
- জনসংখ্যার বৃহত্তম দেশ : চীন, ১৪৩ কোটি ৩৭ লাখ [UNFPA ২০১৯]।
- আয়তনে বৃহত্তম মুসলিম দেশ : কাজাখস্থান; ২৭,১৭,৩০০ বর্গকিমি।
- জনসংখ্যায় বৃহত্তম মুসলিম দেশ : ইন্দোনেশিয়া।
- আয়তন ও জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম দেশ : ভ্যাটিক্যান; আয়তন ০.৪৪ বর্গকিমি বা ০.১৭ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৭৯৯ জন (মার্চ ২০১৯)।
- মহাসাগর : ৫টি; প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, দক্ষিণ বা এন্টার্কটিকা মহাসাগর ও উত্তর বা আর্কটিক মহাসাগর ।
- বৃহত্তম মহাসাগর : প্রশান্ত মহাসাগর ।
- গভীরতম মহাসাগর : প্রশান্ত মহাসাগর।
- মহাসাগরের সর্বোচ্চ গভীর খাত : প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা ট্রেঞ্চ।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- গভীরতম সাগর : ক্যারিবিয়ান সাগর, যার গভীরতা ২২৭৮৮ ফুট বা ৬৯৪৬ মিটার।
- বৃহত্তম সাগর : দক্ষিণ চীন সাগর (আয়তন ২৯,৭৪,৬০০ বর্গকিমি)।
- দীর্ঘতম নদী : নীল নদ, আফ্রিকা, দৈর্ঘ্য ৬৮২৫ কিমি।
- উচ্চতম দ্বীপ : নিউগিনি (সমুদ্র সমতল থেকে যার উচ্চতা ৫০৩০ মিটার বা ১৬৫০০ ফুট)।
- বৃহত্তম হ্রদ দ্বীপ : ম্যানিটুলিন, (হিউন হ্রদ, অন্টারিও; আয়তন ১০৬৮ বর্গমাইল বা ২৭৬৬ বর্গকিমি)।
- বৃহত্তম হ্রদ : কাস্পিয়ান, অবস্থান এশিয়া-ইউরোপ; আয়তন ৩,৭১,০০০ বর্গকিমি।
- গভীরতম হ্রদ : বৈকাল হ্রদ, রুশ ফেডারেশন; গভীরতা ৫,৩১৫ ফুট বা ১৬২০ মিটার।
- মহাদেশ : ৭টি; এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ওশেনিয়া এবং আন্টার্কটিকা।
- আয়তনের বৃহত্তম মহাদেশ : এশিয়া; ৪ কোটি ৪৫ লাখ ৭৯ হাজার বর্গকিমি।
- লোকসংখ্যায় বৃহত্তম মহাদেশ : এশিয়া; ৪১৬ কোটি ৪২ লাখ [UNFPA ২০১৯]।
- জনশূন্য মহাদেশ : এন্টার্কটিকা।
- বিশ্বে মোট দেশ : ২৩৩টি
- মোট রাষ্ট্র ২০৪ টি

(তথ্যসূত্র : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states)

- মোট স্বাধীন রাষ্ট্র- ১৯৩টি (জাতিসংঘ স্বীকৃত রাষ্ট্র) ২টি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র, এবং ১১টি অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ

(তথ্যসূত্র: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states)

- বিশ্বে স্বাধীন দেশের সংখ্যা- ১৯৫ টি (সর্বশেষ: দক্ষিণ সুদান, ৯ জুলাই ২০১১)।
- স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ : ১৯৪ টি (কসভো স্বাধীন কিন্তু সার্বভৌম নয়)।
- জাতিসংঘের সদস্য দেশ : ১৯৩টি (কসভো ও ভ্যাটিকান জাতিসংঘের সদস্য নয়)
- গনতান্ত্রিক দেশ : ১২২টি
- এলডিসিভুক্ত দেশ : ৪৯টি।
- পৃথিবীর ২টি দেশ এশিয়া ও ইউরোপ দুই মহাদেশে অবস্থিত- রাশিয়া ও তুরস্ক।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- ⌘ পৃথিবীর কোন শহর বা নগর ২টি মহাদেশে অবস্থিত- ইস্তাম্বুল (তুরস্ক)।
- ⌘ বিশ্বে ২টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য নয়- ভ্যাটিকান সিটি ও কসভো।
- ⌘ পৃথিবীর ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র- ইতালি। কারণ এর মধ্যে ভ্যাটিকান সিটি ও সানম্যারিনো অবস্থিত।
- ⌘ পৃথিবীর একমাত্র ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল (এটি মধ্যপ্রাচ্যর ক্যান্সার নামেও পরিচিত)।
- ⌘ নিজ ভূমিতে পরাধীন কোন দেশ- ফিলিস্তিন।
- ⌘ বিশ্বে জাতীয় পতাকা অর্ধনিমিত নিষিদ্ধ কোন দেশে- সৌদি আরব ও ইরান।
- ⌘ বিশ্বে কোন দেশগুলোর নাম ও রাজধানীর একই- মোনাকো, লুক্সেমবার্গ, সানম্যারিনো, ভ্যাটিকান সিটি (ইউরোপ); জিবুতি (আফ্রিকা; সিঙ্গাপুর (এশিয়া)।
- ⌘ ইউরোপের মুসলিম দেশগুলো: বসনিয়া- হার্জেগোভিনা,তুরস্ক, আলবেনিয়া ও কসভো।
- ⌘ সর্বোচ্চ সংখ্যক স্বাধীন দেশ রয়েছে : আফ্রিকা মহাদেশে (৫৩টি)।
- ⌘ প্রধান ধর্ম : ইসলাম, খ্রিষ্ট, বৌদ্ধ, হিন্দু প্রভৃতি।
- ⌘ উত্তরের নগরী : হ্যামারফাষ্ট (নরওয়ে)।
- ⌘ দক্ষিণের নগরী : পুয়ের্তো উইলিয়াম (চিলি)।
- ⌘ প্রাচীনতম দেশ : সানমারিনো; ৩০১ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।
- ⌘ উচ্চতম রাজধানী : লাপাজ।
- ⌘ সর্বাধিক রাষ্ট্রভাষার দেশ : ভারত।
- ⌘ পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র : ৮টি (যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, চীন, ভারত, পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়া)।
- ⌘ উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ : মাউন্ট এভারেষ্ট, চীন নেপাল; ৮৮৫০ মিটার বা ২৯,০৩৫ ফুট।
- ⌘ ঘনবসতিপূর্ণ দেশ : মোনাকো; ১৬,২০৫ জন প্রতি বর্গকিমি]
- ⌘ কম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ : মঙ্গোলিয়া ও নামিবিয়া ২ জন প্রতি বর্গকিমি।
- ⌘ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার :১.৭%। [UNFPA ২০১৯]।
- ⌘ মহিলা প্রতি উর্বরতার হার : ২.৫৪ শতাংশ।
- ⌘ মাথাপিছু আয় :৯,৯৭২ মার্কিন ডলার।
- ⌘ সর্বোচ্চ মুদ্রাস্ফিতির দেশ : জিম্বাবুয়ে।
- ⌘ সর্বাধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিহারের দেশ : কাতার, ১১.৩৭% [UNFPA ২০১৯]।
- ⌘ সর্বাধিক শিশু মৃত্যুহারের দেশ : সিয়েরা লিওন, প্রতি হাজার জীবিত জনে ২৬২ জন মরে।
- ⌘ সর্বনিম্ন শিশু মৃত্যুহারের দেশ : সিঙ্গাপুর, সুইডেন, লুক্সেমবার্গ, লিচটেনষ্টাইন, আইসল্যান্ড; প্রতি হাজার জীবিত জনে ৩ জন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

⌘ সর্বোচ্চ গড় আয়ুর দেশ : জাপান; ৮২.৭ বছর [UNFPA ২০১৮]।
⌘ সর্বনিম্ন গড় আয়ুর দেশ : আফগানিস্থান, ৪৬.৬ বছর [মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০১৯]।
⌘ সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা : মান্দারিন (চীনা); শতাধিক কোটি মানুষ এটি ব্যবহার করে।

২০২০ সালে জনসংখ্যার ক্রম অনুযায়ী দেশের তালিকা

Rank	Country	Populations	% of World
1	China	1,404,934,160	18.0%
2	India	1,368,588,808	17.5%
3	United States	330,499,310	4.23%
4	Indonesia	269,603,400	3.45%
5	Pakistan	220,892,331	2.82%
6	Brazil	212,219,313	2.71%
7	Nigeria	206,139,587	2.64%
8	Bangladesh	169,497,120	2.17%
9	Russia	146,748,590	1.88%
10	Mexico	127,792,286	1.63%

RAISUL ISLAM HRIDOY

⊙ বৃহত্তম রাজধানী শহর (জনসংখ্যায়) : টোকিও (জাপান); ৩ কোটি ৫৩ লাখ ২৭ হাজার।
⊙ বৃহত্তম নগর (জনসংখ্যায়) : সাংহাই (চীন); ১ কোটি ৩৩ লাখ।

- উষ্ণতম স্থান : দালাল, দেনাকিল ডিপ্রেসন, ইথিওপিয়া; বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ৯৩,২০ ফারেনহাইট বা ৩৪০ সেন্টিগ্রেড।
- বৃহত্তম মরুভূমি:
- উষ্ণমণ্ডলীয়: সাহারা, উত্তর আফ্রিকা; ৩৫,০০,০০০ বর্গমাইল বা ৯১,০০,০০০ বর্গকিলোমিটার।
- উপকূলীয়: আতাকামা, চিলি; ৫৪,০০০ বর্গমাইল বা ১৩৯,৮৬০ বর্গকিলোমিটার।
- নাতিশীতোষ্ণ: গোবি মরুভূমি, চীন; ৫,০০,০০০ বর্গমাইল বা ১২,৯৫,০০০ বর্গকিলোমিটার।
- পৃথিবীর বৃহত্তম অরণ্য : তৈগা।
- বৃহত্তম দ্বীপ; গ্রিনল্যান্ড, যার আয়তন ৮,৪০,০০৪ বর্গ মাইল বা ২১,৭৫,৬০০ বর্গকিলোমিটার।
- উল্লেখ্য, অষ্ট্রেলিয়া হলো ব্যাপকভাবে মহাদেশীয় ভূখণ্ড হিসেবে পরিচিত পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ, যার আয়তন ২৯,৪১,৫১৭ বর্গমাইল বা ৭৬,১৮,৪৯৩ ববর্গকিলোমিটার।
- বৃহত্তম দ্বীপ দেশ : ইন্দোনেশিয়া, যার আয়তন ৭,৩৫,৩৫৮ বর্গমাইল বা ১৯,০৪,৫৬৯ বর্গকিলোমিটার।
- বৃহত আগ্নেয় দ্বীপ : সুমাত্রা, ইন্দোনেশিয়া; আয়তন ১,৭১,০৬৯ বর্গমাইল বা ৪,৪৩,০৬৬ বর্গকিলোমিটার।
- শীতলতম স্থান : প্লাটু ষ্টেশন, এন্টার্কটিকা; বার্ষিক গড় তাপমাত্রা- ৫৬.৭০ সেলসিয়াস।
- আর্দ্রতম স্থান : মসিনরাম, আসাম, ভারত; বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১১,৮৭৩ মিলিমিটার বা ৪৬৭৪ ইঞ্চি।
- শুষ্কতম স্থান : আতাকামা মরুভূমি, চিলি (বার্ষিক বৃষ্টিপাত অনুযায়ী)।
- শুষ্কতম স্থান (জনবসতিপূর্ণ) : আসওয়ান, মিশর; বার্ষিক বৃষ্টিপাত ০.০২"।
- আর্দ্রতম জনবসতিপূর্ণ স্থান : বুয়েনা ভেনতিয়া, কলম্বিয়া, বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৬৭ ইঞ্চি বা ৬৭৮১.৮০ মিলিমিটার।
- মহাদেশ - ৭টি। (এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ওশেনিয়া, এন্টার্কটিকা)।
- বৃহত্তম মহাদেশ - এশিয়া (আফ্রিকার ১.৫গুণ, ইউরোপের ৪.৫ গুণ,অষ্ট্রেলিয়ার ৬ গুণ) আয়তন প্রায়-৪ কোটি৪০ লক্ষ ৩০ হাজার বর্গ কি.মি.)
- আফ্রিকার সিং-ইথিপিয়া
- মালভূমির মহাদেশ- আফ্রিকা।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- বরফের মহাদেশ-এন্টার্কটিকা।
- এশিয়া-ইউরোপকে একত্রে বলা হয় - ইউরেশিয়া
- জনবসতিহীন মহাদেশ-এন্টার্কটিকা (উচ্চ তম মহাদেশ)
- জ্যামিতিক সীমারেখায় বিভক্ত-উত্তর আফ্রিকার দেশ সমূহ
- ডাউন আন্ডার - অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড
- দুই মহাদেশে অবস্থিত দেশ - রাশিয়া তুরস্ক , মিশর।
- পৃথিবীর উন্মুক্ত চিড়িয়াখানা - আফ্রিকা মহাদেশ ' কোন জলভাগ দ্বারা বিচ্ছিন্ন নয় - এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশ ও ক্ষুদ্রতম মহাদেশ-ওশেনিয়া
- দুই মহাদেশে অবস্থিত শহর-ইস্তাম্বুল
- মূল মধ্যরেখা-গিনিচের মান মন্দিরের উপর দিয়ে কল্পনা করা হয়েছে ' বিষুব রেখা/নিরক্ষ রেখার মান -০
- কর্কটক্রান্তি রেখার (Tropic of cancer) মান -২৩.৫ উত্তর অক্ষংশ
- মকরক্রান্তি রেখার (Tropic of Capricorn) মান-২৩.৬৬ দক্ষিণ অক্ষাংশ

সাধারণ ভৌগোলিক তথ্য

- সবচেয়ে সরু দেশ কোনটি? ➾ উত্তরঃ চিলি। (দৈর্ঘ্য ৬১৫৫)।
- পৃথিবীর সর্ব দক্ষিনের শহর কোনটি? ➾ পুন্টা আরেনাস, চিলি।
- সর্বাধিক দ্বীপ নিয়ে গঠিত দেশ কোনটি? ➾ ইন্দোনেশিয়া ১৩,৫০০)
- ইন্দোনেশিয়ার কতটি দ্বীপে মানব বসতি আছে? ➾ প্রায় ৬০০০টি।
- সবচেয়ে বেশি নিরপেক্ষ দেশ কোনটি? ➾ সুইজারল্যান্ড।
- কোন দেশ আন্তর্জাতিকভাবে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহন করেনি? ➾ সুইজারল্যান্ড।
- সুইজারল্যান্ড কবে জাতিসংঘের সদস্য পদ গ্রহন করে? ➾ ১০ সেপ্টেম্বর, ২০০২
- বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ কোনটি? ➾ চীন (পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ২৩%)
- বিশ্বের ক্ষুদ্রতম প্রজাতন্ত্র কোনটি? ➾ নাউরু (আয়তন -২১বর্গ কিমি)
- বিশ্বের ক্ষুদ্রতম দেশ কোনটি? ➾ ভ্যাটিকান সিটি (১০৮, একর)।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- বিশ্বের দীর্ঘতম সীমান্ত কোন দুটি দেশের? ⇒ যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা (৬,৪১৬কিমি-আলাস্কার ২৫৪৭কিমি ছাড়াই)।
- দিতীয় দীর্ঘতম সীমান্ত কোন দুটি দেশের? ⇒ আর্জেন্টিনা ও চিলি(৫২৫৫)।
- সর্বাধিক লোক অতিক্রমকারী সীমান্ত কোনটি? ⇒ যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো সীমান্ত (বছরে প্রায় ৫০ কোটি লোক অতিক্রম করে।
- সর্বাধিক সীমান্ত বেষ্ঠিত দেশ কোনটি? ⇒ চীন ও রাশিয়া (১৪ দেশের সাথে সীমান্ত)।
- পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত সীমান্ত কোনটি? ⇒ জিব্রাল্টার ও স্পেন (১.৫৩কিমি)।
- দ্বিতয়ি ক্ষুদ্র সীমান্ত কোনটি? ⇒ ভ্যাটিকান সিটি ও রোম (৪.০৭ কিমি)
- আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম দেশ কোনটি? ⇒ রাশিয়া (পৃথিবীর মোট আয়তনের ১১.৫%)।
- কোন দেশের রাজধানীকে বিভক্ত রাজধানী বলে? ⇒ নেদারল্যান্ড।
- কোন দেশের তিনটি রাজধানী? ⇒ দক্ষিণ আফ্রিকা।
- দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী তিনটি কি কি? ⇒ প্রিটোরিয়া, কেপটাউন ও ব্লমফনটেন।
- সৌর জগৎ প্রথম কে আবিস্কার করেন? ⇒ কোপারনিকাস (১৫৪০)
- সর্ব প্রথম এভারেষ্ট কে জয় করেন? ⇒ হিলারী তেনজিং (১৯৫৩)।
- সর্ব প্রথম কোন মহিলা এভারেষ্ট জয় করেন? ⇒ জনাকো তাবেই, ১৯৭৫ সালে।
- ভারতে গমনের সমুদ্র পথ কে আবিস্কার করেন? ⇒ ভাস্কো দা গামা।
- প্রথম চন্দ্র প্রদক্ষিণ করেন কে? ⇒ ফ্লাঙ্ক বরম্যান ও অ্যান্ডারস (১৬৬৮)।
- ট্যাঙ্গানিকা হ্রদ কে আবিস্কার করেন? ⇒ ক্যাপ্টেন জন স্পেক (১৮৫৬)
- উত্তর মেরু কে আবিস্কার করেন? ⇒ রবার্ট পিয়েরে (১৯০৯)।
- দক্ষিণ মেরু আবিস্কার করেন কে? ⇒ এমান্ড সেন (১৯১২)।
- আমেরিকা আবিস্কার করেন কে? ⇒ ইটালীর নাবিক কলম্বাস (১৪৯৮)
- পশ্বিম ভারতীয় দীপ পুঞ্জ কে আবিস্কার করেন? ⇒ কলম্বাস (১৪৯২)
- কে সর্বপ্রথম পালের নৌকায় বিশ্ব ভ্রমণ করেন? ⇒ ম্যাগিলান (১৫১৯)

RAISUL ISLAM HRIDOY

- প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরে গমনের পথ কে আবিস্কার করেন? ➩ ম্যাগিলান
- ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত কে আবিস্কার করেন? ➩ ডেভিড লিভিংস্টোন।
- গ্রীনল্যান্ড কে আবিস্কার করেন? ➩ এরিক দি রেড ভাইকিং (৯৮২ সালে)
- অস্ট্রেলিয়া কে আবিস্কার করেন? ➩ উইলিয়াম জ্যাকসন (১৯০৬)
- আয়তনে পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ কোনটি? ➩ রাশিয়া।
- হংকং বর্তমানে কোন দেশের সাথে একভূত হয়েছে? ➩ চীন।
- বিশ্বে সবচেয়ে বেশি লোক কথা বলে কোন ভাষায়? ➩ চাইনিজ মান্দারিন ভাষায়।
- বাংলাদেশ ছাড়া আর কোন দেশে পয়সা ক্ষুদ্রতম মুদ্রা? ➩ মায়ানমার।

বিশ্বের দীর্ঘতম, দ্রুততম, উষ্ণতম, ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম

বিশ্বের দীর্ঘতম যা কিছু

- নদী (যৌথভাবে) : মিসিসিপি মিসৌরী
- প্রাচীর : চীনের মহাপ্রাচীর
- পর্বতমালা : আন্দিজ পর্বতমালা
- সমুদ্র সৈকত : কক্সবাজার
- প্রণালী : তাতার প্রণালী
- উড়াল সড়কসেতু : বাং না এক্সপ্রেসওয়ে (থাইল্যান্ড, ৫৪ কিমি)
- খাল : গ্র্যান্ড খাল
- কৃত্রিম খাল : সুয়েজ খাল।
- রেলপথ : ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ
- নদী : নীল নদ

RAISUL ISLAM HRIDOY

⌘ সাঁতারের পথ ; ইংলিশ চ্যানেল।
⌘ বিরতিহীন ট্রেন : ফ্লাইং স্কটসম্যান
⌘ রেল সুড়ঙ্গ : তান্না (জাপান)
⌘ গিরিখাত : মালাক্কা অববাহিকা
⌘ নদী অববাহিকা : আমাজান অববাহিকা,
⌘ প্রাণী (দীর্ঘজীবী) : কচ্ছপ (জীবনকাল ১৯০-২০০ বছর)
⌘ লম্ফ প্রাণী : ক্যাঙ্গারু
⌘ করিডোর : রামেশ্বরম মন্দিরের করিডোর
⌘ গলাবিশিষ্ট প্রাণী : জিরাফ
⌘ মূর্তি : মাদারল্যান্ড (রাশিয়া)
⌘ চলচ্চিত্র : দি হিউম্যান কন্ডিশন
⌘ যুদ্ধ ; শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (ফ্রান্স-ব্রিটেন)
⌘ জাহাজ : এমভি মন্ট (পূর্বনাম কনক নেভিস)
⌘ মিলিটারি জাহাজ : এন্টারপ্রাইজ ক্লাস
⌘ যাত্রীবাহী জাহাজ : ওয়াসিস অব দ্য সি
⌘ কাঠের জাহাজ : পিটার ভন ড্যানজিং
⌘ সমুদ্র প্রাচীর : সাইমেনজিয়াম সি ওয়াল (দ. কোরিয়া)
⌘ সমুদ্র সেতু : হাং বে সেতু (চীন)
⌘ ঝুলন্ত সেতু : সুতং সেতু (চীন)
⌘ রেলওয়ে টানেল : সে ইকান টানেল (জাপান)

বিশ্বের দ্রুততম যা কিছু

- প্রাণী : চিতা বাঘ
- পাখি : সুইফট পাখি
- মাছ : টুনি মাছ
- সাপ : আফ্রিকার কালো মাম্বা

RAISUL ISLAM HRIDOY

- যাত্রীবাহী বিমান : কনকর্ড
- যুদ্ধবিমান : লকহিড YF 123 (শব্দের চেয়ে তিনগুণ বেশি দ্রুত)
- ট্রেন : হারমনি এক্সপ্রেস (চীন)

বিশ্বের উচ্চতম যা কিছু

- মহাসাগর : প্রশান্ত মহাসাগর
- খাদ : মারিয়ানা ট্রেঞ্চ (প্রশান্ত মহাসাগর)
- সাগর : ক্যারিবিয়ান সাগর
- উপসাগর : মেক্সিকো উপসাগর
- হ্রদ : বৈকাল হ্রদ
- প্রাণী : জিরাফ
- শহর : ওয়েন চুয়ান (তিব্বত)
- রাজধানী : লাপাজ (বলিভিয়া)
- টিভি মাস'ল : কেভিএলওয়াই টিভি মাস্তুল (যুক্তরাষ্ট্র)
- দেশ : তিব্বত
- পর্বতমালা : হিমালয়
- পর্বতশৃঙ্গ : এভারেষ্ট (নেপাল)
- মিনার : বাদশাহ হাসান মসজিদের মিনার (মরক্কো)
- স্থান : আজিজিয়া (লিবিয়া)
- মালভূমি : পামির
- ভবন :বুর্জ খলিফা (সংযুক্ত আরব আমিরাত)
- আগ্নেয়গিরি : কটাপেক্সী (আন্দিজ, ইকুয়েডর)
- জলপ্রপাত : এঞ্জেল (ভেনিজুয়েলা)
- হ্রদ : টিটিকাকা (বলিভিয়া)
- গলনাঙ্ক : ট্যাংষ্টেন
- বৃক্ষ : ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলের রেড উড শ্রেণীর গাছ
- গিরিপথ : আল্পিনা

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম যা কিছু

- মহাদেশ : ওশেনিয়া
- দেশ : ভ্যাটিকান সিটি
- মুসলিম দেশ : মালদ্বীপ
- দিন ; ২২ ডিসেম্বর (উত্তর গোলার্ধে)
- রাত : ২১ জুন (উত্তর গোলার্ধে)
- নদী : ডি রিভার (যুক্তরাষ্ট্র)
- পাখি ; হামিং বার্ড
- মহাসাগর : আর্কটিক মহাসাগর
- গ্রহ : বুধ
- গির্জা : চ্যাপেন্স অব সান্তা-ইসাবেল (ভ্যাটিকান সিটি)
- ফুল : পিলিয়া মাইক্রোফোলিয়া
- প্রজাতন্ত্র : নাউরু
- মাছ : ইনষ্ট্যান্ট ফিস (ওজন ১ মি. গ্রাম)
- সাবমেরিন : সেরাফিনা (দৈর্ঘ্য ৪০ সেমি)

বিশ্বের বৃহত্তম যা কিছু

- মহাদেশ : এশিয়া
- মহাসাগর : প্রশান্ত মহাসাগর
- দেশ (আয়তনে) : রাশিয়া
- দেশ (জনসংখ্যায়) : চীন।
- জনসংখ্যায় (মুসলিম দেশ) : ইন্দোনেশিয়া
- মুসলিম দেশ (আয়তনে) : কাজাখস্তান
- গ্রহ : বৃহস্পতি

RAISUL ISLAM HRIDOY

- নক্ষত্র : আর-১৩৬-এ
- ঘণ্টা : মস্কোর ঘণ্টা
- পাখি (ওজনে) : উটপাখি (১৫৫ কেজি)
- চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহ : রক্সি (নিউইয়র্ক)
- দিন : ২১ জুন (উত্তর গোলার্ধে)
- রাত ; ২২ ডিসেম্বর (উত্তর গোলার্ধে)
- ব-দ্বীপ : বাংলাদেশ
- মরুভূমি : সাহারা
- সাগর : দক্ষিণ চীন সাগর

শীর্ষ ও নিম্নস্থানীয় দেশ

রাষ্ট্র (আয়তনে)	বৃহত্তম	রাশিয়া
	ক্ষুদ্রতম	ভ্যাটিকান সিটি
রাষ্ট্র (জনসংখ্যা)	বৃহত্তম	চীন
	ক্ষুদ্রতম	ভ্যাটিকান সিটি
ঘনবসতিতে	সর্বোচ্চ	বাংলাদেশ
	সর্বনিম্ন	মঙ্গোলিয়া
স্বাক্ষরতার হারে	সর্বোচ্চ	স্লোভাকিয়া
	সর্বনিম্ন	আফগানিস্তান (২৮.০১%)
মাথাপিছু আয়	সর্বোচ্চ	লুক্সেমবার্গ
	সর্বনিম্ন	মোজাম্বিক
গড় আয়ুতে	সর্বোচ্চ	জাপান
	সর্বনিম্ন	সোয়াজিল্যান্ড
উচ্চতম অট্টালিকা	সর্বোচ্চ	বুর্জ খলিফা

RAISUL ISLAM HRIDOY

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল ও রাষ্ট্র পরিচিতি

অঞ্চল ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচিতি

মধ্যপ্রাচ্য: সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, ওমান, বাগরাইন, ইরান, ইরাক, জর্ডান, লেবানন, তুরস্ক, সিরিয়া, ইয়েমেন, ফিলিস্থান ও ইসরাইল।

নিকট প্রাচ্য: সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ইসরাইল ও সাইপ্রাস।

দূর প্রাচ্য: চীন, জাপান, তাইওয়ান, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফিলিপাইন।

দক্ষিণ এশিয়া: বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল, ভারত, পাকিস্থান, শ্রীলংকা, আফগানিস্থান ও মায়ানমারকে।

মধ্য এশিয়ার মুসলিম প্রজাতন্ত্র সমূহ: কাজাকিস্থান, তাজিকিস্থান, উজবেকিস্থান, তুর্কমেনিস্থান, কিরিঘিজস্থান ও আজারবাইজান।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া: লাওস, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ব্রুনাই, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম ও মায়ানমার।

দক্ষিণ আমেরিকা: আজেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, গায়েনা, প্যারাগুয়ে, পেরু, সুরিনাম, উরুগুয়ে ও ভেনিজুয়েলা।

ল্যাটিন আমেরিকা: ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও ভেনিজুয়েলা।

মধ্য আমেরিকা: কোস্টারিকা, এল সালভেদর, গুয়েতেমালা, হন্ডুরাস, পানামা ও নিকারাগুয়া।

পূর্ব ইউরোপ: রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, জার্মানী, পোল্যান্ড, আলবেনিয়া, ক্রয়েশিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, স্লোভাকিয়া, ভেনিয়া ও বসনিয়া-হার্জেগোভিনা।

ক্যারিবিয়ান অঞ্চল (পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ): বাহামা দ্বীপপুঞ্জ, বার্বাডোজ, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, গ্রানাডা, হাইতি, জ্যামাইকা, ত্রিনিদাদ, সেন্ট লুসিয়া, টোবাগো এবং কিউবা।

ওশেনিয়া: সামগ্রিকভাবে প্রশান্ত মহাসাগর দ্বীপগুলো যথাঃ অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিজিং, পাপুয়া নিউগিনি, টোঙ্গা এবং পশ্চিম সামায়ো।

RAISUL ISLAM HRIDOY

মাইক্রনেশিয়: মোলেনিশিয়ার উত্তর দিকের দ্বীপসমূহ ও নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী দ্বীপসমূহ এর অন্তর্গত। এগুলো হচ্ছে ক্যারোলিনা দ্বীপপুঞ্জ, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, কিরিবাতি, নাউরু এবং ও সিয়াম।

মেলোনেশিয়া: অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব দিকের দ্বীপসমূহ, যথা- ফিজি, ভানুয়াতু, নিউগিনি, সালোমান দ্বীপপুঞ্জ, কিরিবাতি, নাউরু।

পলিনেশিয়া: মধ্য ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহ যথা: সামোয়া, টোঙ্গা, ইষ্টার, তাহিতি, টুভ্যালু ও কুক দ্বীপপুঞ্জ।

ককেসাস অঞ্চল: জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, চেচনিয়া প্রভৃতি দেশ।

বাল্টিক রাষ্ট্র সমূহ ও রাজধানী নাম: লিথুনিয়া-ভিলনিয়াস, লাটভিয়া-রিগা, এস্তেনিয়া-তালিন।

বলকান রাষ্ট্র সমূহ: রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, ক্রয়েশিয়া, শোভেনিয়া, মেসিডোনিয়া, গ্রীস, মন্টিনিগ্রো, সার্বিয়া কসোভো।

সি.আই,এস ভুক্ত রাষ্ট্র সমূহ: রাশিয়া, ইউক্রেন, বেলারুশ, মালদাভিয়া, আর্মেনিয়া, কাজাকিস্থান, তাজিকিস্থান, উজবেকিস্থান, কিরিঘিজিস্থান, তুর্কমেনিস্থান ও জর্জিয়া (আজারবাইজান সি আই এস থেকে বেরিয়ে গেছে এবং জর্জিয়া যোগ দিয়েছে)।

আরব উপসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহ: সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, ওমান, বাহরাইন ও ইয়েমেন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

প্রশান্ত মহাসাগরে ওশেনিয়ায় ৩টি বিশেষ অঞ্চল রয়েছে

অঞ্চলের নাম	অন্তর্গত দেশসমূহ
মাইক্রোনেশিয়া	ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জ মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ (গুয়াম ও নর্দার্ন মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ) কিরিবাতি (বানা ও জিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জ) নাউরু, পালাউ

মেলোনশিয়া	পাপুয়া নিউগিনি ফিজি সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, ভানুয়াতু মালুকু দ্বীপপুঞ্জ (ইন্দোনেশিয়া) নিউ ক্যালিডোনিয়া (ফ্রান্স) নিউগিনি (ইন্দোনেশিয়া ও পাপুয়া নিউগিনি) বিসমার্ক (পাপুয়া নিউগিনি) সান্তা ক্রুজ দ্বীপপুঞ্জ (সলোমন দ্বীপপুঞ্জ)
পলিনেশিয়া	সামোয়া আমেরিকান সামোয়া (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) হাওয়াই (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) টুভ্যালু , টোঙ্গা মারকুয়েজ আইল্যান্ড ইস্টার আইল্যান্ড (চিলি) নিউজিল্যান্ড কুক দ্বীপপুঞ্জ (নিউজিল্যান্ড) নিউ (নিউজিল্যান্ড) তোকেলউ (নিউজিল্যান্ড) ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া (ফ্রান্স) নরফোক আইল্যান্ড (অস্ট্রেলিয়া) পিটকেয়ার্ন আইল্যান্ড (বৃটেন)

গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অঞ্চল

অঞ্চলের নাম	অন্তর্গত দেশসমূহ	অন্যান্য তথ্য

RAISUL ISLAM HRIDOY

আরব উপদ্বীপের রাষ্ট্রসমূহ	সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, বাহরাইন, ইয়েমেন।	আরব দেশগুলো তেল উৎপাদনে বিখ্যাত। অর্থকরী ফসলের মধ্যে খেজুর বিশ্বব্যপী সমাদৃত।
বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ	এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, (ফিনল্যান্ড)	প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভকারী রাষ্ট্র এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে স্বাধীনতা লাভকারী ফিনল্যান্ড (১৯২০)
স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহ	ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, আইসল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, ফ্যারো আইল্যান্ড, গ্রিনল্যান্ড।	মূলত ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেন; স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ভাষা ও সংস্কৃতি অধ্যুষিত অঞ্চল।
পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ	অ্যান্টিগুয়া এন্ড বারবুড়া, বাহমা, বার্বাডোজ, কিউবা, ডোমিনিকা, ডোমিনিকা প্রজাতন্ত্র, গ্রেনাডা, হাইতি, জ্যামাইকা, সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস, সেন্ট লুসিয়া,সেন্ট ভিনসেন্ট এন্ড গ্রেনাডিয়ান্স, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো।	দুই আমেরিকা মহাদেশের মধ্যবর্তী ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত দ্বীপরাষ্ট্রগুলো এই নামকরণ করেন আমেরিকার আবিষ্কারক ক্রিস্টোফার কলম্বাস। তিনি মনে করেছিলেন দ্বীপগুলো ভারতের দক্ষিণে। এই অঞ্চলে এই ১৩টি দ্বীপরাষ্ট্র ছাড়াও ১৭টি কলোনি বা পরাধীন উপনিবেশ/দেশ আছে।
সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন	রাশিয়া, ইউক্রেন, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, বেলারুশ, আজারবাইজান, মলদোভা জর্জিয়া, লিথুয়ানিয়া, কিরঘিজিস্তান, তাজিকিস্তান, আর্মেনিয়া, লাটভিয়া, তুর্কমেনিস্তান, এস্তোনিয়া।	১৯৯১ সালে ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে ১৫ টি রাষ্ট্র গঠিত হয়।
সি আই এস ভুক্ত (কমনওয়েলথ অব (ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস)	আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বেলারুশ, কাজাখস্তান, কিরঘিজিস্তান, মেলদোভা, রাশিয়া, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, (ইউক্রেন)।	পূর্বে জর্জিয়া সি আই এস-র সদস্য থাকলেও সম্প্রতি সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নিয়েছে । আর ইউক্রেন শুরু থেকেই (১৯৯১) এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেও সদস্য হয়নি।

RAISUL ISLAM HRIDOY

সাবেক চেকোশ্লোভাকিয়া	চেক প্রজাতন্ত্র, শ্লোভাকিয়া।	১ জানুয়ারি ১৯৯৩ সালে ভেঙ্গে চেক প্রজাতন্ত্র ও শ্লোভাকিয়া নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।
সাবেক যুগোশ্লাভিয়া	সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, শ্লোভেনিয়া, মন্টিনিগ্রো, বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনা, মেসিডোনিয়া কসোভো।	১৯৯২ সালে ভেঙ্গে ৪ টি পৃথক প্রজাতন্ত্র হয়- ক্রোয়েশিয়া, স্লোভেনিয়া, মেসিডোনিয়া এবং বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনা। পরবর্তীতে ২০০৬ সালে চূড়ান্তভাবে যুগোশ্লাভিয়া ভেঙে যায়, সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো আলাদা হয়ে গেলে । ২০০৮ সালে কসোভো সার্বিয়া থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।
ইন্দোচীন	লাউস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম।	

বিভিন্ন বিখ্যাত অঞ্চল (region)

নাম	অন্তর্ভূক্ত অঞ্চল বা দেশ	বিশেষত্ব/ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
সেভেন সিস্টারস	আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, অরুণাচল, নাগাল্যান্ড	ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ৭ টি রাজ্যকে সেভেন সিস্টার বলা হয়।
গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল	মায়ানমার, লাওস ও থাইল্যান্ড সীমান্তে অবস্থিত।	আফিম মাদক উৎপাদনকারী অঞ্চল।
গোল্ডেন ক্রিসেন্ট	আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইরান সীমান্তে অবস্থিত।	আফিম মাদক উৎপাদনকারী অঞ্চল।
গোল্ডেন ওয়েজ	বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল সীমান্তে অবস্থিত।	মাদক পাচার ও চোরাচালানের জন্য বিখ্যাত
গোল্ডেন ভিলেজ	বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার ২৬ টি গ্রাম	গাঁজা উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত।

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিভিন্ন বিখ্যাত অর্থনৈতিক জোট

জোট	দেশ
3-Tigers	জাপান, জার্মানি, ইতালি
4-Tigers	দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং
সুপার সেভেন	মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড + ফোর টাইগারস (দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং)।
ইস্ট এশিয়ান মিরাকল	জাপান + সুপার সেভেন (মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং)

RAISUL ISLAM HRIDOY

পৃথিবী সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত তথ্য

উৎপত্তি

সৌরজগৎ সৃষ্টির মোটামুটি ১০০ মিলিয়ন বছর পর একগুচ্ছ সংঘর্ষের ফল হলো পৃথিবী। আজ থেকে ৪.৫৪ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবী নামের গ্রহটি আকৃতি পায়, পায় লৌহের একটি কেন্দ্র এবং একটি বায়ুমণ্ডল। সাড়ে ৪০০ কোটি বছর আগে দুটি গ্রহের তীব্র সংঘর্ষ হয়েছিল। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, এ সময় জুড়ে যায় গ্রহ দুটি। পৃথিবী নামক গ্রহের সঙ্গে চরম সংঘর্ষ হয়েছিল থিয়া নামে একটি গ্রহের। সংঘর্ষের সময় পৃথিবীর বয়স ছিল ১০ কোটি বছর। সংঘর্ষের জেরে থিয়া ও পৃথিবীর জুড়ে যায়, তৈরি হয় নতুন গ্রহ। সেই গ্রহটিতেই আমরা বাস করছি। তিনবার চন্দ্র অভিযানে পাওয়া চাঁদের মাটি এবং হাওয়াই অ্যারিজোনায় পাওয়া আগ্নেয়শিলা মিলিয়ে চমকে যান গবেষকরা। দুটি পাথরের অক্সিজেন আইসোটোপে কোনও ফারাক নেই। গবেষকদলের প্রধান অধ্যাপক এডওয়ার্ড ইয়ংয়ের কথায়, চাঁদের মাটি আর পৃথিবীর মাটির অক্সিজেন আইসোটোপে কোনও পার্থক্য পাইনি। থিয়া নামক গ্রহটি তখন পরিণত হচ্ছিল। ঠিক সেই সময়েই ধাক্কাটি লাগে এবং পৃথিবীর সৃষ্টি হয়।

শিল্পীর দৃষ্টিতে প্রথম দিকের সৌর জগৎ ও এর গ্রহসূহের চাকতি।

সৌরজগতের ভেতরে অবস্থিত সবচেয়ে পুরনো পদার্থের বয়স প্রায় ৪.৫৬ শত কোটি বছর। আজ থেকে ৪.৫৪ শত কোটি বছর আগে–পৃথিবীর আদিমতম রূপটি গঠিত হয়। সূর্যের পাশাপাশি সৌরজগতের অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তুগুলিও গঠিত হয় ও এগুলোর বিবর্তন ঘটতে থাকে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, একটি আণবিক মেঘ থেকে একটি সৌর নীহারিকা মহাকর্ষীয় ধসের মাধ্যমে কিছু আয়তন বের করে নেয়, যা ঘুরতে শুরু করে এবং চ্যাপ্টা হয়ে তৈরি হয় পরিনাক্ষত্রিক চাকতিতে,

RAISUL ISLAM HRIDOY

এবং এই চাকতি থেকেই সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহের উৎপত্তি ঘটে। একটি নীহারিকাতে বায়বীয় পদার্থ, বরফকণা এবং মহাজাগতিক ধূলি (যার মধ্যে আদিম নিউক্লাইডগুলিও অন্তর্ভুক্ত) থাকে। নীহারিকা তত্ত্ব অনুযায়ী সংযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অতিক্ষুদ্র গ্রহগুলি গঠিত হয়। এভাবে আদিম পৃথিবীটি গঠিত হতে প্রায় ১ থেকে ২ কোটি বছর লেগেছিল।

চাঁদের গঠন নিয়ে বর্তমানে গবেষণা চলছে এবং বলা হয় চাঁদ প্রায় ৪.৫৩ বিলিয়ন বছর পূর্বে গঠিত হয়। একটি গবেষণারত অনুমানের তথ্য অনুসারে, মঙ্গল গ্রহ আকারের বস্তু থিয়ার সাথে পৃথিবীর আঘাতের পরে পৃথিবী থেকে খসে পড়া বস্তুর পরিবৃদ্ধি ফলে চাঁদ গঠিত হয়। এই ঘটনা থেকে বলা হয়ে থাকে যে, থিয়া গ্রহের ভর ছিল পৃথিবীর ভরের প্রায় ১০%, যা পৃথিবীকে আঘাত করে কৌনিক ভাবে, এবং আঘাতের পরে এটির কিছু ভর পৃথিবীর সাথে বিলীনও হয়ে যায়। প্রায় ৪.১ থেকে ৩.৫ বিলিয়ন বছরের মধ্যে অজস্র গ্রহাণুর আঘাত যা ঘটে, যার ফলে চাঁদের বৃহত্তর পৃষ্ঠতলের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, আর এর কারণ ছিল পৃথিবীর উপস্থিতি।

আকৃতি

পৃথিবী দেখতে পুরোপুরি গোলাকার নয়, বরং কমলালেবুর মত উপর ও নিচের দিকটা কিছুটা চাপা এবং মধ্যভাগ (নিরক্ষরেখার কাছাকাছি) স্ফীত। এ'ধরনের স্ফীতি তৈরি হয়েছে নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে এটির ঘূর্ণনের কারণে। একই কারণে বিষুব অঞ্চলের ব্যাস মেরু অঞ্চলের ব্যাসের তুলনায় প্রায় ৪৩ কি.মি. বেশি।

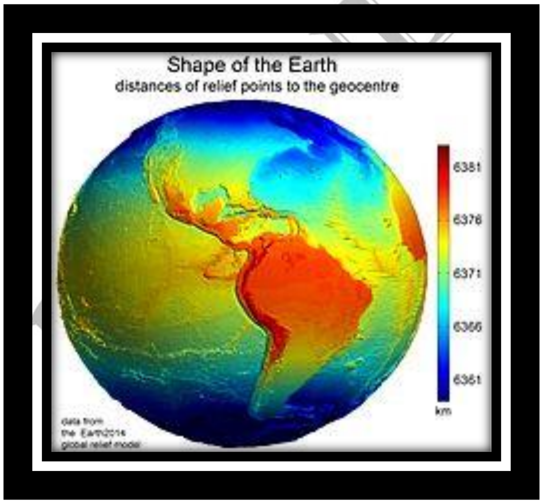

[ভূ-পৃষ্ঠের উপরিতল হতে ভূ-ভরকেন্দ্রের দূরত্ব দেখানো হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার আন্দাস পর্বত শৃঙ্গকে দেখানো হয়েছে উঁচু জায়গা হিসাবে। তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে পৃথিবী২০১৪-বিশ্ব ভূ-চিত্র মডেল থেকে]

RAISUL ISLAM HRIDOY

পৃথিবীর আকৃতি অনেকটাই কমলাকার উপগোলকের মত। ঘূর্ণনের ফলে, পৃথিবীর ভৌগলিক অক্ষ বরাবর এটি চ্যাপ্টা এবং নিরক্ষরেখা বরাবর এটি স্ফীত। নিরক্ষরেখা বরাবর পৃথিবীর ব্যাস মেরু থেকে মেরুর ব্যাসের তুলনায় ৪৩ কিলোমিটার (২৭ মা) বৃহৎ। তাই, পৃথিবী পৃষ্ঠের উপর পৃথিবীর ভরকেন্দ্র থেকে সর্বোচ্চ দূরত্বটি হল নিরক্ষরেখার উপর অবস্থিত চিম্বরাজো আগ্নেয়গিরির সর্বোচ্চ শৃঙ্গটি। আদর্শ মাপের উপগোলকের গড় ব্যাস হল ১২,৭৪২ কিলোমিটার (৭,৯১৮ মা)। স্থানীয় ভূসংস্থানে ব্যাসের মান আদর্শ উপগোলকের ব্যাসের মানের চেয়ে ভিন্ন হয়, যদিওবা সারা বিশ্বের কথা বিবেচনা করলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের তুলনায় এই বিচ্যুতির মান যৎ সামান্য: সর্বোচ্চ পরিমাণ বিচ্যুতির মান হল মাত্র ০.১৭%, যা পাওয়া যায় মারিয়ানা খাতে (যা ১০,৯১১ মিটার (৩৫,৭৯৭ ফু) সমুদ্র পৃষ্ঠতল থেকে নিচে), আর অপরদিকে মাউন্ট এভারেস্টে (৮,৮৪৮ মিটার (২৯,০২৯ ফু) যা সমুদ্র পৃষ্ঠতলের থেকে উঁচুতে) বিচ্যুতির মান ০.১৪%। জিওডেসি প্রকাশ করে যে, পৃথিবীতে সমুদ্র তার প্রকৃত আকার ধারণ করবে যদি ভূমি ও অন্যান্য চাঞ্চলতা যেমন ঢেউ ও বাতাস না থাকে, আর একে সংজ্ঞায়িত করা হয় জিওইড দ্বারা। আরো স্পষ্ট ভাবে, জিওইডের পরিমাণ হবে গড় সমুদ্র পৃষ্টতলের উচ্চতায় অভিকর্ষীয় মানের সমান।

রাসায়নিক গঠন

ভূত্বকের রাসায়নিক গঠন			
যৌগ সমূহ	রাসায়নিক সংকেত	গঠন	
		মহাদেশীয়	মহাসাগরীয়
সিলিকা	SiO_2	৬০.২%	৪৮.৬%
অ্যালুমিনা	Al_2O_3	১৫.২%	১৬.৫%
লাইম	CaO	৫.৫%	১২.৩%
ম্যাগনেসিয়া	MgO	৩.১%	৬.৮%
আয়রন (II) অক্সাইড	FeO	৩.৮%	৬.২%

RAISUL ISLAM HRIDOY

সোডিয়াম অক্সাইড	Na_2O	৩.০%	২.৬%
পটাসিয়াম অক্সাইড	K_2O	২.৮%	০.৪%
আয়রন (III) অক্সাইড	Fe_2O_3	২.৫%	২.৩%
পানি	H_2O	১.৪%	১.১%
কার্বন ডাই অক্সাইড	CO_2	১.২%	১.৪%
টাইটেনিয়াম ডাই অক্সাইড	TiO_2	০.৭%	১.৪%
ফসফরাস পেন্টা অক্সাইড	P_2O_5	০.২%	০.৩%
মোট		৯৯.৬%	৯৯.৯%

পৃথিবীর ভর হল প্রায় ৫.৯৭ x $১০^{২৪}$ কিলোগ্রাম (৫,৯৭০ ইয়াটোগ্রাম)। এটি গঠিত যে সকল উপাদান দিয়ে তার মধ্যে সবচাইতে বেশি হল লোহা (৩২.১%), অক্সিজেন (৩০.১%), সিলিকন (১৫.১%), ম্যাগনেসিয়াম (১৩.৯%), সালফার (২.৯%), নিকেল (১.৮%), ক্যালসিয়াম (১.৫%), এবং অ্যালুমিনিয়াম (১.৪%), এ ছাড়া বাকি ১.২% এর মধ্যে রয়েছে অন্যান্য বিভিন্ন উপাদানের উপস্থিতি। ভরের পৃথকীকরণ ঘটার ফলে, অনুমান করা হয় পৃথিবীর কেন্দ্র অঞ্চলটি প্রধানত গঠিত লোহা (৮৮.৮%) দ্বারা, এর সাথে অল্প পরিমাণে রয়েছে নিকেল (৫.৮%), সালফার (৪.৫%), এবং এছাড়া অন্যান্য উপাদানের উপস্থিতি রয়েছে ১% এরও কম।

সাধারণত পৃথিবীর ভূত্বকের শিলাগুলোর উপাদানসমূহের সবগুলোই হয়ে থাকে অক্সাইড ধরনের: তবে এর গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম হল এতে ক্লোরিন, সারফার, এবং ফ্লোরিনের উপস্থিতি এবং সাধারণত কোন শিলায় এগুলোর পরিমাণ হয়ে থাকে মোট পরিমাণের ১% এরও কম। মোট ভূত্বকের ৯৯% গঠিত হয়ে থাকে ১১ ধরনের অক্সাইড দ্বারা, যার মধ্যে প্রধান উপাদানগুলো হল সিলিকা, অ্যালুমিনা, আয়রন অক্সাইড, লাইম, ম্যাগনেসিয়া (ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড), পটাশ এবং সোডা।

RAISUL ISLAM HRIDOY

অভ্যন্তরীণ কাঠামো

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ কাঠামো অন্যান্য বহুজাগতিক গ্রহের মত বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত, স্তরগুলোর গঠন এগুলোর রাসায়নিক ও ভৌত (রিওলজি) বৈশিষ্টের উপর নির্ভর করে। সবচেয়ে বাইরের স্তরটি রাসায়নিকভাবে স্বতন্ত্র নিরেট সিলিকেট ভূত্বক, যার নিচে রয়েছে অধিক সান্দ্রতা সম্পন্ন নিরেট ম্যান্টেল বা গুরুমণ্ডল। ভূত্বকটি গুরুমণ্ডল থেকে পৃথক রয়েছে মোহোরোভিচিক বিচ্ছিন্নতা (Mohorovičić discontinuity) অংশ দ্বারা। ভূত্বকের পুরুত্ব মহাসাগরে নিচে প্রায় ৬ কিলোমিটার এবং মহাদেশের ক্ষেত্রে প্রায় ৩০-৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে থাকে। ভূত্বক এবং এর সাথে ঠান্ডা, দৃঢ় উপরের দিকের উর্দ্ধ গুরুমণ্ডলকে একসাথে বলা হয়ে থাকে লিথোস্ফিয়ার এবং লিথোস্ফিয়ার সেই অংশ যেখানে টেকটনিক প্লেটগুলো সংকুচিত অবস্থায় থাকে। লিথোস্ফিয়ারের পরের স্তরটি হল অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার, এটা এর উপরের স্তর থেকে কম সান্দ্রতা সম্পন্ন, এবং এর উপরে অবস্থান করে লিথোস্ফিয়ার নড়াচড়া করতে পারে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৪১০ কি.মি. থেকে ৬৬০ কি.মি. গভীরতার মধ্যে গুরুমণ্ডলের ক্রিস্টাল কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়, এখানে রূপান্তর অঞ্চলের একটি বিস্তারে পাওয়া যায়, যা উর্দ্ধ গুরুমণ্ডল ও নিম্ন গুরুমণ্ডলকে পৃথক করে। গুরুমণ্ডলের নিচে, অত্যন্ত সান্দ্রতা পূর্ণ একটি তরল বহিঃ ভূকেন্দ্র থাকে, যা একটি নিরেট অন্তঃ ভূকেন্দ্রের উপরে অবস্থান করে। পৃথিবীর অন্তঃ ভূকেন্দ্রের ঘূর্ণনের কৌণিক বেগ বাদবাকি ভূখন্ডের তুলনায় সামান্য বেশি হতে পারে, এটি প্রতি বছর ০.১–০.৫° বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অন্তঃ ভূকেন্দ্রের পরিধি পৃথিবীর পরিধির তুলনায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ হয়ে থাকে।

পৃথিবীর অভ্যন্তরীন বিন্যাস

পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক স্তর সমূহ			
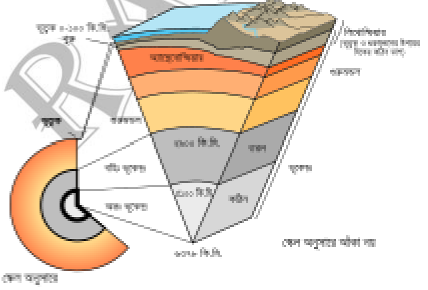	গভীরতা কি.মি.	স্তরগুলোর নাম	ঘনত্ব গ্রাম/সেমি³
	০–৬০	লিথোস্ফিয়ার	—
	০–৩৫	ভূত্বক	২.২–২.৯
	৩৫–৬০	উর্দ্ধ গুরুমণ্ডল	৩.৪–৪.৪

RAISUL ISLAM HRIDOY

পৃথিবীর কাঁটা অংশ বিশেষ কেন্দ্র থেকে এক্সোস্ফিয়ার পর্যন্ত স্কেল অনুসারে আঁকা নয়।	৩৫-২৮৯০	গুরুমণ্ডল	৩.৪-৫.৬
	১০০-৭০০	অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার	—
	২৮৯০-৫১০০	বহিঃ ভূকেন্দ্র	৯.৯-১২.২
	৫১০০-৬৩৭৮	অন্তঃ ভূকেন্দ্র	১২.৮-১৩.১

বাহ্যিক গঠন

পৃথিবীর উৎপত্তির সময় এটি ছিল একটি উত্তপ্ত গ্যাসের পিন্ড। উত্তপ্ত অবস্থা থেকে এটি শীতল ও ঘনীভূত হয়। এ সময় ভারী উপাদানগুলো এটির কেন্দ্রের দিকে জমা হয় আর হালকা উপাদানগুলো ভরের তারতম্য অনুসারে নিচ থেকে উপরে স্তরে স্তরে জমা হয়। পৃথিবীর এ সকল স্তর এক একটি মণ্ডল নামে পরিচিত। সবচেয়ে উপরে রয়েছে অশ্মমণ্ডল স্তর। অশ্মমণ্ডলের উপরের অংশকে ভূত্বক বলে। ভূত্বকের নিচের দিকে প্রতি কি.মি. বৃদ্ধিতে ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। ভূত্বকের উপরের ভাগে বাহ্যিক অবয়বগুলো যেমন -পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ইত্যাদি থেকে থাকে। পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন পৃথিবীর উপরিভাগের বৈচিত্রময় ভূমিরুপসমূহ নিয়ে সজ্জিত। পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপগুলো ভূপৃষ্ঠে সর্বত্র সমান নয়। আকৃতি, প্রকৃতি এবং গঠনগত দিক থেকে বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে। ভূপৃষ্ঠে কোথাও রয়েছে উঁচু পর্বত, কোথাও পাহাড়, কোথাও মালভূমি। ভৌগোলিক দিক থেকে বিচার করলে পৃথিবীর সমগ্র ভূমিরূপকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়।

এগুলো হলোঃ (১) পর্বত (২) মালভূমি (৩) সমভূমি।

সমুদ্রতল থেকে অন্তত ১০০০ মিটারের বেশি উঁচু সুবিস্তৃত ও খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে। সাধারণত ৬০০ থেকে ১০০০ মি. উঁচু স্বল্প সুবিস্তৃত শিলাস্তূপ কে পাহাড় বলে। পর্বতের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত হতে পারে। পর্বতের ভূপ্রকৃতি সাধারণত বন্ধুর প্রকৃতির হয়ে থাকে, এগুলোর ঢাল খুব খাড়া এবং সাধারণত চূড়াবিশিষ্ট হয়ে থাকে। পূর্ব আফ্রিকার

RAISUL ISLAM HRIDOY

কিলিমাঞ্জারোর মত কিছু পর্বত বিছিন্নভাবে অবস্থান করে। আবার হিমালয় পর্বতমালার মত কিছু পর্বত অনেকগুলো পৃথক শৃঙ্গসহ ব্যাপক এলাকা জুড়ে অবস্থান করে।

পর্বতের থেকে উঁচু কিন্তু সমভূমি থেকে উঁচু খাড়া ঢালযুক্ত ঢেউ খেলানো বিস্তীর্ণ সমতলভূমি কে মালভূমি বলে। মালভূমির উচ্চতা শত মিটার থেকে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত হতে পারে। পৃথিবীর বৃহত্তম মালভূমির উচ্চতা ৪,২৭০ থেকে ৫,১৯০ মিটার।

সমুদ্রতল থেকে অল্প উঁচু মৃদু ঢালবিশিষ্ট সুবিস্তৃত ভূমিকে সমভূমি বলে। বিভিন্ন ভূপ্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যেমন -নদী, হিমবাহ ও বায়ুর ক্ষয় ও সঞ্চয় ক্রিয়ার ফলে সমভূমির সৃষ্টি হয়েছে। মৃদু ঢাল ও স্বল্প বন্ধুরতার জন্য সমভূমি কৃষিকাজ, বসবাস, রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য খুবই উপযোগী। তাই সমভূমিতে সবচেয়ে বেশি ঘন জনবসতি গড়ে উঠেছে।

ভূপৃষ্ঠ

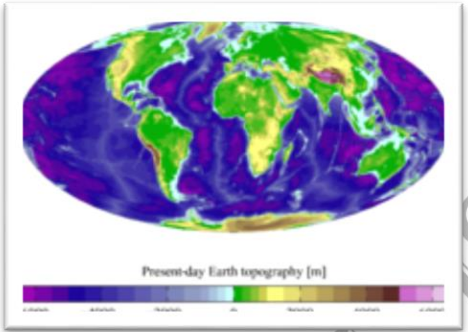

বর্তমান সময়ের পৃথিবীর উচ্চতামিতি এবং বাথীমেট্রি। তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ন্যাশনাল জিওফিজিক্যাল ডাটা সেন্টার থেকে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

বর্তমান পৃথিবীটি দেখতে এই রকম - যদি এতে পানি না থাকে। (ক্লিক করুন/কিংবা বড় করুন ৩ডি গ্লোব আকারে এর "ঘূর্ণন" দেখতে।

পৃথিবীর মোট পৃষ্ঠতলের আকার হল প্রায় ৫১০ মিলিয়ন বর্গ কি.মি. (বা ১৯৭ মিলিয়ন বর্গ মাইল)। যার মধ্যে, ৭০.৮%, বা ৩৬১.১৩ মিলিয়ন বর্গ কি.মি. (১৩৯.৪৩ মিলিয়ন বর্গ মাইল), হল সমুদ্র পৃষ্ঠতলের নিচে ও এই অংশ সমুদ্রের পানি দ্বারা আচ্ছাদিত। সমুদ্র পৃষ্ঠতলের নিচেই রয়েছে অধিকাংশ মহীসোপান, পর্বতমালা, আগ্নেয়গিরি, সামুদ্রিক খাত, ডুবো গিরিখাত, সামুদ্রিক মালভূমি, গভীর সামুদ্রিক সমতল, এবং সারা পৃথিবী ব্যাপী বিসৃত মধ্য-সমুদ্র রিগ সিস্টেম। আর বাকি ২৯.২% অংশ বা ১৪৮.৯৪ বর্গ কি.মি. (বা ৫৭.৫১ মিলিয়ন বর্গ মাইল) যা পানি দ্বারা আচ্ছাদিত নয় ভূখণ্ডটি স্থানে স্থানে পরিবর্তিত এবং এতে রয়েছে পর্বত, মরুভূমি, সমতল, মালভূমি ও অন্যান্য ভূমিরূপ। অপসারণ ও অবক্ষেপণ, বিভিন্ন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বন্যা, মৃত্তিকা আবহবিকার, হিমবাহ ক্ষয়ীভবন, প্রবালপ্রাচীরের বৃদ্ধি এবং উল্কা পিন্ডের আঘাত ইত্যাদি হল সেই সকল ক্রিয়াশীল প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের আকার পরিবর্তন ঘটছে ভূতাত্ত্বিক সময় যাওয়ার সাথে সাথে।

মহাদেশীয় ভূত্বকে কম ঘনত্বের উপাদান পাওয়া যায়, আগ্নেয় শিলা যেমন: গ্রানাইট ও অ্যান্ডেসাইট। সবচেয়ে কম পাওয়া যায় ব্যাসল্ট, যা হল অধিক ঘনত্বের আগ্নেয় শিলা, এটি হল মহাসাগরীয় ভূত্বক গঠনের মূল উপাদান। পাললিক শিলা গঠনের ক্ষেত্রে, পলি ক্রমানয়ে সঞ্চিত হয়ে এক সময় অন্য শিলার চাপে দেবে যায় এবং এরপর এক সাথে জমাট বাঁধে যায়। মহাদেশীয় ভূত্বকের প্রায় ৭৫% পাললিক শিলা দ্বারা আচ্ছাদিত, যদিও তা পৃথিবীর মোট ভূত্বকের মাত্র ৫% অংশ। আর পৃথিবীতে পাওয়া যাওয়া তৃতীয় ধরনের শিলা হল রূপান্তরিত শিলা, উচ্চ চাপে, উচ্চ তাপে কিংবা উভয়ের একসাথে ক্রিয়ার ফলে আগ্নেয় শিলা ও পাললিক শিলা রূপান্তরিত হয়ে এটি গঠিত হয়। পৃথিবীতে অজস্র পরিমাণে পাওয়া যাওয়া যে সকল সিলিকেট খনিজ সেগুলোর মধ্যে রয়েছে কোয়ার্জ,

RAISUL ISLAM HRIDOY

ফেল্ডস্পার, অ্যাম্ফিবোল, মাইকা, পাইরক্সিন এবং অলিভিন। সাধারণত পাওয়া যাওয়া কার্বনেট খনিজ গুলোর মধ্যে রয়েছে ক্যালসাইট (যা পাওয়া যায় চুনাপাথর) ও ডলোমাইট উভয়ে।

পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা পরিবর্তিত হতে পারে সর্বনিম্ন ৪১৮ মিটার যার অবস্থান মৃত সাগর এবং সর্বোচ্চ উচ্চতা হতে পারে ৮,৮৪৮ মিটার হিমালয় পর্বতের চূড়ায়। সমুদ্র পৃষ্ঠতলের উপরে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা ৮৪০ মিটার।

প্যাডোস্ফিয়ার হল পৃথিবীর মহাদেশীয় পৃষ্ঠের বাইরের সর্বোচ্চ স্তর এবং এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত মাটি ও মাটির গঠন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয়। মোট ভূপৃষ্ঠের ১০.৯% ভূমি হল আবাদী জায়গা, এর মধ্যে ১.৩% হল স্থায়ী শস্যভূমি। পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের প্রায় ৪০% অংশ ব্যবহার করা হয় শষ্যভূমি ও চরণভূমি হিসাবে, আবার অরেকটি হিসাব থেকে জানা যায় ১.৩ x ১০^{৬} কি.মি.^{২} হল শষ্যভূমি ও ৩.৪ x ১০^{৬} কি.মি.^{২} হল চরণভূমি।

জলমণ্ডল

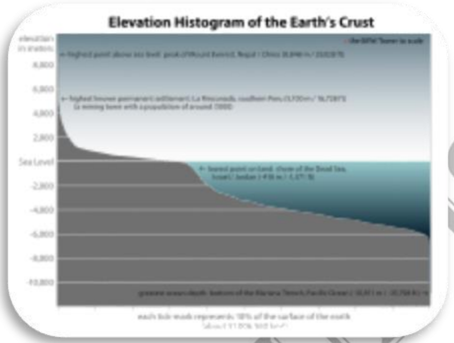

পৃথিবী পৃষ্ঠের উচ্চতার হিস্টোগ্রাম

পৃথিবী পৃষ্ঠে পানির প্রাচুর্য হল সেই অনন্য বৈশিষ্ট্য যা সৌর জগতের অন্যান্য গ্রহ থেকে এই "নীল গ্রহটি"কে পৃথক করেছে। পৃথিবীর জলমণ্ডলের মধ্যে বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত মহাসাগরগুলো, কিন্তু যৌক্তিকভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠের সকল পানি জলমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত, এটির মধ্যে রয়েছে ভূমির ভেতর দিকে থাকা সমুদ্র, লেক, নদী এবং এমনকি মাটির নিচের ২,০০০ মিটার নিচে থাকা পানিও এটার অন্তর্ভুক্ত। পৃষ্ঠতলের নিচে থাকা পানির সবচেয়ে গভীরতমটি হল প্রশান্ত মহাসাগরে থাকা মারিয়ানা খাতের চ্যালেঞ্জার ডিপ যার গভীরতা হল ১০,৯১১.৪ মিটার।

RAISUL ISLAM HRIDOY

মহাসাগরগুলোর অনুমানিক ভর হল প্রায় ১.৩৫×$১০^{১৮}$ মেট্রিক টন যা মোটামুটি পৃথিবীর মোট ভরের ১/৪৪০০ অংশ। মহাসাগরগুলোর মোট পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল হল ৩.৬১৮×$১০^{৮}$ কি.মি.^{২} , আর গড় গভীরতা হল ৩৬৮২ মিটার, ফলাফল হিসাবে এটির আয়তন হল ১.৩৩২×$১০^{৯}$ কি.মি.^{৩}। যদি পৃথিবীর সমুদ্র উপকূলের পৃষ্ঠের উচ্চতা সব জায়গায় সমান হত মসৃণ উপগোলকের মত, তাহলে পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর গভীরতা হত ২.৭ থেকে ২.৮ কি.মি.

পৃথিবীর মোট পানির প্রায় ৯৭.৫% হল লবণাক্ত; আর বাদবাকি ২.৫% হল মিঠা পানি। বেশিরভাগ মিঠা পানি, প্রায় ৬৮.৭%, উপস্থিত রয়েছে বরফ হিসাবে আইস ক্যাপে এবং হিমবাহ রূপে।

পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর গড় লবণাক্ততা হল প্রায় ৩৫ গ্রাম লবণ প্রতি কিলোগ্রাম লবণাক্ত পানিতে (৩.৫% লবণ)।এই লবণের বেশিরভাগ পানিতে সংযুক্ত হয়েছে অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনার ফলে বা নির্গত হয়েছে ঠান্ডা আগ্নেয় শীলা থেকে। মহাসাগরগুলি দ্রবীভূত বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাসগুলোর একটি আধারও বটে, যেগুলো অত্যন্ত অত্যাবশ্যকীয় বিভিন্ন জলজ জীবন ধারণের জন্য। সাগরের পানি বিশ্বের জলবায়ুর উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে, যেখানে এটি কাজ করে একটি বৃহৎ তাপীয় আধার হিসাবে। মহাসাগরের তাপমাত্রার বণ্টনের ক্ষেত্রে যে কোন পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য ভাবে পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন করতে পারে, উদাহারণস্বরূপ এল নিনো।

বায়ুমণ্ডল

নাসার মোডারেট-রেজোলিউশন ইমেজিং স্পেকট্রোরেডিওমিটার ব্যবহার করে উপগ্রহ থেকে তোলা পৃথিবীর মেঘাচ্ছন্ন ছবি

বায়ুমণ্ডল গ্যাসের একটি আস্তরণ যা পর্যাপ্ত ভরসম্পন্ন কোন বস্তুর চারদিকে ঘিরে জড়ো হয়ে থাকতে পারে। বস্তুটির অভিকর্ষের কারণে এই গ্যাসপুঞ্জ তার চারদিকে আবদ্ধ থাকে। বস্তুর অভিকর্ষ যদি যথেষ্ট বেশি হয় এবং বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা যদি কম হয় তাহলে এই মণ্ডল অনেকদিন টিকে থাকতে পারে। গ্রহসমূহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস জড়ো হতে দেখা যায়। এ কারণে গ্রহের বায়ুমণ্ডল

RAISUL ISLAM HRIDOY

সাধারণ অপেক্ষাকৃত ঘন এবং গভীর হয়। পৃথিবীর চারপাশে ঘিরে থাকা বিভিন্ন গ্যাস মিশ্রিত স্তরকে পৃথিবী তার মধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা ধরে রাখে, একে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বা আবহমণ্ডল বলে। এই বায়ুমণ্ডল সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব রক্ষা করে। এছাড়ও তাপ ধরে রাখার মাধ্যমে (গ্রীনহাউজ প্রতিক্রিয়ায়) ভূপৃষ্ঠকে উওপ্ত রাখে এবং দিনের তুলনায় রাতের তাপমাত্রা হ্রাস রোধ করে।

৮.৫ কি.মি. উচ্চতা স্কেলযুক্ত বায়ুমণ্ডল পৃথিবী পৃষ্ঠে গড় বায়ুমণ্ডলীয় চাপ প্রয়োগ করছে ১০১.৩২৫ কিলো প্যাসকেল। এটা গঠিত হয়েছে ৭৮% নাইট্রোজেন এবং ২১% অক্সিজেন দ্বারা, এর সাথে সামান্য পরিমাণে রয়েছে জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অন্যান্য গ্যাসীয় উপাদান। ট্রপোস্ফিয়ারের উচ্চতার পরিবর্তন হয় অক্ষাংশ পরিবর্তনের সাথে সাথে, যার মান হতে পারে মেরু অংশে ৮ কি.মি. ও নিরক্ষরেখার ক্ষেত্রে ১৭ কি.মি.। তবে এই মানের কিছু বিচ্যুতি হয়ে থাকে আবহাওয়া ও ঋতু পরিবর্তনের কারণে।

পৃথিবীর জীবমণ্ডল উল্লেখযোগ্যভাবে এটির বায়ুমণ্ডলের পরির্তন সাধন করেছে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের উৎপাদন বিকাশ লাভ করে ২.৭ বিলিয়ন বছর আগে, গঠন করে আজকের মূল নাইট্রোজেন-অক্সিজেন বায়ুমণ্ডল। এর ফলশ্রুতিতে বায়ুজীবী জীবদের বিকাশ লাভ তরান্বিত হয় এবং পরোক্ষভাবে, এটি ওজোন স্তর গঠন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে, এটির কারণ হল পরবর্তীতে ঘটা বায়ুমণ্ডলীয় O_2 থেকে O_3 তে পরিবর্তন। ওজন স্তর সৌর বিকিরণের অতিবেগুনী রশ্মিকে আটকিয়ে দিয়ে, ভূমিতে প্রাণের বিকাশে সহায়তা করে। অন্যান্য বায়ুমণ্ডলীয় কর্মকাণ্ড যা জীবন ধারণের জন্য জরুরি তার মধ্যে রয়েছে জলীয় বাষ্পের সঞ্চালন, অতিপ্রয়োজনীয় গ্যাসগুলির সরবরাহ, ছোট উল্কাপিন্ড পৃথিবী পৃষ্ঠে আঘাত হানার পূর্বে তা পুড়িয়ে ফেলা এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা। সর্বশেষ কর্মকান্ডটি পরিচিত গ্রীনহাউজ প্রতিক্রিয়া নামে: বায়ুমণ্ডলের চিহ্নিত কিছু গ্যাসীয় অনু ভূ-পৃষ্ঠ হতে বিকীর্ণ তাপ শক্তি শোষন করে পুনরায় বায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তরে বিকিরিত করে, বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা বাড়িয়ে তোলে। জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, এবং ওজন হল বায়ুমণ্ডলের মূল গ্রীনহাইজ গ্যাস। এই তাপ ধারণের ঘটনাটি না থাকলে, ভূ-পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা হত −১৮ °সে, বিপরীত দিকে বর্তমান তাপমাত্রা হল +১৫ °সে, এবং এটা এর বর্তমান অবস্থায় না থাকলে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ ঘটত না। মে ২০১৭ সালে, কক্ষপথে থাকা একটি স্যাটেলাইট থেকে এক মিলিয়ন মাইল দূরে হঠাৎ ক্ষণিকের জন্য একটি আলোর ঝলকানি দেখা যায়, পরে জানা যায় বায়ুমণ্ডলে থাকা বরফ স্ফটিক থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে এটি ঘটেছিল।

RAISUL ISLAM HRIDOY

আবহাওয়া এবং জলবায়ু

আবহাওয়া হলো কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা। সাধারণত এক দিনের এমন রেকর্ডকেই আবহাওয়া বলে। আবার কখনও কখনও কোনো নির্দিষ্ট এলাকার স্বল্প সময়ের বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থাকেও আবহাওয়া বলা হয়। আবার কোনো স্থানের দীর্ঘ সময়ের আবহাওয়ার উপাত্তের ভিত্তিতে তৈরি হয় সে স্থানের জলবায়ু। আবহাওয়া নিয়ত পরিবর্তনশীল একটি চলক।

হ্যারিকেন ফেলিক্স, পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথ থেকে তোলা ছবি, সেপ্টেম্বর, ২০০৭।

মাউন্ট ডিসকভারির কাছে চাপযুক্ত শৈলশ্রেণীর সাথে লেন্স আকার মেঘ, অ্যান্টার্কটিকা, নভেম্বর ২০১৩।

RAISUL ISLAM HRIDOY

মযেভা মরুভূমির উপরে ভারী মেঘমালা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কোন সুনির্দিষ্ট সীমানা নেই, ধীরে ধীরে পাতলা এবং হালকা হয়ে বহিঃমহাকাশের সাথে মিশে গেছে। বায়ুমণ্ডলের তিন চতুর্থাংশের ভর রয়েছে এটির মোট অংশের প্রথম ১১ কিমি (৬.৮ মা) এর মধ্যে। এর সবচেয়ে নিচের স্তরটির নাম হল ট্রপোস্ফিয়ার। সূর্য থেকে আসা তাপের প্রভাবে এই স্তরটি এবং এর নিচে থাকা ভূ-পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়, ফলশ্রুতিতে বাতাসের সম্প্রসারণ ঘটে। এই নিম্ন ঘনত্বের বাতাস উপরের দিকে উঠে যায় এবং এটির জায়গা দখল করে ঠান্ডা, উচ্চ ঘনত্বের বাতাস। ফলে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়, যা তাপমাত্রার পুনঃবিন্যাস করে আবহাওয়া ও জলবায়ুকে বিভিন্ন স্থানে সঞ্চালিত করে।

মূল বায়ুপ্রবাহের ধারার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত অয়ন বায়ু (Trade Wind), নিরক্ষীয় অঞ্চলের ৩০° অক্ষাংশ নিচে এবং পশ্চিমা বায়ু (westerlies) মধ্য-অক্ষাংশ বরাবর ৩০° থেকে ৬০° এর মধ্যে। মহাসাগরীয় স্রোত জলবায়ু নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক, থার্মোহ্যালাইন প্রবাহ (thermohaline circulation) যা তাপ শক্তিকে বিতরণ করে নিরক্ষীয় সমুদ্র অঞ্চল থেকে ঠান্ডা মেরু অঞ্চলে।

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে যে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয় তা কিছু বিন্যাস অনুসরন করে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে সঞ্চালিত হয়। যখন বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশ গরম, আদ্রর্তাযুক্ত বাতাসকে, উপরের দিকে উঠার সুযোগ করে দেয়, তখন এই পানি ঘনীভূত হয় এবং ভূ-পৃষ্ঠের দিকে অধ:ক্ষিপ্ত ভাবে পতিত হয়। বেশির ভাগ পানি এরপর নিম্নভূমির দিকে ধাবিত হয় নদী নালার মাধ্যমে এবং সাগরে পুনরায় পৌছায় কিংবা এটি জমা হয় কোন হ্রদে। ভূমিতে জীবন ধারণের জন্য এই পানি চক্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া এবং কোন একটি ভূতত্ত্বিক সময়ের মধ্যে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন গঠনের

RAISUL ISLAM HRIDOY

ভূমিক্ষয়ের জন্য এটি মূল কারণ। বৃষ্টিপাত পতনের বিন্যাস পরিবর্তিত হয় ব্যাপক ভাবে, যার মাত্রা হতে পারে প্রতি বছর কয়েক মিটার থেকে এক মিলিমিটারের থেকেও কম। বায়ুপ্রবাহ, অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য ও তাপমাত্রার পার্থক্য - নির্ধারন করে কোন অঞ্চলে পতিত হওয়া গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ।

পৃথিবী পৃষ্ঠে সৌর শক্তির পরিমাণ কমতে থাকে অক্ষাংশের মান বাড়তে থাকার সাথে সাথে। উচ্চ অক্ষাংশে, সূর্যের আলো ভূ-পৃষ্ঠে পৌছায় নিম্ন কোণে, এবং এটিকে পার করতে হয় বায়ুমণ্ডলের পুরু স্তর। ফলাফলস্বরূপ, নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে প্রতি ডিগ্রী অক্ষাংশ পরিবর্তনে সমুদ্র সমতল থেকে গড় বার্ষিক বায়ুর তাপমাত্রা হ্রাস পায় প্রায় ০.৪ °C (০.৭ °F)। পৃথিবী পৃষ্ঠকে কিছু সুনির্দিষ্ট অক্ষ রেখায় উপবিভাজন করা যায় যেখানে মোটামুটি একই রকম জলবায়ু বিরাজ করে। নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চল পর্যন্ত বিরাজমান এই জলবায়ুগুলো হল ক্রান্তীয় জলবায়ু (বা নিরক্ষীয়), উপক্রান্তীয় জলবায়ু (subtropical), নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু এবং পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের জলবায়ু।

এই অক্ষাংশ নিয়মের কিছু ব্যতয় রয়েছেঃ

- জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত হয় যদি কাছাকাছি কোথায় সমুদ্র থাকে। উদাহারণস্বরূপ, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান পেনিনসুলায় (Scandinavian Peninsula) অনেক সহনীয় জলবায়ু এটির সমগোত্রীয় উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত উত্তর কানাডার তুলনায়।
- বায়ু সহনীয় পরিবেশ বজায় রাখতে সহায়তা করে। ভূমির বায়ুবাহিত দিক এটির বায়ুপ্রবাহ বিহীন দিকের তুলনায় অনেক সহনীয় অবস্থা অনুভব করে। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে, বাতাস প্রবাহিত হয় পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে, এবং পশ্চিম তীর কোমল হয়ে থাকে পূর্ব তীরের তুলনায়। এটা দেখা যায় উত্তর আমেরিকার পূর্বাংশে এবং পশ্চিম ইউরোপে, সমুদ্রের উভয় দিকে পাশাপাশি কোমল জলবায়ু থাকলেও অন্যদিকে বন্ধুর জলবায়ু দেখা যায় এটির পূর্ব তীরের দিকে। দক্ষিণ গোলার্ধে, বাতাস প্রবাহিত হয় পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে, এবং পূর্ব তীরের জলবায়ু কোমল হয়ে থাকে।
- সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব পরিবর্তিত হয়। পৃথিবী সূর্যের সবচাইতে কাছে থাকে (অণুসূরবিন্দুতে) জানুয়ারি মাসে, যেটা দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল। পৃথিবী সূর্য থেকে সবচাইতে দূরে থাকে (অপদূরবিন্দুতে) জুলাই মাসে, যেটা উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল, এবং অনুসূরবিন্দুর তুলনায় সূর্য থেকে আসা সৌর বিকিরণের মাত্র ৯৩.৫৫% পতিত হয় ভূমির কোন নির্দিষ্ট বর্গ এলাকায়। এটা সত্ত্বেও, উত্তর গোলার্ধে ভূমির আকার অনেক বড়, যা সমদ্রের তুলনায় অনেক

RAISUL ISLAM HRIDOY

সহজে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং, গ্রীষ্মকাল ২.৩ °C (৪ °F) উষ্ম হয়ে থাকে উত্তর গোলার্ধে, দক্ষিণ গোলার্ধের তুলনায় অনুরূপ পরিবেশ থাকা শর্তেও।

- সমুদ্র সমতল থেকে অধিক উচ্চ ভূমির ক্ষেত্রে জলবায়ু অনেক ঠান্ডা থাকে কারণ সেখানে বাতাসের ঘনত্ব কম থাকে।

বহুল ব্যবহৃত কোপ্পেন জলবায়ু শ্রেণীবিভাগ (Köppen climate classification) পাঁচটি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত (আর্দ্র ক্রান্তীয়, শুষ্ক, আর্দ্র মধ্য অক্ষাংশ, মহাদেশীয় এবং ঠান্ডা মেরু), যা পরবর্তীতে আরও বিভাজন করা হয় বিভিন্ন উপভাগে। কোপ্পান ব্যবস্থায় বিভিন্ন ভূ-অঞ্চলের মান প্রদান করে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের উপর পর্যবেক্ষণ করে।

পৃথিবীতে বায়ুর সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়েছিল ৫৬.৭ °সে (১৩৪.১ °ফা) ফুরনেসা ক্রিক, ক্যালিফর্নিয়ার, ডেথ ভ্যালিতে, ১৯১৩ সালে। পৃথিবীতে কখনো সরাসরি মাপা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল -৮৯.২ °সে (-১২৮.৬ °ফা) ভোস্টোক স্টেশন ১৯৮৩ সালে। কিন্তু উপগ্রহে থাকা রিমোট সেন্সর ব্যবহার করে পরিমাপ করা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল -৯৪.৭ °সে (-১৩৮.৫ °ফা) পূর্ব অ্যান্টারর্টিকা। এই তাপমাত্রার রেকর্ড হল শুধুমাত্র কিছু পরিমাপ যা আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ২০শ শতকের শুরু থেকে মান নেয়া শুরু করা হয় এবং সৌভাগ্য বশত এটা পৃথিবীর তাপমাত্রা পূর্ণ মাত্রা প্রকাশ করে না।

উচ্চতর বায়ুমণ্ডল

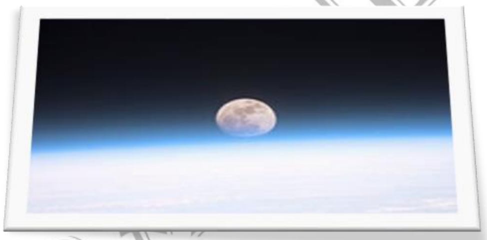

পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে দেখা যাওয়া এই পূর্ণ চাঁদটিকে আংশিকভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল।

ট্রপোমণ্ডলের উপরের বায়ুমণ্ডলকে সাধারণত স্ট্রাটোমণ্ডল, মেসোমণ্ডল ও তাপমণ্ডলে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রতিটি স্তরের ভিন্ন ভিন্ন ল্যাপস রেট থাকে, যা দ্বারা উচ্চতা পরিবর্তনের সাথে তাপমাত্রার পরিবর্তন নির্দেশ করে। এরপর থেকে এক্সোমণ্ডল হালকা হতে হতে চৌম্বকমণ্ডলে মিলিয়ে যায়,

RAISUL ISLAM HRIDOY

যেখানে ভূ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্রসমূহ সৌরবায়ুর সাথে মিথষ্ক্রিয়া করে থাকে। স্ট্রাটোমণ্ডলের মধ্যে রয়েছে ওজন স্তর, এটা হল সেই উপাদান যা ভূ-পৃষ্ঠকে সূর্যের অতিবেগুণী রশ্মির হাত হতে প্রকৃত পক্ষে রক্ষা করে এবং তাই, পৃথিবী প্রাণী জগতের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কার্মান রেখা, টিকে সংজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে, এটি পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে ১০০ কি.মি. উপরে থাকে, এবং এটা হল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং মহাকাশের মধ্যে কার্যকর সীমা রেখা।

তাপশক্তির কারণে বায়ুমণ্ডলের বাইরের প্রান্তে থাকা কিছু অনুর ভেতর গতিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং এক পর্যায়ে এগুলো পৃথিবীর অভিকর্ষ শক্তিকে ছিন্ন করে মহাকাশে বেড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই ঘটনার ফলে ধীরে কিন্তু নিয়মিতভাবে বায়ুমণ্ডল মহাকাশে হারিয়ে যায়। যেহেতু মুক্ত হাইড্রোজেনের আণবিক ভর সবচাইতে কম, এটা অতি দ্রুত নির্দ্ধিধায় মুক্তিবেগ অর্জন করতে পারে, এবং এটির অন্যান্য গ্যাসের তুলনায় অধিক হারে বাইরের মহাকাশে বহির্গমন ঘটে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তনের পিছনে মহাকাশে হাইড্রোজেন গ্যাসের হারিয়ে যাওয়া একটি অন্যতম কারণ এবং এটা প্রাথমিকভাবে ঘটে একটি জারণ বিক্রিয়া থেকে এটির বর্তমান বিজারণ বিক্রিয়ায় আসায়। সালোকসংশ্লেষনের ফলে অক্সিজেনের সৃষ্টি হয়, কিন্তু ধারণা করা হয় জারণের ফলে নির্গত উপাদান যেমন হাইড্রোজেন হল বায়ুমণ্ডলে ব্যাপক হারে অক্সিজেনের সঞ্চয়নের পেছনে মূল পূর্বশর্ত। অতএব, হাইড্রোজেনের বায়ুমণ্ডল থেকে মুক্ত হওয়ার ঘটনা হয়তোবা পৃথিবীতে প্রাণের যে বিকাশ ঘটেছে তার গতি-প্রকৃতির উপর প্রভাব রেখেছে। বর্তমানে অক্সিজেন সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডলের বেশিরভাগ হাইড্রোজেন পরিণত হয় পানিতে, এটি বায়ুমণ্ডল থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবার আগেই। এটির বদলে, হারিয়ে যাওয়া বেশিরভাগ হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় উচ্চতর বায়ুমণ্ডলে পুড়ানো মিথেনের ফলশ্রুতিতে।

অভিকর্ষজ ক্ষেত্র

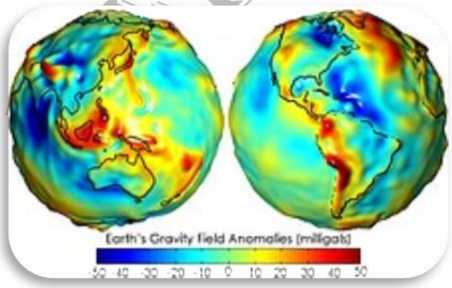

RAISUL ISLAM HRIDOY

নাসা জিআরএসিই নিরীক্ষার মাধ্যমে পৃথিবীর অভিকর্ষজ বলের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, এখানে যা প্রদর্শন করছে তাত্ত্বিক মাধ্যাকর্ষণের সাথে স্থানীয় মাধ্যাকর্ষণের পার্থক্য। সুষম, স্ট্যান্ডার্ড মানের থেকে লাল অংশগুলোতে মাধ্যাকর্ষণ বলের মাত্রা অনেক শক্তিশালী এবং অপরদিকে নীল অংশগুলোতে এটি দূর্বল।

পৃথিবীর অভিকর্ষজ বল হল সেই ত্বরণ যা পৃথিবীর সাথে কোন একটি বস্তুর উপর ক্রিয়া করে বস্তুটির ভরের কারণে। ভূ-পৃষ্ঠের উপর, অভিকর্ষজ ত্বরণ হল প্রায় ৯.৮ মি/সে^{২} (৩২ ফুট/সে^{২})। কোন স্থানের ভূসংস্থান, ভূতত্ত্ব এবং গভীর ভূত্বকীয় গঠনের পার্থক্যের কারণে স্থানীয় ও বৃহৎ অঞ্চলের পৃথিবীর অভিকর্ষজ বলের মানের পরিবর্তন হয়ে থাকে, যাকে বলা হয়ে থাকে মাধ্যাকর্ষীয় ব্যত্যয়।

চৌম্বক ক্ষেত্র

পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের মূল অংশটি উৎপন্ন হয় এর ভূ-কেন্দ্রে, ডায়নামো প্রক্রিয়ার, তাপীয় ভাবে ও গাঠিনিক ভাবে উৎপন্ন গতিশক্তির পরিবর্তন ঘটে পরিচলন পদ্ধতিতে পরিবাহিত হয় তড়িৎ শক্তি ও চৌম্বক শক্তিতে। চৌম্বক ক্ষেত্রটি ভূ-কেন্দ্রে থেকে পৃথিবীর বাইরের দিকে ছড়িয়ে যায়, গুরুমণ্ডল ভেদ করে, পৃথিবীর পৃষ্ঠ পর্যন্ত, যেখানে এটা মোটামুটি একটি ডাইপোল। ডাইপোলের মেরুগুলোর অবস্থান পৃথিবীর ভৌগোলিক মেরুর কাছাকাছি। ভূ-পৃষ্ঠের উপর নিরক্ষরেখা বরাবর, চৌম্বক ক্ষেত্রটির চৌম্বক শক্তির পরিমাণ হল ৩.০৫ × ১০$^{-৫}$ টেসলা, একই সাথে বৈশ্বিক চৌম্বকীয় ডাইপোল মোমেন্ট হল ৭.৯১ × ১০^{১৫} টেসলা মিটার^{৩}। ভূ-কেন্দ্রে হতে পরিচলন পদ্ধতিতে প্রবাহিত চৌম্বক শক্তি সুশৃঙ্খল ভাবে চারিদিকে ছড়ায় না; চৌম্বকীয় মেরুর স্থান পরিবর্তন হয় এবং পর্যায়ক্রমে এটির অ্যালাইনমেন্টের পরিবর্তন ঘটে। এর ফলশ্রুতিতে স্যাকুলার পরিবর্তন ঘটে মূল চৌম্বক ক্ষেত্রের এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের বিপর্যয় ঘটে একটি অনিয়মিত সময়ের ভেতরে, গড়ে প্রতি মিলিয়ন বছরে একবার। সবচেয়ে কাছাকাছি সময়ে ঘটা বিপর্যয়টি হয়েছিল প্রায় ৭০০,০০০ বছর আগে।

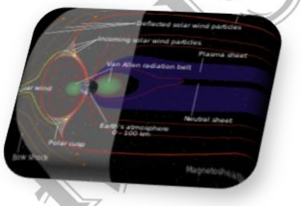

পৃথিবীর চৌম্বকমণ্ডলের রূপরেখা। সৌর বায়ু বাম থেকে ডানদিকে প্রবাহিত হয়।

মহাকাশে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের বিস্তৃতি দ্বারা চৌম্বকমণ্ডলকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। সৌর বায়ুর আয়ন এবং ইলেকট্রনগুলি পৃথিবীর চৌম্বকমণ্ডল দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়; সৌর বায়ুর চাপে দিনের আলোর

RAISUL ISLAM HRIDOY

দিকে থাকা চৌম্বকমণ্ডলের দৈর্ঘ্য সংকুচিত হয়, প্রায় পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ১০ গুণ পর্যন্ত এবং অন্ধকারের দিকের চৌম্বকমণ্ডলটি লম্বা করে প্রসারিত করে তোলে। এর কারণ হল তরঙ্গ যে বেগে সৌর বায়ুর দিকে অগ্রসর হয় তার থেকে সৌর বায়ুর গতিবেগ অনেক বেশি, একটি সুপারসনিক প্রচন্ড-আঘাত দিনের আলোর দিকে থাকা চৌম্বকমণ্ডলকে সৌর বায়ুর মধ্যে মিশিয়ে দেয়। চৌম্বকমণ্ডল আধানযুক্ত কণাগুলোকে ধারণ করে; প্লাসমামণ্ডলটিকে সংজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে, এটি নিম্ন শক্তি সম্পন্ন কণা দ্বারা পূর্ণ থাকে যা পৃথিবীর ঘূর্ণনের সাথে সাথে চৌম্বকমণ্ডলের রেখাগুলোকে অনুসরণ করে রিং কারেন্টকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবে, এটি মধ্যম-শক্তির কণা দ্বারা পূর্ণ থাকে যা পৃথিবীর ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে তাল মিলিয়ে প্রবাহিত হয়, কিন্তু তা স্বত্তেও এটির প্রবাহ পথের উপর আধিপত্য রাখে চৌম্বক ক্ষেত্রটি,এবং ভ্যান এলেন রেডিয়েশন বেল্ট গঠিত হয় উচ্চ-শক্তি সম্পন্ন কণা দ্বারা, যার গতি প্রধানত এলোমেলো ধরনের হয়, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এটির অবস্থান চৌম্বকমণ্ডলের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

চৌম্বকীয় ঝড় ও সাবস্ট্রোম যখন ঘটে, তখন বাইরের দিকের চৌম্বকমণ্ডল থেকে এবং বিশেষ করে ম্যাগনিটোটেইল থেকে আধানযুক্ত কণাগুলো বেরিয়ে যায়, যার দিক হতে পারে আয়নমণ্ডলের দিকে, যেখানে বায়ুমণ্ডলীয় অনুগুলো হয়ে থাকে উত্তেজিত ও আধানযুক্ত, এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় আরোরা।

বার্ষিক ও আহ্নিক গতি

আহ্নিক গতি

পৃথিবীর আহ্নিক গতির ছবি নেয়া হয়েছে ডিএসকভার এপিক থেকে ২৯ মে, ২০১৬ সালে, অয়তান্ত-বিন্দুতে পৌছানোর কিছু সপ্তাহ আগে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

পৃথিবী নিজের অক্ষের চারিদিকে ঘূর্ণনকে পৃথিবীর আহ্নিক গতি বলে। এই গতি পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত অভিমুখে হয়ে থাকে। পৃথিবীর আহ্নিক গতির অক্ষ উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠকে ছেদ করে।

সূর্যের সাপেক্ষে পৃথিবীর ঘূর্ণনের সময়কালকে — এটির গড় সৌর দিন বলা হয়—এটা হল ৮৬,৪০০ সেকেন্ড গড় সৌর সময় (৮৬,৪০০.০০২৫ এস আই সেকেন্ড)। এর কারণ হল পৃথিবীর সৌর দিন আজ সামান্য বড় ১৯ শতকের তুলনায় যার কারণ হল টাইডাল মন্দন, প্রতিটি দিন পরিবর্তিত হয়ে বড় হয়ে থাকে ০ থেকে ২ এস আই মিলি সেকেন্ড পর্যন্ত। পৃথিবীর আহ্নিক গতির পর্যায়কাল হিসাব করা হয় স্থির নক্ষত্র সমূহের সাপেক্ষে, যেটাকে ইন্টারন্যাশনাল আর্থ রোটেশন এন্ড রেফারেন্স স্টিস্টেম সার্ভিস (আই.ই.আর.এস) কর্তৃক বলা হয় এটির নাক্ষত্রিক দিন (stellar day), যা হল ৮৬,১৬৪.০৯৮৯ সেকেন্ড গড় সৌর দিন (ইউটি১), বা ২৩$^{ঘণ্টা}$ ৫৬$^{মিনিট}$ ৪.০৯৮৯$^{সেকেন্ড}$। অয়নকাল বা ঘূর্ণনরত গড় মহাবিষুবকালের সাপেক্ষে পৃথিবীর ঘূর্ণনের সময়কালকে, পূর্বে ভুলনামে প্রচলিত ছিল *নাক্ষত্র দিন (sidereal day) হিসাবে,* যার মান হল ৮৬,১৬৪.০৯০৫ সেকেন্ড গড় সৌর সময় (ইউটি১) (২৩$^{ঘণ্টা}$ ৫৬$^{মিনিট}$ ৪.০৯০৫$^{সেকেন্ড}$) ১৯৮২ অনুযায়ী হতে। ফলাফল স্বরূপ, নাক্ষত্র দিন নাক্ষত্রিক দিনের তুলনায় ছোট প্রায় ৮.৪ মিলিসেকেন্ড। আই.ই.আর.এস কর্তৃক গড় সৌর দিনের দৈর্ঘ্যের মানের হিসাব এস.আই এককে পাওয়া যায় ১৬২৩ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৬২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উল্কাপিন্ড ও নিম্ন কক্ষীয় স্যাটেলাইট ছাড়া, জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক বস্তুর (celestial bodies) আপাত মূল গতি লক্ষ্য করা যায় পৃথিবীর আকাশের পশ্চিম দিকে যার গতির হার হল ১৫°/ঘণ্টা = ১৫'/মিনিট। বস্তু যেগুলো খ-বিষুবের (celestial equator) কাছাকাছি থাকে, তা সূর্য বা চাঁদের আপাত পরিধির সমান হয়ে থাকে প্রতি দুই মিনিট অন্তর অন্তর; পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে, সূর্য ও চাঁদের আপাত মাপ প্রায় সমান হয়ে থাকে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

বার্ষিক গতি

ভয়েজার ১ মহাকাশযান থেকে ১৯৯০ সালে তোলা ছবি *"ক্ষীণ নীলচে বিন্দু"* যাতে পৃথিবীকে দেখা যাচ্ছে (ছবির কেন্দ্রের ডান দিকে), যা তোলা হয়েছে প্রায় ৬.৪ বিলিয়ন কিলোমিটার ($৪×১০^{৯}$ মা) দূর থেকে।

যে গতির ফলে পৃথিবীতে দিনরাত ছোট বা বড় হয় এবং ঋতু পরিবর্তিত হয় তাকে পৃথিবীর বার্ষিক গতি বলে। পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে প্রায় ১৫০ নিযুত কিলোমিটার ($৯৩×১০^{৬}$ মা) গড় দূরত্বে প্রতি ৩৬৫.২৫৬৪ গড় সৌর দিন পরপর, বা এক সৌর বছরে। এর মাধ্যমে অন্যান্য তারার সাপেক্ষে পূর্বদিকে সূর্যের অগ্রসর হওয়ার একটি আপাত মান পাওয়া যায় যার হার হল প্রায় ১°/দিন, যা হল সূর্য বা চাঁদের আপাত পরিধি প্রতি ১২ ঘণ্টায়। এই গতির কারণে, গড়ে প্রায় ২৪ ঘণ্টা লাগে—একটি সৌর দিনে—পৃথিবীকে তার অক্ষ বরাবর একটি পূর্ণ ঘূর্ণন সম্পন্ন করতে, যাতে করে সূর্য আবার মেরিডিয়ানে ফেরত যেতে পারে। পৃথিবীর গড় কক্ষীয় দ্রুতি হল ২৯.৭৮ km/s (১,০৭,২০০ কিমি/ঘ; ৬৬,৬০০ মা/ঘ), যা যথেষ্ট দ্রুত, এই গতিতে পৃথিবীর পরিধির সমান দূরত্ব, প্রায় ১২,৭৪২ কিমি (৭,৯১৮ মা), মাত্র সাত মিনিটে অতিক্রম করা যাবে, এবং পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ৩,৮৪,০০০ কিমি (২,৩৯,০০০ মা), অতিক্রম করা যাবে প্রায় ৩.৫ ঘণ্টায়।

চাঁদ ও পৃথিবীর ঘূর্ণন করে একই বেরিকেন্দ্রকে অনুসর করে, প্রতি ২৭.৩২ দিনে এটির আশেপাশের তারাগুলোর সাপেক্ষে একবার চাঁদের প্রদক্ষিণ সম্পন্ন হয়। যখন সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ও চাঁদের যৌথ সাধারণ কক্ষপথ হিসাব করা হয়, এই সময়কালকে বলা চঁন্দ্র মাস, একটি পূর্ণিমা হতে অপর পূর্ণিমা পর্যন্ত, যা হল ২৯.৫৩ দিন। যদি খ-উত্তর মেরুর সাপেক্ষে হিসাব করা হয়, তাহলে পৃথিবীর গতি, চাঁদের গতি, এবং এদের কক্ষীয় নতি হবে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। যদি সূর্য বা পৃথিবীর উপরের কোন সুবিধাজনক অবস্থান থেকে দেখা হয়, তাহলে মনে হবে, পৃথিবী ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিক দিয়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। ঘূর্ণন তল এবং অক্ষীয় তল পরিপূর্ণভাবে সরলরৈখিক ভাবে সারিবদ্ধ নয়: পৃথিবীর অক্ষ বাঁকা রয়েছে প্রায় ২৩.৪৪ ডিগ্রী পৃথিবী-সূর্যের পরিক্রম পথ (ক্রান্তিবৃত্ত)

RAISUL ISLAM HRIDOY

থেকে উলম্ব বরাবর, এবং পৃথিবী-চাঁদের তল বাঁকা রয়েছে প্রায় ±৫.১ ডিগ্রী পর্যন্ত পৃথিবী-সূর্যের তলের তুলনায়। যদি এই বাঁকা ভাব না থাকত, তাহলে প্রতি দুই সপ্তাহে একটি করে গ্রহণ ঘটত, হয় চঁদ্রগ্রহণ হত, নয়তবা সূর্যগ্রহণ হত।

হিল স্ফিয়ার, বা পৃথিবীর মহাকর্ষীয় শক্তির প্রভাবের ব্যাসার্ধ হল প্রায় ১.৫ নিযুত কিলোমিটার (৯,৩০,০০০ মা)। এটা হল সর্বোচ্চ দূরত্ব যেখান পর্যন্ত পৃথিবীর মহাকর্ষীয় প্রভাব আরও দূরে থাকা সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। এই ব্যাসার্ধের মধ্যে থাকা প্রতিটি বস্তু পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে বাধ্য, অথবা তারা সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে ছিটকে যেতে পারে।

পৃথিবী, এবং একই সাথে সৌর জগৎ, অবস্থান করছে মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতে এবং এর কেন্দ্রে থেকে প্রদক্ষিণ করছে প্রায় ২৮,০০০ আলোক বর্ষ জুড়ে। এটার অবস্থান অরিয়ন আর্মের গ্ল্যাক্টিক তল হতে প্রায় ২০ আলোক বর্ষ উপরে।

কক্ষের নতি এবং ঋতু পরিবর্তন

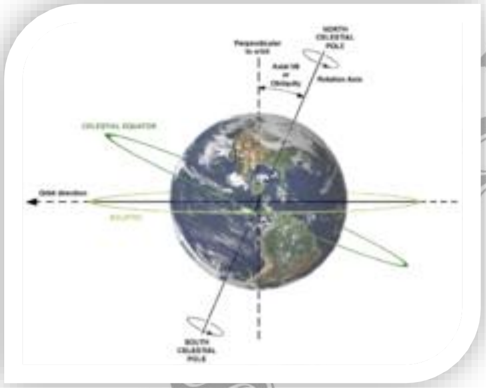

পৃথিবীর অক্ষীয় ঢাল (বা ক্রান্তিকোণ) এবং ঘূর্ণনের অক্ষ ও কক্ষের তলের সাথে এটির সম্পর্ক।

পৃথিবীর অক্ষীয় ঢালের পরিমাণ হল প্রায় ২৩.৪৩৯ ২৮১°, যার কক্ষতলের অক্ষটি, সর্বাদা খ-মেরুর দিকে তাক হয়ে থাকে। পৃথিবীর অক্ষীয় ঢাল বা অক্ষ রেখাটি হেলানো থাকার কারণে, কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে যে পরিমাণ সূর্যের আলো আসে, তা সারা বছর ধরে সমান থাকে না, এর মান পরিবর্তিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে প্রকৃতি তথা জলবায়ুতে ঋতুর পরিবর্তন হয়, উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকালের সূচনা হয় যখন সূর্য সরাসরি কর্কটক্রান্তি রেখার দিকে তাক হয়ে থাকে এবং একই জায়গায় শীতকালের

RAISUL ISLAM HRIDOY

সূচনা ঘটে সূর্য যখন দক্ষিণ গোলার্ধে থাকা মকরক্রান্তি রেখার দিকে তাক হয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালে, দিনগুলো অনেক লম্বা হয়, ও সূর্য আকাশের অনেক উপরের দিকে থাকে। অপরদিকে শীতকালে, জলবায়ু ঠান্ডা হয়ে যায় ও এ সময় দিনগুলো হয় ছোট। উত্তরের নাতিশীতোষ্ণ অক্ষাংশে, গ্রীষ্মকালের অয়তান্ত-বিন্দু অংশে সূর্য উদয় হয় উত্তরের সঠিক পূর্ব দিকে এবং অস্ত যায় উত্তরের সঠিক পশ্চিম দিকে, যার ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটে শীতকালে। গ্রীষ্মকালের অয়তান্ত-বিন্দু অংশে সূর্য উদয় হয় দক্ষিণের সঠিক পূর্ব দিকে, দক্ষিণের নাতিশীতোষ্ণ অক্ষাংশে এবং অস্ত যায় দক্ষিণের সঠিক পশ্চিম দিকে।

আর্কটিক সার্কেলের উপরে, একটি চরম অবস্থা দাঁড়ায় যেখানে বছরের কিছু সময় দিনের আলো পৌছায় না, শুধুমাত্র উত্তর মেরুতেই প্রায় ৬ মাসের উপরে এই অবস্থা থাকে, এটি মেরু রাত্রি নামে পরিচিত। দক্ষিণ গোলার্ধে, এই সময় এই ঘটনাটি সম্পূর্ণ বিপরীত থাকে, দক্ষিণ মেরুর অবস্থান ও দিওক এসময় উত্তর মেরুর অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে থাকে। ছয় মাস পরে, এই মেরুটি অনুভব করে মধ্যরাতের সূর্য (midnight sun), যেখানে এক একটি দিন হয় ২৪ ঘণ্টা লম্বা, একই সময় বিপরীত ঘটনা ঘটে দক্ষিণ মেরুতে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের রেওয়াজ থেকে, অয়তান্ত-বিন্দু অনুসারে চারটি ঋতুর হিসাব করা যায়—এটা হল সেই বিন্দু যা থেকে পৃথিবীর অক্ষ রেখার অক্ষীয় ঢাল সূর্যের কত কাছে রয়েছে বা সূর্য থেকে কত দূরে রয়েছে তার হিসাব পাওয়া যায়—এবং বিষুব অনুসারে, যখন অক্ষীয় ঢালের দিক ও সূর্যের দিক সমান্তরালে থাকে। উত্তর গোলার্ধে, শীতকালীন অয়তান্ত-বিন্দু (winter solstice) বর্তমানে হয়ে থাকে ২১ ডিসেম্বর; গ্রীষ্মকালীন অয়তান্ত-বিন্দু হয়ে থাকে ২১ জুনের কাছাকাছি সময়ে, বসন্ত বিষুব হয়ে থাকে ২০ মার্চের কাছাকাছি এবং হেমন্তকালীন বিষুব হ্যে থাকে ২২ বা ২৩ সেপ্টেম্বর। দক্ষিণ গোলার্ধে এর বিপরীত ঘটনা ঘটে থাকে, যেখানে গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন অয়তান্ত-বিন্দু গুলো নিজের মধ্যে পাল্টিয়ে যায় এবং বসন্ত বিষুব ও শারদীয় বিষুবের দিনও নিজেদের মধ্যে পাল্টিয়ে যায়।

পৃথিবীর অক্ষীয় ঢালের মান আপেক্ষিকভাবে অনেক লম্বা সময় ধরে অপরিবর্তনীয় রয়েছে। গড়ে ১৮.৬ বছরে পৃথিবীর অক্ষীয় ঢালের অক্ষবিচলন ঘটে, সাধারণত অতি সামান্য, অনিয়মিত গতি পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও পৃথিবীর অক্ষের অভিমুখ (এর কোণের মান নয়) সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়, এটির অয়নচলনের বৃত্তটি পরিপূর্ণভাবে শেষ হয় প্রতি ২৫,৮০০ বছরে একবার; এই অয়নচলন গতিটি নাক্ষত্র বছর থেকে ট্রপিক্যাল বছর পৃথক হবার কারণ হিসাবে কাজ করে। এই

RAISUL ISLAM HRIDOY

উভয় গতি সৃষ্টি হয় পৃথিবীর নিরক্ষরেখার স্ফীতি বরাবর সূর্য ও চঁদ্রের ভিন্ন ধর্মী আকর্ষণের কারণে। মেরু দুটিও ভূপৃষ্ঠের জুড়ে কয়েক মিটার স্থানন্তরিত হতে পারে। এই মেরু গতির বেশ কিছু, পর্যায়ক্রমিক উপাদান রয়েছে, যেগুলোকে একসাথে বর্ণনা করা যায় কোয়াসিপিরিওডিক গতি হিসাবে। এই গতির বার্ষিক উপাদান ছাড়াও, ১৪ মাস সাইকেলের আরো একটি উপাদান রয়েছে যা চ্যান্ডলার উবল নামে পরিচিত। পৃথিবীর বার্ষিক গতির কারণে দিন-রাত্রি ছোট বড় হবার ঘটনাও ঘটে থাকে।

বর্তমান সময়ে, পৃথিবী অণুসূরবিন্দুতে অবস্থান করে ৩রা জানুয়ারির কাছাকাছি সময়ে, এবং অপসূরবিন্দুতে ৪ঠা জুলাইয়ের কাছাকাছি সময়ে। অয়নচলনের কারণে ও অক্ষীয় বিভিন্ন ঘটনার কারণে সময়ের সাথে সাথে এই দিনগুলো পরিবর্তিত হয়, যা চক্রাকার একটি প্যাটার্ন অনুসরণ করে যা মিলানকোভিটচ সাইকেল নামে পরিচিত। পৃথিবী ও সূর্যের এই পরিবর্তনশীল দূরুত্বের কারণে পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌছানো সৌর শক্তি প্রায় ৬.৯% বৃদ্ধি পায় অণুসুরের অপেক্ষা অপসূরে। এর কারণ দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের দিকে ঝুকে থাকে ঠিক যখন পৃথিবী ও সূর্যের সবচাইতে কাছাকাছি বিন্দুতে পৌছায়, সারা বছর ব্যাপী পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ এটির উত্তর গোলার্ধের থেকে কিছুটা বেশি তাপ গ্রহণ করে সূর্য থেকে। এই ঘটনাটির তাৎপর্য পৃথিবীর অক্ষীয় ঢালের কারণে মোট শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার তুলনায় খুবই যৎসামান্য, এবং বেশিরভাগ অতিরিক্ত শক্তি গ্রহণ করে দক্ষিণ গোলার্ধে বেশি পরিমাণে থাকা সমুদ্রের পানি।

বাসযোগ্যতা

কানাডার রকি পর্বতমালার সামনে মোরেইন লেকের একটি সামুগ্রিক দৃশ্য।

যে গ্রহে প্রাণী-জগৎ টিকে থাকতে পারে বসবাসযোগ্য বলা হয়, যদিওবা সেই গ্রহে প্রাণের সঞ্চার না ঘটে তাহলেও। পৃথিবীতে রয়েছে পানির প্রাচুর্য্য যা জটিল জৈব যৌগের পরস্পরের সাথে সংযুক্তি ও সংমিশ্রণের জন্য একটি সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করে, ও একই সাথে বিপাক প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয়

শক্তি প্রদান করে। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব, একই সাথে এর অক্ষীয় উপকেন্দ্রীকতা, কক্ষীয় ঘূর্ণনের গতি, অক্ষীয় ঢাল, ভূ-প্রাকৃতিক ইতিহাস, সহনীয় বায়ুমণ্ডল, ও চৌম্বকক্ষেত্র সবগুলো একসাথে ভূ-পৃষ্ঠের সামুগ্রিক বর্তমান জলবায়ু ও পরিবেশ বজায় থাকার পিছনে কাজ করছে।

জীবমণ্ডল

জীবমণ্ডল হচ্ছে পৃথিবীর সমগ্র ইকোসিস্টেমগুলির যোগফল। এটিকে বলা যেতে পারে পৃথিবীর জীবনের এলাকা, একটি সংযুক্ত প্রক্রিয়া (পৃথিবীর অভ্যন্তরের সৌর এবং মহাবৈশ্বিক রেডিয়েশন এবং তাপ থেকে বিযুক্ত) এবং বৃহত্তরভাবে স্বনিয়ন্ত্রিত। অন্য কথায় পৃথিবীর বাইরের স্তরে অবস্থিত বায়ু, ভূমি, পানি ও জীবিত বস্তুসমূহের সমষ্টিকে জীবমণ্ডল বোঝায়। জীবনের অস্তিত্বের সঙ্গেই জীবমণ্ডলের সম্পর্ক। জীবমণ্ডলের বিস্তৃতি ওপর-নিচে ২০ কিলোমিটারের মতো ধরা হলেও মূলত অধিকাংশ জীবনের অস্তিত্ব দেখা যায় হিমালয় শীর্ষের উচ্চতা থেকে ৫০০ মিটার নিচের সামুদ্রিক গভীরতার মধ্যেই। এখানে জীবকুল ৪.১ বিলিয়ন বছর পূর্বে বসবাস শুরু করে।

গ্রহের প্রাণী জগৎ একটি বাসযোগ্য বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলে, কখন কখনও এই সবগুলোকে একসাথে বলা হয়ে থাকে "জীবমণ্ডল"। ধারণা করা হয়ে থাকে পৃথিবীর জীবমণ্ডলের গঠন শুরু হয় প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন বছর আগে। এই জীবমণ্ডলটি বেশ কিছু বায়োম দ্বারা বিভক্ত, প্রচুর পরিমাণে একই ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণি একই বায়োমে বসবাস করে। ভূমিতে, মূলত বায়োমকে বিভক্ত করা যায় অক্ষাংশের পার্থক্য থেকে, সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা থেকে এবং আর্দ্রতা থেকে। সুমেরু অঞ্চলের বা অ্যান্টারর্টিক বৃত্তের স্থলজ বায়োসের ক্ষেত্রে, অধিক উঁচু অক্ষাংশে বা অত্যন্ত শুষ্ক এলাকায় প্রাণি ও উদ্ভিদ তুলনামুলকভাবে নেই বললেই চলে বা এগুলো হল বিরান অঞ্চল; প্রজাতির বৈচিত্র্য সবচাইতে বেশি পরিমাণ দেখা যায় নিরক্ষীয় অঞ্চলের আদ্রতাপূর্ণ নিম্নভূমিতে। জুলাই ২০১৬ তে, বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সকল জীবিত জীবের উপর নিরীক্ষা চালিয়ে ৩৫৫ সেট জিনকে চিহ্নিত করেছেন লাস্ট ইউনিভার্সাল কমন এনসেস্টর হিসাবে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ভূমি ব্যবহার

আনুমানিক মানুষের ভূমি ব্যবহার, ২০০০ সালে।	
ভূমি ব্যবহার	মেগাহেক্টর
শষ্যভূমি	১,৫১০–১,৬১১
চারণভূমি	২,৫০০–৩,৪১০
প্রাকৃতিক বনভূমি	৩,১৪৩–৩,৮৭১
রোপনকৃত বনভূমি	১২৬–২১৫
শহর এলাকা	৬৬–৩৫১
অব্যবহৃত, উৎপাদনযোগ্য ভূমি	৩৫৬–৪৪৫

মানুষ পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করেছে। এদের মধ্যে যেগুলিকে অনবায়নযোগ্য সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়, যেমন জীবাশ্ম জ্বালানি, এগুলি কেবল মাত্র ভূতাত্ত্বিক সময়ের নিরিখে পুনর্নবায়িত হয়।

ভূত্বকে জীবাশ্ম জ্বালানির বিশাল ভাণ্ডার আহরণ করা হয়। এগুলির মধ্যে কয়লা, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস উল্লেখযোগ্য। এই মজুদগুলি মানুষ কেবল শক্তি উৎপাদন নয়, রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবেও ব্যবহার করে। এছাড়া আকরিক সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূত্বকে খনিজ আকরিক মজুদও গঠিত হয়েছে। লাভা, ভূমিক্ষয় এবং পাতভিত্তিক ভূত্বকীয় গঠনের ফলে এই আকরিকগুলি তৈরি হয়েছে। এই আকরিক মজুদগুলি অনেক ধাতু এবং অন্যান্য উপকারী মৌলিক পদার্থের ঘনীভূত উৎস হিসেবে গণ্য হয়।

পৃথিবীর জীবমণ্ডল মানুষের জন্য প্রচুর জীবতত্ত্বিক উপাদান তৈরি করে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত খাদ্য, কাঠ, ঔষধপত্র, অক্সিজেন, এবং বিভিন্ন জৈব বর্জ্যকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলে। ভূমি ভিত্তিক

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাস্তুতন্ত্র নির্ভর করে মাটির উপরের দিকের উপর ও পরিষ্কার পানির উপর, এবং সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র নির্ভর করে এতে মিশ্রিত নিউট্রিয়েন্টের উপর যা ভূমি থেকে ধুয়ে সমুদ্রের পানিতে পৌছায়। ১৯৮০ সালের হিসাব অনুসারে, ৫,০৫৩ মেগাহেক্টর (৫০.৫৩ মিলিয়ন কি.মি.^{২}) পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের এলাকা জুড়ে ছিল বনভূমি ও বনাঞ্চল, ৬,৭৮৮ মেগাহেক্টর (৬৭.৮৮ মিলিয়ন কি.মি.^{২}) এলাকা ছিল তৃণভুমি ও চরণভুমি, এবং ১,৫০১ মেগাহেক্টর (১৫.০১ মিলিয়ন কি.মি.^{২}) এলাকা ছিল খাদ্যশষ্য চাষের শষ্যভূমি। আনুমানিক সেচ ভূমির পরিমাণ ১৯৯৩ সালে ছিল ২৪,৮১,২৫০ বর্গকিলোমিটার (৯,৫৮,০২০ মা^{২})। মানুষ ভূমিতে বসবাস করার জন্য নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করে বাড়ি ঘর তৈরি করে।

প্রাকৃতিক এবং পরিবেশগত সমস্যা

বায়ুমণ্ডলে গরম ছাই ছড়াচ্ছে অগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের সময়।

পৃথিবী পৃষ্ঠের একটি বৃহত্তম এলাকায় চরম আবহাওয়া যেমন উষ্ণমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, হ্যারিকেন, বা টাইফুন দেখা যায়, যা ঐ সকল এলাকার জীবনযাত্রার উপর গাঢ় প্রভাব ফেলে। ১৯৮০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত, এই ধরনের ঘটনায় প্রতি বছর গড়ে ১১,৮০০ জন মারা যায়। অসংখ্য স্থান রয়েছে যেখানে প্রায়শই ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, সুনামি, অগ্নুৎপাত, টর্নেডো, ভূমি চ্যুতি, প্রবল তুষারপাত, বন্যা, খরা, দাবানল ও অন্যান্য জলবায়ুর পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ ঘটে।

বিভিন্ন স্থানের বাতাস ও পানির দূষণ মানব সৃষ্ট দূষণ ঘটে থাকে, ফলে সৃষ্টি হয় অ্যাসিড বৃষ্টি ও বিষাক্ত উপাদান, বনভূমি ধ্বংসের কারণে (অধিক পশুচারণ ভূমি, অরণ্যবিনাশ, মরুকরণ, বণ্যপ্রাণীর বিনাশ, প্রজাতির বিলুপ্তি, মাটির অধঃপতন, ভূমির বিনাশ ও ভূমিক্ষয়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

একটি বৈজ্ঞানিক ঐক্যমত্য রয়েছে মানব জাতির শিল্পায়নের ফলে নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের কারণে বৈশ্বিক ভূমণ্ডলীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি ঘটছে। ধারণা করা হয় যে এর ফলশ্রুতিতে জলবায়ুর পরিবর্তন যেমন হিমবাহ এবং বরফের স্তর গলে যাচ্ছে, আরও চরম তাপমাত্রার সীমা দেখা যাচ্ছে, একইসাথে আবহাওয়ারও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটছে এবং বিশ্বব্যাপী গড় সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মানবীয় ভূগোল

মানচিত্রাঙ্কনবিদ্যা, মানচিত্র তৈরির অধ্যয়ন ও অনুশীলনের একটি বিদ্যা এবং ভূগোল হল ভূমি, বৈশিষ্ট্য, বাসবাসকারী এবং পৃথিবীর ঘটনাসমূহের অধ্যয়ন, একই সাথে এটি ঐতিহাসিকভাবে পৃথিবীকে চিত্রিত করার একটি নিয়মে পরিনত হয়েছে। মাপজোখ (Surveying), হল অবস্থান ও দুরত্বের পরিমাপ ব্যবস্থা, এবং ন্যাভিগেশন হল সুক্ষ পরিমাপ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে অবস্থান ও দিক পরিমাপ করা যায়, মানচিত্রাঙ্কনবিদ্যা ও ভূগোলের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা এবং যথাযথভাবে নির্ণয়ের জন্য এটির উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে।

৩১ অক্টোবর ২০১১ তারিখ পর্যন্ত পৃথিবীতে মানব সংখ্যার পরিমাণ আনুমানিক গিয়ে দাঁড়িয়েছে সাত বিলিয়ন। ভবিষ্যত বাণীগুলি ইঙ্গিত দেয় যে, ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের জনসংখ্যার পরিমাণ ৯.২ বিলিয়ন হবে। ধারণা করা হয় সবচাইতে বেশি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। মানুষের জনসংখ্যার ঘনত্ব বিশ্বের সব জায়গায় সমান নয়, কিন্তু একটি বেশির ভাগ অংশ বাস করে এশিয়া মহাদেশে। ২০২০ সাল নাগাদ, আশা করা হয় বিশ্বের ৬০% মানুষ বাস করবে শহর এলাকায়, গ্রাম্য এলাকায় না থেকে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

হিসাব করা যায় যে, পৃথিবীর পৃষ্ঠের আট ভাগের এক ভাগ জায়গা মানুষের বসবাসের জন্য উপযুক্ত – যেহেতু পৃথিবীর উপরিভাগের চার ভাগের তিন ভাগ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত, এর ফলে এর মাত্র এক ভাগ অংশ হল ভূমি। এই ভূমির অর্ধেক স্থান জুড়ে রয়েছে মরুভূমি (১৪%), উচ্চ পর্বতমালা (২৭%), বা অন্যান্য অনুপযুক্ত খাদ এলাকা। পৃথিবীর সর্বোচ্চ উত্তর দিকের স্থায়ী স্থাপনাটি রয়েছে এলার্টে, যা নুনাভুট, কানাডার এললেসমেয়ার আইল্যান্ডে অবস্থিত (৮২°২৮′ উত্তর), পৃথিবীর সর্বোচ্চ দক্ষিণ দিকের স্থায়ী স্থাপনাটি হল আমুন্ডসেন- স্কট সাউথ পোল স্টেশন, অ্যান্টারটিকায়, একেবারেই প্রায় দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি, (৯০°দক্ষিণ)।

স্বাধীন সার্বভৌম দেশগুলো শুধু মাত্র কিছু অংশ বাদ দিয়ে গ্রহটির প্রায় পুরো ভূমির সবটাই নিজেদের বলে দাবী করে, বাদ দেয়া অংশ গুলোর মধ্যে হল অ্যান্টারটিকার কিছু অংশ, দানিউব নদীর পশ্চিম তীর বরাবর কয়েক খন্ড জমি, মিশর ও সুদানের সীমান্তের অদাবীকৃত এলাকা "বির টাউইল"। ২০১৫ অনুযায়ী, ১৯৩ টি সার্বভৌম রাষ্ট্র রয়েছে পৃথিবীতে যা জাতিসংঘের সদস্য দেশ হিসাবে অন্তর্ভূক্ত, এছাড়াও দুটি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র ও ৭২ টি নির্ভরশীল অঞ্চল এবং সীমিত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রাষ্ট্র রয়েছে। পৃথিবীতে কখনই একটি একক সার্বভৌম সরকার তৈরি হয়নি যার পুরো বিশ্বের উপর কর্তৃত ছিল, যদিও বা কিছু জাতি-রাষ্ট্র বিশ্ব আধিপত্যের জন্য যুদ্ধ করেছে এবং ব্যর্থ হয়েছে।

জাতিসংঘ বিশ্ব ব্যাপী আন্ত-রাষ্ট্রীয় সংস্থা হিসাবে কাজ করে, এটা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে দেশগুলো মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার লক্ষ্যে নিয়ে, সশস্ত্র বিরোধ যাতে না ঘটে। ইউএন প্রধানত আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক আইনের ফোরাম হিসাবে কাজ করে। যদি সদস্য রাষ্ট্র সমূহ সম্মতি প্রদান করে, এটি সশস্ত্র হস্তক্ষেপের জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করা প্রথম মানুষ হলেন ইউরি গ্যাগারিন, ১২ এপ্রিল ১৯৬১ সালে। ৩০ জুলাই ২০১০ অনুযায়ী, সর্বমোট, প্রায় ৪৮৭ জন মানুষ মহাকাশে ও পৃথিবীর কক্ষপথে ভ্রমণ করেছেন, এবং, এদের মধ্যে, বার জন চাঁদের মাটিতে হেঁটেছেন। সাধারণ ভাবে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে অবস্থান করা মানুষরাই একমাত্র মহাকাশের অবস্থান করা মানুষ। এই স্টেশনের কর্মীদলটি, গঠন করা হয় ৬ জন মানুষ নিয়ে, যাদের প্রতি ৬ মাস অন্তর অন্তর পরিবর্তন করা হয়। পৃথিবী থেকে মানুষ সবচাইতে দূরের দূরত্ব ভ্রমণ করেছে ৪০০,১৭১ কি.মি., যা অর্জন করা হয়েছে অ্যাপোলো ১৩ অভিযানে ১৯৭০ সালে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

অধ্যায় ২

বিভিন্ন মহাদেশ ও দেশ পরিচিতি

একনজরে মহাদেশ পরিচিতি

মহাদেশ	আয়তন (বর্গ কিমি)	লোকসংখ্যা	দেশ সংখ্যা (স্বাধীন)	জাতিসংঘ সদস্য	সর্বোচ্চ স্থান (মিটার)	সর্বনিম্ন স্থান (মিটার)
এশিয়া	৪,৪৪,৯৩,০০০	৪১৬ কোটি ৪২ লাখ	৫৪	৪৮	মাউন্ট এভারেস্ট (৮৮৫০)	মৃত সাগর (-৪০০)
আফ্রিকা	২,৯৮,০০,৪৫০	১০৩ কোটি ২৫ লাখ	৫৬	৫৪	কিলিমাঞ্জারো (৫৯৬৩)	লেক আসাল (-১৫৬)
উত্তর আমেরিকা	২,৪৩,২৩১০০	৫৬ কোটি ৫২ লাখ	২৩	২৩	ম্যাককিনলে (৬১৯৪)	ডেথ ভ্যালি (-৮৬)
দক্ষিন আমেরিকা	১,৭৫,৯৯,০৫০	৩৮ কোটি ৫৭ লাখ	১২	১২	আকাঙ্গাগুয়া (৬৯৫৯)	পেনিনসুলা (৪০)
ইউরোপ	১,০৫,৩০,৭৫০	৭৪ কোটি ২৪ লাখ	৪৮	৪৬	মাউন্ট এলবুর্জ (৫৬৩৩)	কাস্পিয়ান সাগর (-২৮.০)
ওশেনিয়া	৭৬,৮৭,১২০	৩ কোটি ৬৬ লাখ	১৪	১৪	পুসাক জায়া (৪৮৮৪)	লেক আয়ার (-১১৬)
এন্টার্কটিকা	১,৫২,০৪,৫০০	১ হাজার ১০৬ জন	----------	----------	ভিনসন মাসিক (৪৮৯৭)	বেন্টলে সাগ্লাসিয়াল ট্রেঞ্চ (-২৫৫.৫)
মোট	১৪,৮৯,৫০,৩২০	৬৯২ কোটি ৬৬ লাখ	২০৪	১৯৩	----------	----------

RAISUL ISLAM HRIDOY

অবস্থান	মহাদেশ	রাষ্ট্র (আয়তন)	রাষ্ট্র (জনসংখ্যা)	মহাসাগর
বৃহত্তম	এশিয়া	রাশিয়া	চীন	প্রশান্ত বা প্যাসিফিক
ক্ষুদ্রতম	ওশেনিয়া	ভ্যাটিকান	ভ্যাটিকান	উত্তর বা আর্কটিক

পৃথিবীর অঞ্চলসমূহ

	আফ্রিকা	কেন্দ্রীয় · পূর্ব · উত্তর · দক্ষিণ · পশ্চিম
	আমেরিকা	ক্যারিবিয়া · কেন্দ্রীয় · ল্যাটিন · উত্তর · উত্তরাঞ্চলীয় · দক্ষিণ
	এশিয়া	কেন্দ্রীয় · পূর্ব · উত্তর · দক্ষিণ · দক্ষিণ-পূর্ব · পশ্চিমাঞ্চলীয়
	ইউরোপ	কেন্দ্রীয় · পূর্ব · উত্তর · দক্ষিণ · পশ্চিম
	ওশেনিয়া	অস্ট্রালেশিয়া · মেলানেশিয়া · মাইক্রোনেশিয়া · পলিনেশিয়া
	অ্যান্টার্কটিকা	
	মেরু	উত্তর · দক্ষিণ
	মহাসাগরসমূহ	প্রশান্ত · আটলান্টিক · ভারত · দক্ষিণ · আর্কটিক

RAISUL ISLAM HRIDOY

পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের অবস্থান

আফ্রিকা	অ্যান্টার্কটিকা	এশিয়া	অস্ট্রেলিয়া	ইউরোপ	উত্তর আমেরিকা	দক্ষিণ আমেরিকা

আফ্রো-ইউরেশিয়া	আমেরিকা	ইউরেশিয়া	ওশেনিয়া

RAISUL ISLAM HRIDOY

এশিয়া মহাদেশ

RAISUL ISLAM HRIDOY

এশিয়া মহাদেশ পরিচিতি

এশিয়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে জনবহুল মহাদেশ, প্রাথমিকভাবে পূর্ব ও উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত। এটি ভূপৃষ্ঠের ৮.৭% ও স্থলভাগের ৩০% অংশ জুড়ে অবস্থিত। আনুমানিক ৪৩০ কোটি

মানুষ নিয়ে এশিয়াতে বিশ্বের ৬০%-এরও বেশি মানুষ বসবাস করেন। অধিকাংশ বিশ্বের মত, আধুনিক যুগে এশিয়ার বৃদ্ধির হার উচ্চ। উদাহরণস্বরূপ, বিংশ শতাব্দীর সময়, এশিয়ার জনসংখ্যা প্রায় চারগুণ বেড়ে গেছে, বিশ্ব জনসংখ্যার মত।

এশিয়ার সীমানা সাংস্কৃতিকভাবে নির্ধারিত হয়, যেহেতু ইউরোপের সাথে এর কোনো স্পষ্ট ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা নেই, যা এক অবিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের গঠন যাকে একসঙ্গে ইউরেশিয়া বলা হয়। এশিয়ার সবচেয়ে সাধারণভাবে স্বীকৃত সীমানা হলো সুয়েজ খাল, ইউরাল নদী, এবং ইউরাল পর্বতমালার পূর্বে, এবং ককেশাস পর্বতমালা এবং কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণে। এটা পূর্ব দিকে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং উত্তরে উত্তর মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত। ইউরাল পর্বতমালা, ইউরাল নদী, কাস্পিয়ান সাগর, কৃষ্ণসাগর এবং ভূমধ্যসাগর দ্বারা এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশ দুটি পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন। এছাড়া লোহিত সাগর ও সুয়েজ খাল এশিয়া মহাদেশকে আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সংকীর্ণ বেরিং প্রণালী একে উত্তর আমেরিকা মহাদেশ থেকে পৃথক করেছে। উল্লেখ্য, বেরিং প্রণালীর একদিকে অবস্থান করছে এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত রাশিয়ার উলেনা এবং অপর পাশে উত্তর আমেরিকা মহাদেশের অন্তর্গত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা। এই প্রণালীটির সংকীর্ণতম অংশটি মাত্র ৮২ কি•মি• চওড়া, অর্থাৎ বেরিং প্রণালীর এই অংশ হতে উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দূরত্ব মাত্র ৮২ কি•মি•।

এর আকার এবং বৈচিত্র্যের দ্বারা, এশিয়ার ধারণা – একটি নাম ধ্রুপদি সভ্যতায় পাওয়া যায় - আসলে ভৌত ভূগোলের চেয়ে মানবীয় ভূগোলের সাথে আরো বেশি সম্পর্কিত। এশিয়ার অঞ্চল জুড়ে জাতিগোষ্ঠী, সংস্কৃতি, পরিবেশ, অর্থনীতি, ঐতিহাসিক বন্ধন এবং সরকার ব্যবস্থার মাঝে ব্যাপকভাবে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ইতিহাস

এশিয়ার ইতিহাস বিভিন্ন প্রান্তিক উপকূলীয় অঞ্চলের স্বতন্ত্র ইতিহাস হিসেবে দেখা যায়ঃ পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য, যা এশিয়ার মধ্য প্রান্তর দ্বারা যুক্ত।

এশিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলগুলো পৃথিবীর প্রাচীনতম পরিচিত সভ্যতাগুলোর বিকাশস্থল, যা উর্বর নদী উপত্যকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। সভ্যতাগুলোতে মেসোপটেমিয়া, সিন্ধু উপত্যকা ও হুয়াংহো অনেক মিল রয়েছে। এই সভ্যতাগুলো প্রযুক্তি এবং ধারনা বিনিময় করতে পারে, যেমন গণিত ও

RAISUL ISLAM HRIDOY

চাকা। অন্যান্য উদ্ভাবন, যেমন লিখন রিতি, প্রতিটি সভ্যতায় পৃথকভাবে বিকশিত হয়েছে বলে মনে হয়। শহর, রাজ্য এবং সাম্রাজ্য এসব নিম্নভূমিতে বিকশিত হয়।

কেন্দ্রীয় প্রান্তীয় অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে অশ্বারোহী যাযাবর দ্বারা অধ্যুষিত ছিল, যারা কেন্দ্রীয় প্রান্তীয় অঞ্চল থেকে এশিয়ার সব অঞ্চল পৌঁছাতে পারতো। কেন্দ্রীয় প্রান্তীয় অঞ্চল থেকে প্রাচীনতম বংশের বিস্তার হলো ইন্দো-ইউরোপীয়, যারা তাদের ভাষা মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া, চীনের সীমানা পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিলো। এশিয়ার উত্তরদিকের শেষ সীমায় অবস্থিত সাইবেরিয়া প্রান্তীয় যাযাবরদের জন্য দুর্গম ছিলো মূলত ঘন বন, জলবায়ু এবং তুন্দ্রার জন্য। এই এলাকা খুব জনবিরল ছিল।

মধ্য এবং প্রান্তীয় অঞ্চল অধিকাংশই পর্বত ও মরুভূমি দ্বারা পৃথক ছিল। ককেশাস, হিমালয় পর্বতমালা ও কারাকোরাম, গোবি মরুভূমি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে, যা প্রান্তীয় অশ্বারোহী কেবল পার হতে পারে। যখন শহুরে নগরবাসী আরো উন্নত ছিলো প্রযুক্তিগতভাবে ও সামাজিকভাবে, তখন অনেক ক্ষেত্রেই তারা প্রান্তীয় অশ্বারোহীর আক্রমণের বিরুদ্ধে সামরিক ভাবে সামান্যই করতে পারতো। যাইহোক, এসব নিম্নভূমিতে যথেষ্ট উন্মুক্ত তৃণভূমি নেই যা বিশাল অশ্বারোহী বাহিনীর যোগান দিতে পারবে; এই এবং অন্যান্য কারণে, যাযাবরেরা চীন, ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ জয় করে তাদের স্থানীয় সমৃদ্ধিশালী সমাজে মিশে যেতে পেরেছিলো।

৭ম শতকে মুসলিম বিজয় চলাকালে, ইসলামিক খিলাফত মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়া জয় করে। পরবর্তিতে ১৩শ শতকে মোঙ্গল সাম্রাজ্য এশিয়ার অনেক বড় অংশ জয় করে, যা চীন থেকে ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত। মোঙ্গল আক্রমণ করার আগে, চীন এ প্রায় ১২০ মিলিয়ন মানুষ ছিল; আক্রমণের পরবর্তি আদমশুমারিতে ১৩০০ সালে প্রায় ৬০ মিলিয়ন মানুষ ছিল।

রাশিয়ান সাম্রাজ্য ১৭শ শতক থেকে এশিয়া বিস্তৃত হয়, এবং শেষ পর্যন্ত ১৯শ শতকের শেষ নাগাদ সাইবেরিয়া এবং অধিকাংশ মধ্য এশিয়া নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ১৬শ শতক থেকে উসমানীয় সাম্রাজ্য আনাতোলিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা এবং বলকান অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। ১৭শ শতকে, মাঞ্চুরা চীন জয় করে এবং চিং রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে। এদিকে ১৬শ শতক থেকে ইসলামী মুঘল সাম্রাজ্য অধিকাংশ ভারত শাসন করতে থাকে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

ভূগোল ও জলবায়ু

এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। এটা পৃথিবীর মোট ভূপৃষ্ঠের ৮.৮% ভাগ (বা ৩০% ভাগ স্থল), এবং বৃহত্তম তটরেখা ৬২,৮০০ কিলোমিটার (৩৯,০২২ মা)। এশিয়া সাধারণত ইউরেশিয়ার পাঁচ ভাগের চার ভাগ নিয়ে পূর্ব দিকে অবস্থিত। এটা সুয়েজ খাল ও ইউরাল পর্বতমালার পূর্বে, ককেশাস পর্বতমালা, কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত। এটা পূর্ব দিকে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত, এবং উত্তরে উত্তর মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত। এশিয়া মহাদেশে ৪৮টি দেশ আছে, তাদের দুটি (রাশিয়া ও তুরস্ক) দেশের ইউরোপে অংশ আছে।

এশিয়ার অত্যন্ত বিচিত্র জলবায়ু এবং ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য আছে। জলবায়ুর পরিধি আর্কটিক, উপআর্কটিক (সাইবেরিয়া) থেকে দক্ষিণ ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ক্রান্তীয় অবধি বিস্তৃত। এর দক্ষিণ-পূর্ব অংশ জুড়ে আর্দ্র ও অভ্যন্তরে শুষ্ক। পশ্চিম এশিয়ায় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দৈনিক তাপমাত্রা পরিসর দেখা যায়।হিমালয় পর্বমালার কারণে মৌসুমি সঞ্চালন দক্ষিণ ও পূর্ব অংশ জুড়ে প্রাধান্য পায়। মহাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অংশ উষ্ণ। উত্তর গোলার্ধের মধ্যে সাইবেরিয়া অন্যতম শীতলতম অঞ্চল, এবং উত্তর আমেরিকা জন্য আর্কটিক বায়ুভরের একটি উৎস হিসাবে কাজ করে। ট্রপিকাল সাইক্লোনের জন্য পৃথিবীতে সবচেয়ে সক্রিয় জায়গা উত্তরপূর্বে ফিলিপাইন ও দক্ষিণ জাপান। মঙ্গোলিয়ার গোবি মরুভূমি ও আরব মরুভূমি মধ্যপ্রাচ্যের অনেকটা জুড়ে প্রসারিত। চীনের ইয়ানজে নদী মহাদেশের দীর্ঘতম নদী। নেপাল ও চীনের মধ্যকার হিমালয় পর্বতমালা বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা পর্বতশ্রেণী। বৃষ্টিপ্রধান ক্রান্তীয় বনাঞ্চল দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে প্রসারিত ও সরলবর্গীয়, পর্ণমোচী বনাঞ্চল উত্তরে প্রসারিত।

অর্থনীতি

সিঙ্গাপুর বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ততম বন্দর এবং বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম বৈদেশিক বিনিময় বাণিজ্য কেন্দ্র।

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির ক্রম

ক্রম	দেশ	জিডিপি (PPP, 2014) millions of ইউএসডি
১	গণচীন	১৮,০৮৮,০৫৪
২	ভারত	৭,৪১১,০৯৩
৩	জাপান	৪,৭৬৭,১৫৭
৫	ইন্দোনেশিয়া	২,৬৮৫,৮৯৩
৬	দক্ষিণ কোরিয়া	১,৭৮৩,৯৫০
৭	সৌদি আরব	১,৬০৯,৬২৮
৮	তুরস্ক	১,৫১৪,৮৫৯
৯	ইরান	১,৩৫৭,০২৮
১০	তাইওয়ান	১,০৭৮,৭৯২

এশিয়া দ্বিতীয় বৃহত্তম নমিনাল জিডিপি সব মহাদেশগুলোর মধ্যে ইউরোপের পরে, কিন্তু ক্রয়ক্ষমতা সমতায় বৃহত্তম। ২০১১ সালের হিসাবে, এশিয়ার বৃহত্তম অর্থনীতি চীন, জাপান, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া। বৈশ্বিক অফিস অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ২০১১-এ, অফিসে অবস্থানে এশিয়ার আধিপত্য ছিল, শীর্ষ ৫-এ ৪টিই এশিয়ার হংকং, সিঙ্গাপুর, টোকিও, সিওল ও সাংহাই। প্রায় ৬৮ শতাংশ আন্তর্জাতিক সংস্থার হংকং-এ অফিস আছে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

১৯৯০ দশকের শেষ দিকে এবং ২০০০-এর শুরুতে, চীনের অর্থনীতি এবং ভারতের অর্থনীতি দ্রুত হারে বাড়ছে, উভয়ের গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৮% এর বেশি।

এশিয়ার মধ্যে সাম্প্রতিক খুব উচ্চ প্রবৃদ্ধি দেশগুলোঃ ইসরায়েল, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মঙ্গোলিয়া, উজবেকিস্তান, সাইপ্রাস ও ফিলিপাইন, এবং খনিজ সমৃদ্ধ দেশগুলির মধ্যে রয়েছে কাজাখস্তান, তুর্কমেনিস্তান, ইরান, ব্রুনাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, সৌদি আরব, বাহরাইন এবং ওমান।

অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ অ্যাঙ্গাস মাড্ডিসন তার বই *দ্য ওয়ার্ল্ড ইকোনমি: এ মিলেনিয়াম পারস্পের্ক্টিভ*-এ উল্লেখ করেন, ভারত ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ও ০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ সময়ে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি ছিল।

চীন পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক সময়ের জন্য বৃহত্তম এবং সবচেয়ে উন্নত অর্থনীতি ছিল, মধ্য ১৯ শতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য (ব্রিটিশ ভারত বাদে) দখল করা আগ পর্যন্ত।

বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কয়েক দশক ধরে, জাপান এশিয়ার বৃহত্তম অর্থনীতি এবং পৃথিবীর যেকোন একক জাতির দ্বিতীয় বৃহত্তম, ১৯৮৬-তে সোভিয়েত ইউনিয়নকে অতিক্রম করার পরে (নেট বস্তুগত পণ্য পরিমাপে) এবং ১৯৬৮-তে জার্মানিকে। (বিশেষ দ্রষ্টব্য: কিছু অতিপ্রাকৃত অর্থনীতি বৃহত্তম, যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (নাফটা) অথবা এপেক)। এটা ২০১০-এ শেষ হয় যখন চীন জাপানকে অতিক্রম করে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি হয়। ১৯৮০ দশকের শেষভাগ ও ১৯৯০ দশকে শুরুতে, জাপানের জিডিপি শুধুমাত্র (বর্তমান বিনিময় হার পদ্ধতি), বাকি দেশগুলোর সম্মিলিত জিডিপির সমান ছিলো। ১৯৯৫ সালে জাপানের অর্থনীতি, বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সমান হয়ে গেছিলো এক দিনের জন্য, জাপানি মুদ্রা পরে ৭৯ ইয়েন/মার্কিন $ উচ্চ রেকর্ডে পৌঁছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ১৯৯০ দশক পর্যন্ত, এশিয়ার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জাপান কেন্দ্রীভূত ছিলো, এছাড়াও প্রশান্ত রিমের চারটি অঞ্চলে বিস্তৃত ছিলো, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং ও সিঙ্গাপুর। এই চারটি অঞ্চল এশিয়ান টাইগার্স পরিচিত, যারা সকলে উন্নত দেশ এবং এশিয়ার মাথাপিছু সর্বোচ্চ জিডিপি অর্জনকারী। পূর্বানুমান অনুসারে, ২০২০ সালে ভারত নমিনাল জিডিপিতে জাপানকে অতিক্রম করবে। গোল্ডম্যান শ্যাস অনুযায়ী, ২০২৭ সালে চীন বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি হবে। বিভিন্ন বাণিজ্য ব্লক আছে, যার মাঝে আসিয়ান সবচেয়ে উন্নত।

RAISUL ISLAM HRIDOY

এশিয়া বিশ্বের বৃহত্তম মহাদেশ এবং এটা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ যেমন পেট্রোলিয়াম, বন, মৎস্য, পানি, তামা ও রূপা। এশিয়ায় উৎপাদন, পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ঐতিহ্যগতভাবে শক্তিশালী বিশেষ করে চীন, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ভারত, ফিলিপাইন ও সিঙ্গাপুর। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় বহুজাতিক কর্পোরেশনের আধিপত্য আছে, কিন্তু চীন ও ভারত ক্রমবর্ধমানভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান থেকে বহু কোম্পানি সস্তা শ্রমের প্রচুর যোগান এবং তুলনামূলকভাবে উন্নত অবকাঠামোর সুযোগ গ্রহণ করে এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশে কার্যক্রম চালাচ্ছে।

সিটিগ্রুপ অনুসারে, ১১-র মধ্যে ৯ টি বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি উৎপাদক দেশ এশিয়ার, জনসংখ্যা এবং আয় বৃদ্ধির দ্বারা চালিত। তারা হলো বাংলাদেশ, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, মঙ্গোলিয়া, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা ও ভিয়েতনাম। এশিয়ার চারটি প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্র আছেঃ টোকিও, হংকং, সিঙ্গাপুর ও সাংহাই। কল সেন্টার ও ব্যবসা প্রসেস আউটসোর্সিং (BPOs) ভারত ও ফিলিপাইনে প্রধান নিয়োগকারী হয়ে উঠছে, অত্যন্ত দক্ষ, ইংরেজি ভাষাভাষী কর্মীর সহজলভ্যতার কারণে। আউটসোর্সিং বর্ধিত ব্যবহারের কারণে আর্থিক কেন্দ্র হিসাবে ভারত ও চীনের উত্থানকে সহায়তা করে। বড় এবং প্রতিযোগিতামূলক তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের কারণে, ভারত আউটসোর্সিং জন্য প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

২০১০ সালে, এশিয়ায় ৩৩ লক্ষ মিলিওনেয়ার ছিল (বাড়ি ব্যতীত মার্কিন $১ মিলিয়ন বেশি আয়করা মানুষ), উত্তর আমেরিকার সামাণ্য নিচে ৩৪ লক্ষ মিলিওনেয়ার। গত বছর এশিয়া ইউরোপকে অতিক্রম করে। সম্পদ প্রতিবেদন ২০১২-এ সিটি গ্রুপ উল্লেখ করে যে এশীয় সেন্তা-মিলিওনেয়ার উত্তর আমেরিকার সম্পদ কব্জা করে প্রথমবারের মত, তা পূর্বে পাঠানো অব্যাহত থাকে। ২০১১-এর শেষ নাগাদ, ১৮,০০০ এশীয় মানুষ বিশেষ করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, চীন ও জাপানের যাদের কমপক্ষে $১০০ মিলিয়ন নিষ্পত্তিযোগ্য সম্পদ, যখন উত্তর আমেরিকায় তা ১৭,০০০ জন এবং পশ্চিম ইউরোপে ১৪,০০ জন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

এশিয়ার সংস্কৃতি (নোবেল পুরস্কার)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতীয় বাঙ্গালী কবি, নাট্যকার, এবং লেখক, ১৯১৩ সালে প্রথম এশীয় হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলংকার জাতীয় সঙ্গীতের লেখক।

অন্যান্য এশীয় লেখকদের মধ্যে যারা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছে তারা হলোঃ ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা (জাপান, ১৯৬৮), কেন্‌জাবুরো ওহয়ে (জাপান, ১৯৯৪), গাও শিংশিয়ান (চীন, ২০০০), ওরহান পামুক (তুরস্ক, ২০০৬), এবং মো ইয়ান (চীন, ২০১২)। অনেকে মার্কিন লেখক, পার্ল এস বাককে, একজন এশিয়ান নোবেল বিজয়ী বিবেচনা করে। একজন ধর্মপ্রচারকের কন্যা হিসেবে চীনে উল্লেখ্যযোগ্য সময় কাটিয়েছেন, এবং তার উপন্যাস, যথা *দ্য গুড আর্থ* (১৯৩১) এবং *মাদার* (১৯৩৩) এছাড়াও তার বাবা-মার চীনে থাকাকালীন সময়ের জীবনী, *দ্য এক্সাইল* ও *ফাইটিং এঞ্জেল* চীন প্রবাসের উপ ভিত্তি করে লেখা, যা তাকে ১৯৩৮ সালে নোবেল সাহিত্য পুরস্কার এনে দেয়।

এছাড়াও, ভারতের মাদার টেরিজা এবং ইরানের শিরিন এবাদি গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের জন্য তাদের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের অধিকারের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এবাদি প্রথম ইরানী এবং প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত।

আরেকজন নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মায়ানমারে অং সান সু চি সামরিক একনায়কতন্ত্র বিরুদ্ধে তার শান্তিপূর্ণ ও অহিংস সংগ্রামের জন্য। তিনি একজন অহিংস গণতন্ত্রপন্থী কর্মী, ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমক্রেসি ইন বার্মা-এর নেতা এবং একজন উল্লেখ্যযোগ্য কারাবন্দী। তিনি একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং ১৯৯১ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। অতি সম্প্রতি, চীনা ভিন্নমতাবলম্বী লিউ জিয়াবো নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন, চীনে মৌলিক মানবাধিকারের জন্য তার দীর্ঘ ও অহিংস সংগ্রামের জন্য। তিনি চীন মধ্যে বসবাস করার সময় নোবেল পুরস্কার লাভকারী প্রথম চীনা নাগরিক।

স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাওয়া প্রথম এশীয়। তিনি "আলোর বিক্ষিপ্ততার উপর তাঁর কাজের জন্য এবং রামন বিক্ষিপ্ততার আবিষ্কারের জন্য, (যা তাঁর নিজের নামে নামকরণ করা হয়)" পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

অমর্ত্য সেন, (জন্ম ৩ নভেম্বর, ১৯৩৩) একজন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ, যিনি কল্যাণ অর্থনীতি ও সামাজিক পছন্দ তত্ত্বে তার অবদানসমূহের জন্য অর্থনীতিতে ১৯৯৮ সালে নোবেল স্মারক পুরস্কার লাভ করেন। তার আগ্রহের বিষয়বস্তু সমাজের দরিদ্রতম সদস্যদের সমস্যা।

অন্যান্য এশীয় নোবেল বিজয়ীদের মধ্যে রয়েছে সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখর, আবদুস সালাম, রবার্ট আউমান, মেনাসেম বেগিন, এ্যারন চিচানোভার, আভরাম হেরর্সকো, ড্যানিয়েল কাহনেমান, শিমন পেরেজ, ইতযাক রাবিন, এডা ইয়োনাথ, ইয়াসির আরাফাত, হোজে র‍্যামন-হোর্তা, পূর্ব তিমুরের বিশপ কার্লোস ফিলিপ জিমেনেস বেলো, কিম দায়ে জং, এবং আরোও ১৩ জাপানি বিজ্ঞানী। বেশিরভাগ পুরস্কারপ্রাপ্ত জাপান এবং ইসরাইল থেকে, চন্দ্রশেখর ও রামন (ভারত), সালাম (পাকিস্তান), আরাফাত (ফিলিস্তিন), কিম (দক্ষিণ কোরিয়া), হোর্তা ও বেলো (পূর্ব তিমুর)। ব্যতীত।

২০০৬ সালে, বাংলাদেশের ড. মুহাম্মদ ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংক, যা একটি গোষ্ঠী উন্নয়ন ব্যাংক, (যা দরিদ্র মানুষ, বিশেষ করে বাংলাদেশের মহিলাদের টাকা ধার দেয়) প্রতিষ্ঠার জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। ডঃ ইউনুস শহরের ভ্যান্দারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি আন্তর্জাতিকভাবে ক্ষুদ্র ঋণ ধারণার জন্য পরিচিত, যার মাধ্যমে সামান্য অথবা কোন সমান্তরালের সঙ্গে দরিদ্র ও নিঃস্ব লোক টাকা ধার করতে পারবে। সাধারণত ঋণগ্রহীতারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা ফেরত দেয় এবং ঋণ খেলাপের হার খুব কম।

দালাই লামা তার আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক কর্মজীবনে প্রায় চুরাশিটি পুরস্কার পেয়েছেন। ২০০৬ সালের ২২ জুন, তিনি কানাডার গভর্নর জেনারেল কর্তৃক কানাডার সম্মানসূচক নাগরিকত্ব লাভ করেন, যা তার আগে মাত্র তিন জন লাভ করে। ২০০৫ সালের ২৮ মে, তিনি যুক্তরাজ্যের বৌদ্ধ সোসাইটি থেকে ক্রিসমাস হামফ্রে পুরস্কার পান। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯৮৯ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ।

এশিয়ার সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের তালিকা

এশিয়া মহাদেশে ৪৯টি সার্বভৌম দেশ আছে। সার্বভৌম দেশ বলতে কোন দেশ বা রাষ্ট্রের নিজের অভ্যন্তরীন এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে। *মন্টেভিডিও*

RAISUL ISLAM HRIDOY

কনভেনশন অনুযায়ী একটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান হল স্থায়ী জনগণ, নির্দিষ্ট সীমানা, সরকার এবং অন্য দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সক্ষমতা। প্রত্যেক দেশ জাতিসংঘের সদস্য, ফিলিস্তিন ছাড়া। ফিলিস্তিন বর্তমানে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র।

পতাকা	প্রতীক	দেশের নাম	জনসংখ্যা	আয়তন (কিমি²)	রাজধানী
		আফগানিস্তান	৩০,৪১৯,৯২৮	৬৪৭,৫০০	কাবুল
		আর্মেনিয়া	২,৯৭০,৪৯৫	২৯,৭৪৩	ইয়েরেভান
		আজারবাইজান	৯,৪৯৩,৬০০	৮৬,৬০০	বাকু
		বাহরাইন	১,২৪৮,৩৪৮	৭৬০	মানামা
		বাংলাদেশ	১৬৫,০৪৯,৩৬০	১৪৭,৫৭০	ঢাকা
		ভুটান	৭১৬,৮৯৬	৩৮,৩৯৪	থিম্পু
		ব্রুনাই	৪০৮,৭৮৬	৫,৭৬৫	বন্দর সেরি বেগাওয়ান
		মায়ানমার	৫৪,৫৮৪,৬৫০	৬৭৬,৫৭৮	নাইপিডো
		কম্বোডিয়া	১৪,৯৫২,৬৬৫	১৮১,০৩৫	প্নম পেন
		গণচীন	১,৩৪৩,২৩৯,৯২৩	৯,৫৯৬,৯৬১	বেইজিং
		সাইপ্রাস	১,০৯৯,৩৪১	৯,২৫১	নিকোসিয়া
		পূর্ব তিমুর	১,১৪৩,৬৬৭	১৪,৮৭৪	দিলি
		জর্জিয়া	৪,৫৭০,৯৩৪	৬৯,৭০০	তিবিলিসি
		ভারত	১,২০৫,০৭৩,৬১২	৩,২৮৭,২৬৩	নতুন দিল্লি
		ইন্দোনেশিয়া	২৪৮,৬৪৫,০০৮	১,৯০৪,৫৬৯	জাকার্তা
		ইরান	৭৮,৮৬৮,৭১১	১,৬৪৮,১৯৫	তেহরান

RAISUL ISLAM HRIDOY

		ইরাক	৩১,১২৯,২২৫	৪৩৮,৩১৭	বাগদাদ
		ইসরায়েল	৭,৫৯০,৭৫৮	২০,৭৭০	জেরুসালেম
		জাপান	১২৭,৩৬৮,০৮৮	৩৭৭,৯১৫	টোকিও
		জর্দান	৬,৫০৮,৮৮৭	৮৯,৩৪২	আম্মান
		কাজাখস্তান	১৭,৫২২,০১০	২,৭২৪,৯০০	আস্তানা
		কুয়েত	২,৬৪৬,৩১৪	১৭,৮১৮	কুয়েত সিটি
		কিরগিজিস্তান	৫,৪৯৬,৭৩৭	১৯৯,৯৫১	বিশকেক
		লাওস	৬,৫৮৬,২৬৬	২৩৬,৮০০	ভিয়েনতিয়েন
		লেবানন	৪,১৪০,২৮৯	১০,৪০০	বৈরুত
		মালয়েশিয়া	২৯,১৭৯,৯৫২	৩২৯,৮৪৭	কুয়ালালামপুর
		মালদ্বীপ	৩৯৪,৪৫১	২৯৮	মালে
		মঙ্গোলিয়া	৩,১৭৯,৯৯৭	১,৫৬৪,১১৬	উলানবাটর
		নেপাল	২৯,৮৯০,৬৮৬	১৪৭,১৮১	কাঠমান্ডু
		উত্তর কোরিয়া	২৪,৫৮৯,১২২	১২০,৫৩৮	পিয়ং ইয়াং
		ওমান	৩,০৯০,১৫০	৩০৯,৫০০	মাস্কাট
		পাকিস্তান	১৯০,২৯১,১২৯	৭৯৬,০৯৫	ইসলামাবাদ
		ফিলিস্তিন	৪,২৭৯,৬৯৯	৬,২২০	গাজা/রামাল্লাহ

RAISUL ISLAM HRIDOY

		ফিলিপাইন	৯৯,৮৩৩,৬০০	৩০০,০০০	ম্যানিলা
		কাতার	১,৯৫১,৫৯১	১১,৫৮৬	দোহা
		সৌদি আরব	২৬,৫৩৪,৫০৪	২,১৪৯,৬৯০	রিয়াদ
		সিঙ্গাপুর	৫,৩৫৩,৪৯৪	৬৯৭	সিঙ্গাপুর
		শ্রীলঙ্কা	২১,৪৮১,৩৩৪	৬৫,৬১০	কলম্বো
		দক্ষিণ কোরিয়া	৫০,০০৪,৪৪১	১০০,২১০	সিওল
		সিরিয়া	২২,৫৩০,৭৪৬	১৮৫,১৮০	দামেস্ক
		তাজিকিস্তান	৭,৭৬৮,৩৮৫	১৪৩,১০০	দুশান্বে
		থাইল্যান্ড	৬৭,০৯১,০৮৯	৫১৩,১২০	ব্যাংকক
		তুরস্ক	৭৯,৭৪৯,৪৬১	৭৮৩,৫৬২	আঙ্কারা
		তুর্কমেনিস্তান	৫,০৫৪,৮২৮	৪৮৮,১০০	আশখাবাদ
		সংযুক্ত আরব আমিরাত	৫,৩১৪,৩১৭	৮৩,৬০০	আবুধাবি
		উজবেকিস্তান	২৮,৩৯৪,১৮০	৪৪৭,৪০০	তাশখন্দ
		ভিয়েতনাম	৯১,৫১৯,২৮৯	৩৩১,২১২	হ্যানয়
		ইয়েমেন	২৪,৭৭১,৮০৯	৫২৭,৯৬৮	সানা

RAISUL ISLAM HRIDOY

এশিয়া মহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- এশিয়া মহাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ।
- আয়তন প্রায় ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ৯৩ হাজার বর্গ কি.মি।
- পৃথিবীর প্রায় ৩০ শতাংশই এশিয়ার অন্তর্গত।
- এশিয়ার বৃহত্তম দেশ ⇨ চীন। এই
- এশিয়ার ক্ষুদ্রতম দেশ ⇨ মালদ্বীপ।
- এশিয়ার বৃহত্তম মরুভূমি ⇨ গোবি মরুভূমি।
- এশিয়ার বৃহত্তম সাগর ⇨ চীন সাগর।
- এশিয়ার বৃহত্তম হ্রদ ⇨ কাস্পিয়ান। ৫
- এশিয়ার দীর্ঘতম নদী ⇨ ইয়াংসিকিয়াং (চীন)
- সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট (৮,৮৪৪.৪৬ মি.)
- এশিয়া মহাদেশের উত্তর আমেরিকা থেকে পৃথক হয়েছে ⇨ বেরিং প্রণালী দ্বারা।
- আফ্রিকা মহাদেশ পৃথক হয়েছে ⇨ লোহিত ও সুয়েজখাল দ্বারা।
- এশিয়া ইউরোপ হতে পৃথক করেছে ⇨ বসফরাস প্রণালী।
- এশিয়া এবং ইউরোপকে একত্রে বলা হয় ⇨ ইউরোশিয়া।
- তুরস্ক দেশটি ইউরোপ এবং এশিয়ার মাঝে অবস্থিত।
- এশিয়ার সর্বউত্তরের বিন্দু ⇨ চেলুসিকিনের অগ্রভাগ।
- একদেশ দুই নীতি কার্যকর ⇨ চীনে।
- ফালুগং যে দেশের নিষিদ্ধ সংগঠন- চীন।
- এশিয়ার যে দেশে সম্প্রতিক (২০০৬ সালে) সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে ⇨ থাইল্যান্ড।
- এশিয়ার সর্বশেষ স্বাধীনদেশ ⇨ পূর্বতিমুর।
- তিব্বতকে বলা হয় নিষিদ্ধ দেশ যেটি চীনের অন্তর্ভূক্ত।
- তিব্বতের ধর্মীয় নেতার উপাধি ⇨ দালাইলামা।
- পাকাতিয়া প্রদেশটি ⇨ আফগানিস্থানে অবস্থিত।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- বিরোধপূর্ণ বেলুচ প্রদেশটি পাকিস্থানে অবস্থিত। [সাম্প্রতিক সময়ে আকবর খাঁন বুগতিকে হত্যা করা হয়]
- কিরকুক, ফালুজা প্রদেশ দুটি ইরাকে অবস্থিত। [উলেখ যে ইরাকে মোট ১৮ টি প্রদেশ রয়েছে]
- আলোচিত ভলকা রিপোর্টে ইরাকে তেলের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে ব্যাক্তি বিশেষ সুবিধা গ্রহনের আলোচনায় ভারতের নটবর সিংহ পদত্যাগ করতে বাধা হন।
- কনফুসিয়াস ছিলেন ⇒ চীনের দার্শনিক।
- জাভা মানুষের উদ্ভব ⇒ ইন্দোনেশিয়ায়।
- পিংকি মানুষের উদ্ভব ⇒ চীনে।
- হাইডেল বার্গ মানুষের উদ্ভব ⇒ জার্মানীতে।
- এশিয়ার বৃহত্তম তৈল খনি ⇒ সৌদি আরব "গাওয়ার"।
- মোট মজুদের ২৫% সৌদি আরব।
- 'আদম চিহ্ন' বা আদম শৃঙ্গ ⇒ শ্রীলংকায় অবস্থিত।
- ইস্পাহান ও বুশেহর শহরে ইরানের পরমাণবিক জালানী কেন্দ্র গুলো অবস্থিত।
- কারবালা শহরটি ইরাকে ফোরাত নদী তীরে অবস্থিত।
- বেথেলহেম জায়গাটি জেরুজালেম নিকট অবস্থিত।
- গোলান মালভূমি ⇒ সিরিয়া ও ইসরাঈল সীমান্তে অবস্থিত।
- ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাঈল এটি দখল করে নেয়।
- সিনাই উপত্যকা মিশরে অবস্থিত।
- ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাঈল এটি দখল করে নেয়। পরে শান্তি চুক্তির বিনিময়ে এটি ফেরত দেয়।
- মোহেনজোদেরো সভ্যতা পাকিস্তানে গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন এখানে রয়েছে।
- মেসোপটেমিয়া সভ্যতা ⇒ ইরাকে গড়ে উঠেছিল।
- এশিয়ার যে দেশে NATO শান্তি রক্ষী বাহিনী কর্মরত আফগানিস্থান [লেবানন- ইসরাঈল সীমান্তে NATO বাহিনী নিয়োগের চুক্তি হয়েছে]।
- এশিয়ার দীর্ঘতম নদী ইয়াংসিকিয়াং ⇒ চীনে (৫৯৮০ কি.মি)।
- চীনের দুঃখ ⇒ হোয়াংহো।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- চীনের শস্য প্রদেশ ⇨ হুনান।
- পৃথিবীর শুল্কমুক্ত দেশ ⇨ হংকং।
- এশিয়ার বৃহত্তম মুসলিম দেশ ⇨ ইন্দোনেশিয়া।
- এশিয়ার ব্যস্ততম সমুদ্র বন্দর ⇨ সিংগাপুর সমুদ্র বন্দর।
- দি টাইগার অব বাইসাইকেল বলা হয় ⇨ ভিয়েতনাকে।
- মাওবাদীদের সাথে নেপাল সরকারের চুক্তি হয় ⇨ ২২ নভেম্বর ২০০৬।
- উত্তর কোরিয়া পরমাণবিক বোমার বিস্ফোরন ঘটায় ⇨ ৯ অক্টোবর ২০০৭।

এশিয়ার বৃহত্তম যা কিছু

- বৃহত্তম দেশ আয়তনে ⇨ গণচীন,১৩.৩৬ কোটি(বিশ্বে ১ম)।
- বৃহত্তম হ্রদ ⇨ কাস্পিয়ান সাগর (বিশ্বে ১ম)
- গভীরতম হ্রদ ⇨ বৈকাল হ্রদ, ১৬২০মি. গভীর (বিশ্বে ১ম)।
- বৃহত্তম লবনাক্ত হ্রদ ⇨ কাস্পিয়ান সাগর
- বৃহত্তম দ্বীপ ⇨ বোর্নিও
- বৃহত্তম সাগর ⇨ গণচীন সাগর
- বৃহত্তম উপদ্বীপ ⇨ ভারত
- বৃহত্তম ব-দ্বীপ বনাঞ্চল ⇨ সুন্দরবন
- বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত ⇨ কক্সবাজার
- বৃহত্তম শহর জনসংখ্যায় ⇨ টোকিও (বিশ্বে ১ম)
- বৃহত্তম পর্বত—হিমালয়) (বিশ্বে ১ম)
- বৃহত্তম বিমানবন্দর ⇨ বাদশা আব্দুল আজিজ বিমানবন্দর (বিশ্বে ১ম)
- বৃহত্তম ও দীর্ঘতম প্রাচীর ⇨ চীনের প্রাচীর, ৩৯৯০ কি.মি.(বিশ্বে ১ম)
- বৃহত্তম ফুল ⇨ রেফলেশিয়া (জাভা) (বিশ্বে ১ম)
- বৃহত্তম কাব্য ⇨ মহাভারত (বিশ্বে ১ম)
- বৃহত্তম মরুভূমি ⇨ অ্যারাবিয়ান (বিশ্বে ১ম)।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- ⌘ দীর্ঘতম নদী ➾ ইয়াংসিকিয়াং
- ⌘ সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ➾ মাউন্ট এভারেস্ট, ৮৮৫০মি, (বিশ্বে ১ম)।
- ⌘ সংবাদ সংস্থা➾ BSS,ENA,UNB(Bangladesh) PTI,UNI(India) NCNA,XINHUA(China) APP,PPI(Pakistan) IRANA(Iran) INA(Iraq), FPS, GNN (Japan) SPA (Saudi Arab)
- ⌘ দীর্ঘতম ঝুলন্ত সেতু ➾ আকাশী কাইকিও সেতু (জাপান) (বিশ্বে ১ম)
- ⌘ উচ্চতম দেশ ➾ তিব্বত (বিশ্বে ১ম)।
- ⌘ উচ্চতম টাওয়ার ➾ পেট্রোনাস টাওয়ার,মালয়েশিয়া
- ⌘ উচ্চতম মালভূমি ➾ পামীর মালভূমি,৪৮৭৭মি. (বিশ্বে ১ম)।
- ⌘ দীর্ঘতম সেতু ➾ সানজুয়েনিকা ৪৮২৮মি. ফিলিপাইন
- ⌘ নদীবহুল মহাদেশ ➾ এশিয়া
- ⌘ পবিত্র নগরী ➾ জেরুজালেম
- ⌘ কম ঘনবসতিপূর্ণদেশ ➾ মঙ্গোলিয়া (বিশ্বে ১ম)।

এশিয়া মহাদেশের "দেশ-রাজধানী ও মুদ্রার" নামসমূহ

দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রার নাম
বাংলাদেশ	ঢাকা	টাকা
ভারত	নয়াদিল্লী	রুপি
পাকিস্তান	ইসলামাবাদ	রুপি
শ্রীলংকা	শ্রী জয়বর্ধনপুর কোট	রুপি
নেপাল	কাঠমুন্ডু	রুপি
ভুটান	থিম্পু	গুলড্রাম

RAISUL ISLAM HRIDOY

মালদ্বীপ	মালে	রুপিয়া
মায়ানমার	নাইপিদো	কিয়াত
আফগানিস্তান	কাবুল	আফগানি
ইন্দোনেশিয়া	জাকার্তা	রুপিয়া
মালেশিয়া	কুয়ালালামপুর	রিঙ্গিত
সিঙ্গাপুর	সিঙ্গাপুর সিটি	ডলার
থাইল্যান্ড	ব্যাংকক	বাথ
ভিয়েতনাম	হ্যানয়	ডং
লাওস	ভিয়েন তিয়েন	কিপ
কম্বোডিয়া	নমপেন	রিয়েল
ব্রুনাই	বন্দর সেরী	ডলার
পূর্ব তিমুর	দিলি	রুপাইয়া
ফিলিপাইন	ম্যানিলা	পেসো
কাজাকিস্তান	আলমাআতা	টেঙোর টেঙ্গে
কিরগিজিস্তান	বিশবেক	সোম
তাজিকিস্তান	দুশানবে	রুবল
তুর্কমেনিস্তান	আশাখাবাদ	মানাত
উজবেকিস্তান	তাশখন্দ	সোম
আজারবাইজান	বাকু	মানাত
চীন	বেইজিং	উয়ান

RAISUL ISLAM HRIDOY

জাপান	টোকিও	ইয়েন
উত্তর কোরিয়া	পিয়ংইয়ং	ওয়োন
দক্ষিণ কোরিয়া	সিউল	ওয়োন
তাইওয়ান	তাইপে	তাইওয়ান ডলার
মঙ্গোলিয়া	উলান বাটর	তুঘরিক
বাহরাইন	মানামা	দিনার
ইরান	তেহরান	রিয়াল
ইরাক	বাগদাদ	দিনার
ইসরাইল	জেরুজালেম	শেকেল
জর্ডান	আম্মান	দিনার
কুয়েত	কুয়েত সিটি	দিনার
লেবানন	বৈরুত	পাউন্ড
ওমান	মাসকট	ওমানি রিয়াল
কাতার	দোহা	রিয়াল
সৌদি আরব	রিয়াদ	রিয়াল
সিরিয়া	দামেস্ক	পাউন্ড
ইয়েমেন	সানা	রিয়াল
সংযুক্ত আরব আমিরাত	আবুধাবি	দিরহাম
তুরস্ক	আঙ্কারা	লিরা

RAISUL ISLAM HRIDOY

ফিলিস্তিন	রামাল্লা	দিনার

এশিয়ার ইতিহাস

- ভারতে কয় কক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট রয়েছে? উঃ দুই কক্ষ বিশিষ্ট।
- ভারতে দুই কক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের নামগুলো কি কি? উঃ রাজ্যসভা ও লোকসভা ।
- ভারতে রাজ্যসভার মোট আসন সংখ্যা কত? উঃ ২৫০ টি (২৩৮টি নির্বাচিত এবং ১২টি সংরক্ষিত)।
- ভারতে লোকসভার মোট আসন সংখ্যা কত? উঃ ৫৫২ টি (৫৫০টি নির্বাচিত এবং ২টি সংরক্ষিত)।
- ভারতে লোকসভার কত আসনে বর্তমানে নির্বাচন হয়? উঃ ৫৪৩ টি।
- ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর কোন মহিলা গর্ভনর নিযুক্ত হন? উঃ সরোজিনী নাইডু।
- মহাত্মা গান্ধী দক্ষিন আফ্রিকা থেকে কবে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন? উঃ ০৯ জানুয়ারী ১৯১৫।
- মহাত্মা গান্ধী কবে নিহত হয়েছিলেন? উঃ ৩০ জানুয়ারী, ১৯৪৮ (বিড়লা হাউজে)।
- বিড়লা হাউসের বর্তমান নাম কি? উঃ গান্ধী সদন।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এসউইচ বধ্যভূমিতে কত লোককে হত্যা করা হয়েছিল? উঃ ১৫ লক্ষ।
- ভারতের কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি কে? উঃ সোনিয়া গান্ধী।
- মাদার তেরেসা কবে মৃত্যুবরণ করেন? উঃ ০৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭।
- জালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড কবে হয়েছিল? উঃ ০৯ জানুয়ারী ১৯১৫।
- জালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড কে নেতৃত্ব দিয়েছিল? উঃ জেনারেল রেজিল্যান্ড ডায়ার।
- জালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডে কয়জন নিহত ও আহত হয়েছিলেন? উঃ ৫০০ ও ১,৫০০ জন।
- ভারত-চীন যুদ্ধ কবে সংগঠিত হয়? উঃ ১১ অক্টোবর, ১৯৬২।
- ইন্দিরা গান্ধী কবে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন? উঃ ৩১ অক্টেবর ১৯৮৪।
- ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবের জনক কে? উঃ জওহরলাল নেহেরু।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- তাসখন্দ চুক্তি কবে সাক্ষরিত হয়? উঃ ১১ জানুয়ারী ১৯৬৬।
- ভারতের রাজ্যসভার চেয়ারম্যান কে? উঃ উপ-রাষ্ট্রপতি।
- ভারতের প্রথম অকংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী কে? উঃ মোরারজি দেশাই।
- পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মূখ্যমন্ত্রী কে? উঃ মমতা বন্দোপাধ্যায়
- ভারত কবে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়? উঃ ১৮ মে ১৯৭৪।
- ইবনে বতুতা করে ভারত গমন করেন? উঃ ১৩৩৩ সালে।
- ভাস্কো-দা-গামা কবে কালিকট বন্দরে আগমন করেন? উঃ ১৪৪৮ সালে।
- পর্তুগীজরা কবে গোয়া দখল করে? উঃ ১৫১০ সালে।
- শেরশাহ কবে হুমায়নকে পরাজিত করে দিল্লীর মসনদ দখল করে? উঃ ১৫৩৯ সালে।
- সম্রাট আকবরের নির্দেশে কবে জিজিয়া কর প্রত্যাহার করা হয়? উঃ ১৫৬৪ সালে।
- আকবর কবে দীন ই এলাহি ধর্ম প্রবর্তন করেন? উঃ ১৫৮২ সালে।
- ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে বিখ্যাত সিমলা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল কবে। উঃ ৩ জুলাই ১৯৭২ সালে।
- মনসবদারী প্রথার প্রচলন করেন কোন সম্রাট? উঃ সম্রাট আকবর।
- গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া কার সম্মানে নির্মিত হয়? উঃ ব্রিটেনের রাজা জর্জ।
- ভারতে সিয়াচেন জায়গাটি কোন সীমান্তে অবস্থিত? উঃ ভারত-পাকিস্তান সিমান্তে।
- ব্রিটেনে কবে ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠা ঘটে? উঃ ১৬০০ সালে।
- উগ্র জাতীয়তাবাদী হিন্দুরা কবে বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে? উঃ ০৬ ডিসেম্বর ১৯৯২।
- ভারতের ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ অবস্থিত? উঃ অযোধ্যায়।
- ইংল্যান্ডের রাণীকে কবে ভারতের সম্রাট ঘোষনা করা হয়? উঃ ১৮৭৭ সালে।
- ভারত রক্ষা আইন প্রণীত হয় কোন সালে? উঃ ১৯১৫ সালে।
- সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে কোন দেশের গণতন্ত্রের ইতিহাস দীর্ঘদিনের? উঃ ভারত।
- কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নবাদীদের প্রধান জোট কোনটি? উঃ অল পাটি হুরিয়াত কনফারেন্স।
- ফুলনদেবীকে কত তারিখে খুন করা হয়? উঃ ২৫ জুলাই, ২০০১।
- ভারতের (বর্তমান) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কবে প্রথম শপথ গ্রহন করেন? উঃ ২৬ মে, ২০১৪।
- নরেন্দ্র মোদি বর্তমানে ভারতের কততম প্রধানমন্ত্রী? উঃ ১৭ তম।
- ভারতের লাোকসভার প্রথম মহিলা স্পিকার কে? উঃ মীরা কুমার।
- কত তারিখে ভারতের কিংবদন্তী বনদস্যু বীরাপ্পন নিহত হয়? উঃ ১৮ অক্টোবর, ২০০৪।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- ভারতের অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায় গঠিত কমিশনটির নাম কি? উঃ লিবারহ্যান কমিশন।
- ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার নাম কি? উঃ (RAW) র'।
- 'ব্লাক ক্যাট' কোন দেশের কমান্ডো বাহিনী? উঃ ভারত।
- ভারতের পশ্চিম বঙ্গের নতুন নাম কি? উঃ বাংলা প্রদেশ।
- 'সীমান্ত গান্ধী" নামে পরিচিত কে ছিলেন? উঃ আবদুল গাফফার খান।
- টিপু সুলতান কে ছিলেন? উঃ মহীশুরের শাসনকর্তা।
- বোমা বিস্ফোরণে ভারতের রাজীব গান্ধী কবে নিহত হয়? উঃ ২১ মে ১৯৯১।
- রাজীব গান্ধী হত্যার সাথে জরিত মহিলা কোন সংগঠনের সদস্যা? উঃ এল.টি.টি.আই।
- রাজীব গান্ধীকে হত্যার জন্য বোমা বহনকারী আত্মঘাতী মহিলার নাম কি? উঃ থানু।
- বেফোর্স কেলেংকারীর সাথে জড়িত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী? উঃ রাজীব গান্ধী।
- বেফোর্স কোন দেশের অস্ত্র উৎপাদন ও বিক্রয়কারী সংস্থা? উঃ সুইডেন।
- ভারতের কোন রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শত শত মুসলিম নর-নারী নিহত হয়? উঃ গুজরাট।
- ভারতের বিখ্যাত তিনমূর্তি ভবনটি কোথায় অবস্থিত? উঃ নয়াদিল্লী।
- ভারতের গোলযোগপূর্ণ 'অনন্তনাগ' শহরটি অবস্থিত? উঃ কাশ্মীরে।
- কোন দেশটিকে 'দ্য ল্যান্ড অব থান্ডার ড্রাগন' বলা হয়? উঃ ভূটানকে।
- ভূটানের প্রথম উত্তরাধিকারী ভিত্তিক রাজা ক্ষমতায় আসে কবে? উঃ ১৭ ডিসেম্বর ১৯০৭
- জিগমে সিংগে ওয়াংচুক কবে ভূটানের রাজা নিযুক্ত হন? উঃ ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে।
- ভূটানে কবে গনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত হয়? উঃ ১৯৬৯ সালে।
- মায়ানমার করে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল? উঃ ১ এপ্রিল, ১৯৩৭।
- মায়ানমারের চলমান সামরিক শাসন শুরু হয় কবে? উঃ ১৯৬২ সালে।
- কোন দেশে ১৯৬২ সালের পর আদৌ কোন গনতন্ত্র চর্চা হয়নি? উঃ মায়ানমারে।
- অং সান সুচি রাজনৈতিক দলের নাম কি? উঃ এনএলডি (ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসী)।
- অং সান সুচি কবে এনএলডি গঠন করেন? উঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ সাল।
- বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাভো বন্দর নায়েক কোন দেশের অধিবাসী? উঃ শ্রীলঙ্কা।
- এলটিটিই-র জন্ম হয় কবে? উঃ ১৯৭৮ সালে।
- শ্রীলংকার তামিল গেরিলাদের প্রধান কে ছিলেন? উঃ ভিলু পিল্লাই প্রভাকরন।
- ভিলু পিল্লাই প্রভাকরণ কবে শ্রিলঙ্কার সেনা বাহিনীর হাতে নিহত হন? উঃ ১৮ মে, ২০০৯।
- ইসলামী বিশ্বের প্রথম মহিলা সরকার প্রধান কে? উঃ বেনজীর ভূট্রো।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- বেনজির ভুট্টোর কবে জন্ম গ্রহণ করে? উঃ ২১ জুন, ১৯৫৩।
- বেনজির ভুট্টোর কবে আত্মঘাতি হামলায় নিহত হন? উঃ ২৭ ডিসেম্বর, ২০০৭।
- আফগানিস্তানকে কে প্রজাতন্ত্র ঘোষনা করেন? উঃ দাউদ খাঁ।
- নেপালের রাজা বীরেন্দ্র ও স্ত্রী ঐশ্বর্যসহ রাজ পরিবারের ১০ জন সদস্য নিহত হয় কবে? উঃ ২৯ জুন, ২০০১।
- কোন দেশ বিশ্ব মতামত অগ্রাহ্য করে ভাস্কর্য ভান্ডার কাজ সম্পন্ন করে? উঃ আফগানিস্তান।
- সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে মাথাপিছু আয় সব চাইতে বেশী কোন দেশের? উঃ মালদ্বীপে।
- এশিয়ার কোন দেশের নিজস্ব সেনাবাহিনী নেই? উঃ মালদ্বীপে।
- মায়ানমার সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে কি বলা হয়? উঃ লুন্টিন।
- ভারত ও শ্রীলংকার মধ্যে রামেশ্বর দ্বীপ, মান্নার দ্বীপ এবং আরো কয়েকটি দ্বীপ রয়েছে এগুলোকে একত্রে কি বলা হয়? উঃ সেতু বন্ধ।
- নেপাল সরকারের প্রধান কার্যালয় কোথায়? উঃ সিংহ দরবার।
- কোন দেশের ৮০% জুড়ে কারাকুম মরুভূমি অবস্থিত? উঃ তুর্কমেনিস্তান।
- তিয়েন মান পর্বতমালার উপর অবস্থিত কোন দেশ? উঃ কিরঘিজস্তান।
- জাপান করে কোরিয়া দখল করে? উঃ ১৯১০ সালে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করে কোরিয়া হস্তক্ষেপ করে? উঃ ২৯ আগষ্ট, ১৯৫০ সালে।
- উত্তর ও দক্ষিন কোরিয়া কবে বিভক্ত হয়? উঃ ১৫ আগষ্ট, ১৯৪৫।
- কবে দক্ষিন কোরিয়া রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে? উঃ ১৫ আগষ্ট, ১৯৪৫।
- কবে উত্তর কোরিয়া দক্ষিন কোরিয়াকে আক্রমন করে? উঃ ২৫ জুন, ১৯৫০।
- কবে কোরিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটে? উঃ ২৭ জুলাই, ১৯৫৩।
- দুই কোরিয়া পুনঃ একত্রীকরণের লক্ষ্যে যৌথ ঘোষনা দেওয়া হয়? উঃ ৪ জুলাই, ১৯৭২।
- দক্ষিন কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিভাবে নির্বাচিত হন? উঃ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে।
- দক্ষিন কোরিয়ার জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা কত? উঃ ২৯৯ টি।
- চীনের প্রথম বিদেশ-জাত শাসক কে ? উঃ কুবলাই খান।
- চীনের সর্বশেষ সম্রাটের নাম কি ? উঃ সম্রাট লুই।
- সম্রাট লুই কবে সিংহাসন ত্যাগ করেন ? উঃ ১৯১২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি।
- চীনের সংবিধান সংশোধনর ব্যাপারে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কে ? উঃ চীন কংগ্রেস।
- বর্তমান ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টি কোন সালে চীনের ক্ষমতা গ্রহণ করে ? উঃ ১৯৪৯ সালে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- চীনের কাছে হংকং হস্তান্তর করা হয় ? উঃ ১৯৯৭ সালের ১ জুলাই।
- হংকং এ বৃটিশ শাসনের অবসানের পর সেখানে প্রথম গভর্নও হিসেবে কে দায়িত্ব নেন ? উঃ তুং চি হুয়া।
- হংকং চীনের অন্তর্ভূত হওয়ার পর কবে প্রথমবারের মত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ? উঃ ২৪ এপ্রিল, ১৯৯৮।
- পর্তুগীজ কবে চীনের কাছে ম্যাকাও হস্তান্তর করে ? উঃ ১৯৯৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর।
- পর্তুগাল কবে ম্যাকাও হস্তান্তরের ঘোষণা দেয় ? উঃ ১৯৮৭ সালে।
- ফালুন গং কি ? উঃ চীনের একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন।
- ফালুন গং এর উত্থান ঘটে কোন সালে? উঃ ১৯৯২ সালে।
- চীনের সরকার কবে ফালুন গং আন্দোলন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ? উঃ ১৯৯৯ সালের ২২ জুলাই।
- ফালুন গং আন্দোলনের মূল নেতা কে? উঃ রী হং ঝি।
- চীন কৰে তিব্বতে ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করে ? উঃ ২৭ মে ১৯৫১ সালে।
- মাঞ্চুরিয়া বিষয়ে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে কবে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ? উঃ ১৯০২ সালের ৮ এপ্রিল।
- চীনের কাছে রাশিয়া কবে মাঞ্চুরিয়া হস্তান্তর করে ? উঃ ১৮ জুলাই ১৯০২ সালে।
- চীনের সঙ্গে তাইওয়ান কৰে সরাসরি বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় ? উঃ ২২ মার্চ ২০০০।
- চীনে কৰে দাস প্রথা অবলুপ্ত হয়েছে ? উঃ ১৯১০ সালের ১০ মার্চ।
- চীনে কবে দু'হাজার বছরের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে ? উঃ ১৯১১ সালের ১০ অক্টোবর।
- চীন প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট কে? উঃ ডঃ সান ইয়াং সেন।
- ডঃ সান ইয়াং সেন কবে চীনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন ? উঃ ১৯১১ সালের ১৯ ডিসেম্বর।
- কবে চীনে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়? উঃ ১৯২১ সালের ৩০ জুন।
- চীন-যুক্তরাষ্ট্র পারমাণু অস্ত্র বিস্তাররোধ চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়? উঃ ১৯৯৪ সালের ৪ অক্টোবর।
- চীন-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কপিরাইট চুক্তি করে স্বাক্ষরিত হয়? উঃ ১১ মার্চ ১৯৯৫ সালে।
- চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে কৰে “বেইজিং-সিউল চুক্তি সম্পাদিত হয়? উঃ ১৯৯৪ সালের ৩১ অক্টোবর।
- চীন কবে সেনাবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক ঘোষণা করে ? উঃ ১৯৯৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- কবে ভারত-চীন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে ? উঃ ১৯৬২ সালের ১১ অক্টোবর।
- মাও জে দং কবে চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ডাক দেন ? উঃ ১৯৬৬ সালের ১১ জানুয়ারি।
- চীন কবে প্রথম হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় ? উঃ ১৯৬৭ সালের ১৭ জুন।
- জাতিসংঘ কৰে চীনের সদস্যপদ খারিজ করে ? উঃ ১৯৫০ সালের ১ আগস্ট।
- পুনরায় চীন কবে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হয় ? উঃ ১৯৭১ সালের ২৫ অক্টোবর।
- কবে ব্রিটেন হংকং এর সর্বশেষ নৌ ঘাঁটিটি বন্ধ করে দেয়? উঃ ১৯৯৭ সালের ১১ এপ্রিল।
- চীনের 'গ্রেট ওয়াল' (প্রাচীর) কোন সালে নির্মাণ শুরু হয়েছিল ? উঃ খ্রিষ্টপূর্ব ২১৪ সালে।
- চীনে কবে লং মার্চের শুরু হয় ? উঃ ১৯৩৪ সালের ১৬ সেপ্টম্বর।
- মাও জে দং এর লং মার্চ শুরু হয় কবে? উঃ ১৯৩৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর।
- মাও জে দং কবে গণপ্রজাতী চীনের ঘোষণা দান করেন? উঃ ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর।
- চীন কবে কোরিয়ার যুদ্ধে যুক্ত হয়েছিল ? উঃ ১৯৫০ সালের ২৮ নভেম্বর।
- দালাইলামা কোন দেশের ধর্মীয় নেতা ? উঃ তিব্বতের।
- দালাইলামা কবে তিলত পরিত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন ? উঃ ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৯ সালে।
- চীনের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান হুজিনতাও কবে দেশের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ? উঃ ১৫ মার্চ , ২০০২ সালে।
- চীনে মোট কয়টি প্রদেশ রয়েছে? উঃ ২২ টি।
- চীনের অবিসংবাদিত নেতা চৌ এন লাই কৰে মৃত্যুবরন করেন? উঃ ১৯৭৬ সালে।
- তিয়েন আনমেন স্কোয়ার কোথায় অবস্থিত? উ বেইজিং।
- গ্রেট হল কোথায় অবস্থিত? উঃ মস্কোতে।
- হংকং-এ কবে চীনের শাসন ব্যবস্থা বলবৎ হয়? উঃ ১ জুলাই, ১৯৯৭।
- হংকং কত বছরে বৃটেনের অধীনে ছিল? উঃ ১৫৬ বছর।
- ম্যাকাও কত বছর পর্তুগালের অধীনে ছিল? উঃ ৪৪৩ বছর।
- ম্যাকাও কবে চীনের অন্তভক্ত হয়? উঃ ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৯।
- কোন সালে জাপানের সামন্ত ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে? উঃ ১৮৭১ সালে।
- কোন সালে জাপানের সামন্ত ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে? উঃ ১৮৭১ সালে।
- রুশ জাপান যুদ্ধ কবে শুরু হয়েছে? উঃ ০৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪।
- জাপানের বিসমার্ক প্রিন্স ইটো কবে নিহত হন? উঃ ২৬ অক্টোবর ১৯০৯।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- জাপান সম্রাট হিরোহিতো কবে মৃত্যুবরন করেন? উঃ ০৭ জানুয়ারী, ১৯৮৯।
- আকিহিতো জাপানের কততম সম্রাট? উঃ ১২৫ তম
- বর্তমানে (২০১৯) জাপানের সম্রাট? উঃ নারোহিতো।
- জাপানের সম্রাট আকিহিতো পেশায় কি ছিলেন? উঃ সমুদ্র জীববিজ্ঞানী।
- সূর্যদেবতা আমাতেরাসুর বংশধর কারা? উঃ জাপানের সম্রাটরা।
- জাপান সাগর ও পীত সাগরের মধ্যে অবস্থিত? উঃ কোরিয়া উপদ্বীপ।
- বিতর্কিত শাখালিন দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত জাপানের কোন দিকে? উঃ উত্তরে।
- জাপান কবে কোরিয়া অধিকার করে? উঃ ২২ আগষ্ট ১৯১০।
- জাপান কবে সাংহাই অধিকার করে? উঃ ২৮ জানুয়ারী, ১৯৩২।
- জাপান কবে লীগ অফ নেশনস পরিত্যাগ করে? উঃ ১৫ মার্চ, ১৯৩৩।
- জাপান কবে চীন আক্রমন করে? উঃ ৭ জুলাই, ১৯৩৭।
- জাপানের বর্তমান সংবিধান কবে প্রণীত হয়? উঃ ১৯৪৭ সালে।
- জাপানের প্রথম মহিলা পররাষ্ট্র মন্ত্রির নাম কি? উঃ মাকিকো তানাকা।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত জাপান এশিয়ার কোন দেশ দখল করে রেখেছিল? উঃ কোরিয়া।
- কোন সালে জাপান তাইওয়ান দখল করে? উঃ ১৮৯৫ সালে।
- চীন জাপান থেকে তাই ওয়ানকে পুনরুদ্ধার করে কোন সালে? উঃ ১৯৪৫ সালে।
- তাইওয়ান কবে জাতিসংঘ কর্তৃক বহিস্কৃত হয়? উঃ ২৫ অক্টোবর, ১৯৭১।
- কখন থেকে তাইওয়ানে গনতান্ত্রিক সংস্কার কাজ শুরু করে? উঃ ১৯৮০ সালে।
- কোন সালে তাইওয়ানের সামরিক শাসনের অবসান ঘটে? উঃ ১৯৮৭ সালে।
- ১৯৪৯ সালের পর কবে তাইওয়ানে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? উঃ ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯২ সালে।
- কোন দেশকে দ্বৈত রাজনৈতিক দেশ বলা হয়? উঃ তাইওয়ান।
- তাইওয়ানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকা একমাত্র দেশ কোনটি? উঃ ভ্যাটিকান।
- কতটি দ্বীপ নিয়ে ফিলিপাইন দেশটি গড়ে উঠেছে? উঃ ৭১০০ টি দ্বীপ।
- ফিলিপাইন কবে স্বাধীনতা অর্জন করে? উঃ ৪ জুলাই, ১৯৪৬।
- 'সুবিক বে' কিসের জন্য বিখ্যাত ছিল? উঃ ফিলিপাইনের অবস্থিত মার্কিন নৌ ঘাটি।
- ফিলিপাইনের সুবিক বে’ থেকে মার্কিন নৌঘাটি কোথায় স্থানান্তরিত করা হয়? উঃ সিঙ্গাপুরে।
- Mora National Llceration Front (MNLF) কোন দেশের স্বাধীনতাকামী সংগঠনের নাম? উঃ ফিলিপাইন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- আবু সায়াফ কোন দেশের গেরিলা সংগঠনের নাম? উঃ ফিলিপাইন।
- এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম বিমান ঘাটি? উঃ কার্ক।
- ইরাক কবে স্বাধীনতা লাভ করে? উঃ ১৯৩২ সালে।
- সাদ্দাম হোসেন কবে ইরাকের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আসীন হন? উঃ ১৯৭৯ সালে।
- ইরাক কবে কুয়েত দখল করে? উঃ ২ আগষ্ট, ১৯৯০।
- ইরাক কবে কুয়েতকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে? উঃ ১০ নভেম্বর, ১৯৯৪।
- ইরাক-ইরান যুদ্ধের প্রধান কারন কি? উঃ শাতিল-আরব জলপথের নিয়ন্ত্রন।
- প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের স্থায়িত্ব ছিল কত দিন? উঃ ৮৬ দিন।
- ইরাক কুয়েতকে দখল করে কততম প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করেছিল? উঃ ১৯ তম।
- উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাক কর্তৃক দখলকৃত সৌদি শহরটির নাম কি? উঃ ফজি।
- ইরাক-ইরান যুদ্ধবিরতি চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়? উঃ ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮।
- ইরাকের নেতা আহমেদ ছালাবির রাজনৈতিক দলের নাম কি? উঃ ইরাক ন্যাশনাল কংগ্রেস (আইএনসি)।
- যুদ্ধোত্তর ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন জোট বিরোধী দলটির নাম কি? উঃ ন্যাশনাল ইরাকী লিবারেশন।
- মার্কিন জেনারেল টমি ফ্রাঙ্ক কর্তৃক কবে ইরাকের বাথ পার্টি বিলুপ্ত ঘোষিত হয়? উঃ ১১ মে, ২০০৩।
- ইরাকের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন কবে মার্কিন বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন? উঃ ১৩ ডিসেম্বর, ২০০৩।
- প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন কোথায় মার্কিন বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন? উঃ তিকরিতে খামার বাড়ীতে।
- সাদ্দাম হোসেনের বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতির নাম কি? উঃ সালেম চালাবী।
- ইরাকের শিয়াপন্থি মার্কিন বিরোধী গেরিলা গ্রুপের নাম কি? উঃ মাহাদী আর্মি।
- সাদ্দাম হোসেনকে গ্রেফতারে পরিচালিত অভিযান পরিচালনা করেন উঃ মাহাদী আর্মি।
- ইরাকের জাতীয় নির্বাচনে কোন জোট জয়লাভ করে? উঃ শিয়া জোট ইউনাইটেড ইরাকি এলায়েন্স।
- শিয়া জোটের শীর্ষ নেতা কে? উঃ আয়াতুল্লাহ আলী আল সিসতানী।
- গ্রীন জোন কি? উঃ বাগদাদে মার্কিন বাহিনীর সুরক্ষিত সদর দপ্তর।
- ইরানে কবে জনপদ গড়ে ওঠে? উঃ প্রায় ৩,০০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- কবে পারস্য সাম্রাজ্যর গোড়া পত্তন ঘটে? উঃ ৫০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে।
- ইরানে কবে ইসলামী প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়েছে? উঃ ০১ এপ্রিল, ১৯৭৯।
- ইয়েমেনে কবে প্রথম জনবসতি গড়ে উঠেছিল? উঃ ২০০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে।
- কোথায়, কার নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনে ইসরাইলের জন্য হয়? উঃ তেল আবিবের যাদুঘরে ডেভিড বেনগুরিনের নেতৃত্বে।
- ইসরাইল রাষ্ট্র কবে গঠিত হয়? উঃ ১৫ মে, ১৯৪৮।
- ইসরাইল কবে মিশর আক্রমন করে? উঃ ১৯৫৬ সালে।
- ইসরাইল-ফিলিস্তিনের মধ্যে কবে হেবরন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়? উঃ ১৫ জানু, ১৯৯৭।
- ইসরাইলের কোন প্রধানমন্ত্রী আততায়ীর গুলিতে নিহত হন? উঃ আইজ্যাক রবিন (৪ নভেম্বর, ১৯৯৫)।
- আইজ্যাক রবিনের হত্যাকারী কে? উঃ বার ইলান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইগাল আমির।
- 'মোসাদ' কি? উঃ ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা।
- ইহুদিবাদ আন্দোলনের প্রবক্তা কে? উঃ থিওডোর হার্জল।
- কবে মিশর-সিরিয়া যৌথভাবে ইসরাইল আক্রমন করে? উঃ ০৬ অক্টোবর, ১৯৭৩।
- কোন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির উদ্যোক্তা ছিলেন? উঃ জিমি কার্টার।
- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়? উঃ ১৯৭৮ সালে।
- ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে নিরাপদ করিডোর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়? উঃ ০৫ অক্টোবর, ১৯৯৯।
- জাতিসংঘ কবে জেরুজালেম ভাগের পরিকল্পনা করে? উঃ ০১ এপ্রিল, ১৯৫০।
- জেরুজালেম বর্তমানে কোন দেশের অধীনে আছে? উঃ ইসরাইল।
- ইসরাইলের গোপন পরমাণু কর্মসূচীর সংবাদ ফাঁস করে কোন পরমাণু বিজ্ঞানী? উঃ ইসরাইলী মোরদেকাই ভানুনু
- ভানুনু পরমাণু কর্মসূচী ফাঁসের দায়ে কত বছর কারাভোগ করেন? উঃ ১৮ বছর।
- মোরদেকাই ভানুনু কবে মুক্তি লাভ করেন? উঃ ২১ এপ্রিল, ২০০৪।
- দখলদার ইরাকী বাহিনীর নিকট থেকে কুয়েত কবে মুক্ত হয়? উঃ ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১।
- পিএলও - ইসরাইল কবে পরস্পরকে স্বীকৃতি দেয়? উঃ ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩।
- ইসরাইলকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম মুসলিম দেশ কোনটি? উঃ মিশর।
- পিএলও এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম সরাসরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কোথায়? উঃ তিউনিশিয়ায়।
- ফিলিস্তিনের স্বায়ত্তশাসন চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়? উঃ ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- গাজা ও জেরিকো থেকে ইসরাইলের অপসারণ বিষয়ে দু'দেশের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়? উঃ ০৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪।
- ফিলিস্তিনিদের নিকট কবে গাজা হস্তান্তর করা হয়? উঃ ১৭ মে, ১৯৯৪।
- স্বাধীন ফিলিস্তিনী রাই কবে ঘোষনা করা হয়? উঃ ১৫ নভেম্বর, ১৯৮৮।
- স্বাধীন ফিলিস্তিনী রাষ্ট্রকে সর্ব প্রথম কোন দেশ স্বীকৃতি দেয়? উঃ আলজেরিয়া।
- ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের স্থায়ীত্বকাল ছিল কত দিন? উঃ ১৮ দিন।
- 'জেরুজালেম প্রশ্নে পিএলও ও ভ্যাটিকানের মধ্যে চুক্তি করে স্বাক্ষরিত হয়? উঃ ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০০।
- আনরোয়া কি? উঃ ফিলিস্তিনীদের সাহায্য করার জন্য জাতিসংঘ সংস্থা।
- ফিলিস্তিনে কবে প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? উঃ ২০ জানুয়ারী, ১৯৯৬।
- আরব-ইহুদীদের মধ্যে কবে শেকের দেয়াল নিয়ে সংঘর্ষ বাঁধে? উঃ ১৯৩০ সালে।
- আল ফাতাহ কি? উঃ ইয়াসির আরাফাতের দল।
- পশ্চিম তীরের বানিজ্যিক নাম কি? উঃ রামাল্লাহ।
- ইয়াসির আরাফাত কবে পিএলও প্রধান পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন? উঃ ০৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯।
- আরব বিশ্বে The Great Survivor হিসাবে খ্যাত ছিলেন কে? উঃ ইয়াসির আরাফাত।
- জন্মগতভাবে ইয়াসির আরাফাত কোন দেশের নাগরিক? উঃ মিশর।
- ইয়াসির আরাফাত কোথায়, কবে মৃত্যুবরণ করেন? উঃ ১১ নভেম্বর, ২০০৪ প্যারিসে
- চিকিৎসারত অবস্থায় ইয়াসির আরাফাত ফ্রান্সের কোন হাসপাতালে মারা যান? উঃ হসপিটাল ডি ইনষ্ট্রিকশন ডেস আর্মেস ডি পেরসি'তে।
- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরের পর মিশরের সদস্য পদ বাতিল করেছিল? উঃ ওআইসি ও আরবলীগ।
- জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়? উঃ ১২ মার্চ, ২০০২।
- ফিলিস্তিনের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? উঃ আহমেদ কোরেই।
- কখন সিরিয়ায় জনবসতি শুরু হয়? উঃ ৪৫০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে।
- সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল আসাদ কবে মৃত্যুবরণ করেন? উঃ ১০ জুন, ২০০০।
- গ্রে উলফ নামে পরিচিত? উঃ কামাল আতাতুর্ক।
- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী মিশরের প্রেসিডেন্ট কে? উঃ আনোয়ার সাদাত।
- লেবাননে গৃহযুদ্ধ কবে শুরু হয়? উঃ ১৯৭৫ সালে।
- মুসলিম দ্রুজ সম্প্রদায় বাস করে কোন দেশে? উঃ লেবাননে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- দুই ইয়েমেন কবে একত্রিত হয়? উঃ ২২ মে, ১৯৯০।
- মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো কবে তেল অবরোধ ঘোষনা করেছিল? উঃ ১৯৭৩ সালে।
- সাফওয়ান সীমান্ত শহরটি কোন দেশে অবস্থিত? উঃ ইরাকে।
- ইরানের সরকারী বার্তা সংস্থার নাম কি? উঃ ইরনা।
- ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধে প্রধান মধ্যস্থতাকারী কে ছিলেন? উঃ জাতিসংঘের মহাসচিব।
- পিএলও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে কবে প্রথম আমন্ত্রণ পায়? উঃ ১৯৭৪ সালে।
- জর্দানের বাদশা হোসেন কত বৎসর রাজত্ব পরিচালনা করেন? উঃ ৪৭ বৎসর।
- সংবিধান অনুযায়ী লেবাননের প্রেসিডেন্ট নির্বাচত হন? উঃ একজন ম্যারোনাইট খ্রিষ্টান।
- উপসাগরীয় যুদ্ধে মার্কিন নেতৃত্বাধীন মিত্রবাহিনীতে দেশের সংখ্যা ছিল? উঃ ২৮টি।
- মেসোপটেমিয়া কোন অঞ্চলকে বলা হয়? উঃ ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী বিধৌত অঞ্চল।
- ব্লু-নীল ও হোয়াইট নীল নদের সংযোগস্থলে অবস্থিত নগরীর নাম কি? উঃ খার্তুম ।
- ব্যবিলনের শূন্য উদ্যানটি কোথায়? উঃ ইরাকে।
- ঐতিহাসিক কনস্টান্টিনোপল জায়গাটি কোথায় অবস্থিত? উঃ তুরস্কে।
- প্রথম ইসরাইল সফরকারী মিশরীয় প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন? উঃ আনোয়ার সাদাত।
- ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা কবে শুরু হয়? উঃ ২০ মার্চ, ২০০৩।
- ইরাক অভিযানে মার্কিন কমান্ডার কে ছিলেন? উঃ জেনারেল টমি ফ্রাঙ্ক।
- ইন্দোনেশিয়া কয়টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত? উঃ ১৩,৫০০টি।
- জেনারেল সুহার্তো কবে ইন্দোনেশিয়ার ক্ষমতা দখল করেন? উঃ ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭।
- কবে সুহার্তোর ৩২ বছরের শাসনের অবসান ঘটে? উঃ ২০ অক্টোবর, ১৯৯৮।
- বিছিন্নকামী আচেহ প্রদেশের গেরিলা বাহিনীর নাম কি? উঃ ফ্রি আচেহ মুভমেন্ট।
- মেঘবতি সুকর্ণপত্রী ইন্দোনেশিয়ার কততম প্রেসিডেন্ট ছিলেন? উঃ পঞ্চম।
- খেমার প্রজাতন্ত্রের পূর্ব নাম কি ছিল? উঃ কম্বোডিয়া।
- কম্বোডিয়া কোন কখন ফ্রান্সের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে? উঃ ১৯৫৩ সালে।
- কোন সালে সিহানুক পুনরায় কম্বোডিয়ার রাজা হন? উঃ ১৯৫৩ সালে।
- খেমারুজ কোন দেশের রাজনৈতিক দল? উঃ কম্বোডিয়া।
- পলপট কোন দেশের রাজনৈকিত নেতা? উঃ কম্বোডিয়া।
- কম্পুচিয়ায় বা কম্বোডিয়ায় রাজতন্ত্র কে বিলোপ করেন? উঃ প্রিন্স নরোদম সিহানুক।
- খেমারুজ নেতা পলপট কবে মৃত্যুবরণ করেন? উঃ ১৫ এপ্রিল, ১৯৯৮।
- দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোন দেশ ইউরোপিয় শাসনাধীনে যায়নি? উঃ থাইল্যান্ড।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় রাজ্য শাসন করার কৃতিত্ব কোন দেশের রাজার? উঃ থাইল্যান্ড।
- স্বাধীন পূর্ব তিমুর ইতোপূর্বে কোন দেশের প্রদেশ ছিল? উঃ ইন্দোনেশিয়া।
- পূর্ব তিমুর এর স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতার নাম কি? উঃ জানানা গুসমাও।
- কবে পূর্ব তিমুরে প্রথম সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? উঃ ৩০ আগষ্ট, ২০০১।
- কবে পূর্ব তিমুরে প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? উঃ ১৪ এপ্রিল, ২০০২।
- পূর্ব তিমুরের বর্তমান কি? উঃ তিমুর লেসেথে।
- বিশ্বের কোন দেশে কোন আইন সভা নেই? উঃ ব্রুনাই ।
- হো চি মিন নামটি কিসের সাথে জড়িত? উঃ ভিয়েতনাম।
- ভিয়েতনামের জাতীয়তাবাদী নেতা কে? উঃ নাগো দিন দিয়েম।
- মালেয়শিয়া কবে গঠিত হয়েছে? উঃ ১৯৬৩ সালে।
- কয়টি প্রদেশ নিয়ে মালয়শিয়া গঠিত? উঃ ১৩টি।
- মালেয়শিয়া কবে ব্রিটেনের নিকট হতে স্বাধীনতা লাভ করে? উঃ ১৯৫৭ সালে।
- সিঙ্গাপুর কয়টি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত? উঃ ৫৫টি।
- সিঙ্গাপুর কবে মালয়েশিয়া ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল? উঃ ১৯৬৩ সালে।
- মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর কবে আলাদা হয়? উঃ ১৯৬৫ সালে।
- এশিয়া মহাদেশের সর্বশেষ স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্র কোনটি? উঃ তিমুর লেসেথে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

আফ্রিকা মহাদেশ

আফ্রিকা মহাদেশ পরিচিতি

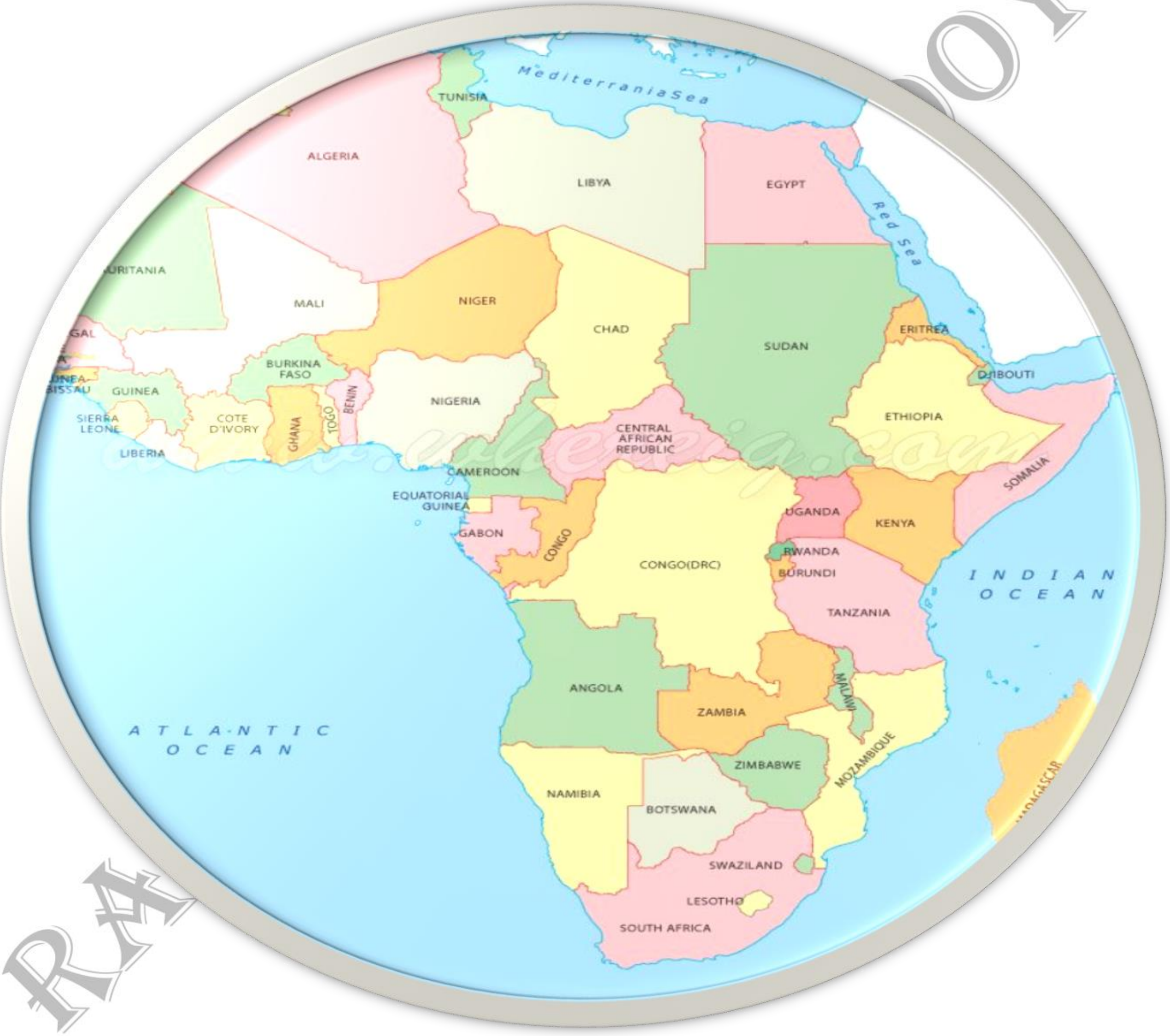

আয়তন ও জনসংখ্যা উভয় বিচারে বিশ্বের ২য় বৃহত্তম মহাদেশ (এশিয়ার পরেই)। পার্শ্ববর্তী দ্বীপগুলোকে গণনায় ধরে মহাদেশটির আয়তন ৩০,২২১,৫৩২ বর্গ কিলোমিটার (১১,৬৬৮,৫৯৮

বর্গমাইল)। এটি বিশ্বের মোট ভূপৃষ্ঠতলের ৬% ও মোট স্থলপৃষ্ঠের ২০.৪% জুড়ে অবস্থিত। এ মহাদেশের ৬১টি রাষ্ট্র কিংবা সমমানের প্রশাসনিক অঞ্চলে ১০০ কোটিরও বেশি মানুষ, অর্থাৎ বিশ্বের জনসংখ্যার ১৪% বসবাস করে। নাইজেরিয়া আফ্রিকার সর্বাধিক জনবহুল দেশ। আফ্রিকার প্রায় মাঝখান দিয়ে নিরক্ষরেখা চলে গেছে। এর বেশির ভাগ অংশই ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত। মহাদেশটির উত্তরে ভূমধ্যসাগর, উত্তর-পূর্বে সুয়েজ খাল ও লোহিত সাগর, পূর্বে ভারত মহাসাগর, এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর। উত্তর-পূর্ব কোনায় আফ্রিকা সিনাই উপদ্বীপের মাধ্যমে এশিয়া মহাদেশের সাথে সংযুক্ত।

আফ্রিকা একটি বিচিত্র মহাদেশ। এখানে রয়েছে নিবিড় সবুজ অরণ্য, বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, জনমানবহীন মরুভূমি, সুউচ্চ পর্বত এবং খরস্রোতা নদী। এখানে বহু বিচিত্র জাতির লোকের বাস, যারা শত শত ভাষায় কথা বলে। আফ্রিকার গ্রামাঞ্চলে জীবন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একই রয়ে গেছে, অন্যদিকে অনেক শহরে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া।

ভাষা

আফ্রিকায় ৩৯০০ এর বেশি ভাষা আছে। এতে আছে আরবী,রুস, ইংরাজি। এগুলো অন্যতম। আফ্রিকা মানবজাতির আতুড়ঘর। প্রায় ৫ হাজার বছর আগে উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় বিশ্বের প্রথম মহান সভ্যতাগুলির একটি, মিশরীয় সভ্যতা, জন্মলাভ করে। এরপর আফ্রিকাতে আরও বহু সংস্কৃতি ও রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও পতন হয়েছে। ৫০০ বছর আগেও সারা আফ্রিকা মহাদেশ জুড়ে সমৃদ্ধ নগর, বাজার, এবং শিক্ষাকেন্দ্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

বিগত ৫০০ বছরে ইউরোপীয় বণিক ও ঔপনিবেশিকেরা ক্রমান্বয়ে আফ্রিকার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। ইউরোপীয় বণিকেরা লক্ষ লক্ষ আফ্রিকানদের দাস হিসেবে উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের প্ল্যান্টেশনগুলিতে পাঠায়। ইউরোপীয়রা আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদ নিজেদের দেশের কলকারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের জন্য নিষ্কাশন করা শুরু করে। ১৯শ শতকের শেষ নাগাদ ইউরোপীয়রা প্রায় সমস্ত আফ্রিকা মহাদেশ দখল করে এবং একে ইউরোপীয় উপনিবেশে পরিণত করে। কোথাও সহিংস যুদ্ধ, আবার কোথাও বা ধীর সংস্কারের মাধ্যমে প্রায় সমস্ত আফ্রিকা ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকের মধ্যে স্বাধীনতা অর্জন করে। বিশ্ব অর্থনীতিতে উপনিবেশ-পরবর্তী আফ্রিকার অবস্থান দুর্বল। এখানকার যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা

RAISUL ISLAM HRIDOY

অণুন্নত এবং রাষ্ট্রগুলির সীমানা যথেচ্ছভাবে তৈরি। নতুন এই দেশগুলির নাগরিকদের ইতিহাস ও সংস্কৃতিগত দিক থেকে একতা বলতে তেমন কিছুই ছিল না।

আফ্রিকাতে ৫৩টি রাষ্ট্র আছে। এদের মধ্যে ৪৭টি আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডে এবং ৬টি আশেপাশের দ্বীপগুলিতে অবস্থিত। সাহারা মরুভূমির মাধ্যমে মহাদেশটিকে দুইটি অংশে ভাগ করা হয়। সাহারা বিশ্বের বৃহত্তম মরুভূমি; এটি আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর অংশের প্রায় পুরোটা জুড়ে বিস্তৃত। সাহারার উত্তরে অবস্থিত অঞ্চলকে উত্তর আফ্রিকা বলা হয়। সাহারার দক্ষিণে অবস্থিত আফ্রিকাকে সাহারা-নিম্ন আফ্রিকা বলা হয়। সাহারা-নিম্ন আফ্রিকাকে অনেক সময় কৃষ্ণ আফ্রিকাও বলা হয়। উত্তর আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে আছে আলজেরিয়া মিশর লিবিয়া মরক্কো সুদান এবং তিউনিসিয়া। সাহার-নিম্ন আফ্রিকাকে আবার পশ্চিম আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকা, মধ্য আফ্রিকা এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় আফ্রিকা অঞ্চলগুলিতে ভাগ করা হয়। পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলি হল বেনিন বুর্কিনা ফাসো ক্যামেরুন চাদ আইভরি কোস্ট ঘানা গিনি গিনি-বিসাউ লাইবেরিয়া মালি মৌরিতানিয়া নাইজার নাইজেরিয়া সেনেগাল সিয়েরা লিওন গাম্বিয়া এবং টোগো। পূর্ব আফ্রিকাতে আছে বুরুন্ডি জিবুতি ইরিত্রিয়া ইথিওপিয়া কেনিয়া মালাউই মোজাম্বিক সোমালিয়া তানজানিয়া এবং উগান্ডা। মধ্য আফ্রিকাতে আছে অ্যাঙ্গোলা মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র বিষুবীয় গিনি গাবন, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র এবং রুয়ান্ডা। দক্ষিণাঞ্চলীয় আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে আছে বতসোয়ানা লেসোথো নামিবিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা সোয়াজিল্যান্ড জাম্বিয়া এবং জিম্বাবুয়ে। আফ্রিকার দ্বীপরাষ্ট্রগুলির মধ্যে আছে আটলান্টিক মহাসাগরের কেপ ভার্দ এবং সাঁউ তুমি ও প্রিন্সিপি; ভারত মহাসাগরের কোমোরোস মাদাগাস্কার মরিশাস এবং সেশেল।

ধর্ম

আফ্রিকায় ৫০০ টির বেশি ধর্ম আছে। এর মধ্যে ইসলাম ধর্মের অনুসারী বেশি। যারা মোট জনসংখ্যায় ৪৭% ।আরো আছে আফ্রিকার ঐতিহ্যবাহী ধর্ম ।যারা জনসংখ্যায় ৬%। এ ছাড়া খ্রিষ্টানরা জনসংখ্যায় ৩৯%।

RAISUL ISLAM HRIDOY

উত্তর আফ্রিকা

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আয়তন (km^2)	জনসংখ্যা	বৃদ্ধির হার (%)	ঘনত্ব	প্রধান ভাষা	গড় আয়ু	স্বাক্ষরতার হার
মিশর	কায়রো	মিশরীয় পাউন্ড	997,379	81,713,517	1.86	82	আরবী	71.8	59.3
লিবিয়া	ত্রিপোলি	লিবীয় দিনার	1,757,000	6,173,579	2.22	3.5	আরবী	77.1	84.2
সুদান	খার্তুম	পাউন্ড	2,508,813	42,272,000		16.9	আরবী		
আলজিরিয়া	আলজিয়ার্স	দিনার	2,381,741	33,739,635	1.21	14	আরবী	73.8	72.2
মরোক্কো	রাবাত	দিরহাম	453,730	34,272,968	1.5	77	আরবী	71.5	53.5
তিউনিশিয়া	তিউনিস	দিনার	164,418	10,378,140	0.99	67	আরবী	75.6	76.2
দক্ষিণ সুদান	জুবা	পাউন্ড	619,745	8,260,490		13	ইংরেজি		

পশ্চিম আফ্রিকা

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আয়তন (km^2)	জনসংখ্যা	বৃদ্ধির হার (%)	ঘনত্ব	প্রধান ভাষা	গড় আয়ু	স্বাক্ষরতার হার
বেনিন	পোর্টো নোভো	ফ্রাংক	112,622	8,294,941	2.62	46	ফ্রেঞ্চ	53.9	43.2
বুরকিনা ফাসো	ওয়াগডোগো	ফ্রাংক	274,200	14,761,339	2.99	54	ফ্রেঞ্চ	49.5	28.5
ক্যামেরুন	ইয়াউন্ডি	ফ্রাংক	475,442	18,467,692	2.22	39	ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ	53.3	81.1
চাদ	এন'জামেনা	ফ্রাংক	1,284,000	10,111,337	2.19	8	ফ্রেঞ্চ, আরবী	47.4	53.6
আইভোরি কোষ্ট	আবিদজান (অর্থনৈতিক)এবং মোসুক্রো (প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক)	ফ্রাংক	322,462	18,373,060	1.96	58	ফ্রেঞ্চ	49.2	53.6
ঘানা	আক্রা	সেডি	238,500	23,382,848	1.93	101	ইংরেজি	59.5	76.9

RAISUL ISLAM HRIDOY

গিনি	কোনাক্রি	ফ্রাংক	245,857	10,211,437	2.61	42	ফ্রেঞ্চ	49.8	41.1
গিনি বিসাউ	বিসাউ	পেসো	36,125	1,503,182	2.04	54	পুর্তগীজ	47.5	44.8

পূর্ব আফ্রিকা

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আয়তন(km^2)	জনসংখ্যা	বৃদ্ধির হার (%)	ঘনত্ব	প্রধান ভাষা	গড় আয়ু	স্বাক্ষরতার হার
বুরুন্ডি	বুজুমবুরা	ফ্রাংক	27,834	8,691,005	3.44	339	কিরুন্ডি, ফ্রেঞ্চ	51.7	53.9
জিবুতি	জিবুতি	ফ্রাংক	23,200	506,221	1.95	22	ফ্রেঞ্চ, আরবি	43.3	51.4
ইরিত্রিয়া	আসমারা	নাকফা	121,144	5,028,475	2.45	41	তিগরিনিয়া	60.0	55.7
ইথিওপিয়া	আদ্দিস আবাবা	বির	1,133,380	78,254,090	2.23	70	আমহারিক	49.4	45.1
কেনিয়া	নাইরোবি	শিলিং	582,646	37,953,838	2.76	67	ইংরেজি, সাহিলি	56.6	86.9
মালাবি	লিংগুই	কাচা	118,484	13,931,831	2.39	148	ইংরেজি	43.5	64.3
মোজাম্বিক	মোপুতো	মেটিক্যাল	799,380	21,284,701	1.79	27	পুর্তগীজ	41.0	50.4
রোয়ান্ডা	কিগালি	ফ্রাংক	26,338	10,186,063	2.78	408	কেনিরোয়ন্ড, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ	49.8	72.7
সোমালিয়া	মোগাদিসু	শিলিং	637,700	9,379,907	2.81	15	সোমালি	49.2	24.1
তাঞ্জানিয়া	দারেস সালাম	শিলিং	945,100	40,213,162	2.07	45	সহিলি, ইংরেজি	51.5	80.2
উগান্ডা	কাম্পালা	শিলিং	241,038	31,367,972	3.60	157	ইংলিশ	52.3	71.6

Note:- 1997 সালের 8 নভেম্বর থেকে ইথিওপিয়ান বির এর পরিবর্তে নাকফা ইরিত্রিয়ার মুদ্রা হিসাবে চালু হয়। নাকফা ইরিত্রিয়ার একটি শহরের নাম অনুসারে নামকরণ করা হয়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

মধ্য আফ্রিকা

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আয়তন	জনসংখ্যা	বৃদ্ধির হার (%)	ঘনত্ব	প্রধান ভাষা (অফিসিয়াল)	গড় আয়ু	স্বাক্ষরতার হার
অ্যাঙ্গোলা	লোয়ান্ডা	কোয়ানজা	1,246,700	12,531,357	2.14	10	পূর্তগীজ	37.9	41.7
মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র	বাংগুই	ফ্রাংক	622,436	4,434,873	1.49	7	ফ্রেঞ্চ	44	53.9
ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ দি কঙ্গো	কিনসাসা	ফ্রাংক	2,344,885	68,008,922	3.36	30	ফ্রেঞ্চ	57.6	89.8
নিরক্ষীয় গিনি	মালাবো	ফ্রাংক	28,051	562,339	1.99	20	স্প্যানিশ	49.6	87.1
গ্যাবন	লিবরেভিল	ফ্রাংক	267,667	1,484,149	1.95	5.8	ফ্রেঞ্চ	53.5	70.8
কঙ্গো প্রজাতন্ত্র	ব্রাজিভিল	ফ্রাংক	342,000	3,903,318	2.70	11	ফ্রেঞ্চ	53.7	85.8
জাম্বিয়া	লুসাকা	কচা	752,614	11,669,534	1.65	16	ইংরেজি	38.6	82.2

দক্ষিণ আফ্রিকা

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আয়তন	জনসংখ্যা	বৃদ্ধির হার (%)	ঘনত্ব	প্রধান ভাষা	গড় আয়ু	স্বাক্ষরতার হার
বতসোয়ানা	গ্যাবরোন	পুলা	581,730	1,842,323	1.43	3.1	ইংরেজি	50.2	81.4
লেসথো	মাসেরু	লোটি	30,355	2,128,180	0.13	70	সেসো থো	40.2	85.7
নামিবিয়া	উইন্ডহোয়েক	র‍্যান্ড	824,269	2,063,927	.38	2.5	ইংরেজি	43.0	85.4
দক্ষিণ আফ্রিকা	কেপটাউন (রাজনৈতিক)	র‍্যান্ড	1,219,090	43,786,115	-0.50	36	ইংরেজি সহ 11 টি অফিসিয়াল ভাষা	42.4	87.1
সোয়াজিল্যান্ড	এমবাবেন	লিলাঙ্গিনি	17,363	1,128,814	-0.41	66	ইংরেজি, সিস্বাতি	32	82.9
জিম্বাবুয়ে	হারারে	ডলার	390,759	12,382,920	0.57	32	ইংরেজি	39.7	91.9

RAISUL ISLAM HRIDOY

দ্বীপ রাষ্ট্র সমূহ

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আয়তন	জনসংখ্যা	বৃদ্ধির হার	ঘনত্ব	প্রধান ভাষা	গড় আয়ু	স্বাক্ষরতার হার
কেপ ভার্দে	প্রাইয়া	এসকুডো	4,033	426,113	0.57	106	পুর্তগীজ	71.3	78
সাওটোম ও প্রিন্সিপি	সাও টোম	ডোবরা	1,001	205,901	3.11	206	পুর্তগীজ	68	57.4
কমোরস	মরোনি	ফ্রাংক	1,862	731,775	2.80	337	আরবি, ফ্রেঞ্চ	63.1	56.8
মাডাগাস্কার	আন্টানানারিভো	ফ্রাংক	587,041	20,042,551	3.0	35	ফ্রেঞ্চ, মালাগাছি, ইংরেজি	62.5	66.5
মরিসাস	পোর্ট লুইস	রুপি	2,040	1,260,787	0.78	621	ইংরেজি	73.1	86.4
সিসিলিস	ভিক্টোরিয়া	রুপি	454	82,247	0.43	181	সেসেলা	72.6	57.7

প্রথম দুটি দেশ আটলান্টিক মহাসাগরে এবং পরের চারটি দেশ ভারত মহাসাগরে অবস্থিত।

আফ্রিকা মহাদেশের সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ

- পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ ➾ আফ্রিকা।
- আয়তনে আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ ➾ সুদান।
- জনসংখ্যায় বৃহত্তম দেশ ➾ নাইজেরিয়া।
- আফ্রিকার প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে অতিম করেছে ➾ বিষুব রেখা।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী হীরা উত্তলিত হয় ➾ কিম্বালী খনি (দক্ষিণ আফ্রিকা প্রায় ৬০%)।
- আফ্রিকার তথা পৃথিবীর বৃহত্তম নদী ➾ নীল নদ (৬৬৯০ কি.মি. যা দশটি দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত)।
- আফ্রিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ➾ কিলিমানজারো।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি আফ্রিকা মহাদেশের ⇒ সাহারা মরুভূমি।
- Horns of Africa বলা হয় ⇒ ইথিওপিয়াকে/ সোমালিয়া।
- পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা খাবাকায় জাতি বাস করে আফ্রিকার ⇒ কঙ্গোতে (পিগমি জাতি, উচ্চতা গড়ে ১.৪ মিটার)।
- আফ্রিকার বৃহত্তম হ্রদ ⇒ ভিক্টোরিয়া ।
- পৃথিবীর বৃহত্তম জলপ্রপাত ⇒ নায়াগ্রা।
- সাভানা তৃণভূমি ⇒ কেনিয়া, সুদান, তানজানিয়া, জিম্বাবুয়েতে অবস্থিত।
- অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ ⇒ আফ্রিকা।
- বৃহত্তম মরুভূমি ⇒ সাহারা (৮৪ লক্ষবকি.মি. বিশ্বে ১ম)
- বৃহত্তম হ্রদ ⇒ ভিক্টোরিয়া
- ক্ষুদ্রতম দেশ ⇒ সিসিলিম (৩০৮কি.মি.)
- বৃহত্তম দেশ ⇒ সুদান
- সম্পদশালী দেশ ⇒ দক্ষিণ আফ্রিকা
- বৃহত্তম হীরক কনি ⇒ দক্ষিণ আফ্রিকা।
- বৃহত্তম মসজিদ ⇒ মরোর কাসাব্লাংকার ভাসমান মসজিদ
- বৃহত্তম জলপ্রপাত ⇒ তুগেলা জলপ্রপাত (উচ্চতা ৯১৪মি. বিশ্বে ২য়)
- সাহারা মরুভূমির অবস্থান ⇒ মোরিতানিয়া,মালি,আলজেরিয়ানাইজার,চাদ, ও লিবিয়া
- স্বর্ণ নগরী ⇒ দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গ

আফ্রিকার রাজনৈতিক তথ্যঃ

- আফ্রিকার দুঃখ বলা হয় ⇒ জাতিগত বিভেদ।
- ইসলামিক কোর্টস অব মিলেশিয়া ⇒ সোমালিয়ার বিদ্রোহী গ্রুপ।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- ইথিওপিয়ার সেনাবাহিনী ➾ সোমালিয়ার বিদ্রোহী গ্রুপের সাথে যুদ্ধে জড়িত।
- দুই ইরিত্রিয়া পূর্বে যে দেশের অংশ ছিল ➾ ইথিওপিয়া।
- দারফুর সংকট সৃষ্টি হয় ➾ সুদানে।
- জানজাবিদ মিলশিয়া সুদানের ➾ বিদ্রোহী গ্রুপ।
- মিশর সুয়েজ খালকে জাতীয় করণ করে ➾ ১৯৫৬ সালে।
- লকারবি বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল ➾ ১৯৮৮ সালে।
- নেলসন ম্যান্ডেলার রাজনৈতিক দলের নাম ➾ ANC (১৯৯২ সালে গঠিত)।
- আফ্রিকার ক্যাস্ট্রো বলা হয় জিম্বাবুয়ের ➾ রবার্ট মুগার কে।
- WHO এর রিপোর্ট অনুযায়ী নাইজেরিয়ার লোকেরা সব থেকে ➾ কম ধুমপান করে।
- আফ্রিকার যে দেশ বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাবে সরকারী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ➾ সিয়েরালিয়ন।
- আফ্রিকার যে অঞ্চল বাংলাদেশী শান্তি রক্ষী নিহত হয়েছে ➾ কঙ্গোর ইতুরি প্রদেশ।
- Pearl of Africa নামে পরিচিত ➾ উগান্ডা।
- ঘানার পূর্ব নাম ➾ গোল্ড কোস্ট।
- পিরামিড যে দেশের প্রধান আকর্ষণীয় স্থান ➾ মিশর (ফারাও সম্রাটের আমলে নির্মিত)।
- ফেজ টুপির বিখ্যাত মরক্কোর ➾ ফেজ নগর

আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্যঃ

- কৃষ্ণ আফ্রিকার প্রাচীনতম দেশ কোনটি? উঃ ইথিওপিয়া।
- ইথিওপিয়ার শেষ সম্রাট কে ছিলেন? উঃ হাইলে সেলাচি।
- আঙ্গোলার পূর্বনাম কি ছিল? উঃ পর্তুগীজ পশ্চিশ আফ্রিকা
- কবে আঙ্গোলার গৃহ যুদ্ধ সমাপ্ত হয়? উঃ ১১ এপ্রিল, ১৯৯৭।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- আঙ্গোলা প্রধানত কি জন্য বিখ্যাত? উঃ বিবিধ প্রকার রত্নের জন্য।
- কঙ্গো কবে স্ব-শাসনের অধিকার পায়? উঃ ১৯৫৮ সালে।
- কেনিয়া কোথায় অবস্থিত? উঃ পূর্ব মধ্য আফ্রিকা।
- স্বাধীনতা অর্জনকারী কৃষ্ণাঙ্গ দেশ কোনটি? উঃ ঘানা।।
- কোন দেশ পূর্বে 'গোল্ড কোস্ট' নামে পরিচিত ছিল? উঃ ঘানা।
- চাঁদের নামকরণ কিভাবে হয়? উঃ চাঁদ হ্রদের থেকে।
- কঙ্গো কবে নতুন নাম জায়ার ধারণ করে? উঃ ১৭ মে, ১৯৯৭।
- জায়ার-এর রাজধানীর নাম কি? উঃ কিনশাসা।
- জাম্বিয়ার পূর্বতম নাম কি? উঃ রোডেশিয়া।
- জাম্বিয়ার প্রতিষ্ঠাতার নাম কি? উঃ কেনেথ কাউন্ডা
- জাম্বিয়ার নামকরণ কিভাবে হয়েছে? উঃ জাম্বেজী নামানুসারে।
- জিম্বাবুয়ের সাবেক নাম কি? উঃ দক্ষিণ রোডেশিয়া।
- ডায়ানার পূর্ব নাম কি? উঃ ব্রিটিশ ডায়ানা।
- তাঞ্জানিয়া কোথায় অবস্থিত? উঃ পূর্ব আফ্রিকায়।
- তিউনিশিয়া আগে কোন দেশের উপনিবেশ ছিল? উঃ ফরাসী।
- প্রচীন কার্থেস কোথায় অবস্থিত? উঃ তিউনিশিয়া।
- দক্ষিণ আফ্রিকার আদি শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ কোনটি? উঃ কেপ অব গুড হোপ।
- দঃ আফ্রিকায় কবে বর্ণ বিদ্বেষনীতি প্রবর্তিত হয়? উঃ ১৯৭১ সালে।
- বান্টু কি? উঃ দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু, বাস্তু, জোসা, তসোয়ান, পোনডো ও অন্যান্য লোককে একত্রে বান্টু বলা হয়।
- দঃ আফ্রিকায় বর্ণবাদনীতির প্রবক্তা কে? উঃ জেমস হার্জগ।
- দঃ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গরা কত বৎসর পরে ক্ষমতায় আসে? উঃ প্রায় ৩৫০ বৎসর।
- বর্ণ বৈষম্যবাদ দূরীকরণের টুথ কমিশনার কে ছিলেন? উঃ আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটু।
- ম্যান্ডেলা কবে দঃ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন? উঃ ১০ মে, ১৯৯৪।
- দুধ নাইজার আগে কাদের উপনিবেশ ছিল? উঃ ফরাসি।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- আফ্রিকার সবচেয়ে জনবহুল দেশ কোনটি? উঃ নাইজেরিয়া।
- নামিবিয়ার পূর্ব নাম কি? উঃ দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা।
- কোন দেশ আগে বেসুয়ানা ল্যান্ড হিসেবে পরিচিত ছিল? উঃ বতসোয়ানা।
- কোন দেশের অধিকাংশ স্থান মরুভূমিময়? উঃ বতসোয়ানা।
- বুরুন্ডি কবে স্বাধীনতা অর্জন করে? উঃ ০১ জুলাই, ১৯৬২।
- বুরুন্ডির সংস্থাগুরু উপজাতির নাম কি? উঃ হুতু।
- বুরুন্ডির প্রধান দুটি উপজাতির নাম কি? উঃ হুটু ও তুতসি।
- আফ্রিকার সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ কোনটি? উঃ বুরুন্ডি।
- আফ্রিকার সবচেয়ে কম ঘনবসতিপূর্ন দেশ কোনটি? উঃ বেনিন।
- মরিশাস কোথায় অবস্থিত? উঃ ভারত মহাসাগরে।
- মরিশাস কোন মহাদেশে অবস্থিত? উঃ আফ্রিকা।
- মরিশাস কখন থেকে ডাচরা বসবাস করে? উঃ ১৬৩৮ সাল।
- ফরাসিরা কবে মরিশাস দখল করে? উঃ ১৭২১ সাল।
- ইংরেজরা কবে মরিশাস দখল করে? উঃ ১৮১০ সাল।
- মরিশাস কবে স্বাধীনতা অর্জন করে? উঃ ১২ মার্চ, ১৯৬৮।
- মরিশাসের অধিকাংশ লোক কোন দেশের বংশোদ্ভূত? উঃ ভারত।
- আফ্রিকার কোন দেশ পর্যটন শিক্ষায় উন্নত? উঃ মরিশাস।
- মিশরের সভ্যতা কত বছরের পুরোনা? উঃ ৭ হাজার বছরেরও বেশী।
- ফারাও কবে মিশরের ঐশ্বরিক রাজা নির্বাচিত হন? উঃ খ্রিষ্টপূর্ব ৯৮০ অব্দ।
- মিশরে প্রথম কবে পিরামিড নির্মিত হয়? উঃ খ্রিষ্টপূর্ব ৭৫০ অব্দ।
- আলেকজান্ডার কবে মিশর অধিকার করেন? উঃ খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩২ অব্দ।
- আনোয়ার সাদাত কবে আততায়ীর হাতে নিহত হন? উঃ ০৬ অক্টোবর, ১৯৮১।
- মালী'র পূর্ব নাম কি? উঃ ফরাসী সুদান।
- কোন দেশের মানুষ ঐতিহ্যগতভাবে যাযাবর? উঃ মৌরিতানিয়া।
- কোন দেশকে হাজার পাহাড়ের দেশ বলা হয়? উঃ রুয়ান্ডা
- কোন কোন জাতির মধ্যে সংঘর্ষের কারনে রুয়ান্ডায় গৃহযুদ্ধ হয়? উঃ হুটু ও তুতসি।
- আফ্রিকার প্রথম প্রজাতন্ত্র কোনটি? উঃ লাইবেরিয়া
- আফ্রিকার প্রথম মহিলা সরকার প্রধান কে? উঃ লাইবেরিয়ার রুথ পেরি।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- লিবিয়া কবে লকারবি বিমানে বোমা হামলাকারীদের জাতি সংঘের নিকট হস্তান্তর করে? উঃ ০৫ এপ্রিল, ১৯৯৯।
- জাতিসংঘ কৰে লিবিয়ার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে? উঃ ০৬ এপ্রিল, ১৯৯৯।
- লিবিয়া কবে লকারবি বিমানে হামলার দায়িত্ব স্বীকার করে? উঃ ১৫ আগষ্ট, ২০০৩।
- লেসোথার পুর্ব নাম কি? উঃ বাসুতালা।
- আফ্রিকার মধ্যে সবচেয়ে মনোভম দেশ কোনটি? উঃ সিসেলিস।
- সিসেলিসের সবগুলো (১১৫টি) দ্বীপ কি দিয়ে তৈরী? উঃ প্রবাল ও গ্রানাইট পাথর।
- সিয়েরা লিওন কথাটির অর্থ কি? উঃ সিংহের পর্বত।
- সিয়েরা লিওন দেশটির নামকরণ কারা করেন? উঃ পর্তুগীজরা।
- আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ কোনটি? উঃ সুদান।
- কোন দেশের মাঝখান দিয়ে শ্বেত নীল নদ প্রবাহিত হয়েছে? উঃ সুদান।
- সুদান কোথায় অবস্থিত? উঃ পুর্ব আফ্রিকা।
- দারফুর কোথায় অবস্থিত? উঃ সুদান।
- জাস্টিস এন্ড ইকুয়ালিটি মুভমেন্ট (জেম) কোন দেশের গেরিলা সংগঠন? উঃ সুদান।
- সোমালিয়ায় কবে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়? উঃ উঃ ১৯৯১।
- আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রস (এএনসি) কবে গঠিত হয়? উঃ ১৯৪২।
- এ এন সি গঠনে কোন ভারতীয় নেতার বিশেষ ভূমিকা ছিল? উঃ মহাত্মা গান্ধী।
- দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকার কবে এ এন সি-কে নিসিদ্ধ ঘোষনা করে? উঃ ১৯৬০ সাল।
- ফাঁসিতে নিহত কবি বেঞ্জামিন মোলইসি কোন দেশের নাগরিক? উঃ দক্ষিণ আফ্রিকা।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুর্বে আফ্রিকায় স্বাধীন দেশের সংখ্যা কতটি? উঃ ৩টি।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুর্বে আফ্রিকায় স্বাধীন দেশ তিনটি কি কি? উঃ লাইবেরিয়া, মিশর ও ইথিওপিয়া ।
- ঘানাকে বিদেশী শাসন হতে মুক্ত করার লড়াইয়ে চিরস্মরণীয় কে? উঃ পেট্রিস লুবুম্বা।

RAISUL ISLAM HRIDOY

ওশেনিয়া মহাদেশ পরিচিতি

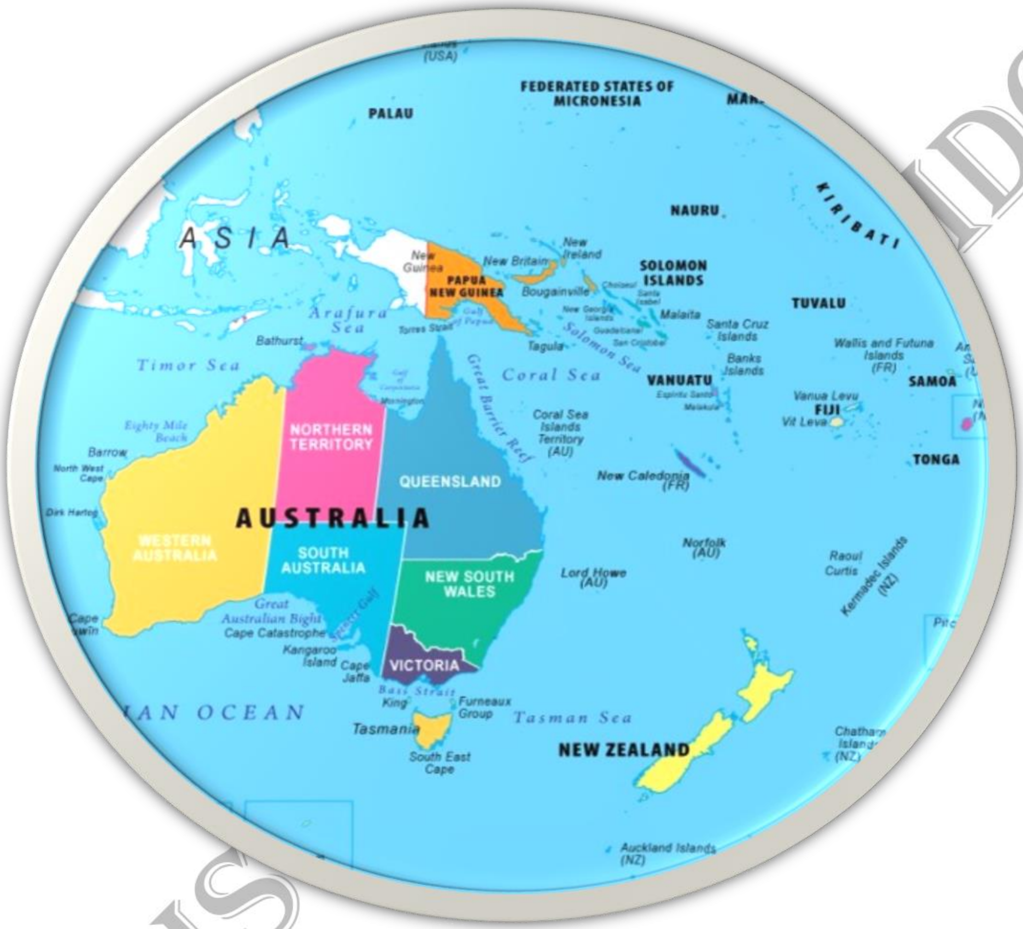

আয়তন এবং জনসংখ্যায় ওশেনিয়া মহাদেশ ৭টি মহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে ছোট মহাদেশ। এই মহাদেশের আয়তন ৮,৫২৫,৯৮৯ বর্গ কিলোমিটার। বর্তমান জনসংখ্যা ৩ কোটি ৬৬ লক্ষ ৬০ হাজার।

ওশেনিয়া মহাদেশ ৫টি অঞ্চলে বিভক্ত, যথা- অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পলিনেশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া এবং মেলোনেশিয়া অঞ্চল। এর মধ্যে অঞ্চল এবং দেশ হিসেবে অস্ট্রেলিয়া ওশেনিয়া মহাদেশের

RAISUL ISLAM HRIDOY

সবচেয়ে বড়। এই মহাদেশকে অনেক সময় অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ বা অস্ট্রেলিয়ান ইকোজোনও বলা হয়ে থাকে। এই মহাদেশের দেশের সংখ্যা ১৪টি এবং প্রতিটি দেশই স্বাধীন এবং জাতিসংঘভুক্ত।

ওশেনিয়া শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৮১২ সালে ভূগোলবিদ কনরাড মাল্টে ব্রুন এর মাধ্যমে। Oceanie শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ ocean থেকে।

প্রশান্ত মহাসাগরের গ্রীষ্মমন্ডলীয় দ্বীপসমুহ নিয়ে এই মহাদেশ গঠিত। এই মহাদেশকে কোরাল বা প্রবাল মহাদেশও বলা হয়ে থাকে। কারণ বৃহত্তম সব প্রবাল প্রাচীর দিয়ে এই মহাদেশ পরিবেবেষ্টিত। এর পশ্চিমে সুমাত্রা দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর-পশ্চিমে বেনিন দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর-দক্ষিণে হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং পূর্বে রয়েছে রাপা নুই এবং সালা গোমেজ দ্বীপপুঞ্জ। এর দক্ষিণে ম্যাকুইয়ারি দ্বীপ অবস্থিত যা তাইওয়ান পর্যন্ত ।

অঞ্চল ভিত্তিক ওশেনিয়া মহাদেশের দেশসমূহ

দেশ	রাজধানী	অবস্থান
অস্ট্রেলিয়া	ক্যানবেরা	অস্ট্রেলিয়া
ফিজি	সুভা	মেলানেশিয়া
কিরিবাস	তারাওয়া	মাইক্রোনেশিয়া
মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ	মাজুরো	মাইক্রোনেশিয়া
নাউরু	ইয়ারেন	মাইক্রোনেশিয়া

RAISUL ISLAM HRIDOY

দেশ	রাজধানী	অবস্থান
নিউজিল্যান্ড	ওয়েলিংটন	অস্ট্রেলিয়া
পালাউ	মেলিকিওক	মাইক্রোনেশিয়া
পাপুয়া নিউগিনি	পোর্ট মোর্সবি	মেলানেশিয়া
সামোয়া	আপিয়া	পলিনেশিয়া
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ	হোনিয়ারা	মেলানেশিয়া
টোঙ্গা	নুকুয়ালোফা	পলিনেশিয়া
টুভালু	ফুনাফুতি	পলিনেশিয়া
ভানুয়াটু	পোর্ট ভিলা	মেলানেশিয়া

অবস্থানগত পরিচিতি

অঞ্চল	দেশের সংখ্যা	দেশ সমুহ
অস্ট্রেলিয়া	১টি	অস্ট্রেলিয়া
নিউজিল্যান্ড	১টি	নিউজিল্যান্ড

RAISUL ISLAM HRIDOY

পলিনেশিয়া	৩টি	১. সামোয়া ২. টোঙ্গা ৩. টুভ্যালূ
মাইক্রোনেশিয়া	৫টি	১. মাইক্রোনেশিয়া ২. কিরিবাতি. ৩. নাউরু ৪. মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ ৫. পালাউ
মেলোনেশিয়া	৪টি	১. পাপুয়া নিউগিনি ২. সলোমান দ্বীপপুঞ্জ ৩. ভানুয়াতু ৪. ফিজি

অস্ট্রেলিয়া

- রাষ্ট্রীয় নাম: কমনওয়েলথ অব অস্ট্রেলিয়া
- রাজধানীর নাম: ক্যানবেরা।
- স্বাধীনতা লাভ: ১ জানুয়ারি, ১৯০১ সালে।
- স্বাধীনতা লাভ করে: ব্রিটেনের কাছ থেকে।
- জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ: ১ নভেম্বর ১৯৪৫ সালে।
- আয়তন: ৭৬,৮৬,৮৫০ বর্গ কি.মি.।
- জনসংখ্যা: ২,১৩,০৬,৮০০ জন।
- জনসংখ্যায় বিশ্বের অবস্থান: ৫২তম।
- মুদ্রা: অস্ট্রেলিয়ান ডলার
- ভাষা: ইংরেজি।
- ধর্ম: অ্যাংলিকান ২৬%, রোমান ক্যাথলিক ২৬% অন্যান্য খ্রিস্টান ২৫% ও অন্যান্য ২৩%
- মাথপিছু আয়: ৩৪,৯২৩ মার্কিন ডলার।
- গড় আয়ু: ৮১,৪ বছর।
- শিক্ষার হার: ৯৯%।
- জাতীয় দিবস: ১ জানুয়ারি।
- সাংবিধানিক রাষ্ট্রপ্রধান: ব্রিটেনের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ।

RAISUL ISLAM HRIDOY

নিউজিল্যান্ড

- রাষ্ট্রীয় নাম: নিউজিল্যান্ড।
- রাজধানী: ওয়েলিংটন।
- বৃহত্তম শহর: অকল্যান্ড।
- স্বাধীনতা লাভ: ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৭ সালে।
- স্বাধীনতা লাভ করে: ব্রিটেনের কাছ থেকে।
- আয়তন: ২,৬৮,৬৮০ বর্গ কি.মি.।
- জনসংখ্যা: ৪৩,২৭,৩৮৩ জন।
- জনসংখ্যায় বিশ্বে অবস্থান: ১১৯ তম।
- মাথাপিছু আয়: ২৭,৩৩৬ মার্কিন ডলার।
- গড় আয়ু: ৮০.১ বছর।
- শিক্ষার হার: ৯৯%।
- গ্রিনিচ টাইম: +১২ ঘন্টা।
- শাসন ব্যবস্থা: সাংবিধানিক রাজতন্ত্র।

সামোয়া

- রাষ্ট্রীয়া নাম: ইন্ডিপেনডেন্ট স্টেট অব সামোয়া।
- রাজধানী: আপিয়া।
- স্বাধীনতা লাভ: ১ জানুয়ারি ১৯৬২ সালে।
- স্বাধীনতা লাভ করে: নিউজিল্যান্ড থেকে।
- জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ: ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৬ সালে
- আয়তন: ২,৯৪৪ বর্গ কি.মি.।
- আয়তনে বিশ্বের অবস্থান: ১৬৫তম।
- জনসংখ্যা: ২,০৭,৭১৪ জন।
- জনসংখ্যায় বিশ্বের অবস্থান: ১৭৪তম।
- জনসংখ্যার ঘনত্ব: ৬০ জন প্রতি বর্গ কি.মি.।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- গড় আয়ু: ৭১.৪ বছর।
- শিক্ষার হার: ৯৯%।
- ভাষা: সামোয়ান ও ইংরেজি।
- মুদ্রা: তালা।
- গ্রিনিচ টাইম: +১১ ঘন্টা।

টোঙ্গা

- রাষ্ট্রীয় নাম: কিংডম অব টোঙ্গা।
- রাজধানী: নুকুয়ালোফা।
- স্বাধীনতা লাভ: ৪ জুন ১৯৭০ সালে।
- স্বাধীনতা লাভ করে: ব্রিটেনের কাছ থেকে।
- জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ: ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সালে।
- আয়তন: ৭৪৮ বর্গ কি.মি.।
- আয়তনে বিশ্বে অবস্থান: ১৭১তম।
- জনসংখ্যা: ১,১২,৪২২ জন।
- জনসংখ্যায় ঘনত্ব: ১৫০ জন প্রতি বর্গ কি.মি.।
- গড় আয়ু: ৭১.৭ বছর।
- শিক্ষার হার: ৯৯%।
- জাতীয় দিবস: ৪ জুন।
- মাথাপিছু আয়: ৩,৭৪৮ মার্কিন ডলার।
- ভাষা: টঙ্গোয়ান ও ইংরেজি।
- মুদ্রা: পাঙ্গা।
- শাসন ব্যবস্থা: রাজতন্ত্র।
- গ্রিনিচ টাইম: +১৩ ঘন্টা।

RAISUL ISLAM HRIDOY

টুভ্যালু

- রাষ্ট্রীয় নাম: টুভ্যালু প্রজাতন্ত্র।

- রাজধানী: ফুনাফুতি।
- স্বাধীনতা লাভ: ১ অক্টোবর ১৯৭৮ সালে।
- স্বাধীনতা লাভ করে: ব্রিটেনের কাছ থেকে।
- জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ: ৫ সেপ্টেম্বর ২০০০।
- আয়তন: ২৬ বর্গ কি.মি।
- আয়তনে বিশ্বে অবস্থান: ১৯১তম।
- জনসংখ্যা: ১১,৬৪৬ জন।
- জনসংখ্যায় বিশ্বে অবস্থান: ১৯৩ তম।
- জনসংখ্যার ঘনত্ব: ৪৪১ জন প্রতি বর্গ কি.মি.।
- গড় আয়ু: ৬৫ বছর।
- শিক্ষার হার: ৫০%।
- মাথাপিছু আয়: ৫০০ মার্কিন ডলার।
- ভাষা: টুভ্যালুলিয়ান ও ইংরেজি।
- মুদ্রা: অস্ট্রেলিয়ান ডলার।
- গ্রিনিচ টাইম: +১২ ঘন্টা।

মাইক্রোনেশিয়া

- রাষ্ট্রীয় নাম: ফেডারেল স্টেটস অব মাইক্রোনেশিয়া।
- রাজধানীর নাম: পালিকির।
- স্বাধীনতা লাভ: ৩ নভেম্বর ১৯৮৬ সালে।
- স্বাধীনতা লাভ করে: যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে।
- জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ: ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১।
- আয়তন: ৭০২ বর্গ কি.মি.।
- জনসংখ্যা: ৬,০০,৮৫৬ জন।
- জনসংখ্যায় বিশ্বে অবস্থান: ১৭৮তম।
- জনসংখ্যার ঘনত্ব: ১৯৪ জন প্রতি বর্গ কি.মি.।
- গড় আয়ু: ৬৮.৪ বছর।
- শিক্ষার হার: ৭৭%।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- জাতীয় দিবস: ৩ নভেম্বর।
- ভাষা: ইংরেজি।

কিরিবাতি

- রাষ্ট্রীয় নাম: রিপাবলিক অব কিরিবাতি।
- রাজধানী/ বৃহত্তম শহর: তারাওয়া।
- স্বাধীনতা লাভ: ১২ জুলাই ১৯৭৯ সালে।
- স্বাধীনতা লাভ করে: ব্রিটেনের কাছ থেকে।
- জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ; ১৪ সেপ্টিম্বর ১৯৯৯
- আয়তন: ৮১১ বর্গ কি.মি.।
- জনসংখ্যা: ১,০৩,০৯২ জন।
- জনসংখ্যার ঘনত্ব: ৩২৯ জন প্রতি বর্গ কি.মি.।
- গড় আয়ু: ৬২ বছর।
- শিক্ষার হার: ৯০%।
- জাতীয় দিবস: ১২ জুলাই।
- ভাষা: ইংরেজি, কিরিবাতি।
- মুদ্রা: অস্ট্রেলিয়ান ডলার।
- সরকার ব্যবস্থা: রিপাবলিক।

নাউরু

- রাষ্ট্রীয় নাম: রিপাবলিক অব নাউরু।
- রাজধানী/বৃহত্তম শহর: ইয়ারেন।
- স্বাধীনতা লাভ: ৩১ জানুয়ারি ১৯৬৮
- স্বাধীনতা লাভ করে: অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ব্রিটেনের কাছ থেকে
- জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ: ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।
- আয়তন: ২১ বর্গ কি.মি.।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- জনসংখ্যা: ১৩,০৫০ জন।
- শিক্ষার হার: ৯৯%।
- জাতীয় দিবস: ৩১ জানুয়ারি।
- মুদ্রা: অস্ট্রেলিয়ান ডলার।
- মাথাপিছু আয়: ৫০০ মার্কিন ডলার।
- গ্রিনিচ টাইম: +১২ ঘন্টা।

মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ

- রাষ্ট্রীয় নাম : রিপাবলিক অব মার্শাল আইল্যান্ড
- রাজধানী: মাজুরো।
- স্বাধীনতা লাভ: ২১ অক্টোবর, ১৯৮৬।
- আয়তান; ১৮১ বর্গ কি.মি.।
- জনসংখ্যা: ৭০ হাজার।
- মাথাপিছু আয়: ২৯০০ মা.ডলার।
- ভাষা: ইংরেজি।
- মুদ্রা: মার্কিন ডলার।
- টাইম জোন: +১২ ঘন্টা।

পালাউ

- রাষ্ট্রীয় নাম: রিপাবলিক অব পালাউ।
- রাজধানী: মেলিকিউক।
- স্বাধীনতা লাভ; ১ অক্টোবর ১৯৯৪ সালে
- স্বাধীনতা লাভ করে: অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ব্রিটেনের কাছ থেকে
- জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ: ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৪।
- আয়তন: ৪৫৮ বর্গ কি.মি.।
- জনসংখ্যা: ২০,৩০৩ জন।
- গড় আয়ু: ৬৭ বছর।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- শিক্ষার হার: ৯১%।
- মাথাপিছু আয়: ৮৬৪৬ মার্কিন ডলার।
- ভাষা: ইংরেজি, পালাউয়ান।
- মুদ্রা: মার্কিন ডলার।
- গ্রিনিচ টাইম: +৯ ঘন্টা।

গুরুত্বপূর্ন তথ্য

- পালাউ গঠিত- মাইক্রোনেশিয়ার অন্তর্গত প্রায় ২০০টি দ্বীপ নিয়ে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পালাউকে নিয়ন্ত্রণ করত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- পালাউ স্বশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়-১৯৯৪ সালে।

পাপুয়া নিউগিনি

- রাষ্ট্রীয় নাম: পাপুয়া নিউগিনি।
- রাজধানীর নাম: পোর্ট মোর্সবি।
- স্বাধীনতা লাভ: ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫।
- স্বাধীনতা লাভ করে: অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে।
- জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ: ১০ অক্টোবর ১৯৭৫।
- আয়তন: ৪,৬২,৮৪০ বর্গ কি.মি.।
- জনসংখ্যা: ৬৭,৪৫,২৬৪ জন।
- গড় আয়ু: ৬০.৭ বছর।
- শিক্ষার হার: ৯১%।
- ভাষা: ইংরেজি, টক পিসিন
- মুদ্রা: কিনা।
- মাথা পিছু আয়: ২,০৮৪ মার্কিন ডলার।
- গ্রিনিচ টাইম: +১০ ঘণ্টা

RAISUL ISLAM HRIDOY

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- বিশ্বের সর্বাধিক ভাষার দেশ- পাপুয়া নিউগিনি। উল্লেখ্য এখানে প্রায় ৯৯০ টি ভাষা প্রচলিত।
- নারী নির্যাতনে বিশ্বের শীর্ষ দেশ- পাপুয়া নিউগিনি।
- পাপুয়া নিউগিনির অবস্থান-প্রশান্ত মহাসাগরে।
- পাপুয়া নিউগিনি স্বাধীনতা লাভ করে- অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে; ১৯৭৫ সালে।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অস্ট্রেলিয়া অধিকার করে- জার্মান নিউগিনি। পাপুয়া নিউগিনির পূর্বনাম।

সলোমন দ্বীপপুঞ্জ

- রাষ্ট্রীয় নাম: সলোমন আইল্যান্ডস।
- রাজধানীর নাম: হনিয়ারা।
- স্বাধীনতা লাভ: ৭ জুলাই ১৯৭৮ সালে।
- স্বাধীনতা লাভ করে: ব্রিটেনের কাছ থেকে।
- জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ; ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮।
- আয়তন: ২৮,৪৫০ বর্গ কি.মি.।
- জনসংখ্যা: ৫,৩৮,০৩২ জন।
- জনসংখ্যার ঘনত্ব: ১৭ জন প্রতি বর্গ কি.মি.।
- গড় আয়ু: ৬৫.৮ বছর।
- শিক্ষার হার: ৭৬.৬%।
- জাতীয় দিবস: ৭ জুলাই।
- ভাষা: ইংরেজি।
- মুদ্রা: আইল্যান্ডস ডলার।
- মাথাপিছু আয়: ১,৭২৫ মার্কিন ডলার।
- গ্রিনিচ টাইম: +১১ ঘন্টা।

RAISUL ISLAM HRIDOY

ভানুয়াতু

- রাষ্ট্রীয় নাম: রিপাবলিক অব ভানুয়াতু।
- রাজধানী/বৃহত্তম শহর: পোর্ট ভিলা।
- স্বাধীনতা লাভ: ৩০ জুলাই ১৯৮০ সালে।
- জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ: ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮১
- আয়তন: ১২,২০০ বর্গ কি.মি.।
- জনসংখ্যা: ২,০০,৪১৪ জন।
- গড় আয়ু: ৬৯.৯ বছর।
- শিক্ষার হার: ৭৮.১%
- মাথাপিছু আয়: ৩,৬৬৬ মার্কিন ডলার।
- ভাষা: বিসলামা, ইংরেজি, ফরাসি
- মুদ্রা: ভাতুড়।
- গ্রিনিচ টাইম: +১১ ঘন্টা।
- সরকার ব্যবস্থা: সংসদীয় গণতন্ত্র।

RAISUL ISLAM HRIDOY

ফিজি

- রাষ্ট্রীয় নাম: রিপাবলিক অব দ্য ফিজি আইল্যান্ড।
- রাজধানী/বৃহত্তম শহর: সুভা।
- স্বাধীনতা লাভ: ১৯৭০ সালে।
- স্বাধীনতা লাভ করে: ব্রিটেনের কাছ থেকে।
- জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ: ১৩ অক্টোবর ১৯৭০ সালে
- আয়তন: ১৮,২৭০ বর্গ কি.মি.।
- জনসংখ্যা: ৮,০৩,৩৫৪ জন।
- জনসংখ্যার ঘনত্ব: ৪৯ জন প্রতি বর্গ কি.মি.।
- গড় আয়ু: ৬০.৭ বছর।
- শিক্ষার হার: ৯১%।

- জাতীয় দিবস: ১০ অক্টোবর।
- ভাষা: ইংরেজি, বাউ পিজিয়ান এবং হিন্দুস্তানী
- মুদ্রা: ফিজিয়ান ডলার
- মাথাপিছু আয়: ৪,৩০৪ মার্কিন ডলার।
- গ্রিনিচ টাইম: +১২ ঘন্টা।
- সাংবিধানিক রাষ্ট্রপ্রধান: রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ।

ওশেনিয়া মহাদেশ সম্পর্কে আরো তথ্যাবলী

- বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মহাদেশ ➾ ওশেনিয়া।
- ওশেনিয়া মহাদেশের আয়তন ➾ ৮৪ লাখ ৮৪ হাজার ৬২০ বর্গকিমি।
- ওশেনিয়া মহাদেশ পৃথিবীর মোট আয়তনের ➾ ৫.৮ অংশ।
- ওশেনিয়া মহাদেশের জনসংখ্যা ➾ ৩ কোটি ৫৪ লাখ।
- ওশেনিয়া মহাদেশের সর্বোচ্চ বিন্দু ➾ পুঁসাক জায়া।
- ওশেনিয়া মহাদেশের সর্বনিম্ন বিন্দু ➾ লেক আয়ার।
- আয়তনে ওশেনিয়া মহাদেশের বৃহত্তম দেশ ➾ অষ্ট্রেলিয়া,
- আয়তন ➾ ৭৬ লাখ ৮৬ হাজার ৮৫ বর্গকিমি।
- জনসংখ্যায় ওশেনিয়া মহাদেশের বৃহত্তম দেশ ➾ অষ্ট্রেলিয়া; ২ কোটি ১৩ লাখ।
- আয়তনে ওশেনিয়া মহাদেশের ক্ষুদ্রতম দেশ ➾ নাউরু (২১ বর্গ কি.মি) ।
- জনসংখ্যায় ওশেনিয়া মহাদেশের ক্ষুদ্রতম দেশ ➾ টুভ্যালু।
- ওশেনিয়া মহাদেশের স্বাধীন দেশ ➾ ১৪টি।
- ওশেনিয়া মহাদেশের দীর্ঘতম নদীর নাম ➾ মারে ডার্লিং (অষ্ট্রেলিয়া)।
- ওশেনিয়া মহাদেশের বৃহত্তম হ্রদ ➾ আয়ার।
- ওশেনিয়া মহাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ ➾ পুঁসাক জায়া, উচ্চতা-৪৮৯৭ (কারস্টেন পিরামিড)।
- ওশেনিয়া মহাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ ➾ নিউগিনি।
- মরুভূমি ➾অস্ট্রেলিয়ান মরুভূমি - ৩৮ লক্ষ (বিশ্বে ২য়)

RAISUL ISLAM HRIDOY

- দীর্ঘতম নদী ➩ মারে ডার্লিং – ২৫৭৪ কি.মি.
- সর্বোচ্চ শৃংগ ➩ কোসিয়াস্কো - ২২৩০ মি.
- প্রবাল প্রাচীর ➩ গ্রেট বেরিয়ার রীফ - ১৯৩০ কি.মি.
- প্রণালী ➩ উত্তরে - টরেস, দক্ষিণে - বাস

RAISUL ISLAM HRIDOY

অ্যান্টার্কটিকা / এন্টার্কঅটিকা মহাদেশ

অ্যান্টার্কটিকা হল পৃথিবীর সর্বদক্ষিণে অবস্থিত মহাদেশ। ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরু এই মহাদেশের অন্তর্গত। দক্ষিণ গোলার্ধের অ্যান্টার্কটিক অঞ্চলে প্রায় সামগ্রিকভাবেই কুমেরু বৃত্তের দক্ষিণে অবস্থিত

এই মহাদেশটি দক্ষিণ মহাসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ১,৪২,০০,০০০ বর্গকিলোমিটার (৫৫,০০,০০০ বর্গমাইল) আয়তন-বিশিষ্ট অ্যান্টার্কটিকা পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম মহাদেশ এবং আয়তনে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের প্রায় দ্বিগুণ। অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশটি এখনও পর্যন্ত বিশ্বের সর্বনিম্ন জনবসতিপূর্ণ মহাদেশ। এই মহাদেশের জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ০.০০০০৮ জন। অ্যান্টার্কটিকার ৯৮% অঞ্চল গড়ে ১.৯ কিমি (১.২ মা; ৬,২০০ ফু) পুরু বরফে আবৃত। অ্যান্টার্কটিক উপদ্বীপের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত অংশগুলি বাদ দিয়ে সর্বত্রই এই বরফের আস্তরণ প্রসারিত।

সামগ্রিকভাবে অ্যান্টার্কটিকা হল পৃথিবীর শীতলতম, শুষ্কতম এবং সর্বাধিক ঝটিকাপূর্ণ মহাদেশ। বিশ্বের সকল মহাদেশের মধ্যে এই মহাদেশটির গড় উচ্চতা সর্বাধিক। আন্টার্কটিকার অধিকাংশ অঞ্চলই একটি মেরু মরুভূমির অন্তর্গত। এই মহাদেশের উপকূলভাগে এবং উপকূল-সমীপস্থ অঞ্চলগুলিতে বার্ষিক পরিচলন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০ সেমি (৭.৯ ইঞ্চি)। অ্যান্টার্কটিকার তাপমাত্রা -৮৯.২ °সেন্টিগ্রেড (-১২৮.৬ °ফারেনহাইট) পর্যন্ত (অথবা মহাকাশ থেকে পরিমাপকৃত হিসাব অনুযায়ী, -৯৭.৭ °সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ -১৩৫.৮ °ফারেনহাইট পর্যন্ত) নামতে পারে। যদিও মহাদেশের তিন-চতুর্থাংশ অঞ্চলের (বছরের শীতলতম অংশ) গড় তাপমাত্রা -৬৩ °সেন্টিগ্রেড (-৮১ °ফারেনহাইট)। সমগ্র মহাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে সারা বছরই ১,০০০ থেকে ৫,০০০ লোক বসবাস করে। এখানকার স্থানীয় জীবজগতের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শৈবাল, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, উদ্ভিদ, প্রোটিস্ট এবং মাইট, নেমাটোডা, পেঙ্গুইন, সিল ও টারডিগ্রেড বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর নাম উল্লেখযোগ্য। অ্যান্টার্কটিকের তুন্দ্রা অঞ্চলেই গাছপালা দেখা যায়।

বিশ্বের নথিবদ্ধ ইতিহাসে অ্যান্টার্কটিকাই হল সর্বশেষ আবিষ্কৃত অঞ্চল। ১৮২০ সালে *ভস্তক* ও *মার্নি* নামে দুই রাশিয়ান রণতরীর অভিযাত্রী ফেবিয়ান গোটলিয়েব ফন বেলিংশসেন ও মিখাইল লাজারেভ কর্তৃক ফিমবুল তুষার সোপান আবিষ্কারের পূর্বে এই মহাদেশটির অস্তিত্বের কথা কেউই জানত না। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর পরবর্তী পর্যায়েও প্রতিকূল পরিবেশ, সহজলভ্য প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব ও দুর্গমতার কারণে এই মহাদেশটি মোটামুটি উপেক্ষিতই ছিল। ১৮৯৫ সালে নরওয়েজীয় অভিযাত্রীদের একটি দলই প্রথম এই মহাদেশে অবতরণ করে বলে নিশ্চিতভাবে জানা যায়।

অ্যান্টার্কটিকা একটি *ডি ফ্যাক্টো* কন্ডোমিনিয়াম। অ্যান্টার্কটিকা চুক্তি অনুযায়ী ‘কনসাল্টিং’ মর্যাদাপ্রাপ্ত পক্ষগুলির দ্বারা এই মহাদেশ শাসিত হয়। ১৯৫৯ সালে বারোটি দেশ এবং তারপর আরও আটত্রিশটি দেশ এই চুক্তিতে সাক্ষর করেছিল। এই চুক্তির দ্বারা অ্যান্টার্কটিকায় সামরিক কার্যকলাপ, খনিজ উত্তোলন, পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও পারমাণবিক বর্জ্য নিক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণার

RAISUL ISLAM HRIDOY

পৃষ্ঠপোষকতা করা হয় এবং সমগ্র মহাদেশের জৈবভৌগোলিক ক্ষেত্রটি রক্ষা করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন দেশের চার হাজারেরও বেশি বৈজ্ঞানিক এই মহাদেশে গবেষণায় রত।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ অব্দ নাগাদ অ্যারিস্টটল তাঁর *মেতেওরোলজিকা* গ্রন্থে একটি *অ্যান্টার্কটিক অঞ্চল*-এর কথা উল্লেখ করেন। কথিত আছে, খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে তিরের মারিনোস তাঁর অসংরক্ষিত বিশ্ব মানচিত্রে এই নামটি ব্যবহার করেছিলেন। রোমান লেখক হাইজিনাস ও এপুলিয়াস (খ্রিস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দী) দক্ষিণ মেরু অর্থে রোমানীকৃত গ্রিক *পোলাস আন্তার্কতিকাস* (লাতিন: *polus antarcticus*) নামটিকে গ্রহণ করেন। এই নামটি থেকে ১২৭০ সালে প্রাচীন ফরাসি *পোলে আন্তার্তিকে* (প্রাচীন ফরাসি: *pole antartike*; আধুনিক ফরাসি ভাষায়: *pôle antarctique*) নামটির উদ্ভব ঘটে। এই ফরাসি শব্দটি থেকে ১৩৯১ সালে জিওফ্রে চসার একটি পরিভাষাগত সনদে মধ্য ইংরেজি *পোল আন্টার্কটিক* (মধ্য ইংরেজি বানান: *pol antartik*; বর্তমান ইংরেজি বানান: *Antarctic Pole*) নামটি গ্রহণ করেন।

বর্তমান ভৌগোলিক নামটি অর্জনের আগে এই শব্দটি "উত্তরের বিপরীত" অর্থে একাধিক স্থানের নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রাজিলে স্থাপিত স্বল্পকাল স্থায়ী ফরাসি উপনিবেশটিকে বলা হত "ফ্রান্স আন্তার্কতিকে"।

১৮৯০-এর দশকে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে একটি মহাদেশের নাম হিসাবে "অ্যান্টার্কটিকা শব্দটি ব্যবহৃত হয়। স্কটিশ মানচিত্রাঙ্কনবিদ জন জর্জ বার্থোলোমিউকে এই নামকরণের হোতা বলে মনে করা হয়।

আবিষ্কারের ইতিহাস

অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের কোন স্থায়ি অধিবাসী নেই এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্য্যন্ত কোন মানুষ এই স্থানকে দেখেছিলেন বলে কোন প্রমাণ নেই। এতৎসত্ত্বেও প্রথম শতাব্দী থেকেই একটি বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, পৃথিবীর দক্ষিণে *টেরা অস্ট্রালিস* নামক এক বিশাল মহাদেশ উপস্থিত থাকতে পারে। টলেমি মনে করতেন যে, ইউরোপ, এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা নিয়ে গঠিত তৎকালীন যুগে পরিচিত পৃথিবীর ভূমিসমষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য এই মহাদেশ দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এমনকি সপ্তদেশ শতাব্দীর শেষার্ধে অভিযাত্রীরা দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের পর যখন জানা যায়, এই দুইটি মহাদেশ প্রবাদ হিসেবে প্রচলিত অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের অংশ নয়, তখনও ভৌগোলিকরা বাস্তবের থেকে দ্বিগুণ আকারের মহাদেশের অস্তিত্বের কথা বিশ্বাস করতেন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের পর এই মহাদেশের নামকরণ *টেরা অস্ট্রালিস* শব্দটি থেকে করা হয়, কারণ তখন ম্যাথিউ ফ্লিন্ডার্স নামক অভিযাত্রী সহ বেশ কিছু মানুষ মনে করতেন অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে উল্লেখযোগ্য মাপের কোন মহাদেশ পাওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণে অ্যান্টার্কটিকার প্রবাদের সঙ্গে প্রচলিত হলেও টেরা অস্ট্রালিস নামটি এই মহাদেশের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়নি।

অ্যান্টার্কটিকা চুক্তি

১৯৫৯ সালে ১২টি দেশের মধ্যে অ্যান্টার্কটিকা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়; যাতে বর্তমানে ৪৬টি দেশ স্বাক্ষর করেছে। এ চুক্তির মাধ্যমে অ্যান্টার্কটিকায় সামরিক কর্মকান্ড এবং খনিজ সম্পদ খনন নিষিদ্ধ, বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে সহায়তা এবং মহাদেশটির ইকোজোন সুরক্ষিত করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের ৪,০০০ এরও বেশি বিজ্ঞানী অ্যান্টার্কটিকায় বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী

- এন্টার্কটিকা মহাদেশের আয়তন ⇨ ১ কোটি ৩২ লাখ ৯ হাজার বর্গকিমি।
- এন্টার্কটিকা মহাদেশের আয়তন পৃথিবীর মোট আয়তনের ⇨ ৮.৯% শতাংশ।
- এন্টার্কটিকা মহাদেশের সক্রিয় আগ্নেয়গিরি ⇨ মাউন্ড ইরেস।
- এন্টার্কটিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ বিন্দু ⇨ ভিন্সন ম্যাসিফ; ৫১৪০ মিটার।
- এন্টার্কটিকা মহাদেশের সর্বনিম্ন বিন্দু ⇨ বেন্টলে সাবগ্ল্যাসিয়াল ট্রেঞ্চ, -২৫৫৫ মিটার।
- এন্টার্কটিকা মহাদেশের জীবজন্তু সমূহ ⇨ এন্টার্কটিকার প্রাণীদের মধ্যে পেঙ্গুইন, তিমি ও সীল মাছ অন্যতম।
- এন্টার্কটিকা মহাদেশের প্রধান সম্পদ ⇨ প্রধান সম্পদ সামুদ্রিক পাথর।
- এন্টার্কটিকা মহাদেশের জলবায়ু ⇨ শৈত্যপ্রবাহ, তুষার ঝড়, মেঘময় ও কুয়াশায় মেরদেশীয় আবহাওয়া। বড় বড় বরফখণ্ড বা আইসবার্গ উপকূল অঞ্চলকে ঘিরে রেখেছে।
- পৃথিবীর সুপেয় পানি ৯০ ভাগই রয়েছে ⇨ অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে।
- গ্রীষ্মকালে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে ⇨ সূর্য অস্ত যায় না।
- এই মহাদেশে কোনো ⇨ জনবসতি নেই।
- মহাদেশজুড়ে বিভিন্ন স্টেশনে অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত অন্তত ⇨ ১ হাজার মানুষ সব সময় অবস্থান করেন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- এই মহাদেশের বরফ অঞ্চল থেকে মহাদেশে ➾ 'ব্লাড ফল' হয়। অর্থাৎ, বরফ থেকে এক ধরনের লাল তরল নিঃসারিত হয়। দেখলে মনে হয় যেন রক্ত বেরিয়ে আসছে।
- শীতল হলেও অ্যান্টার্কটিকাকেই পৃথিবীর সবেচেয়ে ➾ বড় মরুভূমি বলা যায়।
- অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে কোনো ➾ তুষার ভল্লুক নেই।
- অ্যান্টার্কটিকা হলো একমাত্র মহাদেশ যেখানে কোনো ➾ পিঁপড়া নেই।
- যদিও কোনো জনবসতি নেই তবুও পুরো মহাদেশজুড়ে রয়েছে ➾ ৭টি খ্রিস্টধর্মীয় চার্চ।
- অ্যান্টার্কটিকার কিছু অংশ নিজেদের দাবি করতে ➾ ১৯৭৭ সালে আর্জেন্টিনা একজন গর্ভবতী নারীকে সেখানে সন্তান জন্ম দিতে পাঠান। ওই সন্তানই অ্যান্টার্কটিকায় জন্ম নেওয়া প্রথম মানব শিশু।
- অ্যান্টার্কটিকায় কোনো ➾ স্থলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী নেই।
- এখানে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ➾ তিমি, পেঙ্গুইন ও সিল।
- অদ্ভুত লাগলেও অ্যান্টার্কটিকায় একটি ➾ এটিএম বুথও রয়েছে।
- অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে ➾ আইস ফিশ নামে বিচিত্র একটি মাছ রয়েছে, এর রক্ত লাল নয়, বরং স্বচ্ছ পানির মতো।

RAISUL ISLAM HRIDOY

দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ

দক্ষিণ আমেরিকা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম মহাদেশ হল দক্ষিণ আমেরিকা। এখান পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬ ভাগ মানুষ এখাবে বসবাস করে। পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় ১২ ভাগ দ্বারা দক্ষিণ আমেরিকা গঠিত। ১২ টি স্বাধীন দেশ এবং ব্রিটিশ শাসনাধীন ফকল্যান্ড দীপপুঞ্জ ও ফ্রেঞ্চ শাসনাধীন ফ্রেঞ্চ গায়ানা নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ গঠিত। এর আয়তন 17,820,900 বর্গ কিলোমিটার।

এটি উত্তর দক্ষিণে প্রায় 7400 কিলোমিটার এবং পূর্ব পশ্চিমে প্রায় **5160** কিলোমিটার চওড়া।

দক্ষিন আমেরিকার ইতিহাস

দক্ষিণ আমেরিকা পৃথিবীর যে সাতটি মহাদেশ রয়েছে তার মধ্যে চতুর্থ বৃহত্তম মহাদেশ। এই মহাদেশটির আয়তন ১,৭৮,২০,৯০০ বর্গকিলোমিটার । পৃথিবীর মোট স্থলভাগের ১২% স্থান দখল করে আছে । বিষুবরেখা ও মকরক্রান্তির দুই পাশ জুড়ে এর বিস্তৃতি। আয়তনের দিকে থেকে এশিয়া, আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকার পরেই এর স্থান। মহাদেশটি উত্তরে পানামা স্থলযোটকের মাধ্যমে মধ্য ও উত্তর আমেরিকার সাথে যুক্ত। দক্ষিণে হর্ন অন্তরীপ থেকে উত্তরে ক্যারিবীয় সাগর পর্যন্ত মহাদেশটির দৈর্ঘ্য ৭,৪০০ কিলোমিটার। আর পূর্ব-পশ্চিমে এর সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য, আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত ব্রাজিলের পুন্তা দু সেইক্সাস থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে অবস্থিত পেরুর পুন্তা পারিনিয়াস পর্যন্ত, ৫,১৬০ কিলোমিটার।

এটি পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর এবং উত্তর এবং পূর্ব দিকে আটলান্টিক মহাসাগর দ্বারা সীমাবদ্ধ; উত্তর আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান সাগর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এর মধ্যে রয়েছে বারোটি সার্বভৌম রাষ্ট্র (আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, গায়ানা, প্যারাগুয়ে, পেরু, সুরিনাম, উরুগুয়ে এবং ভেনিজুয়েলা), ফ্রান্সের একটি অংশ (ফরাসী গায়ানা) এবং একটি অ-সার্বভৌম অঞ্চল (ফকল্যাণ্ড) দ্বীপপুঞ্জ, একটি ব্রিটিশ বিদেশের অঞ্চল যদিও এটি আর্জেন্টিনা দ্বারা বিতর্কিত)। এগুলি ছাড়াও নেদারল্যান্ডস, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো এবং পানামা রাজ্যের এবিসি দ্বীপপুঞ্জ দক্ষিণ আমেরিকার অংশ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশ এই মহাদেশের পশ্চিম বা পূর্ব উপকূলের কাছে বাস করে যখন অভ্যন্তর এবং সুদূর দক্ষিণে খুব কম জনবসতি রয়েছে। পশ্চিম দক্ষিণ আমেরিকার ভূগোল অ্যান্ডিস পর্বতমালার দ্বারা প্রাধান্য পেয়েছে; বিপরীতে, পূর্ব অংশে উঁচু অঞ্চল এবং বিস্তৃত নিম্নভূমি উভয়ই রয়েছে যেখানে অ্যামাজন, অরিনোকো এবং পারানা নদীর মতো প্রবাহিত হয়। মহাদেশের বেশিরভাগ অংশ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে রয়েছে।

২০১৬ সালের হিসাবে এর জনসংখ্যা 420 মিলিয়নেরও বেশি অনুমান করা হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলে (এশিয়া, আফ্রিকা এবং উত্তর আমেরিকার পরে) চতুর্থ এবং জনসংখ্যায় পঞ্চম (এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার পরে)। ব্রাজিল এখন পর্যন্ত সবচেয়ে জনবহুল দক্ষিণ আমেরিকার দেশ, এই মহাদেশের অর্ধেকেরও বেশি জনসংখ্যার পরে কলম্বিয়া, আর্জেন্টিনা,

ভেনিজুয়েলা এবং পেরু রয়েছে। সাম্প্রতিক দশকে ব্রাজিলও এই অঞ্চলের জিডিপির অর্ধেক কেন্দ্রীভূত করেছে এবং প্রথম আঞ্চলিক শক্তি হয়ে উঠেছে।

ভূগোল

দক্ষিণ আমেরিকা, আমেরিকার দক্ষিণ অংশ দখল করে আছে। কলম্বিয়া-পানামা সীমান্তে দরিয়ান জলাশয় দ্বারা এই মহাদেশটি সাধারণত উত্তর-পশ্চিমে সীমানা নির্ধারণ করা হয়। যদিও কেউ কেউ সীমান্তটিকে পানামা খাল বলে বিবেচনা করতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকা বিশ্বের বৃহত্তম নিরবচ্ছিন্ন জলপ্রপাতের আবাসস্থল। ভেনেজুয়েলার অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত,আয়তনের দিক থেকে বৃহত্তম নদী, আমাজন নদী; দীর্ঘতম পর্বতশ্রেণী অ্যান্ডিস (যার সর্বোচ্চ পর্বতটি হ'ল আকোনকাগুয়া ৬,৯৬২ মি বা ২২,৮৪১ ফুট); পৃথিবীর সবচেয়ে শুষ্কতম মেরুবিহীন স্থান, আতাকামা মরুভূমি; বৃহত্তম রেইন ফরেস্ট, অ্যামাজন রেইনফরেস্ট; সর্বোচ্চ রাজধানী শহর, লা পাজ, বলিভিয়া; বিশ্বের বৃহত্তম বাণিজ্যিকভাবে নাব্য নমনীয় হ্রদ, টিটিকাচা হ্রদ দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত।

দক্ষিণ আমেরিকার প্রধান খনিজ সম্পদ হ'ল স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, লোহা আকরিক, টিন এবং পেট্রোলিয়াম।

দক্ষিণ আমেরিকা পৃথিবীর অন্যতম জীববৈচিত্র্যময় মহাদেশ। দক্ষিণ আমেরিকাতে লামা, অ্যানাকোন্ডা, পিরানহা, জাগুয়ার, ভিকুয়াসা এবং টাপির সহ অনেক আকর্ষণীয় এবং অনন্য প্রজাতির প্রাণী রয়েছে। আমাজান রেইনফরেস্ট পৃথিবীর বিভিন্ন প্রজাতির জীববৈচিত্র্য ধারণ করে।

ব্রাজিল দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ, এই মহাদেশের প্রায় অর্ধেক অঞ্চল এই দেশটি ঘিরে রয়েছে। বাকি দেশ এবং অঞ্চলগুলি তিনটি অঞ্চলের মধ্যে বিভক্ত: অ্যান্ডিয়ান রাজ্য, গিয়ানা এবং দক্ষিণ শঙ্কু।

বহির্মুখী দ্বীপপুঞ্জ

দক্ষিণ আমেরিকা পার্শ্ববর্তী কয়েকটি দ্বীপকে অন্তর্ভুক্ত করে। আরুবা, বোনেয়ার, কুরাসাও, এবং ত্রিনিদাদ অন্যতম এবং এই মহাদেশের অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়। ভূ-রাজনৈতিকভাবে, দ্বীপরাষ্ট্রগুলি উত্তর আমেরিকার একটি অংশ বা অধীনস্থ হিসাবে বিভক্ত করা হয়। দক্ষিণ আমেরিকার সাথে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দ্বীপগুলি হল গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ যা ইকুয়েডর এবং ইস্টার দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত

RAISUL ISLAM HRIDOY

(ওশেনিয়ায় তবে চিলির অন্তর্গত), রবিনসন ক্রুসো দ্বীপ, চিলো এবং টিয়েরা দেল ফুয়েগো (চিলি এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে বিভক্ত)।

দক্ষিন আমেরিকা মহাদেশের দেশ, রাজধানী, মুদ্রা, আয়তন, ভাষা ও জনসংখ্যা পরিচিতি

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আয়তন km^2	জনসংখ্যা	জবৃদ্ধির হার	ঘনত্ব	প্রধান ভাষা	গড় আয়ু	স্বাক্ষরতার হার
আর্জেন্টিনা	বুয়েন্স এয়ার্স	পেসো	2,780,400	40,677,348	0.92	15	স্প্যানিশ	76.5	97.2
বলিভিয়া	লাপাজ	বলিভিয়ানো	1,098,581	9,247,816	1.38	8.5	স্প্যানিশ	66.5	88.4
ব্রাজিল	ব্রাসিলিয়া	ক্রুজিরো	8,547,404	191,908,600	0.98	23	পুর্তগীজ	72.5	87.1
চিলি	সান্টিয়াগো	পেসো	756,626	16,432,536	0.89	22	স্প্যানিশ	77.2	96.5
কলম্বিয়া	বগোটা	পেসো	1,141,748	45,013,674	1.41	43	স্প্যানিশ	72.5	93.0
ইকুয়েডর	কিটো	USD	272,045	13,927,650	0.94	50	স্প্যানিশ	76.8	93.1
প্যারাগুয়ে	আসুনসিয়ন	গুয়ারানি	406,752	6,831,306	2.39	17	স্প্যানিশ	75.6	94.4
পেরু	লিমা	নয়েভো সল	1,285,216	29,041,593	1.25	23	স্প্যানিশ	70.4	91.6
উরুগুয়ে	মন্টিভিডিও	পেসো	176,215	3,477,778	0.49	20	স্প্যানিশ	76.1	98.2
ভেনিজুয়েলা	কারাকাস	বলিভার	916,445	26,414,815	1.50	30	স্প্যানিশ	73.5	94.0
গায়ানা	জর্জ টাউন	গায়ানা ডলার	214,969	770,794	0.21	3.9	English	66.4	99
সুরিনাম	প্যারামারিবো	ডলার	163,265	475,996	1.10	2.9	Dutch	73.5	94.2

RAISUL ISLAM HRIDOY

দক্ষিণ আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- দক্ষিণ আমেরিকার আয়তন ⇨ ১ কোটি ৭৮ লাখ ১৯ হাজার বর্গকিমি।
- দক্ষিণ আমেরিকা পৃথিবীর মোট আয়তনের ⇨ ১২ শতাংশ।
- দক্ষিণ আমেরিকার জনসংখ্যা ⇨ ৩৮ কোটি ৯১ লাখ।
- দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য ⇨ ২৭ হাজার ৭০০ কিলোমিটার।
- দক্ষিণ আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্বতমালার নাম ⇨ আন্দিজ পর্বতমালা ।
- দক্ষিণ আমেরিকার বনভূমি এর মোট আয়তনের অংশ ⇨ মোট আয়তনের ৫২ শতাংশ।
- উচ্চতা অনুযায়ী দক্ষিণ আমেরিকার উচ্চতম জলপ্রপাতের নাম ⇨ এঞ্জেল ফলস (ভেনিজুয়েলা)।
- দক্ষিণ আমেরিকার সর্বোচ্চ বিন্দু ⇨ একাঙ্কাগুয়া (আর্জেন্টিনা)।
- দক্ষিণ আমেরিকার সর্বনিম্ন বিন্দু ⇨ পেনিনসুলা (আর্জেন্টিনা)।
- দক্ষিণ আমেরিকার দীর্ঘতম নদী ⇨ আমাজান।
- দক্ষিণ আমেরিকার উচ্চতম (পানির পরিমাণ অনুযায়ী) জলপ্রপাত ⇨ গুয়ারিয়া (ব্রাজিল); ১৩০০ কিউবিক সেকেন্ড।
- জনসংখ্যার দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ ⇨ ব্রাজিল (১৯ কোটি ৩৭ লাখ)।
- আয়তনে দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ ⇨ ব্রাজিল।
- জনসংখ্যায় দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্রতম দেশের নাম ⇨ সুরিনাম (৪,৬১,০০০)।
- আয়তনে দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্রতম দেশ ⇨ সুরিনাম।
- দক্ষিণ আমেরিকার চির বসনে-র দেশের নাম ⇨ ইকুয়েডর।
- দক্ষিণ আমেরিকা তথা পৃথিবীর উচ্চতম রাজধানীর নাম ⇨ লাপাজ (বলিভিয়া)।
- পৃথিবীর তথা দক্ষিণ আমেরিকার উচ্চতম বিমান বন্দর কোনটি? ⇨ লাপাজ, বলিভিয়া।
- দক্ষিণ আমেরিকায় প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে ⇨ স্পেন দেশ।
- দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীন দেশ ⇨ ১২টি।
- আয়তনে দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ কোনটি? ⇨ ব্রাজিল (৮৪,৫৬,৫৭০ বর্গ কিমি)।
- দক্ষিণ আমেরিকা তথা পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতমালা কোনটি? ⇨ আন্দিজ, (৬৪০০ কিমি)।
- লোকসংখ্যায় দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ কোনটি? ⇨ ব্রাজিল।
- দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম নদী কোনটি? ⇨ আমাজান। (৬৪৩৭ কিমি)

RAISUL ISLAM HRIDOY

- পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী কোনটি? ➾ আমাজান ।
- পৃথিবীর প্রশস্ততম নদী কোনটি? ➾ আমাজান।
- পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত কোনটি? ➾ এঞ্জেল জলপ্রপাত (ভেনিজুয়েলা) ৮০৭ মিটার।
- আয়তনে দক্ষিণ আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ কোনটি? ➾ আর্জেন্টিনা (২৭,৬৬,৮৯০ বর্গ কিমি)।
- দক্ষিণ আমেরিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কোনটি? ➾ অ্যাকঙ্কগুয়া, (আর্জেন্টিনা -৬৯৫৮.৮ মিটার)।
- দক্ষিণ আমেরিকার সর্বনিম্ন বিন্দু কোনটি? ➾ ভালডেস পেনিন, আর্জেন্টিনা (৩৯.৯ মিটার)।
- বৃহত্তম পর্বতমালা ➾ আন্দিজ (বিশ্বে ২য়)।
- বৃহত্তম দেশ ➾ ব্রাজিল (৮৫১২ ব.কি.মি.)
- ক্ষুদ্রতম দেশ ➾ ফকল্যান্ড দ্বীপ (২৬০ কিমি)
- উচ্চতম রাজধানী ➾ বলিভিয়ার লাপাজ (বিশ্বে ১ম)
- বড় বন্দর ➾ লাপাজ
- চিরবসন্তের দেশ ➾ ইকুয়েডর
- মোট বনভূমি ➾ ৫২%
- ভাষা ➾ ল্যাটিন
- সীমা ➾ উত্তরে-পানামা যোজক, দক্ষিণে-হর্ণ অন্তরীপ, উত্তর-দক্ষিণে-৮০৪৫ কি.মি. পূর্ব-পশ্চিমে—৪৮২৭কিমি.
- সর্বোচ্চ শৃংগ ➾ একোংকাগুয়া (মধ্য চিলি)
- মরুভূমি ➾ আতাকামা,পাতাগুনিয়া
- বনভূমির নাম ➾ সেলভা
- তৃনভূমির নাম ➾ পম্পাস
- আদি অধিবাসী ➾ রেড ইন্ডিয়ান
- প্রথম অধিবাসী ➾ ইনকা জাতি (স্পেন অধিবাসী), এরপর পর্তুগজি,ওলন্দাজ,ফরাসি।
- নিরক্ষরেখা ➾ ইকুয়েডর, কলম্বিয়া ও ব্রাজিল।
- বৃহত্তম স্টেডিয়াম ➾ মারকানা (ব্রাজিল)

উত্তর আমেরিকা মহাদেশ

RAISUL ISLAM HRIDOY

(উত্তর আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশের নাম, রাজধানী, মুদ্রা, আয়তন, জনসংখ্যা, শিক্ষার হার, ভাষা, গড় আয়ু প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য)

RAISUL ISLAM HRIDOY

উত্তর আমেরিকা

উত্তর আমেরিকা পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশ হলেও সবচেয়ে শক্তিধর মহাদেশ। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ কানাডা এবং তৃতীয় বৃহত্তম দেশ যুক্তরাষ্ট্র এই মহাদেশে অবস্থিত। আয়তনের দিক দিয়ে চতুর্দশ বৃহত্তম দেশ মেক্সিকোও এই মহাদেশে অবস্থিত। পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ আইসল্যান্ড উত্তর আমেরিকা মহাদেশে অবস্থিত। উত্তর আমেরিকা জনসংখ্যার দিক দিয়ে চতুর্থ বৃহত্তম মহাদেশ। যক্তরাষ্ট্র জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম। কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্র

প্রযুক্তিগত দিক থেকে অত্যন্ত অগ্রসর। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও এ দুটি দেশ পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী।

মেক্সিকো- যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার মত প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা লাভ না করলেও মেক্সিকোতে রয়েছে প্রচুর পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের খনি।উত্তর আমেরিকা মহাদেশ কে কখনও কখনও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চল সহকারে আলোচনা করা হলেও এখানে প্রত্যেকটি অংশ আলাদা অলাদ করে দেখানো হবে। উত্তর আটলান্টিক এবং আর্কটিক মহাসাগরের মাঝে অবস্থিত গ্রীনল্যান্ড দ্বীপ স্বাধীন দেশ নয়। এই দ্বীপ টি ডেকমার্কের কেন্দ্রীয় সরকার এর শাসনাধীন।

ইতালিয়ান নাবিক আমেরিগো ভেসপুচির নাম অনুসারে আমেরিকা মহাদেশের নামকরণ করা হয়। আমেরিগো ভেসপুচি 1497-1498 সালে আমেরিকার মূল ভূখন্ডে বিচরণ করেন।

উত্তর আমেরিকা

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আয়তন	জনসংখ্যা	বৃদ্ধির হার	ঘনত্ব	ভাষা	গড় আয়ু	স্বাক্ষরতা
যুক্তরাষ্ট্র	ওয়াশিংটন ডিসি	আমেরিকান ডলার	9,826,630	303,824,650	0.88	33	ইংরেজি	78.1	99.5
কানাডা	অটোয়া	কানাডিয়ান ডলার	9,984,670	33,679,263	0.86	3.7	ইংরেজি	80.5	96.6
মেক্সিকো	মেক্সিকো সিটি	পেসো	1,964,382	109,955,400	1.14	57	স্প্যানিশ	75.8	92.7

মধ্য আমেরিকা অঞ্চলটি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের সংযোগ সেতুর মত। এই অংশটুকুকে ভূগোলবিদগন উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সাথে অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

মধ্য আমেরিকা

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আয়তন	জনসংখ্যা	বৃদ্ধির হার	ঘনত্ব	ভাষা	গড় আয়ু	স্বাক্ষরতা
গুয়াতেমালা	গুয়াতেমালা সিটি	কেতজাল	108,889	13,002,206	2.11	120	স্প্যানিশ	70	71.9
বেলিজ	বেলমোপান	ডলার	22,965	301,022	2.20	13	ইংরেজি	68.2	93.2
এল সালভাদর	সান সালভাদর	কোলন	21,041	7,066,403	1.68	341	স্প্যানিশ	72.1	81.2
হন্ডুরাস	তেগুসিগালপা	লেমপিরা	112,492	7,639,327	2.02	68	স্প্যানিশ	69.4	77.2
নিকারাগুয়া	মানাগুয়া	করডাবা	129,494	5,780,586	1.82	48	স্প্যানিশ	71.2	68.2
কোষ্টারিকা	সানজোস	কোলন	51,060	4,191,948	1.38	83	স্প্যানিশ	77.4	96.3
পানামা	পানামা সিটি	বালবোয়া	75,517	3,292,693	1.53	43	স্প্যানিশ	75.2	93.0

RAISUL ISLAM HRIDOY

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী

- ⌘ উত্তর আমেরিকার আয়তন কত? উঃ ২,১৩,৯৩,৭৬২ বর্গ কিমি।
- ⌘ উত্তর আমেরিকা পৃথিবীর মোট আয়তনের কত অংশ? উঃ ১৪.৮%।
- ⌘ উত্তর আমেরিকা কোন গোলার্ধে অবস্থিত? উঃ পশ্চিম গোলার্ধে।
- ⌘ আয়তনে উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম দেশ কোনটি? উঃ কানাডা(৯০,৯৩,৫৭০ বর্গ কিমি)
- ⌘ লোকসংখ্যায় উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম দেশ কোনটি? উঃ যুক্তরাষ্ট্র।
- ⌘ আয়তনে উত্তর আমেরিকার ক্ষুদ্রতম দেশ কোনটি? উঃ গ্রানাডা।
- ⌘ উত্তর আমেরিকা কে আবিস্কার করেন? উঃ ইটালির বিখ্যাত নাবিক কলম্বাস ।
- ⌘ কলম্বাস কবে আমেরিকা আবিস্কার করেন? উঃ ১৪৯২।

⌘ উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ অধিবাসি কাদের বংশধর? উঃ ইউরোপিয়দের।

⌘ এস্কিমোরা কোথায় বসবাস করে? উঃ তুন্দ্রা অঞ্চলে।

⌘ উত্তর আমেরিকা তথা পৃথিবীর বৃহত্তম সুপেয় পানির হ্রদ কোনটি? উঃ সুপিরিয়র (৩৭,৭০০ বর্গ মাইল।

⌘ উত্তর আমেরিকার দীর্ঘতম নদী কোনটি? উঃ মিসিসিপি-মিসৌরী(৬০২০ কিমি)।

⌘ উত্তর আমেরিকার দীর্ঘতম (একক) নদী কোনটি? উঃ ম্যাকেঞ্জি।

⌘ উত্তর আমেরিকার আদি অধিবাসিদেও নাম কি? উঃ রেড ইন্ডিয়ান ও এস্কিমো।

⌘ উত্তর আমেরিকা তথা পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি? উঃ গ্রীনল্যান্ড(২১,৭৫,৬০০ বর্গ কিমি)

⌘ উত্তর আমেরিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কোনটি? উঃ ম্যাককিনলি যুক্তরাষ্ট্র(উচ্চতা-৬১৯৪ মিটার)।

⌘ উত্তর আমেরিকার সর্বনিম্ন বিন্দু কোনটি? উঃ ডেথ ভ্যালি, যুক্তরাষ্ট্র ⇒ (গভীরতা-৮৫.৯ মিটার)।

⌘ উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি কোনটি? উঃ পোক্যাটেপেটল, মেক্সিকো (৫৪২৫ মিটার)।

⌘ মিসিগান, ইরি সুপিরিয়র, হিউরন ওঅন্টারিও হ্রদগুলো একত্রে নাম কি? উঃ গ্রেটলেকস।

⌘ মধ্যে আমেরিকা হতে মিসিসিপি অববাহিত পর্যন্ত সমভূমিকে কি বলে? উঃ পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি।

⌘ আবিস্কারক ⇒ কলম্বাস (পর্তুগিজ) ১৪৯২ সাল।

⌘ বৃহত্তম হ্রদ ⇒ সুপিরিয়র (বিশ্বে ১ম)।

⌘ দীর্ঘতম নদী ⇒ মিসিসিপি-মিসোরী (বিশ্বে ১ম) ⇒ ৮০৯৫ কি.মি.

⌘ বৃহত্তম দেশ ⇒ কানাডা (বিশ্বে ৩য়)।

⌘ ক্ষুদ্রতম দেশ ⇒ বার্বাডোস (৪৩০ কি.মি.)

⌘ বৃহত্তমদ্বীপ ⇒ গ্রীনল্যান্ড (বিশ্বে ১ম) [রাজনীতিকভাবে গ্রীনল্যান্ড ডেনমার্কের অংশ,Geographical উত্তর আমেরিকা।]

⌘ বৃহত্তম জলপ্রপাত ⇒ নায়াগ্রা (আয়তনে বিশ্বে ১ম)

⌘ সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ⇒ ম্যাককিনলি (৬৮০০ মি)

⌘ আদিবাসী ⇒ রেড ইন্ডিয়ান, এ্যাক্সিমো ।

⌘ পৃথিবীর রুটির ঝুরি ⇒ প্রেইরী অঞ্চল

⌘ পঞ্চহ্রদ ⇒ সুপিরিয়র, মিসিগান, হিউরণ, ইরি ও অ্যান্টারিও

RAISUL ISLAM HRIDOY

- ⌘ বৃহত্তম উপসাগর ⇨ হাডসন (বিশ্বে ১ম)।
- ⌘ বৃহত্তম বন্দর ⇨ নিউইয়র্ক(বিশ্বে ১ম),
- ⌘ বৃহত্তম পার্ক ⇨ ইয়েলো স্টোন ন্যাশনাল পার্ক (বিশ্বে ১ম)।
- ⌘ বৃহত্তম অফিস ভবন ⇨ পেন্টাগন(যুক্তরাষ্ট্র) (বিশ্বে ১ম)।
- ⌘ দীর্ঘতম দীর্ঘতম ⇨ মেক্সিকো উপসাগর
- ⌘ দীর্ঘতম সড়ক সেতু ⇨ অসাপেক ব্রীজ, যুক্তরাষ্ট্র(বিশ্বে ১ম)
- ⌘ উচ্চতম মূর্তি ⇨ স্ট্যাচু অব লিবার্টি ১৫০ ফুট, নিউইয়র্ক (বিশ্বে ১ম)
- ⌘ মরুভুমি ⇨ অ্যারিজোনা (একমাত্র)
- ⌘ অধিবাসী আগমন ⇨ ইংরেজ ও ফ্রান্স, মধ্য আমেরিকায় স্পেনীয় দক্ষিণ অঞ্চলে আফ্রিকার নিগ্রো ।
- ⌘ কম বসতি অঞ্চল ⇨ গ্রীনল্যান্ড,০.০৩ জন প্রতি ব.কি.মি (বিশ্বে ১ম)

RAISUL ISLAM HRIDOY

ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ক্রিষ্টোফার কলম্বাস 1492 সালে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এই অঞ্চলে এল তিনি ভূল করে এ অঞ্চলের নাম দেন ওয়েষ্ট ইন্ডিজ। তিনি ভেবেছিলেন তার দল ভারতীয় কোন দ্বীপপুঞ্জে এস উপস্থিত হয়েছেন। বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সময়ে এ অঞ্চলকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছে।

যেমন ফ্রান্স ও স্পেন এ অঞ্চলটিকে এন্টিলিস নামে অভিহিত করে। দক্ষিণ ফ্লোরিডা থেকে ভেনিজুয়েলা উপকুল পর্যন্ত
সহস্রাধিক দ্বীপ নিয়ে ওয়েষ্ট ইন্ডিজ গঠিত। ক্যারিবিয়ন সাগরকে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে পৃথককারী এই দ্বীপ পুঞ্জ প্রায় 3200 কিমি এলাকা ব্যাপী একটি রেখায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থিত।

(বিভিন্ন দেশের নাম, রাজধানী, মুদ্রা, আয়তন, জনসংখ্যা, শিক্ষার হার, ভাষা, গড় আয়ু প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য)

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আয়তন	জনসংখ্যা	বৃদ্ধির হার	ঘনত্ব	ভাষা	গড় আয়ু	স্বাক্ষরতার
কিউবা	হাভানা	পেসো	114,525	11,423,952	0.25	103	স্প্যানিশ	77.3	97.3
জ্যামাইকা	কিংসটন	জ্যামাইকান ডলার	10,991	2,801,544	0.75	259	ইংরেজি	73	88.7
হাইতি	পোর্ট অ প্রিন্স	গুর্ডে	27,750	8,924,553	2.49	324	ফ্রেঞ্চ	57.6	54.8
ডমিনিকান রিপাবলিক	সান্টো ডমেঙ্গো	পেসো	48,400	9,507,133	1.50	197	স্প্যানিশ	73.4	85.4
সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস	বাসেটেরে	ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার	269	39,619	0.74	152	ইংরেজি	72.9	97.3
এন্টিগুয়া এন্ড বারমুডা	সেন্ট জন'স	ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার	442	69,842	0.51	158	ইংরেজি	72.7	89
ডমিনিকা	রোসিও	ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার	750	72,514	0.20	96	ইংরেজি	75.3	94.1
সেন্ট ভিনসেন্ট এন্ড দি গ্রানাডাইনস	কিংসটাউন	ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার	389	118,432	0.23	305	ইংরেজি	74.3	95.6

RAISUL ISLAM HRIDOY

বার্বাডোজ	ব্রিজটাউন	বার্বাডোজ ডলার	430	281,968	0.36	654	ইংরেজি	73.2	99.7
গ্রেনাডা	সেন্ট জর্জ'স	ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার	344	90,303	0.40	263	ইংরেজি	65.6	97.8
দি বাহামাস	নাসাউ	বাহামিয়ান ডলার	13,939	307,451	0.57	31	ইংরেজি	65.7	95.8
ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো	পোর্ট অফ স্পেন	ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো ডলার	5,128	1,047,366	-0.89	204	ইংরেজি	67	98.2

RAISUL ISLAM HRIDOY

ইউরোপ মহাদেশের পরিচিতি

ইউরোপ মহাদেশ যা বৃহত্তর ইউরেশিয়া মহাদেশীয় ভূখণ্ডের পশ্চিমের উপদ্বীপটি নিয়ে গঠিত। সাধারণভাবে ইউরাল ও ককেসাস পর্বতমালা, ইউরাল নদী, কাস্পিয়ান এবং কৃষ্ণ সাগর-এর

জলবিভাজিকা এবং কৃষ্ণ ও এজিয়ান সাগর সংযোগকারী জলপথ ইউরোপকে এশিয়া মহাদেশ থেকে পৃথক করেছে।

ইউরোপের উত্তরে উত্তর মহাসাগর, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণ-পূর্বে কৃষ্ণ সাগর ও সংযুক্ত জলপথ রয়েছে। যদিও ইউরোপের সীমানার ধারণা ধ্রুপদী সভ্যতায় পাওয়া যায়, তা বিধিবহির্ভূত; যেহেতু প্রাথমিকভাবে ভূ-প্রাকৃতিক শব্দ "মহাদেশ"-এ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উপাদান অন্তর্ভুক্ত।

ইউরোপ ভূপৃষ্ঠের দ্বারা বিশ্বের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম মহাদেশ; ১,০১,৮০,০০০ বর্গকিলোমিটার (৩৯,৩০,০০০ মা^{২}) বা ভূপৃষ্ঠের ২% এবং তার স্থলভাগের ৬.৮% জুড়ে রয়েছে। ইউরোপের প্রায় ৫০টি দেশের মধ্যে, রাশিয়া মহাদেশের মোট আয়তনের ৪০% ভাগ নিয়ে এ পর্যন্ত আয়তন এবং জনসংখ্যা উভয়দিক থেকেই বৃহত্তম, অন্যদিকে ভ্যাটিকান সিটি আয়তনে ক্ষুদ্রতম। ৭৩৯–৭৪৩ মিলিয়ন জনসংখ্যা বা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১১% নিয়ে ইউরোপ এশিয়া এবং আফ্রিকার তৃতীয় সবচেয়ে জনবহুল মহাদেশ। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মুদ্রা ইউরো।

ইউরোপ, বিশেষ করে প্রাচীন গ্রিস, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির জন্মস্থান। এটি ১৫ শতকের শুরু থেকে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে, বিশেষ করে উপনিবেশবাদ শুরু হবার পর থেকে। ১৬ থেকে ২০ শতকের মধ্যে, ইউরোপীয় দেশগুলির বিভিন্ন সময়ে আমেরিকা, অধিকাংশ আফ্রিকা, ওশেনিয়া, এবং অপ্রতিরোধ্যভাবে অধিকাংশ এশিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। শিল্প বিপ্লব, যা ১৮ শতকের শেষেভাগে গ্রেট ব্রিটেনে শুরু হয়, পশ্চিম ইউরোপ এবং অবশেষে বৃহত্তর বিশ্বে আমূল অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, এবং সামাজিক পরিবর্তন আনে। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বৃদ্ধি বোঝায়, ১৯০০ সাল দ্বারা, বিশ্বের জনসংখ্যায় ইউরোপের ভাগ ২৫% ছিল।

উভয় বিশ্বযুদ্ধ মূলত ইউরোপকে কেন্দ্র করে হয়, যার ফলে মধ্য ২০ শতকে বৈশ্বিক বিষয়াবলীতে পশ্চিম ইউরোপের আধিপত্যের অবসান ঘটে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের প্রাধান্য বিস্তার করে। স্নায়ুযুদ্ধের সময়ে, ইউরোপ লৌহ পরদা বরাবর পশ্চিমে ন্যাটো ও পূর্বে ওয়ারশ চুক্তি দ্বারা বিভক্ত ছিল। কাউন্সিল অব ইউরোপ এবং পশ্চিম ইউরোপে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউরোপীয় একীকরণে ফলে গঠিত হয়, ১৯৮৯ সালের বিপ্লব ও ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে উভয় সংগঠন পূর্বদিকে বিস্তৃত হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন আজকাল তার

RAISUL ISLAM HRIDOY

সদস্য দেশগুলোর উপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার করছে। অনেক ইউরোপীয় দেশ নিজেদের মাঝে সীমানা এবং অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ বিলুপ্ত করে।

নিচের তালিকায় সমস্ত সত্তা বিভিন্ন সাধারণ সংজ্ঞা, এমনকি আংশিকভাবে পতিত, ভৌগলিক বা রাজনৈতিকভাবে ইউরোপে রয়েছে। প্রদর্শিত তথ্য সূত্র প্রতি ক্রস রেফারেন্সড নিবন্ধ অনুসারে।

পতাকা	প্রতীক	নাম	আয়তন	জনসংখ্যা	ঘনত্ব	রাজধানী	দাপ্তরিক ভাষায় নাম
		আলবেনিয়া	২৮,৭৪৮	২,৮৩১,৭৪১	৯৮.৫	তিরানা	Shqipëria
		অ্যান্ডোরা	৪৬৮	৬৮,৪০৩	১৪৬.২	আন্দরা লা ভেলিয়া	Andorra
		আর্মেনিয়া	২৯,৮০০	৩,২২৯,৯০০	১০১	ইয়েরেভান	Hayastan
		অস্ট্রিয়া	৮৩,৮৫৮	৮,১৬৯,৯২৯	৯৭.৪	ভিয়েনা	Österreich
		আজারবাইজান	৮৬,৬০০	৯,১৬৫,০০০	১০৫.৮	বাকু	Azərbaycan
		বেলারুশ	২০৭,৫৬০	৯,৪৫৮,০০০	৪৫.৬	মিন্স্ক	Belarus
		বেলজিয়াম	৩০,৫২৮	১১,০০৭,০০০	৩৬০.৬	ব্রাসেল্স	België/Belgique/Belgien
		বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা	৫১,১২৯	৩,৮৪৩,১২৬	৭৫.২	সারায়েভো	Bosna i Hercegovina
		বুলগেরিয়া	১১০,৯১০	৭,৬২১,৩৩৭	৬৮.৭	সফিয়া	Bălgarija
		ক্রোয়েশিয়া	৫৬,৫৪২	৪,৪৩৭,৪৬০	৭৭.৭	জাগরেব	Hrvatska
		সাইপ্রাস	৯,২৫১	৭৮৮,৪৫৭	৮৫	নিকোসিয়া	Kýpros/Kıbrıs
		চেক প্রজাতন্ত্র	৭৮,৮৬৬	১০,২৫৬,৭৬০	১৩০.১	প্রাগ	Česká republika
		ডেনমার্ক	৪৩,০৯৪	৫,৫৬৪,২১৯	১২৯	কোপেনহেগেন	Danmark
		ইস্তোনিয়া	৪৫,২২৬	১,৩৪০,১৯৪	২৯	তাল্লিন	Eesti
		ফিনল্যান্ড	৩৩৬,৫৯৩	৫,১৫৭,৫৩৭	১৫.৩	হেলসিঙ্কি	Suomi/Finland
		ফ্রান্স	৫৪৭,০৩০	৬৩,১৮২,০০০	১১৫.৫	প্যারিস	France
		জর্জিয়া	৬৯,৭০০	৪,৬৬১,৪৭৩	৬৪	তিবিলিসি	Sakartvelo
		জার্মানি	৩৫৭,০২১	৮৩,২৫১,৮৫১	২৩৩.২	বার্লিন	Deutschland

RAISUL ISLAM HRIDOY

		গ্রিস	১৩১,৯৫৭	১১,১২৩,০৩৪	৮০.৭	অ্যাথেন্স	Elláda
		হাঙ্গেরি	৯৩,০৩০	১০,০৭৫,০৩৪	১০৮.৩	বুদাপেস্ট	Magyarország
		আইসল্যান্ড	১০৩,০০০	৩০৭,২৬১	২.৭	রেইকিয়াভিক	Ísland
		আয়ারল্যান্ড	৭০,২৮০	৪,২৩৪,৯২৫	৬০.৩	ডাবলিন	Éire/Ireland
		ইতালি	৩০১,২৩০	৫৯,৫৩০,৪৬৪	১৯৭.৭	রোম	Italia
		কাজাখস্তান	২,৭২৪,৯০০	১৫,২১৭,৭১১	৫.৬	আস্তানা	Qazaqstan/Kazahstan
		লাতভিয়া	৬৪,৫৮৯	২,০৬৭,৯০০	৩৪.২	রিগা	Latvija
		লিশটেনস্টাইন	১৬০	৩২,৮৪২	২০৫.৩	ফাডুৎস	Liechtenstein
		লিথুয়ানিয়া	৬৫,২০০	২,৯৮৮,৪০০	৪৫.৮	ভিলনিউস	Lietuva
		লুক্সেমবুর্গ	২,৫৮৬	৪৪৮,৫৬৯	১৭৩.৫	লুক্সেমবুর্গ	Lëtzebuerg/Luxemburg/ Luxembourg
		ম্যাসেডোনিয়া	২৫,৭১৩	২,০৫৪,৮০০	৮১.১	স্কপইয়ে	Makedonija
		মাল্টা	৩১৬	৩৯৭,৪৯৯	১,২৫৭.৯	ভাল্লেত্তা	Malta
		মলদোভা	৩৩,৮৪৩	৪,৪৩৪,৫৪৭	১৩১.০	কিশিনেভ	Moldova
		মোনাকো	১.৯৫	৩১,৯৮৭	১৬,৪০৩.৬	মোনাকো	Monaco
		মন্টিনিগ্রো	১৩,৮১২	৬১৬,২৫৮	৪৪.৬	পোডগোরিকা	Crna Gora
		নেদারল্যান্ডস	৪১,৫২৬	১৬,৯০২,১০৩	৩৯৩.০	আমস্টারডাম	Nederland
		নরওয়ে	৩৮৫,১৭৮	৫,০১৮,৮৩৬	১৫.৫	অসলো	Norge/Noreg
		পোল্যান্ড	৩১২,৬৮৫	৩৮,৬২৫,৪৭৮	১২৩.৫	ওয়ার্সা	Polska
		পর্তুগাল	৯১,৫৬৮	১০,৪০৯,৯৯৫	১১০.১	লিসবন	Portugal
		রোমানিয়া	২৩৮,৩৯১	২১,৬৯৮,১৮১	৯১.০	বুখারেস্ট	România
		রাশিয়া	১৭,০৭৫,৪০০	১৪২,২০০,০০০	৮.৩	মস্কো	Rossiya
		সান মারিনো	৬১	২৭,৭৩০	৪৫৪.৬	সান মারিনো	San Marino
		সার্বিয়া	৮৮,৩৬১	৭,১২০,৬৬৬	৯১.৯	বেলগ্রেড	Srbija
		স্লোভাকিয়া	৪৮,৮৪৫	৫,৪২২,৩৬৬	১১১.০	ব্রাতিস্লাভা	Slovensko
		স্লোভেনিয়া	২০,২৭৩	২,০৫০,১৮৯	১০১	লিউব্লিয়ানা	Slovenija
		স্পেন	৫০৪,৮৫১	৪৭,০৫৯,৫৩৩	৯৩.২	মাদ্রিদ	España

RAISUL ISLAM HRIDOY

		সুইডেন	৪৪৯,৯৬৪	৯,০৯০,১১৩	১৯.৭	স্টকহোম	Sverige
		সুইজারল্যান্ড	৪১,২৯০	৭,৫০৭,০০০	১৭৬.৪	বের্ন	Schweiz/Suisse/Svizzera /Svizra
		তুরস্ক	৭৮৩,৫৬২	৭৫,৬২৭,৩৮৪	৯৮	আঙ্কারা	Türkiye
		ইউক্রেন	৬০৩,৭০০	৪৮,৩৯৬,৪৭০	৮০.২	কিয়েভ	Ukrajina
		যুক্তরাজ্য	২৪৪,৮২০	৬১,১০০,৮৩৫	২৪৪.২	লন্ডন	United Kingdom
		ভ্যাটিকান সিটি	০.৪৪	৯০০	২,০৪৫.৫	ভ্যাটিকান সিটি	Città del Vaticano
মোট			**১০,১৮০,০০০**	**৭৪২,০০০,০০০**	**৭০**		

নিচে উল্লিখিত রাষ্ট্রগুলো সীমাবদ্ধ বা শুন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দ্বারা কার্যত স্বাধীন দেশ। তাদের কেউ জাতিসংঘের সদস্য নয়ঃ

পতাকা	প্রতীক	Name	আয়তন	জনসংখ্যা (২০০২-এর ১ জুলাই আনু.)	জনসংখ্যার ঘনত্ব	রাজধানী
		আবখাজিয়া	৮,৪৩২	২১৬,০০০	২৯	সুখুমি
		কসোভো	১০,৮৮৭	১,৮০৪,৮৩৮	২২০	প্রিস্টিনা
		নাগর্নো-কারাবাখ	১১,৪৫৮	১৩৮,৮০০	১২	স্তেপানাকের্ট
		উত্তর সাইপ্রাস	৩,৩৫৫	২৬৫,১০০	৭৮	নিকোসিয়া
	N/A	দক্ষিণ ওশেটিয়া	৩,৯০০	৭০,০০০	১৮	স্খিনভালি
	N/A	ট্রান্সনিস্ট্রিয়া	৪,১৬৩	৫৩৭,০০০	১৩৩	তিরাস্পোল

বিস্তৃত স্বায়ত্তশাসন সহ বিভিন্ন ডিপেন্ডেন্সি এবং অনুরূপ ভূখন্ড ইউরোপে রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই তালিকায় যুক্তরাজ্যের সাংবিধানিক দেশগুলো, জার্মানি ও অস্ট্রিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্য, এবং স্পেনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবংচ সোভিয়েত পরবর্তি প্রজাতন্ত্র ও সার্বিয়া প্রজাতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত নয়।

পতাকা সহ ভূখন্ডের নাম	আয়তন	জনসংখ্যা (২০০২-এর ১ জুলাই আনু.)	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি কিমি^{2})	রাজধানী
অলান্দ দ্বীপপুঞ্জ (ফিনল্যান্ড)	১৩,৫১৭	২৬,০০৮	১৬.৮	মারিহাম
ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জ (ডেনমার্ক)	১,৩৯৯	৪৬,০১১	৩২.৯	তোরশাভ
জিব্রাল্টার (যু.রা.)	৫.৯	২৭,৭১৪	৪,৬৯৭.৩	জিব্রাল্টার

RAISUL ISLAM HRIDOY

গার্নসি (যু.রা.)	৭৮	৬৪,৫৮৭	৮২৮.০	সেন্ট পিটার পোর্ট
টেমপ্লেট:দেশের উপাত্ত আইল অব ম্যান (যু.রা.)	৫৭২	৭৩,৮৭৩	১২৯.১	ডগলাস
জার্সি (যু.রা.)	১১৬	৮৯,৭৭৫	৭৭৩.৯	সেন্ট হেলিয়ার

ইউরোপের আরো কিছু তথ্য

- ইউরোপের আয়তন কত? উঃ ২,২৮,২৫,৯০৫ বর্গ কি.মি।
- ইউরোপ কোন গোলার্ধে অবস্থিত? উঃ উত্তর গোলার্ধে।
- জনসংখ্যার দিক দিয়ে ইউরোপ কততম মহাদেশ? উঃ দ্বিতীয়।
- ইউরোপ পৃথিবীর মোট আয়তনের কত অংশ? উঃ ১৫.৭%।
- আয়তনের দিক দিয়ে ইউরোপ কততম? উঃ তৃতীয়।
- মোট উপকূল রেখা কত? উঃ ৪১,২০৪ কি.মি।
- আয়তনে ইউরোপ এশিয়ার কত ভাগের সমান? উঃ পাঁচ ভাগের এক ভাগ।
- ইউরোপের পূর্ব দিকে কোন সাগরের অবস্থান? উঃ ক্যাম্পিয়ান সাগর।
- ইউরোপের দীর্ঘতম নদী কোনটি? উঃ ভলগা ।
- ইউরোপের বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি কি কি? উঃ ভিসুভিয়াস(ইটালি), ইটনা(সিসিলি)।
- আয়তনে ইউরোপের বৃহত্তম দেশ কোনটি? উঃ রাশিয়া (১,৬৯,৯৫,৮০০ বর্গ কি. মি)।
- লোক সংখ্যায় ইউরোপের ক্ষুদ্রতম দেশ কোনটি? উঃ রাশিয়া।
- ইউরোপের প্রধান প্রধান নদীর নাম কি? উঃ দানিউব , ভলগা, ডন, নিপার, নিস্টার, পেচোরা, ওয়েজার, রাইন, টেমস, ডুরো, টেগান, গোয়াডিন, ও রোন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- দানিউব নদীর উৎপত্তিস্থল কোথায়? উঃ ব্ল্যাক ফরেস্ট থেকে।
- ভলগা নদী কোথায় পতিত হয়েছে? উঃ ক্যাম্পিয়ান সাগর।
- কোন নদীর তীরে লন্ডন শহর অবস্থিত? উঃ টেমস।
- পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মৎস্যচারণ ক্ষেত্র কোনটি? উঃ ডগার্স ব্যাংক।
- ইউরোপের প্রধান প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপন্ন দেশ কোনটি? উঃ রাশিয়া।
- ইউরোপের জলবায়ুর প্রকৃতি কেমন? উঃ আর্দ্র।
- ফ্রান্স ও স্পেনের সীমান্তে কোন পর্বত অবস্থিত ? উঃ পিরেনীজ পর্বত।
- ভলগা নদীর উৎপত্তিস্থল কোথায়? উঃ ভুলদাই পর্বত ।
- ইউরোপের বৃহত্তম সড়ঙ্গ পথ কোনটি? উঃ ইউরো টানেল।
- ইউরো তথা পৃথিবীর বৃহত্তম সমভুমি কোনটি? উঃ মধ্য ইউরোপের সমভুমি ।
- ইউরোপের উচ্চতা পর্বতশ্রেনী কোনটি? উঃ আল্লাস।
- ইউরোপের দীর্ঘতম পর্বতমালা কোনটি? উঃ আল্পস পর্বতমালা।
- ইউরোপের উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গকোনটি? উঃ মাউন্ট ব্ল্যাঙ্ক (৪৮০৭ মিটার)
- সর্বোচ্চ বিন্দু কোনটি? উঃ এলবুর্জ (৫৬৪১.৮মিটার)
- দ্বার বলা হয় কাকে? উঃ ভিয়েনা।
- ককপিট বলা হয় কাকে? উঃ বেলজিয়াম।
- প্রধান বস্ত্র শিল্প অঞ্চল কোনটি? উঃ ভিয়েনা।
- বসনিয়া হার্জেগোভিনা কোন অঞ্চলের অর্ন্তগত? উঃ বলকান।
- ইউরোপের বৃহত্তম উপসাগর সাগর কোনটি? উঃ স্ক্যান্ডিনেভিয়া।
- ইউরোপের বৃহত্তম সাগর কোনটি? উঃ ভূমধ্যসাগর ।
- যুক্তরাজ্যের উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ কোনটি? উঃ বেননেভিস।
- দীর্ঘতম নদী → ভলগা ৩৭৬৬কি.মি. (বিশ্বে ৭ম)।
- বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি → ভিসুভিয়াস(ইটালী),ইটনা(সিসিলি)
- বৃহত্তম দেশ → রাশিয়া (বিশ্বে ১ম)

RAISUL ISLAM HRIDOY

⌘ এই ক্ষুদ্রতম দেশ → ভ্যাটিকান (বিশ্বে ১ম)

⌘ দুই দেশের নাম ও রাজধানী একই → লুক্সেমবার্গ,স্যানমেরিনা,ভ্যাটিকান

⌘ বৃহত্তম সুরঙ্গ → ইউরো ট্যানেল

⌘ বৃহত্তম সমভুমি → মধ্য ইউরোপের সমভূমি (বিশ্বে ১ম)

⌘ বৃহত্তম সাগর → ভূমধ্যসাগর

⌘ বৃহত্তম শহর → লন্ডন (আয়তনে বিশ্বে ১ম)

⌘ বৃহত্তম যাদুঘর → ব্রিটিশ মিউজিয়াম

⌘ বৃহত্তম ব্যাংক → সুইস ব্যাংক (বিশ্বে ১ম)

⌘ বৃহত্তম ঘড়ি → বিগবেল।

⌘ বৃহত্তম ঘন্টা → মস্কো ঘন্টা (৫৪০০ মন)

⌘ বৃহত্তম বাধ → নিপার বাধ

⌘ ক্ষুদ্রত্তম নদী → ডিনদী লন্ডন (বিশ্বে ১ম)।

⌘ নবীনতম দেশ → মন্টিনিগ্রো (৩ জুন ২০০৬)

⌘ সংবাদ সংস্থা → ITAR, TASS(Rasia), AFP(France), BBC, রয়টার (যুক্তরাজ্য).

⌘ আগুনের দ্বীপ → আইসল্যান্ড

⌘ ইউরোপের রনক্ষেত্র → বেলজিয়াম

⌘ ইউরোপের ক্রীড়াভূমি → সুইজারল্যান্ড

⌘ এই নিশ্রুপ সড়ক শহর → ইটালীর ভেনিশ

⌘ সাত পাহাড়ের শহর → রোম

⌘ হাজার দ্বীপের দেশ → ফিনল্যান্ড

⌘ উইরোপের দ্বার → ভিয়েনা

⌘ পর্বত শৃঙগ → মাউন্ট ব্লাংক

⌘ উচ্চতম পর্বত শ্রেণী → আল্পস

RAISUL ISLAM HRIDOY

⌘ নিশিথ সূর্যের দেশ → নরওয়ে(মধ্য মে হতে শেষ জুলাই পর্যন্ত সূর্য। কখনো সম্পূর্ণভাবে অস্তমিত হয় না। অস্ত যেতে যেতে দিগন্ত রেখায় পৌছে যায়। তারপর আবার সূর্য উদয় হয়। মধ্যরাতে ২১জুন সূর্য জন্য হাজার হাজার মানুষ নরওয়েতে আসে। তাই নরওয়ে কে নিশিত সূর্যের দেশ বলা হয়।

ইউরোপের ইতিহাস

- ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়ে? উঃ ১৪ শতাব্দীতে।
- মধ্য ইউরোপের স্থলবেষ্টিত প্রজাতন্ত্র কোনটি? উঃ চেক প্রজাতন্ত্র।
- চেচনিয়ান নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট-এর নাম কি? উঃ জওহার দুদায়েভ।
- চেচনিয়ার দুর্ধর্ষ গেরিলা নেতার নাম কি? উঃ শামিল বাসায়েভ।
- দুই জার্মান কবে একত্রিত হয়েছে? উঃ ০৩ অক্টোবর, ১৯৯০।
- আইনষ্টাইন কবে জার্মানী ত্যাগ করেন? উঃ ২২ আগষ্ট, ১৯২২।
- কবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটে? উঃ ০১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯।
- নুরেনবার্গে জার্মানীর বিচার কবে শুরু হয়? উঃ ২০ নভেম্বর, ১৯৪৫।
- আধুনিক তুরস্কের জনক কে? উঃ কামাল আতাতুর্ক।
- প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র কোনটি? উঃ আনাতোলিয়া।
- ইস্তাম্বুলের পূর্ব নাম কি? উঃ বাইজেনটিয়াম ও কনস্টানটিনোপোল।
- কামাল আতাতুর্ক কবে তুরস্কের রাজতন্ত্র বাতিল করেন? উঃ ০১ নভেম্বর, ১৯৭২।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পোল্যান্ড কার অধীনে ছিল? উঃ জার্মানী।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোন দেশের জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ নিহত হয়েছিল? উঃ পোল্যান্ড।
- বসনিয়ার যুদ্ধ বিরতি স্বাক্ষরে মধ্যস্থতাকারী কে? উঃ সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার।
- বলকানের কসাই নামে পরিচিত কে? উঃ যুগোশ্লাভ একনায়ক স্লোবোদান মিলোসেভিচ।
- আন্তজাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো প্রথম প্রেসিডেন্ট কে? উঃ স্লোবোদান মিলোসেভিচ।
- যুগোস্লাভ পুলিশ কবে মিলোসেভিচকে কারাগারে প্রেরণ করে? উঃ ০১ এপ্রিল, ২০০১।
- বিশ্ব মানচিত্র থেকে যুগোশ্লাভিয়ার নাম বিলুপ্ত হয়? উঃ ০৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- বিলুপ্ত যুগোশ্লাভিয়ার নতুন নাম কি? উঃ সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো।
- কোন সালে বুলগেরিয়া প্রতিষ্ঠা হয়? উঃ ৬৮১ সালে।
- বুলগেরিয়ার ইতিহাসে কবে প্রথমবারের মত অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? উঃ ১৯৯০ সালে।
- ১৯১৯ সালে মিত্রশক্তি ও জার্মানীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির নাম কি? উঃ দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি।
- হিটলার কবে জার্মানীর চ্যান্সেলর হন? উঃ ১৯৩৩ সালে।
- আধুনিক জার্মানীর প্রতিষ্ঠাতা কে? ডিঃ বিসমার্ক।
- মার্শাল টিটো কে ছিলেন? উঃ যুগোশ্লোভিয়ার প্রেসিডেন্ট।
- কোন দেশের প্রধানমন্ত্রির মর্যাদার ব্যক্তিকে চ্যান্সেলর বলে? উঃ জার্মানী।
- জার্মান সাম্রাজ্যের প্রাচীন রাজাদের উপাধি কি ছিল? উঃ কাইজার।
- সমাজতন্ত্র মতবাদের জনক কার্ল মার্কস কোন দেশের অধিবাসী? উঃ জার্মানী।
- দুই জার্মানীকে বিভক্তকারী বিখ্যাত বার্লিন প্রাচীর কবে তৈরী হয়? উঃ ১৯৬১ সালে।
- বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র ওয়াটার লু কোথায়? উঃ বেলজিয়াম।
- একনায়ক চসেস্কু কোন দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন? উঃ পোল্যান্ড।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীর বিচার কোথায় হয়েছিল? উঃ নূরেমবার্গে।
- নাৎসি দলের প্রতিষ্ঠাতা কে? উঃ হিটলার।
- হিটলারের গোপন পুলিশ বাহিনীর নাম কি? উঃ গোষ্টপো।
- আনুষ্ঠানিকভাবে দুই জার্মানী কবে একত্রিত হয়? উঃ ৩ অক্টোবর, ১৯৯০।
- পিরামিড স্কিম' কে কেন্দ্র করে কোন দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়? উঃ আলবেনিয়া।
- ব্রান্ডেনবার্গ ফটক কোথায় অবস্থিত? উঃ বার্লিন।
- কোন দেশের ট্রেড ইউনিয়নের নাম আলফা নামে পরিচিত? উঃ রুমানিয়া।
- রুমানিয়ার সিংহাসনচ্যুত রাজা মিইকেল কোন দেশে নির্বাসিত হন? উঃ সুইজারল্যান্ড।
- কোন দেশ বাইজেনটিয়াম নামে পরিচিত? উঃ তুরস্ক।
- হাঙ্গেরীতে স্ট্যালিন বিরোধী বিপ্লব ঘটে? উঃ ১৯৫৬ সালে।
- পান্না দ্বীপ কাকে বলা হয়? উঃ আয়ারল্যান্ড।
- দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড কয়টি কাউন্টি নিয়ে গঠিত? উঃ ২৬টি।
- উত্তর আয়ারল্যান্ড কয়টি কাউন্টি নিয়ে গঠিত? উঃ ৬টি।
- কোন দেশকে 'ব্রেড বাস্কেট অব দ্যা সোভিয়েট ইউনিয়ন বলা হয়? উঃ ইউক্রেন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- সাবেক সোভিয়েটের সবচেয়ে জনবহুল প্রজাতন্ত্র ছিল কোনটি? উঃ ইউক্রেন।
- আধুনিক ইতালীর জন্ম হয় কবে? উঃ সার্ভেয়ার রাজা দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েলের সময়।
- মুসোলিনি কবে ইতালির স্বৈরশাসক নিযুক্ত হন? উঃ ৩০ অক্টোবর, ১৯২২।
- মুসোলিনি কবে ইতালির সর্বময় ক্ষমতা দখল করে? উঃ ০৩ জানুয়ারী, ১৯২৫।
- বেনিতো মুসোলিনিকে কবে হত্যা করা হয়? উঃ ২৮ এপ্রিল, ১৯৪৫।
- ইতালির বানিজ্যিক রাজধানী কোথায় অবস্থিত? উঃ মিলান।
- সাতবার ইতালির প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন কে? উঃ গিউলিও আন্দ্রেওত্তি।
- সক্রেটিসকে কবে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়? উঃ ৩৯৯ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে। [গ্রিসের একটি চরমপন্থী দল।]
- জর্জিয়ার সুপ্রিম সোভিয়েত কি? উঃ জর্জিয়ার আইনসভা।
- ডেনমার্কের নির্বাহী প্রধান কে? উঃ রানী।
- স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম দেশ কোনটি? উঃ ডেনমার্ক।
- কয়টি ক্ষুদ্রদ্বীপ নিয়ে ডেনমার্ক গঠিত? উঃ ৪৮০টি।
- পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ গ্রীনল্যান্ড ও ফেরো কোথায় অবস্থিত? উঃ ডেনমার্ক।
- ডেনমার্কের বর্তমান রানী কে? উঃ রানী ২য় মার্গারেট।
- নরওয়ের নির্বাহী প্রধান কে? উঃ রাজা।
- পশ্চিম ইউরোপের বৃহত্তম দেশ কোনটি? উঃ ফ্রান্স।
- একশ দিনের শাসন বললে কার কথা মনে পড়ে? উঃ নেপোলিয়ন।
- নেপোলিয়ানকে কোথায় নির্বাসন দেয়া হয়? উঃ সেন্ট হেলেনা দ্বীপ।
- ফরাসি বিপ্লবের সময়কাল কত? উঃ ১৭৮৯-১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ।
- ফরাসি বিপ্লব কবে অনুষ্ঠিত হয়? উঃ ১৭৮৯ সালে।
- ওয়াটার লু' যুদ্ধে কে পরাজিত হয়? উঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।
- 'ওয়াটার লু যুদ্ধে জয়ী সেনাপতির নাম কি? উঃ ডিউক অব ওয়েলিংটন। '
- নেপোলিয়ান কখন মৃত্যুবরণ করেন? উঃ ১৮২১ সালে।
- ফরাসি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের রাজা কে ছিলেন? উঃ ষোড়শ লুই।
- ফরাসি বিপ্লবের শিশু কাকে বলা হয়? উঃ নেপোলিয়ানকে।
- ভার্সাই নগরীটি কোথায় অবস্থিত? উঃ ফ্রান্সে।
- লেখনী দিয়ে ফরাসি বিপ্লবকে অনুপ্রেরণাদানকারী দার্শনিক হলেন? উঃ রুশো ও ভলটেয়ার।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- জোয়ান অব আর্কের নেতৃত্বে ফরাসি বাহিনী কবে অরলিয়ন্স দখল করে? উঃ ১৪৩১ সালে।
- জোয়ান অব আর্ককে ডাইনি বলে কবে পুড়িয়ে মারা হয়? উঃ ১৪৩১ সালে।
- ফ্রান্স কবে সর্বশেষ পারমানবিক বিস্ফোরণ ঘটায়? উঃ ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫।
- কোন দেশকে 'সাদা রাশিয়া বলা হয়? উঃ বেলারুশ।
- স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে পর্যন্ত বেলারুশ কি নামে পরিচিত ছিল? উঃ ইলোরাশিয়া।
- "দি হলি সী' কি? উঃ ভ্যাটিকান সিটি।
- ভ্যাটিকান সিটির আয়তন কত? উঃ ০.৪৪ বর্গ কিমি,
- ভ্যাটিকান সিটি-র চারদিকে কোন দেশ অবস্থিত? উঃ ইতালি।
- ভ্যাটিকান সিটি কে শাসন করেন? উঃ পোপ নিযুক্ত একটি কমিশন।
- কয়টি দ্বীপ নিয়ে মালটা কমিশন? উঃ ৩টি (মাল্টা, গোজে, কমিনো)।
- মেমোকার রাষ্ট্রীয় প্রধান কে? উঃ যুবরাজ।
- কোন দেশটি মূলত আমোদ কেন্দ্র হিসেবে খ্যাত? উঃ মেনোকা।
- ইংল্যান্ড কে জয় করেন? উঃ নম্যান্ডির ডিউক প্রথম উইলিয়াম।
- ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শতবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ কবে শুরু হয়েছিল? উঃ ১৩৩৮ সালে।
- ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শতবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ কবে পরিসমাপ্তি হয়েছিল? উঃ ১৪৫৩ সালে।
- প্রথম রাণী এলিজাবেথ কবে ইংল্যান্ডের রাণী হয়েছিলেন? উঃ ১৫৫৮ সালে।
- যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট কয়টি কক্ষ ও কি কি? উঃ হাউজ অব লর্ডস ও হাউজ অব কমন্স।
- ইংল্যান্ডের প্রথম চালর্স কবে নিহত হন? উঃ ১৬৪৯ সালে।
- ইংল্যান্ডের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? উঃ রবার্ট ওয়ালপেপাল।
- ইংল্যান্ড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কবে গঠিত হয়েছিল? উঃ ১৬০০ সালে।
- প্রিন্সেস ডায়না কত তারিখে মারা যান? উঃ ৩১ আগষ্ট, ১৯৯৭।
- প্রিন্সেস ডায়না যে টানেলে নিহত হন তার নাম কি? উঃ Pont De I Alma
- রাজ পরিবার থেকে প্রাপ্ত ডায়নার খেতাব কি ছিল? উঃ হার রয়্যাল হাইনেস্ ।
- বিশ্বের প্রথম সংসদীয় শাসনব্যবস্থা কোথায় প্রচলিত হয়? উঃ ব্রিটেনে।
- ইংল্যান্ডের কোন রাজাকে সর্বসমক্ষে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়? উঃ প্রথম চাল।
- ইংল্যান্ডের সবচেয়ে পুরানো ও ধনী উপনিবেশ কি ছিল? উঃ বারমুডা।
- ব্রিটেনের জাতীয় পতাকার নাম কি? উঃ ইউনিয়ন জ্যাক।
- ইংল্যান্ডে ম্যাগনাকার্টা স্বাক্ষরিত হয়? উঃ ১২১৫ সালে।
- কোন ব্রিটিশ রাজকুমারী স্মলপক্স বা গুটিবসন্তে মারা যান? উঃ মেরি।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- আয়তনের দিক দিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ কোনটি? উঃ রাশিয়া।
- 'হার্টন কমিশন' কেন গঠন করা হয়? উঃ ড. ডেভিড কেলির মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান।
- জোসেফ স্ট্যালিনের মৃত্যু হয় কবে? উঃ ৫ মার্চ, ১৯৫৩।
- স্ট্যালিনের মরদেহ কবে সমাধি থেকে সরিয়ে নেয়া হয়? উঃ ৩০ অক্টোবর, ১৯৬১।
- বার্ট্যান্ড রাসেলকে পরমাণু পরীক্ষা বিরোধীতার জন্য রাশিয়া সরকার গ্রেফতার করে? উঃ ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।
- ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে কৰে মস্কো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়? উঃ ১১ জুন, ১৯৭৬।
- চেরনোবিল বিদ্যুৎ কেন্দ্র কবে আণবিক দূর্ঘটনা ঘটে? উঃ ২৯ এপ্রিল, ১৯৮৬।
- সোভিয়েত ইউনিয়ন কবে আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত ঘটে? উঃ ২১ ডিসেম্বর, ১৯৯১।
- দ্বিতীয় ক্যাথেলিন কবে রাশিয়ার জারিনা হয়েছিলেন? উঃ ১৭৮৭ সালে।
- বাল্টিক অঞ্চলে রাশিয়ার শেষ সামরিক ঘাটি কোনটি? উঃ লাটভিয়ার স্কুন্ডা রাডার বেজ।
- রুশ জাপান শান্তি চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়? উঃ ২৩ জুন ১৯১৬।
- লেনিন কবে ‘এপ্রিল থিচিচ' পেশ করেন? উঃ ১৭ এপ্রিল, ১৯১৭।
- লেনিন কবে মৃত্যুবরণ করেন? উঃ ২২ জানুয়ারী ১৯২৪।
- পেত্রোগ্রাদের নাম কৰে লেনিন গ্রাদ করা হয়? উঃ ২৬ জানুয়ারী ১৯২৪।
- রুশ শাসন থেকে বেরিয়ে ফিনল্যান্ড স্বাধীনতা লাভ করে? উঃ ১৪ জুলাই, ১৯১৭।
- লেনিনের নেতৃত্বে কবে বলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করেন? উঃ ৭ নভেম্বর, ১৯১৭।
- রাশিয়ার বৈদেশিক গাোয়েন্দা সংস্থার নাম কি? উঃ কেজিবি।
- ২০০৪ সালে রাশিয়ার বেসলান শহরের জিম্মি ঘটনায় কতজন মারা যায়? উঃ ৩৯৪জন।
- রাশিয়ার এ জিম্মি সংকটের মূল পরিকল্পনাকারীর নাম কি? উঃ শামিল বাসায়েভ।
- ইউরোপের অন্যতম ক্ষুদ্ররাষ্ট্র কোনটি? উঃ লিচটেনস্টাইন।
- বিশ্বের কোন দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বিদেশী? উঃ লিচটেনস্টাইন।
- বিশ্বের কোন দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র দুই শতাংশ কৃষিজীবী? উঃ লিচটেনস্টাইন।
- ইউরোপের অন্যতম প্রাচীন রাষ্ট্র কোনটি? উঃ সানমেরিনো।
- কোন দেশে জন্মালে বিশ্বের যেখানে অবস্থান করুক না কেন সে সেদেশের নাগরিক ও ভোটার বলে গন্য হয়? উঃ সানমেরিনো।
- সুইডেনের রাষ্ট্র প্রধান কে? উঃ রাজা।
- পৃথিবীর প্রথম কল্যাণ রাষ্ট্র কোনটি? উঃ সুইডেন।
- সুইজারল্যান্ডের নির্বাহী ক্ষমতা কার উপর ন্যস্ত? উঃ ৭ সদস্য বিশিষ্ট ফেডারেল কাউন্সিল।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? উঃ হেনরী আসকুইথ
- রাণী প্রথম এলিজাবেথ কোন বংশোদ্ভুত? উঃ টিউডর।
- গ্রেট ব্রিটেনের কনিষ্ঠতম রাজা কে ছিলেন? উঃ ৬ষ্ঠ হেনরী।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? উঃ উইন্সটন চার্চিল।
- ফরাসি বিপ্লবের মতবাদ বা শ্লোগান কি ছিল? উঃ স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্য।
- কোন দূর্গ আক্রমনের মধ্য দিয়ে ফরাসি বিপ্লবের সূচনা হয়? উঃ বাস্তিল দূর্গ।
- ভিক্টোরিয়া ক্রস কোন দেশের সর্বোচ্চ খেতাব? উঃ ব্রিটেন।
- ইউরোপের কোন জেনারেল গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৩৯ সালে ক্ষমতায় আসেন? উঃ জেনারেল ফ্রাংকো।
- ম্যাগনাকার্টা কি? উঃ বৃটিশ শাসনতন্ত্রের বাইবেল।
- সিগমন্ড ফ্রয়েড কোন দেশের অধিবাসী? উঃ অষ্ট্রিয়ার।
- ১৯১৭ বলশেভিক বিপ্লবের সময় রাশিয়ার রাজা কে ছিলেন? উঃ জার দ্বিতীয় নিকোলাস ।
- রাশিয়ার সর্বশেষ রাজা জার দ্বিতীয় নিকোলাস-এর রাজবংশের নাম কি? উঃ রোমান।
- কোন দেশের পার্লামেন্টকে ‘আল পিঙ্গি’ বলে? উঃ আইসল্যান্ড।
- মলোটভ রিবন গ্রোপ নামক চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছিল? উঃ স্ট্যালিন ও মুসোলিনি।
- গ্রীনল্যান্ড দ্বীপের মালিকানা কোন দেশের? উঃ ডেনমার্ক।
- ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসভবনের নাম কি? উঃ এলিসি প্রাসাদ।
- সাড়া জাগানো রুশ বিপ্লবের স্থায়ীত্বকাল কতদিন ছিল? উঃ ১০দিন।
- গ্রিস সভ্যতা কবে গৌরবের শিখরে আরোহন করে? উঃ খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম শতকে।
- সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১১মিটার উচুতে অবস্থিত কোন দেশ? উঃ নেদারল্যান্ড।
- কবে স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে? উঃ ১০ম শতকে।
- ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম স্বাধীন দেশ কোনটি? উঃ লুক্সেমবার্গ।
- সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় কবে আন্তর্জাতিক রেডক্রস স্থাপিত হয়? উঃ ১৮৬৩ সালে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পিতৃভূমি বলা হয় কোন দেশকে? উঃ রাশিয়া।
- অখন্ড ইউরোপের প্রবক্তা কে? উঃ মিখাইল গর্ভাচেভ।
- সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে কতটি রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে? উঃ ১৫টি।

RAISUL ISLAM HRIDOY

অধ্যায় ৯

পৃথিবীর অন্যান্য ভৌগোলিক তথ্যাবলী

প্রণালী সম্পর্কে বিস্তারিত

প্রণালী হল দুটি নদী বা সমুদ্রের সংযোগকারী সংকীর্ণ জলপ্রবাহ বা ধারা।

এশিয়ার, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের প্রণালীসমূহ			
ক্রমিক নং	প্রণালীর নাম	বিযুক্তকারী দেশ/ মহাদেশ	সংযুক্তকারী সাগর/মহাসাগর
০১.	হরমুজ প্রণালী	ইরান -সংযুক্ত আরব আমিরাত	পারস্য + ওমান উপসাগর
০২.	দার্দানেলিস প্রণালী	এশিয়া - ইউরোপ	ইজিয়ান সাগর + মর্মর সাগর
০৩.	১০° চ্যানেল	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	বঙ্গোপসাগার উভয় পার্শ্বে
০৪.	বসফরাস প্রণালী	এশিয়া - ইউরোপ	কৃষ্ণসাগর + মর্মর সাগর
০৫.	তাতারি প্রণালী	রাশিয়া - শাখালিন দ্বীপপুঞ্জ	ওখটস্ক সাগর + জাপান সাগর
০৬.	মালাক্কা প্রণালী	সুমাত্রা - মায়য়েশিয়া	বঙ্গোপসাগর + জাভা সাগর
০৭.	পক প্রণালী	জাফনা (শ্রীলংকা) - মাদুরাই (ভারত)	বঙ্গোপসাগর + মান্নার উপসাগর
০৮.	বেরিং প্রণালী	এশিয়া - উত্তর আমেরিকা	বেরিং সাগর + চুকচি সাগর
০৯.	ম্যাকাসার প্রণালী	বোর্নিও - সেলিবিস	সেলিবিস সাগর + জাভা সাগর
১০.	কোরিয়া প্রণালী	দক্ষিণ কোরিয়া - কিতাকিউসু (জাপান)	জাপান সাগর + পূর্ব চীন সাগর
১১.	ফরমোজা প্রণালী	চীন - তাইওয়ান	পূর্ব চীন সাগর + টংকিং উপসাগর

RAISUL ISLAM HRIDOY

১২.	সুন্দা প্রণালী	সুমাত্রা - জাভা	ভারত মহাসাগর + জাভা সাগর
১৩.	বাব-এল-মানদেব প্রাণালী	এশিয়া - আফ্রিকা	এডেন সাগর + লোহিত সাগর
১৪.	জহর প্রণালী	সিঙ্গাপুর - মালয়েশিয়া	
১৫.	লুজন প্রণালী	তাইওয়ান - ফিলিপাই	ফিলিপাই সাগর + দক্ষিণ চীন সাগর
১৬.	কারিমাতা প্রনালী	সুমাত্রা - বোর্নিও	জাভা সাগর + দক্ষিণ চীন সাগর
১৭.	মাকাসর প্রণালী	বোর্নিও - সেলিবিস	সেলিবিস সাগর + জাভা সাগর
১৮	বালি প্রণালী	বালি - জাভা	
১৯	করিয়া প্রণালী	কোরিয়া - জাপান	পূর্ব চীন সাগর + জাপান সাগর
২০	বালাবাক প্রণালী	ফিলিপাইন - বোর্নিও দ্বীপ	দক্ষিণ চীন সাগর
২১	বাঙ্কা প্রণালী	বাঙ্কা দ্বীপ - সুমাত্র দ্বীপ	জাভা সাগর
২২	লোমবক প্রণালী	বালি - লুম্বক	জাভা সাগর + ভারত মহাসাগর
২৩	সিঙ্গাপুর প্রণালী	সিঙ্গাপুর - সুমাত্রা	পশ্চিম ও দক্ষিণ চীন সাগর
২৪	লুজন প্রণালী	তাইওয়ান - ফিলিপাইন	ফিলিপাইন সাগর + দক্ষিণ চীন সাগর
২৫	কুক প্রণালী	উত্তর - দক্ষিণ (নিউজিল্যান্ড)	তাসমান সাগর + প্রশান্ত মহাসাগর
২৬	মোজাম্বিক প্রণালী	মোজাম্বিক - মালাগাছি	ভারত মহাসাগর
২৭	বনিফিসি প্রণালী	কর্সিকা + সারাদিনিয়া	উভয় দিকে ভূমধ্যসাগর
২৮	বসফরাস প্রণালী	এশিয়া + ইউরোপ	মর্মর সাগর + কৃষ্ণ সাগর
২৯	টোরেস প্রণালী	নিউগিনি - অস্ট্রেলিয়া	কোরাল সাগর + মেক্সিকো উপসাগর
ইউরোপের ও আমেরিকা মহাদেশের প্রণালীসমূহ			
ক্রমিক নং	প্রণালীর নাম	বিযুক্তকারী দেশ/ মহাদেশ	সংযুক্তকারী সাগর/মহাসাগর
৩০	ডোভার প্রণালী	যুক্তরাজ্য - ফ্রান্স	ইংলিশ চ্যানেল + উত্তর সাগর
৩১	জিব্রাল্টার	স্পেন -মরক্কো	ভূমধ্যসাগর + উত্তর সাগর
৩২	মেসিনা	ইতালি - সিসিলি	টিরহেনিয়ান + আইওনিয়ান
৩৩	নর্থ চ্যানেল	স্কটল্যান্ড - উত্তর আয়ারল্যান্ড	আইরিশ সাগর + উঃ আটলান্টিক মহাসাগর
৩৪	ইংলিশ চ্যানেল	যুক্তরাজ্য - ফ্রান্স	উত্তর সাগর + বিস্কো উপসাগর

RAISUL ISLAM HRIDOY

৩৫	ওট্রান্টো	ইতালি - আলবেনিয়া	আড্রিয়াটিক + আইওনিয়ান
৩৬	জর্জিয়া প্রণালী	ব্যানকুভার দ্বীপ - ব্রিটিশ কলাম্বিয়া	
৩৭	ফিসারী	সাউথ হ্যঅম্পটন - কোস্ট (কানাডা)	উভয় পাশে হাডসন উপসাগর
৩৮	ডেবিস	কানাডা - গ্রীনল্যান্ড	বেফিন উপ-সাগর + লাব্রাডার সাগর
৩৯	ডেনমার্ক প্রণালী	আইসল্যান্ড - গ্রীনল্যান্ড	উত্তর আটলান্টিক + গ্রীনলান্ড সাগর
৪০	ফ্লোরিডা প্রণালী	যুক্তরাষ্ট্র - কিউবা	মেক্সিকো উপসাগর + আটলান্টিক মহাসাগর
৪১	জুয়ান-ডি-ফুকা প্রণালী	কানাডা - যুক্তরাষ্ট্র	প্রশান্ত মহাসাগর
৪২	ওটরান্টো প্রণালী	ইতালি - আলবেনিয়া	আড্রিয়াটিক সাগর + আইওনিয়ান সাগর
৪৩	সিসিলি প্রণালী	সিসিলি - আফ্রিকা	ভূমধ্যসাগর + টিরহেনিয়ান সাগর
৪৪	ড্রাগন'স মাউথস	ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো - ভেনিজুয়েলা	পারস্য সাগর + ক্যারিবিয়ান সাগর

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পুরাতন ও নতুন নাম

নতুন নাম	**পুরাতন নাম**
জাপান এর পুরাতন নাম কি?	নিপ্পন
লিবিয়া এর পুরাতন নাম কি?	ত্রিপলী
শ্রীলংকা এর পুরাতন নাম কি?	সিংহল
নেদারল্যান্ড এর পুরাতন নাম কি?	হল্যান্ড
ইরাক এর পুরাতন নাম কি?	মেসোপটেমিয়া
ইরান এর পুরাতন নাম কি?	পারস্য
বেইজিং এর পুরাতন নাম কি?	পিকিং
চীন এর পুরাতন নাম কি?	ক্যাথে
তাইওয়ান এর পুরাতন নাম কি?	ফরমোজা

RAISUL ISLAM HRIDOY

পোল্যান্ড এর পুরাতন নাম কি?	পোলাস্কা
থাইল্যান্ড এর পুরাতন নাম কি?	শ্যামদেশ
এ্যাঙ্গোলা এর পুরাতন নাম কি?	পশ্চিম আফ্রিকা
নামিবিয়া এর পুরাতন নাম কি?	দক্ষিন পশ্চিম আফ্রিকা
হো চি মিন সিটি এর পুরাতন নাম কি?	সায়গন
ভানুয়াতু এর পুরাতন নাম কি?	নিউ হেব্রাইডিজ
হারারে এর পুরাতন নাম কি?	সলসবেরী
মায়ানমার এর পুরাতন নাম কি?	বার্মা
সুইজারল্যান্ড এর পুরাতন নাম কি?	হেলভেটিয়া
তানজানিয়া এর পুরাতন নাম কি?	জাঞ্জিবার ও ট্যাঙ্গানিকা
কিরিবাতি এর পুরাতন নাম কি?	গিলব্রাট দ্বীপপুঞ্জ
টুভ্যালু এর পুরাতন নাম কি?	এলিস দ্বীপপুঞ্জ
হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এর পুরাতন নাম কি?	স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ
লেলিনগ্রাড এর পুরাতন নাম কি?	পেট্রোগ্রাড
মালাগাসি এর পুরাতন নাম কি?	মাদাগাস্কার
মালয়েশিয়া এর পুরাতন নাম কি?	মালয়
জিম্বাবুই এর পুরাতন নাম কি?	দঃ রোডেশিয়া
জাম্বিয়া এর পুরাতন নাম কি?	উঃ রোডেশিয়া
মালাবি এর পুরাতন নাম কি?	নায়াসাল্যান্ড
মাঞ্চুরিয়া এর পুরাতন নাম কি?	মানচুকিয়ো
সাবা এর পুরাতন নাম কি?	উত্তর বোনিও
ঘানা এর পুরাতন নাম কি?	গোল্ড কোষ্ট
গায়ানা এর পুরাতন নাম কি?	বৃটিশ গিয়ানা
ইথিওপিয়া এর পুরাতন নাম কি?	আবিসিনিয়া
বতসোয়ানা এর পুরাতন নাম কি?	বেচুয়ানাল্যান্ড
কম্পুচিয়া এর পুরাতন নাম কি?	কম্বোডিয়া
জার্কাতা এর পুরাতন নাম কি?	বাটভিয়া
লেসোথো এর পুরাতন নাম কি?	বাসুতোল্যান্ড

RAISUL ISLAM HRIDOY

অসলো এর পুরাতন নাম কি?	খ্রিষ্টিনা
কঙ্গো এর পুরাতন নাম কি?	জায়ার
বেনিন এর পুরাতন নাম কি?	দাহোমি
সুরিনাম এর পুরাতন নাম কি?	ডাচ গায়েনা
কেপকেনেডি এর পুরাতন নাম কি?	কেপ কেনভিরাল
ইস্তাম্বুল এর পুরাতন নাম কি?	কনষ্ট্যান্টিনোপাল
ইন্দোনেশিয়া এর পুরাতন নাম কি?	ডাচ ইষ্ট ইন্ডিজ
মালাওয়ি এর পুরাতন নাম কি?	নায়াসাল্যান্ড
ফ্রান্স এর পুরাতন নাম কি?	গল
মদিনা এর পুরাতন নাম কি?	ইয়াসরিব
গিনিবিসাউ এর পুরাতন নাম কি?	পর্তুগীজ গিনি
বেলিজ এর পুরাতন নাম কি?	ব্রিটিশ হন্ডুরাস
আস্কারা এর পুরাতন নাম কি?	অ্যাঙ্গোরা
দিল্লী এর পুরাতন নাম কি?	হস্তিনাপুর
মুম্বাই এর পুরাতন নাম কি?	বোম্বাই
চেন্নাই এর পুরাতন নাম কি?	মাদ্রাজ
শিবাজীনগর এর পুরাতন নাম কি?	আহমেদাবাদ
কর্ণাটক এর পুরাতন নাম কি?	মহীশূর
জওহরনগর এর পুরাতন নাম কি?	গ্রজনী
ইচকেরিয়া এর পুরাতন নাম কি?	চেচনিয়া
বারকিনফসো এর পুরাতন নাম কি?	আপার ভোল্টা
ভোলগোগ্রাদ এর পুরাতন নাম কি?	ষ্ট্যালিনগ্রাদ
ইয়াংগুন এর পুরাতন নাম কি?	রেঙ্গুন
ফকল্যান্ড এর পুরাতন নাম কি?	মালভিনাস
জার্মানি এর পুরাতন নাম কি?	ডায়েচল্যান্ড
ফয়সালাবাদ এর পুরাতন নাম কি?	লায়নপুর
পিনমানা এর পুরাতন নাম কি?	নাইপিদো
» ফয়সালাবাদ এর পুরাতন নাম কি?	লায়নপুর

RAISUL ISLAM HRIDOY

» ইচকেরিয়া এর পুরাতন নাম কি?	চেচনিয়া
» জওহরনগর এর পুরাতন নাম কি?	গ্রজনী
» পন্ডিচেরি এর পুরাতন নাম কি?	পুডুচেরি

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাতীয় প্রতীক

দেশ	জাতীয় প্রতীক
বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক কি?	শাপলা
ভারতের জাতীয় প্রতীক কি?	অশোক স্তম্ভ
পাকিস্তানের জাতীয় প্রতীক কি?	অর্ধচন্দ্র
আফগানিস্তানের জাতীয় প্রতীক কি?	৩০ পরি
অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় প্রতীক কি?	ক্যাঙ্গারু
কানাডার জাতীয় প্রতীক কি?	শ্বেত পদ্ম
চীনের জাতীয় প্রতীক কি?	সিসাম গাছ
ডেনমার্কের জাতীয় প্রতীক কি?	সমুদ্র সৈকত
মিশরের জাতীয় প্রতীক কি?	সমুদ্র সৈকত
ফ্রান্সের জাতীয় প্রতীক কি?	পদ্ম
বুলগেরিয়ার জাতীয় প্রতীক কি?	সিংহবেষ্টিত রাজমুকুট
ইরানের জাতীয় প্রতীক কি?	গোলাপ
ইতালির জাতীয় প্রতীক কি?	শ্বেত পদ্ম
জাপানের জাতীয় প্রতীক কি?	ক্রিসেন থিয়াম
স্পেনের জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
জার্মানির জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
প্যালেস্টাইনের জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
ইরাকের জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল

RAISUL ISLAM HRIDOY

লিবিয়ার জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
মিশরের জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
পোল্যান্ডের জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
সার্বিয়ার জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
আলবেনিয়ার জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
আর্মেনিয়ার জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
অস্ট্রিয়ার জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
চেকপ্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
ঘানার জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
আইসল্যান্ডের জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
ইরাকের জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
জর্ডানের জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
মেক্সিকোর জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
মলদোভার জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
মন্টিনিগ্রোর জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
নাইজেরিয়ার জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
পানামার জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
ফিলিপাইনের জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
রোমানিয়ার জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
সিরিয়ার জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
ইয়েমেনের জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
জাম্বিয়ার জাতীয় প্রতীক কি?	ঈগল
যুক্তরাজ্যের জাতীয় প্রতীক কি?	গোলাপ
যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় প্রতীক কি?	স্বর্ন দন্ড
আয়ারল্যান্ডের জাতীয় প্রতীক কি?	ত্রিপত্র গাছ
রাশিয়ার জাতীয় প্রতীক কি?	দুইমাথাযুক্ত ঈগল
মিসরের জাতীয় প্রতীক কি?	সমুদ্র সৈকত।

RAISUL ISLAM HRIDOY

কসোভোর জাতীয় প্রতীক কি?	ছয়টি তারকা ও তাদের মানচিত্র
কুয়েতের জাতীয় প্রতীক কি?	শিল্ডের মধ্যে ধাবমান জাহাজ
নেপালের জাতীয় প্রতীক কি?	এভারেস্ট
নরওয়ের জাতীয় প্রতীক কি?	কুড়ালসমেত মুকুটযুক্ত
সুইজারল্যান্ডের জাতীয় প্রতীক কি?	হোয়াইট ক্রস
বুলগেরিয়ার জাতীয় প্রতীক কি?	সিংহ বেষ্টিত রাজমুকুট
গ্রিসের জাতীয় প্রতীক কি?	জলপাই গাছের শাখাবেষ্টিত ক্রস
ফিনল্যান্ডের জাতীয় প্রতীক কি?	সিংহ
আইভরিকোস্টের জাতীয় প্রতীক কি?	হাতির মাথা
সৌদি আরবের জাতীয় প্রতীক কি?	খেজুর বৃক্ষ ও তারনিচে একটি তরবারী

গুরুত্বপূর্ণ সীমারেখা

১. **ডুরান্ড লাইন:** পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমানা চিহ্নিতকরণ রেখা।

২. **ম্যাকমোহন লাইন:** স্যার ম্যাকমোহন কর্তৃক চিহ্নিত ভারত ও চীনের মধ্যে সীমানা চিহ্নিত লাইন।

৩. **রেডক্লিফ:** ১৯৪৭ সালে স্যার সাইবিল রেডক্লিফ কর্তৃত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চিহ্নিত সীমারেখা।

৪. **ম্যাজিনো লাইন:** জার্মান আক্রমণ হতে রক্ষা পাবার জন্য ফ্রান্স কর্তৃক জার্মান ফ্রান্স সীমান্তে নির্মিত সুরক্ষিত সীমারেখা।

৫. **জিগফ্রিড লাইন:** জার্মানি কর্তৃক জার্মান- ফ্রান্স সীমান্তে নির্মিত সুরক্ষিত সীমারেখা।

৬. **ওডেরসিন লাইন:** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি ও পোল্যান্ডের মধ্যে নিরুপিত সীমারেখা।

৭. **হিন্ডারবার্গ লাইন:** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি ও রেখা পর্যন্ত পশ্চাৎপদসারণ করেছিল। এটি জার্মান ও পোল্যান্ডের সীমানা চিহ্নিতকরণ রেখা।

RAISUL ISLAM HRIDOY

৮.ম্যানারহেইম লাইন: রাশিয়া-ফিনল্যান্ড সীমান্তে জেনারেল ম্যানহেইম কর্তৃক নির্মিত সুরক্ষিত সীমারেখা।

৯. সপ্তদশ (১৭তম) অক্ষরেখা: সাবেক উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে চিহ্নিত সীমারেখা।

১০. ২৪ ডিগ্রি (২৪তম) অক্ষরেখা: পাকিস্তানের মতে এই অক্ষরেখাকেই ভারত ও পাকিস্তানের সীমারেখা ধরে সমস্যার সমাধান করা উচিত। ভারত ও দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে।

১১. ৩৮ ডিগ্রি (৩৮তম) অক্ষরেখা: উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সীমানা নিরুপণকারী রেখা।

১২. ৪৯ ডিগ্রি (৪৯তম) অক্ষরেখা: যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে সীমান্ত চিহ্নিত রেখা।

১৩. ম্যাকনামারা লাইন: যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম সীমান্তে নির্মিত ইলেকট্রিক বেষ্টনী।

১৪. প্লিমসল লাইন: আকস্মিক যুদ্ধ এড়ানোর জন্য ক্রেমলিন ও হোয়াইট হাউজের মধ্যে সরাসরি টেলিফোন সংযোগ।

১৬. বারলেভ লাইন: ইসরায়েলে অবস্থিত পৃথিবীর অন্যতম সুরক্ষিত প্রতিরক্ষা ব্যূহ।

১৭. ৩২ ডিগ্রি (৩২তম) অক্ষরেখা: ইরাকের দক্ষিণে নো ফ্লাই জোন।

১৮. ৩৬ ডিগ্রি (৩৬তম) অক্ষরেখা: ইরাকের উত্তরে নো ফ্লাই জোন।

১৯. লাইন অব কন্ট্রোল: ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী রেখা।

২০. রেডক্লিফ: বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্তকারী সীমারেখা।

২১. সনোরা লাইন: যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর মধ্যে বিভক্তকারী সীমান্ত রেখা।

২২. ব্লু লাইন: লেবানন ও ইসরাইল ও মধ্যে সীমানা নির্ধারণকারী সীমারেখা।

২৩. পার্পল লাইন: ইসরাইল ও সিরিয়ার মধ্যে সীমানা নির্ধারণকারী সীমারেখা।

২৪. লাইন অব ডিমারকেশন: পর্তুগাল ও স্পেনের মধ্যে বিভক্তকারী সীমারেখা।

২৫. মিলিটারি ডিমারকেশন ও নর্দান লিমিট লাইন: উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার সীমারেখা।

২৬. লাইন অব একচুয়াল কন্ট্রোল: চীন ও ভারতের সীমান্তবর্তী রেখা।

RAISUL ISLAM HRIDOY

২৭. কার্জন লাইন: পোল্যান্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ১৯১৯-১৯২০ সালের যুদ্ধের সময় চিহ্নিত সীমান্তবর্তী রেখা।

২৮. মিলিটারি ডিমারকেশন লাইন: ১৯৫৩ সালে উত্তর ও দক্ষিন কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সময় চিহ্নিত সীমান্তবর্তী রেখা।

২৯. নর্দার্ন লিমিট লাইন: পিত সাগরে অবস্থিত উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে চিহ্নিত সমুদ্রসীমা।

৩০. গ্রিন লাইন: ১৯৪৮ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় প্রতিষ্ঠিত সীমান্তবর্তী রেখা।

৩২. ফচ লাইন: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পোল্যান্ড ও লিথুনিয়ার মধ্যে চিহ্নিত সীমান্তবর্তী রেখা।

বিশ্বের সীমা চিহ্নিতকরণ রেখা

সীমারেখা	পৃথক করেছে	বিবরণ
ম্যাজিনোলাইন	জার্মান - ফ্রান্স	একটি সুরক্ষিত ইলেকট্রিক বেস্টনী জার্মান আক্রমণ থেকে কক্ষা পাবার জন্য ফ্রান্স এটি নির্মাণ করে
জিগফ্রিড লাইন	জার্মান - ফ্রান্স	এটি জার্মান কর্তৃক নির্মিত
হিন্ডারবার্গ লাইন	জার্মান - পোল্যান্ড	প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষ জার্মান বাহিনীকে এ রেখা পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য করেছিল
ওডেরনিস লাইন	জার্মান - পোল্যান্ড	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রশক্তি পরাজিত জার্মানি ও পোল্যান্ডের মধ্যে এ সীমারেখা নির্দিষ্ট করে
কার্জন লাইন	পোল্যান্ড - সোভিয়েত	১৯১৯-১৯২০ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে চিহ্নিত সীমারেখা
ফচ লাইন	পোল্যানড - লিথুয়ানিয়া	প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় নর্মিত
মিলিটারী ডিমারকেশন লাইন	উত্তর কোরিয়া - দক্ষিণ কোরিয়া	কোরিয়া যুদ্ধের (১৯৫০ -১৯৫৩) সময় চিহ্নিত সীমারেখা
নর্দান লিমিট লাইন	উত্তর কোরিয়া - দক্ষিণ কোরিয়া	পীত সাগরে দুই কোরিয়ার মধ্য চিহ্নিত সীমারেখা
ম্যানারহেইম লাইন	রাশিয়া - ফিনল্যান্ড	জেনারেল ম্যানারহেইম কর্তৃক নির্মিত সুরক্ষিত সীমানা

RAISUL ISLAM HRIDOY

হট লাইন	ক্রেমলিন (রাশিয়া) - হোয়াইট হাউস (ইউএসএ)	সরাসরি টেলিফোন লাইন, কোন আকস্মিক যুদ্ধ এরানোর জন্য দু'পক্ষের আলোচনার সুবিধার্থে এ লাইন চালু করা হয়
ডুরান্ড লাইন	ভারত - আফগানস্তান বর্তমান পাকিস্তান - আফগানিস্তান	১৮৯৬ সালে স্যার হেনরি মর্টিমার ডুরান্ড কর্তৃক চিহ্নিত সীমারেখা
ম্যাকমোহন লাইন	ভারত - তিব্বত (চিন)	স্যার ম্যাকমোহন এ সীমানা নির্মাণ করেণ
র‍্যাডক্লিফ লাইন	ভারতর - মিয়ানমার/ পাকিস্তান/ বাংলাদেশ বাংলাদেশ - মিয়ানমার	১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় স্যার সাইরিল র‍্যাডক্লিফ কর্তৃক চিহ্নিত সীমারেখা
লাইন অব কন্ট্রোল (LOC)	ভারত - পাকিস্তান	কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা
লাইন অব একচুয়াল কন্ট্রোল	ভারত - চীন	ভারত এবং চীনের সীমান্তবর্তী রেখা
লাইন অব ডিমারকেশন	পর্তুগাল - স্পেন	পর্তুগাল ও স্পেনের মধ্যে বিভক্তারী সীমারেখা
প্লিমসল লাইন	জাহাজ	এটি জাহাজের গায়ে চিহ্নিত দাগ যা দ্বারা কতটুকু তলিয়েছে জানা যায়
ওয়ালেস লাইন	এশিয়া - অস্ট্রেলিয়া	একটি কাল্পনিক রেখা
ট্রারলেভ লাইন	ইসরাইল - প্রতিবেশী দেশ	এটি ইসরাইলীদের ম্যাঞ্জিসো লাইন নামে পরিচিত এটি বিশ্বের অন্যতম রক্ষাব্যুহ
গ্রীন লাইন	গ্রীক - তুর্কী / সাইপ্রাস	১৯৪৮ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় ইসরাইল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সীমান্তরেখা
পার্পল লাইন	ইসরাইল - সিরিয়া	১৯৬৭ আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় প্রতিষ্ঠিত সীমারেখা
ব্লু লাইন	ইসরাইল - লেবানন	ইসরাইল ও লেবাননকে বিভক্তকারী সীমারেকা
ম্যাকনামারা লাইন	উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম	যুক্তরাষ্ট্রে কর্তৃক নির্মিত সুরক্ষিত বৈদ্যুতিক বেষ্টনী দু'ই ভিয়েতনাম এক হওয়ার পর এখন এর আর অস্তিত্ব নেই
আলপাইন লাইন	ইতালি - ফ্রান্স	ইতালি ও ফ্রান্সকে বিভক্তকারী সীমারেকা
বারলেভ লাইন		ইসরাইলে অবস্থিত পৃতিবীর অন্যতম সুরক্ষিত প্রতিরক্ষা বূহ

RAISUL ISLAM HRIDOY

সনোরা লাইন	মেক্সিকো - যুক্তরাষ্ট্র	মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রকে বিভক্তকারী সীমারেকা
১ ° অক্ষরেখা	নিরক্ষীয় গিনি - গ্যাবন	১ ° তম উত্তর অক্ষরেখা বরাবর চিহ্নিত সীমারেখা
৮ ° অক্ষরেখা	সোমালিয়া - ইথিওপিয়া	৮° তম উত্তর অক্ষরেখা বরাবর চিহ্নিত সীমারেখা
১০° অক্ষরেখা	গিনি - সিয়েরা লিওন	১০ °তম উত্তর অক্ষরেখা বরাবর চিহ্নিত সীমারেখা
১৭° অক্ষরেখা	উত্তর - দক্ষিণ ভিয়েতনাম	ভিয়েতনাম যুদ্ধ অবসানের পর নির্মিত সীমারেখা
২০° অক্ষরেখা	লিবিয়া - সুদান	২০° তম উত্তর অক্ষরেখা বরাবর চিহ্নিত সীমারেখা
২২° অক্ষরেখা	মিশর - সুদান	২২° তম উত্তর অক্ষরেখা বরাবর চিহ্নিত সীমারেখা
২৪° অক্ষরেখা	ভারত - পাকিস্তান	পাকিস্তান গ্রহণ করলেও ভারত এ সীমানা মেনে নেয়নি
২৫° অক্ষরেখা	মৌরিতানিয়া - মালি	২৫° তম উত্তর অক্ষরেখা বরাবর চিহ্নিত সীমারেখা
২৬° অক্ষরেখা	পশ্চিম সাহারা - মরক্কো-মৌরিতানিয়া	২৫° তম উত্তর অক্ষরেখা বরাবর চিহ্নিত সীমারেখা
৩১° অক্ষরেখা	ইরান - ইরাক	৩১° তম উত্তর অক্ষরেখা বরাবর চিহ্নিত সীমারেখা
৩২° অক্ষরেখা	ইরাক	৩২° তম উত্তর অক্ষরেখা বরাবর ইরাকের দক্ষিণে নো ফ্লই জোন
৩৬ অক্ষরেখা	ইরাক	৩৬° তম উত্তর অক্ষরেখা বরাবর ইরাকের উত্তরে নো ফ্লাই জোন
৩৮° অক্ষরেখা	উত্তর - দক্ষিণ করিয়া	দুই করিয়া বিভক্তির সময় পরাশক্তির মধ্য ৩৮ অক্ষরেখা বরাবর চিহ্নিত সীমারেখা
৪৫° অক্ষরেখা	কানাডা - যুক্তরাষ্ট্র	৪৫° তম উত্তর অক্ষেরেখা বরাবর চিহ্নিত সীমারেখা
৪৯° অক্ষরেখা	কানাডা - যুক্তরাষ্ট্র	৪৯° তম অক্ষরেখা বরাবর চিহ্নিত সীমারেখা
১° দক্ষিণ অক্ষরেখা	উগান্ড - তাঞ্জনিয়া/ কেনিয়া - তাঞ্জানিয়া	১° তম দক্ষিণ অক্ষারেখা বরাবর চিহ্নিত সীমারেখা
৭° তম দক্ষিণ অক্ষরেখা	কঙ্গো-অ্যাঙ্গোলা	৭° তম দক্ষিণ অক্ষরেখা বরাবর চিহ্নিত সীমারেখা
৮° তম দক্ষিণ অক্ষরেখা	কঙ্গো - অ্যাঙ্গলা	৮° তম দক্ষিণ অক্ষরেখা বরাবর চিহ্নিত সীমারেখা
১০° তম দক্ষিণ অক্ষরেখা	ব্রাজিল - পেরু	১০° তম দক্ষিণ অক্ষরেখা বরাবর চিহ্নিত সীমারেখা

RAISUL ISLAM HRIDOY

১৩ °তম দক্ষিণ অক্ষরেখা	অ্যাঙ্গলা - জাম্বিয়া	১৩ °তম দক্ষিণ অক্ষরেখা বরাবর চিহ্নিত সীমারেখা
১৬° তম দক্ষিণ অক্ষরেখা	মোজাম্বিক - জিম্বাবুয়ে	১৬° তম দক্ষিণ অক্ষরেখা বরাবর চিহ্নিত সীমারেখা
২২° তম দক্ষিণ অক্ষরেখা	নামিবিয়া - বতসোয়ানা বলিভিয়া - আর্জেন্টিনা	২২° তম দক্ষিণ অক্ষরেখা বরাবর চিহ্নিত সীমারেখা
৪৫° তম দক্ষিণ অক্ষরেখা	ইকুয়েডর - দক্ষিণ মেরু	৪৫° তম দক্ষিণ অক্ষরেখা বরাবর চিহ্নিত সীমারেখা
৫২° তম দক্ষিণ অক্ষরেখা	আর্জেন্টিনা - চিলি	৫২° তম দক্ষিণ অক্ষরেখা বরাবর চিহ্নিত সীমারেখা

কতিপয় ভৌগোলিক উপনাম

উপনাম	দেশ/ স্থান
অন্ধকারচ্ছন্ন মহাদেশ	আফ্রিকা
ইউরোপের রুগ্ন মানুষ	তুরস্ক
ইউরোপের রণক্ষেত্র	বেলজিয়াম
ইউরোপের ককপিট	বেলজিয়াম
ইউরোপের ক্রীড়াঙ্গন	সুইজারল্যান্ড
উত্তরের ভেনিস	স্টকহোম (সুইডেন)
ইউরোপের স'মিল	সুইডেন
ক্যাঙ্গারুর দেশ	অস্ট্রেলিয়া
উদ্যানের শহর	শিকাগো (যুক্তরাষ্ট্র)
পৃতিবীর কসাইখানা	শিকাগো (যুক্তরাষ্ট্র)
সোনালী তোরণের শহর	সানফ্রান্সিসকো (যুক্তরাষ্ট্র)

RAISUL ISLAM HRIDOY

চির বসন্তের নগরী	কিটো (ইকুয়েডর)
চির শান্তির শহর	রোম (ইতালি)
চির সবুজের দেশ	নাটাল (ব্রাজিল)
গোলাপী শহর	জয়পুর, রাজস্থান (ভারত)
গ্র্যানাইটের শহর	এভারডিন
গগনচুম্বী অট্টালিকার শহর	নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র)
দ্বীপের নগরী	ভেনিস (ইতালি)
দ্বীপের মহাদেশ	অস্ট্রেলিয়া (ওশেনিয়া)
দক্ষিণের রানী	সিডনি (অস্ট্রেলিয়া)
ক্যাঙ্গারুর দেশ	অস্ট্রেলিয়া
নিশ্চুপ সড়ক শহর	ভেনিস (ইতালি)
নিষিদ্ধ দেশ	তিব্বত
দিষিদ্ধ শহর	লাসা (তিব্বত)
সূর্য উদয়ের দেশ	জাপান
নিশিত সূর্যের দেশ	নরওয়ে
নীরব শহর	রোম (ইতালি)
নীলনদের দেশ	মিসর
চীনের নীলনদ	ইয়াংসিকিয়াং
দক্ষীণ ভারতের উদ্যান	তাঞ্জোর
দক্ষিণের গ্রেট ব্রিটেন	নিউজিল্যান্ড
জাঁকজমকের নগরী	নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র)
নীল পর্বত	নীলগিরি পাহাড়
পবিত্র পাহাড়	ফুজিয়ামা (জাপান)
পবিত্র ভূমি	জেরুজালেম (ইসরায়েল)
পবিত্র দেশ	ফিলিস্তিন
পঞ্চনদের দেশ	পাঞ্জাব (পাকিস্তান)
আদ্রিয়াটিকের দয়িতা	ভেনিস (ইতালি)
আদ্রিয়াটিকের রানী	ভেনিস (ইতালি)

RAISUL ISLAM HRIDOY

আদ্রিয়াটিকের পত্নী	ভেনিস (ইতালি)
আগুনের দ্বীপ	আইসল্যান্ড
পান্নার দ্বীপ	আয়ারল্যান্ড
হাজার দ্বীপের দেশ	ফিনল্যান্ড
হাজার হ্রদের দেশ	ফিনল্যান্ড
প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার	ওসাকা (জাপান)
প্রাচ্যের ভেনিস	ব্যাংকক (থাইল্যান্ড)
প্রাচ্যের ডান্ডি	নারায়ণগঞ্জ (বাংলাদেশ)
প্রাচীরের দেশ	চীন
পোপের শহর	রোম (ইতালি)
পিরামিডের দেশ	মিশর
নীল নদের দান	মিশর
নীল নদের দেশ	মিশর
পীত নদীর দেশ	হোয়াংহো (চীন)
পশুপালনের দেশ	তুর্কিস্তান
পশ্চিমের জিব্রাল্টার	কুইবেক (কানাডা)
পাকিস্তানের প্রবেশ দ্বার	করাচি
মসজিদের শহর	ঢাকা (বাংলাদেশ), ইস্তাম্বুল (তুরস্ক)
রিকশার নগরী	ঢাকা (বাংলাদেশ)
ট্যাক্সির নগরী	মেক্সিকো
পৃথিবীর গুদামঘর	মেক্সিকো
মটর গাড়ির শহর	ডেট্রয়েট শহর (যুক্তরাষ্ট্র)
মন্দিরের শহর	বেনারস (ভারত)
মরুভূমির দেশ	আফ্রিকা
মহীশূরের বাঘ	টিপু সুলতান
মার্বেলের দ্বীপ	ইতালি
মুক্তার দ্বীপ	বাহরাইন
মুক্তার দেশ	কিউবা

RAISUL ISLAM HRIDOY

ম্যাপল পাতার দেশ	কানাডা
মেডিটেরিয়নের দেশ	জিব্রাল্টার
রৌপ্যের শহর	আলজিয়ার্স
লবঙ্গ দ্বীপ	জাঞ্জিবার (তানজানিয়া)
লিলি ফুলের দেশ	কানাডা
রাজপ্রাসাদের নগর	কলকাতা (ভারত)
শান্ত সড়ক শহর	ভেনিস (ইতালি)
রাজপ্রাসাদের নগর	ভেনিস (ইতালি)
নীরব শহর	ভেনিস (ইতালি)
দ্বীপের নগরী	ভেনিস (ইতালি)
শান্ত সকালের দেশ	কোরিয়া
সকালবেলার প্রশান্তি	কোরিয়া
সোনালি আঁশের দেশ	বাংলাদেশ
সোনালি তোরণের দেশ	সানফ্রান্সিকো (যুক্তরাষ্ট্র)
শ্বেতহস্তীর দেশ	থাইল্যান্ড
শ্বেতাঙ্গদের কবরস্তান	গিনিকোস্ট
সোনালি প্যাগোডার দেশ	মায়ানমার
সম্মেলনের শহর	জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)
সমুদ্রের বধু	গ্রেট ব্রিটেন (যুক্তরাজ্য)
সমুদ্রের নদী	গালফ স্ট্রিম
সোনার অন্তঃপুর	ইস্তাম্বুল (তুরস্ক)
সাত পাহাড়ের দেশ	রোম (ইতালি)
হারকিউলিসের স্তম্ভ	জিব্রাল্টার মালভূমি
হর্ন অফ আফ্রিকা	ইথিওপিয়া
স্বর্ণ নগরী	জোহান্সবার্গ (দক্ষিণ আফ্রিকা)
পৃথিবীর ছাদ	পামির মালভূমি
পৃতিবীর চিনির আধার	কিউবা
পৃতিবীর সুন্দর দ্বীপ	ট্রিস্টিয়ান-ডি-কানা

RAISUL ISLAM HRIDOY

বজ্রপাতের দেশ	ভুটান
ভূমিকম্পের দেশ	জাপান
বাতাসের শহর	শিকাগো (যুক্তরাষ্ট্র)
বাজারের শহর	কায়রো (মিশর)
রাতের নগরী	কায়রো (মিশর)
রজত নগরী	আলজিয়ার্স (আলজেরিয়া)
রৌপ্যের শহর	আলজিয়ার্স (আলজেরিয়া)
পশমের দেশ	অস্ট্রেলিয়া
বাংলার ভেনিস	বরিশাল (বাংলাদেশ)
ভূমধ্যসাগরের চাবি	জিব্রাল্টার
ভূমধ্যসাগরের প্রবেশদ্বার	জিব্রাল্টার
জাঁকজমকের নগরী	নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র)
স্কাইস্কেপারের শহর	নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র)
বিগ আপেল	নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র)
পৃথিবীর ভূ-স্বর্গ	কাশ্মির
ভারতের উদ্যান	লক্ষ্ণৌ
ভাটির দেশ	বাংলাদেশ
ভারতের প্রবেশদ্বার	বোম্বে
বিশ্বের রুটির ঝুড়ি	প্রেইরি (উত্তর আমেরিকা)
ব্রিটেনের বাগান	কেন্ট (ইংল্যান্ড)
পৃথিবীর ব-দ্বীপ	বাংলাদেশ
কানাডার প্রবেশদ্বার	সেন্ট-লরেন্স
ইউরোপের বুট	ইতালি
আফ্রিকার সিং	ইতিওপিয়া
সোভিয়েত ইউনিয়নের শস্য ভাণ্ডার	ইউক্রেন
বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার	চট্টগ্রাম
প্রাচ্যের ড্যান্ডি	নারায়ণগঞ্জ (বাংলাদেশ)
ভারতের রোম	দিল্লি

RAISUL ISLAM HRIDOY

প্রাচ্যের গ্রেট ব্রিটেন	জাপান
পীত হাতির দেশ	হোয়াংহো (চীন)
চীনের দুঃখ	হোয়াংহো
হলদে নদী	হোয়াংহো (চীন)
ইউরোপের প্রবেশদ্বার	ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া)
পান্নার দ্বীপ	আয়ারল্যান্ড
আলোর শহর	প্যারিস (ফ্রান্স)
গ্রানাইটের শহর	এবারডিন
সাদা শহর	বেলগ্রেড (সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো)
নীল পর্বত	নীলগিরি পাহাড়

বিশ্বের কতিপয় ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান/শহর

উল্লেখযোগ্য বিখ্যাত স্থান

এশিয়া

ভারত	আজমীর	ভারতের রাজস্থানে অবস্থিত মুসলমানদের পবিত্র স্থান । মঈনুদ্দিন চিশতীর মাজার এখানে অবস্থিত
	চেরাপুঞ্জি	ভারতের শিলং এ অবস্থিত । পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিবহুল অঞ্চল
	দার্জিলিং	পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত ।পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় স্থান
	সিমলা-	ভারতের হিমাচল প্রদেশের রাজধানী । পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় ও স্বাস্থ্যকর স্থান । 'সিমলা চুক্তি'র জন্য বিখ্যাত
	মুম্বাই	ভারতের প্রবেশদ্বার ও সমুদ্র বন্দর । শিল্প ও সিনেমা শিল্পের জন্য বিখ্যাত

RAISUL ISLAM HRIDOY

	কুতুব মিনার	দিল্লীতে অবস্থিত এক সময়ের পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু মিনার
	বাবরি মসজিদ	ভারতের অযোধ্যায় অবস্থিত ষোড়শ শতকে নির্মিত মসজিদ । ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উগ্রপন্থী হিন্দুরা মসজিদ ভেঙ্গে ফেলে
	স্বর্ণ মন্দির	ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের অমৃতসরে অবস্থিত শিখদের পবিত্র ধর্ম মন্দির
	ইলোরা ও অজন্তা	ভারতের হায়দ্রাবাদে অবস্থিত । প্রাচীন গুহা চিত্রের জন্য বিখ্যাত
	শান্তিনিকেতন	পশ্চিমবঙ্গের বোলপুরে অবস্থিত । রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক নির্মিত বিশ্ববিদ্যালয়টি শান্তিনিকেতন নামে পরিচিত
	অমৃতসর	পাঞ্জাবে অবস্থিত, শিখ ধর্মাবলম্বীদের পবিত্রতম স্থান
পাকিস্তান	হরপ্পা	পাকিস্তানের মন্টোগোমারী শহরের নিকটে অবস্থিত । সিন্ধু সভ্যতার জন্য বিখ্যাত
	তক্ষশীলা	পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে অবস্থিত । প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে
	খাইবার	পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে অবস্থিত তেত্রিশ মাইল লম্বা একটি গিরিপথ
	মহেঞ্জোদারো	পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে অবস্থিত প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার জন্য বিখ্যাত
নেপাল	সিংহ দরবার	নেপাল সরকারের প্রধান কার্যালয়
শ্রীলঙ্কা	এ্যাডামস পীক	শ্রীলঙ্কায় অবস্থিত । পবিত্র পর্বত হিসাবে গণ্য করা হয় । পৃথিবীর প্রথম মানব হজরত আদম (আঃ) এর নামে নামকরণ করা হয়
	মান্না দ্বীপ	মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল
আফগানিস্তান	কান্দাহার	আফগানিস্তানের একটি প্রাদেশিক শহর । কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ
মায়ানমার	আকিয়াব	মায়ানমারের একটি সমুদ্র বন্দর
চীন	সাংহাই	চীনের ইয়াংসি নদীর তীরে অবস্থিত বিশ্বের বৃহত্তম শহর
	তিয়েন আন মেন স্কোয়ার	বেইজিং এ অবস্থিত । ১৯৮৯ সালে এখানে ছাত্র আন্দোলনের সময় অনেক ছাত্র নিহত হয়েছিল । মাওসেতুং এখানেই বিপ্লবের ঘোষনা দেন ১৯৪৯ সালে
	জিনজিয়ান	মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল

RAISUL ISLAM HRIDOY

ইন্দোনেশিয়া	বালি	ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থিত একটি দ্বীপ । বহু মন্দির ও স্মৃতিসৌধ আছে
	বান্দুং	ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থিত । ১৯৪৫ সালের আফ্রোএশীয় দেশের যে সম্মেলন এখানে অনুষ্ঠিত হয় তা বাউনুং সম্মেলন নামে অভিহিত । এটাই NAM এর ভিত্তি
	মারদেকা প্রাসাদ	জাকার্তায় অবস্থিত, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন
জাপান	হিরোশিমা	জাপানে অবস্থিত । ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট বিশ্বের প্রথম আণবিক বোমা এখানে ফেলা হয়েছিল
	নাগাসাকি	জাপানের অন্যতম শিল্প শহর । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৫ সালের ৯ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্র ২য় পারমানবিক বোমা নিক্ষেপ করে
দক্ষিণ কোরিয়া	ব্লু হাউজ	সিউলে অবস্থিত দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন
ফিলিপাইন	মিন্দানাও	ফিলিপাইনে অবস্থিত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দ্বীপ । এখানে মরোমুসলিম সংগঠন স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করছে
	মালকানাং প্রাসাদ	ম্যানিলায় অবস্থিত, ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন
রাশিয়া	ভ্লাদিভস্তক	জাপান সাগরের তীরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত রাশিয়ার বিখ্যাত সমুদ্র বন্দর ও নৌ-ঘাঁটি । পূর্বাঞ্চলে এটিই রাশিয়ার বৃহত্তম শহর
	চেচনিয়া	মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল
সৌদি আরব	মক্কা	এই শহরে পবিত্র কাবা শরীফ অবস্থিত
ইসরায়েল	জেরুজালেম	ইসরাইলের রাজধানী । মুসলমান, খ্রিস্টান, ইহুদি তিন ধর্মের লোকদের পবিত্র স্থান । বিখ্যাত আল আকসা মসজিদ এখানে অবস্থিত
	আল আকসা মসজিদ	জেরুজালেমে অবস্থিত মুসলমানদের পবিত্র মসজিদ । পৃথিবীর প্রথম কিবলা
	পশ্চিম তীর	ইসরাইল অধিকৃত জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি পার্বত্য সমভূমি অঞ্চল
	নাজারেথ	যিশু শৈশবে এখানে বাস করতেন

RAISUL ISLAM HRIDOY

ইরান	খাড়গ দ্বীপ	ইরানের একটি তৈল সমৃদ্ধ স্থান
	বন্দর আব্বাস	ইরানের একটি বিখ্যাত বন্দর
ইরাক	ব্যাবিলন	ইউফ্রেটিস নদীর তীরে অবস্থিত । ইরাকের প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরী
	ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান	ইরাকে অবস্থিত । পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি
	বসরা	পারস্য উপসাগরের তীরে অবস্থিত ইরাকের অন্যতম বন্দর । খেজুর ও গোলাপের জন্য বিখ্যাত
	আবাদান	বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেল শোধনাগার এখানে, এটি ইরাকে অবস্থিত
	কারবালা	ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত; মুসলমানদের পবিত্র স্থান
মিশর- ইসরায়েল	গাজা	মিশর ও ইসরাইলের মাঝে অবস্থিত । ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইলের যুদ্ধে ইসরাইল গাজার অধিকাংশ স্থান দখল করে নেয়
জর্ডান	বেথেলহেম	জর্ডানে অবস্থিত । যীশুখ্রিষ্ট ও রাজা ডেভিডের জন্মভূমি
	সিনাই	সুয়েজ উপসাগর ও আকাবার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ
তুরস্ক	ট্রয়	তুরস্কে অবস্থিত একটি প্রাচীন শহর । পৌরাণিক কাহিনীর জন্য বিখ্যাত
মরিশাস	মরিশাস	ভারত মহাসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপ । পর্যটকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় ও স্বাস্থ্যকর স্থান
আজারবাইজান	নাগার্নো কারাবাখ	এই অঞ্চল নিয়ে ১৯৯৪ সালে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার মধ্যে যুদ্ধ হয় (বর্তমানে আজারবাইজানের অধীনে স্বায়ত্বশাসিত নাগার্নো কারাবাখ রিপাবলিক)
পূর্ব তিমুর	দিলি	পূর্ব তিমুরের রাজধানী ও সমূদ্র উপকূলে অবস্থিত মনোরম দৃশ্য সদৃশ

ইউরোপ

স্কটল্যান্ড	ডান্ডি	স্কটল্যান্ডে অবস্থিত সমূদ্র বন্দর ও পাট শিল্প কেন্দ্র
ইংল্যান্ড	বিগবেন	বৃটিশ পার্লামেন্ট ভবনের চূড়ায় রক্ষিত বিখ্যাত বড় ঘড়ি
	ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবে	লন্ডনে অবস্থিত । বিখ্যাত ব্যাক্তি ও অজ্ঞাতনামা যোদ্ধাদের সমাধিক্ষেত্র

RAISUL ISLAM HRIDOY

	গ্রীনিচ	ইংল্যান্ডে অবস্থিত । মূল মধ্যরেখা এ স্থানের উপর দিয়ে গিয়েছে । এখানে স্ট্যান্ডার্ড সময় গণনা করা হয়
	বন্ডস্ট্রীট	লন্ডনে অবস্থিত । জুয়েলারী ও টেইলারিং দোকানের জন্য বিখ্যাত
	১০ নং ডাইনিং স্ট্রীট	বৃটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন
	হোয়াইট লজ	ইংল্যান্ডে অবস্থিত রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডের জন্মভূমি
	ব্লাক কান্ট্রি	ইংল্যান্ডের দক্ষিণ স্টেফোর্ডকে বুঝায় । কয়লার খনি এবং ধোঁয়ার জন্য এরূপ নামকরন করা হয়েছে
	হোয়াইট হল	লন্ডনে অবস্থিত বৃটিশ সরকারের সদর দপ্তর
	স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড	লন্ডনে অবস্থিত পুলিশের সদর দপ্তর
	ট্রাফালগার স্কোয়ার	লন্ডনে অবস্থিত । বিজয় উৎবের জন্য বিখ্যাত
	উইম্বলডন	লন্ডনে অবস্থিত । লন টেনিস খেলার জন্য স্থানটি বিখ্যাত
	হাইড পার্ক	লন্ডনে অবস্থিত । মুক্তাঙ্গন নামে পরিচিত । এখানে যার যা ইচ্ছা বলতে পারে
	ওভাল	লন্ডনে অবস্থিত । ক্রিকেট গ্রাউন্ডের জন্য
	ফ্লিট স্ট্রিট	লন্ডনে অবস্থিত; সংবাদপত্র প্রকাশনার জন্য বিখ্যাত
	বুশ হাউজ	লন্ডনে অবস্থিত বিবিসির কার্যালয়
	বাকিংহাম প্যালেস	লন্ডনে অবস্থিত বৃটেনের রাণীর বাসভবন
আয়ারল্যান্ড	ডাবলিন	আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ও প্রধান শিল্পকেন্দ্র
ফ্রান্স	আইফেল টাওয়ার	প্যারিসে অবস্থিত । বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ টাওইয়ার । বর্তমানে ওয়ারলেস হিসেবে ব্যাবহৃত হচ্ছে
	মার্সেই	ফ্রান্সের একটি বৃহত্তম বন্দর । এখানে জাহাজ নির্মান কারখানা অবস্থিত
	ভার্সাই	উত্তর ফ্রান্সের একটি শহর । ১৯১৯ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর এ স্থানেই জার্মানি ও মিত্র বাহিনীর মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা ভার্সাই চুক্তি নামে পরিচিত
	নটরডেম	প্যারিসে অবস্থিত । প্রাচীন স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত
	এলিসি প্রাসাদ	ফ্রান্সে অবস্থিত, প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসভবন
	ল্যুভর	প্যারিসে অবস্থিত; পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত জাদুঘর; পূর্বে ফ্রান্সের রাজপ্রাসাদ ছিল
সুইজারল্যান্ড	জেনেভা	সুইজারল্যান্ডের একটি বিখ্যাত স্বাস্থ্যকর স্থান যা ঘড়ির জন্য বিখ্যাত । জাতিসংঘের ইউরোপীয় সদরদপ্তর

RAISUL ISLAM HRIDOY

রাশিয়া	স্টালিনপ্রসাদ	রাশিয়ায় অবস্থিত । এখানে রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিকে পরাজিত করেছিল
	রেড স্কোয়ার	মস্কোয় অবস্থিত রাজনৈতিক বক্তৃতার স্থান হিসেবে বিখ্যাত
	ক্রেমলিন	মস্কোয় অবস্থিত । রাশিয়া সরকারের সচিবালয়
	কিয়েভ	রাশিয়ার স্তেপ অঞ্চলে অবস্থিত একটি শহর । স্থানটি খনি ও শস্য উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত
	লেলিন গ্রাদ	রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং বিখ্যাত বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্র
বেলজিয়াম	ওয়াটার লু	বেলজিয়ামে অবস্থিত বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র । এখানে নেপোলিয়ন এক যুদ্ধে কিং অব ওয়েলিংটনের কাছে পরাজিত হয়েছিল
স্পেন	কর্ডোভা	স্পেনের একটি প্রাচীন শহর । প্রাচীন মুসলিম সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে
	বার্সিলোনা	স্পেনের সর্ববৃহৎ শহর, বন্দর ও শিল্প কেন্দ্র । ১৯৯২ সালের অলিম্পিক এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল
	আলহামরা	স্পেনে অবস্থিত । প্রাচীন মুসলিম সভ্যতার জন্য বিখ্যাত
ইতালি	পিসা	ইতালির একটি বিখ্যাত শহর । বিশ্ববিখ্যাত হেলেনা স্তম্ভের জন্য বিখ্যাত
	ভেনিস	ইতালির একটি প্রসিদ্ধ বানিজ্য কেন্দ্র । প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য অতুলনীয় । ১২০ টি দ্বীপের উপর শহরটি অবস্থিত
	সিসিলি	ভূ-মধ্যসাগরে অবস্থিত ইতালির একটি দ্বীপ । সালফারের জন্য বিখ্যাত
	পিসার হেলানো মিনার	ইতালিতে অবস্থিত । শ্বেত মার্বেল পাথরে নির্মিত মিনারটি উত্তর দিকে হেলানো
	ভ্যাটিকান	রোমে অবস্থিত । বিশ্বের ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র । পোপের নগরী হিসেবে বিখ্যাত
গ্রিস	এথেন্স	গ্রীসের রাজধানী । প্রাচীন গ্রীক স্থাপত্য ও সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে
সুইডেন	গুটেনবার্গ	সুইডেনের প্রধান বন্দর ও নগর । প্রেস শিল্পের জন্য বিখ্যাত
জার্মানি	নুরেমবার্গ	জার্মানির বিখ্যাত শহর । এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যুদ্ধপরাধীদের বিচার করা হয়
তুরস্ক	কন্সট্যান্টিনোপল	বর্তমানে ইস্তাবুল নামে পরিচিত । তুরস্কে অবস্থিত । বিখ্যাত সোফিয়া মসজিদ এখানে অবস্থিত

RAISUL ISLAM HRIDOY

জিব্রাল্টার	জিব্রাল্টার	ভূ-মধ্যসাগরের তীরে জিব্রাল্টার প্রণালীর মাঝে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি ও নৌবিহার কেন্দ্র
নেদারল্যান্ড	হেগ	নেদারল্যান্ডের অন্যতম প্রধান শহর
	শান্তি প্রাসাদ	নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে অবস্থিত জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালতের কার্যালয়/বিচারালয়

বৃটিশ শাসিত/ বৃটিশ উপনিবেশ

আফ্রিকা

মিশর	আলেকজান্দ্রিয়া	ভূ-মধ্য সাগরের তীরে অবস্থিত মিশরের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ও প্রধান বন্দর
	কুবে	মিশরের রাজধানী কায়রোতে অবস্থিত সরকারের সচিবালয় হিসেবে ব্যাবহৃত হচ্ছে
মরক্কো	রাবাত	মরক্কোর রাজধানী ও সমূদ্র বন্দর । প্রথম OIC শীর্ষসম্মেলন এখানে অনুষ্ঠিত হয়
	কাসাব্লাঙ্কা	মরক্কোয় অবস্থিত উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার বৃহত্তম শহর ও বন্দর । মনোরম ভাসমান বাদশা হাসান মসজিদ এখানে অবস্থিত
	ফেজ	মরক্কোর বিখ্যাত নগর ও বন্দর ঐতিহাসিক শহর । সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য বিখ্যাত । বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার জন্মস্থান এখানে
দক্ষিন আফ্রিকা	জোহান্সবার্গ	দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত শহর । স্বর্ণ খনির জন্য বিখ্যাত
	কিম্বার্লি	দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত হীরক খনির জন্য বিখ্যাত
ইথিওপিয়া	আদ্দিসআবাবা	ইথিওপিয়ার রাজধানী । জাতিসংঘের অর্থনৈতিক পরিষদের সদর দপ্তর এখানে অবস্থিত
লিবিয়া	আজিজিয়া	লিবিয়ায় অবস্থিত । পৃথিবীর উষ্ণতম স্থান
	বেনগাজি	লিবিয়ায় অবস্থিত উত্তর আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ সমূদ্রবন্দর
সেনেগাল	ডাকার	সেনেগালের রাজধানী । পশ্চিম আফ্রিকার প্রধান সমূদ্র বন্দর
অ্যাঙ্গোলা	লুয়ান্ডা	এ্যাঙ্গোলার রাজধানী । বর্তমানে এখানে গৃহযুদ্ধ চলছে

RAISUL ISLAM HRIDOY

সেন্ট হেলেনা	সেন্ট হেলেনা	আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত একটি ছোট দ্বীপ । ওয়াটার লুর যুদ্ধে পরাজিত নেপোলিয়নকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন দেয়া হয়
তাঞ্জানিয়া	জাঞ্জিবার	আফ্রিকার একটি বিখ্যাত বন্দর
	সাহারা	উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত । বিশ্বের বৃহত্তম মরুভূমি (আলজেরিয়া, চাঁদ, মিশর, ইরিত্রিয়া, লিবিয়া, মালি, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, নাইজার, সুদান, তিউনিশিয়া ও পশ্চিম সাহারায় অবস্থিত)

বৃটিশ শাসিত/ বৃটিশ উপনিবেশ

আমেরিকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	ব্রডওয়ে	নিউইয়র্কে অবস্থিত । নাট্যশালা, সিনেমা হলের জন্য বিখ্যাত । বিশ্বের প্রশস্ততম রাস্তা এখানে অবস্থিত
	কেপকেনেডি	যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অবস্থিত । মহাশূন্য উৎক্ষেপণ কেন্দ্র ও নাসার সদর দপ্তর । এর বর্তমার নাম কেপ-ক্যান ভেরাল
	ইন্ডিপেন্ডেন্স হল	যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় অবস্থিত । ১৭৭৬ সালে এখান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণা করা হয়
	ওয়ালস্ট্রীট	নিউইয়র্কে অবস্থিত বিখ্যাত বিল্ডিং । শেয়ার বাজারের জন্য বিখ্যাত । ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে এটি ধ্বংস হয়
	ফ্লাশিং মিডোস	নিউইয়র্কে অবস্থিত । জাতিসংঘের সভাস্থল
	ইয়েলো স্টোন	যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পার্ক
	পিটসবার্গ	পেনসিলভানিয়ায় অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম লোহা ও ইস্পাত কেন্দ্র
	হোয়াইট হাউস	ওয়াশিংটন ডি.সি.তে অবস্থিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসভবন
	সানফ্রান্সিসকো	প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত আমেরিকার একটি বিখ্যাত বন্দর
	নাসা	যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত । মহাশূণ্য গবেষণা কেন্দ্র
	টেক্সাস	যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম রাজ্য । সর্বাধিক তুলা উৎপাদকারী অঞ্চল

RAISUL ISLAM HRIDOY

	পার্ল হারবার	যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত । গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন নৌ ও বিমান ঘাঁটি । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিরা এই ঘাঁটিটিতে প্রথম বোমা হামলা চালিয়েছিল
	হলিউড	যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত । চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য বিখ্যাত
	স্ট্যাচু অব লিবার্টি	নিউইয়র্কে অবস্থিত । যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার প্রতীক । ফ্রান্স এটি উপহার দেয়
	এম্পায়ার স্টেট	নিউইয়র্কে অবস্থিত । পৃথিবীর অন্যতম উঁচু বিল্ডিং
	ওভাল অফিস	ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত; যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কার্যালয়
	ব্লেয়ার হাউজ	ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত; যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি অতিথি ভবন
	পেন্টাগন	ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত; যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দপ্তর
কানাডা	ভ্যাঙ্কুবার	প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত পশ্চিম কানাডার প্রধান দনদ্র ও শিল্প শহর
আর্জেন্টিনা	বুয়েন্স আয়ার্স	আর্জেন্টিনার রাজধানী ও দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম শহর ও বন্দর
ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ	ফকল্যান্ড	আটলান্টিক মহাসাগরে আর্জেন্টিনার উপকূলে অবস্থিত; বৃটেনের অধীন, আর্জেন্টিনার সঙ্গে বিরোধ
কলম্বিয়া	বোগোতা	কলম্বিয়ার রাজধানী যা পৃথিবীর উচ্চতম রাজধানী হিসাবে খ্যাত
ব্রাজিল	রিও ডি জেনিরো	ব্রাজিলের প্রধান শিল্প নগরী ও বন্দর । প্রথম বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন এখানে অনুষ্ঠিত হয়
উরুগুয়ে	মন্টিভিডিও	উরুগুয়ের রাজধানী, প্রধান শহর ও বন্দর
ইকুয়েডর	কোটোপাক্স	ইকুয়েডরে অবস্থিত একটি জলন্ত আগ্নেয়গিরি

RAISUL ISLAM HRIDOY

বৃটিশ শাসিত/ বৃটিশ উপনিবেশ

অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়া	গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ
নিউজিল্যান্ড	অকল্যান্ড

কিছু confusing নামের স্থান

স্থান	অবস্থান/দেশ	গুরুত্ব
হোয়াইট হাউজ	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাষ্ট্রের পেসিডেন্টের বাসভবন
হোয়াইট হল	লন্ডন	বৃটিশ সরকারের কার্যালয়
হোয়াইট লজ	ইংল্যান্ড	রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডের জন্মস্থান
ওভাল অফিস	ওয়াশিংটন ডিসি	যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কার্যালয়
ব্লেয়ার হাউজ	ওয়াশিংটন ডিসি	যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি অতিথি ভবন
এলিসি প্রাসাদ	প্যারিস	ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন
ফ্লিট স্ট্রিট	লন্ডন	সংবাদপত্র প্রকাশনার জন্য বিখ্যাত
ওয়াল স্ট্রিট	নিউইয়র্ক	শেয়ারবাজার
বুশ হাউজ	লন্ডন	বিবিসির কার্যালয়
ব্লু হাউজ	সিউল, দক্ষিণ কোরিয়া	দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন
মালকানাং প্রাসাদ	ম্যানিলা, ফিলিপাইন	ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন
মারদেকা প্রাসাদ	জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া	ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন
বাকিংহাম প্যালেস	লন্ডন	বৃটেনের রাণীর বাসভবন
আটলান্টিস	প্রায় ১২ হাজার বছর পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগরে বিলীন হয়ে যাওয়া মহাদেশ	
আটলান্টিক	মহাসাগর; ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে অবস্থিত; গভীরতম মহাসাগর; টাইটানিক এই মহাসাগরে ডুবে গিয়েছিল	
এন্টার্কটিকা	মহাদেশ; শীতলতম মহাদেশ; দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত	
ট্রাফালগার স্কয়ার	লন্ডন	
ফকল্যান্ড	আটলান্টিক মহাসাগর	বৃটেনের অধীন, আর্জেন্টিনার সঙ্গে বিরোধ
অকল্যান্ড	নিউজিল্যান্ড	
নাজারেথ	ইসরায়েল	যিশু শৈশবে এখানে বাস করতেন
বেথলেহেম	জেরুজালেমের নিকটবর্তী	যিশুর জন্মস্থান

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিশ্বের প্রধান প্রধান বন্দর সমূহ

বন্দর	দেশ
পোর্ট সৈয়দ, সুয়েজ, আলেকজান্দ্রিয়া	মিশর
হো-চি-মিন সিটি	ভিয়েতনাম
আকিয়াব, ইয়াঙ্গুন	মায়ানমার
আকাবা	জর্ডান
বন্দর আব্বাস, আবাদান	ইরান
ক্যাসাব্লাঙ্কা	মরক্কো
জেদ্দা	সৌদি আরব
এডেন	ইয়েমেন
বৈরুত	লেবানন
আক্রা	ঘানা
বেনগাজী	লিবিয়া
ডারউইন	অস্ট্রেলিয়া
ডানজিগ	পোল্যান্ড
মোর্সেই	ফ্রান্স

বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ কিছু রুট

রুটের নাম	দুই পক্ষ	বিবরণ
কারাকোরাম	চীন ও পাকিস্তান	সড়ক পথ
কোদারী	নেপাল ও চীন	সড়ক পথ
আকসাই	ভারত ও চীন	সড়ক পথ
সালান গিরিপথ	আফগানিস্তানের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চল	সড়ক পথ
বোলান গিরিপথ	পাকিস্তান	সড়ক পথ
এশিয়ান হাইওয়ে	তুরস্ক থেকে ফিলিপাইন	সড়ক পথ
নিউ সিল্ক রুট	তুর্কমেনিস্তান ও ইরান	রেলপথ
আয়রন সিল্ক রুট	ইউরোপ ও দুই কোরিয়া (প্রস্তাবিত)	রেলপথ
ইউরো টানেল/ চ্যানেল টানেল	বৃটেন ও ফ্রান্স	ইংলিশ চ্যানেলের নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ রেলপথ

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিশ্বের প্রধান খালসমূহ :

খাল	সংযুক্ত করেছে	অন্যান্য
গ্র্যান্ডখাল (চীন)		বিশ্বের দীর্ঘতম খাল (২২৫০ বর্গকিমি)
পানামা খাল (পানামা)	আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর	খনন করা হয়- ১৯১৩ সালে বিশ্বের গভীরতম খাল (১৪ মিটার) আমেরিকা পানামার কাছে হস্তান্তর করে- ১৯৯৯
সুয়েজ খাল (মিশর)	লোহিত সাগর ও ভূ-মধ্যসাগর	খালের দৈর্ঘ্য- ১৬২ কি.মি. খনন করা হয়- ১৮৬৯ জাতীয়করণ করা হয়- ১৯৫৬

বিশ্বের বিখ্যাত দ্বীপসমূহ :

বিখ্যাত দ্বীপ	অবস্থান	মালিকানা	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
গ্রিনল্যান্ড		ডেনমার্ক	পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ
সুমাত্রা	ভারত মহাসাগরে	ইন্দোনেশিয়া	
জাভা	ভারত মহাসাগর	ইন্দোনেশিয়া	
হোক্কাইডো	জাপান মহাসাগরে	জাপান	গ্রেট ব্রিটেনের পশ্চিমে
হনসু	জাপান মহাসাগরে	জাপান	
কিনশু	জাপান মহাসাগরে	জাপান	
শাখালিন	জাপানের দক্ষিণে	রাশিয়া	রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে বিরোধ রয়েছে
কুরিল	প্রশান্ত মহাসাগর	রাশিয়া	রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে বিরোধ রয়েছে
মিন্দানাও	পশ্চিম ও মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে	ফিলিপাইন	

RAISUL ISLAM HRIDOY

আবমুসা	পারস্য উপসাগর	ইরান	ইরান ও আরব আমিরাতের মধ্যে বিরোধ রয়েছে
ফকল্যান্ড	আটলান্টিক মহাসাগর	বৃটেন	বৃটেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে বিরোধ রয়েছে

প্রধান জলপ্রপাতসমূহ :

	জলপ্রপাত	দেশ
আয়তনে সবচেয়ে বড়	নায়াগ্রা	যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা
উচ্চতম/ সর্বোচ্চ	অ্যাঞ্জেল	ভেনিজুয়েলা
পানি প্রবাহের দিক দিয়ে বৃহত্তম	গুয়ারিয়া	ব্রাজিল
	ভিক্টোরিয়া	জিম্বাবুয়ে

RAISUL ISLAM HRIDOY

প্রধান পর্বত ও পর্বতশৃঙ্গ :

পর্বত/ পর্বতশৃঙ্গ	অবস্থান	উচ্চতা
পর্বতশৃঙ্গ		
মাউন্ট এভারেস্ট	হিমালয় (নেপাল ও তিব্বত)	৮৮৫০ মিটার
কাঞ্চন জংঘা	হিমালয় (ভারত ও নেপাল)	
কিলিমানজারো	আফ্রিকা (তাঞ্জানিয়া)	
পর্বত/ পর্বতমালা		
হিমালয়	দক্ষিণ এশিয়া (নেপাল ও ভারত)	
ককেশাস	ইউরোপ	
আল্পস	ইউরোপ	
আন্দিজ	দক্ষিণ আমেরিকা	
রকি	উত্তর আমেরিকা (যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো)	

প্রধান মরুভূমি :

মরুভূমি	অবস্থান
সাহারা (বৃহত্তম মরুভূমি)	আফ্রিকা
থর	ভারত ও পাকিস্তান
কালাহারি	দক্ষিণ আফ্রিকা
গোবি	এশিয়া

বিখ্যাত গিরিপথ :

গিরিপথ	অবস্থান
বোলান	পাকিস্তান
খাইবার	পাকিস্তান-আফগানিস্তান

বিখ্যাত অন্তরীপ :

অন্তরীপ	অবস্থান
উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope)	দক্ষিণ আফ্রিকা; আটলান্টিক মহাসাগর
কামাউ অন্তরীপ	ভিয়েতনাম

বিখ্যাত হ্রদ :

বিশ্বের গভীরতম হ্রদ- বৈকাল হ্রদ (রাশিয়া)

বিখ্যাত মালভূমি :

গোলান মালভূমি- এটি নিয়ে ইসরায়েল ও সিরিয়ার মধ্যে বিরোধ চলছে

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিশ্বের বিখ্যাত মহাসাগর, সাগর ও উপসাগর

⌘ পৃথিবীতে মহাসাগর : পাঁচটি।

⌘ প্যাসিফিক শব্দের অর্থ : শান্ত।

⌘ আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম মহাসাগর : প্রশান্ত- মহাসাগর।

⌘ মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, হ্রদ প্রভৃতি নিয়ে গঠিত : বারিমণ্ডল।

⌘ উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ পানিরাশিকে বলে : মহাসাগর (Ocean)।

⌘ পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর নাম : প্রশান- মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, উত্তর মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগর।

⌘ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য দ্বীপরাষ্ট্রের নাম : ফিলিপাইন, পাপুয়া নিউগিনি, পালাউ, নাউরু, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি।

⌘ আটলান্টিক মহাসাগরের উল্লেখযোগ্য দ্বীপরাষ্ট্রগুলো : যুক্তরাজ্য, বাহামা, বারমুডা, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, গ্রীনল্যান্ড, কিউবা ইত্যাদি।

⌘ আটলান্টিক মহাসাগরের গভীরতম স্থান : ন্যায়ার্স (পুয়ের্তোরিকা)।

⌘ আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেয়া প্রথম নারী : জেনিফার ফিগে, যুক্তরাষ্ট্র (১২ জানুয়ারি-৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯)।

⌘ প্রশান্ত মহাসাগরের নাম দেন 'প্যাসিফিক' : পর্তুগিজ অভিযাত্রী ফার্দিনান্দ ম্যাজেলান।

⌘ প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতম স্থানের নাম : মারিয়ানা ট্রেঞ্চ।

RAISUL ISLAM HRIDOY

⌘ ভারত মহাসাগরে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য দ্বীপগুলো : সিসিলি, মরিশাস, দিয়াগো, গার্সিয়া, মালদ্বীপ ও মালাগাসি।

⌘ পৃথিবীর গভীরতম মহাসাগর : প্রশান্ত মহাসাগর।

⌘ ভূ-মধ্যসাগরের গভীরতম স্থানের নাম : মাতাপ্যান।

⌘ দক্ষিণ মহাসাগরের অন্য নাম : কুমেরু মহাসাগর।

⌘ দক্ষিণ মহাসাগর অবস্থিত : দক্ষিণ মেরুর নিকটস্থ এন্টার্কটিকা মহাদেশের চতুর্দিকে বিস্তৃত।

⌘ আয়তনে সবচেয়ে ছোট মহাসাগর : এন্টার্কটিকা মহাসাগর (দক্ষিণ মহাসাগর)।

⌘ আর্কটিক বা উত্তর মহাসাগরের অন্য নাম : সুমেরু মহাসাগর।

⌘ পৃথিবীর বৃহত্তম প্রবাল প্রাচীর গ্রেট বেরিয়ার রীফ অবস্থিত : প্রশান- মহাসাগরে।

⌘ 'টাইটানিক জাহাজ' নিমজ্জিত হয়েছিল কোন মহাসাগরে : আটলান্টিক মহাসাগরে (১৫ এপ্রিল ১৯১২ সালে)।

প্রশান্ত মহাসাগর

- আয়তন : ১৫,৫৫,৫৭,০০০
- সর্বোচ্চ গভীরতা (মি.) : ১০,৯২৪
- গড় গভীরতা (মি.) : ৪,০৭৯
- গভীরতম স্থানের নাম : মারিয়ানা ট্রেঞ্চ

নাম : আটলান্টিক

- আয়তন : ৭,৬৭,৬২,০০০

RAISUL ISLAM HRIDOY

- সর্বোচ্চ গভীরতা (মি.) : ৯,২১৯
- গড় গভীরতা (মি.) : ৩,৯২৬
- গভীরতম স্থানের নাম : ন্যায়ার্স

নাম : ভারত মহাসাগর

- আয়তন : ৬,৮৫,৫৬,০০০
- সর্বোচ্চ গভীরতা (মি.) : ৭,৪৫৫
- গড় গভীরতা (মি.) : ৩,৯৬৩
- গভীরতম স্থানের নাম : সুন্দা ট্রেঞ্চ

নাম : দক্ষিণ মহাসাগর

- আয়তন : ২,০৩,২৭,০০০
- সর্বোচ্চ গভীরতা (মি.) : ৫,৭৪৫
- গড় গভীরতা (মি.) : ১৪৯

নাম : উত্তর বা আর্কটিক মহাসাগর

- আয়তন : ১,৪০,৫৬,০০০
- সর্বোচ্চ গভীরতা (মি.) : ৫,৬২৫
- গড় গভীরতা (মি.) : ১,২০৫
- গভীরতম স্থানের নাম : ইউরেশিয়ান বেসিন

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিশ্বের উপসাগর বা ‘বে ’(Bay):

- তিন দিক স্থলদ্বারা বেষ্টিত পানিরাশিকে বে (ইধু) বা উপসাগর বলে। স্থলভাগের মধ্যে প্রবিষ্ট জলভাগের দৈর্ঘ্য যদি উন্মুক্ত মুখের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কম হয়, তাহলে তাকে বে বলে। যেমন- বে অব বেঙ্গল, হাডসন বে।
- গালফ (Gulf) : এর আভিধানিক অর্থও উপসাগর। তবে স’লভাগের মধ্যে প্রবিষ্ট জলভাগের দৈর্ঘ্য যদি উন্মুক্ত মুখের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বেশি হয়, তবে তাকে গালফ বলা হয়। যেমন : পার্সিয়ান গালফ, গালফ অব মেক্সিকো।
- হরমুজ প্রণালী অবস্থিত : ওমান উপসাগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্যে।
- বিশ্বের বৃহত্তম উপসাগর : মেক্সিকো উপসাগর (গালফ হিসেবে) ও বঙ্গোসাগরে (বে হিসেবে)।
- কোন নদীর বয়ে আনা পানির প্রভাবে উপসাগরীয় স্রোতের সৃষ্টি হয়েছে : মিসিসিপি।
- জেমস উপসাগর কোন দেশে অবস্থিত : কানাডায়।
- পারস্য উপসাগরে কোন দ্বীপ অবস্থিত : বাহরাইন দ্বীপ।
- উপসাগরীয় স্রোতের বর্ণ : গাঢ় নীল।
- ব্যাফিন উপসাগর অবস্থিত : কানাডা ও গ্রিনল্যান্ড দ্বীপের মধ্যবর্তী স্থানে।
- হাডসন উপসাগর অবস্থিত : কানাডায়।
- আলাস্কা উপসাগর কোন মহাদেশে অবস্থিত : উত্তর আমেরিকা।
- বুথিয়া উপসাগর অবস্থিত : কানাডায়।

কয়েকটি বিখ্যাত উপসাগর

- বঙ্গোপসাগর : > আয়তন ২২,০০,০০০ ব. কিমি
- মেক্সিকো উপসাগর : > আয়তন ১৫,৪২,৯৮৫ ব. কিমি
- হাডসন উপসাগর : > আয়তন ১২,৩২,৩০০ ব. কিমি

RAISUL ISLAM HRIDOY

- পারস্য উপসাগর : > আয়তন ২,৩৭,৭৬০ ব. কিমি

বিশ্বের সাগর:

- মহাসাগরের চেয়ে আয়তনে ছোট পানিরাশিকে বলে : সাগর (Sea)।
- লোহিত সাগরের প্রাচীন নাম : সাইনাস আরাবিকাস।
- UNCLOS চুক্তি কার্যকর হয় : ১৬ বেশ্বর ১৯৯৪।
- আয়তনে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সাগর : দক্ষিণ চীন সাগর (২৯,৭৪,৬০০ বর্গ কিমি)।
- এজিয়ান সাগর অবস্থিত : গ্রিস ও তুরস্কের মধ্যবর্তী স্থানে।
- বিশ্বের সবচেয়ে গভীরতম সাগর : ক্যারিবিয়ান সাগর (৭২৩৯ মিটার)।
- যে দুই সাগরের মাঝে কোরিয়া উপদ্বীপ অবস্থিত : জাপান সাগর ও পীত সাগর।
- কোন সাগরের তীরে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক দেশ অবস্থিত : ভূমধ্যসাগরের তীরে।
- শৈবাল সাগর : উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের প্রান্ত দিয়ে বিভিন্ন স্রোত প্রবাহের ফলে মাঝামাঝি স্থান স্রোতবাহিত ডালপালা, ঘাস, শৈবাল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়ে যে স্রোতহীন সাগরের সৃষ্টি হয়েছে তা শৈবাল সাগর নামে পরিচিত।
- ইউনাইটেড ন্যাশন্স কনভেনশন অন দ্য ল' অব দ্য সি (UNCLOS) স্বাক্ষরিত হয় : ১০ ডিসেম্বর ১৯৮২।

এক নজরে বিশ্বের উল্লেখযোগ্য সাগর :

নাম : ক্যারিবিয়ান সাগর

- ⌘ আয়তন (ব. কিমি) : ২৫,১৫,৯০০
- ⌘ গড় গভীরতা (মি) : ২,৫৬০

RAISUL ISLAM HRIDOY

⌘ সর্বোচ্চ গভীরতা (মি) : ৭,২৩৯

নাম : ওখোটস্ক সাগর

- আয়তন (ব. কিমি) : ১৩,৯২,১০০
- গড় গভীরতা (মি) : ৮৩৮
- সর্বোচ্চ গভীরতা (মি) : ৩,৬৫৮

নাম : ভূমধ্যসাগর

- আয়তন (ব. কিমি) : ২৫,১০,০০০
- গড় গভীরতা (মি) : ১,৪২৯
- সর্বোচ্চ গভীরতা (মি) : ৪,৬৩২

নাম : দক্ষিণ চীন সাগর

- আয়তন (ব. কিমি) : ২৯,৭৪,৬০০
- গড় গভীরতা (মি) : ১,৬২৫
- সর্বোচ্চ গভীরতা (মি) : ৫,০১৬

নাম : বেরিং সাগর

- আয়তন (ব. কিমি) : ২২,৬১,১০০
- গড় গভীরতা (মি) : ১,৫৪৭
- সর্বোচ্চ গভীরতা (মি) : ৪,৭৭৩

নাম : উত্তর সাগর

RAISUL ISLAM HRIDOY

- আয়তন (ব. কিমি) : ৫,৭৫,৩০০
- গড় গভীরতা (মি) : ৯০
- সর্বোচ্চ গভীরতা (মি) : ৬৬০

নাম : কৃষ্ণ সাগর

- আয়তন (ব. কিমি) : ৫,০৭,৯০০
- গড় গভীরতা (মি) : ১১০০
- সর্বোচ্চ গভীরতা (মি) : ২,২৪৪

নাম : জাপান (পূর্ব) সাগর

- আয়তন (ব. কিমি) : ১০,১২,৯০০
- গড় গভীরতা (মি) : ১,৩৭০
- সর্বোচ্চ গভীরতা (মি) : ৩,৭৪২

নাম : লোহিত সাগর

- আয়তন (ব. কিমি) : ৪,৩৭,৭০০
- গড় গভীরতা (মি) : ৪৯০
- সর্বোচ্চ গভীরতা (মি) : ২,২১১

নাম : বাল্টিক সাগর

- আয়তন (ব. কিমি) : ৪,২২,১৬০
- গড় গভীরতা (মি) : ৫৫
- সর্বোচ্চ গভীরতা (মি) : ৪২১

RAISUL ISLAM HRIDOY

নাম : পীত সাগর

- ⌘ আয়তন (ব. কিমি) : ১২,৪৩,১৯৫
- ⌘ গড় গভীরতা (মি) : ৪৯
- ⌘ সর্বোচ্চ গভীরতা (মি) : ১০৬

নদ-নদী, খাল, জলপ্রপাত

নদ-নদী

নদীর নাম	উৎপত্তিস্থল	পতনস্থল	তথ্য
নীলনদ	ভিক্টোরিয়া হ্রদ	ভূমধ্যসাগর	আফ্রিকা তথা বিশ্বের দীর্ঘতম নদী। দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৬৯৫ কিমি। নদীটি আফ্রিকার ১১ টি দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। যথা- উগান্ডা, সুদান, দক্ষিন সুদান,ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, কেনিয়া, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, তাঞ্জানিয়া, কঙ্গো, এবং মিশরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। সুদানের খার্তুমে ব্লু নাইল এবং হোয়াইট নাইল মিলিত হয়েছে।
আমাজন	আন্দিজ পর্বতমালা	আটলান্টিক মহাসাগর	পৃথিবীর বৃহত্তম এবং প্রশস্ততম নদী আমাজন। এর দৈর্ঘ্য ৬৬৫০ কি.মি।এটি ৭ টি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। আমাজন নদী দিয়ে সবচেয়ে বেশি পানি সমুদ্রে প্রবাহিত হয়।
ইয়াংসিকিয়াং	তিব্বতের মালভূমি	পূর্ব চীনসাগর	চীন তথা এশিয়ার দীর্ঘতম নদী। দৈর্ঘ্য ৬৩০০ কি.মি.

RAISUL ISLAM HRIDOY

মিসিসিপি-মিসোরি	মিনেসোটার হ্রদ	মেক্সিকো উপসাগর	যুক্তরাষ্ট্র তথা উত্তর আমেরিকার দীর্ঘতম নদী।মিসোরি-মিসিসিপির প্রধান উপনদী। মিসিসিপি-মিসোরির একত্রে দৈর্ঘ্য ৬২৭৫ কি.মি.।
হোয়াংহো	কুনলুন পর্বত	বোহাইম সাগর	প্রাচীনকালে বন্যায় প্লাবিত হতো বলে একে 'চীনের দু:খ' বলা হয়।
লেনা	বৈকাল হ্রদ	উত্তর মহাসাগর	রাশিয়া
মারে ডালিং	কোসিয়াস্কো	এনকাউন্টার উপসাগর	অস্ট্রেলিয়ার দীর্ঘতম নদী। ডালিং নদী মারে নদীর একটি উপনদী।
ভলগা	রাশিয়ার ভলদাই পর্বত	কাস্পিয়ান সাগর	ইউরোপের দীর্ঘতম নদী।দেশ: রাশিয়া ও কাজাখস্থান।
দানিয়ুব	ব্লাক ফরেস্ট, জার্মানি	কৃষ্ণসাগর	দেশ : রুমানিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, সার্বিয়া, জার্মানি, স্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া এবং ক্রোয়েশিয়া।
টাইগ্রিস	আর্মেনিয়ার উচ্চভূমি	পারস্য উপসাগর	দেশ: ইরাক, তুরস্ক, সিরিয়া। আরবি নাম দজলা
ইউফ্রেটিস/ফোরাত	আর্মেনিয়ার উচ্চভূমি	পারস্য উপসাগর	দেশ: ইরাক, তুরস্ক, সিরিয়া।আরবি নাম ফোরাত।টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস ইরাকের বসরার নিকট মিলিত হয়ে 'শাত-আল-আরব' নাম নিয়েছে।
সিন্ধু	তিব্বতের মালভূমি	আরব সাগর	দেশ : চীন, ভারত, পাকিস্থান এবং আফগানিস্থান। দৈর্ঘ্য- ৩১৮০ কিমি।
ব্রহ্মপুত্র	তিব্বতের মানস সরোবর হ্রদ	বঙ্গোপসাগর	দেশ : চীন, নেপাল, ভুটান, ভারত ও বাংলাদেশ। দৈর্ঘ্য- ২৯৪৮ কিমি।
গঙ্গা	গঙ্গোত্রীয় হিমবাহ	বঙ্গোপসাগর	দেশ : নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশ। দৈর্ঘ্য- ২৫১০ কিমি।
আমুদারিয়া	পামির মালভূমি	অরাল হ্রদ	
জডার্ন	হুলা হ্রদ	মৃত সাগর	দেশ : জর্ডান, ইসরাইল। ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের পবিত্র নদী।নদীতে মাছ হয়না।

RAISUL ISLAM HRIDOY

ইরাবতী	নাগা পাহাড়	মার্তাবাদ উপসাগর	দেশ : মায়ানমার

নদী তীরবর্তী শহর

দেশ	শহর	নদী	দেশ	শহর	নদী
ভারত	দিল্লি	যমুনা	চীন	হংকং	ক্যান্টন
ভারত	আগ্রা	যমুনা	চীন	সাংহাই	ইয়াংসিকিয়াং
ভারত	কলকাতা	হুগলি	চীন	বেইজিং	হোয়াংহো
ভারত	কানপুর	কাবেরী	পাকিস্থান	লাহোর	রাভী
ভারত	পাটনা	গঙ্গা	পাকিস্থান	করাচি	সিন্ধু
মায়ানমার	আকিয়াব	ইরাবতী	ইরাক	বাগদাদ	টাইগ্রিস
মায়ানমার	ইয়াঙ্গুন	ইরাবতী	ইরাক	কারবালা	ইউফ্রেটিস
থাইল্যান্ড	ব্যাংকক	মিনাম	ইরাক	বসরা	শাত-ইল-আরব
যুক্তরাজ্য	লন্ডন	টেমস	ফিলিস্থিন	পশ্চিম তীর	জর্ডান
যুক্তরাজ্য	ড্যান্ডি	টেমস	জার্মানি	বন	রাইন

RAISUL ISLAM HRIDOY

যুক্তরাজ্য	গ্লাসগো	ক্লাইভ	জার্মানি	বার্লিন	স্প্রি
যুক্তরাজ্য	লিভারপুল	মার্সি	জার্মানি	হামবুর্গ	এলবি
যুক্তরাজ্য	ব্রিস্টল	এডেন	পোল্যান্ড	ওয়ারশ	ভিশ্চুলা
সার্বিয়া	বেলগ্রেড	দানিয়ুব	পোল্যান্ড	ডানজিগ	ভিশ্চুলা
হাঙ্গেরি	বুদাপেস্ট	দানিয়ুব	রাশিয়া	মস্কো	মস্কোভা
অস্ট্রিয়া	ভিয়েনা	দানিয়ুব	ইতালি	রোম	টিবের/টাইবার
আয়ারল্যান্ড	ডাবলিন	লিফে	ফ্রান্স	প্যারিস	সিন
কানাডা	অটোয়া	সেন্ট লরেন্স	পর্তুগাল	লিবসন	টেগাস
কানাডা	কুইবেক	সেন্ট লরেন্স	মিশর	কায়রো	নীলনদ
কানাডা	মন্ট্রিল	সেন্ট লরেন্স	মিশর	আলেকজান্দ্রিয়া	নীলনদ
যুক্তরাষ্ট্র	নিউইয়র্ক	হাডসন	অস্ট্রেলিয়া	সিডনি	মারে ডালিং
যুক্তরাষ্ট্র	ওয়াশিংটন	পোটোম্যাক	সুদান	খার্তুম	নীলনদ
তুরস্ক	আঙ্কারা	কিজিল	জাপান	টোকিও	আরাকাওয়া
আর্জেন্টিনা	বুয়েন্স আয়ার্স	লা প্লাটা			

RAISUL ISLAM HRIDOY

জলপ্রপাত

নাম	অবস্থান	বিশেষণ
অ্যাঞ্জেলস	ভেনিজুয়েলা	বিশ্বের উচ্চতম জলপ্রপাত
ভিক্টোরিয়া	জিম্বাবুয়ে-জাম্বিয়া	আফ্রিকার বৃহত্তম জলপ্রপাত
গুয়ারিয়া	ব্রাজিল	পানি পতনের দিক থেকেবিশ্বের বৃহত্তম জলপ্রপাত
নায়াগ্রা	যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা	আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম
ইগুয়াজু	ব্রাজিল	বিশ্বের প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্যের একটি
তুগেলা	ব্রাজিল	
স্টানলি ও লিভিংস্টোন	কঙ্গো	
স্টবাক	সুইজারল্যান্ড	

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিশ্বের বিখ্যাত খাল

খালের নাম	অবস্থান	দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ)	প্রস্থ (মিটার)	উদ্বোধন
গ্রান্ড খাল	চীন	১১২৭	-	৭ম শতক
গোটা খাল	সুইডেন	১৮৫	১৪	১৮৩২
সুয়েজ খাল	মিশর	১৬৮	৬০	১৮৯৬
পানাম খাল	আমেরিকা	৮১	৯১	১৯১৪
এলক ট্রেড খাল	জার্মানী	৬৬	২২	১৯০০
ম্যানচেস্টার খাল	ইংল্যান্ড	৫৭	৩৭	১৮৯৪
উইল্যান্ড হাল	কানাডা	৪৩	৬১	১৮৮৭
জুলিয়ানা	হল্যান্ড	৩২	১৬	১১৩৫
আমস্টারডাম খাল	হল্যান্ড	২৬.৫৫	২৭	১৮৭৬
কিয়েল খাল	জার্মানী	২৫.৭৫	৪৬	১৮৯৫

বিশ্বের দীর্ঘতম খাল কোনটি?	গ্রান্ড খাল।
বিশ্বের কৃত্রিম দীর্ঘতম খাল কোনটি?	সুয়েজ খাল।
বিশ্বের গভীরতম খাল কোনটি?	পানামা খাল।
পানামা খাল কোন দুটি মহা সাগরকে সংযুক্ত করেছে?	প্রশান্ত মহাসাগরকে।
সুয়েজ খাল সংযুক্ত করেছে?	লোহিত সাগর ও ভূমধ্য সাগর।

RAISUL ISLAM HRIDOY

পৃথিবীর বৃহত্তম কৃত্রিম জলপথ কোনটি?	সুয়েজ খাল।
বনভূমি কেটে কোন খাল তৈরী করা হয়েছে?	পানামা খাল।
পানামা খাল কবে খনন করা হয়?	১৯১৩ সালে।
সুয়েজ খাল খনন কাজ সম্পন্ন হয় কবে?	১৮৬৯ সালে।

বিশ্বের প্রধান প্রধান বন্দরসমূহ

- প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমুদ্রপথঃ আমেরিকার সাথে এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া সমুদ্রপথ। আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন সমুদ্র বন্দরের যোগাযোগ রক্ষাকারী সমুদ্রপথ।
- পানামা পথঃ প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের যোগাযোগ রক্ষাকারী পথ। এটি সরাসরি সমুদ্রপথ নয়। কারিগরি প্রযুক্তির মাধ্যমে জাহাজসমূহকে দ্বৈতলকের সাহায্যে এ পথে পারাপার করা হয়।
- উত্তর আটলান্টিক পথঃ আমেরিকার সাথে ইউরোপের সমুদ্র যোগাযোগের পথ। উত্তর আমেরিকার সাথে ইউরোপের পশ্চিম উপকূলের বন্দরসমূহে এ পথে জাহাজ চলাচল করে।
- ভূমধ্যসাগর-সুয়েজখাল পথঃ বিশ্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ। ইউরোপের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূলের বন্দরসমূহ; পূর্ব আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার বন্দরসমূহের যোগাযোগ রক্ষাকারী সমুদ্রপথ।
- দক্ষিণ আটলান্টিক পথঃ যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আমেরিকার সাথে পশ্চিম ইউরোপের সমুদ্রপথ।

দেশর নাম	বিখ্যাত সমুদ্র বন্দর
মিশর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	পোর্ট সৈয়দ, সুয়েজ, আলেকজান্দ্রিয়া
ব্রিটেন প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	লন্ডন, ব্রিষ্টল, ম্যানচেষ্টার, গ্লাসগো, লিভারপুল
অষ্ট্রেলিয়া এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	সিডনী, মেলবোর্ন, ব্রিসবেন, ডারউইন
যুক্তরাষ্ট্র এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	নিউইয়র্ক, শিকাগো, সানফ্রান্সিসকো, ফিলাডেলফিয়া, নিউ অলরিন্স
ভারত এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বে

RAISUL ISLAM HRIDOY

রাশিয়া এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	সেন্ট পিটার্সবুর্গ, ভ্লাদিবষ্টক
জাপান এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	ওসাকা, ইয়াকোহামা
দক্ষিন আফ্রিকা এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	কেপটাউন, ডারবান
আর্জেন্টিনা এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	বুয়েন্স আয়ার্স
পোল্যান্ড এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	ডানজিগ
বাংলাদেশ এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	চট্রগ্রাম, মংলা
চীন এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	সাংহাই, ক্যান্টন
কানাডা এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	মন্ট্রিল, কুইবেক
ইতালি এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	নেপলস, ভেনিস, জেনোয়া
সিঙ্গাপুর এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	সিঙ্গাপুর
পর্তুগাল এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	লিসবন
পাকিস্তান এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	করাচি
জার্মানি এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	হামবর্গ
হংকং এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	হংকং
শ্রীলংকা এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	কলম্বো
থাইল্যান্ড এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	ব্যাংকক
মায়ানমার এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	আকিয়াব, ইয়াঙ্গুন
ইরান এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	বন্দর আব্বাস, আবাদান
জর্ডান এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	আকাব
মরক্কো এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	ক্যাসাব্লাংক
ফিলিপাইন এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	ম্যানিলা, দাভাওসিটি
সৌদি আরব এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	জেদ্দা
ইয়েমেন এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	এডেন
ভিয়েতনাম এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	হো-চি-মিন সিটি
লেবানন এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	বৈরুত
ইসরাইল এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	হাইফা
মালয়েশিয়া এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	পেনাং ও সুটেনহাব
ইন্দোনেশিয়া এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	জাকার্তা, সারাবায়া, সোমারাম

RAISUL ISLAM HRIDOY

সুইডেন এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	গুটেবার্গ
সুদান এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	পোর্ট সুদান
ঘানা এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	আক্রা
সেনেগাল এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	ডাকার
ব্রাজিল এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	রিওডিজেনিরো
নরওয়ে এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	হ্যামারফাষ্ট
নেদারল্যান্ড এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	রটারডাম, আমষ্টার্ডডাম
বেলজিয়াম এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	এন্টেয়ার্প
লিবিয়া এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	বেনগাজী
উরুগুয়ে এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	মন্টিভিডিও
নিউজিল্যান্ড এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	ওয়েলিংটন, অকল্যান্ড
ফ্রান্স এর প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কি?	মারসিলিস, মোর্সেই
মহাদেশের নাম	বন্দরবিহীন দেশের নাম
এশিয়াঃ (১০টি)	নেপাল, ভুটান, আফগানিস্তান, লাওস, মঙ্গোলিয়া, কাজাকিস্তান, কিরগিরিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান
আফ্রিকাঃ (১২টি)	মালি, নাইজার, উগান্ডা, বতসোয়ানা, জিম্বাবুই, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, মালাবি, জাম্বিয়া, সোয়াজিল্যান্ড, চাদ, মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র
ইউরোপঃ (৯টি)	অষ্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, মালদোভা, শ্লোভাকিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি, বেলারুশ, আজারবাইনজান, আর্মেনিয়া
দক্ষিণ আমেরিকাঃ (২টি)	প্যারাগুয়ে, বলিভিয়া

RAISUL ISLAM HRIDOY

স্বাধীন দ্বীপরাষ্ট্র

এশিয়ার দ্বীপ দেশ :

১) ইন্দোনেশিয়া: জনসংখ্যায় বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ দেশ ইন্দোনেশিয়া। ইন্দোনেশিয়ার প্রধান দ্বীপগুলো হলো সুমাত্রা, বোর্নিও (কালিমানতান), জাভা, সুলাওসি, নিউগিনি(ইরিয়ানজায়া), বালি ইত্যাদি।ইন্দোনেশিয়ার তথা এশিয়ার বৃহত্তম দ্বীপ বোর্নিও। জনসংখ্যায় জাভা বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দ্বীপ। রাজধানী জাকার্তা জাভা দ্বীপে অবস্থিত।

২) জাপান: জাপানের প্রধান চারটি দ্বীপ হোক্কাইডো, হনসু, শিকোকু ও কিউস। জাপানের একটি বিখ্যাত দ্বীপ ওকিনাওয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র দ্বীপটি দখল করে নেয়।১৯৭২ সালে পুনরায় জাপানের কাছে দ্বীপটি ফেরত দেওয়া হয়। এর রাজধানী ওকিনাওয়া দ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত নাহা নগর। বর্তমানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী নিরাপত্তা চুক্তি অনুযায়ী ৫৩,০০০ মার্কিন সেনা ওকিনাওয়ায় ঘাঁটি গেড়ে আছে। মার্কিন সেনাদের নৌ ঘাঁটি পুরো দ্বীপের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জায়গাজুড়ে রয়েছে এবং এই ঘাঁটিটি জাপান-মার্কিন সামরিক জোটের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আয়তনে জাপানের বৃহত্তম দ্বীপ হনসু। জাপানের রাজধানী টোকিও হনসু দ্বীপে অবস্থিত।

৩) ফিলিপাইন: ফিলিপাইন তিনটি প্রধান দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হলো- লুজন, মিনান্দাও এবং ভিসায়াস। আয়তনে বৃহত্তম দ্বীপ লুজন। এখানেই রাজধানী ম্যালিনা অবস্থিত। মিন্দানাও ফিলিপাইনের দক্ষিনাঞ্চলে অবস্থিত একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট দ্বীপ।

৪) ব্রুনাই: বোর্নিও দ্বীপের উত্তর উপকূলে অবস্থিত।

আরও কিছু এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র

পূর্ব তিমুর, বাহরাইন, তাইওয়ান, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ।

ইউরোপের দ্বীপদেশ :

৫) যুক্তরাজ্য: ৪ টি দ্বীপ দেশের সমন্বয়ে যুক্তরাজ্য গঠিত হয়েছে।এগুলো- ইংল্যান্ড, উত্তর আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলস।

গ্রেট ব্রিটেন : গ্রেট ব্রিটেন দ্বীপ গঠিত হয়েছে – ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলস নিয়ে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

ইউরোপের আর কিছু দ্বীপ দেশ: সাইপ্রাস, আয়ারল্যান্ড, আইসল্যান্ড ও মাল্টা

ওশেনিয়ার দ্বীপদেশ:

অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিজি, কিরিবাতি, ভানয়াতু, পাপুয়া নিউগিনি, পালাউ, টুভ্যালু, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, টোঙ্গা, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, নাউরু (জনসংখ্যা ও আয়তনে বিশ্বের সবচেয়ে ছোট দ্বীপদেশ)।

আফ্রিকার দ্বীপদেশ:

কেপভার্দে, মাদাগাস্কার, কমোররোস, সিচেলিস, মৌরিতানিয়া, সাওটো এন্ড প্রিন্সিপে।

উত্তর আমেরিকা:

এন্টিগুয়া ও বারমুডা, বাহামা, কিউবা, বার্বাডোস, ডোমিনিকা প্রজাতন্ত্র, ডোমিনিকা, গ্রানাডা, হাইতি, জ্যামাইকা, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট ভিনচেন্ট এন্ড প্রিন্সিপে, ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো, সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস।

বিশ্বের প্রধান দ্বীপগুলোর অবস্থান

মহাসাগর	সাগর	দেশ ও দ্বীপসমূহ
প্রশান্ত মহাসাগর		নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন, জাপান, পূর্ব তিমুর, মাইক্রোনেশিয়া, মেলোনেশিয়া এবং পলিনেশিয়া।
	দক্ষিন চীন সাগর	ম্যাকাও (চীন), স্প্রালটি দ্বীপপুঞ্জ

RAISUL ISLAM HRIDOY

ভারত মহাসাগর		মাদাগাস্কার (ভারত মগাসাগরের বৃহত্তম দ্বীপ), সুমাত্রা (ইন্দোনেশিয়া),জাভা (ইন্দোনেশিয়া)
ভারত মহাসাগর	বঙ্গোপসাগর	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
	পারস্য উপসাগর	আবু মুসা (ইরান), পাম দ্বীপ(দুবাইর কৃত্রিম দ্বীপ)
	আরব সাগর	মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ (ভারত)
আটলান্টিক মহাসাগর		ফকল্যান্ড, গ্রেট ব্রিটেন, সেন্ট হেলেনা (যুক্তরাজ্য)
	ভূমধ্যসাগর	সাইপ্রাস, সিসিলি(ইতালি), কর্সিয়া(ফ্রান্স), মাল্টা
	ক্যারিবিয়ান সাগর	কিউবা

বিরোধপূর্ণ কয়েকটি দ্বীপ ও অঞ্চল

আবু মুসা দ্বীপ	পারস্য উপসাগরে অবস্থিত ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে বিরোধপূর্ণ একটি দ্বীপ। বর্তমানে ইরানের দখলে।
পেরেলিজ দ্বীপ	মরোক্ক ও স্পেনের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ।মরোক্কে এই দ্বীপ ‘লায়লা দ্বীপ’ নামে পরিচিত।মরোক্কের মূল ভূখন্ডে এর অবস্থান হলেও স্পেন এটি দখল করে আছে।
প্যারোলেস দ্বীপ	পূর্ব চীন সাগরে অবস্থিত চীন ও তাইওয়ানের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ এটি।
স্প্রাটলি দ্বীপ	দক্ষিন চীন সাগরে অবস্থিত চীন ও ভিয়েতনামের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ এটি।

RAISUL ISLAM HRIDOY

সেনকাকু দ্বীপ	চীন ও জাপানের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ এটি।সেনকাকু দ্বীপ যা জাপানের কাছে পরিচিত, চীনের কাছে দিয়াউ এবং তাইওয়ানের কাছে তিয়াওউতাই নামে পরিচিত। তবে সেনকাকু নামেই এটি সর্বাধিক পরিচিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একেক সময়ে এটি একেক নামে পরিচিত হয়েছে। এর নিয়ন্ত্রণ এখন জাপানের কাছে। কিন্তু দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে বিতর্ক বা রেষারেষি বন্ধ হয়নি, ক্রমে বেড়েই চলছে।
কুরিল দ্বীপ	জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়া জাপান থেকে এটি দখল করে নেয়।
শাখানিল দ্বীপপুঞ্জ	জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপপুঞ্জ।এখানে রাশিয়ার একটি নৌঘাঁটি আছে।
দক্ষিন তালপট্টি দ্বীপ	বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ।ভারতে এই দ্বীপ পূর্বাশা বা নিউমুর নামে পরিচিত। বর্তমানে এটি ভারতের অধীনে।
নানশা দ্বীপ	এই দ্বীপপুঞ্জ টি দক্ষিন চীন সাগরে। এটি নিয়ে চীন ও দক্ষিন কোরিয়ার মধ্যে বিরোধ। বর্তমানে চীনর অধীনে।
তাকেশিমা দ্বীপ	জাপান সাগরে অবস্থিত দ্বীপটি জাপান ও দক্ষিন কোরিয়ার মধ্যে বিরোধ। দক্ষিন কোরিয়ায় এটি দোকদো নামে পরিচিত।
হানিস দ্বীপপুঞ্জ	ইয়েমেন ও ইরিত্রিয়ার মধ্যে এই দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে বিরোধ আছে।
গোলান মালভূমি	এটি সিরিয়া ও ইসরাইলের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ।
ফকল্যান্ড দ্বীপ	যুক্তরাজ্য ও আর্জেন্টিনার মধ্যে একটি বির্তকিত ও বিরোধপূর্ণ দ্বীপ। এই দ্বীপ নিয়ে ১৯৮২ সালে দুই দেশের মেধ্যে যুদ্ধ হয়। বর্তমানে এটি যুক্তরাজ্যের অধীনে।
শাত-ইল-আরব	১৯৮০-৮৮ পর্যন্ত এটি নিয়ে ইরান ও ইরাকের মধ্যে যুদ্ধ হয়।

উল্লেখযোগ্য দ্বীপ

দ্বীপপুঞ্জ	অবস্থান	মালিকানা	নোট

RAISUL ISLAM HRIDOY

গ্রিনল্যান্ড	আর্কটিক ও আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝে	ডেনমার্ক	পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ। রাজধানীরে নাম গডথ্যাব।উত্তর আমেরিকায় অবস্থান হলেও মালিকানা ডেনমার্কের।
নিউগিনি	দক্ষিন-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর	পাপুয়া নিউগিনি	পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপ।
বোর্নিও	প্রশান্ত মহাসাগর	ইন্দোনেশিয়া	পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম দ্বীপ।
আন্দামান	বঙ্গোপসাগর	ভারত	১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীন ভারতের অর্ন্তভুক্ত হয়।
পাম দ্বীপপুঞ্জ	পারস্য উপসাগর	সংযুক্ত আরব আমিরাত	একটি কৃত্রিম দ্বীপ।
সেন্ট হেলেনা	দক্ষিন আটলান্টিক মহাসাগর	যুক্তরাজ্য	নেপলিয়নকে এই দদ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়।
রোবেন দ্বীপ	দক্ষিন আটলান্টিক মহাসাগর	দক্ষিন আফ্রিকা	নেলসন ম্যান্ডেলাকে এই দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়।তিনি এখানে ১৮ বছর জেলে ছিলেন।
লাক্ষা দ্বীপ	আরব সাগর	ভারত	
লুজন দ্বীপ		ফিলিপাইন	ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা এই দ্বীপে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- মান্নার দ্বীপ ও রামেশ্বর দ্বীপ প্রভৃতি একত্রে আদমব্রীজ নামে পরিচিত।ভারত ও শ্রীলংকার মাঝামাঝি বঙ্গোপসাগরে এই দ্বীপগুলোর অবস্থান।মান্নার দ্বীপটি শ্রীলংকার মালিকানায় রয়েছে।
- সাইপ্রাস, সিসিলি, কর্সিয়া, মাল্টা প্রভৃতি ভূ-মধ্যসাগরে অবস্থিত দ্বীপ।

বিশেষ ধর্ম অধ্যুষিত দ্বীপ ও এলাকা

মান্নার দ্বীপ: শ্রীলংকার মুসলিম অধুষ্যিত একটি দ্বীপ।

মিনান্দাও: ফিলিপাইনের মুসলমান অধুষ্যিত একটি দ্বীপ।

চেচনিয়া: রাশিয়ার অধীনের মুসলিম অধুষ্যিত একটি এলাকা। ১৯৯৪ সালে এলাকাটি স্বাধীনতা ঘোষনা করে। ১৯৯৪-৯৬ সালের প্রথম চেচেন যুদ্ধে চেচনিয়া আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৯৯-২০০০ সালের দ্বিতীয় চেচেন যুদ্ধের পর অঞ্চলটি আবার রাশিয়ার অন্তর্ভূক্ত।

জিনজিয়াং: চীনের পূর্বাঞ্চলে মুসলিম অধুষ্যিত একটি প্রদেশ।এখানে উঘইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের বাস।

নিঙ্গাসিয়া হুই: চীনে মুসলমানদের একটি পবিত্র স্থান।

অমৃতসর: ভারতের পাঞ্জাবের অমৃতসরে শিখ র্ধমাবলম্বীদের পবিত্রতম স্থান।

বাবরি মসজিদ: ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় অবস্থিত মুসলমানদের বিখ্যাত মসজিদ। ১৯৯২ সালের দাঙ্গার সমং হিন্দুরা এই মসজিদ ধ্বংস করেছিল।

তক্ষনশীলা: পাকিস্থানের রাওয়ালপিন্ডিতে বৌদ্ধ সভ্যতার বিখ্যাত কেন্দ্র।

সামরিক ঘাটির দ্বীপ

দ্বীপের নাম	অবস্থান	মালিকানা	ঘাটির প্রকৃতি
দিয়াগো গার্সিয়া	ভারত মহাসাগরে	১৯৭৪ সালে বৃটেন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করে।	মার্কিন নৌ ঘাটি।
পার্ল হারবার	প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপে	যুক্তরাষ্ট্র	সাবেক মার্কিন নৌ ঘাটি।

RAISUL ISLAM HRIDOY

সেন্ট এলবা	ভূ-মধ্যসাগর	বৃটেন	ব্রিটিশ নৌ ঘাটি।
সুবিক বে	প্রশান্ত মহাসাগর	ফিলিপাইন	সাবেক মার্কিন নৌ ঘাটি।
গুয়াম	প্রশান্ত মহাসাগর	যুক্তরাষ্ট্র	মার্কিন নৌ ঘাটি।
ওকিয়ানাওয়া	জাপান সাগর	জাপান	১৯৭২ সালে যুক্তরাষ্ট্র জাপানের কাছে এটি হস্তান্তর করে কিন্তু এখনা এতে মার্কিন নৌ ঘাটি রয়েছে।
সিসিলি	ভূ-মধ্যসাগর	ইতালি	ইতালির নৌ ঘাটি
জিব্রাল্টা	ভূ-মধ্যসাগর	বৃটেন	বৃটিশ নৌ ঘাটি।
গুয়ান্তানামোবে	আটলান্টিক মহাসাগর	কিউবা	মার্কিন নৌ ঘাটি।

উপদ্বীপ

তিনদিক জলভাগ দ্বারাবেষ্টিত এবং একদিকে স্থলভাগের সংযুক্ত ভূমিকে উপদ্বীপ বলে।

কোরীয় উপদ্বীপ	জাপান সাগর ও পূর্বচীন সাগর বেষ্টিত উপদ্বীপ। অবস্থিত দেশসমূহ- উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিন কোরিয়া।

RAISUL ISLAM HRIDOY

আরব উপদ্বীপ	লোহিত ও পারস্য সাগর বেষ্টিত এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় উপদ্বীপ। এই উপদ্বীপে অবস্থিত দেশসমূহ হলো- সৌদিআরব, ওমান, কুয়েত, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইয়েমেন, ও কাতার।
ইতালিয়ান উপদ্বীপ	ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের একটি উপদ্বীপ। এই উপদ্বীপের দেশসমূহ হলো- ইতালি, স্যানম্যারিনো ও ভ্যাটিক্যান সিটি।
ইবেরিয়ান উপদ্বীপ	ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর েবেষ্টিত একটি উপদ্বীপ। এই উপদ্বীপে অবস্থিত দেশসমূহ- স্পেন, পর্তুগাল, এন্ডোরা ও ফ্রান্সের দক্ষিণাংশ।
বলকান উপদ্বীপ	এই উপদ্বীপের পূর্বে কৃষ্ণ সাগর, পশ্চিমে অ্যাড্রিয়াটিক সাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর। এই উপদ্বীপে অবস্থিত দেশসমূহ- আলবেনিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, বুলগেরিয়া,ক্রোয়েশিয়া,মন্টেনিগ্রো,গ্রিস,ম্যাসিডোনিয়া, সার্বিয়া, মলদোভা, রোমানিয়া ও স্লোভেনিয়া।
সিনাই উপদ্বীপ	মিশরের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদ্বীপ। ১৯৫৬ সালের সুয়েজ সংকট ও ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধের সময় ইসরাইল মিশর থেকে এই উপদ্বীপ ছিনিয়ে নেয়।১৯৭৩ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় মিশর এটি ফেরত পায়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

অন্তরীপসমূহ

কোন মহাদেশ বা উপমহাদেশের সূচালো অগ্রভাগ যা ধীরে ধীরে সাগর বা উপসাগরে নিমজ্জিত হয়েছে তাকে অন্তরীপ বলে।

অন্তরীপ	অবস্থান	পতিত হয়েছে
উত্তমাশা অন্তরীপ	দক্ষিন আফ্রিকার অগ্রভাগ	দক্ষিন আটলান্টিক মহাসাগরে
হর্ণ অন্তরীপ	আর্জেন্টিনার সূচালো অগ্রভাগ	দক্ষিন আটলান্টিক মহাসাগরে
বেবা অন্তরীপ	তুরস্কের অগ্রভাগ ও এটি এশিয়ার সর্ব পশ্চিমের বিন্দু	
কন্যা কুমারি অন্তরীপ	ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের অগ্রভাগ	ভারত মহাসাগর
সেন্ট ভিনসেন্ট অন্তরীপ	পর্তুগালের দক্ষিনে	উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে
রোকা অন্তরীপ	লিবসনের নিকটে প্রবধিত	উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে
ট্রাফালগার অন্তরীপ	স্পেনের দক্ষিন-পশ্চিম অগ্রভাগ	উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে
চার্চিল অন্তরীপ	হাডসন উপসাগরের মধ্যে প্রলম্বি কানাডার একটি অংশ	হাডসন উপসাগর
ব্যারো অন্তরীপ	উত্তর মহাসাগরে পতিত আলাস্কার (যুক্তরাষ্ট্রের) অগ্রভাগ।	উত্তর মহাসাগর

RAISUL ISLAM HRIDOY

পর্বত ও মরুভূমি

ভূপৃষ্ঠের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে সুউচ্চ শিলাস্তূপকে পর্বত বলে। অধিক উচ্চতা ও খাড়া ঢাল এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সাধারণত ৬০০-১০০০ মিটার উঁচু স্বল্প বিস্তৃত শিলাস্তূপকে পাহাড় বলে। আর সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে সুউচ্চে অবস্থিত ১০০০ মিটারের বেশি উচুঁ বিস্তৃত শিলাস্তূপকে পর্বত বলে।

পর্বতের শ্রেণীবিভাগ :

পবর্তকে বৈশিষ্ট্যর ভিত্তিতে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১) ভঙ্গিল পর্বত : ভূগর্ভের অভ্যন্তরীন প্রচন্ড চাপের কারণে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে যদি ভাজের সৃষ্টি হয়ে কোথাও উচুঁ কোথাও নিচু ভূমিরূপের সৃষ্টি করে তাহলে ভাজ হওয়া উচুঁ ভূমিরূপটিকে ভঙ্গিল বা ভাজ পর্বত বলে।

উদাহরণ : হিমালয়, আল্পস, রকি, উরাল ইত্যাদি।

২) আগ্নেয় পর্বত : আগ্নেয়গিরির অগ্নোৎপাতের ফলে উদগিরিত লাভা জমা হয়ে যে পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে তাকে আগ্নেয় পর্বত বলে। যেমন : জাপানের ফুজিয়ামা পর্বত, ইতালির ভিসুভিয়াস, কেনিয়ার কিলিমাঞ্জারো।

৩) চ্যুতি পর্বত : প্রচন্ড ভূ-আলোড়ন তথা ভূমিকম্পের ফলে যখন ভূ-পৃষ্ঠের কোন অংশ ধ্বসে নিচে নেমে যায় বা উপরে ওঠে যায় তখন যে উচুঁ উপরূপের সৃষ্টি হয় তাকে চ্যুতিস্তূপ পর্বত বলে। যেমন : জার্মামির ব্ল্যাক ফরেস্ট, পাকিস্থানের লবণ পর্বত।

৪) ল্যাকোলিথ পর্বত : ভূ-অভ্যন্তরস্থ গলিত লাভা প্রচন্ড উত্তাপ ও বাষ্পীয়চাপে উর্ধ্বমুখে উত্থিত হওয়ার সময় অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠকে উপরের দিকে ধাক্কা দিলে ভূ-পৃষ্ঠে গম্বুজ আকৃতির ন্যায় যে উচুঁ ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় তাকে ল্যাকোলিথ পর্বত বলে।

যেমন : যুক্তরাষ্টের হেনরি পর্বত।

পর্বতমালা : অনেকগুলো পর্বত সারিবদ্ধভাবে একত্রিত হয়ে যে ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় তাকে পর্বতমালা বলে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশ্রেণী হিমালয় পর্বতমালা।
- পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতশ্রেণী আন্দিজ পর্বতমালা।

পর্বতশ্রেণী

পর্বত শ্রেণী	অবস্থান	
আন্দিজ	দক্ষিন আমেরিকা	
রকি পর্বতমালা	কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো	
হিমালয়	চীন ও নেপাল	পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশ্রেণী
কারাকোরাম	পাকিস্থান, ভারত, চীন	
হিন্দুকুশ	পাকিস্থান, আফগানিস্থান	
ককেশাস	আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, ইরান, জর্জিয়া, রাশিয়া তুরস্ক	এশিয়া-ইউরোপ সীমান্তে অবস্থিত
আল্পস	অস্ট্রিয়া,ইতালি, জার্মানি, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, স্লোভেনিয়া	ইউরোপ মহাদেশে

RAISUL ISLAM HRIDOY

কারপেথিয়াম	স্লোভেকিয়া, পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র, ইউক্রেন, রোমানিয়া	
উরাল	রাশিয়া	এশিয়া-ইউরোপ সীমান্তে অবস্থিত
গ্রেড ডিভাবডিং রেঞ্জ	অস্ট্রেলিয়া	
অ্যাটলাস	আলজেরিয়া, মরক্কো, তিউনেশিয়া	
কারস্টেন পিরামিড/পুসাঁকজায়া		(ইন্দোনেশিয়া) পাপুয়া

মহাদেশভিত্তিক সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ

পর্বতশৃঙ্গ	**পর্বতশ্রেণী**	**দেশ**	**মহাদেশ**
মাউন্ট এভারেস্ট	হিমালয়	নেপাল	এশিয়া
একাঙ্কারাগুয়া	আন্দিজ	আর্জেন্টিনা	দক্ষিন আমেরিকা
মাউন্ট ম্যাককিনলি	আলাস্কা	যুক্তরাষ্ট্র	উত্তর আমেরিকা
কিলিমাঞ্জারো		তানজানিয়া	আফ্রিকা
মাউন্ট ভিনসন	সেন্টিনেল		এর্ন্টার্টিকা

RAISUL ISLAM HRIDOY

মাউন্ট এলবুর্জ	ককেশাস	রাশিয়া	ইউরোপ
মাউন্ট কোসিয়াস্কো	গ্রেড ডিভাবাডিং রেঞ্জ	অস্ট্রেলিয়া	অস্ট্রেলিয়া

অন্যান্য পর্বতশৃঙ্গ

পর্বতশৃঙ্গ	**পর্বতশ্রেণী**	**দেশ**	**তথ্য**
মাউন্ট এভারেস্ট	হিমালয়	নেপাল-তিব্বত (চীন)	বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। উচ্চতা : ৮৮৪৮ মি.।
গডউইন অস্টিন	কারাকোরাম	পাকিস্থান-চীন	বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। উচ্চতা : ৮৬১১ মি.।
কাঞ্চনজঙ্ঘা	হিমালয়	নেপাল-ভারত	বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। উচ্চতা : ৮৫৮৬ মি.।
ধবলগিরি		নেপাল	উচ্চতা : ৮১৬৭ মি.।
মাউন্ট এলবুর্জ		রাশিয়া	ইউরোপের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। উচ্চতা : ৫৬৪২ মি.।
ফুজিয়ামা		জাপান	জাপানের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। উচ্চতা : ৩৭৭৬ মি.।
মন্ট ব্ল্যাঙ্ক	আল্পস	ইতালি-ফ্রান্স	পশ্চিম ইউরোপের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। উচ্চতা : ৪৮০৭ মি.।

RAISUL ISLAM HRIDOY

কিলিমাঞ্জারো		তানজিনিয়া	আফ্রিকার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। উচ্চতা : ৫৯৬৩ মি.।
ম্যাককিনলি		আলাস্কা (যুক্তরাষ্ট্র)	উত্তর আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। উচ্চতা : ৬১৯৪ মি.।
অ্যাকঙ্কাগুয়া		আর্জেন্টিনা	দক্ষিন আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। উচ্চতা : ৬৯৬২ মি.।
কারস্টেন পিরামিড		(ইন্দোনেশিয়া) পাপুয়া	ওশেনিয়ার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। অন্য নাম পুঁ চাক জায়া। উচ্চতা : ৪৮৯৭ মি.।
কোসিয়াস্কো		অস্ট্রেলিয়া	অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। উচ্চতা : ২২২৮ মি.।
বেননেভিস		যুক্তরাজ্য	যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। উচ্চতা : ১৩৪৪ মি.।
এডামস পিক		শ্রীলংকা	হিন্দু , মুসলমান এবং বৌদ্ধর্ধমাবল্বীদের তীর্থস্থান। উচ্চতা : ২২৪৩ মি.।

- মাউন্ট এভারেস্টের নেপালি নাম ‘সাগর মাতা’।তিব্বতি নাম ‘চেমোলুংমা’ এবং চীনা নাম ‘কোকোল্যাংমা’।
- প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী – এডমন্ড হিলারি (নিউজিল্যান্ড) এবং শেরপা (নেপাল)। প্রথম এভারেস্টের শৃঙ্গে পা রাখেন এডমন্ড হিলারি, ১৯৫৩ সালের ২৯ মে।
- এভারেস্ট শৃঙ্গে আহোরনকারী প্রথম নারী জুনকো তাবেঈ (জাপান)।
- এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম আরব মহিলা সুজেন আল হাবিব।
- এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম ভারতীয় অবতার সিং।
- এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম বাংলাদেশী মূসা ইব্রাহীম (২৩ মে,২০১০)।
- এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম বাংলাদেশী নারী নিশাত মজুমদার (১৯ মে, ২০১২)।
- বাংলাদেশের এভারেস্ট বিজয়ীর সংখ্যা ০৫ জন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- সাত মহাদেশের সাত সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয়ীকারী একমাত্র ও প্রথম বাংলাদেশী ওয়াসফিয়া নাজরীন।

গিরিপথ

পার্বত্য অঞ্চলে পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী সংকীর্ণ ও অনুচ্চ পথকে গিরিপথ বলে।

গিরিপথ	**অবস্থান**
সেন্টবার্নাড	সুইজারল্যান্ড (আল্পস)
খাইবার	পাকিস্তান-আফগানিস্থান
বোলান	পাকিস্থান
শিপকা	বুলগেরিয়া
আলপিনা (উচ্চতা : ৪১৩০ মি.)	কলারাডো, যুক্তরাষ্ট্র
সালান	আফগানিস্থান

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিখ্যাত টানেল

গর্থাড টানেল : পশ্চিম ইউরোপের দক্ষিন-পূর্বাঞ্চলের কাছ থেকে উত্তরাঞ্চলকে পৃথক করে রেখেছে আল্পস পর্বতমালা। ইতালির মিলানো থেকে সুইজারল্যান্ডের জুরিখে যাওয়ার জন্য আল্পসের উপর দিয়ে যে রাস্তা আছে তা দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার যানবাহন চলাচল করে।এতে যেতে যেমন অনেক সময় লাগে তেমনি পরিবেশও হুমকির সম্মুখীন হয়।তাই সুইস প্রকৌশলীরা আল্পস পতর্বমালার ভিতর দিয়ে টানা ১৪ বছর ধরে খনন করে ২০১০ সালে ‘গর্থাড রেল সুরঙ্গ বা টানেল’ তৈরি করে যা পৃথিবীর দীর্ঘতম (৫৭ কি.মি.) ভূগর্ভস্থ রেল টানেল।এর কাজ পুরোপুরি শেষ হয় ২০১৭ সালে। এর ফলে মিলান থেকে জুরিখে যেতে দেড় ঘন্টা কম সময় লাগবে।

চ্যানেল টানেল : পৃথিবীর তৃতীয় দীর্ঘতম (৫০.৫ কি.মি.) রেল সুড়ঙ্গ হলো ফ্রান্স ও বৃটেনকে সংযোগকারী (ইংলিশ চ্যানেলের নিচ দিয়ে নির্মিত) চ্যানেল টানেল।এই টানেলের ৩৭.৯ অংশ রয়েছে সমুদ্রের তলদেশে।এই টানেল নির্মাণ করে ইউরো টানেল নামে একটি প্রতিষ্ঠান।

টানেল মারমারে : পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম ভূ-গর্ভস্থ রেল টানেল হলো মর্মর সাগরের নিচ দিয়ে নির্মিত টানেল মারমারে। এটি পূর্ব ও পশ্চিম ইস্তাম্বুল শহরকে যুক্ত করেছে।এটি প্রথম ভূ-গর্ভস্থ টানেল যা দুটি মহাদেশকে যুক্ত করেছে।এটি ৮.৫ মাইল বা ১৩.৬ কি.মি. দীর্ঘ।

সেইকান টানেল : জাপানের রাজধানী টোকিও অবস্থিত হনসু দ্বীপে।আর হনসু দ্বীপটির সাথে হোককাইডো দ্বীপকে যুক্ত করেছে সারগাসো প্রণালির নিচ দিয়ে নির্মিত সেইকান রেল টানেল।এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘতম (৫৩.৮ কি.মি.) রেল সুড়ঙ্গ।

মালভূমি ও সমভূমি

মালভূমি : পর্বত থেকে নিচু কিন্তু সমভূমি থেকে উচুঁ বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিকে মালভূমি বলে। পৃথিবীর ছাদ বলে পরিচিত সবচেয়ে উচুঁ মালভূমি হচ্ছে চীনের পামির মালভূমি। পামির বলা হলেও শব্দটি মূলত পমির যার অর্থ সূর্যের পা। এর উচ্চতা ৪৮১৩ মিটার।

সমভূমি : সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচুঁ মৃদু ঢালবিশিষ্ট সবিস্তৃত ভূমিকে সমভূমি বলে।যেমন : কানাডার প্রেইরি অঞ্চল, মধ্য ইউরোপের সমভূমি (এটি পৃথিবীর বৃহত্তম সমভূমি), মধুপুর, ভাওয়ালগড়, বরেন্দ্রভূমি।

RAISUL ISLAM HRIDOY

মরুভূমি

মরুভূমির নাম	অবস্থান	প্রকৃতি
সাহারা	উত্তর আফ্রিকা (পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি হলো সাহারা মরুভূমি	
আরব	ইরাক,জর্ডান, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইয়েমেন	
গোবি	মঙ্গোলিয়া -চীন (এশিয়া সবচেয়ে বড় মরুভূমি গোবি মরুভূমি)	
কালাহারি	অ্যাঙ্গোলা, বতসোয়ানা, নামিবিয়া, দক্ষিন আফ্রিকা	
পাতাগোনিয়া	আর্জেন্টিনা, চিলি	
গ্রেট ভিক্টোরিয়া	অস্ট্রেলিয়া	
তাকলামান	চীন	
রাব আল খালী	সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইয়েমেন, ওমান	উষ্ণ
চিহুয়াহুয়ান	মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র	উষ্ণ

RAISUL ISLAM HRIDOY

অস্ট্রেলিয়া	উষ্ণ
জম্মু ও কাশ্মীর, ভারত	শীতল
ইরান	শীতল
ইরান	শীতল
সৌদি আরব	

⌘ ইউরোপে কোন মরুভূমি নেই।

খনিজ সম্পদ

প্রাকৃতিক গ্যাস

- প্রধান খনিজ সম্পদ- গ্যাস
- প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়- ১৯৫৫ সালে
- প্রথম গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়- ১৯৫৭ সালে
- বাংলাদেশকে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য- ২৩টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে
- মোট গ্যাসক্ষেত্র- ২৫টি (২৪টি)
- সর্বশেষ গ্যাস ক্ষেত্র- শাহজাদপুর গ্যাস ক্ষেত্র
- অবস্থান- নোয়াখালীর কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার সিরাজপুর ইউনিয়নের শাহজাদপুর গ্রামে
- গ্যাসব্লকে অবস্থান- ১৫ নং ব্লকে
- আবিষ্কারক- বাপেক্স

RAISUL ISLAM HRIDOY

- আবিষ্কারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা- ১৭ আগস্ট ২০১১
- আবিষ্কারের ঘোষণা দেয়- পেট্রোবাংলা
- অন্য নাম/ পুরোনো নাম- সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্র
- গ্যাস উত্তোলন হচ্ছে- ১৭টি থেকে
- সবচেয়ে বড় গ্যাসক্ষেত্র- তিতাস (ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়)
- সবচেয়ে বেশি গ্যাস উত্তোলন করা হয়- তিতাস গ্যাসক্ষেত্র থেকে
- ঢাকা শহরে গ্যাস সরবরাহ করা হয়- তিতাস গ্যাসক্ষেত্র থেকে
- সর্বশেষ আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র- ভাঙ্গুরা
- সামুদ্রিক গ্যাসক্ষেত্র- সাঙ্গু
- সমুদ্র উপকূলে গ্যাসক্ষেত্র- ২টি (সাঙ্গু ও কুতুবদিয়া)
- প্রথম সামুদ্রিক গ্যাসক্ষেত্র- সাঙ্গু (সাঙ্গুভ্যালী)
- সবচেয়ে বেশি গ্যাস ব্যবহার করা হয়- বিদ্যুৎ উৎপাদনে
- গ্যাসের মোট মজুদ- ২৮.৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট
- পেট্রোবাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৭ সালে
- BAPEX- Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company Limited
- গ্যাসক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ড-
- মাগুরছড়া
    - জেলা- মৌলভীবাজার
    - সাল- ১৯৯৭
    - কোম্পানি- অক্সিডেন্টাল(USA)
- টেংরাটিলা
    - জেলা- সুনামগঞ্জ
    - সাল- ২০০৫
    - কোম্পানি- নাইকো(Canada)

RAISUL ISLAM HRIDOY

খনিজ তেল

- প্রথম খনিজ তেল আবিষ্কার- ১৯৮৬ সালে
- প্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তেল উত্তোলন-১৯৮৭ সালে
- একমাত্র তেল শোধনাগার- ইস্টার্ন রিফাইনারী (চট্টগ্রাম)
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান- মিথেন

কয়লা

- সবচেয়ে বড় কয়লা খনি- দিনাজপুরের দীঘিপাড়া
- উন্মুক্ত খনি না করার জন্য আন্দোলন হয়- দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায়/ফুলবাড়িয়ায়
- বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির আয়তন- ৬.৬৮ বর্গকিমি
- বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির মোট মজুদ- ৩৯০ মিলিয়ন মেট্রিক টন
- বাংলাদেশের সবচেয়ে উন্নতমানের কয়লা- বিটুমিনাস (জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ, বড়পুকুরিয়া)
- সোনা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে- দিনাজপুরের মধ্যপাড়া কয়লাখনিতে
- রূপা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে- দিনাজপুরের দীঘিপাড়া ও নওগাঁর পত্নীতলায়
- দস্তা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে- দিনাজপুরের মধ্যপাড়া

কোথায় কোন খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়

খনিজ তেল

- সিলেটের হরিপুর

কয়লা

- দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া, দীঘিপাড়া, ফুলবাড়িয়া,সিলেটের লালঘাট ও টেকেরহাট, ফরিদপুরের চান্দাবিল ও রাখিয়া বিল জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ, নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ, খুলনার কোলাবিল।

তেজস্ক্রিয় বালি

- কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে (ইলমেনাইট)

RAISUL ISLAM HRIDOY

ইউরেনিয়াম

- মৌলভীবাজারের কুলাউড়া পাহাড়ে

চীনামাটি

- নেত্রকোনার বিজয়পুর, নওগাঁর পত্নীতলা, চট্টগ্রামের পটিয়া

চুনাপাথর

সিলেটের টেকেরহাট, ভাঙ্গারহাট, জাফলং, লালঘাট, বাগলিবাজার, জয়পুরহাট, কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিন

সিলিকা বালি

হবিগঞ্জের শাহজীবাজার, জামালপুরের বালিঝুরি, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম

কঠিন শিলা

রংপুরের বদরগঞ্জ ও মিঠাপুকুর, দিনাজপুরের পার্বতীপুর

গন্ধক

কুতুবদিয়া

বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজাতি/ আদিবাসী

বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজাতি/ আদিবাসীদের নাম নিচে দেয়া হলো-

উপজাতি/ আদিবাসী	দেশ
মাওরি	নিউজিল্যান্ড
কসাক	পোল্যান্ড, ইউক্রেন
ভাইকিং	নরওয়ে
এস্কিমো	গ্রিনল্যান্ড, আলাস্কা, ল্যাব্রাডার, সাইবেরিয়া
তাতার	সাইবেরিয়া
রেড ইন্ডিয়ান	যুক্তরাষ্ট্র
জুলু	দক্ষিণ আফ্রিকা
হটেনটট	দক্ষিণ আফ্রিকা

RAISUL ISLAM HRIDOY

পিগমি	আফ্রিকা (কঙ্গো)
নিগ্রো	মধ্য ও দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা মহাদেশ
বুশম্যান	আফ্রিকা (বতসোয়ানা ও নামিবিয়ার কালাহারি মরুভূমি সংলগ্ন অংশে)
বেদুইন	আরবের যাযাবর জাতি
কুর্দি	তুরস্ক, ইরান ও ইরাক (কুর্দিস্তান)
হুন	মধ্য এশিয়া
পাপুয়ান	পশ্চিম ইরান
শেরপা	নেপাল ও তিব্বত
গুর্খা	নেপাল
নাগা	ভারত (নাগাল্যান্ড)
খাসিয়া*	ভারত (আসাম প্রদেশ)
সাঁওতাল*	ভারত (উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর)
দ্রাবিড়	ভারত ও শ্রীলঙ্কা
আফ্রিদি	পাকিস্তান
আইনু	জাপান

* চিহ্নিত উপজাতিরা বাংলাদেশেও বসবাস করে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

অধ্যায় ৪

বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট

এককক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট

বাংলাদেশ	জাতীয় সংসদ/ হাউস অফ দ্য নেশন	বুলগেরিয়া	
মালদ্বীপ	মজলিস/ পার্লামেন্ট	বুরকিনা ফাসো	
ইসরাইল	নেসেট/ অ্যাসেম্বলি	আর্মেনিয়া	
ইরান	মজলিস/ অ্যাসেম্বলি	আজারবাইজান	
ইরাক	মজলিস আল-নওয়াব আল-ইরাকি	বেনিন	
লেবানন	মজলিস-উন-নওয়াব/ অ্যাসেম্বলি অফ ডেপুটিস	ক্যামেরুন	
সৌদি আরব	মজলিস-এ-শূরা	কেপ ভার্দে	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
		হাঙ্গেরি	
ফিনল্যান্ড	এসডুস্কুন্টা/ রিখসড্যাগ	মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	
গ্রিস	হেলেনিক পার্লামেন্ট	চাঁদ	
আইসল্যান্ড	আলথিং/ অ্যাসেম্বলি অফ অল	আইভরি কোস্ট	
আলবেনিয়া	কুভেনডি	ইকুয়েডর	
ক্রোয়েশিয়া	সাবোর/ অ্যাসেম্বলি	হাঙ্গেরি	
ডেনমার্ক	ফোকেটিং/ পার্লামেন্ট	কেনিয়া	

RAISUL ISLAM HRIDOY

সুইডেন	রিকসড্যাগ	মরিশাস	
ইউক্রেন	ভারখোরনা রাডা	কুয়েত	
নরওয়ে	স্টরটিনগেট/ গ্রেট অ্যাসেম্বলি	লাওস	
ডোমিনিকা	হাউজ অব অ্যাসেম্বলি	মালাওয়ি	
লিচেনস্টাইন	ডায়েট	মরিশাস	
লাটভিয়া	সাইমা	নিকারাগুয়া	
		নাইজার	
		সার্বিয়া	
		পানামা	
মঙ্গোলিয়া	স্টেট গ্রেট খুরাল	ভিয়েতনাম	
মাল্টা	হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ	কুয়েত	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি অব কুয়েত
সাইপ্রাস	হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ	তুরস্ক	গ্রান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
লুক্সেমবার্গ	চেম্বার অব ডেপুটিস	পর্তুগাল	অ্যাসেম্বলি অব দি রিপাবলিক
লেবানন	অ্যাসেম্বলি অব ডেপুটিস	কিউবা	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি অফ পিপলস পাওয়ার
উত্তর কোরিয়া	সুপ্রিম পিপলস অ্যাসেম্বলি	কোস্টারিকা	লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি
দক্ষিণ কোরিয়া	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি		
চীন	ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস	নিউজিল্যান্ড	পার্লামেন্ট
নেপাল	লেজিসলেচার পার্লামেন্ট/ কংগ্রেস	মন্টিনিগ্রো	
চিলি	ন্যাশনাল কংগ্রেস	ফিলিস্তিন	
গুয়েতেমালা	কংগ্রেস অফ দ্য রিপাবলিক	লাটভিয়া	
লিবিয়া	জেনারেল পিপলস কংগ্রেস	লিথুয়ানিয়া	
স্লোভাকিয়া	ন্যাশনাল কাউন্সিল	মলদোভা	
		সিয়েরা লিওন	
		সিঙ্গাপুর	
		শ্রীলংকা	

RAISUL ISLAM HRIDOY

		ফিনল্যান্ড	পার্লামেন্ট/ এডুসকুন্টা
		পাপুয়া নিউগিনি	ন্যাশনাল পার্লামেন্ট

দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট

দেশ	পার্লামেন্ট	উচ্চকক্ষ	নিম্ন কক্ষ
অস্ট্রিয়া	ফেডারেল অ্যাসেম্বলি	ফেডারেল কাউন্সিল	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
অস্ট্রেলিয়া	ফেডারেল পার্লামেন্ট	সিনেট	হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ
অন্টিগুয়া-বারবুডা	পার্লামেন্ট	সিনেট	হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ
আফগানিস্তান	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি	হাউস অফ এল্ডার্স	হাউস অফ দ্য পিপল
আর্জেন্টিনা	আর্জেন্টাইন ন্যাশনাল কংগ্রেস	সিনেট অফ দ্য নেশন	চেম্বার অফ ডেপুটিস অফ দ্য নেশন
বাহামা	পার্লামেন্ট	সিনেট	হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ
বারবাডোস	হাউজ অব অ্যাসেম্বলি	সিনেট	হাউজ অব অ্যাসেম্বলি
বেলিজ	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি	সিনেট	হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ
বেলজিয়াম	ফেডারেল পার্লামেন্ট	সিনেট	চেম্বার অব পিপলস রিপ্রেজেনটেটিভ
ভুটান	পার্লামেন্ট	ন্যাশনাল কাউন্সিল	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
বসনিয়া এন্ড হার্জগোভিনা	পার্লামেন্টারি অ্যাসেম্বলি	হাউস অফ পিপলস	হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস
বলিভিয়া	ন্যাশনাল কংগ্রেস	চেম্বার সিনেটর্স	চেম্বার অফ ডেপুটিস
ব্রাজিল	ন্যাশনাল কংগ্রেস	ফেডারেল সিনেট	চেম্বার অফ ডেপুটিস
কানাডা	পার্লামেন্ট	সিনেট	হাউজ অব কমনস
চেক রিপাবলিক	পার্লামেন্ট	সিনেট	চেম্বার অব ডেপুটিস

RAISUL ISLAM HRIDOY

মিশর	পার্লামেন্ট	কনসাল্টেটিভ কাউন্সিল/ মজলিস-এ-শূরা	পিপলস কাউন্সিল/ মজলিস-এ-সা'ব
ইথিওপিয়া	পার্লামেন্ট	হাউস অফ ফেডারেশন	হাউস অফ পিপলস রিপ্রেজেন্টেটিভ
ফ্রান্স	পার্লামেন্ট	সিনেট	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
জার্মানী	রিকস্টেগ	ফেডারেল কাউন্সিল/ বুন্দেসট্যাগ	ফেডারেল ডায়েট/ বুন্দেসর‍্যাগ
ভারত	পার্লামেন্ট/ সংসদ	কাউন্সিল অফ স্টেটস/ রাজ্যসভা	হাউস অফ দ্য পিপল/ লোকসভা
গ্রেনাডা	পার্লামেন্ট	সিনেট	হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ
হাইতি	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি	সিনেট	চেম্বার অফ ডেপুটিস
আয়ারল্যান্ড	পার্লামেন্ট	সিনেট অফ আয়ারল্যান্ড	হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস অফ আয়ারল্যান্ড
ইতালি	পার্লামেন্ট	সিনেট অফ দ্য রিপাবলিক	চেম্বার অফ ডেপুটিস
জ্যামাইকা	পার্লামেন্ট	সিনেট	হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস
জাপান	ডায়েট	হাউস অফ কাউন্সিলর্স	হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস
মালয়েশিয়া	পার্লামেন্ট	সিনেট	হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস
জর্ডান	মজলিস-এ-উম্মা	মজলিস-এ-আয়ান	মজলিস-এ-নওয়াব
কাজাখস্তান	পার্লামেন্ট	সিনেট	অ্যাসেম্বলি/ পার্লামেন্ট
নেদারল্যান্ড	স্ট্রেটস জেনারেল	সিনেট	হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস

RAISUL ISLAM HRIDOY

ওমান		মজলিস-এ-শূরা	মজলিস-এ-দৌলা
পাকিস্তান	অ্যাসেম্বলি অফ কাউন্সিলর্স / মজলিস-এ- শূরা	সিনেট	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
পোল্যান্ড	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি	সিনেট	ডায়েট/ সেম
স্লোভেনিয়া	পার্লামেন্ট	ন্যাশনাল কাউন্সিল	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
দক্ষিণ আফ্রিকা	পার্লামেন্ট	ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ প্রভিন্স	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
দক্ষিণ সুদান	ন্যাশনাল লেজিসলেচার	ন্যাশনাল লেজিসলেচার অ্যাসেম্বলি	কাউন্সিল অফ স্টেটস
স্পেন	কোর্ট জেনারালে/ জেনারেল কোর্টস	সিনেট	কংগ্রেস অফ ডেপুটিস
সুদান	ন্যাশনাল লেজিসলেচার	অ্যাসেম্বলি অফ স্টেটস	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
সুইজারল্যান্ড	ফেডারেল অ্যাসেম্বলি	কাউন্সিল অফ স্টেটস	ন্যাশনাল কাউন্সিল
থাইল্যান্ড	ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্বলি	সিনেট	হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস
যুক্তরাজ্য/ ইংল্যান্ড/ বৃটেন	পার্লামেন্ট	হাউস অফ লর্ডস	হাউস অফ কমন্স
যুক্তরাষ্ট্র	কংগ্রেস	সিনেট	হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস
রাশিয়া	পার্লামেন্ট		
উরুগুয়ে	জেনারেল অ্যাসেম্বলি	চেম্বার অফ সিনেটর্স	চেম্বার অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস
উজবেকিস্তান	সুপ্রিম অ্যাসেম্বলি/ ওলি মজলিস	সিনেট	লেজিসলেটিভ চেম্বার
জিম্বাবুয়ে	পার্লামেন্ট	সিনেট	হাউস অফ অ্যাসেম্বলি
মায়ানমার	ইউনিয়ন অ্যাসেম্বলি	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি	পিপলস অ্যাসেম্বলি
বুরুন্ডি	পার্লামেন্ট	সিনেট	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি

RAISUL ISLAM HRIDOY

ক্যাম্বোডিয়া	পার্লামেন্ট	সিনেট	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি

গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহ

বিশ্বযুদ্ধ সমূহ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

সময়কাল- ১৯১৪-১৮

শুরু হয়- ২৮ জুলাই ১৯১৪

অক্ষশক্তি- জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, তুরস্ক ও বুলগেরিয়া

মিত্রশক্তি- ফ্রান্স, বৃটেন, রাশিয়া, ইতালি, যুক্তরাষ্ট্র, রুমানিয়া, জাপান, বেলজিয়াম, সার্বিয়া, গ্রিস, পর্তুগাল ও মন্টিনিগ্রো (জয়ী)

জার্মানি আত্মসমর্পণ করে/ যুদ্ধ শেষ হয়- ১১ নভেম্বর ১৯১৮

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

সময়কাল-১৯৩৯-৪৫

শুরু হয়- ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

অক্ষশক্তি- জার্মানি, ইতালি ও জাপান (আরো ছিল- হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও থাইল্যান্ড)

মিত্রশক্তি- রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, চিন, ফ্রান্স ও পোল্যান্ড (আরো ছিল- কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রিস, নরওয়ে, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, চেকোস্লোভাকিয়া, ফিলিপাইন ও ব্রাজিল)

RAISUL ISLAM HRIDOY

তৎকালিন- যুক্তরাষ্ট্রের পেসিডেন্ট- ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট, ট্রুম্যান

বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী- উইনস্টন চার্চিল

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট- যোসেফ স্ট্যালিন

তৎকালিন- জার্মানির ফ্যুয়েরার- এডলফ হিটলার

ইতালির প্রেসিডেন্ট- মুসোলিনি

জাপানের সম্রাট- হিরোহিতো

যুক্তরাষ্ট্র এটোম/পারমাণবিক বোমা হামলা করে- জাপানের হিরোশিমা (৬ আগস্ট '৪৫; বোমার নাম- লিটল বয়) ও নাগাসাকিতে (৯ আগস্ট, '৪৫; বোমার নাম- ফ্যাটম্যান)

পারমাণবিক বোমা হামলার সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট- ট্রুম্যান

মরুভূমিতে যুদ্ধ করে 'ডেজার্ট ব্যাট' উপাধি পান- জেনারেল মন্টোগোমারি (বৃটেন)

কিছু গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ

যুদ্ধ	সময় (খ্রি.)	প্রতিপক্ষ	গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী
কলিঙ্গের যুদ্ধ	২৬১	**রাজা অশোক** বনাম কলিঙ্গরাজ	
বদরের যুদ্ধ	৬২৪	মুসলিম বনাম মক্কার পৌত্তলিক	
উহুদের যুদ্ধ	৬২৫	মুসলিম বনাম মক্কার পৌত্তলিক	
খন্দকের যুদ্ধ	৬২৭	মুসলিম বনাম কুরাইশ	
তাবুকের যুদ্ধ	৬৩৭	মুসলিম বনাম রোমান	
শতবর্ষের যুদ্ধ	১৩৩৮-১৪৫৩	ইংরেজ বনাম ফরাসি	বীর কন্যা **জোয়ান অব আর্ক** ফ্রান্সের সেনাপতিত্ব করেন
পানিপথের ১ম যুদ্ধ	**১৫২৬**	বাবর বনাম ইব্রাহিম লোদী	

RAISUL ISLAM HRIDOY

পানিপথের ২য় যুদ্ধ	১৫৫৬	বৈরাম খাঁ বনাম হিমু	
পানিপথের ৩য় যুদ্ধ	১৭৬১	আহমেদ শাহ আবদালী বনাম মারাঠা	
পলাশীর যুদ্ধ	**১৭৫৭**	**সিরাজ-উদ-দৌলা** বনাম **লর্ড ক্লাইভ**	**মীর জাফরের** বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা পরাজিত হন
বক্সারের যুদ্ধ	**১৭৬৪**	ইংরেজ বনাম মীর জাফর, সুজা-উদ-দৌলা ও দ্বিতীয় শাহ আলমের মিলিত বাহিনী	
আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম	১৭৭৬-৮৩	আমেরিকা বনাম বৃটিশ	**জর্জ ওয়াশিংটনের** নেতৃত্বে আমেরিকা স্বাধীন হয়
ফরাসি বিপ্লব	**১৭৮৯-৯৯**		**১৪ জুলাই বাস্তিল দূর্গ** আক্রমণের মাধ্যমে শুরু হয় ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন- নেপোলিয়ান বোনাপার্ট **রুশো, ভল্টেয়ার-** লেখনীর মাধ্যমে ফরাসি বিপ্লবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন ফরাসি বিপ্লবের শ্লোগান- **স্বাধীনতা, সাম্য ভ্রাতৃত্ব**
ট্রাফালগার যুদ্ধ	**১৮০৫**	ইংরেজ বনাম ফ্রান্স ও স্পেনের যৌথ বাহিনী	এ যুদ্ধে বৃটিশরা জয়ী হওয়ায় নেপোলিয়নের ইংল্যান্ড আক্রমণের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় ট্রাফালগার স্কয়ার বর্তমান **লন্ডনে** অবস্থিত

RAISUL ISLAM HRIDOY

ওয়াটারলুর যুদ্ধ	**১৮১৫**	**নেপোলিয়ন** (ফ্রান্স) বনাম **ডিউক অব ওয়েলিংটন** (বৃটেন)	নেপোলিয়ন পরাজিত হয়, তাকে **সেন্ট হেলেনা দ্বীপে** নির্বাসিত করা হয় **ওয়াটারলু- বেলজিয়ামে** (ব্রাসেলসের দক্ষিণে)
ক্রিমিয়ার যুদ্ধ	১৮৫৪-৫৬	ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও তুরস্ক বনাম রাশিয়া	
সিপাহী বিপ্লব	**১৮৫৭**		বৃটিশদের বিরুদ্ধে দেশীয় সিপাহীদের জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থান
কোরিয়া যুদ্ধ	১৯৫০-৫৩	উত্তর কোরিয়া বনাম দক্ষিণ কোরিয়া	জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির মাধ্যমে অবসান
ভিয়েতনাম যুদ্ধ	১৯৫৬-৭৩	উত্তর ভিয়েতনাম বনাম দক্ষিণ ভিয়েতনাম	শান্তি চুক্তির মাধ্যমে অবসান
পাক-ভারত যুদ্ধ	**১৯৬৫**-৬৬	পাকিস্তান বনাম ভারত	**কাশ্মীর** নিয়ে যুদ্ধ রাশিয়ার মধ্যস্থতায় **তাসখন্দ চুক্তির** মাধ্যমে অবসান
ইরাক-ইরান যুদ্ধ	১৯৮০-৮৮	ইরাক বনাম ইরান	**শাত-ইল-আরব জলাধারকে** কেন্দ্র করে যুদ্ধ

RAISUL ISLAM HRIDOY

আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ

১ম ভার্সাই চুক্তি

- সাল- ১৭৮০
- সম্পাদনের স্থান- ফ্রান্সের ভার্সাই শহর
- সংশ্লিষ্ট দেশ- যুক্তরাষ্ট্র-বৃটেন

- বিষয়- আমেরিকার স্বাধীনতা

২য় ভার্সাই চুক্তি

- সাল- ১৯১৯
- সম্পাদনের স্থান- ফ্রান্সের ভার্সাই শহর

ডেটন চুক্তি

- সাল- ১৯৪৫
- সম্পাদনের স্থান- যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও রাজ্যের ডেটন বিমান ঘাঁটি
- সংশ্লিষ্ট দেশ- বসনিয়া, সার্বিয়া ও ক্রোয়েশিয়া
- বিষয়- বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার যুদ্ধের অবসান

আটলান্টিক সনদ

- সাল-১৯৪১
- সম্পাদনের স্থান- আটলান্টিক মহাসাগর
- জাহাজ- প্রিন্সেস অব ওয়েলস
- সংশ্লিষ্ট দেশ- যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য/ ইংল্যান্ড
- বিষয়- জাতিসংঘ গঠনের প্রথম ধাপ

মানবাধিকার চুক্তি

- সাল- ১৯৪৮

জেনেভা কনভেনশন

- সাল- ১৯৪৯
- সম্পাদনের স্থান- সুইজারল্যান্ডের জেনেভা
- সংশ্লিষ্ট দেশ- ৫৮টি

RAISUL ISLAM HRIDOY

- বিষয়- যুদ্ধাহত ও যুদ্ধবন্দীদের ন্যায়বিচারের জন্য আচরণবিধি

তাসখন্দ চক্তি

- সাল- ১৯৬৬
- সম্পাদনের স্থান- উজবেকিস্তানের তাসখন্দ
- সংশ্লিষ্ট দেশ- ভারত-পাকিস্তান
- বিষয়- কাশ্মীর যুদ্ধের অবসান

পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি

- সাল- ১৯৬৮

সিমলা চুক্তি

- সাল- ১৯৭২
- সম্পাদনের স্থান- ভারতের হিমাচল প্রদেশের সিমলা
- সংশ্লিষ্ট দেশ- ভারত-পাকিস্তান

প্যারিস চুক্তি

- সাল- ১৯৭৩
- সম্পাদনের স্থান- ফ্রান্সের প্যারিস
- বিষয়- ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি

- সাল- ১৯৭৮
- সম্পাদনের স্থান- যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড প্রদেশের ক্যাম্প ডেভিড

ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি

RAISUL ISLAM HRIDOY

- সাল- ১৯৯২
- সম্পাদনের স্থান- নেদারল্যান্ডের ম্যাসট্রিক্ট
- সংশ্লিষ্ট দেশ- ১২টি ইউরোপীয় দেশ
- বিষয়- অভিন্ন ইউরো মুদ্রা প্রচলন

পিএলও-ইসরায়ের স্বায়ত্ত্বশাসন চুক্তি

- সাল- ১৯৯৩

গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি

- সাল- ১৯৯৬
- সম্পাদনের স্থান- নয়াদিল্লীর হায়দ্রাবাদ
- ৩০ বছর মেয়াদী

CTBT (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty)

- সাল- ১৯৯৬

পরমাণু অস্ত্র বিলোপ চুক্তি

- সাল- ১৯৯৬
- সংশ্লিষ্ট দেশ- ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি

- সাল- ১৯৯৭

কিয়োটো বিশ্ব উষ্ণতা রোধচুক্তি

- সাল- ১৯৯৭
- সম্পাদনের স্থান- জাপানের কিয়োটো

RAISUL ISLAM HRIDOY

- যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছে
- বিষয়- বিশ্ব পরিবেশ রক্ষা

অটোয়া চক্তি/ স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি

- সাল- ১৯৯৭
- সম্পাদনের স্থান- কানাডার কিয়োটো

রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক জোট

আন্তর্জাতিক সংস্থা সংগঠন ও জোট

কমনওয়েলথ (Commonwealth)

যে সব দেশ পূর্বে বৃটিশ উপনিবেশের অন্তর্গত ছিল, সে সকল দেশের জোট– কমনওয়েলথ

নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	সদর দপ্তর	সদস্য	মহাসচিব	চেয়ারপার্সন	বাংলাদেশ	সম্মেলন
কমনওয়েলথ (Commonwealth)	১৯৪৯	লন্ডনের মার্লবরো হাউজ	৫৪টি	কমলেশ শর্মা (ভারত)	কমলাপ্রসাদ বিশ্বেশ্বর (ত্রিনিদাদ এন্ড টোব্যাগো)	সদস্য	সর্বশেষ- অস্ট্রেলিয়া (পার্থ) পরবর্তী- শ্রীলংকা (হাম্বানটোটা)

- কমনওয়েলথ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৯ সালে
- কমনওয়েলথ এর আদি নাম- ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশন
- কমনওয়েলথ এর সদর দপ্তর- লন্ডনের মার্লবরো হাউজে
- কমনওয়েলথ এর প্রধান- রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ (বৃটেনের রাণী)
- কমনওয়েলথ এর বর্তমান মহাসচিব- কমল শর্মা (ভারত)
- কমনওয়েলথ এর বর্তমান চেয়ারপার্সন- কমলাপ্রসাদ বিশ্বেশ্বর (ত্রিনিদাদ এন্ড টোব্যাগো)
- কমনওয়েলথ দিবস পালিত হয়- প্রতি বছর মার্চ মাসের ২য় সোমবার

RAISUL ISLAM HRIDOY

- কমনওয়েলথ এর সদস্য- ৫৪ টি
- ব্রিটিশ উপনিবেশ না হয়েও কমনওয়েলথ এর সদস্য- মোজাম্বিক ও রুয়ান্ডা
- কমনওয়েলথের সদস্যপদ পেতে আগ্রহী- সুদান, আলজেরিয়া, মাদাগাস্কার, দক্ষিণ সুদান ও ইয়েমেন (এদের মধ্যে মাদাগাস্কার ও আলজেরিয়া বৃটিশ উপনিবেশ ছিল না)
- ব্রিটিশ উপনিবেশের অন্তর্ভূক্ত হয়েও কমনওয়েলথ এর সদস্য নয়- মায়ানমার, আয়ারল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে, মিসর, ইরাক, কুয়েত, সুদান, বাহরাইন ও জর্ডান
- সম্প্রতি কমনওয়েলথ যে দেশটিকে বহিস্কার করে- ফিজি (৫ সেপ্টেম্বর,২০০৯)
- ফিজিকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছিল- ২০০৬ সালে (পরবর্তীতে শর্ত পূরণ করতে না পারায় ২০০৯ সালে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়)
- ফিজিকে এর আগেও একবার বহিষ্কার করা হয়েছিল- ২০০০-২০০১
- পাকিস্তানকে কমনওয়েলথ থেকে সাময়িকভাবে বহিস্কার করা হয়- ১৯৯৯ সালে
- পাকিস্তানকে পুনরায় কমনওয়েলথ এর সদস্য পদ ফিরিয়ে দেয়া হয়- মে, ২০০৪ সালে
- সম্প্রতি যে দেশকে পুনরায় কমনওয়েলথ এর সদস্য পদ ফিরিয়ে দেয়া হয়- নাইজেরিয়া (১৯৯৯)
- নাইজেরিয়ার সদস্যপদ বাতিল করা হয়- ১৯৯৫ সালে
- কমনওয়েলথ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছিল- পাকিস্তান ও জিম্বাবুয়ে (পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার প্রতিবাদে, ১৯৭২ সালে)

RAISUL ISLAM HRIDOY

কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনঃ

সাল ও তম	তারিখ	দেশ	শহর	চেয়ারম্যান
১৯৭১ (১ম)	১৪-২২ জানুয়ারি	সিঙ্গাপুর	সিঙ্গাপুর সিটি	লি-কুয়ান-ইয়ান
১৯৭৩ (২য়)	২-১০ আগস্ট	কানাডা	অটোয়া	পিয়েরে ট্রুডো
১৯৭৫ (৩য়)	২৯ এপ্রিল-৬ মে	জ্যামাইকা	কিংস্টন	মিশেল ম্যানলি
১৯৭৭ (৪র্থ)	৮-১৫ জুন	ইংল্যান্ড	লন্ডন	জেমস চ্যালেগন
১৯৭৯ (৫ম)	১-৭ আগস্ট	জাম্বিয়া	লুসাকা	ক্যানেথ কুন্ডা
১৯৮১ (৬ষ্ঠ)	৩০ সেপ্টেম্বর-৭ অক্টোবর	অস্ট্রেলিয়া	মেলবোর্ন	মেলকম ফ্রেসার
১৯৮৩ (৭ম)	২৩-২৯ নভেম্বর	ভারত	নয়া দিল্লী	ইন্দিরা গান্ধী
১৯৮৫ (৮ম)	১৬-২২ অক্টোবর	বাহামা	নাসাউ	লিন্ডেন পিনডলিং
১৯৮৬ (৯ম)	৩- ৫ আগস্ট	যুক্তরজ্য	লন্ডন	মার্গারেট থেচার

RAISUL ISLAM HRIDOY

সাল ও তম	তারিখ	দেশ	শহর	চেয়ারম্যান
১৯৮৭ (১০ম)	১৩-১৭ অক্টোবর	কানাডা	ভ্যাঙ্কোভার	ব্রেইন মূলরনি
১৯৮৯ (১১ তম)	১৮-২৪ অক্টোবর	মালয়শিয়া	কুয়ালা লামপুর	মাহাথীর মোহাম্মদ
১৯৯১ (১২ তম)	১৬-২১ অক্টোবর	জিম্বাবুয়ে	হারারে	রবার্ট মুগাবে
১৯৯৩ (১৩ তম)	২১-২৫ অক্টোবর	সাইপ্রাস	লিমশল	গ্লাফকস ক্লিডেস
১৯৯৫ (১৪ তম)	১০-১৩ নভেম্বর	নিউজিল্যান্ড	আকল্যান্ড	জিম বলগার
১৯৯৭ (১৫ তম)	২৪-২৭ অক্টোবর	যুক্তরজ্য	এডিনবার্গ	টনি ব্লেয়ার
১৯৯৯ (১৬ তম)	১২-১৪ নভেম্বর	দক্ষিন আফ্রিকা	ডারবান	থাবু মেবকি
২০০২ (১৭ তম)	২-৫ মার্চ	অস্ট্রেলিয়া	কুলাম	জান হাবার্ড
২০০৩ (১৮ তম)	৫-৮ ডিসেম্বর	নাইজেরিয়া	আবুজা	অলিসিগান অবাসাঞ্জো
২০০৫ (১৯ তম)	২৫-২৭ নভেম্বর	মাল্টা	ভেল্লেটা	লরেস গঞ্জে
২০০৭ (২০ তম)	২৩-২৫ নভেম্বর	উগান্ডা	ক্যামপেলা	জুরি মোসেবেনি

RAISUL ISLAM HRIDOY

সাল ও তম	তারিখ	দেশ	শহর	চেয়ারম্যান
২০০৯ (২১ তম)	২৭-২৯ নভেম্বর	ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো	পোর্ট অব স্পেন	প্যাট্রিক মেনিং
২০১১ (২২ তম)	২৮-৩০ অক্টোবর	অস্ট্রেলিয়া	পার্থ	জুলিয়া গিল্লার্ড
২০১৩ (২৩ তম)	১৫-১৭ নভেম্বর	শ্রীলঙ্কা	কলম্বো	ম্যাাহিন্দ্রা রাজাপাকসা
২০১৫ (২৪ তম)	২৭-২৯ নভেম্বর	মাল্টা	ভেল্লেটা,মেলেনহা	জোসেপ মোসকাট
২০১৮ (২৫ তম)	১৯-২০ এপ্রিল	যুক্তরজ্য	লন্ডন	থিরেস মে
(২৬ তম)	*নতুন তারিখ মূলতবি করা হয়েছে*	রুয়ান্ডা	কিগ্যালি	পল কাজেম
২৭ তম	*ঘোষনা করা হনি*	সামোয়া	নির্ধারিত হয়নি	নির্ধারিত হয়নি

তথ্যসূত্র : www.wikipedia.org

RAISUL ISLAM HRIDOY

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন(NAM)

নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	সদর দপ্তর	সদস্য	চেয়ারম্যান	এশিয়ার ভিসি	সম্মেলন
জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM- Non	১৯৬১	বান্দুং	১২০	হোসনি মোবারক	শেখ হাসিনা	সর্বশেষ- পরবর্তী-

Aligned Movement)			পর্যবেক্ষক সদস্য- ১৭			

- NAM এর পূর্ণরূপ- Non Aligned Movement.
- NAM প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬১ সালে (বেলগ্রেডে)
- NAM এর সদর দপ্তর- বান্দুং(ইন্দোনেশিয়া) (NAM- এর কার্যত কোন সদর দপ্তর নেই, শুধু নামেমাত্র সদর দপ্তর)
- NAM এর চেয়ারম্যান- মোহাম্মদ হুসেন টারটায়ি
- NAM- এর এশিয়ার আঞ্চলিক ভাইস চেয়ারম্যান- শেখ হাসিনা
- NAM এর সর্বশেষ (১৫তম/পঞ্চদশ) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- ১১-১৬ জুলাই ২০০৯ সালে (মিসরের শারম আল শেখে)
- NAM পরবর্তী (১৬তম/ষোড়শ) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে- ২৩-২৭ মে, ২০১১ (বালি, ইন্দোনেশিয়া)
- NAM এর শীর্ষসম্মেলন বসে- ৩ বছর পর পর

তথ্যসূত্র : csstc.org

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা(OIC)

ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোর জোট- OIC

নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	সদর দপ্তর	সদস্য	মহাসচিব	বাংলাদেশ	সম্মেলন
Organization of Islamic Cooperation (OIC)	১৯৬৯	জেদ্দা	৫৭	একমেলেদ্দিন এহসানোগলু	সদস্য (১৯৭৪)	সর্বশেষ- ডাকার, সেনেগাল

RAISUL ISLAM HRIDOY

						পরবর্তী- স্থগিত (শারম আল শেখ, মিশর)

- ⌘ OIC- এর পূর্ণরূপ- Organization of Islamic Cooperation
- ⌘ OIC এর আদিনাম- Organization of the Islamic Conference
- ⌘ OIC এর বর্তমান সদস্য- ৫৭ টি
- ⌘ OIC এর সর্বশেষ সদস্য- আইভোরিকোস্ট (২০০১)
- ⌘ OIC এর সদর দপ্তর- জেদ্দা
- ⌘ বাংলাদেশ OIC এর সদস্য পদ লাভ করে- ১৯৭৪ সালে
- ⌘ অমুসলিম রাষ্ট্র হয়েও OIC এর সদস্য- উগান্ডা, রুয়ান্ডা, ক্যামেরুন, বেনিন, সুরিনাম, গায়না ও মোজাম্বিক

তথ্যসূত্র : www.oic-oci.org

আরব লীগ (League of Arab States)

- ⌘ আরব রাষ্ট্রগুলোর জোট, অর্থাৎ আরব সাগরের তীরবর্তী দেশগুলোর জোট- আরব লীগ (পরবর্তীতে দূরবর্তী অনেক দেশও এর সদস্য হয়েছে)
- ⌘ আরব লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়- ২২ মার্চ, ১৯৪৫ সালে
- ⌘ আরব লীগ এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য- ৬ টি (ইরাক, সিরিয়া, মিশর, জর্ডান, ইয়েমেন, লেবানন ও সৌদিআরব) (৫ মে ইয়েমেন ৭ম সদস্য হিসেবে যোগ দেয়)
- ⌘ আরব লীগের সদর দপ্তর- কায়রো
- ⌘ আরব লীগের বর্তমান/ নবনির্বাচিত মহাসচিব- নাবিল আল আরাবি (৮ম)

তথ্যসূত্র : arableagueonline.org

RAISUL ISLAM HRIDOY

সার্ক(SARRC)

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার আঞ্চলিক জোট SAARC

নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	সচিবালয়	সদস্য	মহাসচিব	বাংলাদেশ	সম্মেলন
South Asian Association for Regional Co-Operation	১৯৮০ উদ্যোক্তা- প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান	কাঠমুন্ডু	৮টি	ফাতিমা ধিয়ানা সায়েদ (মালদ্বীপ)	উদ্যোক্তা রাষ্ট্র	সর্বশেষ- ২০১০; ভূটানের থিম্পুতে পরবর্তী- ২০১১; মালদ্বীপ

- SARRC এর পূর্ণরূপ- South Asian Association for Regional Co-Operation
- SARRC এর সচিবালয়- কাঠমুন্ডুতে (নেপাল)
- SAARC এর বর্তমান মহাসচিব- ফাতিমা ধিয়ানা সায়েদ (মালদ্বীপ)
- ফাতিমা ধিয়ানা সায়েদ সার্কের- ১০ম মহাসচিব (১ মার্চ ২০১১ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত)
- SAARC এর বর্তমান চেয়ারম্যান- জিগমে ওয়াই থিনলে (ভুটানের প্রধানমন্ত্রী)
- SARRC এর বর্তমান সদস্য- ৮ টি (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মালদ্বীপ, ভুটান ও আফগানিস্তান)
- SARRC এর সর্বশেষ সদস্য দেশ- আফগানিস্তান
- SARRC এর পর্যবেক্ষক সদস্য- অস্ট্রেলিয়া, চীন, ইরান, জাপান, কোরিয়া, মরিশাস, মায়ানমার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (অস্ট্রেলিয়া ও মায়ানমার ২০১০ সালেই প্রথম সার্ক সম্মেলনে অংশ নেয়)
- SARRC এর সদস্য হতে আগ্রহী- চীন, ইরান, মায়ানমার
- SARRC পর্যবেক্ষক হতে আগ্রহী- ইন্দোনেশিয়া ও রাশিয়া

RAISUL ISLAM HRIDOY

- SAARC এর অন্তর্ভূক্ত যে দেশে সামরিক বাহিনী নেই- মালদ্বীপ ও ভুটান
- SAARC এর অন্তর্ভূক্ত স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র- আফগানিস্তান, নেপাল ও ভুটান
- SAARC এর সহযোগিতার ক্ষেত্র- ১৩ টি
- SARRC এর ষোড়শ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- ভুটানের থিম্পুতে, ২৮-২৯ এপ্রিল, ২০১০
- এই সম্মেলনে আলোচিত বিষয়- পরিবেশ/পরিবেশ বিপর্যয়
- SARRC এর অন্তর্ভূক্ত যে দেশে SARRC এর সম্মেলন হয়নি- আফগানিস্তান
- SARRC এর বানিজ্য চুক্তি SAPTA স্বাক্ষরিত হয়- ১১ এপ্রিল, ১৯৯৩
- SAPTA চুক্তি কার্যকরী হয়- ৮ ডিসেম্বর,১৯৯৫
- SAFTA বা অবাধ মুক্ত বানিজ্য এলাকা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ৬ জানুয়ারি, ২০০৪ সালে
- SAFTA বা অবাধ মুক্ত বানিজ্য এলাকা চুক্তি কার্যকরী হয়- ১ জুলাই, ২০০৬ সালে
- SAIC (সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র) অবস্থিত- বাংলাদেশে
- SMRC (সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত- বাংলাদেশ

তথ্যসূত্র :www.saarc-sec.org

RAISUL ISLAM HRIDOY

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন(EU)

ইউরোপীয়ান দেশগুলোর, মূলত অর্থনৈতিক সহযোগিতার জোট- EU

নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	সদর দপ্তর	সদস্য	প্রেসিডেন্ট
European Union	১৯৯৩	ব্রাসেলস	২৭	Heran Van Rompuy

- ইউরোপিয়ান জোটগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক জোট- ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন(EU)।
- EU এর পূর্ব নাম- EC (EEC)

- EU প্রতিষ্ঠিত হয়- ১ নভেম্বর, ১৯৯৩ সালে
- EU প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য- ১৫ টি
- EU এর বর্তমান সদস্য- ২৭ টি
- EU এর সদর দপ্তর- ব্রাসেলস(বেলজিয়াম)
- ইউরো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদর দপ্তর- জার্মানির ফ্রাঙ্কফুটে
- ইউরোপীয় পার্লামেন্ট অবস্থিত- স্টাসবার্গে (ফ্রান্স) এবং ব্রাসেলস (বেলজিয়াম)
- EU এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট- Heran Van Rompuy
- ইউরোপীয়ান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট- Jen-Claude Trichet (ফ্রান্স)
- ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট- Jerzy Buzek
- ইউরো মুদ্রার জনক- রবার্ট ম্যান্ডেল
- ইউরো মুদ্রা বাজারে আসে- ২০০২ সালে

তথ্যসূত্র : europa.eu

www.ecb.int

europarl.europa.eu

আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU)

- আফ্রিকান দেশগুলোর আঞ্চলিক জোট- AU
- AU এর পূর্ণরূপ- African Uninon
- আফ্রিকার দেশ হয়েও AU র সদস্য নয়- মরক্কো
- OAU প্রতিষ্ঠিত হয়- ২৫ মে, ১৯৬৩ সালে
- OAU পরিবর্তিত হয়ে AU হয়- ৯ জুলাই, ২০০২ সালে

RAISUL ISLAM HRIDOY

- AU এর বর্তমান সদস্য- ৫৪ টি
- AU এর সদর দপ্তর- আদ্দিস আবাবায় (ইথিওপিয়া)
- বর্তমান প্রধান- বিঙ্গু ওয়া মুথারিকা

তথ্যসূত্র : www.au.int

ওপেক (OPEC)

তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর জোট- OPEC

নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	সদর দপ্তর	সদস্য
Organization of Petroleum Exploring Countries	১৯৬০	ভিয়েনা	১২

- OPEC এর পূর্ণ নাম- Organization of Petroleum Exploring Countries
- OPEC এর বর্তমান সদস্য- ১২ টি
- OPEC এর সদর দপ্তর- ভিয়েনা
- OPEC এর অন্তর্ভূক্ত অনারব দেশ- ইরান, ভেনেজুয়েলা, নাইজেরিয়া
- সম্প্রতি তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়াতে OPEC ত্যাগ করে- ইন্দোনেশিয়া

তথ্যসূত্র : www.OPEC.org

G-8

- G-8 এর পূর্ণনাম- Group of Eight
- G-8 এর সদস্য- ৮ টি (ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, রাশিয়া)
- G-8 এর সদর দপ্তর- নেই

তথ্যসূত্র : en.wikipedia.org/wiki/G8

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সংস্থা, সংগঠন ও জোট

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) :

নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	সদর দপ্তর	সদস্য	বাংলাদেশ	মহাপরিচালক
World Trade Organization	১৯৯৫	জেনেভা	১৫৩	সদস্য (১৯৯৫)	প্যাসকেল ল্যামি (ফ্রান্স)

- ⌘ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়- ১ জানুয়ারি, ১৯৯৫
- ⌘ সদস্য সংখ্যা- ১৫৩
- ⌘ সদর দপ্তর- জেনেভা
- ⌘ পূর্বনাম/পূর্ব স্বত্ত্বা- GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)
- ⌘ (মূলত GATT ছিল একটি বাণিজ্য চুক্তি; পরবর্তীতে UN র কোন বাণিজ্য সংস্থা কার্যকর না হতে পারায় এটিকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা হিসেবে রূপদান করে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization) নাম দেয়া হয় ।)
- ⌘ GATT প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৭ সালে
- ⌘ GATT বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়- ১৯৯৩ সালে
- ⌘ বাংলাদেশ GATT স্বাক্ষর করে- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে
- ⌘ সর্বশেষ সদস্য- কেপ ভার্দে (২৩ জুলাই ২০০৮) (ইউক্রেন সদস্য হয় ১৬ মে ২০০৮ সালে)

তথ্যসূত্র : www.wto.org

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিশ্বব্যাংক

- বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৫ সালে
- বিশ্বব্যাংকের সদরদপ্তর- ওয়াশিংটন ডিসি (সকল সংস্থার সদর দপ্তরও ওয়াশিংটন ডিসিতে)
- বিশ্বব্যাংকের বর্তমান সদস্য- ১৮৯
- বিশ্বব্যাংকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট- ডেভিড ম্যাল্পাস
- বিশ্বব্যাংকের গঠিত হয়- ব্রিটন উডস চুক্তির মাধ্যমে
- বিশ্বব্যাংকের মূল সংস্থা- ৫টি;
  - ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকন্সট্রাকশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (International Bank for Reconstruction and Development) **(IBRD)**
  - ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (International Development Association) **(IDA)**
  - ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (International Finance Corporation) **(IFC)**
  - মাল্টিল্যাটারাল ইনভেস্টমেন্ট গ্যারান্টি এজেন্সি (Multilateral Investment Guarantee Agency) **(MIGA)**
  - ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর সেটলমেন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট ডিসপিউটস (International Centre for Settlement of Investment Disputes) **(ICSID)**
- বিশ্বব্যাংক বলতে মূলত IBRD ও IDA কে বোঝানো হয় (সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ IBRD; পরীক্ষায় আসলে IBRD উত্তর করতে হবে)
- সম্প্রতি নিজেদেরকে বিশ্বব্যাংক থেকে প্রত্যাহার করেছে- ভেনিজুয়েলা ও ইকুয়েডর

RAISUL ISLAM HRIDOY

- জাতিসংঘের সদস্য না হয়েও বিশ্বব্যাংকের সদস্য- কসোভো

ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকন্সট্রাকশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (IBRD)

- সদস্য রাষ্ট্র- ১৮৭
- সর্বশেষ সদস্য- টুভ্যালু
- সদর দপ্তর- ওয়াশিংটন ডিসি

ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (IDA)

- সদস্য রাষ্ট্র- ১৭১
- সদর দপ্তর- ওয়াশিংটন ডিসি

ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (IFC)

- সদস্য রাষ্ট্র- ১৮২
- সদর দপ্তর- ওয়াশিংটন ডিসি

মাল্টিল্যাটারাল ইনভেস্টমেন্ট গ্যারান্টি এজেন্সি (MIGA)

- সদস্য রাষ্ট্র- ১৭৫
- সদর দপ্তর- ওয়াশিংটন ডিসি

ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর সেটলমেন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট ডিসপিউটস (ICSID)

- সদস্য রাষ্ট্র- ১৪৪
- সদর দপ্তর- ওয়াশিংটন ডিসি

তথ্যসূত্র : www.worldbank.org

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)

RAISUL ISLAM HRIDOY

- ADB প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬৬ সালে
- ADB এর বর্তমান সদস্য- ৬৭ টি
- ADB এর সদর দপ্তর- ম্যানিলা
- পুনঃনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট- হারাহিকো কুরোদা (৮ম)

তথ্যসূত্র : www.adb.org

BIMSTEC

- BIMSTEC এর পূর্ণ নাম- Bay of Bengal Initiative for Multi-Sector Technical and Economic Cooperation
- BIMSTEC গঠিত হয়- ৬ জুন, ১৯৯৭ সালে
- BIMSTEC এর পূর্বনাম- BISTEC
- BIMSTEC এর সদর দপ্তর- ব্যাংকক
- BISTEC এর নাম BIMSTEC হয় যে দেশ যোগ দেয়ার পরে- মায়ানমার
- BIMSTEC এর সদস্য- বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, ভূটান, নেপাল (৭টা)
- বর্তমান চেয়ারম্যান রাষ্ট্র- মায়ানমার

তথ্যসূত্র : bimstec.org

আসিয়ান (ASEAN)

- পূর্ণ নাম- Association of Southeast Asian Naions
- সদর দপ্তর- জাকার্তা
- বর্তমান সদস্য- ১০ টি

তথ্যসূত্র : asean.org

RAISUL ISLAM HRIDOY

সিরডাপ (CIRDAP)

- CIRDAP প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৯
- CIRDAP এর সদস্য- ১৫ টি
- CIRDAP এর সর্বশেষ সদস্য- ফিজি (জুন ২০১০)
- CIRDAP এর সদর দপ্তর- ঢাকা
- CIRDAP এর পূর্ণনাম- Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific

তথ্যসূত্র : www.cirdap.org.sg/

জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organisation)

- জাতিসংঘের শ্রম বিষয়ক সংস্থা
- প্রতিষ্ঠা- ১৯১৯ সালে
- সদর দপ্তর- জেনেভা

জাতিসংঘ পরিবেশবাদী সংস্থা (IPCC)

- এটি জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক অঙ্গ সংগঠন
- IPCC এর পূর্ণ রূপ- Inter Governmental Panel on Climate Change.
- প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৮৮
- নির্বাহী প্রধান- রাজেন্দ্র কে পাটোরি(ভারত)

RAISUL ISLAM HRIDOY

- নোবেল পুরস্কার লাভ- ২০০৭ সাল

তথ্যসূত্র : www.ipcc.ch

UN Women

- জাতিসংঘের সর্বশেষ অঙ্গসংস্থা (১৭তম)
- অনুমোদন লাভ- ২ জুলাই ২০০৯
- কার্যক্রম শুরু- ১ জানুয়ারি ২০১১
- পুরো নাম/ আসল নাম- United Nations Entity for Gender Equlity and the Empowerment of Women
- প্রধান- মিশেল ব্যাচলেট (চিলির প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট; জাতিসংঘের পরবর্তী উপমহাসচিব)
- সদর দপ্তর- নিউইয়র্ক

তথ্যসূত্র : www.unwomen.org

RAISUL ISLAM HRIDOY

সামরিক জোট

ন্যাটো (NATO)

নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	সদর দপ্তর	সদস্য	মহাসচিব
North Atlantic Treaty Organization	১৯৪৯	ব্রাসেলস	২৮টি	এন্ডার্স ফগ রাসমুসেন

- NATO-র পূর্ণরূপ- North Atlantic Treaty Organization
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৯ সালে

- বর্তমান সদস্য- ২৮টি
- সদর দপ্তর- ব্রাসেলস
- ১৯৬৬ সালের আগ পর্যন্ত NATO-র সদর দপ্তর ছিল- প্যারিসে
- মহাসচিব- এন্ডার্স ফগ রাসমুসেন

তথ্যসূত্র : nato.int

ইন্টারপোল (INTERPOL)

পুলিশের আন্তর্জাতিক সংগঠন

নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	সদর দপ্তর	সদস্য	বাংলাদেশ
International Criminal Police Organization	১৯২৩	প্যারিসের লিঁও	১৮৮টি	সদস্য (১৯৭৬)

- পূর্ণরূপ- International Criminal Police Organization
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯২৩ সালে
- প্রাথমিক সদস্য- ৫০টি
- বর্তমান সদস্য- ১৮৮টি
- সদর দপ্তর- প্যারিসের লিঁও
- বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে- ১৯৭৬ সালে
- International Criminal Police Commission থেকে International Criminal Police Organization হয়- ১৯৫৬ সালে

তথ্যসূত্র : www.interpol.int

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সামরিক জোটসমূহ- WARSAW PACT, SEATO, CENTO

আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

রেড ক্রস (Red Cross)

চিকিৎসাক্ষেত্রে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	প্রতিষ্ঠাতা/ স্বপ্নদ্রষ্টা	সদর দপ্তর	সদস্য
Red Cross	১৮৬৩	হেনরি ডুনান্ট	জেনেভা	১৮৫টি

- পুরো নাম- International Red Cross and Red Crescent Movement
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৮৬৩ সালে
- প্রথম রেডক্রস প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেন/ প্রতিষ্ঠাতা- হেনরি ডুনান্ট (সুইজারল্যান্ড) (১৯০১ সালে প্রথম শান্তিতে নোবেল পান)
- সদর দপ্তর- জেনেভা
- বর্তমান সদস্য- ১৮৫ (রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট মিলিয়ে)
- রেডক্রস দিবস- ৮ মে (হেনরি ডুনান্টের জন্মদিন)
- রেডক্রসের প্রতীক- লাল ক্রস
- মুসলিম বিশ্বে রেডক্রসের নাম- রেড ক্রিসেন্ট
- রেড ক্রিসেন্টের প্রতীক- লাল অর্ধাকৃতি চাঁদ

RAISUL ISLAM HRIDOY

- আনুমানিক ভলান্টিয়ার সদস্য- প্রায় ৯ কোটি ৭০ লক্ষ

তথ্যসূত্র : www.redcross.int

রোটারি ইন্টারন্যাশনাল

- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯০৫ সালে
- সদর দপ্তর- ইভান্সটন, ইলিয়নিস (শিকাগো) (উত্তরে ইভান্সটন না থাকলে শিকাগো দিতে হবে; ইভান্সটন শহরটি শিকাগোর ১০ মাইল উত্তরে অবস্থিত)

তথ্যসূত্র : www.rotary.org

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল (Amnesty International; a.k.a.- Amnesty, AI)

- মানবাধিকার সংরক্ষণে কাজ করা একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এনজিও- Non-governmental organisation)
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬১ সালে
- সদর দপ্তর- লন্ডন
- বর্তমান মহাসচিব- সলিল শেঠী (ভারত)
- প্রাক্তন মহাসচিব- আইরিন খান (বাংলাদেশ)

তথ্যসূত্র : www.amnesty.org

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল

- বর্তমান চেয়ারপার্সন- ড. হিউগেট লেবেল

RAISUL ISLAM HRIDOY

আরো কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন-

সংগঠন	সদর দপ্তর	বিবরণ
অক্সফাম	লন্ডন	বৃটেন ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী দাতব্য সংস্থা; মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশকে পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা পুনর্নির্মাণে সহায়তা করেছিল
পিস কর্পস	ওয়াশিংটন	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা
কেয়ার	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাহায্য সংস্থা
অরবিস		ভাসমান (Flying) চক্ষু হাসপাতাল (যুক্তরাষ্ট্র)
গ্রিন পিস		নেদারল্যান্ডভিত্তিক পারমাণবিক বিস্ফোরণ বিরোধী পরিবেশবাদী গ্রুপ
Abolition 2000		পারমাণবিক অস্ত্র বিলোপ সাধনে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা
ওয়ার্ল্ড ওয়াচ		যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পরিবেশবাদী গ্রুপ
ডেমোক্রেসি ওয়াচ		বাংলাদেশভিত্তিক বেসরকারি জরিপ পরিচালনাকারী সংস্থা
ফ্রিডম হাউস	ওয়াশিংটন ডিসি	যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিভিন্ন সংস্থা, জোট ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠাসাল

১৮৬৬	Red Cross
১৯০৫	Rottery Int'l
১৯১৯	ILO (+২য় ভার্সাই চুক্তি)
১৯২৩	INTERPOL
১৯৪৫	UN, UNESCO, IMF, আরব লীগ, WB, FAO
১৯৪৮	WHO (+মানবাধিকার চুক্তি)
১৯৪৯	COMMONWEALTH, NATO (+জেনেভা কনভেনশন)

১৯৫৩	UNICEF
১৯৫৫	WARSHAW PACT (বিলুপ্তি- ১৯৯১)
১৯৬০	OPEC, IDA
১৯৬১	NAM, Amnesty Int'l
১৯৬৩	OAU(পরে AU, ২০০২ সালে)
১৯৬৬	ADB (+তাসখন্দ চুক্তি)
১৯৬৭	ASEAN
১৯৬৯	OIC
১৯৭৩	IDB (+প্যারিস চুক্তি)
১৯৮৫	SAARC
১৯৯৫	WTO, EU(ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি- ১৯৯২) (+ডেটন চুক্তি)
১৯৯৭	BIMSTEC, D-8 (+শান্তিচুক্তি, কিয়োটো, অটোয়া চুক্তি)
২০০২	AU(পূর্বে- OAU)

- এর মাঝে উল্লিখিত চুক্তিগুলো একই সালে সম্পাদিত হওয়ায় মনে রাখার সুবিধার্থে এখানেও দেওয়া হলো।

বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ

১৯৭২	COMMONWEALTH (৩২), IMF
১৯৭৪	UN (১৩৬), OIC
১৯৭৬	INTERPOL
১৯৮০	WOA (World Olympic Assoc.)
১৯৯৫	WTO (১২৪)

RAISUL ISLAM HRIDOY

জাতিসংঘ

জাতিসংঘের সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল

- নাম- United Nations (UN)
- প্রতিষ্ঠা- ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫ (জাতিসংঘ সনদ কার্যকর)
- প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য- ৫১
- বর্তমান সদস্য- ১৯৩
- সর্বশেষ সদস্য- দক্ষিণ সুদান (১৪ জুলাই ২০১১)
- সদর দপ্তর- নিউইয়র্ক
- ইউরোপীয় সদর দপ্তর- জেনেভা
- মূল সংস্থা- ৬টি
- অফিশিয়াল/দাপ্তরিক ভাষা- ৬টি
- সচিবালয়ে ব্যবহৃত ভাষা- ২টি (ইংরেজি ও ফরাসি)
- বর্তমান মহাসচিব- অ্যান্টোনিও গুতারেস (পর্তুগাল)

RAISUL ISLAM HRIDOY

জাতিসংঘ গঠন

জাতিসংঘ গঠনের ৭টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য। এগুলো হল-

১. লন্ডন ঘোষণা

২. আটলান্টিক সনদ : ১৪ আগস্ট, ১৯৪১; তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল আটলান্টিক মহাসাগরে বৃটিশ নৌ-তরী 'প্রিন্সেস অব ওয়েলস'-এ বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এক ঘোষণা দেন। এটিই আটলান্টিক সনদ নামে পরিচিত।

৩. মস্কো সম্মেলন

৪. তেহরান সম্মেলন

৫. ডাম্বারটন ওকস সম্মেলন

৬. ইয়াল্টা সম্মেলন

৭. সানফ্রান্সিসকো সম্মেলন : ২৫ এপ্রিল ১৯৪৫, সানফ্রান্সিসকো'তে ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা একটি সম্মেলনে যোগ দেন। ২৬ জুন তারা ১১১ ধারা সম্বলিত জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষর করেন। ১৫ অক্টোবর সম্মেলনে অংশ না নেয়া প্রথম দেশ হিসেবে পোল্যান্ড জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করে। আর সনদটি কার্যকর হয় ২৪ অক্টোবর। অর্থাৎ সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে উপস্থিত না থেকেও জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হওয়ার পূর্বেই তাতে স্বাক্ষর করে পোল্যান্ড। অর্থাৎ, সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে উপস্থিত রাষ্ট্র ৫০টি, কিন্তু সেই সম্মেলনে গৃহীত সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ ৫১টি (পোল্যান্ড'সহ)।

জাতিসংঘ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ⌘ জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালিন সদস্য ছিল- ৫১ টি
- ⌘ সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে উপস্থিত সদস্য- ৫০ টি
- ⌘ জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয়- ২৬ জুন, ১৯৪৫
- ⌘ জাতিসংঘ সনদের মূল স্বাক্ষরকারী দেশ- ৫১ টি
- ⌘ জাতিসংঘ সনদ কার্যকরী হয়- ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫ সালে
- ⌘ জাতিসংঘ দিবস- ২৪ অক্টোবর
- ⌘ জাতিসংঘের সদর দপ্তর- নিউইয়র্ক
- ⌘ জাতিসংঘের সদস্য নয়- তাইওয়ান, ভ্যাটিকান, কসোভো এবং ফিলিস্তিন

RAISUL ISLAM HRIDOY

⌘ জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষক- ভ্যাটিকান এবং ফিলিস্তিন

⌘ জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরকারী সম্মেলনে (সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে) উপস্থিত না থেকেও যে দেশটি জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য হিসেবে পরিগণিত হয়- পোল্যান্ড

⌘ জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য- ১৯৩

⌘ জাতিসংঘের সর্বশেষ সদস্য- দক্ষিণ সুদান

⌘ দক্ষিণ সুদান জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে- ১৪ জুলাই

⌘ জাতিসংঘ হতে স্বেচ্ছায় পদত্যাগকারী একমাত্র দেশ- ইন্দোনেশিয়া

⌘ ইন্দোনেশিয়া পদত্যাগ করে পুনরায় ফিরে আসে- ১৯৬৫

⌘ পূর্বে কোন দেশ জাতিসংঘের সদস্য ছিল বর্তমানে নেই- তাইওয়ান

⌘ তাইওয়ান চীনের নিকট জাতিসংঘের সদস্যপদ হারায়- ১৯৭১

⌘ বিশ্বের স্বাধীন দেশ হয়েও জাতিসংঘের সদস্য নয়- ভ্যাটিকান ও কসোভো

জাতিসংঘের সংস্থা

জাতিসংঘের মূল সংস্থা- ৬টি (বর্তমানে অবশ্য কার্যকর সংস্থা ৫টি । কারণ, ১৯৯৪ সালে পালাউ'র স্বাধীনতার পরপর অছিপরিষদ (Trusteeship Council) স্থগিত করা হয় ।)

১	সাধারণ পরিষদ General Assembly	সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়- লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার হলে । সাধারণ পরিষদে প্রতিটি দেশের ভোট দেয়ার ক্ষমতা- ১টি বাংলাদেশ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়- ১৯৮৬ সালে সভাপতিত্ব করেন- হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী
২	নিরাপত্তা পরিষদ Security Council	নিরাপত্তা পরিষদ পরিচিত– স্বস্তি পরিষদ নামে

RAISUL ISLAM HRIDOY

		নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা- ১৫ টি (৫ টি স্থায়ী ও ১০ টি অস্থায়ী) ৫টি স্থায়ী রাষ্ট্র- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন ১৯৬৫ সালের আগে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ছিল- ১১ টি নিরাপত্তা পরিষদের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমপক্ষে- ৫ টি স্থায়ী সদস্যের ও ৯ টি অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতি প্রয়োজন ভেটো মানে- আমি এটা মানি না (না ভোট) জাতিসংঘে ভেটো দানের ক্ষমতা আছে- নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী রাষ্ট্রের বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হয়- মোট ২ বার (১৯৭৮ ও ১৯৯৯) ২য় বার বাংলাদেশ (১৯৯৯ সালে নির্বাচিত, ২০০০-০১ মেয়াদে) সভাপতির দায়িত্ব পালন করে সভাপতিত্ব করেন- আনোয়ারুল করিম চৌধুরী
৩	অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ Economic and Social Council (ECOSOC)	
৪	আন্তর্জাতিক আদালত International Court of Justice World Court (ICJ)	জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালত পরিষদের নাম- স্থায়ী সালিশী আদালত আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দফতরের নাম- শান্তি প্রাসাদ (হেগ, নেদারল্যান্ডস) আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক- ১৫ জন আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকদের মেয়াদ- ৯ বছর

		আন্তর্জাতিক আদালতের বর্তমান প্রেসিডেন্ট- হিশাস ওয়াদা (Hisashi Owada)
৫	সচিবালয় Secretariat	
৬	অছি পরিষদ Trusteeship Council	১৯৯৪ সালে পালাউ স্বাধীন হলে জাতিসংঘের এই সংস্থাটি স্থগিত (suspended) করা হয় ।

- ২০০২ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধী আদালত (International Criminal Court) (ICC, ICCt) প্রতিষ্ঠা করা হয় । এটিও জাতিসংঘের আওতাভুক্ত, তবে তাদের কাজেকর্মে অনেকটাই স্বাধীন । এটি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতা বিরোধী অপরাধ প্রভৃতির বিচার করে । তবে ২০০২ সালের ১ জুলাই যেদিন এটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় তার আগের কোন অপরাধ এই আদালতের আওতাধীন হবে না ।
- ICC প্রতিষ্ঠা- ১ জুলাই ২০০২
- ICC র সদর দপ্তর- হেগ, নেদারল্যান্ডস
- ICC র সদস্য- ১১৬ (১ নভেম্বর থেকে ১১৭; ১ ডিসেম্বর থেকে ১১৮)
- বাংলাদেশ ICC র সদস্য নয়/ চুক্তি স্বাক্ষর করেনি

UN Women : জাতিসংঘের সর্বশেষ অঙ্গসংস্থা

- জাতিসংঘের সর্বশেষ অঙ্গসংস্থা (১৭তম)
- অনুমোদন লাভ- ২ জুলাই ২০০৯
- কার্যক্রম শুরু- ১ জানুয়ারি ২০১১
- পুরো নাম/ আসল নাম- United Nations Entity for Gender Equlity and the Empowerment of Women

RAISUL ISLAM HRIDOY

- প্রধান- মিশেল ব্যাচলেট (চিলির প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট; জাতিসংঘের পরবর্তী উপমহাসচিব)
- সদর দপ্তর- নিউইয়র্ক

জাতিসংঘের মহাসচিব

- জাতিসংঘ মহাসচিবের মেয়াদ- ৫ বছর (প্রকৃতপক্ষে মহাসচিবের পদের নির্দিষ্ট কোন মেয়াদ নেই । তবে ঐতিহ্যগতভাবে মহাসচিব ৫ বছরের জন্য ১ বা ২ মেয়াদে নির্বাচিত হন)
- জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব- ট্রিগভে লি (Trygve Lie) (নরওয়ে)
- জাতিসংঘের একমাত্র মুসলমান মহাসচিব- কফি আনান (ঘানা)
- মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন- উ থান্ট (মায়ানমার) (প্রথম এশীয় মহাসচিব)
- জাতিসংঘের মহাসচিব- বান কি মুন (দক্ষিণ কোরিয়া) (নির্বাচিত হন- ২০০৭ সালে)
- জাতিসংঘের মহাসচিবদের মধ্যে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান- দ্যাগ হেমারশোল্ড(১৯৬১) ও কফি আনান(২০০১)
- জাতিসংঘের যে মহাসচিব মরণোত্তর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান- দ্যাগ হেমারশোল্ড(১৯৬১)

জাতিসংঘে বাংলাদেশ

⌘ **সদস্যপদ লাভ** ⌘ **১৩৬তম সদস্য**	**১৯৭৪ (১৭ সেপ্টেম্বর)**
⌘ **UN-এর নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য (স্বস্তি পরিষদ)**	১ম বার : ১৯৭৮ (১০ নভেম্বর)

RAISUL ISLAM HRIDOY

⌘ মোট ২ বার ⌘ ২য় বার বাংলাদেশ (১৯৯৯ সালে নির্বাচিত, ২০০০-০১ মেয়াদে) সভাপতির দায়িত্ব পালন করে ⌘ সভাপতিত্ব করেন আনোয়ারুল করিম চৌধুরী	২য় বার : ১৯৯৯ (১৪ অক্টোবর)
⌘ UN-এর সাধারণ পরিষদের সভাপতি ⌘ সভাপতিত্ব করেন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী	১৯৮৬

জাতিসংঘ ঘোষিত শীর্ষ সম্মেলন

সম্মেলন	স্থান	সময়কাল
শিশু বিষয়ক বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন	নিউইয়র্ক	১৯৯০
পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলন (ধরিত্রী সম্মেলন)	রিওডি জেনিরো	১৯৯২
বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলন	ভিয়েনা	১৯৯৩
আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলন	কায়রো	১৯৯৪
চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন	বেইজিং	১৯৯৫
পরিবেশ সম্মেলন+৫	নিউইয়র্ক	১৯৯৭
বর্ণবাদ ও বর্ণবৈষম্য বিরোধী বিশ্ব সম্মেলন	ডারবান	২০০১

জাতিসংঘ ও নোবেল (শান্তিতে)

- জাতিসংঘ মোট নোবেল পায়- ৮ বার
- জাতিসংঘ/ জাতিসংঘের মহাসচিব নোবেল পায়- ২ বার
- জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থাগুলো নোবেল পায়- ৬ বার
- জাতিসংঘের মোট- ৫টি অঙ্গসংস্থা নোবেল পেয়েছে (UNHCR, UNICEF, ILO, IAEA, IPCC)
- জাতিসংঘের যে অঙ্গসংস্থা ২ বার নোবেল পেয়েছে- UNHCR

RAISUL ISLAM HRIDOY

জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক বর্ষ

- প্রতিবন্ধী বর্ষ- ১৯৮১
- নারীবর্ষ- ১৯৮৪
- আদিবাসী বর্ষ- ১৯৯৩
- আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য বর্ষ
- আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সৌহার্দ্য বর্ষ ২০১০
- আন্তর্জাতিক নাবিক বর্ষ
- আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ- ১২ আগস্ট ২০১০ থেকে ১১ আগস্ট ২০১১
- আন্তর্জাতিক বন বর্ষ
- আন্তর্জাতিক রসায়ন বর্ষ ২০১১
- Int'l year for people of African Descent
- International Year of Cooperatives
- International Year of Sustainable Energy for All ২০১২
- International Year of Water Cooperation- ২০১৩

আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ

জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ

জানুয়ারি	২৬ জানুয়ারি- শুল্ক দিবস
ফেব্রুয়ারি	৪ ফেব্রুয়ারি- ক্যান্সার দিবস ১৪ ফেব্রুয়ারি- ভালোবাসা দিবস ২০ ফেব্রুয়ারি- সামাজিক ন্যায়বিচার দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

RAISUL ISLAM HRIDOY

মার্চ	৮ মার্চ- নারী দিবস ২১ মার্চ- বর্ণবৈষম্য নির্মূল দিবস ২১ মার্চ- বন দিবস ২১ মার্চ- কবিতা দিবস ২২ মার্চ- পানি দিবস ২৩ মার্চ- আবহাওয়া দিবস
এপ্রিল	২ এপ্রিল- অটিজন সচেতনতা দিবস ৭ এপ্রিল- স্বাস্থ্য দিবস ২২ এপ্রিল- ধরিত্রী দিবস ২৩ এপ্রিল- বই দিবস ২৭ এপ্রিল- শিশু দিবস ২৯ এপ্রিল- আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস
মে	১ মে- মে দিবস/ বিশ্ব শ্রমিক দিবস ৩ মে- সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা দিবস ৮ মে- রেডক্রস দিবস ২য় রোববার- মা দিবস (২০১১ সালে ৮ মে) ১৫ মে- পরিবার দিবস ১৭ মে- টেলিযোগাযোগ দিবস ১৮ মে- জাদুঘর দিবস ২৯ মে- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস ৩১ মে- ধূমপানবিরোধী দিবস
জুন	৫ জুন- পরিবেশ দিবস ৮ জুন- সাগর দিবস ১২ জুন- শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস

RAISUL ISLAM HRIDOY

	২০ জুন- শরণার্থী/উদ্বাস্তু দিবস ২৩ জুন- অলিম্পিক দিবস ২৬ জুন- মাদকবিরোধী দিবস
জুলাই	১১ জুলাই- জনসংখ্যা দিবস ১৮ জুলাই- নেলসন ম্যান্ডেলা দিবস
আগস্ট	১ আগস্ট- বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস ৬ আগস্ট- হিরোশিমা দিবস ১ম রবিবার- বন্ধুত্ব দিবস (২০১১ সালে ৭ আগস্ট) ৯ আগস্ট- নাগাসাকি দিবস ৯ আগস্ট- আদিবাসী দিবস ১২ আগস্ট- যুব দিবস ২৪ আগস্ট- নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস ২৯ আগস্ট- নিউক্লিয়ার অস্ত্র পরীক্ষা বিরোধী দিবস
সেপ্টেম্বর	৮ সেপ্টেম্বর- স্বাক্ষরতা দিবস ১৫ সেপ্টেম্বর- গণতন্ত্র দিবস ২৭ সেপ্টেম্বর- পর্যটন দিবস ২৮ সেপ্টেম্বর- তথ্য অধিকার দিবস
অক্টোবর	১ অক্টোবর- প্রবীণ দিবস ৫ অক্টোবর- শিক্ষক দিবস ৯ অক্টোবর- ডাক দিবস ১০ অক্টোবর- মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ১১ অক্টোবর- দর্শন দিবস ২য় বৃহস্পতিবার- অন্ধত্ব/সাদা ছড়ি দিবস (২০১১ সালে ১৩ অক্টোবর) ১৪ অক্টোবর- শিশু দিবস

RAISUL ISLAM HRIDOY

	১৬ অক্টোবর- খাদ্য দিবস ২৪ অক্টোবর- জাতিসংঘ দিবস
নভেম্বর	১৬ নভেম্বর- সহিষ্ণুতা দিবস ১৯ নভেম্বর- টয়লেট দিবস ২০ নভেম্বর- শিশু দিবস ৩য় রবিবার- সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের স্মরণে দিবস (২০১১ সালে ২০ নভেম্বর) ২১ নভেম্বর- টেলিভিশন দিবস ২৯ নভেম্বর- সংহতি দিবস
ডিসেম্বর	১ ডিসেম্বর- এইডস দিবস ২ ডিসেম্বর- দাসপ্রথা বিলোপ দিবস ৩ ডিসেম্বর- বিকলাঙ্গ/পঙ্গু/প্রতিবন্ধী দিবস ৯ ডিসেম্বর- দুর্নীতি বিরোধী দিবস ১০ ডিসেম্বর- মানবাধিকার দিবস ১৮ ডিসেম্বর- প্রবাসী দিবস

জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক দিবসসমূহের তালিকার অফিশিয়াল পেজ

http://www.un.org/en/events/observances/days.shtml

জনক ও প্রবক্তা

গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রের জনক

শাস্ত্র	জনক
ইতিহাস	হিরোডেটাস
দর্শন	সক্রেটিস
বিজ্ঞান	থেলিস

RAISUL ISLAM HRIDOY

উদ্ভিদবিদ্যা	হিপোক্রেটিস
প্রাণীবিজ্ঞান	অ্যারিস্টটল
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	অ্যারিস্টটল
আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান	নিকোলো ম্যাকিয়াভেলী
সমাজবিজ্ঞান	অগাস্ট কোঁৎ
অংক শাস্ত্র	আর্কিমিডিস
বীজগণিত	আল খোয়ারিজমি
জ্যামিতি	ইউক্লিড
রসায়ন	জাবির ইবনে হাইয়ান
আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা	নিকোলাস কোপার্নিকাস
অর্থনীতি	অ্যাডাম স্মিথ
আধুনিক অর্থনীতি	পল স্যামুয়েলসন
মনোবিজ্ঞান	উইলহেম উল্ড
আধুনিক গণতন্ত্র	জন লক
সামাজিক বিবর্তনবাদ	হার্বার্ট স্পেন্সার
জীবাণুবিদ্যা	লুই পাস্তুর
বিবর্তনবাদ	চার্লস ডারউইন

সাহিত্যে (বিশেষত বাংলা) জনক/প্রবক্তা

ক্ষেত্র	প্রবক্তা
বাংলা গদ্য ছন্দ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অমিত্রাক্ষর ছন্দ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
সনেট	পেত্রার্ক
বাংলা সনেট	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
আধুনিক বাংলা নাটক	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
বাংলা গদ্য	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
বাংলা উপন্যাস	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাংলাদেশের চলচ্চিত্র	আব্দুল জব্বার খাঁন
বাংলা টপ্পাগান	নিধু বাবু

পারমানবিক তথ্য

RAISUL ISLAM HRIDOY

পারমাণবিক শক্তিধর দেশ (অনুক্রমে)- ৮টি
এনপিটি চুক্তির আওতাধীন- ৫টি : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও চীন
এনপিটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি- ৩টি : ভারত, পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়া

এছাড়াও-
সম্ভাব্য পারমাণবিক শক্তিধর দেশ- ইসরায়েল
ন্যাটোর অধীনে পারমাণবিক শক্তির অংশীদার- বেলজিয়াম, জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ড ও তুরস্ক
(ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত পারমাণবিক শক্তিধর দেশ ৩টি হলেও - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স – পারমাণবিক শক্তি/অস্ত্র অন্যদের ব্যবহার করতে দেয়ার অধিকার আছে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের; পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধে এটি মূলত ন্যাটোর একটি চুক্তি)
ন্যাটোর অধীনে পারমাণবিক শক্তির সাবেক অংশীদার- কানাডা, দক্ষিণ কোরিয়া ও গ্রিস
সাবেক পরমাণু শক্তিধর দেশ- দক্ষিণ আফ্রিকা, বেলারুশ, কাজাখস্তান, ইউক্রেন
(বেলারুশ, কাজাখস্তান ও ইউক্রেন পরমাণু অস্ত্র তৈরি করেনি; সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পৃথক হওয়ার পর রাশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্রগুলোই এসব দেশে থেকে গিয়েছিল; পরবর্তীতে অস্ত্রগুলো রাশিয়ার কাছে হস্তান্তর করা হয়)
পরমাণু শক্তিধর হিসেবে অভিযুক্ত/সন্দেহ করা হয়- ইরান ও সিরিয়া

বিখ্যাত পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ অঞ্চল

বিকিনি

যুক্তরাষ্ট্র, প্রশান্ত মহাসাগর; বর্তমানে স্বাধীন মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত

১৯৫৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র এখানে প্রথম হাইড্রোজেন বোমা ‘ক্যাসল ব্রাভো’র পরীক্ষা করে; অনুমিত পরিমাণের অনেক বেশি ক্ষতি সাধিত হয়; এটি যুক্তরাষ্ট্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো সবচেয়ে শক্তিশালী পারমাণবিক বোমা;
ইউনেস্কো ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট
(১৯৪৬-১৯৫৮)

লপ নুর

চীন, সিংকিয়াং

RAISUL ISLAM HRIDOY

পারমাণবিক বিস্ফোরণ কেন্দ্র; চীন এখানে প্রথম পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় (১৯৬৪-১৯৯৬)

পোখরান

ভারত, রাজস্থান

পারমাণবিক গবেষণা ও পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ কেন্দ্র (১৯৭৪ ও ১৯৯৮ সালে)

চাগাই

পাকিস্তান, বেলুচিস্তান

পারমাণবিক বিস্ফোরণ কেন্দ্র (১৯৯৮ সালে ২ বার)

কিলজু

উত্তর কোরিয়া, হামজিয়ং প্রদেশ

পারমাণবিক বিস্ফোরণ কেন্দ্র (২০০৬ ও ২০০৯ সালে)

মরুরয়া

ফ্রান্স

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর; ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়ায় পারমাণবিক বিস্ফোরণ কেন্দ্র (১৯৭৪-১৯৯৬)

পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র

ভারত

অগ্নি- ১, ২, পৃথ্বী, নাগ, আকাশ, ত্রিশূল, সাগরিকা, পিনাক, হ্যাফট পিএসএলভি, পোখরান- ১, ২

পাকিস্তান

ঘোরী, শাহীন, আবদালি, গজনবী, চাগাই- ১, ২

যুক্তরাষ্ট্র

টোমাহক, প্যাট্রিয়ট, ক্যাসেল ব্রাভো

RAISUL ISLAM HRIDOY

রাশিয়া

জেনিথ

ইসরায়েল

জেরিকো

⌘ পারমাণবিক অস্ত্র সংক্রান্ত চুক্তি

NPT- Nuclear Non-proliberation Treaty

স্বাক্ষর- ১৯৬৮

কার্যকর- ১৯৭০

স্বাক্ষরকারী দেশ- ১৮৯

উদ্দেশ্য- পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন বন্ধ, ব্যবহার সীমিতকরণ ও পর্যায়ক্রমে পারমাণবিক অস্ত্রের বিলোপসাধন

স্বাক্ষর করেনি- ভারত, পাকিস্তান, ইসরায়েল

চুক্তি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে- উত্তর কোরিয়া (২০০৩ সালে)

স্বাক্ষরকারী পরমাণু শক্তিধর দেশ- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, চীন

CTBT- Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty

স্বাক্ষর- ১৯৯৬

স্বাক্ষরকারী দেশ- ১৮২

উদ্দেশ্য- সকল প্রকার পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করা

স্বাক্ষর করেনি- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত, পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া, ইসরায়েল, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, মিশরি

জাতিসংঘের উপরোক্ত সদস্যরা স্বাক্ষর না করায় CTBT কার্যকর হয়নি

পারমাণবিক হামলা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে (শেষ দিকে) যুক্তরাষ্ট্র জাপানে উপর্যুপরি ২টি পারমাণবিক হামলা চালায়

পারমাণবিক বোমার নামঃ লিটল বয়

RAISUL ISLAM HRIDOY

৬ আগস্ট ১৯৪৫ হিরোশিমা

৯ আগস্ট ১৯৪৫ নাগাসাকি

ফ্যাটম্যান

গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেশের মুদ্রার নাম

দেশ	মুদ্রা	দেশ	মুদ্রা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র		যুক্তরাজ্য	
কানাডা		সাইপ্রাস	
অস্ট্রেলিয়া		মিশর	পাউন্ড
নিউজিল্যান্ড		লেবানন	
পূর্ব তিমুর		সিরিয়া	
সিঙ্গাপুর			
হংকং	ডলার	আয়ারল্যান্ড	
ব্রুনাই		লুক্সেমবার্গ	
জিম্বাবুয়ে		ফ্রান্স	
গ্রানাডা		বেলজিয়াম	
গায়ানা		ইতালি	
বেলিজ		অস্ট্রিয়া	
জ্যামাইকা		জার্মানি	
অ্যান্টিগুয়া ও বারমুডা		স্পেন	
		নেদারল্যান্ড	ইউরো
সুইজারল্যান্ড		ফিনল্যান্ড	
মোনাকো		পর্তুগাল	
বুরুন্ডি		গ্রিস	
বেনিন্		মাল্টা	
মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	ফ্রাংক	সাইপ্রাস	
ক্যামেরুন		স্লোভেনিয়া	
চাঁদ		স্লোভাকিয়া	
কঙ্গো			

RAISUL ISLAM HRIDOY

আইভরি কোস্ট		ভ্যাটিকান	লিরা
গ্যাবন		তুরস্ক	
মালাগাছি			
নাইজার		ইয়েমেন	
রুয়ান্ডা		সৌদি আরব	
সেনেগাল		ওমান	রিয়াল
		কাতার	
কেনিয়া		ইরান	
তাঞ্জানিয়া	শিলিং		
সোমালিয়া		আলজেরিয়া	
উগান্ডা		বাহরাইন	দিনার
		কুয়েত	
সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE)	দিরহাম	তিউনিশিয়া	
মরক্কো			
		ইন্দোনেশিয়া	রুপাইয়া
ভারত		মালদ্বীপ	
পাকিস্তান	রুপি		
শ্রীলঙ্কা		ফিলিপাইন	
নেপাল		মেক্সিকো	
		কলম্বিয়া	
চেক প্রজাতন্ত্র	কোরুনা	উরুগুয়ে	পেসো
স্লোভাক	নিউকোরনা	কিউবা	
		আর্জেন্টিনা	
কোস্টারিকা	কোলন	চিলি	
এল সালভাদর			
বুলগেরিয়া	লেভ	ডেনমার্ক	
রুমানিয়া		আইসল্যান্ড	ক্রোনার
		নরওয়ে	
দক্ষিণ কোরিয়া	ওন	সুইডেন	
উত্তর কোরিয়া	ওয়ান		
		ইরিত্রিয়া	চির
প্যারাগুয়ে	ওয়ারানি	ইথিওপিয়া	

RAISUL ISLAM HRIDOY

মালয়েশিয়া	রিংগিট	**থাইল্যান্ড**	বাথ
চীন	ইউয়ান	**রাশিয়া**	রুবল
গুয়েতেমালা	কুয়েত জাল	**হাঙ্গেরি**	ফোরিন্ট
মায়ানমার	কিয়াট	**দক্ষিণ আফ্রিকা**	র‌্যান্ড
ব্রাজিল	রিয়েল	**জাপান**	ইয়েন
কঙ্গো প্রজাতন্ত্র	জায়ারে	**ইসরাইল**	সেকেল
পেরু	ইনতি	**ভেনিজুয়েলা**	বলিভার
নিরাকাগুয়া	করডোবা	**ভিয়েতনাম**	ডং
পোল্যান্ড	জোটি	**জাম্বিয়া**	কওয়াচা
ভুটান	গুলট্রাম	**কাজাকিস্তান**	টেনজে
বাংলাদেশ	টাকা		

বিভিন্ন সংস্থার সদরদপ্তর ও প্রতিষ্ঠাকাল

সংস্থা	সদরদপ্তর	প্রতিষ্ঠাকাল
জাতিসংঘ (UN)		১৯৪৫/1945
জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF)		১৯৪৬/1946
জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPC)	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র	১৯৬৯/1969

RAISUL ISLAM HRIDOY

জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল (UNIFEM)	New York, USA	১৯৭৬/1976
জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (UNDP)		১৯৬৫/1965
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)	ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র Washington DC, USA	১৯৪৫/1945
পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক (IBRD)		১৯৪৫/1945
আমেরিকান রাষ্ট্রসমূহের সংস্থা (OAS)		১৯৪৮/1948
আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (IFC)		১৯৫৬/1956
পুঁজি বিনিয়োগজনিত বিরোধ নিষ্পত্তির আন্তর্জাতিক কেন্দ্র (ICSID)		১৯৬৬/1966
বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ গ্যারান্টি সংস্থা (MIGA)		১৯৮৮/1988
রোটানি ইন্টারন্যাশনাল (Rotary International)	ইলিনয়িস, যুক্তরাষ্ট্র Illionis, USA	১৯০৫/1905
United Nation Volunteers (UNV)	বন, জার্মানি Bonn, Germany	১৯৭০/1970

RAISUL ISLAM HRIDOY

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (TI)	বার্লিন, জার্মানি Berlin, Germany	১৯৯৩/1993
কমনওয়েলথ অব নেশন	লন্ডন, যুক্তরাজ্য London, UK	১৯৩১/1931
অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল		১৯৪২/1942
আন্তর্জাতিক সমুদ্র চলাচল সংস্থা (IMO)		১৯৫৯/1959
আমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল (Amnesty International)		১৯৬১/1961
খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)	রোম, ইতালি Rome, Italy	১৯৪৫/1945
বিশ্ব খাদ্য তহবিল (WEP)		১৯৬১/1961
আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (IFAD)		১৯৭৭/1977
আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (IAEA)	ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া Vienna, Austria	১৯৫৭/1957
ওপেক (OPEC)		১৯৬০/1960
জাতিসংঘ শিল্পোন্নয়ন সংস্থা (UNIDO)		১৯৬৬/1966
সিটিবিটিও (CTBTO)		১৯৯৬/1996

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন (UPU)	বার্ন, সুইজারল্যান্ড Bern, Switzerland	১৮৭৪/1874
ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব দি রেডক্রস (ICRC)	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড Jeneva, Switzerland	১৮৬৩/1863
আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU)		১৮৬৫/1865
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)		১৯১৯/1919
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)		১৯৪৮/1948
বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO)		১৯৫০/1950
জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন UNHCR)		১৯৫০/1950
জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (UNCTAD)		১৯৬৪/1964
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র (ITC)		১৯৬৪/1964
বিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সংস্থা (WIPO)		১৯৬৭/1967

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড Jeneva, Switzerland	১৯৯৫/1995
জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল		২০০৬/2006
জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় (UNU)	টোকিও, জাপান Tokyo, Japan	১৯৭৩/1973
এপেক (APEC)	সিঙ্গাপুর Singapore	১৯৮৯/1989
Bank of the South	কারাকাস, ভেনিজুয়েলা Caracas, Venezuela	২০০৯/2009
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)	ম্যানিলা, ফিলিপাইন Manila, Philippines	১৯৬৬/1966
আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক (AFDB)	আবিদজান, আইভরি কোস্ট Abidjan, Ivory Coast	১৯৬৪/1964
বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNTWO)	মাদ্রিদ, স্পেন Madrid, Spain	১৯৫৭/1957
ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক (IDB)	জেদ্দা, সৌদি আরব	১৯৭৫/1975

RAISUL ISLAM HRIDOY

ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা(OIC)	Jeddah, Saudi Arabia	১৯৬৯/1969
উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা (GCC)	রিয়াদ, সৌদি আরব Riyadh, Saudi Arabia	১৯৮১/1981
জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী (UNEP)	নাইরোবি, কেনিয়া	১৯৭২
UN-HABITAT	Nairobi, Kenya	
আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU)	আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া Addis Ababa, Ethiopia	১৯৬৩/1963
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)		১৯৯৩/1993
উত্তর আটলান্টিক নিরাপত্তা জোট বা ন্যাটো (NATO)	ব্রাসেলস, বেলজিয়াম Brussels, Belgium	১৯৪৯/1949
বেনেলাক্স (BENELUX)		১৯৪৮/1948
আকু (ACU)	তেহরান, ইরান	১৯৭৪/1974
ইকো (ECO)	Tehran, Iran	১৯৮৫/1985
জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO)	প্যারিস, ফ্রান্স Paris, France	১৯৪৫/1945

RAISUL ISLAM HRIDOY

আন্তর্জাতিক আদালত (ICJ)		১৯৪৫/1945
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC)	হেগ, নেদারল্যান্ড Hague, Netherlands	১৯৯৭/1997
রাষায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সংস্থা (OPCW)		১৯৯৭/1997
আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO)	মন্ট্রিল, কানাডা Montreal, Canada	১৯৪৭/1947
International Institute on Ageing	মাল্টা Malta	
সার্ক (SAARC)	কাঠমান্ডু, নেপাল Kathmandu, Nepal	১৯৮৫/1985
আরব লীগ (ARAB League)	কায়রো, মিশর Cairo, Egypt	১৯৪৫/1945
আসিয়ান (ASEAN)	জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া Jakarta, Indonesia	১৯৬৭/1967
আনজুস (ANZUS)	ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া Canberra, Australia	১৯৫১/1951

RAISUL ISLAM HRIDOY

সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (SCO)	বেইজিং, চীন Beijing, China	১৯৯৬/1996
World Fish Center	পেনাং, মালয়েশিয়া Penang, Malaysia	১৯৭৫/1975
ডি-৮ (D-8)	ইস্তানবুল, তুরস্ক Isanbul, Turkey	১৯৯৭/1997
জি-৭(G-7)	সদর দপ্তর নেই No Headquarters	১৯৭৫/1975
গ্রুপ-৭৭		১৯৬৪/1964
জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)		১৯৬১/1961
বিমসটেক (BIMSTEC)	ঢাকা, বাংলাদেশ Dhaka, Bangladesh	১৯৯৭/1997
সিরডাপ (CIRDAP)		১৯৭৯/1979
ইউনিয়ন অব সাউথ এশিয়ান নেশনস	কুইটো, ইকুয়েডর Quito, Ecuador	২০০৪/2004
ভূমধ্যসাগরীয় ইউনিয়ন	বার্সেলোনা, স্পেন Barcelona, Spain	২০০৮/2008

RAISUL ISLAM HRIDOY

Commonwealth of Independent States	মিনস্ক, বেলারুশ Minsk, Belarus	১৯৯১/1991

RAISUL ISLAM HRIDOY

অধ্যায় ৫

ইতিহাস

ইতিহাস শব্দটি এসেছে- গ্রিক শব্দ History থেকে। **ইতিহাস** হল মানুষের অতীত ঘটনা ও কার্যাবলীর অধ্যয়ন। বৃহৎ একটি বিষয় হওয়া সত্ত্বেও এটি কখনও মানবিক বিজ্ঞান এবং কখনও বা সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে আলোচিত হয়েছে। অনেকেই ইতিহাসকে মানবিক এবং সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন হিসেবে দেখেন। কারণ ইতিহাসে এই উভয়বিধ শাস্ত্র থেকেই পদ্ধতিগত সাহায্য ও বিভিন্ন উপাদান নেওয়া হয়। একটি শাস্ত্র হিসেবে ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অনেকগুলো উপবিভাগের নাম চলে আসে: দিনপঞ্জি, ইতিহাস-লিখন, কুলজি শাস্ত্র, পালিওগ্রাফি এবং ক্লায়োমেট্রিক্স। স্বাভাবিক প্রথা অনুসারে ইতিহাসবেত্তাগণ ইতিহাসের লিখিত উপাদানের মাধ্যমে বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেন, যদিও কেবল লিখিত উপাদান হতে ইতিহাসে সকল তত্ত্ব উদ্ধার করা সম্ভব নয়। ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে যে উৎসগুলো বিবেচনা করা হয়, সেগুলোকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়: লিখিত, মৌখিক এবং শারীরিক বা প্রত্যক্ষ করণ। ইতিহাসবেত্তারা সাধারণত তিনটি উৎসই পরখ করে দেখেন। তবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে লিখিত উপাদান সর্বজন স্বীকৃত। এই উৎসটির সাথে লিখন পদ্ধতির ইতিহাস অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। **হেরোডোটাসকে** ইতিহাসের জনক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ইতিহাস এক নির্দিষ্ট সময়ে ঘটা ঘটনাবলী ও উন্নয়নকে কেন্দ্র করে লিখিত হয়। ইতিহাসবেত্তাগত সেই সময় বা যুগকে একটি নির্দিষ্ট নাম দিয়ে চিহ্নিত করেন।[1] ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে এই নামসমূহ ভিন্ন হতে পারে, যেমন সেই যুগের শুরুর সময় এবং সমাপ্তির সময়। শতাব্দী ও দশক হল বহুল ব্যবহৃত যুগ নির্দেশক এবং কালপঞ্জি অনুসারে এই যুগ নির্ধারিত হয়। বেশিরভাগ যুগ পূর্ববর্তী ঘটনার উপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয় এবং এর ফলে এতে পূর্ববর্তী সময়ে ব্যবহৃত মৌলিক ধারণা ও বিচারবুদ্ধির প্রতিফলন দেখা যায়। যে পদ্ধতিতে যুগসমূহের নাম দেওয়া হয় তা এই যুগসমূহকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হচ্ছে এবং কীভাবে অধ্যয়ন করা হচ্ছে তাকে প্রভাবিত করে। J. Huizinga (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ) এর মতে, ইতিহাস হলো একটি বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, যাতে কোনো সভ্যতা নিজেই তার উত্থানের অতীত ব্যাখ্যা প্রদান করে। R. Flint (১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ) এবং C. H. Oman (১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ) এর দৃষ্টিতে, মানুষের কার্যাবলী লিপিবদ্ধকরণে মানুষের সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকেই

RAISUL ISLAM HRIDOY

(man's effort to record the doings of man) ইতিহাসের সর্বোত্তম সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

ইতিহাসের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও গুরুত্ব সম্বন্ধে R. G. Collingwood (১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ) এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণী থেকে ইতিহাস কী তার একটি ধারণা লাভ করা যায়। তার মতে, ইতিহাস ধর্মতত্ত্ব বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো চিন্তনের একটি বিশেষ ধরন বা শাখা (a special form of thought)। তাই এটি এক ধরনের গবেষণা বা অনুসন্ধান (a kind of research or enquiry)। তিনি মনে করেন, ইতিহাস হলো মানব জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে তথা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষের অতীত কার্যাবলী সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর বা গবেষণা।

ইতিহাসের জনক- হেরোডেটাস (গ্রিক)

ইতিহাসতত্ত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো হিস্টোরিওগ্রাফি (Historiography)। অত্যন্ত সংক্ষেপে বললে, ইতিহাস লিখন শিল্প বা কলা (art of writing history)-কে ইতিহাসতত্ত্ব বলে। এর দ্বারা ইতিহাস বিষয়ক লিখিত সাহিত্যের গঠন প্রণালি, বিষয়বস্তু ও অবয়ব সংক্রান্ত একটি সর্বাত্মক ধারণাকে বোঝায়। এর আলোকে বলা যায়, ইতিহাস রচনার কৌশল, পদ্ধতি, তত্ত্ব এবং গবেষণার ও উপস্থাপনার নীতিমালার আলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনার দৃষ্টিতে মৌলিক ও গৌণ উৎসাদি থেকে ইতিহাস উপাত্তের সংগ্রহ, মূল্যায়ন, বিন্যাস প্রভৃতি ইতিহাস লিখনশাস্ত্রের তথা ইতিহাসতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

উল্লেখ্য, ইতিহাসের উৎস হিসেবে কোনো বিখ্যাত গ্রন্থ গুরুত্বপূর্ণ হলেও ইতিহাসতত্ত্বের নিরিখে তা গুরুত্বহীন হতে পারে। এসব বিবেচনায় বলা যায় যে, কোনো নির্দিষ্ট যুগে, কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী কর্তৃক রচিত ইতিহাসের বিষয়বস্তু, পরিবেশনা ও বিন্যাসনীতি, ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, রচনা পদ্ধতি বা কৌশল প্রভৃতির একটি সামষ্টিক অভিব্যক্তি হলো ঐ সময়ের, ঐ অঞ্চলের, ঐ জনগোষ্ঠীর

RAISUL ISLAM HRIDOY

ইতিহাসতত্ত্ব (Historiography)। D. M. Sturly (১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ) ইতিহাসতত্ত্বের তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন,

- লিখনশিল্পের বিকাশ ও লিখিত দলিলাদি জড় করা।
- ইতিহাস ধারণার বিকাশ ঘটানো, অর্থাৎ সময় নিরিখে কোনো ঘটনা বা বিষয়ের পরিবর্তন বা বিকাশ অনুধাবন করা।
- ইতিহাস উৎসাদি ও অনিরীক্ষিত প্রামাণিকতার প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটানো বা ঐতিহাসিক পদ্ধতির বিবর্তন।

বস্তুত, ইতিহাসতত্ত্বের এ ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞার ধারাবাহিকতায় উৎপত্তি লাভ করেছে, গ্রিক ইতিহাসতত্ত্ব (Greek Historiography), রোমান ইতিহাসতত্ত্ব (Roman Historiography), মুসলিম ইতিহাসতত্ত্ব (Muslim Historiography), পারসিক ইতিহাসতত্ত্ব (Persian Historiography), তুর্কি ইতিহাসতত্ত্ব (Turkish Historiography) প্রভৃতি।

বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাসমূহ

মানুষের অস্তিত্ব- ৫০ হাজার খ্রিস্ট পূর্বাব্দে সভ্যতার শুরু- ৫ হাজার খ্রিস্ট পূর্বাব্দে। বিভিন্ন ইতিহাসবিদ ও গবেষকগণ তাদের গবেষণার ভিত্তিতে এই সভ্যতাকে বিভিন্নভাবে তোলে ধরেছেন। নিচে সভ্যতার বিস্তারিত দেওয়া হলোঃ-

প্রথম অংশ

মেসোপটেমিয়া সভ্যতা

বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীনতম সভ্যতা মেসোপটেমিয়া। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ বছর আগে ইরাকে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উর্বর তীরাঞ্চলে মেসোপটেমীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটে।'মেসোপটেমিয়া'

RAISUL ISLAM HRIDOY

একটি গ্রিক শব্দ। এর অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি। মেসোপটেমিয়া সভ্যতার অন্তর্ভূক্ত রয়েছে সুমেরীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, আসেরীয় সভ্যতা ও ক্যালডীয় সভ্যতা।

সুমেরীয় সভ্যতা

মেসোপটেমিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে তুলেছিল সুমেরীয়গণ। সুমেরীয়দের আদিবাস ছিল এলামের পাহাড়ি অঞ্চলে। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ বছর আগে এদের একটি শাখা মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণে বসতি গড়ে তোলে। সুমেরীয়দের আয়ের মূল উৎস ছিল কৃষি। তারা উন্নত সেচব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। সুমেরীয়গণ 'কিউনির্ফম' নামে একটি নতুন লিপির উদ্ভাবন করে। কিউনির্ফমকে বলা হয় অক্ষরভিত্তিক বর্ণলিপি। সুমেরীয়দের বর্ণমালার কোন কোনটি দেখতে ইংরেজী বর্ণমালার V এর মত। সভ্যতায় সুমেরীয়দের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার বা অবদান 'চাকা'।

ব্যাবলনীয় সভ্যতা

সিরিয়ার মরুভূমি অঞ্চলের আমোরাইট জাতি আনুমানিক ২০৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে একটি নগর সভ্যতা গড়ে তোলে। ব্যাবলনীয় সভ্যতার স্থপতি ছিলেন বিখ্যাত আমোরাইট নেতা হাম্মুরাবি। পৃথিবীতে প্রথম লিখিত আইনের প্রচলন হয় ব্যাবিলনে। প্রথম লিখিত আইন প্রণেতা ছিলেন ব্যাবলনীয় সভ্যতার স্থপতি হাম্মুরাবি। এই সভ্যতায় আইন সংক্রান্ত 'হাম্মুরাবি কোড' প্রণীত হয়েছিল। সুমেরীয়দের অনুকরণে ব্যাবলনীয়রাও সাহিত্য রচনা করে। কিউনিফর্ম লিপিতে লেখা বিখ্যাত মহাকাব্য 'গিলগামেশ'। পৃথিবীর প্রাচীনতম মানচিত্র পাওয়া যায় ব্যাবিলনের উত্তরের গাথুর শহরের ধ্বংসাবশেষে। এটি ছিল ভ্রমণকারীদের পথ নির্দেশ করার জন্য সহজ ও সরল প্রকারের মানচিত্র।

আসেরীয় সভ্যতা

ব্যাবিলন থেকে প্রায় দুইশত মাইল উত্তরে টাইগ্রিস নদীর তীরে 'আশুর' নামে একটি সমৃদ্ধ শহর গড়ে তোলে। আসিরীয় দেবতা নিজেকে মনে করত সূর্যদেবতা শামসরুর প্রতিনিধি। ইতিহাসে আসিরিয়ার পরিচয় সামরিক রাষ্ট্র হিসেবে। তাইরই প্রথম লোহার অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী গঠন করে

RAISUL ISLAM HRIDOY

এবং যুদ্ধরথের ব্যবহার করে।আসিরীয়রা প্রথম বৃত্তকে ৩৬০০ তে ভাগ করে। পৃথিবীকে সর্বপ্রথম তারাই অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে ভাগ করেছিলেন।

ক্যালডীয় সভ্যতা

ব্যাবিলন শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠায় ক্যালডীয় সভ্যতা ইতিহাসে 'নতুন ব্যাবলনীয় সভ্যতা' নামেও পরিচিত। ক্যালডীয় সভ্যতার স্থপতি ছিলেন সম্রাট নেবুচাদনেজার। 'ব্যাবিলনের শূন্যউদ্যান' নির্মাণের জন্য তিনি অমর হয়ে আছেন। সম্রাট নেবুচাঁদ নেজারের সম্রাজ্ঞী বাগান করতে খুব পছন্দ করতেন। তাঁরই উৎসাহে সম্রাট নগর দেওয়ালের উপর তৈরি করলেন আশ্চর্য সুন্দর এক বাগান। ইতিহাসে যা 'শূন্যউদ্যান' নামে পরিচিত।

'ব্যাবিলনের শূন্যউদ্যান' প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি। ক্যালডেরীয়রাই প্রথম সপ্তাহকে ৭ দিনে বিভক্ত করে।আবার প্রতিদিনকে ১২ জোড়া ঘন্টায় ভাগ করার পদ্ধতি তারা বের করে। ক্যালডেরীয়রা ১২ টি নক্ষত্রপুঞ্জের সন্ধান পান। তা থেকে ১২ টি রাশিচক্রের সৃষ্টি হয়।

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা

মিশরে নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে। নীল নদকে কেন্দ্র করে মিশরের এ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বলে গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাস মিশরকে বলেছেন 'নীল নদের দান'। ৫০০০-৩২০০ খ্রিস্টপূবাব্দ পর্যন্ত সময়ের মিশরকে প্রাক-রাজবংশীয় যুগ বলা হয়। এ সময়ে মিশর কতগুলো নগর রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল।এগুলোকে বলা হত 'নোম'। ৩২০০ খ্রিস্টপূবাব্দে 'মেনেস' নামের রাজা সমগ্র মিশরকে একত্রিত করে একটি নগর রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। দক্ষিণ মিশরের 'মেম্ফিস' হয় এর রাজধানী। এভাবে মিশরে রাজবংশের সূচনা হয়।

ধর্ম

ফারাও চতুর্থ আমেনহোটেপ বহুদেবতার পরিবর্তে একমাত্র সূর্যদেবতার আরাধনার কথা প্রচার করেন। সূর্যদেবতার নাম দেওয়া হয় 'এটন'। দেবতাদের নামের সাথে মিল রেখে তিনি নিজের নাম রাখেন 'ইখনাটন'। এভাবেই ইখনাটন সভ্যতার ইতিহাসে সর্বপ্রথম ঈশ্বরের ধারনা দেন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

প্রাচীন মিশরের রাজাদের বলা হত 'ফারাও'। মিশরীয়রা মৃত্যুর পর আরেকটি জীবনের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসী ছিল।সে জীবনেও রাজা হবেন ফারাও।ফারাও রাজাদের মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য তৈরি করা হয় পিরামিড। পৃথিবীর সবচয়ে পুরাতন কীর্তিস্তম্ভ পিরামিড। মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিড হচ্ছে ফারাও খুফুর পিরামিড। খুফুর পিরামিড গড়ে উঠেছিল তের একর জায়গা জুড়ে। এ উচ্চতা ছিল প্রায় সাড়ে সাতশত ফুট। মিশরীয় ভাস্করদের সবচেয়ে গৌরব 'স্ফিংস' তৈরিতে। বহুখন্ড পাথরের গায়ে ফুটিয়ে তোলা হতো এ ভাস্কর্য। স্ফিংসের দেহ সিংহের আকৃতির, আর মাথা ছিল ফারাওয়ের। ফারাওদের আভিজাত্য শক্তির প্রতীক ছিল এই এ মূতি। ফারাও তুতেনখামেন খ্রিস্টপূবৃ ১৩৩৩-১৩২৪ অব্দে মিশরে রাজত্ব করেন। ১৯২২ সালে হাওয়ার্ড কার্টার তুতেনখামেনে সমাধি আবিষ্কার করে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তোলেন।

লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন

মিশরীয়রা একটি লিখন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। প্রথম দিকে ছবি এঁকে এঁকে মিশরীয়রা মনের ভাব প্রকাশ করতো। এক একটি ছবি ছিল এক একটি অক্ষরের প্রতীক। অক্ষরভিত্তিক মিশরীয় এ চিত্রলিপিকে বলা হয় 'হায়ারোগ্লিফিক'। গ্রিক শব্দ 'হায়ারোগ্লিফিক' অর্থ পবিত্রলিপি। 'প্যারিপাস' নামক এক ধরনের নল গাছের বাকল দিয়ে তারা সাদা রঙের কাগজও তৈরি করত।

বিজ্ঞান

মিশরীয়রা সর্বপ্রথম ১২ মাসে ১ বছর, ৩০ দিনে ১ মাস এই গণনারীতি চালু করেন। যেহেতু ফারাও মৃত্যুর পর পরকালে রাজা হবেন সেহেতু তাঁর মৃতদেহকে পচন থেকে রক্ষার জন্য মিশরীয় বিজ্ঞানীরা মমি তৈরি করতে শেখেন।

সিন্ধু সভ্যতা

মিশর ও মেসোপটিয়ায় যখন গড়ে উঠেছিল নগর সভ্যতা, প্রায় কাছাকাছি সময়ে ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছিল একটি নগর সভ্যতা। এটি ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতা। এখানে লোহার কোনো জিনিস পাওয়া যায়নি। প্রায় ৩৫০০ বছর পূর্বে দ্রাবিড় জাতি এ সভ্যতা গড়ে তুলেছিল বলে মনে করা হয়। এ প্রাচীন সভ্যতা আবিষ্কৃত হয় ১৯২১ সালে। সভ্যতাটি সিন্ধু নদের তীরে গড়ে উঠেছিল বলে এটি 'সিন্ধু সভ্যতা' নামে পরিচিত। হরপ্পা নগরীটি গড়ে উঠেছিল সিন্ধুর উপনদী রাভী'র তীরে। এটি অবস্থিত

RAISUL ISLAM HRIDOY

বর্তমান পাকিস্থানের পাঞ্জাব প্রদেশে। আর মূল সিন্ধু নদের তীরে এক বর্গমাইল এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছিল মহেঞ্জোদারো নগরী।

১৯২২ সালে পাকিস্থানের লারকানা জেলায় মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করা হয় মহেঞ্জোদারো নগরীর ধ্বংসাবশেষ। সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারক জন মার্শাল, দয়ারাম সাহনী ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সিন্ধু সভ্যতায় পাওয়া সীল ও মাটির পাত্রের সাথে মেসোপটিয়ার দ্রব্যের মিল আছে। তাই বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার জন মার্শাল মনে করেন যে, সিন্দু সভ্যতা গৌরবের শিখরে উঠেছিল খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫০ থেকে ২৭৫০ অব্দের মধ্যে।

নগর পরিকল্পনা

সভ্যতার ইতিহাসে সিন্দু সভ্যতা পরিকল্পিত একটি নগরীর ধারণা দিয়েছেন। উভয় শহরের রাস্তার দুপাশে দোতলা তিনতলা বাড়ি ছিল। প্রতি বাড়িতে ছিল চৌবাচ্চাসহ গোছলখানা কূপ। দুইটি শহরেই পাকা নর্দমা ছিল।

পেশা

সিন্দু সভ্যতার বেশিরভাগ লোক কৃষিকাজ করতো।

পরিমাপ পদ্ধতি

সিন্দু সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল পরিমাপ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা। দ্রব্য ওজনের জন্য নগরবাসী বিভিন্ন পরিমাপের বাটখারা ব্যবহার করত। দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য তারা বিভিন্ন স্কেল ব্যবহার করত।

সীলমোহর

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় হাড় ও পাথরের তৈরি সীলমোহর পাওয়া গেছে।

সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের কারণ

সিন্ধু সভ্যতার পতন শুরু হয় আনুমানিক ২৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। কিভাবে সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংস হয় সে বিষয়ে পণ্ডিতগণ সঠিক কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। হয়তো বাহিরের কোন শত্রুর আক্রমণ অথবা প্রচন্ড কোন ভূমিকম্প বা ভয়াবহ কোন বন্যার ফলে এ সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

ফিনিশীয় সভ্যতা

লেবানন পর্বত এবং ভূমধ্যসাগরের মাঝামাঝি এক ফালি সরু ভূমিতে ফিনিশীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। কৃষিকাজ করার মত এখানে উর্বর জমি ছিলনা। তাদের আয়ের একমাত্র উৎস ছিল বাণিজ্য।

ফিনিশীয়দের অবদান

প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীয়দের পরিচয় শ্রেষ্ঠতম নাবিক ও জাহাজ নির্মাতা হিসাবে। ধ্রুবতারা (North Star) দেখে তারা দিক নির্ণয় করত। এ কারণে ধ্রুবতারা অনেকের কাছে 'ফিনিশীয় তারা' (Phonecion Star) নামে পরিচিত।

সাংস্কৃতিক উন্নতি

সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীয়দের সবচেয়ে বড় অবদান হল বর্ণমালা এ উদ্ভাবন। তারা ২২টি ব্যঞ্জনবর্ণের উদ্ভাবন করে। আধুনিক বর্ণমালার সূচনা হয় এখান থেকে। ফিনিশীয়দের উদ্ভাবিত বর্ণমালার সাথে পরবর্তীতে গ্রিকরা স্বরবর্ণ যোগ করে বর্ণমালাকে সম্পূর্ণ করে।

কারিগরি দক্ষতা

ফিনিশীয়রা মাটির পাত্র তৈরি করতে পারত। দক্ষতার সাথে কাপড় তৈরি ও রং করতে পারত।

পারস্য সভ্যতা

আজকের ইরান প্রাচীনকালে পারস্য নাম পরিচিত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ থেকে ৬০০ অব্দের মধ্যে এখানে আর্যরা এক উন্নত সভ্যতা গড়ে তোলে। এ সভ্যতার অধিবাসীরা সামরিক শক্তিতে খ্যাতিমান ছিল। সভ্যতার ইতিহাসে দুইটি ক্ষেত্রে পারসীয়দের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি সুষ্ঠ ও দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং দ্বিতীয়টি ধর্মীয় ক্ষেত্রে নতুন ধারণা নিয়ে আসা। জরথুস্ত্র নামে পারস্য পাস্যে এক ধর্মগুরু ও দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে। জরথুস্ত্র কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম 'জরথুস্ত্রবাদ' নামে পরিচিত। পারস্যের ইতিহাসে কাইরাস ও দারিয়ুস ছিলেন সবচেয়ে সফল শাসক। ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক বীর আলেকজান্ডার অধিকার করে নেন সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যকে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

হিব্রু সভ্যতা

প্যালেস্টাইনের জেরুজালেম নগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে হিব্রু সভ্যতা। হিব্রু কোন জাতির নাম নয়। 'হিব্রু' একটি সেমাটিক ভাষা। এ ভাষায় কথা বলা লোকেরাই হিব্রু নামে পরিচিত। হিব্রুদের আদিবাস ছিল আরব মরুভূমিতে। বর্তমানে ইসরাইলের অধিবাসীরা হিব্রুদের বংশধর। হিব্রুরা তাদের অবদানের পুরোটাই রেখেছে ধর্মীয় ক্ষেত্রে। হিব্রুরা সর্বপ্রথম একেশ্বরবাদের কথা ব্যাপকভাবে প্রচার করে। অবশ্য অনেককাল পূর্বে মিশরের ফারাও ইখনাটন এক দেবতার আরাধনার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা তেমন জনপ্রিয় হতে পারেনি। হিব্রুদের নবী হযরত মুসা (আ:), হযরত দাউদ (আ:) এবং হযরত সুলাইমান (আ:) মানুষের প্রচলিত ধর্মীয় চেতনায় নতুন আলোড়ন তোলেন।

প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা

তিনটি অঞ্চলে প্রাচীন প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা বেড়ে উঠতে থাকে। প্রথমটি হোয়াংহো (পীত নদী) নদীর তীরে, দ্বিতীয়টি ইয়াংজেকিয়াং নদীর তীরে আর তৃতীয়টি দক্ষিন চীনে গড়ে উঠেছিল।

দর্শন

চীনের প্রাচীনতম দার্শনিক ছিলেন লাওৎসে। তাঁর মতবাদের নাম ছিল তাওবাদ। চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক ছিলেন কনফুসিয়াম। কনফুসিয়ামের প্রধান অনুসারী ছিলেন মেনসিয়াম।

ইজিয়ান সভ্যতা

গ্রিস ও এশিয়া মাইনরকে পৃথক করেছে ইজিয়ান সাগর। এই ইজিয়ান সাগর জুড়ে ছিল ছোট বড় অনেক দ্বীপ। ইজিয়ান সাগরের দ্বীপমালা ও এশিয়া মাইনরের উপকূলে একটি উন্নত নগর সভ্যতা গড়ে উঠে। ইতিহাসে এ সভ্যতা ইজিয়ান সভ্যতা নামে পরিচিত। গ্রিসে সভ্যতা গড়ে তোলার প্রস্তুতিপর্ব ছিল এ সভ্যতা। ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইজিয়ান সভ্যতার পতন ঘটে।

গ্রিক সভ্যতা

'গ্রিক' ও 'গ্রিস' শব্দ দুটি যথাক্রমে জাতি ও দেশ। গ্রিক সভ্যতার সাথে দুইটি সংস্কৃতির নাম জড়িয়ে আছে। একটি 'হেলেনিক' এবং অন্যটি 'হেলেনিস্টিক'। গ্রিক সভ্যতায় অনেকগুলো ছোট ছোট নগর রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। গ্রিসকে গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয়। গ্রিসের ভৌগলিক পরিবেশ ছিল একটু

RAISUL ISLAM HRIDOY

ভিন্ন ধরনের। এ অঞ্চলে অনেকগুলো পাহাড় দাঁড়িয়ে ছিল দেয়ালের মত। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেশ কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ হয়ে যায় দেশটি। এ ছোট দেশগুলোর নাম হয় নগর রাষ্ট্র। এদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিল স্পার্টা ও এথেন্স। স্পার্টা ছিল একটি সামরিক নগর রাষ্ট্র। রাষ্ট্রনেতারা ছিল স্বৈরাচারী। পক্ষান্তরে প্রতিবেশী এথেন্স ছিল গণতান্ত্রিক নগর রাষ্ট্র। রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণের অধিকার থাকলে সে ব্যবস্থাকে বলে গণতন্ত্র। প্রাচীন পৃথিবীতে এথেন্সেই সর্বপ্রথম গণতন্ত্রের সূচনা করে। রাষ্ট্র পরিচালনায় তখন দুইটি সংসদ ছিল। গোত্র প্রধানদের নিয়ে গড়া সংসদকে বলা হত 'এরিওপেগাস' এবং সাধারণ নাগরিকদের সমিতিকে বলা হত 'একলেসিয়া'। এথেন্সে চূড়ান্তভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন পেরিক্লিস। পেরিক্লিস এথেন্সের ক্ষমতায় আসেন ৪৬০ খ্রিস্টাব্দে। এশিয়া মাইনরে প্রথম লোহা আবিষ্কৃত হয়।

পেলোপনেসীয় যুদ্ধ

স্পার্টা ও এথেন্স উভয় দেশ একে অন্যের শত্রু ছিল। এথেন্স তাঁর বন্ধু রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে একটি জোট গঠন করে। এর নাম হয় 'ডেলিয়ান লীগ'।

অন্যদিকে স্পার্টা তাঁর বন্ধু রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে আরেকটি জোট গঠন করে। এ জোটের নাম 'পেলোপনেসীয় লীগ'। এক সময় এই দুই জোটের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'পেলোপনেসীয় যুদ্ধ' নামে পরিচিত। ৪৬০ থেকে ৪০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত মোট ৩ বার যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে চূড়ান্ত পতন হয় এথেন্সের।

ভৌগলিক অবস্থান

প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ভূমধ্যসাগরকে কেন্দ্র করে। ভৌগলিকও সাংস্কৃতিক কারণে গ্রিক সভ্যতার সাথে দুইটি সংস্কৃতির নাম জড়িয়ে আছে। একটি 'হেলেনিক' এবং অন্যটি 'হেলেনিস্টিক'। গ্রিসকে হেলেনীয় সভ্যতার দেশ বলা হয়। গ্রিসের প্রধান শহর এথেন্সে শুরু থেকেই যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তাকে বলা হয় হেলেনিক সংস্কৃতি। গ্রিস উপদ্বীপ ছিল এ সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৭ অব্দ পর্যন্ত হেলেনিক সভ্যতাটি টিকে ছিল। এ সময় মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াকে কেন্দ্র করে গ্রিক সংস্কৃতি ও অগ্রিক সংস্কৃতির মিশ্রণে এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম হয়। ইতিহাসে এ সংস্কৃতির পরিচয় হয় হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি নামে।

ধর্ম

গ্রিকরা বহুদেবতায় বিশ্বাসী ছিল। গ্রিকদের প্রধান দেবতা জিউস। দেবতা এপেলো ও দেবী এথেনাও ছিলেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গ্রিকবাসী বিশ্বাস করত দেবতাদের বাস উত্তর গ্রিসে অলিম্পাস পর্বতের চূড়ায়।

গ্রিকদের বিখ্যাত দেব-দেবীর পরিচিতি

গ্রিক দেবী বা দেবতার নাম	পরিচিতি
আফ্রোডায়িট	ভালবাসা, রোমাঞ্চ এবং সৌন্দর্যের দেবী
এপেলো	সূর্য, আলো, চিকিৎসাবিদ্যা এবং সঙ্গীতের দেবতা
এরিস	যুদ্ধদেবতা
আরটেমিস	শিকার, বন, উর্বরতা এবং চাঁদের দেবী
এথেনা	প্রজ্ঞার দেবী (জিউসের কন্যা)
ডিমিটার	কৃষি বিষয়ক দেবী
হারমেস	ব্যবসা বিষয়ক দেবতা (রোমান নাম মারকারি)
হেরা	বিবাহ বন্ধন অটুট রাখার দেবী (জিউসের স্ত্রী)
জিউস	দেবতাদের রাজা

RAISUL ISLAM HRIDOY

দর্শন

গ্রিকদের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল দর্শন চর্চায়। প্রথম দিকের বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন থ্যালেস। থ্যালেস কল্পকাহিনীর বদলে প্রথম সূর্যগ্রহণের প্রাকৃতিক কারণ ব্যাখ্যা করেন। ধীরে ধীরে গ্রিসে এক ধরনের যুক্তিবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে। এদের বলা হতো সফিস্ট।

সক্রেটিস

সক্রেটিস ছিলেন গ্রীসের দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান। অন্যান্য শাসনের প্রতিবাদ করায় গ্রিসের শাসকগোষ্ঠী ৩৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এ মহান দার্শনিককে হেমলক লতার তৈরি বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়। তাঁকে 'সব জ্ঞানীদের গুরু' বলা হয়।

প্লেটো

সক্রেটিসের ছাত্র দার্শনিক প্লেটো গ্রিক দর্শনকে চরম উন্নতির দিকে নিয়ে যান। তিনি গ্রিসে জন্মগ্রহণ করেন এবং গ্রিসের নাগরিক ছিলেন। তিনি তাঁর চিন্তাগুলো ধরে রাখেন 'দি রিপাবলিক' নামক গ্রন্থ রচনা করে। প্লেটো ৩৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দর্শনের স্কুল 'Akademia' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সক্রেটিসের শিক্ষার বক্তব্যগুলোকে নিয়ে 'ডায়ালগস অব সক্রেটিস' আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

এরিস্টটল

প্লেটোর ছাত্র এরিস্টটলও একজন বড় দার্শনিক ছিলেন। তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'দ্য পলিটিক্স'। তিনি 'লাইসিয়াম' – এর প্রতিষ্ঠাতা। এরিস্টটল আলেকজান্ডারের শিক্ষক ছিলেন।

গ্রিক সাহিত্য

গ্রিক মহাকবি হোমার হাজার হাজার বছরের পুরোনো কাহিনী নিয়ে রচনা করেন মহাকাব্য ILIAD (ইলিয়াড) এবং Odyssey (ওডিসি)। গ্রিসের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাট্যকার ছিলেন 'এস্কাইলাস'। তাঁর বিখ্যাত দুইটি নাটকের নাম 'প্রমেথিউস বাউন্ড' ও 'আগামেমনন'। নাট্যকার সফোক্লিস একশটিরও বেশি নাটক লেখেন। এর মধ্যে দুইটি জনপ্রিয় নাটক হচ্ছে 'এন্টিগনে ও 'ইলেক্ট্রা'। নাট্যকার সফোক্লিসের বিখ্যাত ট্রাজেডি 'রাজা ঈদিপাস'। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও সমান কৃতিত্ব ছিল গ্রিকদের। গ্রিক ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটাসকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। তিনি আনুমাণিক ৪৮৪

RAISUL ISLAM HRIDOY

খ্রিস্টপূর্বে বর্তমান তুরস্কের বোদরামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘The Histories’। অন্য খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ ছিলেণ ‘থুকুডাইডিস’। তাকে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক বলা হয়।

বিজ্ঞান

গ্রিক বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। তারাই প্রমাণ করেছিলেন যে পৃথিবী একটি গ্রহ এবং তা নিজ কক্ষপথে আবর্তিত হয়। বিখ্যাত গ্রিক গনিতবিদ ‘পিথাগোরাস’ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জন্ম নিয়েছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে জন্ম নেন বিজ্ঞানী এনাক্সাগোরাস। চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিপোক্রেটিস যথেস্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

খেলাধুলা

খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দে গ্রিসে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার জন্ম হয়। প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা অংশ নিত। এ খেলার সূত্র ধরে পারস্পরিক শত্রুতার বদলে গ্রিকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে উঠে।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

কয়েকজন খ্যাতিমান গ্রিক ভাস্কর হচ্ছেন মাইনর, ফিদিয়াস এবং প্রাকসিটেলেস। প্রাচীন গ্রিসে মৃৎপাত্রের গায়ে চিত্রকর্ম অঙ্কন হতো।

রোমান সভ্যতা

প্রাচীনকালের অধিকাংশ সভ্যতা নদীমাতৃক হলেও রোমান সভ্যতা নদীমাতৃক ছিলনা। ইতালির পশ্চিমাংশে অবস্থিত ছোট্ট শহর রোমকে কেন্দ্র করে রোমান সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীয় একদল মানুষ ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে উত্তর ইতালিতে বসতি গড়ে তোলে। এদের বলা হত ল্যাটিন।ক্রমে এদের ভাষা ‘ল্যাটিন ভাষা’ নামে পরিচিতি পায়। ল্যাটিন রাজা রেমিউলাস একটি নগরী পত্তন করেন। দাসশ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল রোমের অর্থনীতি। দাসদের উপর অমানবিক অত্যাচার করা হত। অবশেষে স্পার্টাকাস নামক একজন দাসের নেতৃত্বে সংঘঠিত হয় দাস বিদ্রোহ। বিদ্রোহী দাসরা দুই বছর দক্ষিন ইতালিতে টিকে ছিল। স্পার্টাকাস ৭১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নিহত হলে দাস বিদ্রোহের অবসান হয়। রোমের সবচেয়ে খ্যাতিমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার। তিসনি ৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমের সম্রাট হন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি ‘এলাম, দেখলাম, জয় করলাম’। কিন্তু রোমের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও ষড়যন্ত্র প্রবল হতে থাকলে ব্রুটস ও ক্যাসিয়াস নামে দুই অভিজাতের হাতে

RAISUL ISLAM HRIDOY

জুলিয়াস সিজার নিহত হন। এবার গৃহ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে রোম। অবশেষে তিন নেতা একযোগে ক্ষমতায় আসেন। এরা হলেন অক্টোভিয়াম সিজার, মার্ক এন্টনি এবং লেপিডাস। এ তিনজনের একত্র শাসনকে ইতিহাসে 'ত্রয়ী শাসন' বলা হয়। কিন্তু ত্রয়ী শাসন বেশিদিন টিকেনি। অক্টোভিয়াম সিজার প্রথমে লেপিডাসকে পরাজিত করেন। এন্টনি মিশরের রাজকণ্যা ক্লিওপেট্রাকে বিয়ে করে শক্তি অর্জন করেছিলেন। ক্লিওপেট্রাকে ইতিহাসে Serpent of the Nile (নীল নদের সর্প) নামে পরিচিত।কিন্তু তিনিও পরাজিত হন অক্টোভিয়াম সিজারের কাছে। এভাবে রোমান সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে অক্টোভিয়াম সিজার অগাস্টাস সিজার উপাধি ধারন করেন। অগাস্টাস সিজারের রাজত্বকালে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রিস্টের জন্ম। অগাস্টাস সিজার ১৪ সালে মারা যান। ৪৭৬ সালে রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়। শেষ রোমান ছিলেন রোমিউলাস অগাস্টুলাস।

দর্শন

রোমের সবচেয়ে জনপ্রিয় দার্শনিক মতবাদের নাম 'স্টোয়িকবাদ'। এ দর্শনের উন্নয়নের পিছনে তিন ব্যক্তির বিশেষ ভূমিকা ছিল। এরা ছিলেন ধনী রোমান 'সেনেকা', অন্যজন এক দাস 'এপিকটেটাস এবং শেষ ব্যক্তিত্ব হলেন রোমান সম্রাট 'মার্কাস অরেলিয়াস'।

সাহিত্য

এ যুগের কবি হোরাস ও ভার্জিল যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ভার্জিলের মহাকাব্য 'ইনিড' বহুভাষায় অনূদিত হয়েছে। ওভিদ ও লিভিএ যুগের অন্য দুই খ্যাতিমান কবি। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ট্যাসিটাস এ যুগে রোমে জন্ম হিয়েছিল।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

রোমের একটি বিখ্যাত স্থাপত্য নিদর্শন হচ্ছে সম্রাট হাড্রিয়ানের তৈরি ধর্মমন্দির প্যানথিয়ন।কলোসিয়াম নামে রোমে তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় নাট্যশালা তৈরি হয়েছিল। এখানে একসাথে ৫৬০০ দর্শক বসতে পারত।

আইন

রোমানদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব আইনের ক্ষেত্রে। বার্জেন্টাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ান সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ। রোমান আইন সংকলিত করেন। আইনের ক্ষেত্রে আধুনিক বিশ্ব সম্পূর্ণভাবে রোমান আইনের উপর নির্ভরশীল।

RAISUL ISLAM HRIDOY

ইনকা সভ্যতা

পেরুর দক্ষিণাংশে শক্তিশালী ইনকা সভ্যতা বিকাশ ঘটেছিল। ইনকা সভ্যতার ব্যাপ্তিকাল ছিল ১৪৩৮-১৫৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ইনকা সভ্যতার শক্তিশালী সম্রাটগণ তাদের বাসস্থান হিসাবে মাচু-পিচু নগরী গড়ে তুলেছিলেন।

মায়া সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায় মেক্সিকোর দক্ষিণে এবং উত্তর মধ্য আমেরিকাতে।

দ্বিতীয় অংশ

পৃথিবী এ পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছে চারটি বরফ যুগ ও চারটি আন্তঃবরফ যুগ। প্রতি যুগেই উষ্ণ অঞ্চলে গিয়ে টিকে থাকা প্রাণীদের দেহের আকৃতিতে কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। এই আকৃতি অন্য প্রাণীদের মতোই মানুষের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। প্রায় দশ লাখ বছর পূর্বে সেই বরফযুগের প্রথম পর্যায়ে জাভা মানব এবং পিকিং মানবদের বসবাস ছিল। নিয়ান্ডারথাল মানবদের কঙ্কাল পাওয়া গেছে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা জুড়ে। তবে হোমো স্যাপিয়েন্সদের সবচেয়ে কাছের মানুষ হচ্ছে ক্রোমেনিয়ন মানবেরা। প্রসঙ্গত, ফ্রান্সের ক্রোমেনিয়ন অঞ্চলের গুহা থেকে এদের ফসিল পাওয়া যায়।

পুরোপলীয় (পুরনো পাথরের যুগ) যুগে মানুষের জীবন ছিল শিকারি যাযাবর জীবন এবং নবোপলীয় (নতুন পাথরের যুগ) যুগে ছিল কৃষিপ্রধান স্থায়ী জীবন। পুরোপলীয় যুগে মানুষের মধ্যে ক্ল্যান এবং টোটেমের (ধর্মবিশ্বাস) চর্চা শুরু হয়। টোটেমের বা ধর্মবিশ্বাসের চর্চা করতে গিয়ে যে সমস্ত বিধিনিষেধ মানা হতো তার নাম ছিল ট্যাবু। পুরোপলীয় যুগের শেষ পর্যায়ে এসে মানুষ ভাঙা ভাঙা শব্দ উচ্চারণ ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে থাকে। কৃষিপ্রধান জীবনে এসে মানুষের মাঝে নানা প্রাকৃতিক শক্তির পূজা করতে দেখা যায়।

এই কৃষিপ্রধান যুগে এসেই মানুষের সভ্যতার গল্প শুরু হয়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

মিশরীয় সভ্যতা

ইতিহাসের জনক হেরোডেটাস মিশরকে বলেছেন 'নীলনদের দান'। কেননা নীলনদকে ঘিরেই গড়ে ওঠে মিশরীয় সভ্যতা। মিশরীয়দের প্রধান দেবতা ছিল সূর্যদেবতা, নাম 'আমন'। মিশরীয় রাজা ফারাওদের ধারণা, তারা সূর্য দেবতার বংশধর। তাই তারা অমর এবং এই বিশ্বাসের দরুন তারা মৃত্যুর পর নিজেদের দেহ মমি করে রাখতো।

আরেকজন দেবতা ছিলেন 'ওসাইরিস', তিনি প্রাকৃতিক শক্তি, শস্য ও নীলনদের দেবতা ছিলেন। ফারাও চতুর্থ আমেনহোটেপ বহু দেবতার বদলে এক দেবতা অর্থাৎ সূর্যদেবতার পূজা করার প্রচলন করেন। তিনি সূর্যদেবতার নাম বদলে 'আতেন' রাখেন এবং দেবতার নামের সাথে মিলিয়ে নিজের নাম দেন 'আখেনাতেন'।

মূর্তি নির্মাণে মিশরীয়রা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আখেনাতেন ও রানী নেফারতিতির চুনাপাথরের মূর্তি দেখলে এখনো তাদের জীবন্ত মনে হয়। মিশরের চিত্রলিপির নাম 'হায়ারোগ্লিফিক', এটি গ্রিকদের দেয়া নাম, যার অর্থ 'পবিত্র লিপি'। নলখাগড়া জাতীয় ঝোপ 'প্যাপিরাস' থেকে কাগজ তৈরি করে লেখা হতো। সম্রাট নেপোলিয়ন মিশরীয় সভ্যতার 'রোজেটা' নামক পাথর খুঁজে পান, যা থেকে পরবর্তীতে হায়ারোগ্লিফিক ভাষার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুনিয়ায় জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রের বিকাশ ছিল মিশরীয়দের প্রথম সাফল্য। পাশাপাশি মিশরীয়রা পাটিগণিত ও জ্যামিতির উদ্ভাবন করেছিল বলে ধারণা করা হয়। কারণ ত্রিকোণ পিরামিড তৈরিতে জ্যামিতির জ্ঞান থাকা জরুরি ছিল।

সুমেরীয় সভ্যতা

গ্রিক শব্দ 'মেসোপটেমিয়া'র অর্থ 'দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি'। মেসোপটেমিয়ার পূর্বদিকে টাইগ্রিস বা দজলা নদী, এবং পশ্চিমে ইউফ্রেটিস বা ফোরাত নদী। মেসোপটেমিয়ার অনেকগুলো সভ্যতার মধ্যে সুমেরীয় সভ্যতা সবচেয়ে প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দে এর জন্ম। এ সভ্যতার লিখন পদ্ধতির নাম 'কিউনিফর্ম' (Cuneiform), যা কাদামাটির নরম শ্লেটে লেখা হতো। সুমেরের প্রাচীন শহর নিপ্পুরের এক মন্দিরে চার হাজার মাটির চাকতির একটি লাইব্রেরি পাওয়া গেছে। সুমেরীয়রা অনেক দেবতায় বিশ্বাস করলেও তাদের মধ্যে পরকালের ধারণা ছিল না, তাই এ সভ্যতা থেকে কোনো মমি পাওয়া যায় না। এদের প্রধান দেবতা ছিলেন সূর্যদেব 'শামাশ'।

RAISUL ISLAM HRIDOY

প্রাচীন ব্যাবিলন

মেসোপটেমিয় অঞ্চলের এই সভ্যতার পত্তন হয় ২০৫০ খ্রিস্টপূর্বে। অ্যামোরাইট নামে পরিচিত সিরিয়ার মরুভূমি থেকে আসা একদল মানুষ গড়ে তোলে এই সভ্যতা। অ্যামোরাইটদের বিখ্যাত নেতা হাম্মুরাবির নেতৃত্বে এই সভ্যতার জন্ম হয়। তিনি আইন সংকলক হিসেবে বিখ্যাত। ব্যাবিলনের রয়েছে 'গিলগামেশের মহাকাব্য'। ভাষা কিউনিফর্ম।

আশেরীয় সভ্যতা

মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে টাইগ্রিস নদীর তীর ঘেঁষে ছিল 'আশুর' শহর। এই শহর ঘিরেই গড়ে ওঠে আশেরীয় সভ্যতা। এই সভ্যতা প্রথমদিকে কৃষি এবং পশুপালনের উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় জনসংখ্যা বাড়ার কারণে এদের প্রাত্যহিক জীবনে নানা সংকট দেখা দেয় এবং ধীরে ধীরে এরা আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে লুটপাট করতে শুরু করে। পরবর্তীতে লুটের মালই এদের অর্থনীতির মূল উৎস হয়ে ওঠে। আশেরীয়দের সে যুগের বিচারে আধুনিক সৈন্যবাহিনী ছিল। তারাই প্রথম লোহার অস্ত্র তৈরি করে গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করে এবং যুদ্ধরথের ব্যবহার করে। শেষ সম্রাট 'আশুরবানিপাল' কর্তৃক নির্মিত কিউনিফর্ম পদ্ধতিতে লেখা ২২০০টি কাদামাটির শ্লেট সম্বলিত লাইব্রেরি পাওয়া যায় এখানে। তিনশো বছরের স্থায়িত্বকাল শেষে ৬১২ খ্রিস্টপূর্বে ধ্বংস হয় এই সভ্যতা।

ক্যালডীয় সভ্যতা

ব্যাবিলন শহর ঘিরে গড়ে ওঠায় ক্যালডীয় সভ্যতাকে নতুন ব্যাবিলনীয় সভ্যতাও বলা হয়। মেসোপটেমীর সভ্যতার চূড়ান্ত ধাপ ক্যালডীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলার সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল সম্রাট নেবুচাদনেজার। কঠোর শাসক নেবুচাদনেজার তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় জেরুজালেম শহর ধ্বংস করে হাজার হাজার হিব্রুকে (ইহুদী) বন্দী করে নিয়ে আসেন যা ব্যাবিলনীয় বন্দীদশা (Babylonian Captivity) নামে পরিচিত।

নেবুচাদনেজারের রানী শখ করে রাজাকে একটি বাগান নির্মাণ করে দিতে বলেন। রানীর আবদার রাখতে রাজা নেবুচাদনেজার নগরীর চারদিকে যে দেয়াল ছিল তারই ছাদে তৈরি করেন বিশাল বাগান, এটিই এখন 'ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান' নামে পরিচিত। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় খুব বেশি অবদান না রাখলেও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাদের অবদান অসামান্য। সর্বপ্রথম সপ্তাহকে সাত দিনে এবং

RAISUL ISLAM HRIDOY

দিনকে ১২ জোড় ঘণ্টায় ভাগ করে ক্যালডীয়রা। এ যুগের বিজ্ঞানীরা ১২টি নক্ষত্রপুঞ্জের সন্ধান পান, যা থেকে ১২টি রাশিরচক্রের সৃষ্টি হয়। এদের প্রধান দেবতা ছিল 'মারডক'। পারস্য আক্রমণে ধ্বংস হয় এই সভ্যতা।

সিন্ধু সভ্যতা

সিন্ধুনদের তীরে গড়ে উঠেছিল মহেঞ্জোদারো নগরী আর সিন্ধুর উপনদী রাভীর তীরে বিকাশ ঘটেছিল হরপ্পা নগরীর। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতায় অসাধারণ স্থাপত্যকলার নিদর্শন পাওয়া গেলেও তা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, প্রাসাদ ইত্যাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতায় রীতিমতো আধুনিক নগর গড়ে উঠেছিল। ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের সড়ক ছিল, পানি সরবরাহের জন্য কূপসহ নানা ব্যবস্থা ছিল, পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ড্রেন ছিল, স্নানাগার ছিল, রাস্তায় ড্রেন ও সড়ক বাতি ছিল, নগরীতে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ছিল। এই দুই নগরীতে প্রায় ২৫০০টি সীল পাওয়া যায় যার বেশিরভাগে বিভিন্ন চিহ্ন, ষাঁড়, মহিষ প্রভৃতি পশুর প্রতিকৃতি ছিল।

পারস্য সভ্যতা

আরব মরুভূমির উত্তরে একদিকে দানিয়ুব নদীর অববাহিকা থেকে শুরু করে পূর্বমুখী আর অন্যদিকে কৃষ্ণ সাগরের উত্তর প্রান্ত থেকে শুরু করে রাশিয়ার দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল পারস্য সভ্যতা। পারস্য সভ্যতায় দুটো সাম্রাজ্য ছিল। মিডীয় সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্য। মেডেস রাজ্য বিলাসী ও বেপরোয়া থাকলেও পার্সীয়রা ছিল আদর্শবাদী ও কর্মঠ। বিখ্যাত সম্রাট মহান দারিয়ুস (Darius the Great) শাসন করেছিলেন এই পারস্য সাম্রাজ্য।

দারিয়ুস খুব বুদ্ধিমান সম্রাট ছিলেন। নতুন অঞ্চল দখল করেই ধ্বংসযজ্ঞ না চালিয়ে তিনি বরং সব অঞ্চলের ভালো জিনিসগুলো গ্রহণ করেছেন। যেমন- মিশরীয়দের ১২ মাসে বছর এবং ৩০ দিনে মাস গণনার রীতি বা এশেরীয়দের ডাক ব্যবস্থা। পারসিকরা দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। ষষ্ঠ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জরথ্রুষ্ট (Zoroaster) নামে এক নবী জরথুস্ত্রবাদ (Zoroastrianism) ধর্মের প্রচার করেন। এই ধর্মের ঈশ্বর আহুরামাজদা (Ahuramazda) এবং ধর্মগ্রন্থ 'আবেস্তা' (Avesta)।

RAISUL ISLAM HRIDOY

হিট্টাইট রাষ্ট্র

লোহা তৈরিতে সবচেয়ে দক্ষ ছিল এশিয়া মাইনরের হিট্টাইটরা। খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দ থেকে ১২০০ অব্দ পর্যন্ত তারা একচেটিয়াভাবে লোহা তৈরি করেছে। এ অঞ্চলে লোহার তৈরি তীরের ফলা, কুঠার, বর্শাসহ নানা ধরনের দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। ইন্দো-ইউরোপীয়দের হাতে ধ্বংস হয় এই সভ্যতা।

চীনা সভ্যতা

মূল চীনের সাথে জুড়ে আছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র তিব্বত, সিংকিয়াং, মঙ্গোলিয়া এবং মাঞ্চুরিয়া। চীন দেশের পাঁচভাগের চারভাগ জুড়ে রয়েছে পাহাড়, পর্বত আর মালভূমি। হোয়াংহো-ইয়াংজেকিয়াং নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল চীনা সভ্যতা। চীনারা বিশ্বাস করতো তাদের সমৃদ্ধির পেছনে ড্রাগনের ভূমিকা রয়েছে। চীনের বিভিন্ন শাসনামলের মধ্যে রয়েছে হুয়াংতি রাজা, শাং রাজা, চৌ রাজাদের শাসন। চৈনিক সভ্যতা হলেও এদের প্রত্যেকের কিছু কিছু আলাদা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। চীনের প্রাচীন দার্শনিক ছিলেন লাও জু। তার চিন্তাকে নাম দেয়া হয় তাওবাদ। চীনের সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক ছিলেন কনফুসিয়াস। কনফুসিয়াসের প্রধান অনুসারী মেনসিয়াস-ও বিখ্যাত।

চীনাদের মধ্যে পূর্বপুরুষ পূজার রীতি চালু ছিল। চীনা বিশ্বাস মতে, পূর্বপুরুষদের আত্মার প্রভাব পড়ে বংশধরদের উপর। তাই পূর্বপুরুষের আত্মার শান্তির জন্য তারা খাবার উৎসর্গ করতেন।

হিব্রু সভ্যতা

বর্তমান প্যালেস্টাইন অঞ্চল ঘিরে প্রাচীনকালে গড়ে উঠেছিল এই সভ্যতা। হিব্রু একটি সেমেটিক ভাষা। এই ভাষায় কথা বলা লোকেরাই হিব্রু নামে পরিচিত। হিব্রুরা সারা পৃথিবীর ধর্মবিশ্বাসের এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। এরাই প্রথম সারা পৃথিবীকে একেশ্বরবাদের ধারণা দেয়। সারা দুনিয়ার সমস্ত ইহুদি, খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসের সূতিকাগার বলা চলে এই হিব্রু সভ্যতাকে।

ইজিয়ান সভ্যতা

গ্রিস ও এশিয়া মাইনরকে পৃথক করেছিল ইজিয়ান সাগর। ইজিয়ান সাগরের দ্বীপমালায় গড়ে ওঠে ইজিয়ান সভ্যতা। এর আগের সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিলো নদীকে ঘিরে। কিন্তু ইজিয়ান প্রথম কোনো সভ্যতা যা সাগরকে ঘিরে গড়ে ওঠে। এই সভ্যতায় 'ক্রিট' দ্বীপকে কেন্দ্র করে 'মাইনোয়ান'

RAISUL ISLAM HRIDOY

এবং গ্রিসের মূল ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করে 'মাইসেনীয়' নামে ভিন্ন দুটো সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। ইজিয়ান সভ্যতা চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যশিল্পে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে। ডোরীয় ইন্দো-ইউরোপীয় গোত্রের এক আক্রমণকারীর হাতে পতন হয় ইজিয়ান সভ্যতার। ডোরীয় আর ইজিয়ান অঞ্চলের অধিবাসীরা বহুদিন একসাথে বসবাস করতে জন্ম দেয় নতুন সভ্যতার, নাম গ্রিক সভ্যতা।

গ্রিক সভ্যতা

অনেক পাহাড়ের কারণে গ্রিস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং অনেকগুলো নগররাষ্ট্র তৈরি হয়। গ্রিসের মূল ভূখণ্ডে ছিল এথেন্স, থিবস ও মেগারা এবং পেলোপনেসাস অঞ্চলে ছিল স্পার্টা ও কোরিন্থ; এশিয়া মাইনরের তীরে ছিল মিলেটাস। এদের মধ্যে নেতৃত্বে ছিল এথেন্স ও স্পার্টা। গ্রিকদের বিশ্বাস দেবতা ডিয়াকোলানের পুত্র হেলেনের বংশধর তারা। হেলেনের বংশধর বলে গ্রিকদের নিজেদের হেলেনীয় বলতো।

স্পার্টা: স্পার্টানরা ছিল গণতন্ত্র ও প্রগতিবিরোধী। এদের আদি নিবাস ছিল পেলোপনেসাস অঞ্চলের পূর্ব দিকে। অস্ত্রের দাপটে এরা স্পার্টা দখল করে নিয়ে আদিবাসীদের ভূমিদাস বানায়। এই দাসদের বলা হতো হেলট (Helot)। দীর্ঘদিন যুদ্ধ করার ফলে এবং হেলটদের বিদ্রোহ ঠেকাতে ঠেকাতে স্পার্টানরা একসময় যোদ্ধা জাতিতে পরিণত হয়। প্রায় সমস্ত নাগরিককে যোদ্ধা হিসেবে তৈরি করা হতো, যেন পুরো স্পার্টা একটা যুদ্ধশিবির।
এথেন্স: এথেন্সে তৈরি হয়েছিল আধুনিক গণতন্ত্রের কাঠামো। স্পার্টার প্রতিবেশী হয়েও এথেন্স সমস্ত নাগরিক সুবিধা দিয়েছিল তার নাগরিকদের। গ্রিসের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাসক পেরিক্লিস এথেন্সের ক্ষমতায় বসেন ৪৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এই যুগকে এথেন্সের স্বর্ণযুগ বলা হয়। কিন্তু একসময় স্পার্টার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা পেলোপনেসীয় ও এথেন্সের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ডেলিয়ান লীগের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায় এবং এথেন্সের পতন হয়। এরপর এথেন্স স্পার্টার অধীনে চলে যায়।

হেলেনীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক

ভৌগলিক দিক থেকে গ্রিসের নগররাষ্ট্রগুলো বিচ্ছিন্ন হলেও ধর্মের কারণে সকলের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল। মানুষ ও পৃথিবীর উৎস সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে গ্রিসে 'সফিস্ট' (Sophist) নামের একশ্রেণীর যুক্তিবাদী দার্শনিকের উদ্ভব হয়। বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিস এই সফিস্টদের দ্বারাই অনুপ্রাণিত ছিলেন। বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিসকে ৩৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে শাসকগোষ্ঠী হেমলক লতায় তৈরি বিষ

RAISUL ISLAM HRIDOY

খাইয়ে হত্যা করে। তার ছাত্র দার্শনিক প্লেটো 'রিপাবলিক' বইটি লেখেন এবং সক্রেটিসের বক্তব্য ও শিক্ষা নিয়ে লেখেন 'ডায়ালগস অব সক্রেটিস' নামের আরেকটি গ্রন্থ। নাট্যকার এসকাইলাস লেখেন 'প্রমিথিউস বাউণ্ড' এবং 'আগামেমনন' নামের দুটি নাটক। একশোটিরও বেশি নাটক লেখেন সফোক্লিস। হেরোডেটাস হয়ে ওঠেন ইতিহাসের জনক। চিকিৎসাবিজ্ঞানী ছিলেন 'হিপোক্রেটাস'। চাঁদ যে সূর্যের আলোতেই আলোকিত হয় এই ধারণা দেন এনাক্সোগোরাস। আর ছিলেন এরিস্টটল, পিথাগোরাস এবং টলেমির মতো মহাত্মারা।

হেলেনিস্টিক সভ্যতা

গ্রিসের উত্তরে মেসিডন অঞ্চলে গড়ে ওঠে নতুন সভ্যতা যা হেলেনিস্টিক সভ্যতা নামে পরিচিত। রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ ৩৫৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই ভূখণ্ডের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেন। পারস্যের বিরুদ্ধে গ্রিক শক্তিগুলোকে একত্র করে তিনি হেলেনিক লিগ তৈরি করেন। গুপ্তঘাতকের হাতে ফিলিপ মারা যাওয়ার পর তার ছেলে বীর আলেকজান্ডার পারস্য দখল করেন। মাত্র ৩২ বছর বয়সে ৩২৩ খ্রিস্টাপূর্বাব্দে ব্যাবিলনে মারা যান আলেকজান্ডার। ইতিহাসে তিনি 'আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট' নামে পরিচিত। তার মৃত্যুর পর সেনাপতিরা নিজেদের মধ্যে বিশাল সাম্রাজ্য ভাগ করে নেন। হেলেনিস্টিক সভ্যতায়ও প্রচুর জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা হতো।

রোমান সভ্যতা

গ্রিসের উত্তর-পশ্চিমে প্রাচীন রোম নগরী ঘিরে উত্থান ঘটে এই সভ্যতার। ছয়শ বছর টিকে ছিল এই সভ্যতা। পুরোপলীয় যুগ থেকেই রোমে বসতি গড়ে উঠলেও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় কথা বলা একদল মানুষ রোমে আসে ব্রোঞ্জযুগে। এদের এট্রুস্কান বলা হয়। এট্রুস্কানদের হাত ধরেই রোমান সাম্রাজ্যের সূচনা। আরেক ইন্দো-ইউরোপীয়ভাষী জাতি ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইটালির উত্তরে বসতি স্থাপন করে। এদের বলা হতো ল্যাটিন এবং ক্রমে এদের ভাষাও ল্যাটিন নামে পরিচিত হয়।

ল্যাটিনদের রাজা রোমিউলাস 'রোম' নগরীর পত্তন করেন। রোমান শাসনব্যবস্থা বিভিন্ন সময় বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। রোমে দাসদের উপর অমানুষিক অত্যাচার কথা হতো। স্পার্টাকাস নামক একজন দাসের নেতৃত্বে ৭৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দাসবিদ্রোহ শুরু হয় এবং ৭১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তার মারা যাওয়ার মধ্য দিয়ে দাসবিদ্রোহের অবসান হয়। ১১০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর থেকে রোম জড়িয়ে পড়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে। নানা শাসকের উত্থান ঘটে। বিখ্যাত জুলিয়াস সিজার খুন হন ব্রুটাস এবং

RAISUL ISLAM HRIDOY

ক্যাসিয়াসের হাতে। সিজারের মৃত্যুর পর রোমে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এসময় উত্থান ঘটে অক্টাভিয়ান সিজার, মার্ক অ্যান্টনি ও লেপিডাস নামক তিন নেতার। পরবর্তীতে অক্টাভিয়ান সিজার লেপিডাসকে পরাজিত করেন। অ্যান্টোনিও মিশরের রাজকন্যা ক্লিওপেট্রাকে বিয়ে করায় তার শক্তিবৃদ্ধি পায়। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি, তাকেও পরাজিত করেন অক্টাভিয়ান। এরপর রোমের একচ্ছত্র অধিপতি হন 'অগাস্টাস সিজার' নাম নিয়ে।

গ্রিক ধর্মের প্রভাব পড়ে রোমান ধর্মেও। সম্রাটদের দেবতা হিসেবে পূজা করার রীতি ছিল বলে রোমান শাসকরা খ্রিস্টধর্মকে সুনজরে দেখতেন না। সম্রাট কনস্ট্যানটাইনের সময় খ্রিস্টধর্ম রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা পায়। ভার্জিলের মহাকাব্য 'ইনিড' লেখা হয়েছে এই সভ্যতায়।

ছোট ছোট কয়েকটি রাষ্ট্র

লিডিয়া: হিট্টাইটদের পতনের পর এশিয়া মাইনরের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল লিডিয়া। বর্তমান তুরস্কের একটি অংশে গড়ে উঠেছিল এটি। এর মানুষেরা খুব ধনী ছিল এবং এদের বাণিজ্য টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস থেকে ইজিয়ান সাগর পর্যন্ত ছড়ানো ছিল।

ফিনিশিয়া: লেবানন পর্বত এবং ভূমধ্যসাগরের মাঝামাঝি একফালি সরু ভূমিতে ফিনিশীয়দের রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। সমুদ্রতীরবর্তী ছিল বলে এদের অর্থনীতির প্রধান উৎস ছিল বাণিজ্য। দক্ষ ফিনিশীয় নাবিকরা রাতে নক্ষত্র দেখে জাহাজ চালাতো। এভাবে তারা দিক নির্ণয় করতো বলে অনেকেই ধ্রুবতারাকে 'ফিনিশীয় তারা' বলতো। সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীয়দের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে বর্ণমালার উদ্ভাবন। তারা ২২টি ব্যঞ্জনবর্ণের উদ্ভাবন করে। এখান থেকে সূচনা হয় আধুনিক বর্ণমালার। ফিনিশীয়দের উদ্ভাবিত বর্ণমালার সাথে পরবর্তীতে গ্রিকরা স্বরবর্ণ যোগ করে বর্ণমালাকে সম্পূর্ণ করে।

আরামিয়া: দুই হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে এরা মেসোপটেমিয়াতে এসেছিল। এদের প্রধান নগর ছিল দামেস্কে। এরাও বাণিজ্য করতো।

পৃথিবীর সময়কে মোটাদাগে তিনভাগে ভাগ করা হয়। প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ। ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে রোমান সভ্যতার পতনের মধ্য দিয়ে প্রাচীন যুগের সমাপ্তি ঘটে। প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে কারো জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষতা ছিল, কারো ছিল দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা। তবে যার যা-ই থাক না কেন, সব সভ্যতারই বৃহৎ বা ক্ষুদ্র অবদানে আশীর্বাদপুষ্ট আজকের এই আধুনিক সভ্যতা।

RAISUL ISLAM HRIDOY

তৃতীয় অংশ

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সভ্যতার উদ্ভব মানুষের সবচেয়ে বড় অর্জন। সভ্যতার ক্রমান্বয়ে উন্নতির ফলেই মানুষের জীবনযাত্রা সহজ থেকে সহজতর হয়েছে। আজকের আধুনিক যুগও সভ্যতার কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে। বন্যতা থেকে বর্বরতা এবং বর্বরতা থেকে মানুষ ধীরে ধীরে সুশৃংঙ্খল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। মানবগোষ্ঠী তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দ্বারা জীবন প্রবাহের মানোন্নয়ন করতে থাকে। বিশেষ সময়-কালের পরিপ্রেক্ষিতে তা সভ্যতা নামে অভিহিত হয়। প্রাচীন কালে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বহু সভ্যতা গড়ে ওঠে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সভ্যতা নিচে তুলে ধরা হলো।

মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা:-

পৃথিবীর প্রাচীনতা সভ্যতার অন্যতম। মধ্যপ্রাচ্যের ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী-বিধৌত অতি উর্বর উপত্যকায় এ দুটি নদীর মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে নাম মেসোপটেমিয়া (বর্তমান ইরাক)। এখানে খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ এবং ৩০০০ অব্দের মধ্যে এক অতি উন্নত সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে। এ সভ্যতা অবিমিশ্র কিছু ছিল না। সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয় ও অ্যাসেরীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও অপরিমেয় অবদান রয়েছে এর সামগ্রিক বিকাশ ও পরিপুষ্টি সাধনে।

মেসোপটেমিয়ার বসতি স্থাপনকারী আদি অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিল গম । খেজুর গাছকে তারা অভিহিত করত 'জীবনদায়িনী বৃক্ষ' বলে। খেজুর থেকে তারা তৈরি করত ময়দা ও মধু। প্রথমদিকে জলাভূমির আগাছা দিয়ে তৈরি করা হতো কুঁড়ে ঘর। পরে এ কাজে ব্যবহার করা হতে থাকে এঁটেল মাটির ইট।

এ সভ্যতার শুরুতে যেমন খাল খনন, বাঁধ নির্মাণ, পানি সেচ ও পানি সঞ্চয়সহ সুবিন্যস্ত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার প্রসার ঘটে, তেমনি জমিকর্ষণ কাজে কোদালের ব্যবহার শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে এ সভ্যতা ছিল কৃষি ও পুশুচারণভিত্তিক।

শহর এলাকায় বসবাস করত কারিগরি শ্রেণীর লোকজন। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের মধ্যে তারা তামা , সোনা, ব্রোঞ্জ ও পরে লোহার ব্যবহার আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। ফলে কৃষিকাজ ও হস্তশিল্পে ব্যাপক বিকাশ ঘটে। গড়ে ওঠে দাস, স্বাধীন চাষী, কারিগরি ও ধনী দাসমালিকদের

RAISUL ISLAM HRIDOY

সমবায়ে ছোট-বড় বহু নগর ও রাষ্ট্র।খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে মিশরে হায়ারোগ্লিফিক বা চিত্রলিপি নামে এক উন্নত লিখন পদ্ধতির উদ্ভব হয়। শর বা নলখাগড়া জাতীয় গাছের মজ্জা থেকে তৈরি প্যাপিরাস নামের এক ধরনের কাগজের উপরে তারা লেখার কাজ সম্পন্ন করত। ফসলের পরিমান নিরূপণ করতে গিয়ে প্রাচীন মিশরে জন্ম হয় গণিত শাস্ত্রের। খাল খনন, ভূমির দৈর্ঘ ও প্রস্থের পরিমাণ, পিরামিডের পাথরের আয়তন ও কোণের পরিমাপ করতে গিয়ে উদ্ভব ঘটে জ্যামিতির। ক্যালেন্ডার তৈরি করার প্রথম কৃতিত্বও তাদের। তারাই প্রথম ৩৬৫ দিনে বছর গণনা শুরু করেন। ফারাওদের মৃতদেহ পঁচনের হাত থেকে রক্ষার জন্য মিশরীয়রা মমি (পিরামিড) তৈরি করে। পিরামিডগুলো আজ অবধি স্বমহিমায় দাড়িয়ে আছে। তাদের সবচেয়ে বড় পিরামিডের নাম হল ফারাও খুফুর পিরামিড। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, মেসোপটেমিয়াই মানবসভ্যতার আদি লীলাভূমি।

সুমেরীয় সভ্যতা :-

মেসোপটেমিয়ার উত্তরাংশে আক্কাদ ও দক্ষিণাংশে সুমের। এ সুমেরকে কেন্দ্র করেই আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দ নাগাদ মেসোপটেমিয়ায় এক উন্নত সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। জাতিতে অসেমিটিক সুমেরবাসীই আদি মেসোপটেমিয়ার জনক। আনুমানিক ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সেমিটিক জাতির একটি শাখা দজলা ফোরাত (বর্তমানে টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস) উপত্যকায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। সমাজ ও সভ্যতার দিক দিয়ে অনগ্রসর এই সেমিটিক শাখাটিই স্থানীয় সুমেরীয়দের ঘরবাড়ি তৈরি, জলসেচ সর্বোপরি লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। সুমেরীয়রা সুসভ্য জাতি হলেও সুসংহত রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। বস্তুত সুমের অধ্যুষিত প্রাচীন বেষ্টিত এই সব নগর ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রত্যেক নগররাষ্ট্রে জাগতিক ও আধ্যাতিক উভয় ক্ষেত্রে রাজাই ছিল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তবে কেন্দ্রিয় রাজশক্তির অভাবে প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য রাজ্যগুলো পারস্পরিক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত থাকত। সুমেরীয়দের সমাজে অর্থনৈতিক কাঠামো জটিলতার বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল না বরং সহজ-সরল ছিল। বাণিজ্য ছিল সুমেরীয়দের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক উৎস। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দু'ধরনের বাণিজ্যই চালু ছিল। বাণিজ্যে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হতো সমুদ্র ও স্থল পথে সুমেরীয়রা নীল কান্তমনি, লালপাথর ও অন্যান্য পাথর এবং কাঠ আমদানি করতো। বয়নজাত দ্রব্য, অলংকার, যুদ্ধের অস্ত্র, প্রভৃতি রপ্তানি করতো। সুমেরীয়রা বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাসী ছিল। তাদের প্রধান দেব-দেবী ছিল শামাস, এনলিল, ইশতার, নারগল ও এনকি। সুমেরীয় সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অবদান লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দে সুমেরীয়রা পিকটোগ্রাফিক নামে লিখন পদ্ধতির সূত্রপাত ঘটায়। তারা বছরকে ১২ মাসে, দিন-রাত্রিকে ঘন্টায় এবং ঘণ্টাকে মিনিটে বিভক্ত

করেছিল। দিন ও রাতের সময় নিরূপণের জন্য সুমেরীয়রা পানিঘড়ি ও স্বর্ণঘড়ি আবিষ্কার করে। তারাই প্রথম ২৪ ঘণ্টায় ১দিন ও ৭ দিনে ১ সপ্তাহ নিয়ম প্রবর্তন করে। সুমেরীয়রা সূর্য ও চন্দ্রের আপেক্ষিক অবস্থিতি নির্ণয় করেছিল এবং গ্রহের সময় নিরূপণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা :

প্রাচীন কালে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে যে সকল সভ্যতা গড়ে ওঠেছিল সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হল ব্যাবিলনীয় সভ্যতা। খ্রিস্টপূর্ব ২৪০০ অব্দে সুমের আক্কাদ বা প্রাচীন ব্যাবিলন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম সারগন। রাজা হাম্বুরাবী ছিলেন সভ্যতার শ্রেষ্ঠ শাসক। হাম্মুরাবী দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, সংগঠক, প্রশাসক, ও আইন সংকলক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত নগর রাষ্ট্রকে একত্রিত করেন। প্রায় ৪২ বছর (১৭৯২-১৮৫০ খ্রি:পূর্বাব্দ) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে তিনি সমগ্র মেসোপটেমিয়া ভূমধ্যসসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ও এশিয়ার উপর কর্তৃত্ব করে 'সর্বাধিপতি' উপাধি ধারণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে শুধু বিজয়ই নয় বরং শক্তিশালী কেন্দ্রিয় শাসন, আইনসহ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য ব্যাবিলনের ইতিহাস 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে পরিচিত। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন। প্রাচীন ব্যাবিলনে 'কিউনিফর্ম' অর্থাৎ কীলক আকারের লিখন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই পদ্ধতি প্রাচীন মিশনের 'চিত্রলিখন' পদ্ধতি অপেক্ষা উন্নত ছিল। ব্যাবিলনীয় ভাষা ছিল ৩০০ ধ্বনি চিহ্ন বিশিষ্ট। ব্যাবিলনীয়রা অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা করত। সূর্যদেব মারদুক ছিল তাদের শ্রেষ্ঠ দেবতা।ব্যাবিলনের বিখ্যাত 'শূন্য উদ্যান' পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম। শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যাবিলনীয়রা উন্নত ছিল। কাঁচ শিল্পের উন্নতি সাধন ও প্রসারে তাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। চিত্রাঙ্কন বিদ্যা, জ্যোতিষ শাস্ত্র, অঙ্ক শাস্ত্র এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তাদের অতুলনীয় পারদর্শিতা ছিল। গ্রহ-নক্ষত্রাদি সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের সীমা বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। সূর্য ও জলঘড়ির সাহায্যে তারা সময় নিরূপণ করত। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কেও তাদের ধারণা ছিল যথাযথ। সেই সুদুর প্রাচীনকালে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির গণনা ব্যাবিলন থেকেই প্রসার লাভ করে।

অ্যাসেরীয় সভ্যতা :

মেসোপটেমিয়ার উত্তরাংশে অ্যাসেরীয়রা প্রাধান্য বিস্তার করে। ক্যাসাইটদের আক্রমণে প্রাচীন ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে তারা এই সভ্যতার উত্তরাধিকার লাভ করে। খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ অব্দের মধ্যেই অ্যাসেরীয়রা সমগ্র উত্তর মেসোপটেমিয়া দখল করে নেয়। অ্যাসেরীয়রা মূলত ব্যাবিলনীয় সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হলেও সভ্যতার ইতিহাসে তাদের নিজস্ব অবদানও কম নয়। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, কারুশিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের মৌলিক উদ্ভাবনী ক্ষমতার ছাপ সুস্পষ্ট। অ্যাসেরীয়রা প্রথমদিকে ব্যাবিলনের কিউনিফর্ম লিপির ব্যাপক ব্যবহার করে। পরে তারা আর্মেনিয়

RAISUL ISLAM HRIDOY

ভাষাও বেশ ব্যবহার করে। অ্যাসেরীয় রাজারা প্রাচীন ঐতিহ্য সংরক্ষণেও সচেতন ছিলেন। রাজা সেনাচেরি তার রাজধানী নিনেভায় কাদার চাকতি সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি বিশাল গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন। তবে রাজা আসুরবানিপাল প্রতিষ্ঠিত নিনেভায় গ্রন্থাগারকে এশিয়ার প্রথম গ্রন্থাগার বলা হয়। এখানে ২২,০০০ এর বেশি কাদার চাকতির পুস্তক ছিল। এগুলো অধিকাংশই ব্রিটিশ যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

ধর্মীয় দিক থেকে অ্যাসেরীয়রা বহু দেব-দেবীর বিশ্বাস ও তাদের পূজা করত। তাদের প্রধান দেবতা ছিল আসুর। এরপর ছিল ইশতারের স্থান। অ্যাসেরীয়রাই প্রথম বৃত্তের ডিগ্রি নিরূপণ এবং অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে তাদের অবদান অতুলনীয়। তারাই প্রথম পাঁচটি গ্রহ আবিষ্কার করে এগুলোর নামকরণ করেছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান, রোগ নির্ণয় ও প্রতিকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তাদের অগ্রগতি ছিল উল্লেখযোগ্য। অ্যাসেরীয়দের বলা হয় এশিয়ার রোমান। রোমানরা যেমন গ্রীক সভ্যতাকে পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিল, অ্যাসেরীয়রাও একই ধরণের ভূমিকা পালন করেছিল ব্যাবিলনীয় সভ্যতা বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে।

চৈনিক সভ্যতা :

চীনা সভ্যতা বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও নদীকেন্দ্রিক সমৃদ্ধ সভ্যতা। অনেকের মতে, এর উদ্ভব চীনের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের তারিম উপত্যকায়। কুয়েন্ডলুং পর্বত অতিক্রম করে হোয়াংহো নদীর তীর বরাবর গড়ে উঠেছিল এই সভ্যতা। উত্তর চীনে বর্তমানে যে জাতীয় মানুষের বসবাস, প্রস্তর যুগেও তাদের আকার আকৃতিবিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর বসতি ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। তারা ব্যবহার করত পাথরের তৈরী ছুরি, তীরের ফলা, কুঠার ও হাড়ের তৈরি নানাধরণের অস্ত্রশস্ত্র। কাপড় বোনা ও মাটির পাত্র নির্মাণ পদ্ধতিও তাদের আয়ত্তে ছিল। চীনা সভ্যতা মূলত কৃষিভিত্তিক। এখানকার প্রাচীন জনগোষ্ঠী হোয়াংহো নদীর দু'পাশের উর্বর এলাকাজুড়ে চাষ করতো জব, গম, ধান ও নানা ধরনের শাকসবজি। পালন করতো বিভিন্ন জাতের পশু, তারা রেশমকীটের চাষাবাদ পদ্ধতিও জানত। এর সুতো দিয়ে তারা মজবুত ও সুন্দর বস্ত্রাদি বানাতো। খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দ পর্যন্ত চীনে বহু খণ্ড-বিখণ্ড রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। এরা বিভিন্ন রাজবংশ ও তাদের শাসনামল দ্বারা বিভক্ত। খ্রিস্টপূর্ব ২২১ অব্দে যুদ্ধমান রাজ্যসমূহের বিভক্তি ও বিচ্ছিন্ন অবস্থার অবসান ঘটে। যুদ্ধোদ্যমের সর্বাত্মক সাফল্যের জন্য দিগি¦জয়ী মহাবীর শিহুয়াংতিকে চীনের নেপোলিয়ন বলা হয়ে থাকে। তিনি দেশকে মঙ্গোলীয়দের পৌণঃপুনিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য গড়ে তোলেন চার হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ প্রাচীর, যা চীনের মহাপ্রাচীর নামে খ্যাত এ প্রাচীর বিশ্বের প্রাচীন সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম। চীনারা খ্রিস্টিয় প্রথম শতকে আবিষ্কার করে কাগজ ও কম্পোজার। খ্রিস্টের জন্মের আগেই চীনের মাটিতে বারুদ ও খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতকে মুদ্রণযন্ত্রের

RAISUL ISLAM HRIDOY

আবিষ্কার মানব সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে প্রভূত অবদান রেখেছে। চীনে বহু বিশ্ব-বিশ্রুত মনীষী, ধর্মগুরু ও দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন -কনফুসিয়াস, লাও-তসু ও সিনাৎসিয়ান। চীনা লোক কাহিনী, লোকগীতি ও পুরানকথার অনেক কিছুই কালজয়ী সাহিত্য কর্মের মর্যাদা অর্জন করেছে। প্রাচীন চীনা চিকিৎসকগণ বিভিন্ন ব্যাধি ও ক্ষত নিরাময়ের ভেষজ ও শল্য চিকিৎসা জানতেন। চীনা আকুপাংচার পদ্ধতি এখনো প্রচলিত। প্রাচীন চীনের ধর্ম ছিল অনেকটা অবিন্যস্ত ও অস্পষ্ট। নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস তাদের মধ্যে লক্ষ করা যায়নি। তাদের ধর্মীয় জগত স্বর্গীয়, প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাবে প্রভাবিত ছিল।

সিন্ধু সভ্যতা :

সিন্ধু সভ্যতা বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম। খ্রিস্টের জন্মের আনুমানিক চার থেকে পাঁচ হাজার অব্দে এর গোড়াপত্তন হয়। সিদ্ধু সভ্যতার দুটি প্রধান কেন্দ্র বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার মহেঞ্জোদারো এবং পাঞ্জারের ইরাবতী নদীর তীরে হরপ্পা। সিন্ধু সভ্যতার উৎপত্তি সিন্ধু নদীর তীরে, পরে তা পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে বহুদূর বিস্তৃত হয়। বলা হয়, এটি ১৫ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এই সভ্যতার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় সুমেরীয় সভ্যতার। কৃষিকর্মের উন্নতি সত্ত্বেও এটি ছিল নগর ও বাণিজ্যভিত্তিক সভ্যতা। অনেকের ধারণা, চীন, সুমেরীয় ও মিশরের প্রাচীন সভ্যতার তুলনায় সিন্ধু সভ্যতা ছিল বেশি অগ্রসর ও উন্নত। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে খনন কাজ চালিয়ে পাওয়া গেছে উন্নত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা ও পোতাশ্রয়ের সন্ধান। সুপরিকল্পিত রাস্তাঘাট, আগুনে পোড়ানো ইট, পাথরের মন্দির, সমাধিস্থান ও শিক্ষায়তনের নিদর্শন ও পাওয়া গেছে এখানে। সিন্ধু সভ্যতায় ছিল সুবিন্যস্ত শাসন ব্যবস্থা এবং ছিল নিজস্ব চিত্রলিপি ও লিখন প্রণালী। ওদের পোশাক পরিচ্ছদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কার্পাস সুতোর বস্ত্র, চাদর ইত্যাদি। দেহের শোভাবর্ধন করার জন্য তারা সোনা, রূপা, শঙ্খ ও মূল্যবান পাথরের অলঙ্কার, পশুর হাড়, হাতির দাঁতের চিরুনি, আয়না, ক্ষুর ইত্যাদি ব্যবহার করতো। সিন্ধু সভ্যতার গোড়াপত্তন কারা করেছিল এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় এখানে প্রোটে অস্ট্রালয়েড মেডিটেরিনিয়ান, আলপাইন, ও মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর কঙ্কাল পাওয়া গেছে। নৃতাত্ত্বিকদের ধারণা, মেডিটেরিনিয়ান বা দ্রাবিড় গোষ্ঠীই এ সভ্যতার প্রবর্তক। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে আর্যদের আক্রমণে এ সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায় বলে ধারণা করা হয়।

হিব্রু সভ্যতা :

হিব্রু সভ্যতার উৎস ভূমি মধ্যপ্রাচ্যে। এ সভ্যতা আজকের ফিলিস্তিন ও ইসরাইল অঞ্চল কেন্দ্রিক গড়ে ওঠেছিল। জাতিগত ভাবে হিব্রুরা ছিল একটি মিশ্রিত জাতি। কুটনীতি, স্থাপত্য এবং

চিত্রকলার দিক থেকে হিব্রুরা সভ্যতার ইতিহাসে খুব অল্পই ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু নৈতিকতা ও ধর্মীয়ক্ষেত্রে বিশ্বসভ্যতায় হিব্রুদের অবদান ছিল যুগান্তকারী। হিব্রুদের মূল নামের উৎপত্তিগত শব্দ নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। প্রচলিত একটি মতে, খাবিরু বা হাবিরু নাম থেকেই হিব্রু হয়েছে। হিব্রু অর্থ বিদেশী, নিম্নবংশীয় বা যাযাবর। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতেই হিব্রুদের আদিবাস ছিল আরবভূমিতে। তাদের প্রথম বসতি গড়ে ওঠে উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়াতে। সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দে ইব্রাহীম (আ:) এর নেতৃত্বে হিব্রুদের একটি দল এখানে বসতি গড়ে তোলে। পরবর্তীতে ইব্রাহীম (আ:) এর ছেলে ইসমাইল (আ:) এর নেতৃত্বে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় থেকে তারা ইসরাইলি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

খ্রিস্টধর্মের পটভূমি তৈরিতে হিব্রুধর্মের ভূমিকাই ছিল বেশি। সৃষ্টিতত্ব, ঈশ্বরের একাত্ম, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, আইনপ্রণেতা, ও পরম বিচারক হিসেবে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কিত বাইবেলের দুই তৃতীয়াংশে রয়েছে হিব্রু ধর্মের প্রভাব। আইন প্রণয়নেও হিব্রুদের অবদান রয়েছে। প্রাচীন কেনাইট ও ব্যাবিলনীয় আইনদ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিব্রু আইন প্রণীত হয়েছিল। ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে হিব্রু আইনের বিভিন্ন ধারা জানা যায়। হিব্রু সাহিত্য প্রাচ্যের যে কোন প্রাচীন সাহিত্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল। তাদের সাহিত্যে ধর্মের প্রভাব ছিল প্রবল। ওল্ড টেস্টামেন্ট মূলত বিভিন্ন সাহিত্য কর্মের সংকলন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হিব্রুদের তেমন অবদান নেই। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা কিছু অবদান রেখেছে। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে রোগ যন্ত্রনাকে ঈশ্বরের অভিশাপ বলা হয়েছে।

গ্রীক সভ্যতা :

মানব সভ্যতার ইতিহাসে যে ক'টি দেশের মানুষ তাদের উজ্জ্বল অতীতের জন্য ঈর্ষণীয় গৌরবের অধীকারী গ্রিকরা তাদের অন্যতম । গ্রিক নামটি রোমানদের দেয়া। গ্রিসে জন্ম নিয়েছেন তাদের মধ্যে মহাকবি হোমার, জ্ঞানতাপস সক্রেটিস, স্থাপত্য-ভাস্কর্যের অবিস্মরণীয় দিকপাল ইকটিনাস ও ফিডিয়াস, রাজনীতি মঞ্চের অপ্রতিদ্বন্ধী কৌশলী থেমিস, টকলস, এরিস্টাইডিস ও পেরিক্লিস, সাহিত্যের অনির্বাণ জ্যোতিষ্ক সফোক্লিস, এরিস্টোফেলেস, ইউরিপাইডিস, দর্শনের শিখাগ্নী প্লেটো ও এরিস্টটল, ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস, থুকিডিডিস প্রমুখ মনীষীর আবির্ভাব এই গ্রিক সভ্যতায়। শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য প্রতিটি ক্ষেত্রে এর অবদান বিশ্ব সভ্যতায় উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। এ সভ্যতার বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে আকিয়ানসহ দোরিয়ান ও আয়োনিয়ানদের অবদান অনস্বীকার্য। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সাল নাগাদ তারা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে গ্রিসে প্রবেশ করতে শুরু করে। খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০ থেকে ১১৩০ অব্দ সময়সীমার মধ্যে মিকোনাই, টিরিনস ও পিলস অঞ্চল বিকশিত হয় এক অগ্রসরমান ব্রোঞ্জ সভ্যতায়। গ্রীস সে সময় ছোট বড়

RAISUL ISLAM HRIDOY

কতগুলো স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে নগররাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত। এই সভ্যতা বিকাশ লাভ করে প্রথমে ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জে, এশিয়া মাইনরের ইজিয়ান উপকূলবর্তী শহরগুলোতে, এথেন্সে, তারপর সিসিলি, দক্ষিণ ইতালির গ্রিক উপনিবেশগুলোতে গ্রিকদের ধর্ম বিশ্বাস ছিল প্রবল। তাদের দেব-দেবীর সংখ্যাও ছিল অনেক। তাদের বিশ্বাস ছিল, এসব দেব-দেবী তাদের ভাগ্যের নিয়ন্তা। গ্রীক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ কাল হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চাশ শতক থেকে শুরু করে কয়েক দশক পর্যন্ত স্থায়ী এথেন্সে পেরিক্লিসের শাসনামল। এই সময় বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা দর্শন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চরম সাফল্য অর্জিত হয়। এথেন্স হয়ে ওঠে এই সভ্যতার পীঠস্থান। বিশ্ব সভ্যতার ক্ষেত্রে রঙমঞ্চ বা থিয়েটার প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক অবদান গ্রীকদেরই, ইতিহাস শাস্ত্রের সূচনা হয় প্রাচীন গ্রীস থেকেই। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীক দর্শনের আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত করেন আলেস। গণিত শাস্ত্রের সূচনা করে পিথাগোরাস অমর হয়ে আছেন। হিপোক্রেটিস চিকিৎসা শাস্ত্রকে কুসংস্কার মুক্ত করে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করান।

ঔঁহাইলাইটস:-

☞গ্রীক সভ্যতা কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেনি।

☞গ্রীকদের অবদান ছিল সভ্যতার সকল ক্ষেত্রে ।

☞গ্রীক সভ্যতায় প্রথম নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে।

☞চিকিৎসা শাস্ত্র, গণিত ও জ্যামিতিতে গ্রীকদের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি।

☞গ্রীসের রাজধানী এথেন্স।

রোমান সভ্যতা :

রোমান সভ্যতা বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ সভ্যতা। রোম, গ্রীস, কার্থেক ও প্যালেস্টাইন সহ ভূমধ্যসাগর অঞ্চল জুড়ে বিদ্যমান সকল রাষ্ট্রকে এটি যেমন অধিকার করে, তেমনি অধিকৃত রাষ্ট্রসমূহের শিল্প সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণা আত্মস্থ করে নিজস্ব অবদানে তা সমৃদ্ধও করে। বিশ্ব সভ্যতার ক্ষেত্রে রোমান সভ্যতার প্রধানতম অবদান রাজনৈতিক ও সরকার পরিচালনা ব্যবস্থা সংক্রান্ত রীতি পদ্ধতি। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে রোম শহরের পত্তন হয়। কালক্রমে টাইবার নদীর মোহনায় সাতটি পার্বত্য টিলাকে কেন্দ্র করে এই নগরীর বিস্তৃতি ঘটে। এই সাতটি নগরীকে নিয়ে পরে গড়ে তোলা হয় একটি একক নগররাষ্ট্র।

খ্রিস্টপূর্ব ২৮০ অব্দ নাগাদ রোমানরা বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে স্বাধীন মিত্রদের একটি শক্তিশালী সংঘ গঠন করে। রোম সাম্রাজ্যকে সুসংহত ও বিস্তৃত করতে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তারা হলেন জুলিয়াস সিজার, পাম্পে দ্য গ্রেট, আউগুস্তুস ও তাইবেরুস। রোমেই প্রথম আবিষ্কৃত হয় কংক্রিট। ফলে বিশাল ও আড়ম্বরপূর্ণ দালান কোঠা, খিলান ও গম্বুজ নির্মাণ করা সম্ভব হয়

RAISUL ISLAM HRIDOY

রোমক ভাস্কর্য শিল্পও এই সমৃদ্ধ সভ্যতার অন্যতম পরিচায়ক। চিকিৎসকগণ ল্যাটিন ভাষায় ঔষুধ পত্রের যে সব নাম লিখে থাকেন, তার মূলে ও রয়েছে এই সভ্যতার অবদান। এছাড়া বছরের বার মাসের নাম এখনো রয়েই গছে ল্যাটিন ভাষাতেই। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত জার্জিয়ান ক্যালেন্ডারের জন্ম ও ইতালিতে ইউরোপ মহাদেশের প্রধান ভূখণ্ডের দেশগুলোতে আইনী ব্যবস্থার বিকাশে রোমক আইনের অবদান অপরিসীম। এখনো দেশে দেশে রোমান আইন স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। গোথ, হুন ও ভান্ডালদের পৌনঃপুনিক আক্রমণে ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

মায়া সভ্যতা :

মেসো শব্দটা গ্রিক। অর্থ, 'মধ্য'। যেমন, মেসোপটেমিয়া। এর মানে: দুই নদীর মধ্যেখানের অঞ্চল। তেমনি, মেসোআমিরিকায় বলতে বোঝায় মধ্যআমেরিকাকে, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্তী অঞ্চলটিকে (প্রধানত মেক্সিকো) । তো, মেসোআমেরিকায় কতগুলি সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল। যেমন, ওলমেক, অ্যাজটেক, মায়া। এর মধ্যে মায়া সভ্যতার উদ্ভ ও বিকাশ ছিল অভূতপূর্ব। বর্তমান মেক্সিকো, গুয়েতেমালা, বেলিজ ও হন্ডুরাসজুড়ে ছড়িয়ে ছিল মায়া সভ্যতা। লিখিত ভাষাসহ মেসোআমিরিকার সবচে উন্নত সভ্যতা ছিল মায়া সভ্যতা। মায়া সভ্যতা নিয়ে বিস্তর গবেষনা হয়েছে। এখনও চলছে। মায়া সভ্যতার উত্থানকাল ধরা হয় ২৫০ খ্রিস্টাব্দ। নগর সভ্যতা অবশ্য বিকাশ লাভ করেছিল ৯০০ শতক এর দিকে। এবং তা স্পানিশ বিজয় পর্যন্ত বিকাশ লাভ করে চলেছিল। ২৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রথম ৬৫০ বছর মায়ার সভ্যতারক্লাসিক পিরিয়ড ধরা হয়। এই সময়ে মেক্সিকো, গুয়েতেমালা ও উত্তর বেলিজে কমবেশি ৪০টি নগর গড়ে উঠেছিল। বেলিজ দেশটা কারও কারও কাছে নতুন মনে হতে পারে। উন্নতির শীর্ষে মায়া সভ্যতার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২০ লক্ষ । বেশির ভাগই বাস করত এখনকার গুয়েতেমালায়। নগরগুলি আসলে ছিল ধর্মীয় কেন্দ্র। বেশির ভাগ মায়া বাস করত নগরের বাইরে –গ্রামে, কৃষিজীবনে।৯০০ শতকের পর গুয়েতেমালার মায়া নগরগুলি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। দক্ষিণের নগরগুলি জনশূন্য হয়ে যায়। ঐতিহাসিকদের মতে যুদ্ধের কারণে বানিজ্যপথের পরিবর্তনই নাকি এর অন্যতম কারণ। তবে মেক্সিকোর ইউকাটন উপদ্বীপের চিচেন ইটজা, উক্সমাল এবং মায়াপান সংস্কৃতির বিকাশ অব্যাহত থাকে ১৫১৯ অবধি। ষোড়শ শতকে যখন মেসোআমেরিকায় স্পেনিশ লুটেরারা এল তখন বেশির ভাগ মায়াই গ্রামীণ কৃষিজীবনে সম্পৃক্ত।

মায়ারা চাষ করত ভূট্টা, বীন ও লাউ। মাংসের মধ্যে খেত টার্কি, তাপির, খরগোশ, বানর ও ম্যাকাও পাখি।স্পেনিয়রা মায়াদের রোমান ক্যাথলিজমে ধর্মান্তরিত করে। মায়ারা আজও আছে। দক্ষিণ মেক্সিাকোয়, গুয়েতেমালায় ও বেলিজে।

মায়ারা আজ রোমান ক্যাথলিজমে বিশ্বাসী হলেও পূর্বেকার মায়া বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, দেবদেবী ও গৃহস্থালী পরব পালন করে আজও। মায়ারা অনেক দেবতায় বিশ্বাসী ছিল। সে দেবতা ভালো কি মন্দ হতেন। ইটজামনা ছিলেন প্রধান দেবতা। তিনি সৃষ্টিকর্তা, আগুন ও উনুনের দেবতা। অন্যএকজন হলেন পালকযুক্ত সরীসৃপ;কুকুলকান। ইনি বৃষ্টি ও বজ্রপাতের দেবতা। মায়াদের উপসনালয়ে এর মূর্তি পাওয়া গেছে। মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাসী ছিল মায়ারা। মৃত্যুর পর আত্মার বিপদজনক ভ্রমন শুরু হত পাতালদেশে। পাতালের অধিকর্তা দেবতা অমঙ্গলকর। সে দেবতার প্রতীক জাগুয়ার। জাগুয়ার রাত্রিরও প্রতীক। স্বর্গে তারাই যাবে যাদের উৎসর্গ করা হয়েছে। আর যারা জন্মের সময়ই মারা গেছে।

গণিত ও জ্যোর্তিশাস্ত্র অভূতপূর্ব উন্নতি করেছিল। অবশ্য সে জ্ঞান অর্জন ছিল ধর্মীয় কৃত্যের সঙ্গে জড়িত । গণিতে শূন্যের ব্যবহার, পজিশনাল নোটেশন নির্ধারণ করেছিল মায়ারা; জ্যোর্তিশাস্ত্রে সৌর বৎসরের গননা, চন্দ্র ও শুক্র গ্রহের অবস্থান এমনকী সূর্যগ্রহনও আগেভাবে বলে দিতে পারত তারা!

মায়ারা প্রকৃতির আবর্তন লক্ষ করেছিল। সময় নিয়ে অবসেসড ছিল। তারা মনে করত বিশ্বজগৎ ৫ বার সৃষ্টি হয়েছে আর ৪ বার ধ্বংস হয়েছে। বছরের কোনও কোনও দিন শুভ কোনও কোনও দিন অশুভ। একসময় ঐতিহাসিকদের ধারনা ছিল মায়ারা শান্তিপ্রিয় । ধর্মনিয়ে মগ্ন থাকে। মায়া হাইয়ারোগ্লাফিক লেখনি পড়তে পারার পর জানা গেল তারা প্রতিদ্বন্দি নগর আক্রমন করত। শাসককে বন্দি করত, টর্চার করত, তারপর তাকে দেবতার কাছে বলি দিত! নরবলি বা হিউম্যান স্যাক্রিফাইস ছিল মায়াদের ধর্মবিশ্বাসের মূলে।মায়ারা নরবলি দিত উর্বরতা, ধর্মনিষ্টা দেবতার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে । মায়া পুরোহিত বিশ্বাস করত দেবতা মানুষের রক্তে পুষ্ট হন! রক্তই দেবতাদের সঙ্গে যোগাযোগের উপায়।

ইনকা সভ্যতা :

পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। এরপর আন্দেজ পর্বতমালার পুবমুখি বিস্তার। পেরু নামে একটি দেশ। এই পেরুর পুবেই কুজকো নগর। এসবই আন্দেজ পর্বতমালার মধ্যে। যে আন্দেজ পর্বতমালাটির বিস্তার উত্তর-দক্ষিণে ২,৫০০ মাইল!

সেই কুজকো নগর ঘিরেই সূত্রপাত হয়েছিল কুজকো রাজ্যের (কিংডম অভ কুজকো) যা পরে হয়ে ওঠে দক্ষিণ আমেরিকার অন্যতম পরাক্রমশালী ইনকা সাম্রাজ্য। ইনকা সাম্রাজ্য ছড়িয়ে ছিল পেরু, বলিভিয়া, উত্তর আর্জেন্টিনা, চিলি ও ইকিউডোরে।এত বিশাল সাম্রাজ্য সড়ক পথে যোগাযোগ রক্ষা করত ইনকারা। এই উদ্দেশ্যে ইনকারা নির্মান করেছিল বিস্ময়কর সড়ক; যাকে বলে, 'ইনকা ট্রেইল'। কৃৎকৌশলের দিক থেকে যা ছিল সময়ের তুলনায় অনেক অগ্রসর। মনোরম উপত্যকা ও

RAISUL ISLAM HRIDOY

দুর্গম গিরির ভিতর দিয়ে চলে গেছে ইনকা ট্রেইল। আজও ধ্বংসাবশেষ দেখে চেনা যায়। মূল ২টি পথ ছিল- উত্তর-দক্ষিণে .. কোনও কোনও পথ ১৬০০০ ফুট ওপেের। ৪০, ০০০ কিলোমিটার। সামরিক ও বেসামরিক উভয়শ্রেনির লোকই চলাচল করত। আর চলত লামা ক্যারাভান। সাধারণ লোকের সে পথে চলতে হলে ইনকা সম্রাটের অনুমতি লাগত। পথের মাঝে ছিল সেতু। সেতুতে টোলব্যবস্থা ছিল। ইনকাসাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। সাম্রাজ্যের সময়কাল ১২০০ থেকে ১৫৩৩। ১৫৩৩ সালেই তো স্প্যানিশ লুটেরারা এল ... ইনকা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম মানকো কাপাক। তিনি ও তার বংশধরের সময়েই ইনকা জাতি রচেছিল দক্ষিণ আমেরিকার বিস্ময়কর সভ্যতা। ইনকারা ওদের রাজ্যকে বলত তাহুয়ানতিনসুইউ। মানে চতুস্কোন ভূমি।

ইনকা শাসকরা ছিলেন অভিজাত রাজকীয় বংশের। সম্রাটকে বলা হত ইনকা। পরে অবশ্য সভ্যতার নামই হয়ে যায় ইনকা। সম্রাটের অন্য নাম সাপা ইনকা। সাম্রাজ্য পরিচালনতা করত রাজকীয় পরামর্শসভা। পুরোহিত প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সেনাপতির সমন্বয়েই গড়ে উঠত রাজকীয় পরামর্শসভা। এরা সর্ম্পকে আত্মীয়। সম্রাটগন বিয়ে করতেন আপন বোনকে। পুত্রগনের মধ্যে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করতেন। সাধারণত বড় ছেলেই সম্রাট হত। ইনকা অভিজাতদেরও কাউন্সিল ছিল। তারা সাম্রাজ্য পরিচালনায় সাহায্য করত। সমস্যা হলে সম্রাট প্রধান পুরোহিত এর যিনি সাধারনত সম্রাটের আত্বীয় ছিলেন। এই চাচা কি ...অন্যকেউ ...যুদ্ধ পরিকল্পনায় সেনাপতিরা। সেনাপতিও বন্ধু কি আত্মীয়ই হত সম্রাটের ।ইনকা যোদ্ধারা অন্য নগর আক্রমন করে জয় করলেও স্থানীয় শাসনকর্তাকে হত্যা করত না যদি সে শাসনকর্তা ইনকা আইন মেনে চলত, বিদ্রোহ না করত, কর দিত আর শষ্য ভান্ডার মজুদ রাখত। ইনকাদের কর ব্যবহা ছিল কঠোর। মেয়েদের নির্দিস্ট পরিমানে কাপড় বুনতে হত। পুরুষেরা কাজ করত সৈন্যবিভাগে কি খনিতে। জনগনও কর দিতে হত। হাতে পয়সা না থাকলে রাষ্ট্রীয় কাজ করে শোধ করে দিত। কিংবা সুতা পোষাক তৈরি করে বিক্রি করে কর দিত। জনগনকে শষ্যের একাংশ রাখতে হত সংরক্ষণের জন্য। খাদ্যশষ্য মজুদের কলাকৌশল রপ্ত করেছিল বলেই ইনকা সভ্যতা নাকি অত উন্নত স্তরে পৌঁছেছিল-ঐতিহাসিকদের এই মত। সাম্রাজ্যজুড়ে ছিল স্টোরহাউজ। ৩ থেকে ৭ সাত বছরের খাদ্যশষ্য মজুত থাকত সেখানে। মাংসও শুকিয়ে নোনা করে রাখত।

চাষবাস হত উপত্যকায় আর পাহাড়ের ঢালে। ইনকাদের প্রধান খাদ্যই ছিল আলু ও ভূট্টা। আগেই বলেছি আমি মানবসভ্যতায় আলু ইনকাদের অবদান। আলু আর ভুট্টা ছাড়া খেত ওল। নীল শ্যাওলাও নাকি খেত । কাঁচা। চাষ করত মরিচ । মাংসের মধ্যে খেত গিনিপিগ ও লামার মাংস। সামুদ্রিক। মাছও খেত। সাম্রাজ্যের পশ্চিমে প্রশান্ত সাগর। আর বিখ্যাত হ্রদ টিটিকাকা। ভূট্টা পিষে এক ধরনের পানীয় তৈরি করে খেত ইনকারা। পানীয়ের নাম: চিচা।

RAISUL ISLAM HRIDOY

ইনকারা পোশাক তৈরি করত লামার উল দিয়ে। সুতির কাপড়ও পড়ত। অভিজাতরা ধাতুর ঝুলিয়ে রাখত। মেয়েরা একধরনের শাল পরত-নাম মানতাস। নারীপুরুষ উভয়ই পরত স্যান্ডেল।
সাধারন ইনকাদের বাড়িগুলো হত ছোট। সবাই একসঙ্গে থাকত। যৌথপরিবার আর কি। বাড়ি তৈরি করত পাথর ও মাটির ইট দিয়ে ... আর মেশাত ঘাসকাদা। ধনীরা অবশ্য বড়সরো পাথরের সুন্দর প্রাসাদে বাস করত। তাই তো হয়! এরাই ছিল উপত্যকার জমির মালিক।
বিয়েটাও ইনকাদের ভারি অদ্ভূত। ২০ বছরের আগেই ছেলেদের মেয়ে চয়েস করতে হত। নইলে তার জন্যই মেয়ে দেখত গার্জেনরা। কোনও কোনও মেয়েকে ছোট থাকতেই বাগদত্তা হতে হত।বিয়ের দিন বর কনের হাত ধরে চন্দন বিনিময় করত। এরপর ভোজ। নতুন দম্পতিকে অন্যরাই ঘরদোর তুলে দেয় । যতক্ষন না তারা নিজের পায়ে না দাড়াচ্ছে ।
বহুদেবতায় বিশ্বাসী ছিল ইনকারা। ভিরাকোকা ছিলেন প্রধান দেবতা। তিনিই ছিলেন ইনকাদের স্রষ্টা। আরেকজন দেবতার নাম ছিল ইনতি। ইনি ছিলেন সূর্যদেব। ইনকাদের বলা হয়: "সূর্যের সন্তান।" ইনকা শব্দটি এসেছে এই ইন্তি শব্দ থেকেই। ইনকারা সূর্যপূজক বলেই উচুঁ পাহাড়ের ওপর তৈরি করত পাথরের মঞ্চ। ইনতিহুয়াটানা। ইন্তি শব্দটা লক্ষ করুন।ইনকারা ছিল ধর্মপ্রাণ। তারা ভাবত যেকোনও মুহূর্তেই অমঙ্গল হতে পারে। কাজেই পুরোহিতদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ন ছিল ইনকা সমাজে। ইনকা সমাজে নারীপুরোহিতও ছিল।

ঁহাইলাইটস:-

- ইউফ্রেটিস ও তাইগ্রিস নদীর তীরে মেসোপটেমীয় সভ্যতা গড়ে উঠে।
- মেসোপটেমিয়া সভ্যতার অবস্থান ছিল বর্তমান ইরাকে।
- পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা হলো মেসোপটেমিয়া সভ্যতা।
- মেসোপটেমিয়ায় গড়ে উঠা সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা হলো সুমেরীয় সভ্যতা।
- সুমেরীয় সভ্যতার সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল লিখন পদ্ধতি।
- ব্যাবিলিয়ন সভ্যতার স্থপতি হলো অ্যামেরাইট নেতা হাম্মুরাব্বী।
- ব্যাবিলয়ন সভ্যতার অবদান ছিল আইন প্রণয়ন।
- ব্যাবিলিয়ন সভ্যতা সর্ব প্রথম পুঞ্জিকার প্রচলন শুরু করেন।
- অ্যাসেরীয়রা বৃত্তে ৩৬০ ডিগ্রি কোণ আবিস্কার করেন।
- পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম গোলন্দাজ বাহিনীর গঠন করেন আসেরীয়রা।
- অ্যাসেরীয় সভ্যতার লোকেরা সর্বপ্রথম পৃথিবীকে অক্ষাংশ ও দ্রামিাংশে ভাগ করেছিল।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- মিশর সভ্যতা গড়ে উঠে নীল নদের তীরে।
- মিশরীয় সভ্যতার প্রথম অবদান কৃষিকাজ।
- পিড়ামিড, লিখন পদ্ধতি, জ্যোতবিদ্যা মিশরীয় সভ্যতাদের অবদান।
- মিশরীয়দেরকে ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা হয়।
- হেরোটোডাস মিশরকে নীল নদের দান বলে অভিহিত করেছেন।
- মিশরীয়রাই ৩৬৫ দিনে বছর এবং ৩০ দিনে মাসের গণনা শুরু করেন।
- সিন্ধু সভ্যতার সাথে সুমেরীয় সভ্যতার মিল রয়েছে।
- সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠে পাকিস্তানের মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে।
- সিন্ধু সভ্যতায় পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থার নির্দশন পাওয়া যায়।
- ১৯২২ সালে সিন্ধু সভ্যতা আবিস্কৃত হয়।
- স্যার রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, স্যার জন মার্শাল ও দয়ারাম সাহনী সিন্ধু সভ্যতার আবিস্কারক।
- সিন্ধু সভ্যতায় প্রথম বাটখাড়ার ব্যবহার শুরু হয়।
- ক্যালেডিয় সভ্যতার নতুন নাম হলো নতুন ব্যাবিলিয়ন সভ্যতা।
- ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান হলো এই সভ্যতার অবদান।
- নেবুচাঁদ নেজার ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান তৈরি করে।
- ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান বর্তমানে ইরাকে অবস্থিত।
- সাত দিনে এক সপ্তাহ গণনা শুরু করেন ক্যালেডীয় সভ্যতার লোকেরা।
- জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে হিব্র“ সভ্যতা গড়ে উঠে।
- পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা হলো হিব্রু ভাষা।
- হিব্রু“ শব্দের অর্থ হলো যাযাবর।
- বর্তমান ইরান ছিল প্রাচীনকালে পারস্য নামে পরিচিত।
- পারস্য সভ্যতার অবদান ছিল ধর্ম সংস্কার।
- ফিনিশীয় সভ্যতার বড় অর্জন হলো লিখন পদ্ধতি আবিস্কার।
- ফিনিশীয়দের বর্ণমালা ছিল ২২টি।
- ফিনিশীয়দের আরো একটি অবদান ছিল নৌকা তৈরি ও ব্যবসা বাণিজ্য করা।

RAISUL ISLAM HRIDOY

☞প্রশ্নোত্তরে বিশ্ব সভ্যতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস"

বিসিএস ও ব্যাংকসহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রিলিমিনারি এক্সামগুলোতে "বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস" থেকে কোন প্রশ্ন পড়লে মোটামুটি নিচেরগুলোই উল্টে পাল্টে পড়ে। সুতরাং অধিক গুরুত্ব দিতে দেখে নিতে পারেন নিচের প্রশ্নগুলো

প্রশ্ন: প্রাচীনতম সভ্যতাগুলো কি কি?
উঃ সিন্ধু সভ্যতা, মিসরীয় সভ্যতা, সুমেরীয় সভ্যতা, পারস্য সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা,রোমান সভ্যতা, ইজিয়ান সভ্যতা।
প্রশ্ন: বিশ্ব সভ্যতার কবে যাত্রা শুরু হয়?
উঃ খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দ থেকে।
প্রশ্ন: পৃথিবীর প্রথম সভ্যতা বলা হয় কোন সভ্যতা কে?
উঃ মিশরীয় সভ্যতাকে।
প্রশ্ন: হোমো স্যাপিয়েন্স বা আধুনিক মানুষের উদ্ভব হয় কোন যুগে?
উঃ সেনোজোয়িক যুগে।
প্রশ্ন: আকৃতি ও প্রকৃতিগত দিক দিয়ে মাপনব জাতিকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
উঃ চার ভাগে, (অষ্ট্রেলয়েড, মঙ্গলয়েড, নিগ্রোয়েড ও ককেশীয়)
প্রশ্ন: পাথর যুগ কয় ভাগে বিভক্ত ও কি কি?
উঃ দুই ভাগে, যথা- পুরোপলীয় যুগ, নবোপলীয় যুগ।
প্রশ্ন: প্রচীন মিশরীয় সভ্যতা কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল?
উঃ নীলনদ
প্রশ্ন: মিশরে কোন সভ্যতার সূচনা ঘঠে?
উঃ নগর সভ্যতা।
প্রশ্ন: প্রথম পর্যায়ে মিশরীয় লিপি কি ছিল?
উঃ চিত্র ভিত্তিক।
প্রশ্ন: ফারাও খুফুর পিরামিডের উচ্চতা কত?
উঃ প্রায় চার’শ ফুট।
প্রশ্ন: প্রাচীন মিশরীয়দের মতে পাপ-পুণ্যের বিচার কে করবে?
উঃ ওসিরিস।
প্রশ্ন: হায়ারোগ্লিফিক কি?
উঃ মিশরীয় লিপি।

RAISUL ISLAM HRIDOY

প্রশ্ন: মেসোপটেমীর সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল?

উঃ টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরাঞ্চলে।

প্রশ্ন: সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, আশেরীয়, ও ক্যালডীয় সভ্যতা কোন সভ্যাতার অন্তভুক্ত?

উঃ মেসোপটেমীয় সভ্যতা

প্রশ্ন: মেসোপটিমীয়ার সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতাটি গড়ে তুলেছিল কারা?

উঃ সুমেরীয়গণ।

প্রশ্ন: পাটিগণিতের গুন পদ্ধতি কারা আবিষ্কার করে?

উঃ মেসোপটেমীয়রা।

প্রশ্ন: সুমেরীয় সভ্যতার ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় নেতাদের উপাধি কি ছিল?

উঃ পাতেজী।

প্রশ্ন: ব্যবিলনীয় সভ্যতার স্থপতি কে ছিলেন?

উঃ হাম্মুরাবি।

প্রশ্ন: ব্যবিলনীয় সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল?

উঃ মেসোপটেমিয়ায়।

প্রশ্ন: নতুন ব্যবিলনীয় সভ্যতা কে গড়ে তুলেছিলেন?

উঃ নেবুচাদ নেজার।

প্রশ্ন: ব্যবিলনীয় শূন্যোদান কে তৈরী করেন?

উঃ নেবুচাদ নেজার।

প্রশ্ন: ব্যবিলনীদের প্রধান দেবতার নাম কি?

উঃ মারডক।

প্রশ্ন: ব্যবিলনীয়দের লিখন পদ্ধতির নাম কি?

উঃ কিউনিফর্ম।

প্রশ্ন: হাম্মুরাবি কোন সভ্যতার আইনবিদ ছিলেন?

উঃ ব্যবলনীয় সভ্যতার।

প্রশ্ন: আশেরীয় সভ্যতা কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল?

উঃ টাইগ্রিস।

প্রশ্ন: কারা প্রথম বৃত্তকে ৩৬০ ডিগ্রীতে ভাগ করে?

উঃ আশেরীয়গণ।

প্রশ্ন: কারা প্রথম অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ ভাগ করেছিলেন?

RAISUL ISLAM HRIDOY

উঃ আশেরীয়গণ।

প্রশ্ন: কারা সর্বপ্রথম লোহার অস্ত্র তৈরী করে যুদ্ধে ব্যবহার করে?

উঃ আশেরীয়গণ।

প্রশ্ন: আশেরীয়দের সূর্য দেবতার নাম কি?

উঃ শামস।

প্রশ্ন: কত খিষ্ট্রপূর্বে আশেরীয়দের সভ্যতা ধ্বংশ হয়?

উঃ ৬১২ খ্রিষ্টপূর্বে।

প্রশ্ন: কিভাবে আশেরীয় সভ্যতা ধ্বংশ হয়?

উঃ প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর আক্রমনের মুখে।

প্রশ্ন: ক্যালডীয় সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন কে?

উঃ সম্রাট নেবুচাদ নেজার।

প্রশ্ন: ক্যালডীয় প্রধান দেবতার নাম কি?

উঃ জুপিটার।

প্রশ্ন: কোন সভ্যতার লোকেরা আকাশের গ্রহকে দেবতা মনে করত?

উঃ ক্যালডীয়রা।

প্রশ্ন: কারা প্রথমে সপ্তাহকে সাত দিনে বিভক্ত করেন?

উঃ ক্যালডীয়রা।

প্রশ্ন: কারা প্রথম বছরের দৈর্ঘ্য বের করেন?

উঃ ক্যালডীয়রা।

প্রশ্ন: ক্যালডীয়রা জ্যোতিবিজ্ঞানীগণ কয়টি নক্ষত্র পুঞ্জের সন্ধান পান?

উঃ ১২ টি

প্রশ্ন: ক্যালডীয় সভ্যতার পতন ঘটেছিল কিভাবে?

উঃ পারস্য আক্রমনের ফলে।

প্রশ্ন: লৌহার ব্যবহার কারা শুরু করে?

উঃ হিট্রইটরা।

প্রশ্ন: এশিয়ার মাইনরে লৌহযুগের সূত্রপাত ঘঠে কবে?

উঃ খিষ্ট্রপূর্বে ১২০০ অব্দে।

প্রশ্ন: সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন কত খিষ্ট্রাব্দে আবিষ্কৃত হয়?

উঃ ১৯২১ খিষ্ট্রাব্দে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

প্রশ্ন: মোহেনজোদারো ও হরপ্পা শহর দুটি কবে আবিষ্কৃত হয়?
উঃ ১৯২১-২২ সালে।
প্রশ্ন: কারা সিন্ধু সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন?
উঃ দ্রাবিড়বা
প্রশ্ন: মোহেনজোদারো ও হরপ্পা কোন সভ্যতায় অবস্থিত?
উঃ সিন্ধু সভ্যতায়।
প্রশ্ন: সিন্ধু সভ্যতা কখন পতন ঘটে?
উঃ ১৭৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।
প্রশ্ন: প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে সিন্ধু সভ্যতা পতনের কারণ কি?
উঃ প্রলয়ঙ্করী বন্যা।
প্রশ্ন: সিন্ধুদের তীরে প্রথম মাটি খুঁড়ে প্রথম কোন শহরটি খোঁজ পাওয়া যায়?
উঃ হরপ্পা নগরী।
প্রশ্ন: ভারতীয় সভ্যতাটি সিন্ধু সভ্যতা নামে পরিচিত কেন?
উঃ সিন্ধু নদের তীরে গড়ে উঠেছে বলে।
প্রশ্ন: মূল সিন্ধু নদের তীরে কত এলাকা জুড়ে মহেঞ্জোদারো নগরী গড়ে উঠেছিল?
উঃ এক মাইল।
প্রশ্ন: মহেনজোদারো পাকিস্তানের কোন জেলায় অবস্থিত?
উঃ লারকানা জেলায়।
প্রশ্ন: প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীয়দের শ্রেষ্ঠতম পরিচয় কি?
উঃ নাবিক ও জাহাজ নির্মাতা হিসেবে।
প্রশ্ন: সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীয়দের সবচেয়ে বড় অবদান কি?
উঃ বর্ণমালার উদ্ভাবন।
প্রশ্ন: কারা ফিনিশীয়দের উদ্ভাবিত বর্ণমালার সাথে স্বরবর্ণ যোগ করে বর্ণমালাকে সম্পূর্ণ করেন?
উঃ গ্রীকরা।
প্রশ্ন: ইউরোপীরা কাদের কাছ থেকে কলম, কালি ও কাগজের ব্যবহার শিখে? উঃ ফিনিশীয়।
প্রশ্ন: কত খ্রিষ্টপূর্বে পারস্য সম্রাজ্য গড়ে উঠে?
উঃ ৬০০ খ্রিষ্ট্রপূর্ব।
প্রশ্ন: গ্রীক বীর আলেকজান্ডার কবে পারস্য সম্রাজ্য অধিকার করেন?
উঃ ৩৩০ খ্রিষ্টপূর্বে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

প্রশ্ন: পারস্য সাম্রাজ্যের অপর নাম কি?

উঃ একমেনিড সাম্রাজ্য।

প্রশ্ন: কে পারসীয় দিনপুঞ্জী তৈরী করেন?

উঃ দারিয়ুস।

প্রশ্ন: পারস্য স্থাপত্যের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন কোনটি?

উঃ কাইরাসের সমাধি।

প্রশ্ন: পারস্য ইতিহাসের সবচেয়ে সফল শাসক কে?

উঃ দানিয়ুব।

প্রশ্ন: পারসীয়রা লিপি লিখনে কয়টি কিউনিফর্ম চিহ্ন ব্যবহার করত?

উঃ ৩৯ টি।

প্রশ্ন: পারস্য সভ্যতার লিখন পদ্ধতিতে কয়টি ভাষার প্রচলন ছিল?

উঃ ২ টি

প্রশ্ন: কারা ১২ মাসে ১ বছর ও ৩০ দিনে ১ মাস গণনার রীতি প্রবর্তন করেন?

উঃ পারসীয়রা।

প্রশ্ন: হিব্রুদের আদি বাস কোথায় ছিল?

উঃ আরব মরুভূমিতে।

প্রশ্ন: ঈশ্বরের আরাধনার কথা প্রথম প্রচার করেন কারা?

উঃ হিব্রুরা।

প্রশ্ন: হিব্রু বিশ্বাস কোন ধর্মের ভিত্তি তৈরী করেছিল?

উঃ খিষ্ট্রান ধর্মের।

প্রশ্ন: বর্তমান ইসরাইলের অধিবাসীরা কাদের বংশধর ছিলেন?

উঃ হিব্রুদের।

প্রশ্ন: হিব্রু প্রথম ধর্মীয় নেতা কে ছিলেন?

উঃ সোমটিক।

প্রশ্ন: চীনের নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল কখন?

উঃ প্রায় চার হাজার বছর আগে।

প্রশ্ন: চৈনিক সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল?

উঃ হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং ও দক্ষিন চিনে।

প্রশ্ন: চৌ রাজাদের আধিপত্য চীনে কত বছর টিকেছিল?

RAISUL ISLAM HRIDOY

উঃ ৮৭৩ বছর।

প্রশ্ন: চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক কে ছিলেন?

উঃ কনফুসিয়াস।

প্রশ্ন: চীনে শাং যুগ কবে শুরু হয়ে ছিল?

উঃ ১১২২ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন: কোন নদীর তীরে শাং রাজারা সভ্যতা গড়ে তুলে?

উঃ হোয়াংহো।

প্রশ্ন: শাঙ যুগে কিসের জিনিস ব্যবহৃত হত?

উঃ ব্রোঞ্জের।

প্রশ্ন: চীনা জনগোষ্ঠী মূলত কোন গোষ্ঠীর বংশোদ্ভূত?

উঃ মঙ্গোলীয়।

প্রশ্ন: ইজিয়ান সভ্যতা উঠেকোন অঞ্চলকে নিয়ে?

উঃ ইজিয়ন সাগরের তীরবর্তী পূর্ব বলকান অঞ্চল।

প্রশ্ন: ইজিয়ান সভ্যতার বিকাশ হয় কোন সময়কালে?

উঃ খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে।

প্রশ্ন: ইজিয়ান সভ্যতার তথ্য কোথা থেকে পাওয়া যায়?

উঃ গ্রীক কবি হোমারের ইলিয়ড ও ওডেসী কাব্যে।

প্রশ্ন: ট্রয়, মাইসেনীয়, টিরিনস অঞ্চলের নগরীর ধ্বংসাবশেষ কে আবিস্কার করেন?

উঃ জার্মান পূরাতাত্ত্বিক হাইনরিখ শ্লিম্যান।

প্রশ্ন: ইউরোপের কোন অঞ্চলের মানুয়েরা প্রথম ধাতুর যুগে প্রবেশ করে?

উঃ পূর্ব বলকান অঞ্চলের মানুষ।

প্রশ্ন: কত খিষ্ট্রাব্দে ইজিয়ান সভ্যতার পতন ঘঠে?

উঃ ১২০০ খিষ্টপূর্বাব্দে।

প্রশ্ন: গ্রীক ও অগ্রীক সংস্কৃতির মিশ্রণে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াকে কেন্দ্র করে যে নতুন সংস্কৃতির জন্ম হয় তার নাম কি?

উঃ হেলেনিষ্টিক সংস্কৃতি।

প্রশ্ন: গ্রীকের ইতিহাসে ১১০০ থেকে ৭৫০ খিষ্ট্রপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়কাল কি নামে পরিচিত ছিল?

উঃ হোমারীয় যুগ।

প্রশ্ন: ইতিহাসের জনক বলা হয় কাকে?

RAISUL ISLAM HRIDOY

উঃ গ্রীক ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটাস।

প্রশ্ন: বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের কাকে জনক বলা হয়?

উঃ থুকিডাইডিস।

প্রশ্ন: পৃথিবীর মানচিত্র কারা প্রথম অঙ্কন করেন?

উঃ গ্রীক বিজ্ঞানীরা।

প্রশ্ন: কার শাসন আমলে গ্রীসে অলিম্পিকের যাত্রা শুরু হয়?

উঃ রাজা ইফিটাস।

প্রশ্ন: কারা ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে স্বরবর্ণ যোগ করেছিলেন?

উঃ গ্রীকরা।

প্রশ্ন: গ্রীসে অলিম্পিকের যাত্রা শুরু হয় কখন?

উঃ ৭৭৬ খ্রিষ্টপূর্ব।

প্রশ্ন: হেলেনিষ্টিক সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশে কার ভূমিকা প্রধান?

উঃ ম্যাসিডোন অধিপতি আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট।

প্রশ্ন: আলেকজান্ডারের শিক্ষাগুরু ছিলেন কে?

উঃ প্লেটোর শিষ্য বিখ্যাত দার্শনিক এরিষ্টটল।

প্রশ্ন: পৃথিবীর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় কোনটি?

উঃ লাইসিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রশ্ন: লাইসিয়াম বিশ্ববিদ্যালয় কে স্থাপন করেন?

উঃ গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল।

প্রশ্ন: হেলেনিষ্টিক সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটে কোন সময়?

উঃ খ্রিষ্ট্রপূর্ব ৩১ অব্দে।

প্রশ্ন: কোন সম্রাট খ্রিষ্টধর্মকে রোমের রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেন?

উঃ কনস্টানটাইন

প্রশ্ন: রোমের প্রধান দেবতার নাম কি?

উঃ জুপিটাস।

প্রশ্ন: সর্বপ্রথম রোমান আইন সংকলন করা হয় কিসে?

উঃ ১২ টি বোঞ্জ পাতে।

প্রশ্ন: রোমান সভ্যতার পতন ঘটে কবে?

উঃ ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

প্রশ্ন: কার শাসন আমলে রোমে দাসত্ব প্রথার বিলুপ্তি ঘটে?

উঃ অগাষ্টাসের।

প্রশ্ন: ইসলামের আবির্ভাব ঘটে কোন সময়কালে?কি

উঃ সপ্তম শতাব্দিতে।

প্রশ্ন: আরাবাত শব্দের অর্থ কি?

উঃ বৃক্ষলতাহীন মরুভূমি।

প্রশ্ন: ইসলামের সর্বপ্রথম ঘর কোনটি?

উঃ কাবা।

প্রশ্ন: কাবাগৃহে মোট কতটি দেব-দেবীর মূর্তি ছিল?

উঃ ৩৬০ টি।

প্রশ্ন: হুদাইবিয়া কিসের নাম?

উঃ একটি কূপের নাম।

প্রশ্ন: দারুল নদওয়া কি?

উঃ কুরাইশদের মন্ত্রনা গৃহ।

প্রশ্ন: ইসলামের ইতিহাসে আনসার নামে কারা অবহিত?

উঃ মদীনার স্বার্থ ত্যাগী মুসলমানদের।

প্রশ্ন: কবে থেকে হিজরী গনণা শুরু হয়?

উঃ ৬২২ সাল থেকে।

প্রশ্ন: কার সময় থেকে হিজরী সাল গনণা শুরু হয়?

উঃ হযরত ওমর (রা)।

প্রশ্ন: ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ কোথায় নির্মিত হয়?

উঃ কুবায়।

প্রশ্ন: ইসলামের সর্বপ্রথম শিক্ষাকেন্দ্র কোনটি?

উঃ দারুল আরাকাম, মদীনা।

প্রশ্ন: দক্ষিন আমেরিকায় কোন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল?

উঃ ইনকা সভ্যতা।

প্রশ্ন: ইনকা সভ্যতার স্থপতি কে ছিলেন?

উঃ মানকো কাপেন।

প্রশ্ন: সর্বপ্রথম কারা জল সেচের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন?

RAISUL ISLAM HRIDOY

উঃ ইনকা রা।

প্রশ্ন: কত শতাব্দীতে ইনকা সভ্যতা ধ্বংস হয়?

উঃ ষোড়শ শতাব্দীতে।

আদিবাসী গোষ্ঠী

আদিবাসী সম্প্রদায়	**দেশের নাম**	**তথ্য**
Zulu (জুলু)	দক্ষিণ আফ্রিকা	
Pygmy (পিগমি)	মধ্য আফ্রিকা	পৃথিবীর সবচেয়ে খর্বকায়
Maasi (মাসাই)	কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া	
Maori (মাওরি)	নিউজিল্যান্ড	
Kurdi (কুর্দি)	ইরান, ইরাক, সিরিয়া, তুরস্ক	
Afridi (আফ্রিদি)	পাকিস্তান	
Gurkha (গুর্খা)	নেপাল	
Toda (টোডা)		সমাজে বহুস্বামী ভিত্তিক পরিবার দেখা যায়।
Naga (নাগা)		
Dravidian (দ্রাবিড়)	ভারত	সাধারণভাবে দ্রাবিড়িয়ান ভাষাসমূহে (তেলেগু, কর্ণাটক, মালায়ালাম

RAISUL ISLAM HRIDOY

		প্রভৃতি) কথা বলে এমন জনগোষ্ঠীকে দ্রাবিড় বলে।
Bedya (বেদে)	ভারতীয় উপমহাদেশ	যাযাবর জাতি বিশেষ
Eskimos (এস্কিমো)	সার্বিয়া (রাশিয়া), আলাস্কা (যুক্তরাষ্ট্র), কানাডা, গ্রীনল্যান্ড	এস্কিমোরা শিকারের জন্য কুকুর চালিত যে গাড়ি ব্যবহার করে তার নাম স্লেজ (Sledge)। স্লেজ গাড়ি চালাতে Siberian Huskies বা Alaskan malamutes কুকুর ব্যবহৃত হয়।
Red Indian (রেড ইন্ডিয়ান)	আমেরিকা	আমেরিকার আদি অধিবাসী
হুট ও টুটসি	রুয়ান্ডা	রুয়ান্ডা ক্ষমতার লড়াইয়ে লিপ্ত দুটি প্রধান উপজাতি।

আদি মানব

Java Man (জাভা মানব)

১৮৯১ সালে ইন্দোনেশিয়ার অর্ন্তগত পূর্ব জাভার সোলো নদীর তীরে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মাথার খুলি আবিষ্কৃত হয়। এই আদি মানবের নাম দেওয়া হয় 'জাভা মানব'।

Heidelberg Man (হেইডেলবার্গ মানব)

১৯০৭ সালে জার্মানির হেইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনিক অধ্যাপক প্রাগৈতিহাসিক মানুষের নিচের চোয়ালের হাড় আবিষ্কার করেন এবং নামকরণ করেন 'হেইডেলবার্গ মানব'।

RAISUL ISLAM HRIDOY

Peking Man (পিকিং মানব)

১৯২৯ সালে পিকিংয়ের (আধুনিক বেইজিং) নিকট পাওয়া যায় প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মাথার খুলি। এ আদি মানুষের নাম দেওয়া হয় 'পিকিং মানব'।

Lucy (অস্ট্রালোপিতিসিন্স লুসি)

১৯৭৪ সালের ২৪ নভেম্বর ইথিওপিয়ার ৩.২ মিলিয়ন বছরের পুরোনো কংকাল আবিষ্কৃত হয়। কংকালটির নামকরণ করা হয় লুসি (Lucy)। এর স্পেসিসঃ Australopithecus afarensis।

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিভিন্ন সভ্যতার অবদান :

বিভিন্ন সভ্যতা ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য		অবদান
গ্রিক সভ্যতা 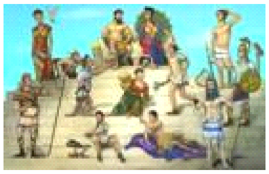 নদীর তীরে গড়ে ওঠেনি		প্রথম নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব জ্যামিতি (উপপাদ্য), চিকিৎসা
মিশরীয় সভ্যতা নীলনদের তীরে রাজাদের উপাধি- ফারাও		কৃষিকাজ (বাঁধ দিয়ে কৃষিকাজ) পিরামিড (মমি- মৃতদেহ সংরক্ষণের পদ্ধতি) লিখন পদ্ধতি (হায়ারোগ্লিফিক) জ্যোতির্বিদ্যা এক ঈশ্বরের ধারণা (ফারাও ইখনাটন)
মেসোপটেমীয় সভ্যতা	সুমেরীয়	লিখন পদ্ধতি (কিউনিফর্ম)

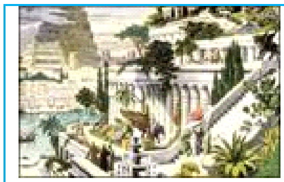 ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস (দজলা ও ফোরাত) নদীর তীরে মেসোপটেমিয়া- ইরাক পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা ৪টি পর্যায়	ব্যাবিলনীয় স্থপতি- হাম্মুরাবি	আইন প্রণয়ন (হাম্মুরাবির আইন) পঞ্জিকা
	অ্যাসেরীয়	৩৬০° কোণ অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ
	ক্যালডীয় নতুন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা	ব্যাবিলনের শূণ্য উদ্যান (নির্মাতা- নেবুচাঁদ নেজার) (অবস্থান- ইরাক) ৭ দিনে সপ্তাহ
সিন্ধু সভ্যতা পাকিস্তানের মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন সভ্যতা আবিষ্কারক- রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার জন মার্শাল ও দয়ারাম সাহনী দ্রাবিড় জাতি সিন্ধু নদীর তীরে		
হিব্রু সভ্যতা জেরুজালেম নগরকেন্দ্রীক পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা		ধর্ম প্রচার
		ধর্ম সংস্কার (জরথ্রুস্টবাদ)

RAISUL ISLAM HRIDOY

পারস্য সভ্যতা 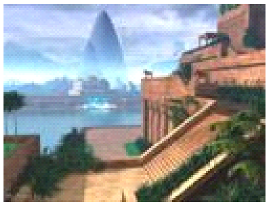 পারস্য- বর্তমান ইরান	
ফিনিশীয় সভ্যতা 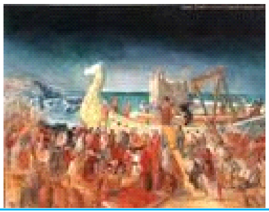	বর্ণমালা উদ্ভাবন নৌকা তৈরি ব্যবসা-বাণিজ্য

উপমহাদেশে আলেকজান্ডারের আগমন

- ⌘ আলেকজান্ডার- গ্রিসের অধিবাসী
- ⌘ আলেকজান্ডার- মেসিডোনিয়ার রাজা
- ⌘ প্রথম আক্রমণ করেন- হিন্দুকুশ পর্বত
- ⌘ ভারত আক্রমণে সৈন্যসংখ্যা- ৪০ হাজার
- ⌘ আলেকজান্ডারের গৃহশিক্ষক- এরিস্টটল

RM HRIDOY

নক্ষত্রমন্ডলী

যে সব জ্যোতিষ্কের নিজের আলো আছে তাদের নক্ষত্র বলে। নক্ষত্র হলো জ্বলন্ত গ্যাসপিন্ড যা হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের তৈরি।এই গ্যাস প্রায় ৬০০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জ্বলছে। পৃথিবী ও নক্ষত্রের মধ্যে এবং নক্ষত্র ও নক্ষত্রদের পরস্পরের মধ্যে এতবেশি দূরত্ব যে তা কিলোমিটারে প্রকাশ করা যায়না। এদের দূরত্ব আলোক বর্ষ আকারে মাপা হয়।

আলো প্রতি সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কি.মি. অতিক্রম করে ।এই বেগে এক বছরে যে পরিমান দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে এক আলোক বর্ষ বলে।

মেঘমুক্ত অন্ধকারে রাতে আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় কয়েকটি নক্ষত্র বিশেষ আকৃতিতে মিলে জোট বেঁধেছে । এই জোটকে নক্ষত্রমন্ডলী বলে।প্রাচীন জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা এদের আকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন নাম দিয়েছে। এগুলো হলো *সপ্তর্ষিমন্ডল*(Great bear), কালপুরুষ (Orion), ক্যাসিত্তপিয়া (Cassiopeia), *লঘুসপ্তর্ষি*(Little Bear), বৃহৎ কুক্করমন্ডল (Canis Major) ইত্যাদি।

উত্তর আকাশের কাছাকাছি যে সাতটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায় তার নাম সপ্তর্ষিমন্ডল। সাতজনঋষির নাম অনুসারে এরা পরিচিত। জ্যামিতিক রেখা দিয়ে এদের যুক্ত করলে প্রশ্নবোধক (?) চিহ্নের মত দেখায়।

কালপুরুষকে তীর *ধনুক হাতে শিকারীর*মত দেখায়।কালপুরুষকে *আদমসুরুত*বলা হয়।

সূর্য

সৌরজগতের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য।সৌরজগতের সকল গ্রহ ও উপগ্রহের নিয়ন্ত্রক এটি ও একটি উজ্জল নক্ষত্র। সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা **১৩** লক্ষ গুন বড়। পৃথিবী হতে এটি প্রায় **১৫** কোটি কি:মি: দূরে এবং আলো আসতে সময় লাগে প্রায় **৮** মিনিট **১৯** সেকেন্ড বা **৮** মিনিট **৩২** সেকেন্ড। এর ব্যাস প্রায় **১৩** লক্ষ **৮৪** হাজার। সূর্যের উপরিভাগের উষ্ণতা **৫৭০০০°**সেলসিয়াস।শতকরা **৫৫** ভাগ হাইড্রোজেন,শতকরা ৪৪ ভাগ হিলিয়াম এবং শতকরা ১ ভাগ অন্যান্য গ্যাসে সূর্য গঠিত। সূর্যের কোনো কঠিন বা তরল পদার্থ নেই।সূর্যের মাঝে যে কালো দাগ দেখা যায় তাকে **সৌরকলঙ্ক** (sun spot) বলে। সূর্য প্রায় **২৫** দিনে নিজ অক্ষের উপর একবার আবর্তন করে এবং বৃহৎ বৃত্তাকার পথে প্রায় **২০** কোটি বছরের ব্যবধানে আপন গ্যালাক্সির চারদিকে পরিক্রমন করে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

গুরত্বপূর্ণ তথ্য

- সূর্য মাঝারি আকারের হলুদ বর্ণের নক্ষত্র।
- ভর প্রায় 1.99×10^{13}কিলোগ্রাম।
- সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেনটোরাই (Proxima Centauri)।পৃথিবী হতে দূরুত্ব প্রায় ৪.২ আলোকবর্ষ দূরে।

ধূমকেতু

মহাকাশে মাঝে মাঝে একপ্রকার জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে। এদের একটি মাথা ও একটি লেজ আছে। এসব জ্যোতিষ্ককে ধূমকতু বা Comet বলে। ধূমকেতু আকাশের এক অতি বিস্ময়কর জ্যোতিষ্ক।সূর্যের নিকটবর্তী হলে এদের দেখা যায়। জ্যোতিবিজ্ঞানী এডমন্ড হ্যালি যে ধূমকেতু আবিষ্কার করেন তা হ্যালির ধূমকেতু নামে পরিচিত। হ্যালির ধূমকেতু ৭৬ বছরে একবার দেখা যায়। এই ধূমকেতু ২৪০ খ্রিষ্টপূর্ব অব্দ থেকে দেখা যায় এবং সর্বশেষ ১৯৮৬ সালে হ্যালির ধূমকেতু দেখা যায়।

- বিগত শতাব্দির সবচেয়ে উজ্জ্বল ধূমকেতু হেলবপ।এটি জ্যোর্তিবিজ্ঞানী এলান হেল এবং টমাস বপ ১৯৯৫ সালে ধূমকেতুটি আবিষ্কার করেন।
- ২০৬২ তে আবার হ্যালির ধূমকেতু আবার দেখা যাবে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

গ্যালাক্সি

মহাকাশে গ্রহ, নক্ষত্র, ধূলিকণা, ধূমকেতু নিয়ে বাষ্পকুন্ডের একবিশাল সমাবেশকে গ্যালাক্সি(Galaxy) বা নক্ষত্রজগৎ বলে।

মহাকাশে একশত বিলিয়ন গ্যালাক্সি আছে। এদের আকার আকৃতি বিভিন্ন রকমের।তবে অধিকাংশ সর্পিলাকার বা উপবৃত্তাকার।সর্পিলাকার গুলো বৃহৎ কিন্তু উপবৃত্তাকার গুলো বেশি উজ্জ্বল হয়।

নীহারিকা

নীহারিকা বা Nebulac হলো মহাকাশে স্বল্পালোকিত তারকার আস্তরণ। যে সব নীহারিকা গ্যাসে পরিপূর্ণ সেগুলো হলো গ্যাসীয় নীহারিকা।নীহারিকা ধূলিকণা, হাইড্রোজেন গ্যাস এবং প্লাজমা দ্বারা গঠিত এক ধরণের আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘ। নীহারিকা ছিল ছায়াপথসহ যে কোন ধরণের বিস্তৃত জ্যোতি বৈজ্ঞানিক বস্তুর সাধারণ নাম যা আকাশগঙ্গার বাইরে অবস্থিত।

২৬ নভেম্বর ১৬১০ সালে, নিকোলাস ফাবরি নামক এক ফরাসি ব্যক্তি টেলিস্কোপ দ্বারা কালপুরুষ নীহারিকা আবিষ্কার করেন। ১৬১৮ সালে যোহান ব্যাপটিস্ট নামক ব্যক্তি কালপুরুষ নীহারিকাটি পর্যবেক্ষণ করেন।কালপুরুষ নীহারিকাটি সম্পর্কে পুরোপুরি জানা যায় ১৬৫৯ সালে। ক্রিশ্চিয়ান হওজেন নামক এক ব্যক্তি এই সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ননা করেন।

উল্কা

রাতের মেঘমুক্ত আকাশে অনেকসময় মনে হয় যেন নক্ষত্র ছুটে যাচ্ছে বা মনে হয় কোনো নক্ষত্র যেন এইমাত্র খসে পড়ল। এই ঘটনাকে নক্ষত্র পতন বা তারা খসা বলে।মহাশূন্যে অজস্র জড় পিন্ড ভেসে বেড়ায়। এই জড়পিন্ডগুলো অভিকর্ষ বলের আকর্ষণে প্রচন্ড গতিতে (সেকেন্ডে প্রায় ৩ কিঃমি) পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। বায়ুর সংস্পর্শে এসে বায়ুর সঙ্গে ঘর্ষনের ফলে এরা জ্বলে উঠে। এগুলোকে উল্কা বা Meteor বলে।বেশির ভাগ উল্কাপিন্ডই আকারে বেশ ক্ষুদ্র।

সব উল্কার বেশীরভাগই গ্রহানু বা ধূমকেতুর অংশবিশেষ। বাকী অংশ মহাজাগতিক বস্তুর সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট ধ্বংসাবশেষ। যখন কোন উল্কা পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে তখন এর গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে ২০ কিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (৭২,০০০ কিমি/ঘন্টা; ৪৫,০০০ মাইল/ঘন্টা।)। এসময়ে এ্যারোডাইনামিক্স তাপের কারনে উজ্জ্বল আলোক ছটার সৃষ্টি হয়। এই বাহ্যমূর্তীর কারনে একে তারা খসা (Shooting Star) বলে। কিছু কিছু উল্কা একই উৎস হতে উৎপন্ন হয়ে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভেঙে প্রজ্জ্বলিত হয় যাকে উল্কা বৃষ্টি বলা হয়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

গ্রহ

মহাকর্ষ বলের প্রভাবে মহাকাশে কতগুলো জ্যোতিষ্ক সূর্যের চারদিকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিক্রমণ করছে এদের গ্রহ বলে। গ্রহের নিজস্ব আলো ও তাপ নেই।এরা নক্ষত্র থেকে আলো এবং তাপ পায়।এরা তারার মত মিটমিট করে জ্বলেনা। সৌরজগতের গ্রহের সংখ্যা ৮ টি। এগুলো হলোঃ

১। **বুধঃ** সৌরজগতের সবচেয়ে ছোট ও সূর্যের নিকটতম গ্রহ হলো বুধ বা Mercury। এর ব্যাস ৪৮৫০ কিঃমিঃ এবং ওজন পৃথিবীর ৫০ ভাগের ৩ ভাগ। সূর্যের চারদিকে পদক্ষিন করতে সময় লাগে ৮৮ দিন।সূর্য হতে ৫.৮ কোটি কিঃমিঃ দূরে। কোন উপগ্রহ নেই।চাঁদের মত ভূ-ত্বকে গর্ত ও পাহাড় আছে। রোমান বানিজ্য দেবতার নাম অনুসারে বুধের নামকরণ করা হয়।

২। **শুক্রঃ** শুক্র বা Venus গ্রহকে আকাশে ভোররাতে শুকতারা বা সন্ধার আকাশে সন্ধাতারা হিসেবে দেখা যায়। ঘন মেঘে ঢাকা থাকে। এর উপর হতে সূর্যকে কখনো দেখা যায়না কারন বায়ুমন্ডল প্রধানত কার্বন ডাই অক্সাইডের তৈরি। কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমান প্রায় ৯৬ ভাগ। এটি সৌরজগতের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত গ্রহ। সূর্য হতে শুক্রের দূরত্ব ১০.৮ কোটি কিঃমিঃ।দিন রাতের তারতম্য নেই। এখানে এসিড বৃষ্টি হয়। পৃথিবী হতে ৪.৩ কোটি কিঃমিঃ দূরে। এর ব্যাস ১২১০৪ কিঃমিঃ। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ২২৫ দিন। সকল গ্রহ নিজ অক্ষের উপর পশ্চিম হতে পূর্বে পাক খেলেও এটি পূর্ব হতে পশ্চিমে পাক খায়। শুক্র খুব ধীরে নিজ অক্ষে প্রদক্ষিন করে বলে বছরে মাত্র দুইবার সূর্য উদিত হয় ও অস্ত যায়। একে পৃথিবীর জমজ গ্রহ বলা হয়।শুক্রের নামকরণ করা হয় রোমান ভালোবাসা এবং সৌন্দর্যের দেবীর নামে।

৩। **পৃথিবীঃ** পৃথিবী সূর্যের তৃতীয় নিকটতম গ্রহ। সূর্য হতে পৃথিবীর দূরত্ব ৯৩ মিলিয়ন মাইল বা ১৫ কোটি কিঃমিঃ। এর ব্যাস ১২৬৬৭ কিঃমিঃ। পৃথিবী ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিন করে। এখানে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন আছে।গড় তাপমাত্রা ১৩.৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। চাঁদ একমাত্র উপগ্রহ। চাঁদের দূরত্ব ৩৮১৫০০ কিঃমিঃ। পৃথিবীকে ২৯ দিন ১২ ঘন্টায় বা ২৭ দিনে একবার পরিক্রমণ করে।আনুমানিক বয়ষ ৪৫০ কোটি বছর।

৪। **মঙ্গলঃ** পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটতম গ্রহ মঙ্গল বা Mars । পৃথিবী হতে সূর্য হতে প্রায় ২২.৮ কোটি কিঃমিঃ দূরে এবং৭.৮ কোটি কিঃমিঃ দূরে। ব্যাস ৬৭৮৭ কিঃমিঃ এবং ৬৮৭ দিনে একবার সূর্যকে পরিক্রম করে।ওজন পৃথিবীর ১০ ভাগের ১ ভাগ। নিজ অক্ষে একবার আবর্তনে সময় নেয় ২৪ ঘন্টা ৩৭ মিনিট এবং মঙ্গলের উপগ্রহ দুইটি যথাক্রমে ডিমোস ও ফেবোস। মঙ্গলের উপরিভাগে

RAISUL ISLAM HRIDOY

গিরিখাত ও আগ্নেয়গিরি আছে। ফলে গ্রহটি লালচে ও পাথরগুলোতে মরচে ধরেছে। রোমান যুদ্ধ দেবতার নামে এর নামকরণ করা হয়।

৫। **বৃহস্পতিঃ** সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ Jupiter বা বৃহস্পতি। এজন্য একে গ্রহরাজ বলা হয়। পৃথিবী হতে এটি প্রায় ১৩০০ গুন বড় এবং ব্যাস ১৪২৮০০ কিঃমিঃ। এটি সূর্য থেকে প্রায় ৭৭.৮ কোটি কিঃমিঃ দূরে এবং ১২ বছরে বা ৪৩৩১ দিনে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিন করে। নিজ অক্ষে ৯ ঘন্টা ৫৩ মিনিটে একবার আবর্তন করে।দিনে দুইবার সূর্য উঠে ও অস্ত যায়। গ্রহে গভীর বায়ু মন্ডল আছে। বায়ুমণ্ডল হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে তৈরি।উপরে তাপমাত্রা খুব কম কিন্তু অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা (প্রায় ৩০০০০ ডিগ্রি) অত্যন্ত বেশি। রোমান দেবতাদের রাজার নাম বৃহস্পতির নামকরণ করা হয়।

৬। **শনিঃ** শনি বা Saturn সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। সূর্য হতে দূরত্ব প্রায় ১৪৩ কোটি কিঃমিঃ। শনি ২৯.৫ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং ১০ ঘন্টা ৪০ মিনিটে একবার নিজ অক্ষে আবর্তন করে। এটি পৃথিবী হতে ৯ গুন বড় এবং খালি চোখে দেখা যায়।এর ব্যাস প্রায় ১২০০০০কি:মি:। তিনটি উজ্জ্বল বলয় রয়েছে ও ভূ-ত্বক বরফে ঢাকা। উপগ্রহের সংখ্যা ২২টি।রোমান কৃষি দেবতার নামে নামকরণ করা হয়।

৭। **ইউরেনাসঃ** ইউরেনাস তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ। সূর্য হতে প্রায় ২৮৭ কোটি কিঃমিঃ দূরে এবং ৮৪ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিন করে। ব্যাস প্রায় ৪৯০০০ কিঃমিঃ ও আয়তনে ৬৪ টি পৃথিবীর সমান এবং ওজন পৃথিবীর ১৫ গুন। মিথেনের পরিমান বেশি। একে সবুজগ্রহ বলা হয়। রোমান স্বর্গের দেবতার নামে নামকরণ করা হয়।

৮। **নেপসুনঃ** সূর্য হতে দূরত্ব প্রায় ৪৫০ কোটি কিঃমিঃ। ব্যাস ৪৮৫০০ কিঃমিঃ। দূরত্ব বেশি তাই শীতল। গ্রহটি নীলাভ বর্ণের। নেপচুন ১৬৫ বছরে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিন করে। আয়তনে ৭২ টি পৃথিবীর সমান এবং ভর ১৭ টি পৃথিবীর। রোমান সমুদ্র দেবতার নামে এ গ্রহের নামকরণ করা হয়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

গ্রহের পরিচিতি ছক

গ্রহ	সূর্য হতে দূরত্ব (কি:মি:)	সূর্যকে একবার প্রদক্ষিনকাল	ব্যাস (কি:মি:)	বৈশিষ্ট্য/গঠন	উপগ্রহ
বুধ	৫.৮ কোটি	৮৮ দিন	৪৮৫০ কি:মি:	চাঁদের মত গর্ত, এবড়ো থেবড়ো এবং পাহাড় আছে ।	নেই ।
শুক্র	১০.৮ কোটি	২২৫ দিন	১২১০৪ কি:মি:	এসিড বৃষ্টি হয়, বছরে মাত্র দুইদিন সূয দেখা যায়।	নেই।
পৃথিবী	১৫ কোটি	৩৬৫ দিন	১২৬৬৭ কি:মি:	জীবন ধারনের একমাত্র গ্রহ।ভর প্রায় ৫.৯৭২৩৭×১০^{২৪}	১ টি । চাঁদ
মঙ্গল	২২.৮ কোটি	৬৮৭ দিন	৬৭৮৭ কি:মি:	গিরিখাত ও আগ্নেয়গিরি।	২। ফেবোস ও ডেমোস।
বৃহস্পতি	৭৭.৮ কোটি	৪৩৩১ দিন	১৪২৮০০ কি:মি:	অভ্যন্তরী তাপমাত্রা বেশি।	
শনি	১৪৩ কোটি	২৯.৫ বছর	১২০০০ কি:মি:	উজ্জ্বল বলয় আছে।	
ইউরেনাস	২৮৭ কোটি	৮৪ বছর	৪৯০০০ কি:মি:	মিথেন গ্যাস বেশি। সবুজ গ্রহ।	
নেপচুন	৪৫০ কোটি	১৬৫ বছর	৪৮৪০০ কি:মি:	শীতল ও নীলাভ বণ	

RAISUL ISLAM HRIDOY

পৃথিবীর গতি

পৃথিবীর গতি দুইপ্রকার।

১।আহ্নিক গতি (Rotation)

২।বার্ষিক গতি (Revolution)

- নিজ অক্ষের উপর একদিনে আবর্তন করাকে আহ্নিক গতি বলে।
- এক বছরে সূর্যের পরিক্রমণ করাকে বার্ষিক গতি বলে।

আহ্নিক গতি

পৃথিবী তার নিজের মেরুদন্ডের বা অক্ষের চারদিকে দিনে একবার নির্দিষ্ট গতিতে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করে। পৃথিবীর এই আবর্তন গতিকে আহ্নিক গতি বলে। পৃথিবী তার নিজের মেরুদন্ডের উপর একবার পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করতে সময় নেয় ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড বা ২৪ ঘন্টা অর্থাৎ একদিন।একে সৌর দিন বলে।পৃথিবীর আহ্নিক গতি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম। পৃথিবী পৃষ্ঠ পুরোপুরি গোল না হওয়ায় এর পৃষ্ঠ সর্বত্র সমান নয়। সে কারনে পৃথিবীপৃষ্ঠের সকল স্থানের আবর্তন বেগও সমান নয়। এজন্য নিরক্ষরেখায় পৃথিবীর আবর্তনের বেগ সবচেয়ে বেশি। ঘন্টায় প্রায় ১৭০০ কিঃমিঃ। ঢাকায় পৃথিবীর আহ্নিক গতিবেগ ১৬০০ কিঃমিঃ। যত মেরুর দিকে যায় এর আবর্তনের বেগ তত কমতে থাকে এবং মেরুদ্বয়ে প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়।

- পৃথিবীর আলোকিত ও অন্ধকার অংশের মধ্যবর্তী বৃত্তাকার অংশকে ছায়াবৃত্ত বলে।
- প্রভাতের কিছু পূর্বের যে সময় ক্ষীন আলো থাকে তাকে ঊষা এবং সন্ধ্যার কিছু পূর্বে যে সময় ক্ষীন আলো থাকে সে সময়কে গোধূলি বলে।
- পৃথিবী পশ্চিম হতে পূর্বদিকে আবর্তিত হয়।
- আজকে জোয়ার যে স্থানে যে সময়ে হচ্ছে পরের দিন সেই সময়ে না হয়ে ৫২ মিনিট পরে হচ্ছে। এই যে সময়ের ব্যবধান তা আহ্নিক গতির কারনেই হচ্ছে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

বার্ষিক গতি

- সূর্যের মহাকর্ষ বলের আকর্ষনে পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর অবিরাম ঘুরছে।পৃথিবীর এই গতিকে বার্ষিক গতি বা পরিক্রমণ গতি বলা হয়।
- একবার সূর্যকে পরিক্রমণ করতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। একে সৌরবছরবলে।
- ৪ বছরে একবার ফেব্রুয়ারি মাসকে একদিন বাড়িয়ে ২৯ দিন করা হয় এবং ঐ বছরটিকে ৩৬৬ ধরা হয়। সেই বছরকে লিপ ইয়ার বা অধিবর্ষ বলে।
- আর্যভট্ট আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি প্রথম আবিষ্কার করেন।
- ২১ শে জুনঃ এইদিনে উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন এবং সবচেয়ে ছোট রাত হয়। দক্ষিন গোলার্ধে বিপরীত অবস্থা বিরাজ করে। ২১ জুন সূর্য উত্তরায়নের শেষ সীমায় পৌঁছায় একে কর্কটক্রান্তি রেখা বলে।
- ২৩ শে সেপ্টেম্বরঃ এইদিনে দিবারাত্রি সমান হয়।
- ২২ শে ডিসেম্বরঃ উত্তর গোলার্ধের সবচেয়ে ছোট দিন ও সবচেয়ে বড় রাত হয়। দক্ষিন গোলার্ধে বিপরীত অবস্থা থাকে।
- ২১ শে মার্চঃ ২৩ সেপ্টেম্বরের মত এই দিনেও দিবারাত্রি সমান হয়।
- উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল দক্ষিন গোলার্ধে তখন শীতকাল।
- উত্তর গোলার্ধে যখন শরৎকাল দক্ষিন গোলার্ধে তখন শরৎকাল।
- উত্তর গোলার্ধে যখন শরৎকাল দক্ষিন গোলার্ধে তখন বসন্তকাল।
- বাংলাদেশ উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত।

RAISUL ISLAM HRIDOY

সময়	সূযের পরিক্রনমকালে পৃথিবীর ভৌগলিক রেখার উপর লম্বভাগে কিরণ।	দিবারাত্রির তথ্য	ঋতু নাম	
			উত্তর	দক্ষিন
২৩ শে জুন	কর্কটক্রান্তি রেখা	দিন বড় ও রাত ছোট	গ্রীষ্মকাল	শীত
২৩ শে সেপ্টেম্বর	নিরক্ষ রেখা	দিন রাত সমান	শরৎ	বসন্ত
২২ শে ডিসেম্বর	মকরক্রান্তি রেখা	দিন বড় ও রাত ছোট	শীত	গ্রীষ্মকাল
২১ শে মার্চ	নিরক্ষ রেখা	দিন রাত সমান	বসন্ত	শরৎ

পৃথিবীর রেখা সমূহ

অক্ষরেখা ও নিরক্ষরেখা

পৃথিবীর গোলাকৃতি কেন্দ্র দিয়ে উত্তর দক্ষিনে কল্পিত রেখাকে অক্ষ (Axis) বা মেরুরেখা বলে। উত্তর মেরুকে উত্তর মেরু বা সুমেরু এবং দক্ষিন মেরুকে দক্ষিন মেরু বা কুমেরু বলে।

দুই মেরু থেকে সমান দূরত্বে পৃথিবীকে পূর্ব পশ্চিমে বেস্টন করে একটি রেখা কল্পনা করা হয়েছে একে নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা বলে।নিরক্ষরেখাকে নিরক্ষবৃত্ত/০° অক্ষরেখা/ মহাবৃত্ত রেখাও বলা হয়।

২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশকে কর্কটক্রান্তিরেখা বলে

২৩.৫° দক্ষিন অক্ষাংশকে মকরক্রান্তিরেখা বলে

৬৬.৫° উত্তর অক্ষাংশকে সুমেরুবৃত্ত বলে

৬৬.৫° দক্ষিন অক্ষাংশকে কুমেরুবৃত্ত বলে

RAISUL ISLAM HRIDOY

মূল মধ্যরেখা (Prime Meridian)

যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের উপকণ্ঠে গ্রীনিচ (Greenwich) মান মন্দিরের উপর দিয়ে উত্তর মেরু ও দক্ষিন মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত যে মধ্যরেখা অতিক্রম করেছে তাকে মূল মধ্যরেখা বলে। পৃথিবীর পরিধি দ্বারা উৎপন্ন কোণ ৩৬০°। গ্রীনিচের দ্রাঘিমা ০°। ১° দাঘ্রিমার জন্য ৪ মিনিট। ৩৬০° কৌনিক দূরত্ব আবর্তন করতে পৃথিবীর ২৪ ঘন্টা বা ১৪৪০ মিনিট সময় মিনিট সময় লাগে।

- ৯০° দাঘ্রিমা রেখা বাংলাদেশের প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত।
- দাঘ্রিমা রেখা পৃথিবীর পরিধির অর্ধেক।

আর্ন্তজাতিক রেখা

আর্ন্তজাতিক রেখা অতিক্রমের সূত্র হলো ‘পশ্চিমগামী যানের জন্য একদিন যোগ হবে এবং পূর্বগামী যানের ক্ষেত্রে একদিন বিয়োগ হবে।

প্রতিপাদ স্থান

পৃথিবী গোল তাই এর কোনো একটি স্থানের দিকে অন্য একটি স্থান আছে। ঢাকার প্রতিপাদ স্থান চিলির সান্তিয়াগো।

সময়	সূর্যের পরিক্রমকালে পৃথিবীর ভৌগলিক রেখার উপর লম্বভাগে কিরণ।	দিবারাত্রির তথ্য	ঋতু নাম	
			উত্তর	দক্ষিন
২৩ শে জুন	কর্কটক্রান্তি রেখা	দিন বড় ও রাত ছোট	গ্রীষ্মকাল	শীত
২৩ শে সেপ্টেম্বর	নিরক্ষ রেখা	দিন রাত সমান	শরৎ	বসন্ত
২২ শে ডিসেম্বর	মকরক্রান্তি রেখা	দিন বড় রাত ছোট	শীত	গ্রীষ্মকাল
২১ শে মার্চ	নিরক্ষ রেখা	দিন রাত সমান	বসন্ত	শরৎ

RAISUL ISLAM HRIDOY

মহাজাগতিক রশ্মি

মহাশূন্য হতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যে আলোক কণা সমূহ প্রবেশ করে তাদের সমষ্টিকে মহাজাগতিক রশ্মি বলে।এই মহাজাগতিক রশ্মির ৯০ শতাংশ প্রোটন, নয় শতাংশ হিলিয়াম, এক শতাংশ ভারী মৌল ও ইলেকট্রন (বিটা নেগেটিভ কণা)। মহাজাগতিক রশ্মির শক্তি ১০২০ ইলেকট্রন ভোল্টের ওপর (মানবসৃষ্ট পার্টিকেল এক্সিলেটরে তৈরি শক্তির পরিমাণ ১০১২ থেকে ১০১৩ ইলেকট্রন ভোল্ট)। ১৮৯৬ সালে হেনরি বেকেরেলের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের পর বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎপ্রবাহকে (বাতাসের আয়নীকরণ) সবাই ভূপৃষ্ঠে তেজস্ক্রিয় মৌলগুলোর তেজস্ক্রিয়তা অথবা তেজস্ক্রিয় গ্যাসের (রেডনের আইসোটোপ) ফলাফল হিসেবে ভাবতে শুরু করেন। ১৯১০ সালে থিওডর উলফ ইলেকট্রোমিটার নামের একটি যন্ত্র তৈরি করেন। ইলেকট্রোমিটারের সাহায্যে আয়ন উৎপাদনের হার নির্ণয় করা যায়। থিওডর উলফ আইফেল টাওয়ারের ওপর গিয়ে দেখলেন, ভূপৃষ্ঠ থেকে টাওয়ারের মাথায় বিকিরণ অনেক বেশি। কিন্তু ভূপৃষ্ঠে তেজস্ক্রিয় মৌলগুলোর তেজস্ক্রিয়তা অথবা তেজস্ক্রিয় গ্যাসের কারণে আয়নীকরণ হয়ে থাকলে যতই ওপরে যাবেন, ততই বিকিরণ তথা আয়নীকরণ কমার কথা।

১৯১২ সালে *ভিক্টর হেস*তিনটি অধিক কর্মক্ষম ও নিখুঁত উলফ ইলেকট্রোমিটার তৈরি করেন। তিনি এই ইলেকট্রোমিটার নিয়ে বেলুনে উড়ে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় ৫৩০০ ফুট উচ্চতায় ওঠেন। তিনি সেই উচ্চতায় ভূপৃষ্ঠের প্রায় চার গুণ বিকিরণ পান। মজার ব্যাপার হলো, অনেক বিজ্ঞানীরই ধারণা ছিল, বায়ুমণ্ডলের বিকিরণের মূল কারণ সূর্য। কাজেই সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদের কারণে বিকিরণ একেবারেই কমে যাওয়ার কথা। কিন্তু হেস দেখলেন, বিকিরণ কমার লক্ষণ নেই। তখন তিনি উপসংহার টানলেন, 'আমার পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করার জন্য মহাবিশ্ব থেকে অধিক ভেদনক্ষমতাসম্পন্ন বিকিরণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আসে বলে ধরে নেওয়া যায়।' পরে ১৯১৩-১৪ সালে ওয়ার্নার কোলরস্টার নয় কিলোমিটার উচ্চতায় পরীক্ষা করে হেসের অনুমাণকে সত্য বলে নিশ্চিত করেন। তখন থেকে বিজ্ঞানীরা মহাজাগতিক রশ্মির বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করছেন। ভিক্টর হেস তাঁর এই আবিষ্কারের জন্য ১৯৩৬ সালে *নোবেল পুরস্কার*পান।

মহাজাগতিক রশ্মি ইংরেজি কসমিক রে বাইরে থেকে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন যে আহিত কণাসমূহ প্রবেশ করে তাদেরকে সমষ্টিগতভাবে মহাজাগতিক রশ্মি বলা হয়।মহাজাগতিক রশ্মি বিদ্যুৎ চার্জযুক্ত।

RAISUL ISLAM HRIDOY

বায়ুমন্ডল

বায়ুমণ্ডল (Atmosphere)

যে গ্যাসীয় আবরণ পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে তাকে বায়ুমন্ডল। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে বায়ুমণ্ডলও ভূ-পৃষ্টের চারদিকে জড়িয়ে থেকে অনবরত আবর্তন করছে। বায়ুমন্ডলের বর্ণ, গন্ধ, আকার কিছুই নেই। একে কেবল অনুভব করা যায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে ১০০০০ কিঃমিঃ পর্যন্ত বায়ুমন্ডল বিস্তৃত, কিন্তু বায়ুমন্ডলের ৯৭ ভাগ উপাদানই ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০ কিঃমিঃ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

বায়ুমন্ডলের উপাদানের তালিকা

উপাদানের নাম	শতকরা হার
নাইট্রোজেন(N_2)	৭৮.০২
অক্সিজেন (O_2)	২০.৭১
আরগন (AR)	০.৮০
কার্বন ডাই অক্সাইড(CO_2)	০.০৩
জলীয় বাষ্প	০.৪১
ধূলিকণা ও কনিকা	০.০১
অন্যান্য গ্যাস	০.০২

RAISUL ISLAM HRIDOY

মোট	১০০.০০

বায়ুমন্ডলের স্তরবিন্যাস

বায়ুমন্ডল যে সমস্ত উপাদানে গঠিত তাদের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও উষ্ণতার পার্থক্য অনুসারে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে পর্যায়ক্রমে পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়।

১) ট্রপোমন্ডল (Troposphere)

বায়ুমন্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তর হলো ট্রপোমন্ডল। মেঘ, বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, বায়ুপ্রবাহ, ঝড়,তুষারপাত, শিশির, কুয়াশা সবকিছুই এই স্তরে সৃষ্টি হয়। ট্রপোমন্ডলের শেষ প্রান্তের অংশের নাম ট্রপোবিরতি (Tropopause)। ট্রপোমন্ডল স্তর ভূপৃষ্ঠ হতে নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় ১৬-১৯ কিঃমিঃ মেরু অঞ্চলে প্রায় ৮ কিঃমিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত।

- ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বায়ু ঘনত্ব কমতে থাকে এবং উষ্ণতাও কমতে থাকে। সাধারণত প্রতি ১০০০ মিটার উচ্চতায় ৬° সেলসিয়াস তাপমাত্রা হ্রাস পায়।
- বায়ুমন্ডলের ওজনের প্রায় ৭৫ ভাগ ট্রপোমন্ডল বহন করে।
- ট্রপোবিরতিতে তাপমাত্রা প্রায় -৫৪° সেলসিয়াসের নিচে নেমে যায়।

২) স্ট্রাটোমন্ডল (Stratosphere)

ট্রপোবিরতির উপরের দিকে প্রায় ৫০ কিঃমিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত স্তর হলো স্ট্রাটোমন্ডল। স্ট্রাটোমন্ডলের উপরের অংশকে স্ট্রাটোবিরতি (tropopause)। এই স্তরে ওজোন(O_3) স্তর বেশি আছে।এই ওজোন স্তর সূর্যের আলোর বেশিরভাগ অতিবেগুনি রশ্মি (Ultraviolet ray) শুষে নেয়। তাপমাত্রা ধীরে ধীরে 8° সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা ছাড়া কোনোরকম জলীয়বাষ্প থাকেনা বলে এইস্তরের আবহাত্তয়া শান্ত ও শুষ্ক থাকে। ঝড় বৃষ্টি থাকেনা বলে জেট বিমানগুলো এই স্তর দিয়ে চলাচল করে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

৩) মেসোমন্ডল (Mesosphere)

স্ট্রাটোবিরতির উপরে প্রায় ৮০ কিঃমিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত স্তর হলো মেসোমন্ডল। এই স্তরে তাপমাত্রা হ্রাস পাত্তয়া থেমে যায়। মেসোমন্ডলের উপরের অংশকে মেসোবিরতি (stratopause) বলে। মহাকাশ হতে যে সব উল্কা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে সেগুলো এই স্তরেই ধ্বংস হয়।এই স্তরে তাপমাত্রা -৮৩° পর্যন্ত নামতে পারে।

৪) তাপমন্ডল (Thermosphere)

মেসোবিরতির উপরে প্রায় ৫০০ কিঃমিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুস্তরকে তাপমন্ডল বলে।এই মন্ডলে বায়ুস্তর অত্যন্ত হালকা ও ক্ষীন হয়।তাপমন্ডলের নিম্ন অংশকে আয়নমন্ডল বলে। ভূপৃষ্ঠ হতে পাঠানো বেতার তরঙ্গ আয়নমন্ডলে বাধা পেয়ে পুনরায় ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে।তীব্র সৌর বিকিরণে রঞ্জন রশ্মি ও অতিবেগুনি রশ্মির সংঘাতে এই অংশের বায়ু আয়নযুক্ত হয়।তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৮০° সেলসিয়াসে পৌঁছায়।

৫) এক্সোমন্ডল (Exosphere)

তাপমন্ডলের উপরে প্রায় ৯৬০ কিঃমিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুস্তর হলো এক্সোমন্ডল। এই স্তরে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেনের প্রাধান্য বেশি দেখা যায়।

আবহাত্তয়া ও জলবায়ু

কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুর তাপ, চাপ, আদ্রতা, মেঘাচ্ছন্নতা, বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহের দৈনন্দিন সামগ্রিক অবস্থাকে সেইদিনের আবহাত্তয়া বলে। আবার কোনো একটি অঞ্চলের সাধারণত ৩০-৪০ বছরের গড় আবহাত্তয়ার অবস্থাকে জলবায়ু বলে।

ভূপৃষ্ঠ হতে উপরের দিকে তাপমাত্রা কমতে থাকে। সমুদ্র উপকূল অঞ্চলের চেয়ে সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত অঞ্চলে শীতকালে বেশি শীত এবং গরমকালে বেশি গরম অনুভূত হয়। কারন স্থলভাগ জলভাগের তুলনায় বেশি ও তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত ও শীতল হয়।

মরুভূমির বালুর তাপ সংরক্ষন ক্ষমতা কম তাই মরুভূমিতে দিনে বেশি গরম ও রাতে বেশি ঠান্ডা অনুভূত হয়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

বাষ্পীভবন (Evaporation)

সূর্যের তাপে সমুদ্র, নদী, হ্রদ প্রভৃতি হতে পানি ক্রমাগত বাষ্পে পরিণত হচ্ছে এবং তা অপেক্ষাকৃত হালকা বলে উপরে উঠে বায়ুমন্ডলে মিশে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। একে বাষ্পীভবন বলে।বায়ুর বাষ্প ধারন ক্ষমতা বায়ুর উষ্ণতার উপর নির্ভর করে। বায়ু যত উষ্ণ হয় তত বেশি জলীয় বাষ্প ধারন করতে পারে।

ঘনীভবন (Condensation)

বায়ু শীতল হতে থাকলে তা জলীয়বাষ্প ধারন ক্ষমতা কমতে থাকে, তখন জলীয়বাষ্পের কিছু অংশ পানিতে পরিনত হয় তাকে ঘনীভবন বলে। বায়ু যে উষ্ণতায়(জলীয়বাষ্পরূপে) ঘনীভূত হয় তাকে শিশিরাঙ্ক (Dew point) বলে।তাপমাত্রা 0° সেলসিয়াস বা হিমাঙ্কের (Freezing point) নিচে নেমে গেলে তখন ঘনীভূত জলীয়বাষ্প কঠিন আকার ধারন করে এবং তুষার ও বরফ রূপে ভূপৃষ্টে পতিত হয়। কিন্তু হিমাঙ্ক শিশিরাঙ্কের উপরে থাকলে ঘনীভবনের মাধ্যমে শিশির, কুয়াশা অথবা বৃষ্টিতে পরিনত হয়।

- বায়ু যে উষ্ণতায় ঘনীভূত হয় তাকে শিশিরাঙ্ক বলে।
- ভূপৃষ্ঠ তাপ বিকিরনের মাধ্যমে রাতে শীতল হয়। এ সময় ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরের তাপমাত্রা হ্রাস পায়।ফলে জলীয়বাষ্প ধারন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র জলবিন্দুরূপে ভূপৃষ্টে সঞ্চিত হয়। এটাই শিশির নামে পরিচিত।
- কখনো কখনো বায়ুমন্ডলে ভাসমান ধূলিকণাকে আশ্রয় করে জলীয়বাষ্প রাত্রিবেলা অল্প ঘনীভূত হয়ে ধোঁয়ার আকারে ভূপৃষ্টের কিছু উপরে ভাসতে থাকে একে কুয়াশা বলা হয়।
- শীতপ্রধান এলাকায় তাপমাত্রা হিমাংঙ্কের নিচে নামলে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে পেঁজা তুষারের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় একে তুষারপাত বলে।
- বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারন করাকে বায়ুর আদ্রতা বলে। আদ্র বায়ুতে জলীয় বাষ্প ২-৫ ভাগ। বায়ুর আদ্রতা দুই রকম।

১) পরম আদ্রতাঃ কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে জলীয় বাষ্পের প্রকৃত পরিমাণকে পরম আদ্রতা বলে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

২) আপেক্ষিক আদ্রতাঃ কোন নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে জলীয় বাষ্পের প্রকৃত পরিমাণ আর একই আয়তনের বায়ুকে পরিপৃক্ত করতে যে পরিমাণ জলীয়বাষ্পের প্রয়োজন এ দুইটির অনুপাতকে আপেক্ষিক আদ্রতা বলে।

বৃষ্টিপাত (Rainfall)

স্বাভাবিকভাবে ভাসমান মেঘ ঘনীভূত হয়ে পানি ফোঁটা ফোঁটা আকারে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে ভূপৃষ্ঠে পতিত হলে তাকে বৃষ্টিপাত বলে।বৃষ্টিপাত বৃষ্টিমাপক যন্ত্রের (Rain gauge) দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

বৃষ্টিপাতের শ্রেণীবিভাগঃ

১) পরিচলন বৃষ্টি – নিরক্ষীয় অঞ্চলে হয়।

২) শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি – পর্বতের একপাশে হয় আরেক পাশে হয়না। যে পাশে হয়না সেই বৃষ্টিহীন স্থানকে বৃষ্টিচ্ছায়া (Rain-Shadow regin) বলে।

৩) বায়ুপ্রাচীরজনিত বৃষ্টি – নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে

৪) ঘূর্নি বৃষ্টি – মধ্য ইউরোপের দেশে শীতকালে হয়।

বায়ুপ্রবাহ (Wind Move)

বায়ু সর্বদা শীতল ও ভারী বায়ু বিশিষ্ট উচ্চচাপ বলয় হতে উষ্ণ ও হালকা বায়ু বিশিষ্ট নিম্ন বলয়ের দিকে ধাবিত হয়। পৃথিবী পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে আবর্তনশীল। এজন্য বায়ুপ্রবাহ উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিন গোলার্ধে বামদিকে বেকে যায় যা ফেরেলের সূত্র নামে পরিচিত।

বায়ু বিভিন্ন প্রকার।

নিয়ত বায়ু

যে বায়ু একদিকে প্রবাহিত হয় তাকে নিয়ত বায়ু বলে।নিয়ত বায়ু তিন প্রকার। যথা – অয়ন বায়ু, পশ্চিমা বায়ু ও মেরু বায়ু।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- অয়ন বায়ুর অপর নাম বাণিজ্য বায়ু। বানিজ্যিক জাহাজ গুলো এই বায়ুকে অনুসরন করে চলাচল করে।
- নিরক্ষরেখার উভয়দিকে উত্তর-দক্ষিণে ৫০ অক্ষাংশ পর্যন্ত একটি শান্ত বলয় সৃষ্টি হয়। এ বলয়কে নিরক্ষীয় শান্ত বলয় (Doldrum) বলে।
- ৪০° থেকে ৪৭° দক্ষিন অক্ষাংশ পর্যন্ত পশ্চিমা বায়ুর গতিবেগ সর্বাপেক্ষা বেশি। এ অঞ্চলকে গর্জনশীল চল্লিশ (Roaring forties) বলে।

সমুদ্র ও স্থলবায়ু

দিনের বেলায় স্থলভাগ সমুদ্রের চেয়ে বেশি উত্তপ্ত হয়ে থাকে বলে স্থলে নিম্নচাপ এবং সমুদ্রে উচ্চচাপ থাকে। ফলে দিনে বায়ু সমুদ্র হতে ভূ-পৃষ্ঠের দিকে প্রভাহিত হয় একে সমুদ্রবায়ু বলে।

আর রাতের বেলায় স্থলভাগ তাপ বিকিরণ করে অধিক শীতল হয় বলে স্থলভাগে উচ্চচাপ থাকে এবং এর জন্য স্থলভাগ হতে বায়ু নিম্নচাপ বিশিষ্ট সমুদ্রের দিকে প্রভাহিত যাকে স্থলবায়ু বলে।

মৌসুমি বায়ু (Monsoon Wind)

আরবি শব্দ 'মত্তসুম' শব্দের অর্থ ঋতু। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে যে বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয় তাকে মৌসুমি বায়ু বলে। সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিনায়নের ফলে শীত-গ্রীষ্মে ঋতুভেদে স্থলভাগ ও জলভাগের তাপের তারতম্য ঘটে। সে জন্য মৌসুমি বায়ুর সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় বায়ু

যে বায়ু কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ তাদেরকে বলে সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের স্থানীয় বায়ু। উদাঃ রকি পর্বতের চিনুক বায়ু, আর্জেন্টিনা ও উরুগয়ের পম্পাস অঞ্চলের উত্তরে পাম্পের বায়ু, আরব মালভূমির সাইমুন বায়ু, ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় মালভূমি মিস্ট্রান বায়ু, আড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব উপকূলে বোরা, উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিন ইতালিতে সিরক্কো, মিশরের খামসিন, ভারতীয় উপমহাদেশের লু ইত্যাদি স্থানীয় বায়ু।

- গত ১০০ বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ০.৬০° সেলসিয়াস।
- ২১ শতকের সমাপ্তিকালে গড় তাপমাত্রা আরো ২.৫° হতে ৫.৫° সেলসিয়াস বেড়ে যাবে।
- মেরু অঞ্চলে কাচের ঘরে সৌরতাপ আটকিয়ে সবজি চাষ করাকে গ্রিনহাউজ বলে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ মানুষের সরাসরি ভাগ্য বিপর্যয় দেখা দেবে।
- জাতিসংঘের তথ্য অনুসারে সমুদ্র উচ্চতা ৩ ফুট বাড়লে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের ১৭ শতাংশ ভূমি পানির নিচে চলে যাবে।
- ২০০৯ সালে বিশ্বব্যাংক বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ৫ টি ঝুঁকিপূর্ণ দিক চিহ্নিত করে যার তিনটিতেই আছে বাংলাদেশ[বন্যা, ঝড়, সমুদ্র উচ্চতা বৃদ্ধি]।
- জলবায়ু সংক্রান্ত প্যানেল – IPCC

বারিমন্ডল

'Hydrosphere' এর বাংলা প্রতিশব্দ বারিমন্ডল। 'Hydro'শব্দের অর্থ পানি এবং 'sphere' শব্দের অর্থ মন্ডল। পৃথিবীর মোট জলরাশির ৯৭ ভাগ পানি রয়েছে সমুদ্রে।

মহাসাগর

বারিমন্ডলের উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ বিশাল লবনাক্ত জলরাশিকে মহাসাগর (Ocean) বলে। সবচেয়ে বড় মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগর।

মহাসাগরের আয়তন, গভীরতা

মহাসাগর (Ocean)	আয়তন (বর্গ কিঃমিঃ)	গভীরতা (মিটার)	গভীরতম স্থান	অবস্থান
প্রশান্ত মহাসাগর	১৬ কোটি ৬০ লক্ষ	৪,২৭০	ম্যারিয়ানা ট্রান্স	আমেরিকা ও এশিয়ার মধ্যবর্তী স্থান
আটলান্টিক মহাসাগর	৮ কোটি ২৪ লক্ষ	৩,৯৩২	পোর্টোরিকো ট্রান্স	আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা
ভারত মহাসাগর	৭ কোটি ৩৬ লক্ষ	৩,৯৬২	সুন্দা ট্রান্স	আফ্রিকা,ভারত ও অস্ট্রেলিয়া
দক্ষিন মহাসাগর	১ কোটি ৫০ লক্ষ	৮২৪		এন্টার্কটিকা ও ৬০° দক্ষিন অক্ষাংশের মধ্যবর্তী

RAISUL ISLAM HRIDOY

উত্তর মহাসাগর	১ কোটি ৪৭ লক্ষ	১৪৯		পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ

- মহাসাগর অপেক্ষা স্বল্প আয়তন বিশিষ্ট জলরাশিকে সাগর বলে।
- তিনদিকে স্থলভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং একদিকে জল তাকে উপসাগর বলে।
- চারদিকে স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত বিশাল জলভাগকে হ্রদ বলে।
- সবচেয়ে ছোট মহাসাগর হলো আর্কটিক মহাসাগর বা উত্তর মহাসাগর। একে সুমেরু মহাসাগরও বলা হয়। (৯ম -১০ম বইয়ে দক্ষিন মহাসাগর দেয়া হলেও তা ভূল।)
- শান্ত সাগরের চাঁদে অবস্থিত।

সমুদ্রতলের ভূমিরূপ

ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের মত সমুদ্র তলদেশও অসমান।শব্দ তরঙ্গের সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয়। এ শব্দতরঙ্গ প্রতি সেকেন্ডে পানির মধ্য দিয়ে প্রায় ১,৪৭৫ মিটার নিচে যায় এবং ফিরে আসে। ফ্যাদোমিটার (Fathometer) যন্ত্রটি দ্বারা সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয়। সমুদ্রের তলদেশের ভূমিরূপকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়।

১) মহীসোপান (Continental Shelf)

২) মহীঢাল (Continental slope)

৩) গভীর সমুদ্রের সমভূমি (Deeo sea plains)

৪) নিমজ্জিত শৈলীশিলা (Oceanic ridges)

৫) গভীর সমুদ্রখাত (Oceanic trench)

মহীসোপানঃ

পৃথিবীর মহাদেশসমূহের চারদিকে স্থলভাগের কিছু অংশ অল্প ঢালু হয়ে সমুদ্রের পানির মধ্যে নেমে গেছে। এরূপে সমুদ্রের উপকূল রেখা থেকে তলদেশ ক্রমনিম্ন নিমজ্জিত অংশকে মহীসোপান বলে। মহীসোপানের সমুদ্রের পানির সর্বোচ্চ গভীরতা ১৫০ মিটার। এটি ১° কোণে সমুদ্র তলদেশে নিমজ্জিত থাকে। এর গড় প্রশস্থতা ৭০ কিঃমিঃ এবং সবচেয়ে উপরের অংশকে ঢাল বলে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- পৃথিবীর বৃত্ততম মহীসোপান ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।২য় বৃত্ততম মহীসোপানের অবস্থান উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে।

মহীঢালঃ

মহীসোপানের শেষ সীমা থেকে ভূভাগ হঠ্যৎ খাড়াভাবে নেমে সমুদ্রের গভীর তলদেশের সাথে মিশে যায়। এ ঢালু অংশকে মহীঢাল বলে। এর গড় গভীরতা ২০০ থেকে ৩০০০ মিটার।

গভীর সমুদ্রের সমভূমিঃ মহীঢাল শেষ হওয়ার পর থেকে সমুদ্র তলদেশে যে বিস্তৃত সমভূমি দেখা যায় তাকে গভীর সমুদ্রের সমভূমি বলে। এর গড় গভীরতা ৫০০০ মিটার। এটি সমভূমি নামে খ্যাত হলেও প্রকৃতপক্ষে তা বন্ধুর।

নিমজ্জিত শৈলশিরাঃ সমুদ্রের অভ্যন্তরে অনেকগুলো আগ্নেয়গিরি অবস্থান করছে। ঐ সব আগ্নেয়গিরির থেকে লাভা বেরিয়ে এসে সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত হয়ে শৈলশিরার ন্যায় ভূমিরূপ গঠন করেছে। এগুলো নিমজ্জিত শৈলশিরা নামে খ্যাত।

গভীর সমুদ্রখাতঃ

গভীর সমুদ্রের সমভূমি অঞ্চলের মাঝে মাঝে গভীর খাত দেখা যায়। এগুলো হলো গভীর সমুদ্রখাত।

- প্রশান্ত মহাসাগরে গভীর সমুদ্রখাতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।প্রশান্ত মহাসাগরের ম্যারিয়ানা খাত (Marina Trench) পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা গভীর সমুদ্রখাত।এর গভীরতা প্রায় ১০,৮৭০ মিটার। ২য় গভীরতম আটলান্টিক মহাসাগরের পোর্টেরিকো খাত ৮,৩৫৮ মিটার। ভারত মহাসাগরের গভীরতম খাত সুন্দা খাত।

সমুদ্রস্রোত (Ocean Current)

সমুদ্রস্রোতের প্রধান কারণ বায়ূপ্রবাহ। সমুদ্রের স্রোত একটি নির্দিষ্ট গতিপথ অনুসরণ করে চলাচল করে। একে সমুদ্রস্রোত বলে। উষ্ণতার তারতম্য অনুসারে সমুদ্রস্রোতকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

ক) উষ্ণ স্রোত

RAISUL ISLAM HRIDOY

খ) শীতল স্রোত

উষ্ণ স্রোত

নিরক্ষীয় অঞ্চলে তাপমাত্রা বেশি হওয়ায় জলরাশি হালকা হয় ও হালকা জলরাশি সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়ে পৃষ্ঠপ্রবাহরূপে শীতল মেরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। এরূপ স্রোতকে উষ্ণস্রোত বলে।

শীতল স্রোত

মেরু অঞ্চলের শীতল ও ভারী জলরাশি জলের নিচের অংশ দিয়ে অন্তঃপ্রবাহরূপে নিরক্ষীয় উষ্ণমন্ডলের দিকে প্রবাহিত হয়।এরূপ স্রোতকে শীতল স্রোত বলে।

সমুদ্রস্রোতের কারণ

- নিয়ত বায়ুপ্রবাহই সমুদ্রস্রোত সৃষ্টির প্রধান কারণ। এরজন্যই প্রধানত সমুদ্রস্রোতের দিক ও গতি নিয়ন্ত্রিত হয়।
- পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে।
- সমুদ্রজলের তাপমাত্রার পার্থক্যের কারনে সমুদ্রস্রোত হয়।
- মেরু অঞ্চলের সমুদ্রে বরফের গলনের ফলে।
- সমুদ্রের গভীরতার তারতম্যের কারণে।
- লবনাক্ততার পার্থক্যের ফলে।

জোয়ার-ভাটা (High Tide and Low Tide)

সমুদ্র এবং উপকূলবর্তী নদীর জলরাশি ধীরে ধীরে ফুলে উঠে এবং কিছুক্ষন পরে আবার তা ধীরে ধীরে নেমে যায়। জলরাশির এরকম নিয়মিত স্ফীতি এবং ফুলে ওঠাকে জোয়ার এবং নেমে যাত্তয়াকে ভাটা বলে। জোয়ার-ভাটা দুই কারনে হয়।

১) চাঁদ ও সূর্যের মহাকর্ষ শক্তির প্রভাব

২) পৃথিবীর আর্বতনের ফলে উৎপন্ন কেন্দ্রাতিত শক্তির জন্য।

RAISUL ISLAM HRIDOY

ভূগোলের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

- ‘Geography‘ শব্দরে অর্থ ভূগোল।প্রাচীন গ্রীসের ভূগোলবিদ ইরাটথেনিস প্রথম এই শব্দ ব্যবহার করেন।
- পৃথিবীর কেন্দ্রে থাকে সূর্য।সূর্য একটি নক্ষত্র।
- যে সব জ্যোতিষ্কের নিজের আলো আছে তাদের নক্ষত্র বলা হয়।এরা হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে তৈরি।৬০০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জ্বলছে এসব নক্ষত্র।
- আলো প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে।
- সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড।
- সূর্যের নিকটতম গ্রহ হলো প্রক্সিমা সেনটোরাই। পৃথিবী হতে এর দূরত্ব প্রায় ৪.২ আলোক বর্ষ।
- মহাকাশে একশত বিলিয়ন গ্যালাক্সি রয়েছে।সর্পিলাকার গ্যালাক্সি বৃহৎ আকৃতির আর উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সি বেশি উজ্জ্বল হয়।
- কোনো একটি গ্যালাক্সির ক্ষুদ্র অংশকে ছায়াপথ বা আকাশ গঙ্গা বলে। একটি ছায়াপথে লক্ষ কোটি নক্ষত্র থাকে। সৌরজগৎ একটি ছায়াপথের অন্তর্গত।
- রাতের আকাশে নক্ষত্রের ছুটে যাওয়া বা খসে পড়াকে নক্ষত্র পতন বা তারা খসা বলে।এরা প্রকৃতপক্ষে উল্কা। সেকেন্ডে প্রায় ৩ কিঃমিঃ ছুটে।
- মহাকাশে মাঝে মাঝে একরকমের জ্যোতিষ্কের আর্বিভাব হয় যার মাথা ও লেজ আছে তাকে ধূমকেতু বলে।
- জ্যোর্তিবিজ্ঞানী এডমন্ড হ্যালি খ্রিষ্টপূর্ব ২৪০ বছর হ্যালির ধূমকেতু আবিষ্কার করেন। এটি ৭৬ বছর পরপর দেখা যায়। সর্বশেষ ১৯৮৬ সালে দেখা যায় এটি। আবার ২০৬২ সালে দেখা যাবে এটি।
- সৌরজগতের গ্রহ ৮ টি।
- কিছু কিছু জ্যোতিষ্ক গ্রহকে ঘিরে আবর্তিত হয় এদের উপগ্রহ বলে।
- সৌরজগৎ সূর্য এবং তার গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, অসংখ্য ধূমকেতু ও অগনিত উল্কা নিয়ে গঠিত।
- সূর্য হলো হলুদ বর্ণে মাঝারি নক্ষত্র। ব্যাস প্রায় ১.৯৯×১০^{১৩} কিলোগ্রাম।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- বুধ সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম ও সূর্যের নিকটতম গ্রহ।সূর্য থেকে ৫.৮ কোটি কিঃমিঃ দুরে, ব্যাস ৪,৮৫০ কিঃমিঃ। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ৮৮ দিনে। গর্ত, পাহাড়-পর্বত আছে।উপগ্রহ নেই।
- ভোরের আকাশে শুকতারা ও সন্ধার আকাশে সন্ধ্যাতারা হিসেবে দেখাযায়।ঘন মেঘে ঢাকা থাকে। সবচেয়ে উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত গ্রহ।সূর্য হতে দূরত্ব ১০.৮ কোটি কিঃমিঃ। ব্যাস ১২,১০৪ কিঃমিঃ। সূর্যকে আবর্তনে সময় নেয় ২২৫ দিন।বছরে মাত্র ২ বার সূর্য দেখা যায়।শুক্র পূর্ব হতে পশ্চিমে পাক খায়। এসিড বৃষ্টি হয়।
- সূর্য হতে পৃথিবী ১৫ কোটি কিঃমিঃ দূরে। ব্যাস প্রায় ১২,৬৬৭ কিঃমিঃ। সূর্যকে প্রদক্ষিন করে ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডে। চাঁদ একমাত্র উপগ্রহ।
- মঙ্গল পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ।খালি চোখে লালচে দেখায়।সূর্য হতে ২২.৮ কোটি কিঃমিঃ দূরে।ব্যাস ৬,৭৮৭ কিলোমিটার। সূর্যকে কেন্দ্রকরে ৬৭৮ দিনে প্রদক্ষিন করে। গিরিখাত ও আগ্নেয়গিরি আছে। দুইটি উপগ্রহ ফোবস ও ডিমোস।
- বৃহস্পতি হলো গ্রহরাজ। ব্যাস ১,৪২,৮০০ কিলোমিটার।পৃথিবী হতে ১,৩০০ গুন বড়।সূর্য থেকে ৭৭.৮ কোটি কিঃমিঃ দূরে।অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা প্রায় ৩০০০০° সেলসিয়াস।সূর্যকে ৪,৩৩১ দিনে বা ১২ বছরে প্রদক্ষিন করে।
- শনি ২য় বৃহত্তম গ্রহ।সূর্য হতে ১৪৩ কোটি কিঃমিঃ। ব্যাস ১,২০,০০০ কিলোমিটার। ভূত্বক বরফে ঢাকা।সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরতে ২৯.৫ বছর লাগে।
- ইউরেনাস ৩য় বৃহত্তম গ্রহ।সূর্য হতে ২৮৭ কোটি কিঃমিঃ দূরে।সূর্যকে ৮৪ বছরে একবার প্রদক্ষিন করে।ব্যাস ৪৯,০০০ কিঃমিঃ। সবুজ গ্রহ বলা হয়।
- সূর্য হতে ৪৫০ কোটি কিঃমিঃ দূরে। ব্যাস ৪৮৪০০ কিঃমিঃ।
- পৃথিবীর গোলাকৃতি কেন্দ্র দিয়ে উত্তর – দক্ষিনে কল্পিত রেখাকে অক্ষ বা মেরুরেখা বলে।
- দুই মেরু থেকে সমান দূরত্বে পৃথিবীকে পূর্ব- পশ্চিমে বেষ্টন করে একটি রেখা কল্পনা করা হয়েছে একে নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা বলে। একে নিরক্ষবৃত্তও বলে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠন

জন্মের সময় পৃথিবী ছিল এক উত্তপ্ত গ্যাসপিন্ড। এই গ্যাসপিন্ড ক্রমে ক্রমে শীতল হয়ে ঘনীভূত হয়। এই সময় পৃথিবীর বাইরের উপাদানগুলো এর কেন্দ্রের দিকে জমা হয়। আর হালকা উপাদানগুলো ভরের তারতম্য অনুসারে নিচের থেকে উপরে স্তরে স্তরে জমা হয়। পৃথিবীর এই বিভিন্ন স্তরকে মন্ডল বলে। উপরের স্তরটিকে অশ্মমন্ডল বলে। অশ্মমন্ডলের উপরের অংশ ভূত্বক নামেও পরিচিত।

পৃথিবীর এরূপ স্তর তিনটি। যথাঃ

১। অশ্মমণ্ডলঃ ভূপৃষ্ঠের উপরের অংশে যে শিলার কঠিন বহিরাবরণ দেখা যায় তাই অশ্মমণ্ডল বা শিলা মন্ডল। এটি নানা প্রকারের শিলা ও খনিজ উপাদান দ্বারা গঠিত। ভূ-অভ্যন্তরের অন্যান্য স্তরের তুলনায় অশ্বমন্ডলের পূরত্ব সবথেকে কম, গড়ে ২০ কিলোমিটার। ভূত্বক মহাদেশের তলদেশে গড়ে ৩৫ কিঃমিঃ এবং সমুদ্র তলদেশে তা মাত্র গড়ে ৫ কিঃমিঃ পুরু। সাধারনভাবে মহাদেশীয় ভূত্বকের এ স্তরকে সিয়াল (Sial) স্তর বলে, যা সিলিকন (si) ও অ্যালুমিনিয়ামের (Al) দ্বারা গঠিত। আর সিয়াল স্তরের তুলনায় ভারী যা প্রধান উপাদানে সিলিকন (si) ও ম্যাগনেসিয়াম (Mg) যা সাধারনভাবে সিমা (Sima) নামে পরিচিত।

- ভূত্বকের নিচের দিকে প্রতি কিলোমিটারে ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়ে।
- অশ্বমন্ডল হলো পৃথিবীর উপরের স্তর।
- অশ্বমন্ডলের উপরিভাগে দেখা যায় সমভূমি, মালভূমি, পাহাড়, পর্বত, নদী,সাগর, মহাসাগর ইত্যাদি।

২।গুরুমন্ডলঃ অশ্বমন্ডলের নিচে প্রায় ২৮৮৫ কিঃমিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরকে গুরুমন্ডল বলে। গুরুমন্ডল মূলত ব্যাসল্ট (Basalt) শিলা দ্বারা গঠিত। এই অংশে সিলিকা, ম্যাগনেশিয়াম, লোহা, কার্বন ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ দ্বারা গঠিত।

গুরুমন্ডলের দুইটি স্তর। যথা-

১। উর্ধ্ব গুরুমন্ডল

RAISUL ISLAM HRIDOY

২। নিম্ন গুরুমন্ডল

উর্ধ্ব গুরুমন্ডল ৭০০ কিঃমিঃ গভীর। এই মন্ডল প্রধানত আয়রন অক্সাইড, ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড ও সিলিকন অক্সাইড সমৃদ্ধ খনিজ দ্বারা গঠিত।

নিম্ন গুরুমন্ডল ২১৮৫ কিঃমিঃ। এই মন্ডল প্রধানত লোহা ও ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ সিলিকেট দ্বারা গঠিত।

৩। কেন্দ্রমন্ডলঃ গুরুমন্ডলের নিচে হতে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ৩৪৮৬ কিঃমিঃ পর্যন্ত স্তরকে কেন্দ্রমন্ডল বলে। কেন্দ্রমন্ডল লৌহ, নিকেল, পারদ, সীসা প্রভৃতি কঠিন ও ভারি পদার্থ দ্বারা গঠিত।

- কতগুলো মৌলিক উপাদান প্রাকৃতিক উপায়ে মিলিত হয়ে যে যৌগ গঠন করে তাই খনিজ। আর শিলা হল এক বা একাধিক খনিজের মিশ্রন। একটি মাত্র মৌল দ্বারা গঠিত খনিজ হল হীরা, সোনা, তামা, রুপা, পারদ,গন্ধক।

শিলাঃ

ভূত্বক যে সব উপাদান দ্বারা গঠিত তাদের সাধারন নাম শিলা। ভূতত্ত্ববিদগণের মতে দুই বা ততোধিক খনিজ দ্রব্যের সংমিশ্রণে এসব শিলার সৃষ্টি হয়। ভূ-ত্বক গঠনকারী সকল কঠিন ও কোমল পদার্থই শিলা। যেমন – নুড়ি, কাঁকর, গ্রানাইট, কাদা, বালি প্রভৃতি। গঠনপ্রনালি অনুসারে শিলাকে তিনটি প্রধান শ্রেনীতে বিভক্ত করা হয়। যথা-

১। আগ্নেয় শিলা

২। পাললিক শিলা

৩। রুপান্তরিত শিলা

আগ্নেয় শিলা (Igneous Rocks)

পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি হয়। তাই এর অপর নাম প্রাথমিক শিলা। এই শিলায় কোন স্তর নেই। তাই একে অন্তরীভূত শিলাও বলে। এতে কোন জীবাশ্ম নেই। আগ্নেয় শিলাকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

ক। বহিঃজ আগ্নেয় শিলাঃ ভূগর্ভের উত্তপ্ত তরল পদার্থ ম্যাগমা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বা অন্য কোনো কারনে বেরিয়ে এসে শীতল হয়ে জমাট বেঁধে বহিঃজ আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি হয়, এদের দানা খুব সূক্ষ, রং গাঢ়।

উদাঃ- ব্যাসাল্ট, রায়োলাইট, অ্যান্ডিসাইট ইত্যাদি।

খ। অন্তঃজ আগ্নেয় শিলাঃ উত্তপ্ত ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠের বাইরে না এসে ভূগর্ভে জমাট বাঁধলে তৈরি হয় অন্তঃজ আগ্নেয় শিলা। দানাগুলো স্থূল ও হালকা রঙের হয়। উদাঃগ্রানাইট, গ্যাব্রো, ডলোরাইট, ল্যাকোলি ইত্যাদি।

২। পাললিক শিলা (Selimentary Rocks)

তুষার, তাপ,সমুদ্রের ঢেউ প্রভৃতি শক্তির প্রভাবে আগ্নেয় শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত ও বিচূর্ণীভূত হয়ে রূপান্তরিত হয় এবং কাঁকর, কাদা, বালি ও ধূলায় পরিনত হয়। ক্ষয়িত শিলাকণা জলস্রোত, বায়ু এবং হিমবাহ দ্বারা পরিবাহিত হয়ে পলল বা তলানিরূপে কোনো নিম্ন ভূমি, হ্রদ ও সাগরগর্ভে সঞ্চিত হতে থাকে। পাললিক শিলা ভূপৃষ্ঠের শতকরা ৫ ভাগ দখল করে আছে। তবে মহাদেশীয় ভূত্বকের আবরনের ৭৫ ভাগই পাললিক শিলা। স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয় বলে একে স্তরীভূত শিলাও বলে। বেলেপাথর, কয়লা, শেল, চুনাপাথর, কেত্তলিন পাললিক শিলার উদাহরণ।

জীবদেহ হতে উৎপন্ন হয় বলে কয়লা ও খনিজ তেলকে জৈব শিলাও বলে।

বৈশিষ্টঃ ছিদ্র আছে, জীবাশ্ম দেখা যায়, স্তরীভূত, নরম ও হালকা, সহযেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

৩। রূপান্তরিত শিলা (Metamonphic Rocks)

আগ্নেয় ও পাললিক শিলা যখন প্রচন্ড চাপ, উত্তাপ এবং রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে রূপ পরিবর্তন করে নতুন রূপ ধারন করে তখন তাকে রূপান্তরিত শিলা বলে। ভূআন্দোলন, অগ্নুৎপাত ও ভূমিকম্প , রাসায়নিক ক্রিয়া কিংবা ভূগর্ভস্থ তাপ আগ্নেয় ও পাললিক শিলাকে রূপান্তরিত করে। চুনাপাথর রূপান্তরিত হয়ে মার্বেল, বেলেপাথর রূপান্তরিত হয়ে কোয়ার্টজাইট, কাদা ও শেল রূপান্তরিত হয়ে স্লেট, গ্রানাইট রূপান্তরিত হয়ে নিস এবংকয়লা রূপান্তরিত হয়ে গ্রাফাইটে পরিনত হয়।

ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন প্রক্রিয়া

RAISUL ISLAM HRIDOY

পরিবর্তন দুই প্রকার

১। ধীর পরিবর্তন

২। আকস্মিক পরিবর্তন

ধীর পরিবর্তন

সূর্যতাপ, বায়ুপ্রবাহ,বৃষ্টিপাত, নদী, হিমবাহ প্রভৃতি দ্বারা যে পরিবর্তন ধীরে ধীরে হয় তা ধীর পরিবর্তন।

আকস্মিক পরিবর্তন

ভূমিকম্প, সুনামি ও আগ্নেয়গিরির ফলে ভূপৃষ্ঠের যে পরিবর্তন হয় তাকে আকস্মিক পরিবর্তন বলে।

ভূমিকম্প (Earthquake)

পৃথিবীর কঠিন ভূ-ত্বকের কোনো কোনো অংশ প্রাকৃতিক কোনো কারনে কখনো কখনো অল্প সময়ের জন্য হঠাৎ কেঁপে ওঠে। ভূত্বকের এরূপ আকস্মিক কম্পনকে ভূমিকম্প বলে।

ভূমিকম্পের কারণসমূহঃ

ভূপাত, শিলাচ্যূতি, তাপবিকিরণ, ভূ-গর্ভস্থচাপ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, হিমবাহ, ভূ-গর্ভস্থ বাষ্প।

সুনামি (Tsunami)

- সুনামি একটি জাপানি শব্দ। জাপানি ভাষায় এর অর্থ হলো 'পোতাশ্রয়ের ঢেউ ' । সুনামির পানির ঢেউ সমুদ্রের স্বাভাবিক ঢেউয়ের চেয়ে অনেক বিশালাকৃতির। সুনামির পানির ঢেউগুলো একের পর এক উঁচু হয়ে আসতেই থাকে তাই একে ঢেউয়ের রেলগাড়ি বা ' ওয়েভ ট্রেন ' বলে। সুনামি হলো পানির এক মারাত্মক ঢেউ যা সমুদ্রের মধ্যে বা বিশাল হ্রদে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির, অগ্ন্যুৎপাত, পারমাণবিক বিস্ফোরণ, ভূপাতের কারনে তৈরি হয়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- ২০০৪ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরে যে সুনামি সৃষ্টি হয় তা এই মহাসাগরের আশেপাশে ১৪ টি দেশে আঘাত হানে এবং মারাত্নক দুর্যোগের সৃষ্টি হয়।

আগ্নেয়গিরি (Volcano)

ভূ-পৃষ্ঠের দুর্বল অংশের ফাটল বা সুড়ঙ্গ দিয়ে ভূ-গর্ভের উষ্ণ বায়ু, গলিত শিলা, জলীয় বাষ্প, উত্তপ্ত পাথরখন্ড, কাদা, ছাই প্রভৃতি প্রবল বেগে উর্ধ্বে উৎক্ষিত হয়ে যখন ঐ ফাটলের চারপাশে ক্রমশ জমাট বেঁধে উচুঁ পর্বত সৃষ্টি করে তখন তাকে আগ্নেয়গিরি বলে। আগ্নেয়গিরির মুখকে জ্বালামুখ এবং জ্বালামুখ দিয়ে র্নিগত গলিত পদার্থকে লাভা বলে।

আগ্নেয়গিরি তিন প্রকার

১। সক্রিয় আগ্নেয়গিরি (Active Volcano): যে সব আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যোৎপাত এখনো বন্ধ হয়নি তাকে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি বলে। যেমনঃ হাওয়াই দ্বীপের মাওনালেয়া ও মাওনাকেয়া।

২। সুপ্ত আগ্নেয়গিরি (Dormant Volcano): যে সব আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যোৎপাত অনেককাল আগে বন্ধ হয়ে গেছে তবে যে কোন সময় আবার সক্রিয় হতে পারে তাকে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি বলে। যেমনঃ জাপানের ফুজিয়ামা।

৩। মৃত আগ্নেয়গিরি (Extinet Volcano): যে সব আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যোৎপাত দীর্ঘকাল ধরে নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে এবং ভবিষৎতে অগ্ন্যোৎপাতের সম্ভাবনা নেই তাকে মৃত আগ্নেয়গিরি বলে।যেমনঃ ইরানের কোহিসুলতান।

- আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যোৎপাতের ফলাফলের ফলে সৃষ্টঃ

- ✓ আগ্নেয় মালভূমি- ভারতের দাক্ষিনাত্যের মালভূমি
- ✓ আগ্নেয় হ্রদ- আলাস্কার মাউন্ট আডাকামা, নিকারাগুয়ার কোসেগায়না
- ✓ আগ্নেয় দ্বীপ – যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ।
- ✓ আগ্নেয় পর্বত – ইতালির ভিসুভিয়াস।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যোৎপাতের ফলে ভূপৃষ্ঠের কোনো অংশ ধসে গভীর গহ্বরের সৃষ্টি হয়। ১৮৮৩ সালে সুমাত্রা ও জাভা দ্বীপের মধ্যবর্তী অংশে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে একটি গহ্বর দেখা যায়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

আগ্নেয়গিরির লাভা সঞ্চিত হতে হতে বিস্তৃত এলাকা নিম্ন সমভূমিতে পরিনত হয়।যেমন- উত্তর আমেরিকার স্নেক নদীর লাভা সমভূমিতে পরিনত হয়।

১৮৭৯ সালে ইতালির ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে হারকিউলেমিয়াম ও পম্পেই নামের দুইটি নগর উত্তপ্ত লাভা ও ভস্মরাশির মধ্যে ডুবে গিয়েছিল।

নদী

যেখান থেকে নদীর উৎপত্তি হয় তাকে নদীর উৎস বলে । নদী যখন কোনো হ্রদ বা সাগরে পতিত হয় তখন সেই পতিত স্থানকে মোহনা বলে। নদীর অধিক বিস্তৃত মোহনাকে খাঁড়ি বলে।

দোয়াবঃ প্রবাহমান দুইটি নদীর মধ্যবর্তী ভূমিকে দোয়াব বলে।

নদীসংগমঃ দুই বা ততোধিক নদীর মিলনস্থলকে নদীসংগম বলে।

উপনদীঃ পর্বত বা হ্রদ থেকে যেসব ছোট নদী উৎপন্ন হয়ে কোনো বড় নদীতে পতিত হয় তাকে সেই বড় নদীর উপনদী |

শাখানদীঃ মূলনদী থেকে যে সকল নদী বের হয় তাকে শাখানদী বলে। বাংলাদেশের কুমার ও গড়াই হলো পদ্মা নদীর শাখা নদী।

নদী উপত্যকাঃ যে খাতের মধ্যদিয়ে নদী প্রবাহিত হয় সে খাতকে তাকে নদী উপত্যকা বলে।

নদীগর্ভঃ নদী উপত্যকার তলদেশকে নদীগর্ভ বলে।

নদী অববাহিকাঃ উৎপত্তি স্থান হতে শাখার-প্রশাখার মাধ্যমে যে বিস্তীর্ন অঞ্চল দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়ে সাগর বা হ্রদে পতিত হয় সেই অঞ্চলই নদীর অববাহিকা।

ব-দ্বীপ (Delta)

নদী যখন মোহনার কাছাকাছি আসে তখন স্রোতের বেগ একবারে কমে যায়। এতে বালি ও কাদা তলানিরূপে জমা হয় এবং নদী মুখ সঞ্চিত বালু ও কাদা দ্বারা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে এই সঞ্চিত স্তর সাগরের পানির উচ্চতার উপরে উঠে যায়। তখন নদী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে এই চরভূমিকে বেষ্টন করে সাগরে পতিত হয়। ত্রিকোনাকার এই নতুন সমতল ভূমিকে ব-দ্বীপ বলে। এটি দেখতে বাংলা 'ব' অক্ষর এবং গ্রীক 'ডেলটা' শব্দের মত।তাই এর বাংলা নাম ব-দ্বীপ এবং

RAISUL ISLAM HRIDOY

ইরেজী নাম ডেলটা। বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ এবং সুন্দরবন বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ।

পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপ

ভৌগলিক দিক দিয়ে বিচার করলে পৃথিবীর সমগ্র ভূমিরূপকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১) পর্বত (Mountains): সমুদ্রতল থেকে অন্তত ১০০০ মিটারের বেশি উঁচু সুবিস্তৃ ও খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে। সাধারনত ৬০০ মিটার ১০০০ মিটার উঁচু স্বল্প বিস্তৃত শিলাস্তূপকে পাহাড় বলে।

কোনো কোনো পর্বত বিচ্ছিন ভাবে অবস্থান করে। যেমন- পূর্ব আফ্রিকার কিলিমানজারো।

আবার কিছু পর্বত অনেকগুলো পৃথক শৃঙ্গসহ ব্যাপক এলাকা জুড়ে অবস্থান করে। যেমন- হিমালয় পর্বতমালা।

প্রকারভেদ

উৎপত্তিগত বৈশিষ্ট্য ও গঠনপ্রকৃতির ভিত্তিতে প্রধানত চারপ্রকার। যথা-

ক) ভঙ্গিল পর্বত (Fold Mountains)

ভঙ্গ বা ভাঁজ থেকে ভঙ্গিল শব্দটির উৎপত্তি। কোমল পাললিক শিলায় ভাঁজ পড়ে যে পর্বত গঠিত হয়েছে তাকে ভঙ্গিল পর্বত বলে। যেমন- এশিয়ার হিমালয়, ইউরোপের আল্পস, উত্তর আমেরিকার রকি, দক্ষিন আমেরিকার আন্দিজ পর্বতমালা।

খ) আগ্নেয় পর্বত(Volcano Mountains)

আগ্নেয়গিরি থেকে উদগিরিত পদার্থ সঞ্চিত ও জমাট বেঁধে আগ্নেয় পর্বত সৃষ্টি হয়। একে সঞ্চিত পর্বতবলে। এই পর্বত সাধারণত মোচাকৃতির (Conical)। উদাহরণ- ইতালির ভিসুভিয়াস, কেনিয়ার কিলিমানজারো, জাপানের ফুজিয়ামা, ফিলিফাইনের পিনাটুবো।

গ) চ্যুতি-স্তূপ পবর্ত(Fault-block Mountains)

RAISUL ISLAM HRIDOY

ভূআলোড়নের সময় ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তরে প্রসারণ এবং সংকোচনের সৃষ্টি হয়। এই প্রসারণ এবং সংকোচনের জন্য ভূত্বকে ফাটলের সৃষ্টি হয়। কালক্রমে এ ফাটল বরাবর ভূত্বক ক্রমে স্থানচ্যুত হয় একে চ্যুতি বলে। ভূত্বকের এ স্থানচ্যুতি কোথাও উপরের দিকে কোথাও নিচের দিকে। চ্যুতির ফলে উঁচু হত্তয়া অংশকে স্তূপ পর্বত বলে। উদাঃ- ভারতের বিন্ধা ও সাতপুরা পর্বত, জার্মানির ব্লাক ফরেস্ট, পাকিস্থানের লবন পর্বত।

ঘ) ল্যাকোলিথ পর্বত (Dome/Laccolith Mountains)

পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে গলিত শিলা বা ম্যাগমা বিভিন্ন গ্যাসের দ্বারা স্থানান্তরিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে বের হয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো কোনো সময় বাঁধা পেয়ে এগুলো ভূপৃষ্টের উপরে না এসে ভূত্বকের নিচে জমাট বাধেঁ। উর্ধ্বমুখী চাপের কারনে স্ফীত হয়ে ভূত্বকের অংশ বিশেষ গম্বুজ আকার ধারন করে। এভাবে সৃষ্ট পর্বতকে ল্যাকোলিথ পর্বত বলে। উদাঃ- যুক্তরাষ্ট্রের হেনরী পর্বত।

মালভূমি (Plateaus)

পর্বত থেকে নিচু কিন্তু সমভূমি হতে উঁচু খাড়া ঢালযুক্ত ঢেউ খেলানো বিস্তীর্ণ সমতলভূমিকে মালভূমি বলে।

পৃথিবীর বৃহত্তম মালভূমির উচ্চতা ৪২৭০ থেকে ৫১৯০ মিটার।

মালভূমি তিনপ্রকার

১) পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি। উদাঃ- তিব্বত মালভূমি, দক্ষিন আমেরিকার বলিভিয়া, মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো এবং এশিয়ার মঙ্গোলিয়া ও তামির।

২) পাদদেশীয় মালভূমি। উদাঃ- উত্তর আমেরিকার কলোরাডো এবং দক্ষিন আমেরিকার পাতাগোনিয়া।

৩) মহাদেশীয় মালভূমি। উদাঃ- স্পেন,অস্ট্রেলিয়া,সৌদি আরব, গ্রীন ল্যান্ড, এন্টার্কটিকা এবং ভারতীয় উপদ্বীপ।

RAISUL ISLAM HRIDOY

সমভূমি (Plains)

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অল্প উঁচু মৃদু ঢালবিশিষ্ট সুবিস্তৃত ভূমিকে সমভূমি বলে।

সমভূমি দুই প্রকার

১) ক্ষয়জাত সমভূমি। উদাঃ- অ্যাপোলেশিয়ান পাদদেশীয় সমভূমি, ইউরোপের ফিনল্যান্ড, ও সাইবেরিয়ান সমভূমি, বাংলাদেশের মধুপুেরর চত্বর ও বরেন্দ্রভূমি।

২) সঞ্চয়জাত সমভূমি। উদাঃ- নদীর পলি অবক্ষেপণের মাধ্যমে সৃষ্ট প্লাবন সমভূমি, নদীর মোহনার কাছাকাছি এসে নদী সঞ্চয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট ব-দ্বীপ, শীতপ্রধান এলাকায় হিমবােহর গ্রাবরেখা দ্বারা সঞ্জয়কৃত পলি থেকে গড়ে উঠা হিমবাহ সমভূমি।

জাদুঘর বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাশ্চার্য

Museums, Universities, Wonders

বিশ্বের বিখ্যাত জাদুঘর

জাদুঘর (Museums)	শহর (City)	দেশ (Country)	মুল পয়েন্ট (Key Point)
Lovre Museums লুভ্যরো জাদুঘর	Paris প্যারিস	France ফ্রান্স	বিশ্বখ্যাত মোনালিসার চিত্রকর্মসহ অনেক বিখ্যাত শিল্পকর্ম এখানে শোভা পায়। Many famous art works, including the famous

RAISUL ISLAM HRIDOY

			Monalisa painting, are decorated here.
British Museum দ্য ব্রিটিশ মিউজিয়াম	লন্ডন London	যুক্তরাজ্য UK	
আমেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি American Museum of Natural History	নিউইয়র্ক New york	যুক্তরাষ্ট্র USA	
মেট্রোপলিটন আর্ট জাদুঘর Metropolitan Art Museum	নিউইয়র্ক New york	যুক্তরাষ্ট্র USA	
স্টেট গ্যালারী State Gallery	লন্ডন London	যুক্তরাজ্য UK	
ভিক্টোরিয়া আলবার্ট জাদুঘর Victoria Albert Museum	লন্ডন London	যুক্তরাজ্য UK	
ন্যাশনাল জাদুঘর National Museum	লন্ডন London	যুক্তরাজ্য UK	
দ্য ন্যাশনাল জাদুঘর The National Museum	নেপলস Naples	ইতালি Italy	
মাদাম তুসো Madame Tussauds	লন্ডন London	যুক্তরাজ্য UK	বিখ্যাত ব্যক্তিদের মোমের মূর্তি এখানে স্থান পেয়েছে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

			Wax sculpture of famous people have been found here.
দ্য গুইমেন্ট মিউজিয়াম The Guimet Museum	Paris প্যারিস	ফ্রান্স France	
মিউজিও ডেল পেডো Museo Nacional Del Prado	মাদ্রিদ Madrid	স্পেন Spain	

বিশ্বের শীর্ষ ১০ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ

Top 10 Universities In The World

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম Name of University	অবস্থান ও প্রতিষ্ঠা Location and establishment
1. হার্ভাড ইউনিভার্সিটি Harvard University	কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস, যুক্তরাষ্ট-১৬৩৬ Cambridge, Massachusetts, United States-1636
2.স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি Stanford University	স্ট্যানফোর্ড, ক্যালির্ফোনিয়া – ১৮৮৫ Stanford, California -1885
3. ইয়েল ইউনিভার্সিটি Yale University	নিউ হেভেন, কানেস্টিকাট – ১৭০১ New Haven, Connecticut- 1701

RAISUL ISLAM HRIDOY

4. ক্যালির্ফোনিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি California institute of technology	প্যাসডোনা, ক্যালির্ফোনিয়া -১৮৯১ Pasadena, California, United States
5. ইউনিভার্সিটি অব ক্যালির্ফোনিয়া/University of California	বাকলি, ক্যালির্ফোনিয়া – ১৮৬৮ Oakland, California, US -1668
6. ইউনিভার্সিটি অব কেমব্রিজ/ University of Cambridge	কেমব্রিজ, ইংল্যান্ড – ১২০৯ Cambridge, England – 1209
7. ম্যাসচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি/ Massachusetts Institute of Technology	ক্যামব্রিজ, ম্যাসচুসেটস ১৮৬১ Cambridge, Massachusetts 1861
8. ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড University of Oxford	অক্সফোর্ড, ইংল্যান্ড – ১০৯৬ Oxford, England – 1096
9. ইউনিভার্সিটি অব ক্যালির্ফোনিয়া University of California	সানফ্রান্সিসকো, ক্যালির্ফোনিয়া ১৮৭৩ San Francisco, California 1873
10. কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি Columbia University	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র – ১৭৫৪ New York, United States – 1754

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়

The oldest university in the world

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম Name of University	অবস্থান ও প্রতিষ্ঠাকাল Location and establishment	গুরুতপূর্ণ পয়েন্ট Key Point
1. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় Nalanda University	বিহার, ইন্ডিয়া – ৪২৭ খ্রিস্টাব্দে Bihar, India – 427 AD	১ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ সালে পুনরায় চালু করা হয়। On September 1, 2014, it was re-launched.
2. কারুইন বিশ্ববিদ্যালয় Karueein University	ফেজ, মরোক্ক – ৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে Fes, Morocco – 859 AD	অদ্যাবধি বিরাজমান বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। The oldest universities in the world are still running
3. আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়র্ Al-Azhar University	কায়রো, মিশর – ৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে Cairo, Egypy – 949 AD	
4. অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় University of Oxford	অক্সফোর্ড, ইংল্যান্ড- ১০৯৬ Oxford, England – 1096	
5. ইউনিভার্সিটি অব কেমব্রিজ University of Cambridge	কেমব্রিজ, ইংল্যান্ড – ১২০৯ Cambridge, England – 1209	
6. হার্ভাড ইউনিভার্সিটি Harvard University	কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস, যুক্তরাষ্ট্র-১৬৩৬	

RAISUL ISLAM HRIDOY

	Cambridge, Massachusetts, United States-1636	

বিশ্বের নতুন সপ্তাশ্চার্য

New Seven Wonders of the World

আশ্চর্য (Wonders)	নির্মাণের সময় (Time to build)	অবস্থান (Location)
চীনের প্রাচীর (Great Wall of China)	খ্রিস্টপূর্ব ৫ম – ১৬শ শতাব্দী BC 5th – 16th century	চীন (China)
পেত্রা (Petra)	অজানা (Unknown)	জর্ডান (Jordan)
ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার Christ the Redeemer	অক্টোবর ১২, ১৯৩১-এ উদ্বোধন হয় It was inaugurated on October 12, 1931.	ব্রাজিল (Brazil)
মাচুপিচ্চু (ইনকা সভ্যতার নিদর্শন) Machu Picchu	১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ (1450 AD)	পেরু (Peru)
চিচেন ইৎজা (Chichen Itza)	৬০০ খ্রিস্টাব্দ (600 AD)	মেক্সিকো (Mexico)
কলোসিয়াম (Colosseum)	৮০ খ্রিস্টাব্দ (80 AD)	ইতালি (Italy)
তাজ মহল (Taj Mahal)	১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দ (1648 AD)	ভারত (India)

RAISUL ISLAM HRIDOY

নতুন প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য

New Natural Wonders

১। গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ – এটি পৃথিবীর সবচাইতে দীর্ঘতম প্রবাল রিফ। এটি অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের উপকূল ঘেঁষা কোরাল সাগরে অবস্থিত। মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর যে কয়েকটি বস্তু দৃশ্যমান তার মধ্যে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ অন্যতম।

২। মাউন্ট এভারেষ্ট – মাউন্ট এভারেস্ট পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক বিস্ময়। এটি নেপালে অবস্থিত। এটাকে নেপালে সররমাথা এবং তিব্বতে চোমোলাংমা বলে। চীন ও নেপালের আন্তর্জাতিক সীমান্ত মাউন্ট এভারেস্টের শীর্ষবিন্দু দিয়ে গেছে।

৩। ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত – ভিক্টোরিয়ার জলপ্রপাত বিশ্বের একটি আশ্চর্যজনক জলপ্রপাত। এটি মধ্য-দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত। নায়াগ্রা জলপ্রপাতের দ্বিগুণ বড় এই ভিক্টোরিয় জলপ্রপাত। বর্তমানে এটি বহিঃবিশ্বের পর্যটকদের কাছে প্রধান আকর্ষণ হিসেবে রয়েছে।

৪। রিউ দি জানেইরু – রিও দি জানেইরু বা জানুয়ারীর নদী। এটি দক্ষিণ-পূর্ব ব্রাজিলের একটি প্রধান শহর এবং রিউ দি জানেইরু রাজ্যের রাজধানী। বর্তমানে এটি একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য।

৫। বৃহৎ গিরিখাত – বৃহৎ গিরিখাত একটি প্রাকৃতিক আশ্চর্যের বিষয়। এটি গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত। এই গিরিখাতের মধ্য দিয়ে কলোরাডো নদী বয়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট এই গিরিখাতের সংরক্ষণে একটি বড় ভূমিকা পালন করেন। তিনি প্রায়ই এখানে শিকার এবং ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আসতেন।

৬। আরোরা – মেরুজ্যোতি বা অরোরা দেখতে অনেক সুন্দর। আরোরা উষা হলো আকাশে একধরণের প্রাকৃতিক আলোর প্রদর্শনী। প্রধানত উঁচু অক্ষাংশের এলাকা গুলোতে আরোরা'র দেখা মিলে।

৭। প্যারিক্যুটিন আগ্নেয়গিরি – প্যারিক্যুটিন পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধের সবচেয়ে নবীন এ আগ্নেয়গিরির। এটি মেক্সিকোতে। পৃথিবীর সাত প্রাকৃতিক আশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম। প্যারিক্যুটিন আগ্নেয়গিরি ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। এই আগ্নেয়গিরির ছাই ও লাভা দুটি শহর পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

অধ্যায় ৬

নোবেল পুরস্কার ও অন্যান্য

১) নোবেল পুরস্কার

সারা বিশ্বে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে সফল ও অনন্য সাধারন গবেষনা ও উদ্ভাবনের এবং মানবকল্যানশূলক কর্মকান্ডের জন্য প্রতিবছর একবার করে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

নোবেল পুরস্কারের ইতিহাস: নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক আলফ্রেড নোবেল ১৮৩৩ সালে সুইডেনের স্টকহোহে জন্মগ্রহন করেন। তিনি ডিনামাইট (উন্নত মানের বিস্ফোরক) আবিষ্কার করে বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়ে যান। আবিষ্কারের অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এর চাহিদা বাড়তে থাকে। এটি ছিল বারুদ এবং নাইট্রোগ্লিসারিনের চেয়ে অধিক নিরাপদ। নোবেল তাঁর প্যাটেন্ট কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন। কেউ অবৈধ ভাবে ডিনামাইট উৎপাদন করলে দ্রুত তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করতেন। এরপরেও যুক্তরাষ্ট্রে কিছু ব্যবসায়ী কিছুটা ভিন্ন উপায়ে ডিনামাইট উৎপাদন করে তার প্যাটেন্ট নিয়েছিল। তারা তা ব্যাপকভাবে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে।ফলে নোবেল এর অপব্যবহারে হতাশ হয়ে পড়েন। তিনি তার আবিষ্কারের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে মৃত্যুর বছরখানের আগে তার সম্পত্তির ৯৪% উইল করে যান। আর এই উইল মোতাবেক ১৯০১ সালে নোবেল পুরস্কার প্রবর্তিত হয়।সর্বপ্রথম পাঁচটি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার চালু হয়। বর্তমানে ৬ টি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। এগুলো হলঃ

১) পদার্থবিদ্যা ২) রসায়ন ৩) সাহিত্য ৪) চিকিৎসা ৫) শান্তি ও ৬) অর্থনীতি

অর্থনীতিতে ১৯৬৯ সাল থেকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যু দিবস ১০ ডিসেম্বর নরওয়ের অসলোতে শান্তি পুরস্কার এবং সুইডেনের স্টকহোমে বাকি পুরস্কার গুলো তুলে দেয়া হয় বিজয়ীদের হাতে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

নোবেল পুরস্কার ২০২০

বিষয়/Subject	বিজয়ীর নাম/Winner	যে কারণে পেয়েছেন/ Reason
Physiology or Medicine (চিকিৎসা ক্ষেত্রে)	1. Harvey J. Alter (USA) 2. Michael Houghton (UK) 3. Charles M. Rice (USA) ১. হার্ভে জে. এল্টর (যুক্তরাষ্ট্র) ২. মাইকেল হংটন (যুক্তরাজ্য) ৩. চার্লিস এম. রীচ (যুক্তরাষ্ট্র)	হেপাটাইটিস সি ভাইরাস আবিষ্কার
Physics (পদার্থে)	1. Roger Penrose (UK) 2.Reinhard Genzel (Germany) 3. Andrea Ghez (USA) ১. রজার পেনরোজ (যুক্তরাজ্য) ২. রিনহ্যার্ড গ্যাঞ্জেল (জার্মানি) ৩. এন্ড্রি গ্যাজ (যুক্তরাষ্ট্র)	ব্ল্যাকহোলের গঠন, আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের দৃষ্টান্ত
Chemistry	1. Emmanuelle Charpentier (France) 2. Jennifer A. Doudna (UK)	জিনোম সম্পাদনা পদ্ধতি আবিষ্কার

RAISUL ISLAM HRIDOY

(রসায়ন)	১. ইমায়েন্যাল চারপেইন্টার (ফ্রান্স) ২. জেনিফার এ. দ্যুদানা (যুক্তরাজ্য)	
Economics Science অর্থনীতি	1. Paul R. Milgorm (USA) 2. Robert B. Wilson (USA) ১. পল আর. মিলর্গম (যুক্তরাষ্ট্র) ২. রবার্ট বি. উইলসন (যুক্তরাষ্ট্র)	Auction তত্ত্বের বিকাশ ও নতুন ফরম্যাট আবিষ্কার
Peace শান্তি	World Food Programme (WFP) সদর সপ্তর, রোম, ইতালি	ক্ষুদা নিবারন, যুদ্ধবিদ্ধস্ত এলাকায় শান্তি স্থাপন ও মহামারি করোনাকালীন সময়ে অক্লান্ত জরুরি সেবা প্রদান
Literature (সাহিত্যে)	Louise Gluck (USA) লুসি গ্লিক (যুক্তরাষ্ট্র)	সুস্পষ্ট কাব্যিক কণ্ঠ

নোবেল পুরস্কার ২০১৯

বিষয়/Subject	বিজয়ীর নাম/Winner	যে কারণে পেয়েছেন/ Reason

RAISUL ISLAM HRIDOY

Physiology or Medicine (চিকিৎসা ক্ষেত্রে)	1.Sir Peter J. Ratcliffe (UK) 2.William G. Kaelin Jr (USA) 3. Gregg L. Semenza (USA) ১. অধ্যাপক স্যার পিটার র‍্যাটক্লিপ (যুক্তরাজ্য) ২. উইলিয়াম ক্যাললিন (যুক্তরাষ্ট্র) ৩. গ্রেগ সেমেঞ্জা(যুক্তরাষ্ট্র)	For their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability (কোষ কিভাবে অক্সিজেনের উপস্থিতি অনুভব করে এবং সাড়া দেয় অর্থাৎ প্রাণীর কিভাবে অক্সিজেনের প্রাপ্যতার সাথে খাপ খাইয়ে নেয় সেই রহস্য উন্মোচন করার কারণে।)
Physics (পদার্থে)	1.James Peebles (Canada) 2.Michel Mayor (Switzerland) 3.Didier Queloz (Switzerland) ১. জেমস পিবলস (কানাডা) ২. মাইকেল মেয়র (সুইজারল্যান্ড) ৩. দিদিয়ের কুলোজ (সুইজারল্যান্ড)	James Peebles wins Nobel Prize for theoretical discoveries in physical cosmology. Michel Mayor & Didier Queloz win for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star. (জেমস পিবলস ভৌত বিশ্বতাত্ত্বিক বিষয়াবলি নিয়ে বহু তথ্য আবিষ্কারের জন্য। অন্যদিকে মাইকেল মেয়র ও দিদিয়ের কুলোজ যৌথভাবে সৌরজগতের বাইরের বহির্গহ (এক্সোপ্লানেট) নামক গ্রহ, যেটি অন্যান্য গ্রহের মতোই নক্ষত্রকে প্রদক্ষিন করে তা আবিষ্কার করেন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

Chemistry (রসায়ন)	1. John B. Goodenough (USA) 2. M. Stanley Whittingham (UK) 3. Akira Yoshino (Japan) ১. জন বি গুডএনাফ(যুক্তরাষ্ট্র) ২. এম স্ট্যানলি হুইটিংগাম(যুক্তরাজ্য) ৩. আকিরা ইয়োশিনো (জাপান)	For the development of lithium-ion batteries. (লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি উন্নয়নের জন্য তিন বিজ্ঞানীকে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান)
Economics Science অর্থনীতি	1. Abhijit Banerjee (India) 2. Esther Duflo (France) 3. Michael Kremer(USA) ১. অভিজিৎ ব্যানার্জি (ভারত) ২. এস্থার দুফলো (ফ্রান্স) ৩. মাইকেল ক্রেমার (যুক্তরাষ্ট্র)	For their experimental approach to alleviating global poverty (অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্য বিমোচনে গবেষণায় অবদানের জন্য)
		For his efforts to achieve peace and international cooperation and in particular for his decisive initiative to resolve the border conflict with neighbouring Eritrea.

RAISUL ISLAM HRIDOY

Peace শান্তি	Abiy Ahmed Ali (Ethiopian) আবি আবদেল আলী (ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী)	(আবি আহমেদ আলি প্রতিবেশী দেশ ইরিত্রিয়ার সঙ্গে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব নিরসনে ভূমিকা রাখেন।)
Literature (সাহিত্যে)	Peter Handke পিটার হান্দক (অস্ট্রিয়া)	For an influential work that with linguistic ingenuity has explored the periphery and the specificity of Human (ভাষার সৌকর্য এবং মানবিক অভিজ্ঞতার প্রান্তিক ও সুনির্দিষ্টতা উন্মোচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য)

- ২০১৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন পোলিশ লেখক ওলগা তোকারজুক। গত বছরে নোবেল সাহিত্য কমিটির বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি ও অর্থ কেলেংকারি গণমাধ্যমে তোলপাড় করে পেলে। এর পরই সাহিত্যে ২০১৮ সালের নোবেল স্থগিত করা হয়। পরে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে সাহিত্যে দুই নোবেলজয়ীর নাম একসঙ্গে ঘোষনা করা হয়।
- আবি আবদেল আলী মুসলিম নন।
- ২০১৯ সালে অর্থনীতিতে নোবেল জয়ী অভিজিৎ ব্যানার্জি ও এস্থার ডাফেলো স্বামী-স্ত্রী। এই দম্পতি লেন ইতিহাসের পঞ্চম দম্পতি যারা একই বছর একসাথে নোবেল পেলেন। এস্থার ডাফেলো সর্বকনিষ্ঠ এবং দ্বিতীয় নারী হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। অভিজিৎ ব্যানার্জি নোবেল বিজয়ী ৪র্থ বাঙ্গালী এবং অর্থনীতিতে নোবেল জয়ী ২য় বাঙ্গালী। অভিজিৎ ব্যানার্জির লেখা 'পওর ইকোনমিকস' বইটি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়। বইটি গোল্ডেন বিজনেস বুক সম্মানে ভূষিত হয়।অধ্যাপক অর্মত্য সেনও এই বইটির প্রশংসা করেন।
- এশিয়া নোবেল খ্যাতে "রেমন ম্যাগসেসে পুরস্কার ২০১৯" লাভ করেছেন

১. রবিশ কুমার (ভারত)

২. কো সোয়ে উইন (মিয়ানমার)

RAISUL ISLAM HRIDOY

৩. আংখানা নীলাপাইজিং (থাইল্যান্ড)

৪. রয়মুন্ডো পুজান্তে (ফিলিপাইন)

৫. কিম জং কি (দক্ষিন কোরিয়া)

- প্রথম নারী হিসেবে "ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার ২০১৯" জিতেছেন ওমানের লেখিকা জোকা আলহারতি।নিজ দেশের ঔপনিবেশিক আমল পরবর্তী বিবর্তন নিয়ে লিখিত 'সেলেস্টিয়াল বডিজ' উপন্যাসের জন্য তিনি ব্রিটেনের মর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কার পান।
- ম্যান বুকার পুরস্কার বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কার "ম্যান বুকার পুরস্কার"। সংক্ষেপে বুকার পুরস্কার হিসেবে পরিচিত। এই পুরস্কার বিজয়ী লেখকে অবশ্যই কমনওয়েলথ, জিম্বাবুয়ে অথবা আয়ারল্যান্ডের নাগরিক হতে হবে এবং উপন্যাসটি ইংরেজি ভাষাতে রচিত হতে হবে। ২০১৯ সালে পুরস্কারটি 'দ্য টেস্টামেন্টসের জন্য মার্গারেট আটউড এবং 'গার্ল, উইমেন, আদার' এর জন্য বার্নারডাইন ইভারিস্টোকে যৌথভাবে প্রদান করা হয়। যৌথভাবে পুরস্কারটি প্রদাননকে নিষিদ্ধ করে নিয়ম থাকলেও ১৯৯২ সালের পর এটিই প্রথম যেখানে দুইজন বিজেতাকে যৌথভাবে পুরস্কৃত করা হয়।

নোবেল পুরস্কার ২০১৮

বিষয়	বিজয়ীর নাম	যে কারনে পেয়েছেন
চিকিৎসাশাস্ত্র	যুক্তরাষ্ট্রের জেমস পি. এলিসন এবং জাপানের তাসুকু হনজো	ক্যানসারের চিকিৎসায় নেতিবাচক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াবিহীন থেরাপি আবিষ্কারের জন্য।
পদার্থবিজ্ঞান	যুক্তরাষ্ট্রের আর্থার অ্যাশকিন, ফরাসী জেরার ম্যুরো এবং কানাডার ডোনা স্ট্রিকল্যান্ড	ক্ষুদ্র ও তীব্র লেজার স্পন্দন আবিষ্কারের জন্য।
রসায়ন	আমেরিকার ফ্রান্সেস আর্নল্ড ও জর্জ স্মিথ, বৃট্রিশ বিজ্ঞানী গ্রেগরি উইন্টার	প্রাণিদেহে রসায়নঘটিত সমস্যা সমাধানে বিবর্তনের ক্ষমতা ব্যবহার করে প্রোটিন উন্নয়নে কাজ করার জন্য। (এনজাউম ও প্রতিষেধক আবিষ্কার)

RAISUL ISLAM HRIDOY

শান্তি	কঙ্গোর চিকিৎসক ডেনিস মুকওয়েগে এবং ইরাকের মানবাধিকার কর্মী নাদিয়া মুরাদ।	যৌন নিপীড়নকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার রোধে আপ্রাণ প্রচেষ্টার জন্য।
অর্থনীতি	আমেরিকার উইলিয়াম ডি নর্ডহাউস ও পল এম রোমার	দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক তত্ত্বে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে গভেষনা।
সাহিত্য	এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হবেনা	
এ বছর ৭ দেশের ১২ জন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।		

নোবেল পুরস্কার ২০১৭

- রসায়ন – জ্যাকস ডুবোশেট, জোয়াকিম ফ্রাংক ও রিচার্ড হ্যান্ডারসন
- অর্থনীতি – রিচার্ড থ্যালার
- সাহিত্য – কাজুও ইশিগুরো
- শান্তি – ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেইন টু অ্যাবোলিশ নিউক্লিয়ার উইপন্স (পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় আইসিএএনকে নোবেল দেওয়া হয়েছে)
- পদার্থবিজ্ঞান – ব্যারি সি ব্যারিশ, কিপ থর্ন ও রেইনার ওয়েইজ
- চিকিৎসাবিজ্ঞান – জেফ্রি সি হল, মাইকেল রসব্যাশ ও মাইকেল ডব্লিউ ইয়ং

নোবেল পুরষ্কার ঘোষনা

পুরস্কারের বিষয়	ঘোষনাকারী প্রতিষ্ঠান
চিকিৎসাবিজ্ঞান	ক্যারোলিনিস্কা ইনস্টিটিউড
সাহিত্য	সুইডিস একাডেমি

RAISUL ISLAM HRIDOY

শান্তি	নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি
পদার্থবিদ্যা	রয়েল সুইডিস একাডেমি অব সায়েন্স
রসায়ন	
অর্থনীতি	

প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী

বিষয়	সাল	নোবেলজয়ীর নাম	দেশ
পদার্থ	১৯০১	উলহেম রন্টজেন	জার্মানি
রসায়ন	১৯০১	জ্যাকোবাস ভ্যান্ট হফ	নেদারল্যান্ডস
চিকিৎসা	১৯০১	এমিল বিহরিং	জার্মানি
সাহিত্য	১৯০১	সুলি প্রুধোম	ফ্রান্স
শান্তি	১৯০১	হেনরি ডুনান্ট ও ফ্রেডারিক পার্সি	সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্স
অর্থনীতি	১৯৬৯	রিগনার ফ্রেস ও জ্যান টিম্বারজেন	নরওয়ে ও নেদারল্যান্ড

RAISUL ISLAM HRIDOY

উপমহাদেশের নোবেলবিজয়ী ব্যক্তিত্ব

বিষয়	সাল	বিজয়ীর নাম	দেশ	তথ্য

সাহিত্য	১৯১৩	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভারত	নোবেল বিজয়ী প্রথম এশীয়। সাহিত্যে নোবেলজয়ী প্রথম অ-ইউরোপীয়।
পদার্থ	১৯৩০	সিভি রমন	ভারত	নোবেল বিজয়ী দ্বিতীয় এশীয়। উপমহাদেশে নোবেল জয়ী প্রথম বিজ্ঞানী।
চিকিৎসা	১৯৬৮	এইচ জি খোরানা	ভারত	'জেনেটিক কোড' আবিষ্কার করেন।
পদার্থ	১৯৭৯	আব্দুস সালাম	পাকিস্থান	
শান্তি	১৯৭৯	মাদার তেরেসা	ভারত	নোবেল জয়ী প্রথম এশীয় নারী
পদার্থ	১৯৮৩	চন্দ্রশেখর	ভারত	
অর্থনীতি	১৯৯৮	অমর্ত্য সেন	ভারত	দারিদ্য ও দুর্ভিক্ষ নিয়ে গভেষণা করেন।
শান্তি	২০০৬	ড. মুহাম্মদ ইউনুস	বাংলাদেশ	ক্ষুদ্রঋণ ধারনার প্রবর্তক
রসায়ন	২০০৯	ভি. রামকৃষ্ণ	ভারত	
শান্তি	২০১৪	মালালা	পাকিস্থান	শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং শিশুদের অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।
শান্তি	২০১৪	কৈলাস সত্যার্থী	ভারত	

RAISUL ISLAM HRIDOY

(•) নোবেলবিজয়ী বাঙালি মনীষী তিনজন। এরা হলেন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমর্ত্য সেন ও ড. মুহাম্মদ ইউনুস।

সামাজিক চয়ন তত্ত্ব বা কল্যান অর্থনীতিতে অবদানের জন্য ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে তাকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। তার গ্রন্থ 'Poverty and Famine'। ২০০৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক এবং ড. মুহাম্মদ ইউনুস যৌথভাবে শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে নোবেলজয়ী প্রথম নারী

ক্ষেত্র	সাল	নোবেলজয়ীর নাম	দেশ	তথ্য
রসায়ন	১৯০৩	মেরী কুরি	পোল্যান্ড	নোবেলজয়ী প্রথম নারী
পদার্থ	১৯১১			
শান্তি	১৯০৫	বার্থাভন সুকনার	আস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী	শান্তিতে নোবেলজয়ী প্রথম নারী
সাহিত্য	১৯০৯	সেলমা লাগারলফ	সুইডেন	সাহিত্যে নোবেলজয়ী প্রথম নারী
চিকিৎসা	১৯৪৭	র্গাটি কুরি	যুক্তরাষ্ট্র	চিকিৎসায় নোবেলজয়ী প্রথম নারী
অর্থনীতি	২০০৯	ইলিনর অস্ট্রম	যুক্তরাষ্ট্র	অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী প্রথম নারী

- সাহিত্যে নোবেলজয়ী নারীর সংখ্যা – ৩ জন।
- ২০০৯ সাল পযর্ন্ত অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী নারী একজন।
- আফ্রিকা থেকে মাত্র তিনজন মহিলা নোবেল পান।

নোবেল জয়ী মুসলিম মনীষী

ক্ষেত্র	সাল	নোবেলজয়ীর নাম	দেশ	তথ্য

RAISUL ISLAM HRIDOY

শান্তি	১৯৭৮	আনোয়ার সাদাত	মিশর	প্রথম মুসলিম নোবেলজয়ী
পদার্থ	১৯৭৯	আব্দুস সালাম	পাকিস্থান	
সাহিত্য	১৯৮৮	নাগিব মাহফুজ	মিশর	সাহিত্যে নোবেলজয়ী প্রথম আরব সাহিত্যিক। উপন্যাসের জন্য তিনি সমধিক পরিচিত।
শান্তি	১৯৯৪	ইয়াসির আরাফাত	ফিলিস্থিন	ক্যাম্প ডেবিট চুক্তি করার জন্য নোবেল পুরস্কার পান
রসায়ন	১৯৯৯	আহমেদ জেবাইল	মিশর	
শান্তি	২০০৩	শিরিন এবাদি	ইরান	শান্তিতে নোবেলজয়ী প্রথম মুসলিম নারী
শান্তি	২০০৫	আল বারাদি	মিশর	IAEA এর প্রধান ছিলেন।পারমানবিক অস্ত্র বিস্তার রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
শান্তি	২০০৬	ড. মুহাম্মদ ইউনুস	বাংলাদেশ	
সাহিত্য	২০০৬	অরহান পামুক	তুরস্ক	বিখ্যাত গ্রন্থ The White Castle
শান্তি	২০১১	তাওয়াক্কাল কারমান	ইয়েমেন	
শান্তি	২০১৪	মালালা ইউসুফজাই	পাকিস্থান	সর্বকনিষ্ঠ নোবেলজয়ী

RAISUL ISLAM HRIDOY

মরণোত্তর নোবেল পুরস্কারজয়ী

নোবেলজয়ীর নাম	ক্ষেত্র	দেশ	সাল
এরিক কে. কার্লফেল্ট	সাহিত্য	১৯৩১	সুইডেন

দ্যাগ হ্যামারশোল্ড	শান্তি	১৯৬১	সুইডেন
রাফ এম স্টেনম্যান	চিকিৎসা	২০১১	কানাডা

একাধিকবার নোবেলজয়ী

নোবেলজয়ীর নাম	পুরস্কার জয়ের বর্ষ ও বিষয়
আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি (ICRC)	১৯১৭, ১৯৪৪ ও ১৯৬৩ (শান্তি)
জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR)	১৯৫৪, ১৯৮১ (শান্তি)
মেরী কুরি	১৯০৩ (পদার্থ), ১৯১১ (রসায়ন)
লিনাস পাউলিং	১৯৫৪ (রসায়ন), ১৯৬২ (শান্তি)
জন বার্ডিন	১৯৫৮ (পদার্থ), ১৯৮০ (রসায়ন)
ফ্রেড্রিক স্যাঙ্গার	১৯৫৮ (রসায়ন), ১৯৮০ (রসায়ন)

শান্তিতে নোবেলজয়ী জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সংস্থা বা সংগঠন	সাল
জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR)	১৯৫৪, ১৯৮১ (শান্তি)
জাতিসংঘ শিশু তহবিল	১৯৬৫

RAISUL ISLAM HRIDOY

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)	১৯৬৯
জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী	১৯৮৮
জাতিসংঘ	২০০১
আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি এজেন্সি (IAEA)	২০০৫
আবহাওয়া পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকার প্যানেল (IPCC)	
রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সংস্থা (OPCW)	

নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান

এ পর্যন্ত দুইজন নোবেলজয়ী সেচ্ছায় নোবেল পুরস্কার পত্যাখ্যান করেন। তারা হলেন :

জ্যা পল সাত্রে	১৯৬৪ (সাহিত্যে)
লি ডাক থো	১৯৭৩ (শান্তি)

RAISUL ISLAM HRIDOY

নোবেল প্রাইজের বিশেষ তথ্য

লিনাস পাউলিং	বিজ্ঞানী কিন্তু শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৬২ সালে।
গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ	গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ ৬ মার্চ ১৯২৭ সালে কলম্বিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ল্যাটিন আমেরিকার বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখক হিসেবে পরিচিত। ১৯৮২ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। 'লাভ হান্ড্রেড ইয়ারস অব সলিচ্যুড' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। ২০১৪ সালের ১৭ এপ্রিল মেক্সিকো সিটিতে মারা যান।

ড্যানিয়েল ক্যানেম্যান	মনোবিজ্ঞানী কিন্তু অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান ২০০২ সালে।
বার্ট্রান্ড রাসেল	দার্শনিক কিন্তু সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান ১৯৫০ সালে।
উইনস্টন চার্চিল	রাজনীতিবিদ কিন্তু সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান ১৯৫৩ সালে।

ম্যাগসেসে পুরস্কার

রামোন ম্যাগসেসে পুরস্কার ১৯৫৭ সালে প্রবর্তিত হয়। এবা পুরস্কার প্রবর্তন করা হয় ফিলিপাইনের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট রামোন ম্যাগসেসেকে স্মরণ করে। এ পুরস্কারকে এশিয়ার নোবেল পুরস্কার বলা হয়।প্রতিবছর ৬ টি শ্রেণিতে এশিয়ার বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সংগঠনকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। যথা:

- সরকারী সেবা
- জনসেবা
- সামাজিক নেতৃত্ব
- সাংবাদিকতা, সাহিত্য এবং যোগাযোগে উদ্ভাবনী কলা
- শান্তি ও আন্তর্জাতিক সমন্বয়
- নতুন নেতৃত্ব

বাংলাদেশের **সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান** সরকারী সেবা শ্রেনীতে ২০১২ সালে এ পুরস্কার পান।সামাজিক নেতৃত্ব শ্রেনীতে ১৯৮০ সালে ফজলে আবিদ, ১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মদ ইউনুস, ১৯৮৫ সালে জাফরুল্লাহ চৌধুরী, ১৯৮৮ সালে মোহাম্মদ ইয়াসিন, ২০১০এ.এইচ.এম. নোমান খান এ পুরস্কার পান।সাংবাদিকতা, সাহিত্য এবং যোগাযোগে উদ্ভাবনী কলা বিভাগে ২০০৪ ও ২০০৫ সালে যথাক্রমে এ পুরস্কার পান বাংলাদেশের আব্দুল্লাহ আবু সায়্যীদ ও মতিউর রহমান।

ম্যানবুকার পুরস্কার

RAISUL ISLAM HRIDOY

ম্যানবুকার পুরস্কার (অথবা বুকার পুরস্কার) বিশ্বসাহিত্যের অণ্যতম মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কার।ব্রিটেনের ম্যান গ্রুপ এই পুরস্কার প্রদান করে।এই পুরস্কার প্রাপ্তির কিছু শর্তাবলী রয়েছে।য়েমন : লেখককে অবশ্যই কমনওয়েলথ, জিম্বাবুয়ে বা আয়ারল্যান্ডের নাগরিক হতে হবে এবং উপন্যাসটি ইংরেজীতে রচিত হতে হবে।সর্বকনিষ্ঠ বুকার পুরস্কারজয়ী হলেন নিউজিল্যান্ডের ইলিনর ক্যাটন।২০১৮ সালের ম্যান বুকার পুরস্কার পেয়েছেন আইরিশ আনা বার্নস।

একাডেমি পুরস্কার

একাডেমি পুরস্কার বা অস্কার বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার।১৯২৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের Academy of Motion Picture Arts and Science এ পুরস্কারটি প্রবর্ত ন করে। মরোনত্তর একমাত্র অস্কারজয়ী অভিনেতা Piter Finch (১৯৭৬)। ২০০৭ সালে প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে অস্কার পান বিন জাফর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্যাটাগরিতে। তিনি আইস এজ মুভিতে কাজ করে এ পুরস্কার পান।

পুলিৎজার পুরস্কার

১৯১৭ সালে পুলিৎজার পুরস্কার চালূ হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পুলিৎজার পুরস্কার প্রদান করে।যুক্তরাষেট্রর সাংবাদিক জোসেফ পুলিৎজারের নাম অনুসারে এই পুরস্কারের নামকরণ করা হয়।সংবাদপত্রের সাংবাদিকতা, সাহিত্য এবং সঙ্গীত বিষয়ে অনন্য অবদানের জন্য এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২০১৮ সালে সাংবাদিকতায় বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক পুলিৎজার পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্সের আলোকচিত্রী বাংলাদেশের মোহাম্মদ পনির হোসেন। গত গত ১৬ মে রয়টার্সের আলোকচিত্রী বিভাগ পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করে। সেই বিভাগে বিজয়ী আলোকচিত্রীদের একজন মোহাম্মদ পনির হোসেন।

বিবিধ পুরস্কার

কান চলচ্চিত্র উৎসব	১৯৪৬ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসব প্রথম চালু হয়। কান চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ফ্রান্সের কান শহরে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

সার্ক পুরস্কার	২০০৪ সালে সার্ক পুরস্কার প্রবর্তিত হয়। প্রথম সার্ক পুরস্কার পান শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।
মিলেনিয়াম পিস প্রাইজ	বিশ্ব শান্তিতে নারীর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এ পুরস্কার দেওয়া হয়।২০০১ সালে এ পুরস্কার প্রবর্তিত হয়।
আগা খান পুরস্কার	স্থাপত্য শিল্পে অবদানের জন্য আগা খান পুরস্কার প্রদান করা হয়।
শাখারভ পুরস্কার	মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের সংগ্রামের অবদানের জন্য ইউরোপীয় পার্লামেন্টে 'শাখারভ পুরস্কার' প্রদান করে।রাশিয়ার বিজ্ঞানি এনডিউ শাখারভের নামানুসারে পুরস্কারেনামকরণ করা হয়।
প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম	যুক্তরাষ্টের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার। বিশ্বশান্তি, সংস্কৃতি, যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তায় অবদান রাখার জন্য এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।
২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ' লাভ করেন।	
তথ্য প্রযুক্তিতে অগ্রগতির স্বীকৃতি হিসেবে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থা (আইটিইউ) বাংলাদেশকে আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কারে ভূষিত করে।	
২০১৫ সালে গুসি পুরস্কার লাভ করেন বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ শিরাজসহ মোট ১৯ জন। গুসি পুরস্কার দেয়া হয় ফিলিপাইন থেকে।	

RAISUL ISLAM HRIDOY

সংবাদপত্র

বিশ্বের শীর্ষ সংবাদ সংস্থা

News Agency	Headquarters	News Agency	Headquarters
Agency France Press (AFP)	প্যারিস, ফ্রান্স (Paris, France)	WAFA	ফিলিস্তিন (Palestine)
Jewish Telegraphic Agency	ইসরাইল (Israel)	Associate Press (AP)/Voice of America(VOP)	যুক্তরাষ্ট্র (USA)
Press Trust of India	ইন্ডিয়া (India)	Antara	ইন্দোনেশিয়া (Indonesia)
Deutsche Presse Agentur (DPA)	জার্মানি (Germany)	Kyodo News	জাপান (Japan)
Associate Press of Pakistan (APP)	পাকিস্থান (Pakistan)	Reuters	লন্ডন, যুক্তরাজ্য (UK)
Rashtriya Samachar Samiti (RSS)	কাঠমুন্ড, নেপাল (Nepal)	Xinhua	চীন (China)
Barnama	মালয়শিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা (Malaysia)	Rossiya Segodnya/নভোস্থি	রাশিয়া (Russia)
Italian Journalist Agency (AGI)	ইতালি (Italy)	ITAR-TASS/Interfax/Yonhop/	রাশিয়া (Russia)
Notimax	মেক্সিকো (Mexico)	Iran News Agency	ইরান (Iran)

RAISUL ISLAM HRIDOY

Middle East News Agency (MENA)	মিশর (Egypt)	Fairfax	অস্ট্রেলিয়া (Australia)
Saudi Press Agency (SPA)	সৌদি আরব (Saudi Arabia)	United News of Bangladesh(UNB)/Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS)	বাংলাদেশ (Bangladesh)

- এএফপি (AFP) বিশ্বের প্রাচীনতম সংবাদ সংস্থা।ফ্রান্সের প্যারিসে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। এর প্রতিষ্ঠাতা চার্লস লুইস হ্যাবস।
- AFP is the oldest news agency in the world.The AFP headquarters is located in Paris,France.
- রয়টার্স (Reuters) বিশ্বের বৃহত্তম সংবাদ সংস্থা। এর প্রতিষ্ঠাতা Paul Julius Reuter.
- Reuters World's largest news agency. Its founder Paul Julius Reuter

সম্প্রচার ও স্যাটেলাইট চ্যানেল

Broadcasting & Satellite Channels	Headquarters
British Broadcasting Corporation (BBC)	লন্ডন, যুক্তরাজ্য (London,Uk)
Cable News Network (CNN)	যুক্তরাষ্ট্র (USA)
Al Jazeera	দোহা, কাতার (Doha, Qatar)
ESPN Star	যুক্তরাষ্ট্র (USA)

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিভিন্ন দেশের প্রধান সংবাদপত্র

News Paper	Headquarter	Headquarter	
Yomiuri Shimbun	টোকিও, জাপান (Tokyo, Japan)	কলকাতা, ভারত (India)	
Asahi Shimbun	টোকিও,জাপান (Tokyo, Japan)	The times	লন্ডন, যুক্তরাজ্য (London, UK)
The times of India	Mumbai, India	Al-Ahram	মিশর, কায়রো (Cairo, Egypt)
Bild	বার্লিন, জার্মানি (Berlin, Germany)	Al Akhbar	মিশর, কায়রো (Cairo, Egypt)
The Sun	লন্ডন, যুক্তরাজ্য (London, UK)	The Guardian	লন্ডন, যুক্তরাজ্য (London, UK)
Dainik Jagran	কানপুর, ভারত (India)	The Indepedent	লন্ডন, যুক্তরাজ্য (London, UK)
The Wall Street Journal	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র (New York, USA)	National Post	কানাডা (Canada)

RAISUL ISLAM HRIDOY

Reference News	বেইজিং, চীন (Beijing, China)	Dawn	পাকিস্থান (Pakistan)
Daily Mirror	লন্ডন, যুক্তরাজ্য (London, UK)	People's Daily	বেইজিং,চীন (Beijing, China)

- বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রিত দৈনিক সংবাদপত্র Yomiuri Shimbun
- The world's largest-selling daily newspaper Yomiuri Shimbun
- বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রিত ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র The times of India
- The world's largest English daily newspaper The times of India

দিবস ও বর্ষ

আন্তর্জাতিক দিবস (International Day)

উদযাপিত দিবস -Days observed	তারিখ -Date
বিশ্ব ধর্ম দিবস (World Religion Day)	১৫ জানুয়ারি -15 January
বিশ্ব নিকুঞ্জ দিবস	২ ফেব্রুয়ারি
বিশ্ব ক্যান্সার দিবস- World Cancer Day	৪ ফেব্রুয়ারি – 4 February
বিশ্ব ভালবাসা দিবস -Valentine day	১৪ ফেব্রুয়ারি – 14 February
বিশ্ব সামাজিক ন্যায়বিচার দিবস-World Social Justice Day	২০ ফেব্রুয়ারি-20 February

RAISUL ISLAM HRIDOY

আন্তর্জাতিক স্কাউট দিবস-International Scout Day	২২ ফেব্রুয়ারি – 22 February
বিশ্ব নারী দিবস-World Women's Day	৮ মার্চ-8 March
আন্তর্জাতিক ভোক্তা দিবস-International Consumer Day	১৫ মার্চ 15-March
কমনওয়েলথ দিবস-Commonwealth Day	মার্চের দ্বিতীয় সোমবার-On the second Monday of March
বর্ণবৈষম্য বিলোপ দিবস-Racism Elimination Day	২১ মার্চ -21 March
বিশ্ব পানি দিবস-World Water Day	২২ মার্চ -22 March
বিশ্ব আবহাওয়া দিবস-World Meteorological Day	২৩ মার্চ -23 March
বিশ্ব যক্ষা দিবস-World Tickle Day	২৪ মার্চ – 24 March
বিশ্ব নাট্য দিবস – World drama day	২৭ মার্চ – 27 March
অটিজম সচেতনতা দিবস -Autism Awareness Day	২ এপ্রিল – 2 April

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিশ্ব মুক্ত সংবাদপত্র দিবস -World Free Newspaper Day	২ এপ্রিল – 2 April
মাইন বিরোধী দিবস -Mein Opponent Day	৪ এপ্রিল- 4 April
বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস-World Health Day	৭ এপ্রিল- 7 April
বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবস -World hemophilia day	১৭ এপ্রিল – 17 April
বিশ্ব ধরিত্রী দিবস -World Earth Day	২২ এপ্রিল -22 April
বিশ্ব গ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবস -World Book and Copyright Day	২৩ এপ্রিল-23 April
বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস	২৫ এপ্রিল
বিশ্ব মেধাস্বত্ব দিবস	২৬ এপ্রিল
বিশ্ব নৃত্য দিবস	২৯ এপ্রিল
মে দিবস বা আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস	১ মে
বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস	৩ মে
বিশ্ব হাপানি দিবস	মে মাসের প্রথম মঙ্গলবার

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিশ্ব রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট দিবস	৮ মে
বিশ্ব মা দিবস	১০ মে
আন্তর্জাতিক সেবিকা দিবস	১২ মে
বিশ্ব পরিবার দিবস	১৫ মে
টেলিযোগাযোগ দিবস	১৭ মে
আন্তর্জাতিক জীব বৈচিত্র্য দিবস	২২ মে
জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস	২৯ মে
আন্তর্জাতিক তামাকমুক্ত দিবস	৩১ মে
আন্তর্জাতিক শিশু দিবস	১ জুন
বিশ্ব পরিবেশ দিবস	৫ জুন
বিশ্ব সমুদ্র দিবস	৮ জুন
বিশ্ব শিশু শ্রম দিবস	১২ জুন
বিশ্ব রক্তদাতা দিবস	১৪ জুন

RAISUL ISLAM HRIDOY

আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু দিবস	২০ জুন
বিশ্ব সঙ্গীত দিবস	২১ জুন
বিশ্ব বাবা দিবস	জুনের তৃতীয় রোববার
বিশ্ব বাবা দিবস	জুনের তৃতীয় রোববার
বিশ্ব বাবা দিবস	জুনের তৃতীয় রোববার
বিশ্ব বাবা দিবস	জুনের তৃতীয় রোববার
আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস	জুলাইর প্রথম শনিবার
বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস	১১ জুলাই
বিশ্ব হিরোশিমা দিবস	৬ আগস্ট
বিশ্ব আদিবাসী দিবস	৯ আগস্ট
বিশ্ব যুব দিবস	১২ আগস্ট
বিশ্ব মানবহিতৈষী দিবস	১৯ আগস্ট
আন্তর্জাতিক দাসপ্রথা বিলুপ্তি দিবস	২৩ আগস্ট

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিশ্ব বন্ধুত্ব	আগস্টের প্রথম রবিবার
আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস	৮ সেপ্টেম্বর
আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস	১৫ সেপ্টেম্বর
বিশ্ব শান্তি দিবস	২১ সেপ্টেম্বর
বিশ্ব শান্তি দিবস	২১ সেপ্টেম্বর
মীনা দিবস	২৪ সেপ্টেম্বর
বিশ্ব পর্যটন দিবস	২৭ সেপ্টেম্বর
আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস	২৮ সেপ্টেম্বর
আন্তর্জাতিক প্রবীন দিবস	১ অক্টোবর
আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস	২ অক্টোবর
বিশ্ব হাসি দিবস	৩ অক্টোবর
বিশ্ব প্রাণী দিবস	৪ অক্টোবর
বিশ্ব শিক্ষক দিবস	৫ অক্টোবর

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিশ্ব পতিবেশ দিবস	অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার
বিশ্ব ডাক দিবস	৯ অক্টোবর
বিশ্ব খাদ্য দিবস	১৬ অক্টোবর
বিশ্ব খাদ্য দিবস	১৬ অক্টোবর
বিশ্ব খাদ্য দিবস	১৬ অক্টোবর
বিশ্ব খাদ্য দিবস	১৬ অক্টোবর
আন্তর্জাতিক দারিদ্র নির্মূল দিবস	১৭ অক্টোবর
বিশ্ব তথ্য উন্নয়ন দিবস/জাতিসংঘ দিবস	২৪ অক্টোবর
হ্যালোইন	৩১ অক্টোবর
বিশ্ব স্বাধীনতা দিবস	৯ নভেম্বর
বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস	১৪ নভেম্বর
বিশ্ব সহিষ্ণুতা দিবস	১৬ নভেম্বর

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিশ্ব শিক্ষার্থী দিবস	১৭ নভেম্বর
বিশ্ব পুরুষ দিবস	১৯ নভেম্বর
বিশ্ব শিশু অধিকার দিবস	২০ নভেম্বর
আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরাধ দিবস	২৫ নভেম্বর
প্যালেস্টাইন সংহতি দিবস	২৯ নভেম্বর
কম্পিউটার নিরাপত্তা দিবস	৩০ নভেম্বর
বিশ্ব এইডস দিবস	১ ডিসেম্বর
আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস	৩ ডিসেম্বর
আন্তর্জাতিক সেচ্ছাসেবক দিবস	৫ ডিসেম্বর
বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস	৫ ডিসেম্বর
দুর্নীতি বিরোধী দিবস	৯ ডিসেম্বর
বিশ্ব মানবাধিকার দিবস	১০ ডিসেম্বর
আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস	১৮ ডিসেম্বর

RAISUL ISLAM HRIDOY

আন্তর্জাতিক মানব সংহতি দিবস	২০ ডিসেম্বর
আল কুদস দিবস	রমজানের শেষ শুক্রবার

আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস: ১৮৮৬ সালের ১ মে শিকাগো শহরে শ্রমজীবী মানুষের ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে আন্দোলন চলাকালে বোমা বিস্ফোরনে কয়েকজন পুলিশ অফিসার ও শ্রমিক নিহত হয়। ১৮৮৭ সালে এই ঘটনার বিচারের নামে প্রহসনে কয়েকজন শ্রমিকনেতাকে ফাঁসি দেওয়া হয়।এজন্য ১৮৯০ সাল হতে প্রতিবছর পহেলা মে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস' পালন করা হয়।

আন্তর্জাতিক বর্ষ/International Year

আন্তর্জাতিক বর্ষ – International Year	সাঁক বর্ষ -SAARC Year
আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা বর্ষ -International Year of Literacy	সার্ক কন্যাশিশু বর্ষ-SAARC Year of Girl Child
	সার্ক আবাস বর্ষ – SAARC Year of Shelter
আন্তর্জাতিক মহাশূন্য বর্ষ -International space year	সার্ক পরিবেশ বর্ষ -SAARC Year of Environment
আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ -International Indigenous Year	সার্ক পতিবন্ধী বর্ষ-SAARC Year of Disabled Persons
আন্তর্জাতিক পরিবার বর্ষ – International Family Year	সার্ক যুব বর্ষ-SAARC Year of the Youth

RAISUL ISLAM HRIDOY

আন্তর্জাতিক দারিদ্র দূরীকরণ বর্ষ	সার্ক দারিদ্র দূরীকরণ বর্ষ
আন্তর্জাতিক দারিদ্র উচ্ছেদ বর্ষ	সার্ক স্বাক্ষরতা বর্ষ
আন্তর্জাতিক সমুদ্র বর্ষ	

১৯৯৯	আন্তর্জাতিক প্রবীণ বর্ষ	সার্ক জীববৈচিত্র্য বর্ষ
২০০১	আন্তর্জাতিক সেচ্ছাসেবক বর্ষ	
২০০২	আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বর্ষ	
২০০৩	আন্তর্জাতিক জীবানুমুক্ত পানি বর্ষ	
২০০৪	আন্তর্জাতিক ধান বর্ষ	এইডস সচেতনতা বর্ষ
২০০৫	আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ	
২০০৬	আন্তর্জাতিক খরা ও মরুকরণ বর্ষ	দক্ষিন এশিয়া ভ্রমন বর্ষ
২০০৭	আন্তর্জাতিক স্কাউট বর্ষ	সবুজ দক্ষিন এশিয়া বর্ষ
২০০৮	আন্তর্জাতিক ভাষা বর্ষ	সার্ক মিডিয়া বর্ষ
২০০৯	আন্তর্জাতিক জোর্তির্বিদ্যা বর্ষ	
২০১০	আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য বর্ষ	

RAISUL ISLAM HRIDOY

২০১১	আন্তর্জাতিক বন বর্ষ
২০১২	আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ সকলের জন্য টেকসই জ্বালানি বর্ষ
২০১৩	আন্তর্জাতিক পানি সহযোগিতা বর্ষ আন্তর্জাতিক কিনুয়া বর্ষ
২০১৪	আন্তর্জাতিক কেলাসতত্ত্ব বর্ষ ফিলিস্থিনি জনগনের সাথে সংগহতি বর্ষ আন্তর্জাতিক পারিবারিক খামার বর্ষ
২০১৫	আলোক এবং আলোক নির্ভর প্রযুক্তি বিষয়ক আন্তর্জাতিক বর্ষ আন্তর্জাতিক পারিবারিক খামার বর্ষ
২০১৬	আন্তর্জাতিক ডাল বর্ষ
২০১৭	
২০১৮	আন্তর্জাতিক আদিবাসী ভাষা বর্ষ

RAISUL ISLAM HRIDOY

পঞ্জিকা

গ্রেগোরীয় বর্ষপঞ্জী

গ্রেগোরীয় বর্ষপঞ্জী (পাশ্চাত্য বর্ষপঞ্জী বা খ্রিষ্টীয় বর্ষপঞ্জী) হলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বর্ষপঞ্জী। ১৫৮২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি পোপ ত্রয়োদশ গ্রোগোরির এক আদেশনুসারে এই বর্ষপঞ্জীর প্রচলন ঘটে। গ্রোগোরিয় বর্ষপঞ্জীর ব্যাপ্তি ৩৬৫ দিন।

গ্রেগোরীয় সনের মাস Months of Gregorian	দিন সংখ্যা (Length in days)	গ্রেগোরীয় সনের মাস (Months of Gregorian	দিন সংখ্যা (Length in days)
January	31	July	31
February	28/29	August	31
March	31	September	30
April	30	October	31
May	31	November	30
June	30	December	31

Leap Year (অধিবর্ষ)

অধিবর্ষে মোট দিন থাকে ৩৬৬। গেগ্রোরীয় বর্ষপঞ্জীতে প্রতি চার বছরে একবার ফেব্রুয়ারি মাস এবং বাংলা সনমতে ফাল্গুন মাসে একদিন যোগ করা হয়।
অধিবর্ষে ফেব্রুয়ারি এবং ফাল্গুন যথাক্রমে ২৯ এবং ৩১ দিন হয়।

৪ দ্বারা বিভাজ্য বছরগুলোতে অধিবর্ষ হয়।যেমন-২০১৬। তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। যে সব বছর ১০০ দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু ৪০০ দ্বারা নয় তাদের অধিবর্ষ থেকে েবাদ দেয়া হয়েছে। যেমন: ৪ দ্বারা বিভাজ্য হওয়া সত্ত্বেও ১৯০০ সাল অধিবর্ষ নয়।কারন এটি ১০০ দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু ৪০০ দ্বারা নয়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

(বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ)

ভারতে ইসলামী শাসন আমলে হিজরী পঞ্জিকা অনুসারে সকল কাজকর্ম হতো। মোঘল সম্রাট আকবর প্রচলিত চান্দ্র পঞ্জিকাকে সৌরপঞ্জিকায় রূপান্তরিত করার দ্বায়িত্ব নেন। তিনি ইরান থেকে েআগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিদ ওমর ফতুল্লা শিরাজীকে হিজরী চান্দ্র বর্ষপঞ্জিকে সৌর বর্ষপঞ্জিতে রূপান্তরিত করার দ্বায়িত্ব দেন। ওমর ফতুল্লা শিরাজীর সুপারিশে সম্রাট আকবর ৯৯২ হিজরী (১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে) – এ বাংলা সৌর বর্ষপঞ্জির প্রবর্তন করেন।তবে তিনি ২৯ বছর পূর্বে তার সিংহাসনে আহরোণের দিন থেকে এ পঞ্জিকা প্রচলনের নির্দেশ দেন।এজন্য ৯৬৩ হিজরী সাল থেকে বঙ্গাব্দ গণনা শুরু হয়।

গ্রেগোরিয়ান সনের মত বাংলা সনেরও মোট ১২টি মাস। বৈশাখ বঙ্গাব্দের প্রথম মাস এবং পহেলা বৈশাখকে নববর্ষ ধরা হয়।

১৯৬৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি কর্তৃক বাংলা সন সংস্কারের উদ্যোগগ্রহণ করা হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লার নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি বাংলা সনের সংস্কার করে। বাংলা সনের ব্যাপ্তি গ্রেগোরিয়ান বর্ষপঞ্জীর মত ৩৬৫ দিন।

এক নজরে বঙ্গাব্দ

বাংলা মাসের নাম	দিনসংখ্যা	কাল/ঋতু	গ্রেগিরিয়ান তারিখ অনুসারে মাসের দৈর্ঘ্য
বৈশাখ	৩১	গ্রীষ্ম	১৪ এপ্রিল-১৪ মে
জৈষ্ঠ্য	৩১		১৫ মে-১৪ জুন
আষাঢ়	৩১	বর্ষা	১৫ জুন-১৫ জুলাই
শ্রাবন	৩১		১৬ জুলাই-১৫ আগস্ট

RAISUL ISLAM HRIDOY

ভাদ্র	৩১	শরৎ	১৬ আগস্ট-১৫ সেপ্টেম্বর
আশ্বিন	৩০		১৬ সেপ্টেম্বর-১৫ অক্টোবর
কার্তিক	৩০	হেমন্ত	১৬ অক্টোবর- ১৪ নভেম্বর
অগ্রাহায়ণ	৩০		১৫ নভেম্বর-১৪ ডিসেম্বর
পৌষ	৩০	শীত	১৫ ডিসেম্বর- ১৩ জানুয়ারি
মাঘ	৩০		১৪ জানুয়ারি- ১২ ফেব্রুয়ারি
ফাল্গুন	৩০/৩১	বসন্ত	১৩ ফেব্রুয়ারি- ১৪ মার্চ
চৈত্র	৩০		১৫ মার্চ- ১৩ এপ্রিল

হিজরী বর্ষপঞ্জী

ইসলামি বর্ষপঞ্জী (হিজরী বর্ষপঞ্জী নামেও পরিচিত) একটি চন্দ্রনির্ভর বর্ষপঞ্জী। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা:) ৬৩৮ সালে হিজরী সন প্রবর্তন করেন। তবে হযরত মুহাম্মদ (সা:) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের দিন (৬২২ খ্রিস্টাব্দে) থেকে ইসলামী সন গণনা শুরু হয়।

হিজরী বর্ষপঞ্জী ব্যাপ্তিকাল ৩৫৪ দিন বা ৩৫৫ দিন।এতে মোট ১২টি মাস আছে। ইসলামী বর্ষপঞ্জীর মাসগুলো যথাক্রমে নিম্নরূপ-

মাস	মাস
মুহররম	রজব
সফর	শাবান
রবিউল আউয়াল	রমজান

RAISUL ISLAM HRIDOY

রবিউস সানি	শাওয়াল
জামাদিউল আউয়াল	জ্বিলকদ
জামাদিউস সানি	জ্বিলহজ

সাহিত্য

ইমরুল কায়েছ(Imru'al Qais)

তিনি প্রাক ইসলামী যুগের বিখ্যাত আরব কবি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কাশিদা(Qasidah)'। জীবনকাল ৫০১-৫৪৪ খ্রিস্টাব্দ।

ফেরদৌসি(Ferdowsi)

বিখ্যাত পারস্য সুলতান মাহমুদের দরবারের সভাকবি ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'শাহনামা' ফারসি ভাষায় রচিত। জীবনকাল ৯৪০-১০২০।

গ্যেটে

গ্যেটে ১৭৪৯ সালে জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ – ফাউস্ট (Faust)-নাটক, The sorrow of young werther-উপন্যাস।তিনি ১৮৩১ সালে মারা যান।

ম্যাক্সিম গোর্কি (Maxim Gorky)

তিনি ১৮৬৮ সালে রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সমাজতান্ত্রিক বস্তুতন্ত্রবাদ (Socialist realism) এর জনক। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস মা (Mother)-যা রুশ ভাষায় রচিত।এটি ১৯০-৭ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৩৬ সালে মারা যান।

অমিতাভ ঘোষ (Amitav Ghosh)

RAISUL ISLAM HRIDOY

অমিতাভ ঘোষ একজন ভারতীয় বাঙালি সাহিত্যিক। তিনি তাঁর ইংরেজী কর্মের জন্য সমধিক পরিচিত। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ – The Glass Palace এবং Sea of Poppies.

আল্লামা ইকবাল (Allama Iqbal)

আল্লামা ইকবাল ১৮৭৭ সালে পাকিস্থানের পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম স্যার মাহমুদ ইকবাল।তিনি ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ। তিনি উর্দু ও ফার্সি ভাষায় কাব্য রচনা করেন।

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ –বাং-ই-দারা, রামজ-ই-বেখুদি, আশরার-ই-খুদি। এছাড়ার ভারতের অনেক দেশাত্মবোধক গানও তিনি রচনা করেন। 'সারে জাহা ছে আচ্ছা' এর রচয়িতা।তিনি ১৯৩৮ সালে পাকিস্থানের লাহোরে মৃত্যুবরণ করেন।

ওমর খেয়াম (Omar khayyam)

ওমর খেয়াম ১০40 সালে পারস্যে বর্তমান ইরানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবি, গনিতবিদ, দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন।তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খেয়াম। তিনি ১১৩১ সালে মারা যান।

তুলসীদাস (Tulsidas)

তুলসীদাস ১৫৩২ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন।তিনি ছিলেন কবি ও দার্শনিক।তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'রামচরিত মানস'।তিনি ১৬২৩ সালে ভারতের বিহারে মৃত্যুবরণ করেন।

আলেকজান্ডার পুশকিন (Alexander Pushkin)

আলেকজান্ডার পুশকিন ১৭৯৯ সালে রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।তিনি আধুনিক রুশ সাহিত্যের জনক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ – 'ইউগিয়েনি আনিয়েগিন' (Eugene onegin)- ছন্দে রচিত উপন্যাস। অন্য উপন্যাসটি রবিস গোদুনভ (Boris Godunov)।তিনি ১৮৩৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিখ্যাত গ্রন্থ

Author (লেখক)	বইয়ের নাম
Ferdous (ফেরদৌসী) (A Persian Poet)	Shahnama-শাহনামা (Epic)
Ibn Sina –ইবনে সিনা	The Book of Healing-কিতাব আশ শিফা
	The Law of Medicine-আল কানুন ফিত তিব
Barak Obama-বারাক ওবামা	Dreams from My Father- আমার পিতার স্বপ্ন
	The Audacity of Hope
	Change You Can Believe In
	Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters.
Henry Kissinger- হেনরি কিসিঞ্জার	White House Years
Bill Clinton-বিল ক্লিনটন	My Life; Autobiograpy
Hillary Rodham Clionton-হিলারি ক্লিনটন	Living History; Autobiograpy
Moulana Abul Kalam Azad-মওলানা আবুল কালাম আজাদ	India Wins Freedom

RAISUL ISLAM HRIDOY

E.M Forster	A Passage to India
William Hunter- উইলিয়াম হান্টার	The India Musalmans
Jawaharlal Nehru- জওহরলাল নেহেরু	Discovery of India
	Giimpses of World History
Benazir Bhutto	Daughter of the East
Pervez Musharraf- জেনারেল পারভেজ মুশাররফ	In the Line of Fire
V.S Naipaul-ভিএস নাইপল	The Enigma of Arrival
Gunnar Myrdal	The Asian Drama
Arundhati Roy	The God of Small Things
Lewis Carroll	Alicem WonderLand
H.G. Wells	The Time Machine
অরবিন্দ আদিগাও	The White Tiger
Karl Marx-কার্ল মার্কস	Das Kapital
Dan Brown-ডন ব্রাউন	Da Vinci Code-দ্য ভিঞ্চি কোড

RAISUL ISLAM HRIDOY

Machiavelli-ম্যাকিয়াভেলি	The Prince
স্যামুয়েল হানটিংটন	The Clash of Civilizations
Leo Tolstoy	War and Peace
জোসেফ ই স্টিগলিজ-Joseph Stiglitz	Gobalization and Its Discontents
Max Weber-ম্যাক্স ওয়েবার	Protesttant Ethic and the Spirit of Capitalism
Adam Smith	The Wealth of Nations; (১৭৭৬ সালে প্রকাশিত)
Kiran Desai	The Inheritance of Loss
Cindy Sheehan-শিন্ডি শিহান	Not One More Mother's Child
মুহাম্মদ আসাদ-Muhamed Asad	দ্য রোড টু মক্কা-The Road to Mecca
Herman Hesse-হারমান হেস	Siddhartha-সিদ্ধার্থ
Monica Ali-মনিকা আলী	Brick Lane
David Emile Durkheim	Sucide
Lee Kuan Yew	From Third World

RAISUL ISLAM HRIDOY

Francis Fukuyama	The End of History and the last Man
Dante Alighier	Divine Comedy
Salman Rushdie	Midnight's Children
W.Makepeace Thackeray	Vanity Fair
Jamal Nazrul Islam	The Ultimate Fate of the Universe
Ibn Battuta-ইবনে বতুতা	Kitabul Rehala-কিতাবুল রাহেলা
Jimmy Carter –জিমি কার্টার	White House Diary
George W. Bush	Decision Points
Man Mohan Singh-মনমোহন সিং	ইন্ডিয়াজ এক্সপোর্ট ট্রেন্ডস এন্ড প্রসপেক্টস ফর সেলফ সাসটেইন্ড গ্রোথ-India's export trends and propects for self-sustained growth
Jaswant Singh-যশবন্ত সিং	Jinnah: Bharat Deshbhag Swadhinata-জিন্নাহ: ইন্ডিয়া-পার্টিশন-স্বাধীনতা
Fidel Castro	The Strategic Victory
Tony Blair	A Journey
শায়েস্তা ইকরামউল্লাহ	From Purdah to Parliament

RAISUL ISLAM HRIDOY

Jean-Jacques Rousseau	The Social Contract
আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমী (রাঃ)	Masnavi Sharif
শেখ সাদী-Sheik Saadi	গুলিস্তাঁ-Gulistan
Hans Blix	Disarming Iraq
Gunter Grass	The Tin Drum
Kamala Das	My Story
Sun Tzu-সুন জু	The Art of War
এরিস্টটল-Aristotle	দ্য পলিটিক্স-The Politics
J.K Rowling	Harry Potter
Husain Haqqani	Pakistan between Mosque and Military

RAISUL ISLAM HRIDOY

খেলাধুলা বিষয়াবলী

[বিঃদ্রঃ খেলাধুলা ও কম্পিউটার বিষয়ক আলাদা নোট থাকার এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি]

বিশ্বকাপ ফুটবল

ফুটবল সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য

ফিফা (FIFA)

- পূর্ণরূপ: Federation of International Football Association.
- প্রতিষ্ঠাকাল: ২১ মে ১৯০৪
- সদর দপ্তর: জুরিখ, সুইজারল্যান্ড
- সদস্য সংখ্যা: ২১১
- ফিফার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ: ৭টি। যথা: বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, স্পেন, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ড।
- ফিফার বর্তমান (৯ম) সভাপতি: জিয়ান্নি ইনফান্তিনো (জন্মঃ সুইজারল্যান্ডে, জাতীয়তাঃ ইতালি)

RAISUL ISLAM HRIDOY

- ফিফা বিশ্বকাপ (FIFA World Cup) একটি আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা যেখানে ফিফা সহযোগী দেশগুলোর পুরুষ জাতীয় ফুটবল দল অংশ নেয়। ফিফা বিশ্ব ফুটবল নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা।

- ১৯৩০ সালে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং এখন পর্যন্ত চার বছর পর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়নি।

- সর্বশেষ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে রাশিয়ায়, ২০১৮ সালে। এই বিশ্বকাপে ফ্রান্স ক্রোয়েশিয়াকে ফাইনালে পরাজিত করে শিরোপা জিতে নিয়েছে।

- ২০১৮ সালে বিশ্বকাপ বিজয়ী হন ফ্রান্স

- ২০২২ সালের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে কাতারে।

- ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ আয়োজন করবে কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্র।

- এই টুর্নামেন্ট দিয়েই প্রথমবারের মতো তিন আয়োজক দেশ দেখবে বিশ্বকাপ।

- ১৯৯১ সাল থেকে ফিফা ফিফা মহিলা বিশ্বকাপ আয়োজন শুরু করেছে। এটিও সাধারণ বিশ্বকাপের মত চার বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়।

- **ফুটবল এর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:**

✓ ফুটবল খেলার জন্ম: চীনে।

✓ বিশ্বের প্রাচীনতম ফুটবল ক্লাবের নাম: ইংল্যান্ডের শেফিল্ড ফুটবল ক্লাব (প্রতিষ্ঠা ২৪ অক্টোবর, ১৮৫৭)

✓ সরকারিভাবে কখন ফুটবল খেলা অলিম্পিক অন্তরর্ভূক্ত হয়: ১৯০৮ সালে, লন্ডন অলিম্পিকে (উল্লেখ্য, ১৯০০ ও ১৯০৪ সালে অলিম্পিকে ফুটবল অনুষ্ঠিত হয় ক্লাব পর্যায়ে)

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিশ্বকাপ ফুটবল-

- শুরুঃ ১৯৩০
- ট্রফির নামঃ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ।
- বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়ঃ ৪ বছর পর পর।
- ২০১৮ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়-রশিয়ায় (চ্যাম্পিয়ন-ফ্রান্স(২য় শিরোপা)
- ২০১৪ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়-ব্রাজিলে (চ্যাম্পিয়ন-জার্মানি(৪র্থ শিরোপা)
- ২০১০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়-দক্ষিণ আফ্রিকায়(চ্যাম্পিয়ানঃ স্পেন)
- ২০১৮ সালে ২১তম বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত -রাশিয়াতে।
- ২০২২ সালে ২২তম বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে-কাতারে।
- সর্বাধিক সফল দল-ব্রাজিল(৫ম শিরোপা)
- সর্বোচ্চ গোলদাতা-জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোসা(১৬টি), দ্বিতীয়-ব্রাজিলের রোনালদো (১৫টি)
- ‘গোল্ডেন বল’ রীতি চালু হয়: ১৯৮২ সালে স্পেন বিশ্বকাপে।
- ‘গোল্ডেন বুট বা সু’ পুরস্কারের নাম ’এডিডাস গোল্ডেন সু’ নামকরণ করা হয়: ১৯৮২ সালে।
- ‘টোটাল ফুটবলের জনক’ বলা হয়: নেদারল্যান্ডসের ইয়োহান ক্রুইফ
- জুলে রিমে কাপের ভাস্কর: অ্যাবেল লাফ্লেউর, ফ্রান্স।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণকারী প্রথম মুসলিম দেশ: মিশর (১৯৩৮ সালে)।
- 'ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ' তৈরি হয়: ১৯৭৩ সালে।
- ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের ভাস্কর: সিলভিও গাজ্জানিগা, ইতালি।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে প্রথম ম্যাচ কোন দুটি দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়: ফ্রান্স-মেক্সিকো
- বিশ্বকাপ ফুটবলে প্রথম গোলদাতা : লুই লরেন্ট (ফ্রান্স), বিপক্ষ মেক্সিকো;
- বিশ্বকাপ ফুটবলে প্রথম এশীয় দেশ হিসেবে মূল পর্বে অংশগ্রহণ করে কোন দেশ : ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ (বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া); ১৯৩৮।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে জার্সিতে প্রথম নম্বরের ব্যবহার শুরু হয় : ১৯৩৮।
- বিশ্বকাপ ফুটবল কোন কোন বছর অনুষ্ঠিত হয়নি : ১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালে; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বাধিকবার বিজয়ী হয় : ব্রাজিল। পাঁচবার (১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৯৪ ও ২০০২)।
- বিশ্বকাপের ফাইনালে একমাত্র হ্যাটট্রিকারী : ইংল্যান্ডের জিওফ হার্স্ট। ১৯৬৬ সালে পশ্চিম জার্মানির বিপক্ষে।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা : পেলে (ব্রাজিল, ১৯৫৮); ১৭ বছর ২৩৯ দিন, বিপক্ষ ওয়েলস।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে বয়োজ্যেষ্ঠ গোলদাতা : রজার মিলা (ক্যামেরুন, ১৯৯৪); ৪২ বছর ৩৯ দিন, বিপক্ষ রাশিয়া।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে দ্রুততম গোলদাতা : হাকান সুকুর (তুরস্ক ২০০২); ১১ সেকেন্ডে; বিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়া।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বাধিকবার চ্যাম্পিয়ান কোচ : ২ বার; ভিক্টোরিও পুজো (ইতালি, ১৯৩৪-১৯৩৮)।
- ২০তম বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয় : ২০১৪ সালে, চ্যাম্পিয়ানঃ জার্মানি (৪ বারের মত বিশ্বকাপ জয়) (রানার্স আপঃ আর্জেন্টিনা)
- ২১তম বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয় ২০১৮ সালে রাশিয়াতে। চ্যাম্পিয়ানঃ ফ্রান্স (২য় বারের মত বিশ্বকাপ জয়) (রানার্স আপঃ ক্রোয়েশিয়া ১ম বার)
- ২২তম বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে ২০২২ সালে কাতারে।

ফিফা ব্যালন ডি'অর অ্যাওয়ার্ড (Award):

- ২০20 সালে ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার : মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে মূলতবি আছে।
- ২০১৯ সালে ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার : লিও মেসি
- ২০১৮ সালে ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার : লুকা মদরিচ
- ২০১৭ সালে ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো
- ফিফা বর্ষসেরা পুরষ্কার চালু হয়: ১৯৯১ সালে (মহিলা বর্ষসেরা শুরু হয় ২০০১ সালে)।
- ফিফা বর্ষসেরা পুরস্কারের বর্তমানের নাম: ফিফা ব্যালন ডি'অর অ্যাওয়ার্ড।
- ফিফা ব্যালন ডি'অর অ্যাওয়ার্ড' নামকরণ করা হয় দুটি পুরষ্কারকে একীভূত করে: ফিফা বর্ষসেরা ও ব্যালন ডি'অর অ্যাওয়ার্ড।
- ফিফা ব্যালন ডি'অর অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়ঃ ২০১১ সালে।
- ব্যালন ডি'অর: ফ্রান্সের বিখ্যাত ফুটবল ম্যাগাজিন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- ব্যালন ডি'অর অ্যাওয়ার্ড চালু হয়: ১৯৫৬ সালে।
- প্রথম ব্যালন ডি'অর অ্যাওয়ার্ড জয় করেন: স্যার স্ট্যানলি ম্যাথুজ (ইংল্যান্ড)।
- প্রথম ফিফা বর্ষসেরা ফুটবলার (পুরুষ): জার্মানির লোথার ম্যাথিউস।

ইউরো কাপঃ

- ইউরো কাপ শুরু হয়ঃ ১৯৬০ সালে(জয়ী দলঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন)
- ইউরো কাপ অনুষ্ঠিত হয় প্রতি ৪ বছর পর পর।
- ২০১৬ সালে ১৫তম ইউরো কাপ, অনুষ্ঠিত ফ্রান্সে। শিরোপা জয়ী: পর্তুগাল (ফ্রান্সকে ১-০ গোলে হারিয়ে)
- ২০২০ সালের ইউরো অনুষ্ঠিত হবে ১২টি দেশে।

কোপা আমেরিকা কাপ:

- কোপা আমেরিকা কাপ শুরু হয়: ১৯১৬ সালে।
- কোপা আমেরিকা কাপের আয়োজক: CONMEBOL.
- কোপা আমেরিকার সবচেয়ে বেশি শিরোপা জয় লাভ করেঃ উরুগুয়ে (১৫ বার)
- কোপা আমেরিকা কাপ'র ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ টুর্নামেন্ট (কোপা আমেরিকা কাপ) অনুষ্ঠিত - যুক্তরাষ্ট্রে (১৬ দলের মধ্যে)- চ্যাম্পিয়ন: চিলি, রানার্সআপ আর্জেন্টিনা
- ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়-ব্রাজিলে।
- ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত হবে-ইকুয়েডরে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

আফ্রিকান নেশন কাপ:

- আফ্রিকা মহাদেশীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের নাম: আফ্রিকান নেশন কাপ।
- প্রথম আফ্রিকান নেশন কাপ অনুষ্ঠিত হয়: ১৯৫৭ সালে, সুদানে (চ্যাম্পিয়ন মিশর)।
- ২০১৭ সালের আফ্রিকান নেশন চ্যাম্পিয়ন হয়: ক্যামেরুন (রানারআপ মিশর)।
- আফ্রিকান নেশন কাপের পরবর্তী আসর অনুষ্ঠিত হবে: ২০১৯ সালে (ক্যামেরুনে) ও ২০২১ সালে (আইভরি কোস্টে)।

এশিয়ান কাপ (ফুটবল) AFC Asian Cup:

- শুরুঃ ১৯৫৬ সালে।
- বর্তমান (২০১৫ সালের) চ্যাম্পিয়ানঃ অস্ট্রেলিয়া (রানার্স আপঃ দক্ষিণ কোরিয়া)
- সবচেয়ে বেশি শিরোপা জয়ীঃ জাপান (৪বার)
- পরবর্তী আসর অনুষ্ঠিত হবেঃ ২০১৩ সালে

Champions Leage

বর্তমান চ্যাম্পিয়ন: রায়ার্ন মিউনিখ (জার্মান ক্লাব)
বর্তমান রানারআপ: প্যারিস সাইন্ট (ফরাসি)

১৯৩০ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত খেলার সারাংশ

বছর	আয়োজক	ফাইনাল			তৃতীয় স্থান নির্ধারনী খেলা		
		বিজয়ী	ফলাফল	দ্বিতীয় স্থান	তৃতীয় স্থান	ফলাফল	চতুর্থ স্থান

RAISUL ISLAM HRIDOY

১৯৩০	উরুগুয়ে	উরুগুয়ে	৪–২	আর্জেন্টিনা	যুক্তরাষ্ট্র	আন অসিফিয়াল সিদ্ধান্ত। তখন তৃতীয়স্থান নির্ধারন চালু হয়নি।	যুগোস্লাভিয়া
১৯৩৪	ইতালি	ইতালি	২–১ অতিরিক্ত সময়ে	চেকোস্লোভাকিয়া	জার্মানি	৩–২	অস্ট্রিয়া
১৯৩৮	ফ্রান্স	ইতালি	৪–২	হাঙ্গেরি	ব্রাজিল	৪–২	সুইডেন
১৯৫০	ব্রাজিল	উরুগুয়ে	২–১	ব্রাজিল	সুইডেন	৩–১	স্পেন
১৯৫৪	সুইজারল্যান্ড	পশ্চিম জার্মানি	৩–২	হাঙ্গেরি	অস্ট্রিয়া	৩–১	উরুগুয়ে
১৯৫৮	সুইডেন	ব্রাজিল	৫–২	সুইডেন	ফ্রান্স	৬–৩	পশ্চিম জার্মানি
১৯৬২	চিলি	ব্রাজিল	৩–১	চেকোস্লোভাকিয়া	চিলি	১–০	যুগোস্লাভিয়া
১৯৬৬	ইংল্যান্ড	ইংল্যান্ড	৪–২ অতিরিক্ত সময়ে	পশ্চিম জার্মানি	পর্তুগাল	২–১	সোভিয়েত ইউনিয়ন
১৯৭০	মেক্সিকো	ব্রাজিল	৪–১	ইতালি	পশ্চিম জার্মানি	১–০	উরুগুয়ে

RAISUL ISLAM HRIDOY

১৯৭৪	জার্মানি	পশ্চিম জার্মানি	২-১	নেদারল্যান্ড	পোল্যান্ড	১-০	ব্রাজিল
১৯৭৮	আর্জেন্টিনা	আর্জেন্টিনা	৩-১ অতিরিক্ত সময়ে	নেদারল্যান্ড	ব্রাজিল	২-১	ইতালি
১৯৮২	স্পেন	ইতালি	৩-১	পশ্চিম জার্মানি	পোল্যান্ড	৩-২	ফ্রান্স
১৯৮৬	মেক্সিকো	আর্জেন্টিনা	৩-২	পশ্চিম জার্মানি	ফ্রান্স	৪-২ অতিরিক্ত সময়ে	বেলজিয়াম
১৯৯০	ইতালি	পশ্চিম জার্মানি	১-০	আর্জেন্টিনা	ইতালি	২-১	ইংল্যান্ড
১৯৯৪	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	ব্রাজিল	০-০ অতিরিক্ত সময়ে (৩-২) টাইব্রেকারে	ইতালি	সুইডেন	৪-০	বুলগেরিয়া
১৯৯৮	ফ্রান্স	ফ্রান্স	৩-০	ব্রাজিল	ক্রোয়েশিয়া	২-১	নেদারল্যান্ড
২০০২	দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান	ব্রাজিল	২-০	জার্মানি	তুরস্ক	৩-২	দক্ষিণ কোরিয়া

RAISUL ISLAM HRIDOY

২০০৬	জার্মানি	ইতালি	১–১ অতিরিক্ত সময়ে (৫–৩) টাইব্রেকারে	ফ্রান্স	জার্মানি	৩–১	পর্তুগাল
২০১০	দক্ষিণ আফ্রিকা	স্পেন	১–০ অতিরিক্ত সময়ে	নেদারল্যান্ডস	জার্মানি	৩–২	উরুগুয়ে
২০১৪	ব্রাজিল	জার্মানি	১–০ অতিরিক্ত সময়ে	আর্জেন্টিনা	নেদারল্যান্ডস	৩–০	ব্রাজিল
২০১৮	রাশিয়া	ফ্রান্স	৪–২	ক্রোয়েশিয়া	বেলজিয়াম	২–০	ইংল্যান্ড

সফল জাতীয় দল

নিচে যে ২৪টি দল কোন বিশ্বকাপে শীর্ষ চারে স্থান পেয়েছে তাদের তালিকা দেয়া আছে। জার্মানি সর্বোচ্চ ১২ বার শীর্ষ চারে থেকেছে। জার্মানি সর্বোচ্চ ৮বার ফাইনালে খেলেছে।

দল	শিরোপা	রানার্স-আপ	তৃতীয় স্থান	চতুর্থ স্থান
ব্রাজিল	৫ (১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৯৪, ২০০২)	২ (১৯৫০*, ১৯৯৮)	২ (১৯৩৮, ১৯৭৮)	১ (১৯৭৪, ২০১৪)
জার্মানি^	৪ (১৯৫৪, ১৯৭৪*, ১৯৯০, ২০১৪)	৪ (১৯৬৬, ১৯৮২, ১৯৮৬, ২০০২)	৪ (১৯৩৪, ১৯৭০, ২০০৬*, ২০১০)	১ (১৯৫৮)
ইতালি	৪ (১৯৩৪*, ১৯৩৮, ১৯৮২, ২০০৬)	২ (১৯৭০, ১৯৯৪)	১ (১৯৯০*)	১ (১৯৭৮)
আর্জেন্টিনা	২ (১৯৭৮*, ১৯৮৬)	৩ (১৯৩০, ১৯৯০, ২০১৪)	-	-
ফ্রান্স	২ (১৯৯৮*, ২০১৮)	১ (২০০৬)	২ (১৯৫৮, ১৯৮৬)	১ (১৯৮২)

RAISUL ISLAM HRIDOY

উরুগুয়ে	২ (১৯৩০*, ১৯৫০)	-	-	৩ (১৯৫৪, ১৯৭০, ২০১০)
ইংল্যান্ড	১ (১৯৬৬*)	-	-	২ (১৯৯০, ২০১৮)
স্পেন	১ (২০১০)	-	-	১ (১৯৫০)
নেদারল্যান্ডস	-	২ (১৯৭৪, ১৯৭৮)	১ (২০১৪)	১ (১৯৯৮)
চেকোস্লোভাকিয়া#	-	২ (১৯৩৪, ১৯৬২)	-	-
হাঙ্গেরি	-	২ (১৯৩৮, ১৯৫৪)	-	-
সুইডেন	-	১ (১৯৫৮*)	২ (১৯৫০, ১৯৯৪)	১ (১৯৩৮)
ক্রোয়েশিয়া	-	১ (২০১৮)	১ (১৯৯৮)	-
পোল্যান্ড	-	-	২ (১৯৭৪, ১৯৮২)	-
অস্ট্রিয়া	-	-	১ (১৯৫৪)	১ (১৯৩৪)
পর্তুগাল	-	-	১ (১৯৬৬)	১ (২০০৬)
যুগোস্লাভিয়া#	-	-	১ (১৯৩০)[1]	১ (১৯৬২)
বেলজিয়াম	-	-	১ (২০১৮)	১ (১৯৮৬)
যুক্তরাষ্ট্র	-	-	১ (১৯৩০)[1]	-
চিলি	-	-	১ (১৯৬২*)	-
তুরস্ক	-	-	১ (২০০২)	-
সোভিয়েত ইউনিয়ন#	-	-	-	১ (১৯৬৬)
বুলগেরিয়া	-	-	-	১ (১৯৯৪)
দক্ষিণ কোরিয়া	-	-	-	১ (২০০২*)

** = স্বাগতিক*

^ = ১৯৫৪ ও ১৯৯০ সালে পশ্চিম জার্মানি হিসেবে খেলা গুলো অন্তর্ভুক্ত

 # = এ দেশগুলো কয়েকটি স্বাধীন দেশে বিভক্ত হয়েছে

স্বাগতিকের সাফল্য-ব্যর্থতা

বিশ্বকাপজয়ী আটটি দলের ছয়টি দলই অন্তত একটি বিশ্বকাপ স্বাগতিক দেশ হিসেবে জিতেছে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হচ্ছে ব্রাজিল ও স্পেন, যারা ১৯৫০ সালে বিশ্বকাপ আয়োজন করেও বিশ্বকাপ জয় করতে পারেনি।

RAISUL ISLAM HRIDOY

ইংল্যান্ড (১৯৬৬) ও ফ্রান্স (১৯৯৮) সালে তাদের একমাত্র বিশ্বকাপ স্বাগতিক হিসেবে জিতেছে। উরুগুয়ে (১৯৩০), ইতালি (১৯৩৪) ও আর্জেন্টিনা (১৯৭৮) সালে তাদের প্রথম বিশ্বকাপ ট্রফি স্বাগতিক হিসেবে জিতেছে। জার্মানি (১৯৭৪) তাদের দ্বিতীয় শিরোপা নিজেদের মাটিতে জিতেছে।

অন্যান্য দেশও বিশ্বকাপ আয়োজন করে সাফল্য পেয়েছে। সুইডেন (১৯৫৮ সালে রানার্স-আপ), চিলি (১৯৬২ সালে তৃতীয়), দক্ষিণ কোরিয়া (২০০২ সালে চতুর্থ স্থান), মেক্সিকো (১৯৭০ ও ১৯৮৬ সালে কোয়ার্টার ফাইনাল) এবং জাপান (২০০২ সালে দ্বিতীয় রাউন্ড) এরা তাদের সেরা সাফল্য স্বাগতিক হিসেবেই পেয়েছে। ২০০৬ পর্যন্ত কোন স্বাগতিক দেশই বিশ্বকাপের প্রথম ধাপ থেকে বাদ পড়েনি। তবে একমাত্র ব্যতিক্রম দক্ষিণ আফ্রিকা। তারা ২০১০ বিশ্বকাপের প্রথম ধাপ থেকেই বাদ পড়ে।

বছর	স্বাগতিক	অবস্থান
১৯৩০	উরুগুয়ে	শিরোপা
১৯৩৪	ইতালি	শিরোপা
১৯৩৮	ফ্রান্স	কোয়ার্টার ফাইনাল
১৯৫০	ব্রাজিল	রানার্স-আপ
১৯৫৪	সুইজারল্যান্ড	কোয়ার্টার ফাইনাল
১৯৫৮	সুইডেন	রানার্স-আপ
১৯৬২	চিলি	তৃতীয় স্থান
১৯৬৬	ইংল্যান্ড	শিরোপা
১৯৭০	মেক্সিকো	কোয়ার্টার ফাইনাল
১৯৭৪	পশ্চিম জার্মানি	শিরোপা
১৯৭৮	আর্জেন্টিনা	শিরোপা
১৯৮২	স্পেন	২য় রাউন্ড
১৯৮৬	মেক্সিকো	কোয়ার্টার ফাইনাল
১৯৯০	ইতালি	তৃতীয় স্থান
১৯৯৪	যুক্তরাষ্ট্র	২য় রাউন্ড
১৯৯৮	ফ্রান্স	শিরোপা
২০০২	দক্ষিণ কোরিয়া	চতুর্থ স্থান

	জাপান	২য় রাউন্ড
২০০৬	জার্মানি	তৃতীয় স্থান
২০১০	দক্ষিণ আফ্রিকা	১ম রাউন্ড
২০১৪	ব্রাজিল	চতুর্থ স্থান
২০১৮	রাশিয়া	কোয়ার্টার ফাইনাল
২০২২	কাতার	

বিভিন্ন মহাদেশের শ্রেষ্ঠ সফলতা

এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সকল বিশ্বকাপের ফাইনলে কেবল ইউরোপীয় এবং দক্ষিণ আমেরিকান দলগুলো অংশ নিয়েছে। দুটি মহাদেশই যথাক্রমে এগারো ও নয়টি শিরোপা জিতেছে। এই দুই মহাদেশের বাইরে কেবল দুটি দলই সেমি-ফাইনালে উঠতে পেরেছে: যুক্তরাষ্ট্র (১৯৩০ সালে) এবং দক্ষিণ কোরিয়া (২০০২ সালে)। সাম্প্রতিককালে আফ্রিকার দলগুলো সফলতা পেলেও তারা কখনো সেমি-ফাইনালে পৌছুতে পারেনি। ওশেনিয়া অঞ্চলের দলগুলো কেবল তিনটি বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছে এবং মাত্র একটিতে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, ইউরোপীয় দলগুলি তাদের জেতা সবগুলো শিরোপাই উইরোপে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে জিতেছে। ইউরোপীয় দেশগুলোর বাইরে ইউরোপে শিরোপা জিতেছে এমন একমাত্র দেশ হচ্ছে ব্রাজিল, যারা ১৯৫৮ সালে ইউরোপে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে শিরোপা জিতেছে। কেবল দুটি দল পরপর দুবার শিরোপা জিতেছে - ব্রাজিল ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালে এবং ইতালি ১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালে।

কনফেডারেশন (মহাদেশ)	সেরা ফলাফল
উয়েফা (ইউরোপ)	১২ শিরোপা, ইতালি (৪), জার্মানি (৪), ফ্রান্স (২), ইংল্যান্ড (১) ও স্পেন (১)
কনমেবল (দক্ষিণ আমেরিকা)	৯ শিরোপা, ব্রাজিল (৫), আর্জেন্টিনা (২), ও উরুগুয়ে (২)
কনকাকাফ (উত্তর, মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবীয়)	সেমিফাইনাল (যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৩০)
এএফসি (এশিয়া)	চতুর্থ স্থান (দক্ষিণ কোরিয়া, ২০০২)

RAISUL ISLAM HRIDOY

সিএএফ (আফ্রিকা)	কোয়ার্টার ফাইনাল (ক্যামেরুন, ১৯৯০; সেনেগাল, ২০০২)
ওএফসি (ওশেনিয়া)	দ্বিতীয় রাউন্ড (অস্ট্রেলিয়া, ২০০৬)

বিশ্বকাপ ক্রিকেট

১৮৭৭ সালে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যকার প্রথম টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০০ সালের গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে ক্রিকেট খেলা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। গ্রেট ব্রিটেন ১৫৮ রানের ব্যবধানে ফ্রান্সকে হারিয়েছিল। পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ক্রিকেট খেলা বাদ দেয়।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হিসেবে ১৯১২ সালে ত্রি-দেশীয় প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রথম প্রচেষ্টা চালানো হয়। ঐ সময়ে টেস্টভূক্ত ৩টি দেশ - ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে টেস্ট ক্রিকেট প্রতিযোগিতাটি প্রতিকূল আবহাওয়া ও দর্শকদের অনাগ্রহের কারণে ভণ্ডুল হয়ে যায়। পরীক্ষামূলকভাবে পরবর্তীতে আর চেষ্টা চালানো হয়নি। তারপর থেকেই আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট অঙ্গনে সংশ্লিষ্ট এ দলগুলো দ্বি-পক্ষীয় সিরিজে পরিণত হয় ও প্রতিযোগিতার বিপক্ষে অথবা দুই দেশের বাইরে লীগের বিরোধিতা করে।

১৯৬০-এর দশকের শুরুতে কাউন্টি ক্রিকেটে ইংরেজ দলগুলো ক্রিকেটের স্বল্প সংস্করণে জড়িয়ে পড়ে যা কেবলমাত্র একদিন সময়ের ছিল। ১৯৬২ সালে ৪-দল নিয়ে গড়া মিডল্যান্ডস নক-আউট কাপ ও ১৯৬৩ সালে জিলেট কাপের প্রচলন শুরু হয়। ক্রমে একদিনের ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। ১৯৬৯ সালে সানডে লীগ নামে একটি জাতীয় লীগের আয়োজন করা হয়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

১৯৭১ সালে মেলবোর্নে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার টেস্ট খেলাটি বৃষ্টির কারণে চারদিন খেলার অনুপযুক্ত ছিল। নির্ধারিত চূড়ান্ত ও পঞ্চম দিনে প্রথমবারের মতো একদিনের আন্তর্জাতিক খেলা আয়োজন করা হয়। উত্তেজিত দর্শকদের সামলাতে কর্তৃপক্ষ চল্লিশ ওভারের খেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন ৮-বলে এক ওভার গণ্য করা হতো।

এ সফলতা ও জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে ইংল্যান্ডসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে ঘরোয়াভিত্তিতে একদিনের প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ ক্রিকেট বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন।

বিজয়ী দলসমূহ

বছর	বিজয়ী	ফলাফল	রানার্স-আপ	মাঠ	স্বাগতিক দেশ	দর্শক উপস্থিতি
১৯৭৫	ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২৯১/৮ (৬০ ওভার)	ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৭ রানে বিজয়ী[১৪]	অস্ট্রেলিয়া ২৭৪ (৫৮.৪ ওভার)	লর্ডস, লন্ডন	ইংল্যান্ড	২৪,০০০
১৯৭৯	ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২৮৬/৯ (৬০ ওভার)	ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৯২ রানে বিজয়ী[১৮]	ইংল্যান্ড ১৯৪ (৫১ ওভার)	লর্ডস, লন্ডন	ইংল্যান্ড	৩২,০০০
১৯৮৩	ভারত ১৮৩ (৫৪.৪ ওভার)	ভারত ৪৩ রানে বিজয়ী[২২]	ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৪০ (৫২ ওভার)	লর্ডস, লন্ডন	ইংল্যান্ড	৩০,০০০
১৯৮৭	অস্ট্রেলিয়া ২৫৩/৫ (৫০ ওভার)	অস্ট্রেলিয়া ৭ রানে বিজয়ী[২৪]	ইংল্যান্ড ২৪৬/৮ (৫০ ওভার)	ইডেন গার্ডেনস, কলকাতা, ভারত	ভারত ও পাকিস্তান	৯৫,০০০
১৯৯২	পাকিস্তান ২৪৯/৬ (৫০ ওভার)	পাকিস্তান ২২ রানে বিজয়ী[২৬]	ইংল্যান্ড ২২৭ (৪৯.২ ওভার)	এমসিজি, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া	অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড	৮৭,১৮২

RAISUL ISLAM HRIDOY

১৯৯৬	শ্রীলঙ্কা ২৪৫/৩ (৪৬.২ ওভার)	শ্রীলঙ্কা ৭ উইকেটে বিজয়ী[২৮]	অস্ট্রেলিয়া ২৪১/৭ (৫০ ওভার)	গাদ্দাফি স্টেডিয়াম, লাহোর, পাকিস্তান ছুরি‡	ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা	৬২,৬৪৫
১৯৯৯	অস্ট্রেলিয়া ১৩৩/২ (২০.১ ওভার)	অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে বিজয়ী[৩১]	পাকিস্তান ১৩২ (৩৯ ওভার)	লর্ডস, লন্ডন	ইংল্যান্ড, ওয়েলস, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডস	৩০,০০০
২০০৩	অস্ট্রেলিয়া ৩৫৯/২ (৫০ ওভার)	অস্ট্রেলিয়া ১২৫ রানে বিজয়ী	ভারত ২৩৪ (৩৯.২)	ওয়ান্ডারার্স জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা	কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে	৩২,৮২৭
২০০৭	অস্ট্রেলিয়া ২৮১/৪ (৩৮ ওভার)	অস্ট্রেলিয়া ৫৩ রানে বিজয়ী ‡	শ্রীলঙ্কা ২১৫/৮ (৩৬ ওভার)	কেনসিংটন ওভাল, ব্রিজটাউন	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২৮,১০৮
২০১১	ভারত ২৭৭/৪ (৪৮.২ ওভার)	ভারত ৬ উইকেটে বিজয়ী	শ্রীলঙ্কা ২৭৪/৬ (৫০ ওভার)	ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম, মুম্বাই, ভারত ছুরি‡	বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কা	৪২,০০০
২০১৫	অস্ট্রেলিয়া ১৮৬/৩ (৩৩.১ ওভার)	অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে বিজয়ী	নিউজিল্যান্ড ১৮৩ সবাই আউট (৪৫ ওভার)	এমসিজি, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া ছুরি‡	অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড	৯৩,০১৩

RAISUL ISLAM HRIDOY

২০১৯	ইংল্যান্ড ২৪১ সবাই আউট (৫০ ওভার)	ইংল্যান্ড সুপার ওভারে বিজয়ী	নিউজিল্যান্ড ২৪১/৮ (৫০ ওভার)	লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ড, লন্ডন, ইংল্যান্ড ছুরিt	ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড	৩২,০০০

এককভাবে দেখানো হল

জাতীয় দল	চূড়ান্ত খেলায় অংশগ্রহণ	বিজয়ী	রানার্স-আপ	জয়ের বছর	রানার্স-আপের বছর
অস্ট্রেলিয়া	৭	৫	২	১৯৮৭, ১৯৯৯, ২০০৩, ২০০৭, ২০১৫	১৯৭৫, ১৯৯৬
ভারত	৩	২	১	১৯৮৩, ২০১১	২০০৩
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৩	২	১	১৯৭৫, ১৯৭৯	১৯৮৩
শ্রীলঙ্কা	৩	১	২	১৯৯৬	২০০৭, ২০১১
পাকিস্তান	২	১	১	১৯৯২	১৯৯৯
ইংল্যান্ড	৪	১	৩	২০১৯	১৯৭৯, ১৯৮৭, ১৯৯২
নিউজিল্যান্ড	২	০	২	–	২০১৫, ২০১৯

RAISUL ISLAM HRIDOY

ক্রিকেট খেলা সম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞান:

১. ক্রিকেট খেলার জন্ম হয় কোন দেশে?
উত্তর: ইংল্যান্ড।

২. ক্রিকেটের পিতৃভূমি বলে পরিচিত কোন দেশ?
উত্তর: ইংল্যান্ড।

৩. ক্রিকেট ব্যাট তৈরি হয় কোন গাছের কাঠ থেকে?
উত্তর: উইলো গাছ।

৪. ক্রিকেট বলের ন্যূনতম ব্যাস কত?
উত্তর: ৭.১৩ cm.

৫. ক্রিকেট ব্যাটের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত?
উত্তর: ৯৬.০ সেমি.১০.৮ সেমি।

৬. ICC এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর: International Cricket council.

৭. ICC এর বর্তমান সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত।

৮. কত সালে টেস্ট ক্রিকেট শুরু হয়?
উত্তর: ১৮৭৭ সালে।

৯. কোন ক্রিকেট দল সবচেয়ে বেশি ICC ক্রিকেট বিশ্বকাপ শিরোপা জিতেছে?
উত্তর: অস্ট্রেলিয়া(৫ টি বিশ্বকাপ শিরোপা জিতেছে।)

RAISUL ISLAM HRIDOY

১০. প্রথম আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ কখন শুরু হয়েছিল?
উত্তর: ১৯৭৫ সালে।

১১. আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১৯ এর কনিষ্ঠতম খেলোয়াড় কে?
উত্তর: মুজিব উর রহমান(আফগানিস্তান)

১২. প্রথম বিশ্বকাপের অফিসিয়াল নাম কী ছিল?
উত্তর: প্রুডেনশিয়াল বিশ্বকাপ।

১৩. কোন দেশটি সবচেয়ে বেশিবার আইসিসি বিশ্বকাপ আয়োজন করেছে?
উত্তর: ইংল্যান্ড(৫ বার)।

১৪. বার্মি আর্মি কি?
উত্তর: ইংল্যান্ড ক্রিকেট টিমের সমর্থক দল।

১৫. একদিনের ক্রিকেটে প্রথম হ্যাটট্রিক করেন কে?
উত্তর: পাকিস্তানের জালাল উদ্দিন।

১৬. কোন ক্রিকেটার ‘অক্সফোর্ড ব্লু’ ছিলেন?
উত্তর: ইমরান খান।

১৭. শচীন টেন্ডুলকার টেস্টে অভিষেক হয় কত সালে?
উত্তর: ১৯৮৯।

১৮. ওয়ানডেতে ডাবল সেঞ্চুরি করা প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার কে?
উত্তর: শচীন টেন্ডুলকার।

১৯. একদিনের ক্রিকেটে ১০ হাজার রান পূর্ণ করা প্রথম ব্যাটসম্যান কে?
উত্তর: শচীন টেন্ডুলকার।

RAISUL ISLAM HRIDOY

২০. ‘বোম্বাই বোম্বার’ কোন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারেরকে এই নামে ডাকে?
উত্তর: শচীন টেন্ডুলকার।

২১. ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান পদবী পেলেন বিশ্বের একমাত্র ক্রিকেটার কে?
উত্তর: শচীন টেন্ডুলকার।

২২. বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক নিয়েছেন প্রথম খেলোয়াড়?
উত্তর: ভারতীয় খেলোয়াড় চেতন শর্মা, নিউজিল্যঅন্ডের বিপক্ষে।

২৩. প্রথম কোন খেলোয়াড় যিনি হ্যাটট্রিক নিয়েছিলেন এবং তার পরের বলেও আরেকটি উইকেট নিয়েছিলেন (৪ বলে ৪ উইকেট)?
উত্তর: লাসিথ মালিঙ্গা(শ্রীলঙ্কা)। ২০০৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।

২৪. কোন বোলার তার বোকা অ্যাকশন এবং মারাত্মক ইওকারদের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত?
উত্তর: লাসিথ মালিঙ্গা(শ্রীলঙ্কা)।

২৫. প্রথম কোন ব্যাটসম্যান টেস্ট ক্রিকেটে ১০,০০০ রান পূর্ণ করেছেন?
উত্তর: সুনীল গাভাস্কার।

২৬. টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারকারী কে?
উত্তর: মুথিয়া মুরালিধরন(শ্রীলঙ্কা)।

২৭. ক্রিকেট কোন দেশের জাতীয় খেলা?
উত্তর: ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া।

২৮. অ্যাশেজ ক্রিকেট সিরিজ কোন দুই দেশের মধ্যে খেলা হয়?
উত্তর: অস্টেলিয়া এবং ইংল্যান্ড।

২৯. ‘অ্যাশেজ’ কথাটি কোন খেলার সাথে জড়িত?
উত্তর: ক্রিকেট।

RAISUL ISLAM HRIDOY

৩০. বিখ্যাত ক্রিকেট বই ‘ক্রিকেট মাই স্টাইল’ রচয়িতা কে?
উত্তর: কপিল দেব।

৩১. কোন পুরস্কারকে ‘অস্কার অফ ক্রিকেট’ বলা হয়?
উত্তর: আইসিসি পুরস্কার।

৩২. কোন ক্রিকেটার ‘রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস’ নামে পরিচিত?
উত্তর: শোয়েব আখতার।

৩৩. বিখ্যাত বই ‘আইডলস’ রচয়িতা কে?
উত্তর: সুনীল গাভাস্কার।

৩৪. কোন ম্যাগাজিনকে ‘ক্রিকেটের বাইবেল’ বলা হয়?
উত্তর: উইজডেন।

৩৫. অন্ধ ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে পাকিস্তানকে ২ উইকেটে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ জিতেছে কোন দেশ?
উত্তর: ভারত।

৩৬. হ্যাটট্রিক কি?
উত্তর: একজন বোলার টানা ৩ বলে ৩ উইকেট নেওয়াকে হ্যাটট্রিক বলে।

৩৭. প্রথম টেস্ট কখন এবং কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
উত্তর: ১৮৭৭ সালে, মেলবোর্ন।

৩৮. বিশ্বের প্রাচীনতম ক্রিকেট ক্লাব কোনটি?
উত্তর: MCC/এমসিসি(মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাব), লন্ডন। marylebone-cricket-club.

৩৯. কোন আম্পায়ার তার অস্বাভাবিক সিগন্যালিং স্টাইলের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত?
উত্তর: বিলি বোডেন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

৪০. সমস্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শচীন টেন্ডুলকারের সর্বোচ্চ রান কত ছিল?
উত্তর: ২৪৮*।

৪১. দ্বিতীয় ব্যাটিংয়ের সময় সর্বাধিক ওয়ানডে সেঞ্চুরি কার?
উত্তর: বিরাট কোহলি।

৪২. আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের সময় শচিন টেন্ডুলকারের বয়স কত ছিল?
উত্তর: ১৬।

৪৩. প্রথম শ্রেণির ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোরের রেকর্ডটি কার?
উত্তর: ব্রায়ান লারা।

৪৪. সর্বাধিক টেস্ট ম্যাচে আম্পায়ার কে করেছেন?
উত্তর: স্টিভ বাকনর।

৪৫. ২০১৫ সালে প্রথমবারের-নাইট টেস্টে কে প্রতিযোগিতা করেছিলেন?
উত্তর: অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।

৪৬. কোথায় এবং কখন ব্রায়ান লারা টেস্ট ইনিংসে ৪০০* রান করেছিলেন?
উত্তর: সেন্ট জনস, ২০০৪।

৪৭. টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ দলীয় কত?
উত্তর: ৯৫২।

৪৮. এক দিনের ক্রিকেটে সর্বোচ্চ সফল রান তাড়া কত?
উত্তর: ৪৩৮।

৪৯. দীর্ঘতম রেকর্ড করা টেস্ট ম্যাচটি কত দিন স্থায়ী হয়েছিল?
উত্তর: ৯ দিন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

৫০. টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে সেরা বোলিং ফিগারস কে?
উত্তর: অজন্তা মেন্ডিস।

৫১. বিশ্ব টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর কার?
উত্তর: ব্রেন্ডন ম্যাককালাম।

৫২. জ্যাক ক্যালিস কোন বছর তার শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচটি খেলেন?
উত্তর: ২০১৪ সালে।

৫৩. টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছেন কে?
উত্তর: শোয়েব মালিক।

৫৪. বিগ ব্যাশ/Big Bash লীগ কোন দেশে অবস্থিত?
উত্তর: অস্ট্রেলিয়া।

৫৫. ২০১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপে কোন খেলোয়াড় সর্বাধিক উইকেট নিয়েছেন?
উত্তর: মিশেল স্টার্ক।

৫৬. লর্ডসের ক্রিকেট গ্রাউন্ড প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে?
উত্তর: ১৮১৪ সালে।

৫৭. ২০১৫ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপটি কোন কোন দেশ আয়োজন করেছে?
উত্তর: নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া।

৫৮. ২০১১ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ কোন কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
উত্তর: ভারত, শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশ।

৫৯. কোন ক্রিকেটার ওয়ানডে ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান করেছেন?
উত্তর: রোহিত শর্মা।

RAISUL ISLAM HRIDOY

৬০. কোন ক্রিকেটার ওয়ানডে ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরি করেছিলেন?
উত্তর: এ বি ডি ভিলিয়ার্স।

৬১. কোন ক্রিকেটার টেস্ট ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরি করেছিলেন?
উত্তর: ব্রেন্ডন ম্যাককালাম।

৬২. ডার্বিশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাবটি কোন শহরে অবস্থিত?
উত্তর: ডার্বি।

৬৩. কোন জাতীয় দলকে "ব্যাগি গ্রিনস" বলা হয়?
উত্তর: অস্ট্রেলিয়া।

৬৪. ডারহাম কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাবটি কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৮৮২।

৬৫. খেলার কত মিনিট আগে আম্পায়ারদের মাঠে অবস্থান করা উচিত?
উত্তর: ৫ মিনিট।

৬৬. প্রথম ওয়ানডে আন্তর্জাতিক ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ কে ছিলেন?
উত্তর: ইংল্যান্ডের জন এডরিচ।

৬৭. প্রথম ওয়ানডেতে দু'জন আম্পায়ারের নাম কি?
উত্তর: টিএফ ব্রুকস এবং ল রোয়ান।

৬৮. কোন ইংরেজ ক্যাপ্টেন একজন বিখ্যাত বেহালাও ছিলেন?
উত্তর: টনি লুইস।

৬৯. অস্ট্রেলিয়ার প্রথম অধিনায়ক কে ছিলেন?
উত্তর: ডেভ গ্রেগরি।

RAISUL ISLAM HRIDOY

৭০. টেস্টের প্রতিটি ইনিংসে তিনবার সেঞ্চুরি করা একমাত্র ব্যাটসম্যান কে?
উত্তর: সুনীল গাভাস্কার।

৭১. পাঁচটি ইনিংসে পাঁচটি সেঞ্চুরি করা একমাত্র ক্রিকেটারের নাম কি?
উত্তর: এভারটন উইকস।

৭২. লর্ডসে হ্যাটট্রিক তৈরি করা প্রথম বোলার কে?
উত্তর: জর্জ গিফেন।

৭৩. ২০১১ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ কোন দল জয়ী হয়েছে?
উত্তর: ভারত।

৭৪. ভারতে সফরকারী প্রথম দল কোনটি?
উত্তর: ইংল্যান্ড, ১৮৮৯-৯০.

৭৫. লর্ডসের ক্রিকেট মাঠের সক্ষমতা কত?
উত্তর: ৩০, ০০০।

৭৬. ক্রিকেটে ২০১৭ সালে ১১তম ও ১২তম দেশ হিসাবে টেস্ট মর্যাদা পায় যথাক্রমে কোন দেশ?
উত্তর: আয়ারল্যান্ড ও আফগানিস্তান।

৭৭. কত সালে টেস্ট ক্রিকেট শুরু হয়?
উত্তর: ১৮৭৭ সালে।

৭৮. ক্রিকেট খেলায় নো-বলে কোন আউট হয়?
উত্তর: রান আউট।

৭৯. 'বোল্ড আউট' – এর ইংরেজি বানান কি?
উত্তর; Bowled out.

RAISUL ISLAM HRIDOY

৮০.ক্রিকেটে এলবিডব্লু অর্থ কি?
উত্তর: লেগ বিফোর উইকেট।

অলিম্পিক খেলা

প্রশ্ন: আধুনিক অলিম্পিক কবে কোথায় শুরু হয়?
উত্তর: গ্রিসের এথেন্সে ১৮৯৬ সালে।
প্রশ্ন: আধুনিক অলিম্পিক এর জনক কে?
উত্তর: ব্যারন পিয়েরে ডি কুবার্তো (ফ্রান্স)।
প্রশ্ন: ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি (IOC) কবে, কোথায় গঠিত হয়?
উত্তর: ১৮৯৬ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে।
প্রশ্ন: IOC-এর প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: সুইজারল্যান্ডের লুজান শহরে।
প্রশ্ন: আন্তর্জাতি অলিম্পিক কমিটি (IOC) এর বর্তমান সদস্য কয়টি?
উত্তর: ২০৬ টি (সর্বশেষ দক্ষিণ সুদান)।
প্রশ্ন: বিশ্ব অলিম্পিকের পতাকা কী?
উত্তর: পরস্পর সংযুক্ত বিভিন্ন রংয়ের পাঁচটি বৃত্ত।
প্রশ্ন: অলিম্পিকের পতাকায় পাঁচ রংয়ের পাঁচটি বৃত্ত কোন কোন মহাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে?
উত্তর: হলুদ-এশিয়া, নীল-ইউরোপ, কালো-আফ্রিকা, লাল-আমেরিকা, সবুজ-ওশেনিয়া।
প্রশ্ন: মহিলারা প্রথম অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে কবে?
উত্তর: ১৯২৮ সালে।
প্রশ্ন: শীতকালীন অলিম্পিক প্রতিযোগিতা শুরু হয় কবে?
উত্তর: ১৯২৪ সালে।প্রশ্ন: ২১ তম অলিম্পিক কবে কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ২০১০ সালে কানাডার ভ্যানকুভারে।
প্রশ্ন: ২২ তম 'শীতকালীন অলিম্পিক' কবে কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

RAISUL ISLAM HRIDOY

উত্তর: ৭-২৩ ফেব্রুয়অরি ২০১৪ সালে রাশিয়ার সোচিতে।

প্রশ্ন: ২০১৮ সালে ২৩ তম শীতকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে কোন দেশে?

উত্তর: দক্ষিণ কোরিয়ার পিয়ং চ্যাংয়ে।

প্রশ্ন: ২০২২ সালে ২৪ তম শীতকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে কোন দেশে?

উত্তর: চীনে।প্রশ্ন: শতবর্ষ অলিম্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর: ১৯৯৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় (২৬ তম)।

প্রশ্ন: অলিম্পিক ম্যারাথন দৌড়ের দৈর্ঘ্য কত?

উত্তর: ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ।

প্রশ্ন: এশিয়াতে এ পর্যন্ত অলিম্পিক গেমস্ অনুষ্ঠিত হয় কত বার?

উত্তর: ৩ বার। ১৯৬৪ সালে টোকিওতে (১৮ তম), ১৮৮ সালে সিউলে (২৪ তম) এবং ২০০৮ সালে চীনের বেইজিংয়ে (২৯ তম)।

প্রশ্ন: এ পর্যন্ত অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়নি কত বার?

উত্তর: ৩ বার। ১৯১৬, ১৯৪০, ১৯৪৪ সালে (প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে)।

প্রশ্ন: অলিম্পিক যাদুঘর কোথায় অবস্থিত?উত্তর: লুজান (সুইজারল্যান্ড)।

প্রশ্ন: ২০১৬ সালে অলিম্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর: ব্রাজিলের রিও ডি জেনোরিওতে (৩১ তম)।

প্রশ্ন: ২০২০ সালে ৩২ তম অলিম্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?

উত্তর: জাপানের টোকিওতে (এটি হবে এশিয়ায় চতুর্থবারের মতো অলিম্পিক গেমস)।

প্রশ্ন: ২০২৪ সালে ৩৩ তম অলিম্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?

উত্তর: প্যারিস, ফ্রান্স।

প্রশ্ন: ২০২৮ সালে ৩৪ তম অলিম্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?

উত্তর: লস অ্যাঞ্জেলস, যুক্তরাষ্ট্র।

প্রশ্ন: আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (IOC) সভাপতি কে?

উত্তর: থমাস বাখ (জার্মানি)।প্রশ্ন: জ্যাক রোগে IOC কততম সভাপতি?

উত্তর: অষ্টম।প্রশ্ন: জ্যাক রোগের পূর্বে এর সভাপতি কে ছিলেন?

উত্তর: হুয়ান আন্তনিও সামারাঞ্চ (স্পেন, তিনি ২১ বছর সভাপতি ছিলেন)।

প্রশ্ন: অলিম্পিকের ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা কী?

উত্তর: ১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিম্পিকে ফিলিস্তিনি কমান্ড কর্তৃক ১১ জন ইসরায়েলী অ্যাথলেট হত্যা।

RAISUL ISLAM HRIDOY

প্রশ্ন: বাংলাদেশ প্রথম বারের মতো কতসালে কোন অলিম্পিকে অংশ নেয়?

উত্তর: ১৯৮৪ সালে লস অ্যাঞ্জেলসে ২৩ তম অলিম্পিকে।

প্রশ্ন: অলিম্পিকে বাংলাদেশের প্রথম প্রতিযোগী প্রতিযোগী কে?

উত্তর: স্প্রিন্টার সাইদুর রহমান ডন।

প্রশ্ন: বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্রীড়া অনুষ্ঠান কোনটি?

উত্তর: অলিম্পিক গেমস।

প্রশ্ন: ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির প্রথম সভাপতি কে ছিলেন?

উত্তর: ফ্রান্সের ব্যারন পিয়েরে ডি কুবার্তো।

প্রশ্ন: পাঁচটি বলয় চিহ্নিত পতাকা কত সালে উত্তোলন করা হয়?

উত্তর: ১৯২০ সালে অনুষ্ঠিত সপ্তম অলিম্পিকে।

প্রশ্ন: অলিম্পিক পতাকা উত্তোলনের সময় যে গান গাওয়া হয় তার সুরকার ও গীতিকার কে?

উত্তর: স্পাইরাস সামারাস ও কোস্তিস পালামাস।

প্রশ্ন: অলিম্পিক গেমসকে কী বলা হয়?

উত্তর: গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ।

প্রশ্ন: প্রথম ম্যারাথন দৌড়ে কে বিজয়ী হয়েছিলেন?

উত্তর: গ্রিসের স্পিরিডন লুই।

প্রশ্ন: প্রাচীন অলিম্পিকে বিজয়ীদের পুরস্কার কী ছিল?

উত্তর: জলপাই পাতার মুকুট।

প্রশ্ন: অলিম্পিকে প্রথম স্বর্নজয়ী মহিলা কে?

উত্তর: সি কুপার (গ্রেট ব্রিটেন)।

প্রশ্ন: অলিম্পিকে স্বর্ণজয়ী প্রথম এশীয় মহিলা ক্রীড়াবিদ কে?

উত্তর: ১৯২৮ সালে জাপানের মিকিও ওদা ট্রিপল জাম্প ইভেন্টে।

প্রশ্ন: অলিম্পিক শপথ কবে প্রথম পাঠ করানো হয়? কে প্রথম শপথ পাঠ করেন?

উত্তর: ১৯২০ সালে। বেলজিয়ামের এন্টাওয়ার্পে ভিক্টর বোসেন।

প্রশ্ন: বিশ্ব অলিম্পিক দিবস কবে পালিত হয়?

উত্তর: ২৩ জুন।

প্রশ্ন: অলিম্পিকের ৮টি বিভাগের সবকটিতে পুরস্কার পেয়েছেন কোন খেলোয়াড়?

উত্তর: সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের আলেকসান্দার দিতিয়াতিন ১৯৮০ সালের মস্কো অলিম্পিকে (স্বর্ণ-৩টি, রৌপ্য-৪টি এবং ব্রোঞ্জ-১টি)।

RAISUL ISLAM HRIDOY

প্রশ্ন: ধুমপানমুক্ত অলিম্পিক ছিল কোনটি?
উত্তর: ১৯৯৬ সালের

কাবাডি

- কাবাডি খেলা সর্বপ্রথম শুরু হয় : ভারতে।
- কাবাডি খেলায় প্রতিদলে খেলোয়াড় : ১২ জন।
- প্রথম এশিয়ান কাবাডি টুনামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় : কোলকাতায় (১৯৮০ সালে)।
- এশিয়ান গেমসে প্রথম কাবাডি অন্তভূর্ক্ত হয় : ১৯৯০ সালে।
- কাবাডি খেলা সাফ গেমসের অন্তর্ভূক্ত করা হয় : ঢাকা সাফ গেমসে (১৯৮৫ সালে)।
- বাংলাদেশের জাতীয় খেলার নাম : কাবাডি।
- কাবাডি খেলায় মাঠের পরিমাপ : ১২.৫ মিটার বাই ১০ মিটার।
- কাবাডি খেলায় ব্যবহৃত শব্দ : লোনা, লবি ইত্যাদি।
- প্রথম বিশ্বকাপ কাবাডি অনুষ্ঠিত হয় : ১৯-২১ নভেম্বর ২০০৪; ভারতে।
- প্রথম বিশ্বকাপ কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ হয় : যথাক্রমে ভারত ও ইরান।

বাস্কেটবল

- বাস্কেটবলের জনক : ড. জেমস নেইল স্মিথ।
- বাস্কেটবল খেলার সূচনা হয় : আমেরিকায়।
- বাস্কেটবল খেলার জন্ম : ১৮৯১ সালে, যুক্তরাষ্ট্রে।
- বাস্কেটবল কোর্টের মাপ সর্বাধিক : ৮৫ ফুট * ৪৫ ফুট।
- বাস্কেটবলে বাস্কেটের উচ্চতা : ১০ ফুট।
- আন্তর্জাতিক মানের একটি বাস্কেটবল ম্যাচের সময় : বিরতিসহ ৭০ মিনিট।
- বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক দলে খেলোয়াড়ের সংখ্যা : ৫ জন।
- বাস্কেটবলের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয় : ১৯৫৮ সালে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

✐ বিশ্ব অলিম্পিকে বাস্কেটবল অন্তর্ভূক্ত হয় : ১৯৩৬ সালে।

ব্যাডমিন্টন

- ব্যাডমিন্টন খেলার জন্ম : ১৮৬০ সালে।
- ব্যাডমিন্টন খেলার উৎপত্তি : ইংল্যান্ডে।
- ব্যাডমিন্টন (একক) কোর্টের মাপ : ৪৪ ফুট * ১৭ ফুট।
- ব্যাডমিন্টন (দ্বৈত) কোর্টের মাপ : ৪৪ ফুট * ২০ ফুট।
- ব্যাডমিন্টন নেটের প্রস্ত' : ২১/২ ফুট।
- BWF ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন শুরু হয় : ১৯৭৭ সালে।
- ব্যাডমিন্টন কমনওয়েলথ গেমসে অন্তর্ভূক্ত হয় : ১৯৬৬ সালে।
- ব্যাডমিন্টন অলিম্পিকে অন্তর্ভূক্ত হয় : ১৯৯২ সালে।
- মাটি থেকে ব্যাডমিন্টন নেটের উচ্চতা : ৫ ফুট।
- ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন (BWF) গঠিত হয় : ১৯৩৪ সালে (সদর দপ্তর কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া)।
- পুরুষদের আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় : টমাস কাপ।
- বিশ্ব ব্যাডমিন্টন (নারী) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় : উবের কাপ।
- থমাস কাপ, টেঙ্কু আবদুর রহমান কাপ, বিশ্বকাপ, ইয়োনেক্স কাপ ট্রফিগুলো কোন খেলার সাথে জড়িত : ব্যাডমিন্টন।
- স্মেশ কথাটা ব্যবহৃত হয় : ব্যাডমিন্টন খেলায়।
- উবের কাপ শুরু হয় : ১৯৫৬ সালে।
- ব্যাডমিন্টন ‘গ্রান্ডেস্লাম’ বিজয়ী প্রথম খেলোয়াড় : ইন্দোনেশিয়ার সুশি সুসান্তি।

RAISUL ISLAM HRIDOY

ভলিবল

- ভলিবল খেলার উৎপত্তি : আমেরিকায়।
- ভলিবল কোর্টের মাপ : ৬০ ফুট x ৩০ ফুট।
- মাটি থেকে ভলিবলের নেটের উচ্চতা : ৮ ফুট (প্রায়)।
- ভলিবল খেলায় প্রতি দলে খেলোয়াড় থাকে : ৬ জন।
- অলিম্পিকে ভলিবল অন্তর্ভূক্ত করা হয় : ১৯৬৪ সালে।
- ভলিবল বিশ্ব লিগ শুরু হয় : ১৯৯০ সালে।
- ভলিবল ওয়াল্ড গ্রান্ড চ্যাম্পিয়নস কাপ শুরু হয় : ১৯৯৩ সালে।
- ভলিবল বিশ্বকাপ শুরু হয় : ১৯৬৫ সালে।
- ভলিবল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয় : ১৯৪৯ সালে (অনুষ্ঠিত হয় ৪ বছর পর পর)।

অলিম্পিক সম্পর্কে আরো তথ্য

- আধুনিক অলিম্পিকের জন্ম : ১৮৯৬ সালে।
- IOC-এর পূর্ণরূপ : International Olympic Committee
- বিশ্ব অলিম্পিকের প্রতীক : পরস্পর সংযুক্ত ৫টি রঙের বৃত্ত।
- আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তক : ব্যারন পিয়ারে দ্য কুবার্তা (ফ্রান্স)।
- IOC-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ২০৫।
- IOC-এর সদর দপ্তর : লুজান, সুইজারল্যান্ড।
- অলিম্পিক গেমসের অফিসিয়াল ভাষা : ইংরেজি ও ফরাসি।
- অলিম্পিক জাদুঘর অবস্থিত : লুজান, সুইজারল্যান্ড।
- আধুনিক অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় : ৪ বছর পর পর।
- প্রথম আধুনিক অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল : এথেন্স, গ্রিস।

- আধুনিক অলিম্পিকের অপর নাম : গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক।

RAISUL ISLAM HRIDOY

- অলিম্পিক পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয় : এন্টওয়ার্প অলিম্পিকে (১৯২০ সালে)।
- অলিম্পিক পতাকার পরিকল্পনাকারী : ব্যারন পিয়ারে দ্য কুবার্তা।
- অলিম্পিক শিকার প্রবর্তন হয় : ১৯২৮ সালে, আমস্টারডাম অলিম্পিক থেকে।
- অলিম্পিক পতাকায় রং রয়েছে : লাল, নীল, সবুজ, হলুদ ও কালো।
- বৃত্তগুলোর রং দ্বারা কোন মহাদেশে বোঝায় : হলুদ-এশিয়া; নীল-ইউরোপ; কালো-আফ্রিকা; সবুজ-ওশেনিয়া ও লাল-আমেরিকা।
- অলিম্পিক ম্যারাথনের দৈর্ঘ্য : ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ।
- ১৯২৮ সালে অলিম্পিকে প্রথম নারী অংশগ্রহণ করেন।
- প্রথম আধুনিক অলিম্পিকে ১৩টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল।
- শীতকালীন অলিম্পিক শুরু হয় : ১৯২৪ সাল (ফ্রান্সের চ্যামোনিক্সে)।
- আটলান্টা অলিম্পিক ১৯৯৬-এ কয়টি নতুন খেলা অন্তর্ভূক্ত হয় : ১১টি।
- এশিয়ার কোন দেশের ক্রীড়াবিদ অলিম্পিকে প্রথম স্বর্ণ জিতেন : জাপান।
- প্রতিবন্ধীদের জন্য যেআন্তরর্জাতিক অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় তার নাম : প্যারা অলিম্পিক।
- সিডনি অলিম্পিকে নতুন সংযোজিত ইভেন্ট : সিনক্রোনাইজড সাঁতার।
- এশিয়ায় সর্বপ্রথম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় : ১৯৬৪ সালে, জাপানের টোকিওতে।
- স্পেশাল অলিম্পিকের সূচনা করেন : ইউনাইস কেনেডি শ্রাইভার (যুক্তরাষ্ট্র)।
- স্পেশাল অলিম্পিকের মূলমন্ত্র : সাহস, অংশীদারিত্ব, দক্ষতা ও আনন্দ।
- ২০০৭ সালের স্পেশাল অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় : ০২-১১ অক্টোবর; সাংহাই, চীন।
- প্রথম শীতকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় : ১৯২৪ সালে, চ্যামোনিস্ক, ফ্রান্স।
- ২১তম শীতকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় : ২০১০ সালে, ভ্যাস্কুভার, কানাডা।
- ২২তম শীতকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় : ২০১৪ সালে, সোচি, রাশিয়া।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে কোন কোন সালে অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়নি : ১৯৪০ এবং ১৯৪৪ সালে।
- প্রথম গ্রীষ্মকালীন প্যারা-অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় : ১৮-২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬০; রোম, ইতালি।
- ত্রয়োদশ গ্রীষ্মকালীন প্যারা-অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় : ৬-১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৮; বেইজিং, চীন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

দাবা

- দাবা খেলার উৎপত্তি : ভারতে।
- দাবা খেলার আদি নাম : চতুরঙ্গ।
- বিশ্ব দাবার সর্বোচ্চ সংস্তার নাম : ফিদে (FIDE); প্রতিষ্ঠা ২০ জুলাই ১৯২৪
- আইসিএফ (ICF)-এর পূর্ণরূপ : ইন্টারন্যাশনাল চেস ফেডারেশন।
- বাংলাদেশে গ্রান্ড মাষ্টার খেতাব অর্জনকারী প্রথম দাবাড়- : নিয়াজ মোর্শেদ।
- গ্যারি কাসপারভ যে কম্পিউটারের কাছে হেরে যান তার নাম : ডিপ ব্লু।
- দাবায় সর্বোচ্চ খেতাব : গ্রান্ড মাষ্টার।
- দাবায় প্রতি মাষ্টার খেতাব অর্জনকারী উপমহাদেশের প্রথম দাবাড়ূ : বিশ্বনাথ আনন্দ।
- বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ চালু হয় : ১৮৮৬ সালে।
- দাবায় বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ ফিদে মাষ্টার : নওরোজ ফারহান নূর।

হ্যান্ডবল

- হ্যান্ডবল খেলার প্রবর্তক : হোলজার নেলসন।
- হ্যান্ডবল খেলার মাঠের পরিমাপ : ৪০ * ২০ মিটার।
- হ্যান্ডবল খেলার গোলপোষ্টের মাপ : বিস্তার ৩ মিটার, উচ্চতা ২ মিটার।
- প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের হ্যান্ডবল খেলার সময়সীমা : ১০ মিনিট বিরতিসহ ৭০ মিনিট।
- মহিলাদের হ্যান্ডবল সর্বপ্রথম অন্তর্ভূক্ত হয় : মন্ট্রিল অলিম্পিকে (১৯৭৬ সালে)।
- প্রথম আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা যে দুটি দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় : অষ্ট্রিয়া-জার্মানীর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এবং খেলায় অষ্ট্রিয়া জয়লাভ করে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

মুষ্টিযুদ্ধ

- বক্সিংয়ের উদ্ভাবক : থিসিয়াস।
- বক্সিংয়ে দ্য গ্রেটেষ্ট বলা হয় : মোহাম্মদ আলীকে।
- আধুনিক অলিম্পিকে মুষ্টিযুদ্ধ অন্তর্ভূক্ত হয় : ১৯০৪ সালে।
- বর্তমানে বক্সিংয়ে অবিসংবাদিত চ্যাম্পিয়ন : লেনক্স লুইস (ইংল্যান্ড)।
- আধুনিক আইনে প্রথম বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় : ১৮৯২ সালে।
- মুষ্টিযোদ্ধা মাইক টাইসনের বর্তমান নাম : মালিক আবদুল আজিজ।
- ডববিসি শতাব্দীর সেরা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে পুরষকৃত করেছে : মোহাম্মদ আলীকে।
- বক্সিংয়ে দ্রুততম দ্য কুইকেষ্ট বলা হয় : মোহাম্মদ আলীর কন্যা লায়লা আলীকে।
- মুষ্টিযুদ্ধের পিতা বলা হয় : জ্যাক ব্রাউটনকে। তিনিই প্রথম মুষ্টিযুদ্ধের নিয়ম-কানুনের প্রবর্তক।
- বিশ্ববিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলীর যে কন্যা সমপ্রতি এ পেশায় প্রবেশ করেন তার নাম : লায়লা আলী।
- বক্সিংয়ের ইতিহাসে প্রথম নারী বনাম পুরুষ লড়াই অনুষ্ঠিত হয় : ৯ অক্টোবর ১৯৯৯।

সাঁতার

- সাঁতারকে একটি খেলা হিসেবে পরিচিত করেন : জাপানের সম্রাট সুইজিন (৩৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে)।
- সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় : ১৮৪৬ সালে অষ্ট্রেলিয়ার সিডনিতে।
- অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় প্রথমবারের মতো সাঁতার অন্তর্ভূক্ত হয় : ১৮৯৬ সালে, এথেন্সে।
- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাঁতার নিয়ন্ত্রণ করে : Federation International de Nation Amateure.

RAISUL ISLAM HRIDOY

- অলিম্পিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় নারীরা অংশ নেয় : ১৯১২ সালে।
- আন্তর্জাতিক সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা শুরু হয় : ১৯৭৩ সালে।
- বিশ্ব সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপে সবচেয়ে বেশি পদক জয় করেন : সাবেক পূর্ব জার্মানির এন্ডার।
- অলিম্পিক সাঁতারে সর্বাপেক্ষা বেশি স্বর্ণ পদক জয় করেন : মাইকেল ফেলপস (১৪টি)
- সর্বপ্রথম ডুব সাঁতার দিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছিল : ফ্রেড ব্যালডাসারে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)।
- সর্বপ্রথম সাঁতারে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিলেন : ম্যাথিউ ওয়েব (ইংল্যান্ড), ১৮৭৫ সালে।
- সর্বপ্রথম (নারী) ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন : গারট্রুডে এডারলে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), ১৯২৬ সালে।
- অলিম্পিক সাঁতারে প্রথম স্বর্ণবিজয়ী : আলফ্রেড হ্যাজাস (হাঙ্গেরি), ১৮৯৬ সালে।
- সর্বপ্রথম সাঁতার কেটে আটলান্টিক সাগর পাড়ি দেন : বোনোই লেকোমতে, তিনি ফ্রান্সের নাগরিক।

এক নজরে বিশ্ব ক্রীড়া সংস্থা

- সংস্থা/সংগঠন : ফিফা
- প্রতিষ্ঠাকাল : ২১ মে ১৯০৪
- সদর দপ্তর : জুরিখ, সুইজারল্যান্ড
- সদস্য সংখ্যা : ২০৮

- সংস্থা /সংগঠন : আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল
- প্রতিষ্ঠাকাল : ১৫ জুন ১৯০৯
- সদর দপ্তর : দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
- সদস্য সংখ্যা : ১০৪

RAISUL ISLAM HRIDOY

- সংস্থা /সংগঠন : আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি
- প্রতিষ্ঠাকাল : ২৩ জুন ১৮৯৪
- সদর দপ্তর : লুজান, সুইজারল্যান্ড
- সদস্য সংখ্যা : ২০৫

- সংস্থা /সংগঠন : এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন
- প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৫৪
- সদর দপ্তর : কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া
- সদস্য সংখ্যা : ৪৬

- সংস্থা /সংগঠন : এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল
- প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৮৩
- সদর দপ্তর : কুয়ালালাপুর, মালয়েশিয়া
- সদস্য সংখ্যা : ২২

- সংস্থা /সংগঠন : আন্তার্জাতিক অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন
- প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯১২
- সদর দপ্তর : মোনাকো
- সদস্য সংখ্যা : ২১২

- সংস্থা /সংগঠন : আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন
- প্রতিষ্ঠাকাল : ৭ জানুয়ারি ১৯২৪
- সদর দপ্তর : লুজান, সুইজারল্যান্ড
- সদস্য সংখ্যা : ১২৭

- সংস্থা /সংগঠন : আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল ফেডারেশন

RAISUL ISLAM HRIDOY

- প্রতিষ্ঠাকাল : ১১ জুলাই ১৯৪৬
- সদস্য সংখ্যা : ১৫৯

অন্যান্য

প্রশ্ন : বিশ্ব ব্যাডমিন্টন (নারী) প্রতিযোগিতা পরিচিত-

উত্তর : উবের কাপ হিসেবে।

প্রশ্ন : 'স্প্যাশ' কথাটি ব্যবহৃত হয়-

উত্তর : ব্যাডমিন্টন খেলায়।

প্রশ্ন : দাবা খেলার উৎপত্তি-

উত্তর : ভারতে।

প্রশ্ন : দাবা খেলার আদিনাম-

উত্তর : চতুরঙ্গ।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে গ্র্যান্ডমাস্টার খেতাব অর্জনকারী প্রথম দাবাড়ু-

উত্তর : নিয়াজ মোর্শেদ।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের নামকরা নারী দাবাড়ু-

উত্তর : রানী হামিদ।

প্রশ্ন : বিখ্যাত দাবাড়ু গ্যারি কাসপারভ-

উত্তর : রাশিয়ার।

প্রশ্ন : বিশ্ব দাবার সর্বোচ্চ সংস্থা-

উত্তর : ফিদে।

প্রশ্ন : দাবায় সর্বোচ্চ খেতাব-

উত্তর : গ্র্যান্ডমাস্টার।

প্রশ্ন : কাবাডি খেলায় মাঠের পরিমাণ-

উত্তর : ১২.৫ মিটার বাই ১০ মিটার।

প্রশ্ন : কাবাডি খেলা সাফ গেমসে অন্তর্ভুক্ত হয়-

উত্তর : ১৯৮৫ সালে।

প্রশ্ন : লোনা, লবি শব্দ ব্যবহৃত হয়-

RAISUL ISLAM HRIDOY

উত্তর : কাবাডি খেলায়।

প্রশ্ন : কাবাডি খেলার জন্যে সময়-

উত্তর : (২০+৫+২০) মিনিট।

প্রশ্ন : মুষ্টিযুদ্ধের (বক্সিং) উদ্ভাবক-

উত্তর : থিসিয়াস।

প্রশ্ন : বক্সিংয়ের 'দ্য গ্রেটেস্ট'-

উত্তর : মোহাম্মদ আলী।

প্রশ্ন : মুষ্টিযোদ্ধা মাইক টাইসনের বর্তমান নাম-

উত্তর : মালিক আব্দুল আজিজ।

প্রশ্ন : বক্সিং-এ 'দ্য কুইজেস্ট' বলা হয়-

উত্তর : মোহাম্মদ আলীর কন্যা লায়লা আলীকে।

হ তারিক হাসান

কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি

কম্পিউটার বেসিক প্রশ্নোত্তর

১। কম্পিউটার শব্দের অর্থ কি? – গননাকারী যন্ত্র।

২। আধুনিক কম্পিউটারের জনক কে? – জনক চালর্স ব্যাবেস

৩। কম্পিউটারের স্মৃতি কত প্রকার? -কম্পিউটারের স্মৃতি প্রধানত দুই প্রকার

৪। LCD এর পূর্ণমান লিখ? – Liquid Crystal Display.

৫। PC অর্থ কী? – Personal Computer.

৬। CPU কী? -Central Processing Unit

৭। 1 KB = ? উত্তরঃ 1 KB = 1024 Byte.

৮। কম্পিউটারের আবিষ্কারক কে? – হাওয়ার্ড এ্যাইকিন

৯। কম্পিউটারের স্থায়ী স্মৃতিশক্তিকে কি বলে? – Rom

RAISUL ISLAM HRIDOY

১০। কম্পিউটারে কোনটি নেই?- বুদ্ধি বিবেচনা
১১। ভিডিও শেয়ারিং সাইট ইউটিউব (Youtube) এর প্রতিষ্ঠাতা কে?
– স্টিভ চ্যাল ও জাভেদ করিম
১২। কোনটি কম্পিউটারের সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে?
– সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট
১৩। ই-মেইল কি?- ইলেকট্রনিক মেইল
১৪। কম্পিউটারের ব্রেইন বলা হয় কাকে?- মাইক্রো প্রসেসর
১৫। কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ বা যন্ত্রকে কি বলে? – হার্ডওয়্যার
১৬। বর্তমান কম্পিউটার জগতের কিংবদমিত্ম কে?-বিল গেটস
১৭। কম্পিউটার বায়োস (BIOS) কি? -Basic Input-Output System
১৮। কম্পিউটারের প্রধান প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডকে বলা
হয়? -মাদারবোর্ড
১৯। কম্পিউটার র্যাম কি? -স্মৃতিশক্তি
২০। কম্পিউটার পদ্ধতির দুটি প্রধান অঙ্গ হচ্ছে-
-হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার অংশ
২১। ইন্টারনেট ব্যবহারে বর্তমানে শীর্ষ দেশ- -চীন
২২। IC চিপ দিয়ে তৈরী প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার- -Intel 4004
২৩। কত সালে প্রথম কম্পিউটার নেটওয়ার্ক চালু হয়? -১৯৭৯
সালে
২৪। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কত প্রকার? -৪ প্রকার
২৫। চ্যাট (Chat) অর্থ কি? -খোশগল্প করা
২৬। বাংলাদেশে অনলাইন ইন্টারনেট সার্ভিস কবে থেকে হয়?
-১৯৯৬ সালের ৪ জুন
২৭। কম্পিউটারের এই '#'চিহ্ন কে কি বলে? -হ্যাস চিহ্ন
২৮। ওয়েব অর্থ কি?- – জাল
২৯। মাইক্রো শব্দের অর্থ কি? – ক্ষুদ্রাকার
৩০। অসংখ্য কম্পিউটারের সমন্বয়ে গঠিত বিশ্বব্যাপী কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে কি বলা হয়? –ইন্টারনেট
৩১। কম্পিউটারের ব্যবহার নয় কোনটি? -স্বপ্ন দেখা
৩২। মাউস ক্লিক বলতে কি বুঝায়?
– মাউসের বাম বোতামে চাপা
৩৩। কম্পিউটার শব্দের উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে? –
Compute
৩৪। কম্পিউটারে কয় ধরনের ড্রাইভ থাকে? -৩ ধরনের
৩৫। পাওয়ার-পয়েন্ট ফাইলকে বলা হয়- -প্রেজেনটেশন

RAISUL ISLAM HRIDOY

৩৬। কোনটি ডাটা সংরক্ষণ ও স্থানান্তরের ব্যবহৃত হয়। – পেনড্রাইভ

৩৭। নিচের কোনটি বাংলা লেখার সফটওয়্যার? – বিজয়

৩৮। তথ্য প্রযুক্তির শাখা নয় কোনটি? -ডাক বিভাগ

৩৯। অপারেটিং সিষ্টেম হচ্ছে- -মানুষের মসিত্মস্কের বুদ্ধি

৪০। Find কমান্ড থাকে কোন মেনুতে? -Edit

৪১। অক্ষরের আকার আকৃতি পরিবর্তন করতে হয়- -ফন্ট ডায়লগ বক্সে

৪২। মানুষের দেহকে যদি হার্ডওয়্যার ধরা হয় তাহলে সফ্টওয়্যার- – প্রাণ

৪৩। কম্পিউটারের বুদ্ধি ম্‌নুষের চেয়ে–কম

৪৪। বিভিন্ন অক্ষর টাইপ করতে কী-বোর্ডের কোথায় চাপ দিতে হয়। -বোতামে

৪৫। কত সালে অ্যাপেল অপারেটিং সিষ্টেম ৭.০ প্রবর্তন করেন? -১৯৭১ সালে

৪৬। কম্পিউটারে স্মৃতি ধারণ ক্ষমতা কিসে প্রকাশ করা হয়? -বাইট

৪৭। প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার কে? – লেডি অ্যাডা অগাষ্টা

৪৮। পাওয়ার পয়েন্ট কোন ধরনের প্যাকেজ প্রোগ্রাম? – মাল্টিমিডিয়া

৪৯। কম্পিউটারের কাজের গতি কি দ্বিরা প্রকাশ করে? -ন্যানো সেকেন্ড

৫০। কম্পিউটারের জনক চার্লস ব্যাবেজ পেশায় কি ছিলেন? – গণিতবিদ

৫১। চ্যাট (Chat) অর্থ কি? -খোশগল্প করা

৫২। মাইক্রো শব্দের অর্থ কি? -ক্ষুদ্রাকার

৫৩। নিউমেরিক কি প্যাড কোথায় থাকে? -কীবোর্ডের ডান দিকে।

৫৪। সফ্টওয়্যারের অমত্মর্ভূক্ত নয় কোনটি? -মনিটর

৫৫। ফাইল কপি বা স্থানামত্মর প্রক্রিয়ার চূড়ামত্ম নির্দেশ হল- -Copy

৫৬। একসিস কোন ধরনের প্যাকেজ প্রোগ্রম? -ডেটাবেজ

৫৭। পাওয়ার পয়েন্ট ফাইলেক কি বলা হয়- -প্রেজেন্টেশন

৫৮। কম্পিউটারে হিসাব নিকাশ করার জন্য কোন সফ্টওয়্যারটি সর্বাধিক উপযোগী? -এম.এস.এক্সেল

৫৯। কোন ধরনের প্রিন্টার সবচেয়ে দ্রম্নতগতিতে

RAISUL ISLAM HRIDOY

উন্নতমানের
প্রিন্ট প্রদানে সক্ষম? -লেজার প্রিন্টার
৬০। কোন কোম্পানির মাইক্রোপ্রসেসর দিয়ে আইবিএম পিসি তৈরী? -ইন্টেল
৬১। BOL কি?- Bangladesh Online Limited.
৬২- অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে- -মানুষের মসিত্মস্কের বুদ্ধি
৬৩। Find কমান্ড কোন মেনুতে থাকে?- -Edit মেনুতে
৬৪। কিসে Close কমান্ড দিলে ডাটাবেজের বিদ্যমান ফাইল বন্ধ হয়ে যায়? -File মেনুর Close কমান্ড দিলে
৬৫। নোটপ্যাড এর ব্যবহার নয় কোনটি? -ছবি আঁকা
৬৬। উইন্ডোজ -৯৫ বাজারে এসেছিল- -১৯৯৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর
৬৭। জন্ম তারিখ হলো একটি- ফিল্ড
৬৮। অক্ষরের আকার আকৃতি পরিবর্তন করতে হয়- -ফন্ট ডায়ালগ বক্সে
৬৯। মানুষের দেহকে যদি হার্ডওয়্যার ধরা হয় তাহলে সফটওয়্যার- -প্রাণ
৭০। কম্পিউটারের বুদ্ধি মানুষের চেয়ে- -কম
৭১। Binary disit থেকে উৎপত্তি হয়- -Bit
৭২। প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য কী?
-সমস্যার সমেত্মাষজনক সমাধান
৭৩। কমপ্লেক্স কম্পিউটারের নক্সা তৈরী করেন- -ড. স্টিবিজ
৭৪। বিভিন্ন অক্ষর টাইপ করতে কী-বোর্ডের কোথায় চাপ দিতে হয়?-বোতামে
৭৫। লেখালেখির জন্য তৈরী ব্যবহারিক প্যাকেজ প্রোগ্রাম কোনটি? -ওয়ার্ড প্রোসেসিং প্রোগ্রাম
৭৬। যেসব প্রোগ্রাম ব্যবহার করে কম্পিউটারকে ভাইরাস হতে রক্ষা করা হয় তাকে কি বলে?
-এন্টিভাইরাস
৭৭। মাইক্রো কম্পিউটারে সবকিছু একত্রে থাকাকে কি বলে? -লজিক বোর্ড
৭৮। দুটি কম্পিউটার টেলিফোন লাইনের সাথে সংযুক্ত করে কে?-মডেম
৭৯। কম্পিউটার গণনার একক কোনটি? -বাইট

RAISUL ISLAM HRIDOY

৮০। এক্সেল কোন ধরনের প্যাকেজ প্রোগ্রাম?-
স্প্রেডশিট
৮১। কম্পিউটারে ব্যবহৃত প্রোগ্রাম সমষ্টিকে কি বলে?
সফটওয়্যার
৮২। কম্পিউটারের কাজের গতি কি দ্বারা প্রকাশ করা হয়? -ন্যানো
সেকেন্ড
৮৩। কোনটি ছাড়া হার্ডওয়্যার কাজ করে না? -সফ্টওয়্যার
৮৪। কোন কাজ করার জন্য কম্পিউটারকে কি প্রদান করতে হয়? –
তথ্য বা ডাটা
৮৫। কম্পিউটার কিভাবে তথ্য প্রক্রিয়ার কাজ করে? -নির্দেশ
অনুযায়ী
৮৬। কম্পিউটার যন্ত্র কোন ভাষা বোঝে? -নিজস্ব ভাষা
৮৭। কম্পিউটারের আউটপুট যন্ত্র নয় কোনটি? -স্ক্যানার
৮৮। সবচেয়ে শক্তিশালী কম্পিউটার হলো- -সুপার কম্পিউটার
৮৯। কম্পিউটার কার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে? -মানুষের
৯০। শুরম্নতে কম্পিউটার দিয়ে কোন কাজটি করানো হত? –
গণনার
৯১। সফ্টওয়্যার শিল্পে বর্তমানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে
কোন দেশ? – ভারত
৯২। ইন্টারনেটের একাউন্ট গ্রহণকারীদের কি বলে? –
নেটিজেন
৯৩। ইন্টারনেটের উদ্ভব হয় কোন দেশে। – যুক্তরাষ্ট্রে
৯৪। বর্তমান যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ মাধ্যম
কোনটি? -ইন্টারনেট
৯৫। Ok এবং Cancel অথবা Close বোতাম কোথায় থাকে? –
ডায়ালগ বক্সে।
৯৬। কোন মেনুতে প্রিন্ট কমান্ড থাকে?- File
৯৭। File, Edit, Help, View ইত্যাদি শব্দগুলো
কোথায় লেখা থাকে?- মেনু বারে
৯৮। ফাইল সেফ করার জন্য কোন মেুনর প্রয়োজন? -ফাইল
মেনুর
৯৯। ইংরেজী বড় হাতের অক্ষর টাইপ করতে কোন বোতাম
প্রয়োজন? -CapsLock
১০০। F1 থেকে F12 পর্যমত্ম কী-গুলোকে এক সাথে বলা

RAISUL ISLAM HRIDOY

হয় -ফাংশন কী?

১০১। কম্পিউটারের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ কাজে কোন পদ্ধতি ব্যবহার হয় না? -দশমিক

১০২। চন্দ্রাবতী হলো- -বাংলা ফন্টের নাম

১০৩। কোনটি চিত্রভিত্তিক ডাটাবেজ প্রোগ্রাম?-এক্সেল

১০৪। ডাটাবেজ অর্থ হল–তথ্যবিন্যাস

১০৫। বিজয় কী বোর্ড ব্যবহার করার জন্য কী টাইপ করতে হয়? -Ctrl+Alt+B

১০৬। কম্পিউটার মাউস কে তৈরী করেন? -উইলিয়াম ইংলিস

১০৭। WWW এর জনক কে?- টিম বার্নস লি

১০৮। কম্পিউটারের ভাষা কি প্রকৃতির হয়? -ডিজিটাল

১০৯। কার্সর (Cursor) কি? -আলোক রেখা

১১০। উইন্ডোজ আসলে কিসের মতো?-খোলা জানালা

১১১। অক্ষর কাটা বা মোছার জন্য কোন কমান্ড ব্যবহার করা হয়? – ডিলিট বা ব্যাকস্পেস

১১২। কোন বিজ্ঞানী কম্পিউটার ভাইরাস নামকরণ করেন? – ফ্রেড কোহেন

১১৩। ডেটা ফাইলসমুহ আক্রমণ করে কোন ভাইরাস? -ম্যাক্রো ভাইরাস

১১৪। মাউসকে ঝুলিয়ে ধরনের কিসের মতো দেখায়? – ইদুরের মত

১১৫। ফাইল সেভ করার জন্য কোন মেনুর প্রয়োয়ন? -ফাইল মেনু

১১৬। কম্পিউটার ভুল ফলাফল প্রদর্শন করলে বুঝতে হবে- -ডাটা ইনপুট করায় ভুল হয়েছে।

১১৭। ইনপুট ডিভাইস কোনটি? – কিবোর্ড

১১৮। আউটপুট ডিভাইস কোনটি? – মনিটর

১১৯। সিপিইউ এর অংশ নয় কোনটি? -মেমোরি

১২০। কম্পিউটারের স্মৃতি কত প্রকার। – ২

১২১। কম্পিউটার প্রধানত কয় প্রকার?- ৩

১২২। ওয়ার্ড প্রসেসিং প্যাকেজ নয় কোনটি?-ওয়ার্ড প্রসেসর

১২৩। ৫৩D কোন ধরনের সংখ্যা? -হেক্সাডেসিমাল

১২৪। সংখ্যা পদ্ধিতি মোট কত প্রকার? -৪ প্রকার

২৫। ফাংশন কি কোন গুলি?- F1-F12

RAISUL ISLAM HRIDOY

১২৬। 0-09 পর্যমত্ম Key গুলোর নাম কী? – Numeric Key
১২৭। নিচের কোনটি স্পেশাল Key।- Space bar
১২৮। নিচের কোনটি Antivirus সফ্টওয়্যারের নাম লিখ? – Norton
১২৯। MS word-এ Select All এর শর্টকাট কমান্ড কি? – Ctrl+A
১৩০। LAN এর পূর্ণ নাম লিখ? – Local Area Network
১৩১। WWW এর পূর্ণ নাম লিখ?- World Wide- Web
১৩২। Save কোন মেনুতে রয়েছে?- File
১৩৩। মেনুবারে কয়টি মেনু আছে। – ৯টি
১৩৪। Save এর সর্টকাট কমান্ড লিখ। -Ctrl+S
১৩৫। MS word-এ Symbol কোন মেনুতে আছে। – Insert
১৩৬। File অর্থ কি? – নথিপত্র
১৩৭। Data Processing কয় প্রকার?- ৩
১৩৮। জ্জ্ব কিভাবে লিখতে হয় ... – জ্ জ্ ব
১৩৯। IBM PC প্রথম বাজারে আসে...- ১৯৮১ সালে
১৪০। মাইক্রোসফ্ট উইন্ডোজ 3.1 বাজারে আসে... – ১৯৯২ সালে
১৪১। Apple Computer কত সালে বাজারে আসে... – ১৯৭৬ সালে
১৪২। MS word-এ New document নেয়ার জন্য কোন মেনুতে ক্লিক করতে হয়- – File
১৪৩। পুরাতন ডকুমেন্ট Open করার জন্য কোন মেনুতে ক্লিক করতে হয়– File
১৪৪। Save অর্থ কি?- সংরক্ষণ করা
১৪৫। Pragraph কোন মেনুতে রয়েছে– Format
১৪৬। MS word-এ Find এর শর্টকাট কমান্ড কি? – Ctrl+F
১৪৭। MS word-এ Document কে বড় করে দেখার জন্য- – Zoom
১৪৮। M.S Excel –এ কতটি রো আছে?-৬৫,৫৩৬টি
১৪৯। M.S Excel –এ কতটি কলাম আছে?-২৫৬টি
১৫০। M.S Excel –এ কতটি Cell আছে? -১,৬৭,৭৭,২১৬টি
১৫১। বেসিক ভাষা উদ্বোধন করেন?-জন কেমিনি ও টমাস কার্টর্জ
১৫২। পিসি তৈরীতে আবশ্যক নয় কোনটি?- প্রিন্টার
১৫৩। সাধারণ ডাটাবেজ হলো–একটি ফাইল বিশিষ্ট ডাটাবেজ

RAISUL ISLAM HRIDOY

১৫৪। লেখালেখির জন্য ব্যবহৃত প্রোগ্রাম কোনটি? -ওয়ার্ড প্রসের্সিং
১৫৫। নোটবুক নামে পরিচিত কোনটি? -ল্যাপটপ
১৫৬। পৃথিবীর প্রথম স্বয়ক্রিয় গণনার যন্ত্রের নাম- – MARK-1
১৫৭। অ্যানিমেশন, গ্রাফিক্স ও সাউন্ডের সমষ্টিকে কি বলা হয়?- মাল্টিমিডিয়া
১৫৮। ক্যাপস লক কী জন্য ব্যবহার হয়?- বড় হাতের লেখার জন্য
১৫৯। নিচের কোনটি ইংরেজী ফন্ট নয়? – চন্দ্রাবতী
১৬০। কীবোর্ডে এ্যারো কী-এর সংখ্যা কয়টি? -৪টি।
১৬১। কিবোর্ডে কয়টি Alt Key আছে? -২
১৬২। কিবোর্ডে Windos Key কয়টি? -২
১৬৩। কিবোর্ডে ESC কয়টি? -১
১৬৪। কিবোর্ডে Home Key কয়টি? -১
১৬৫। কোন কম্পিউটার কে পার্সোনাল কম্পিউটার বলা হয়? – মাইক্রো কম্পিউটার।
১৬৬। অপারেটিং সিষ্টেম কি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে? – পুরো কম্পিউটার সিষ্টেম
১৬৭। কোন কোম্পানি প্রথমে পার্সোনাল কম্পিউটার তৈরী করে? – অ্যাপল।
১৬৮। মেইনফ্রেম কম্পিউটারের ছোট সংস্করণ কোনটি? -মিনিফ্রেম
১৬৯। এনিমেশন শব্দের অর্থ কি? জীবন্ত করা।
১৭০। ই-ফোন কি?- ইন্টারনেট ফোন।
১৭১। পৃথিবীর প্রথম স্বয়ক্রিয় গণনা যন্ত্রের নাম-MARK-1
১৭২। মার্ক-১ এর দৈর্ঘ্য ছিল– ৫১ ফুট লম্বা।
১৭৩। রাশিয়ার এ্যাবাকাশকে কী বলা হয়?- স্কোটিয়া
১৭৪। পিডিপি-৮ কোন প্রজন্মের কম্পিউটার?-দ্বিতীয়
১৭৫। লাইট পেন হলো এক ধরণের- -ইনপুট ডিভাইস।
১৭৬। কোন ডিক্স সরাসরি ফরমেট করা যায় না।- ফ্লপি ডিক্স।
১৭৭। RAM Cache কিসের অংশ বিশেষ? -RAM
১৭৮। উইন্ডোজ এনটি/২০০০ এর বিটের সংখ্যা হলো- ৩২
১৭৯। কোন প্রজন্মের কম্পিউটারের সঙ্গে মনিটরের প্রচলন শুরু হয়? -তৃতীয় প্রজন্ম।

RAISUL ISLAM HRIDOY

১৮০। বর্তমান ব্যবহৃত পিসি কোন প্রজন্মে? -চতুর্থ প্রজন্মের।

১৮১। ইনপুট হিসেবে আসা তথ্যগুলো জমা হয় কোথায়? –র্যামে।

১৮২। মডেম হচ্ছে- -তথ্য আদান প্রদানে যন্ত্র।

১৮৩। বাইনারী অংকের সংক্ষিপ্ত নাম হচ্ছে- -বিট।

১৮৪। একটি ফিল্ডে কতটি বর্ণ হতে পরে?-৬৪টি।

১৮৫। কোনটি কম্পিউটারের কাঁচা মাল? -তথ্য।

১৮৬। প্রথম আবিস্কৃত ব্রাউজারের নাম কি?- মোজাইক।

১৮৬। সি ল্যাঙ্গুয়েজের জনক কে?- ডেনিস রিচি

১৮৭। সুপার কম্পিউটার কে আবিস্কার করেন? – সেয়মোর ক্রে

১৮৮। প্রথম প্রজন্মের প্রথম কম্পিউটারের নাম কি?- ইউনিভ্যাক-১

১৮৯। মডেমের গতি পরিমাপের একক কি?-KBPS

১৯০। সফটওয়্যার কি ধরণের শক্তি। -অদৃশ্য শক্তি।

১৯১। হোমপেজ কি- -একধরণের ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন।

১৯২। নিচের কোনটি ডাটাবেজ প্যাকেজ নয়? -জাভা।

১৯৩। ইউপিএস কত প্রকার? -২ প্রকার।

১৯৪। এইচটিএমএল একটি-প্রোগ্রাম

১৯৫। কে এইচটিএমলএল ভাষার রূপদান করেন?বার্নার্স লী

১৯৬। শিক্ষার্থীরা সহজে আয়ত্ত করতে পারে কোন প্রোগ্রাম? বেসিক প্রোগ্রাম।

১৯৭। কোন প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ? -সি

১৯৮। ওরাকল কোন ধরনের প্রোগ্রাম? -ডাটাবেজ

১৯৯। ০ ও ১ এই দুটি সংখ্যার প্রত্যেকটিকে কি বলে?-বিট

২০০। কম্পিউটার ইনপুট দেয়ার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রকে কি বলে?-ইনপুট ডিভাইস

২০১। LCD (Liquid Crystal Display) এর জনক কে?- সুইস পদার্থবিদ মার্টিন সাউট

২০২। বাংলাদেশের প্রথম সার্চ ইঞ্জিনের নাম কি?-পিপীলিকা

২০৩। মোবাইল ফোনে প্রথম কথা বলা হয় কবে?-৩ এপ্রিল ১৯৭৩।

২০৪। ২৭ জুন ২০১১ গুগল কোন সামাজিক যোগাযোগ সাইট চালু করেন?- গুগল পস্নাস

RAISUL ISLAM HRIDOY

২০৫। Quick Heal কী? – এন্টিভাইরাস সফ্টওয়ার
২০৬। Twitter কী? – সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট
২০৭। ২০১০ সালের ভারত প্রথম বারের মত কি নামে নিজস্ব ওয়েব ব্রাউজার চালু করেন? – Epic.
২০৮। Zeus (জিয়ুজ) কী? – কম্পিউটার ভাইরাস।
২০৯। ৫ জানুয়ারী ২০১০ গুগল প্রথম কোন মোবাইল ফোন বাজারে নিয়ে আসে? – নেক্সাস-১
২১০। ২০১২ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা কত? ২৫ লাখের বেশি
২১১। ফেসবুকে মনের ভাব প্রকাশকে কী বলে?-স্ট্যাটাস
২১২। ফেসবুকের স্ট্যাটাসকে টুইটারে কী বুঝানো হয়? -টুইট
২১৩। কোন সামাজিক যোগাযোগ সাইটটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়? -ফেসবুক
২১৪। জুন ২০১২ পর্যমত্ম পৃথিবীতে Facebook ব্যবহারকারীদের সংখ্যা কত?- ৯০ কোটি।
২১৫। গুগলের ছবি Upload করার সাইটের নাম কি?-Picasa
২১৬। কোন মেমোরি মুছে ফেলা খুব কঠিন?-রমের মেমোরি
২১৭। কোথায় কম্পিউটার চালু করার নির্দেশনাবলি সংরক্ষিত থাকে? – ROM
২১৮। সর্বপ্রথম কোন কোম্পানি হার্ডডিস্ক তৈরী করেন?- আইবিএম
২১৯। ডিজিটাল ক্যামেরা কি ধরনের ডিভাইস?-ইনপুট ডিভাইস
২২০। ল্যাপটপের কোন অংশটি মাউসের কাজ করে?– টাচ প্যাড
২২১। পেনড্রাইভ প্রথম কখন বাজারে আসে? -২০০০ সালে।
২২২। গেমস খেলার জন্য আলাদা পোর্ট থাকে কোথায়?- গ্রাফিক্স কার্ডে
২২৩। কত সালে প্রথম হার্ডডিক্স তৈরী হয়?–১৯৫৬ সালে।
২২৪। কম্পিউটারের ভাষায় কয়টি অক্ষর আছে? – ২টি
২২৫। পেনড্রাইভ এর অপর নাম কি? ফ্লাশ ড্রাইভ।
২২৬। ১৯৮৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার বাহিনীর ওয়েবসাইটে ঢুকে পড়া হ্যাকারের বয়স কত ছিল? ১৯ বছর।
২২৭। বিশ্বের বৃহত্তম মুক্ত জ্ঞান ভান্ডার কোনটি? -উইকিপিডিয়া

RAISUL ISLAM HRIDOY

২২৮। কেউ যদি অপরের ওয়েব সাইটে ঢুকে কোন কিছু ক্ষতি না করে ফিরে আসে তাকে কী বলা হয়?
হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার।

২২৯। Melissa ভাইরাস কবে কম্পিউটার ওয়ার্ল্ডকে আক্রমন করে? -১৯৯৯ সালে।

২৩০। Melissa- এর আক্রমনের ভয়ে কোন কোম্পানি তাদের ই-মেইল সার্ভার বন্ধ রাখে? -Microsoft.

২৩১। Melissa Virus তৈরী করেন কে? – ডেভিড স্মিথ

২৩২। Melissa Virus তৈরীর অপরাধে ডেভিড স্মিথের কী সাজা হয়েছিল? – ১০ বছরের জেল?

২৩৩। Mydoom Worm কি? – কম্পিউটার ভাইরাস।

২৩৪। ২০০৪ সালে কোন কম্পিউটার ভাইরাসটি সাইবার জগৎকে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে?
– Mydoom Worm

২৩৫। Mydoom Worm কম্পিউটার ভাইরাস একসাথে কয়টি কম্পিউটারকে আক্রমন করে?-২,৫০,০০০।

২৩৬। কেউ যদি অপরের ওয়েবসাইটে ঢুকে তার ওয়েবসাইট এলোমেলো করে ফেলে তাকে কী বলা হয়?
-ব্লাক হ্যাট হ্যাকার।

২৩৭। অন্যের ওয়েবসাইটের গোপন অংশে অবৈধভাবে ঢুকে পড়াকে কী বলা হয়?- হ্যাকিং

২৩৮। ইন্টারনেট থেকে কোনো তথ্য কপি করে হুবহু নিজের মতো চালিয়ে দেওয়াকে কী বলা হয়?
– পেস্নজারিজম।

২৩৯। কম্পিউটার ভাইরাস কি?-একধরণের প্রোগ্রাম।

২৪০। সর্বপ্রথম প্রবর্তিত বাংলা লেখা সফটওয়্যারের নাম কি? -শহিদ লিপি।

২৪১। শহিদ লিপি সফটওয়্যার কত সালে প্রবর্তন করা হয়? – ১৯৮৫ সালে।

২৪২। এলাইনমেন্ট কয় ধরণের ? ৪ ধরণের।

২৪৩। একটি কীবোর্ডে কয়টি ফাংশন-কী থাকে? ১২টি।

২৪৪। দুটি বর্ণ পরস্পরকে যুক্ত করতে সংযোগকারী মধ্যবর্তী “Key” কোনটি? -G

২৪৫। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল অনুমোদিত বাংলা কীবোর্ড

RAISUL ISLAM HRIDOY

লেআউট এর নাম কী? -ন্যাশনাল কীবোর্ড।
২৪৬। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড চালুর সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনটি খোলে? – নতুন ডকুমেন্ট।
২৪৭। অভ্র কত সালে প্রবর্তিত হয়? -২০০৭ সালে।
২৪৮। ইংরেজি U বাটন দ্বারা বিজয় বাংলা কীবোর্ডে কী লেখা যায়? – জ ও ঝ
২৪৯। উইকিপিডিয়া তৈরী করেন কে?-সারাবিশ্বের মানুষ
২৫০। ইন্টারনেট কী?
উ: দুই বা ততোধিক ভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড-এর নেটওয়ার্ককে মধ্যবর্তী সিস্টেম (যেমন: গেটওয়ে, রাউটার)-এর মাধ্যমে আন্ত-সংর্যুক্ত করে যে মিশ্র প্রকৃতির নেটওয়ার্কের ডিজাইন করা হয়, তাকে ইন্টারনেট বলে।
২৫১। কম্পিউটার কে আবিস্কার করেন?-উঃ হাওয়ার্ড এইকিন।
২৫২। বিশ্বের প্রথম কম্পিউটারের নাম কি? উঃ ENIAC
২৫৩। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি প্রথম ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটারের নাম কি? উঃ UNIVAC
২৫৪। প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটারের নাম কি? উঃ Mark-1
২৫৫। প্রথম তৈরি পার্সোনাল কম্পিউটারের নাম কি? উঃ এ্যালটেয়ার ৮৮০০।
২৫৬। প্রথম মিনি কম্পিউটারের নাম কি? উঃ পিডিপি-১
২৫৭। মিনি কম্পিউটারের জন্মদাতা কে? উঃ কেনেথ এইচ ওলসেন।
২৫৮। মানব মসিত্মস্কের কোন বৈশিষ্ট্য কম্পিউটারে নেই? উঃ বুদ্ধি বিবেচনা।
২৫৯। পামটম কি? উঃ একধরণের ছোট কম্পিউটার।
২৬০। বিশ্বের প্রথম ও একমাত্র কম্পিউটার যাদুঘর কোথায় অবস্থিত? উঃ যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায়।
২৬১। বাংলাদেশে স্থাপিত প্রথম কম্পিউটারের নাম কি? উঃ আইবিএম-১৬২০ সিরিজ।
২৬২। বাংলাদেশে প্রথম মেইনফ্রেম কম্পিউটার কোথায় অবস্থায় করা হয়? উঃ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনে।
২৬৩। মাইক্রোসফট কি? উঃ কম্পিউটার সফট্ওয়্যার জগতে নামকরা প্রতিষ্ঠান।
২৬৪। এনালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের সমন্বয়ে গঠিত হয়- উঃ হাইব্রিড কম্পিউটার
২৬৫। 'CIH' ভাইরাস কত তারিখে কম্পিউটারে বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়

RAISUL ISLAM HRIDOY

সৃস্টি করে? উ: ২৬ এপ্রিল ১৯৯৯।

২৬৬। কম্পিউটারের প্রথম প্রোগ্রামিং ভাষা কোনটি? উঃ ADA

২৬৭। Which one is a graphics software? উঃ Adobe Photoshop.

২৬৮। এক কিলোবাইটের বিটের সংখ্যা কত? উঃ 1024 byte

২৬৯। Web Page কি? উঃ সার্ভারে রাখা ফাইল।

২৭০। http এর পূর্ণরূপ কি? উঃ hyper text transfer protocol.

২৭১। চার্লস ব্যাবেজকে কিসের জনক বলা হয়?

উঃ- কমপিউটারের।

২৭২। ইনপুট ও আউটপুটকে সংক্ষেপে কোন চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়?

উঃ- I/O

২৭৩। নিয়ন্ত্রণ ইউনিট কে কি বলে?

উঃ- Control Unit

২৭৪। কার্যনীতির ভিত্তিতে কমপিউটারের শ্রেণিবিভাগ কয়টি ও কি কি?

উঃ- তিনটি যথাঃ ক) অ্যানালগ। খ) ডিজিটাল। গ) হাইব্রিড।

২৭৫। কমপিউটার শব্দের উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে?

উঃ- কম্পুটার

২৭৬। কয়েকটি ইনপুট ডিভাইস লিখ।

উঃ- কী-বোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, ডিজিটাল ক্যামেরা ইত্যাদি।

২৭৭। কয়েকটি আউটপুট ডিভাইস লিখ।

উঃ- প্রিন্টার, প্লটার, মনিটর, প্রজেক্টর ইত্যাদি।

২৭৮। কমপিউটার শব্দের অর্থ কী?

উঃ- গণনা করা।

২৭৮। কী-বোর্ডের কন্ট্রোল কী-র সংখ্যা কয়টি?

উঃ- ২টি।

২৮০। মাউসের ক্লিক বলতে কী বুঝায়?

উঃ- মাউসের বাম বোতাম চাপা।

২৮১। সি.পি.ইউ এর অংশ নয় কী?

উঃ- মেমোরি।

২৮২। কখন প্রথম মাইক্রো প্রসেসর প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটে?

উঃ- ১৯৮১ সালে।

২৮৩। কমপিউটার পেরিফেরালস্ কত ভাগে ভাগ করা যায়?

উঃ- তিন ভাগে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

২৮৪। ডিফারেন্স ইঞ্জিন বা বিয়োগকরণ যন্ত্র তৈরী হয়
কতসালে?
উঃ- ১৭৮৬ সালে।
২৮৫। নির্গমন মুখ সরঞ্জাম কী?
উঃ- আউটপুট ডিভাইস।
২৮৬। কমপিউটার স্মৃতি ব্যবস্থাকে প্রধানত কত ভাগে ভাগ করা যায়?
উঃ- দুই ভাগে।
২৮৭। কমপিউটারের প্রধান বৈশিষ্ট কী?
উঃ- কান্তিহীনতা।
২৮৮। প্রথম ইলেকট্রনিক কমপিউটারের নাম কী?
উঃ- ইউনিভ্যাক।
২৮৯। কমপিউটারের প্রধান ভাষা কোনটি?
উঃ- ইংরেজি।
২৯০। কমপিউটারের প্রথম প্রজন্ম কতসালের মধ্যে?
উঃ- ১৯৫১-১৯৫৮ সাল।
২৯১। বাংলাদেশে প্রথম স্থাপিত কমপিউটারের নাম কী?
উঃ- আই.বি.এম.১৬২০ মেইনফ্রেম।
২৯২। কতসালে বাংলাদেশে কমপিউটার স্থাপিত হয়?
উঃ- ১৯৬৪ সালে।
২৯৩। কাজের ধরণ ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কমপিউটারকে
কতভাগে ভাগ করা যায়?
উঃ- ৩ ভাগে।
২৯৪। মাউস একটি কোন ধরনের ডিভাইস?
উঃ- ইনপুট ডিভাইস।
২৯৫। মাউসে কয়টি বাটন থাকে?
উঃ- ২ টি।
২৯৬। কমপিউটারের হার্ডওয়ারকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
উঃ- পাঁচ ভাগে।
২৯৭। কমপিউটার কেমন করে কাজ করে?
উঃ- ইনপুট-সিপিইউ-আউটপুট।
২৯৮। সি.পি.ইউ এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে।
উঃ- Central Processing Unit.
২৯৯। মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কারের সাল-?
উঃ- ১৯৭১।

RAISUL ISLAM HRIDOY

৩০০। কোন কমপিউটার পরিমাপন পদ্ধতিতে কাজ করে?

উঃ- অ্যানালগ কমপিউটার।

৩০১। ডিজিটাল কমপিউটার কত প্রকার?

উঃ- ৪ প্রকার।

৩০২। সবচেয়ে শক্তিশালী কমপিউটার হলÑ

উঃ- সুপার কমপিউটার।

৩০৩। বাংলাদেশে কয়টি সুপার কমপিউটার রয়েছে?

উঃ- একটিও নয়।

৩০৫। বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটারটি কি ছিল?

উঃ- মেইনফ্রেম।

৩০৬। মাইক্রো শব্দের অর্থ কী?

উঃ- ুদ্র।

৩০৭। পি.সি (P.C) শব্দের অর্থ কি?

উঃ- পার্সোনাল কমপিউটার।

৩০৮। PDA কোন ধরনের কমপিউটার?

উঃ- মাইক্রো কমপিউটার।

৩০৯। চার্লস ব্যাবেজ কোন যন্ত্র তৈরি করেন?

উঃ- ডিফারেন্স ইঞ্জিন।

৩১০। সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি ইলেকট্রনিক কমপিউটার কি?

উঃ- ইউনিভ্যাক।

৩১১। প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করে কোন প্রতিষ্ঠান?

উঃ- অ্যাপল।

৩১২। কমপিউটারের প্রজন্ম কয়টি?

উঃ- ৫টি।

৩১৩। কমপিউটারের সথে অন্য সকল ইলেকট্রোনিক যন্ত্রের সবচেয়ে বড় পার্থক্য কি?

উঃ- প্রোগ্রামিং যন্ত্র।

৩১৪। কমপিউটারের প্রধান বৈশিষ্ট কয়টি?

উঃ- ২টি ।

৩১৫। বর্তমান যুগকে কী বলা হয়?

উঃ- তথ্যপ্রযুক্তির যুগ।

৩১৬। কমপিউটারের কাজ করার গতি হিসাব করা হয় কী হিসেবে?

উঃ- ন্যানো সেকেন্ডে।

৩১৭। ১ মিলি সেকেন্ডে ১ সেকেন্ডের এক ভাগের সমান

কত?

RAISUL ISLAM HRIDOY

উঃ- এক হাজার।

৩১৮। ১ ন্যানো সেকেন্ড হল এক সেকেন্ডের কত ভাগ?

উঃ- একশত কোটি ভাগের এক ভাগ সময়।

৩১৯। কমপিউটারে ভুল ফলাফল প্রদর্শন করলে কি বুঝতে হবে?

উঃ- ডাটা ইনপুট করা ভুল হয়েছে।

৩২০। ১ ন্যানো সেকেন্ড = কত সেকেন্ড?

উঃ- সে.

৩২১। Hardware বলতে কি বুঝ?

উঃ- শক্ত সামগ্রী।

৩২২। কি কমপিউটারের বাস নয়?

উঃ- ভি.ই.এস.এ।

৩২৩। কোন ডিস্ক সরাসরি ফরমেট করা যায় না?

উঃ- ফপি ডিস্ক।

৩২৪। কী-বোর্ডের ঈঃৎষ,অষঃ,ঝযরভঃ কী-গুলোকে কী বলে।

উঃ- Modifier Key.

৩২৫। কী-বোর্ডে কতগুলো কী থাকে?

উঃ-১০৪-১১০ টি।

৩২৬। কমপিউটারের স্পেশাল ডিভাইস কোনটি।

উঃ- মাদারবোর্ড।

৩২৭। কমপিউটারে কয় ধরনের ড্রাইভ থাকে?

উঃ- তিন ধরনের।

৩২৮। সি.পি.ইউ কে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

উঃ- তিন ভাগে।

৩২৯। প্রথম প্রজন্মের কমপিউটারে ইনপুট আউটপুট হিসেবে কী ব্যবহার করা হতো।

উঃ- পাঞ্চকার্ড।

৩৩০। টেড হফ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক ছিলেন?

উঃ- স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

৩৩১। 'টেড হফ' কতসালে মাইক্রোপ্রসেসরের একটি কার্যকর মডেল তৈরি করেন?

উঃ- ১৯৭০ সালে।

৩৩২। টেড হফ এর তৈরি মাইক্রোপ্রসেসরের নাম কী ছিল?

উঃ- কমপিউটার ইন এ চিপ।

RAISUL ISLAM HRIDOY

৩৩৩। মাইক্রোপ্রসেসরের কাজ কী?

উঃ- তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করা।

৩৩৪। মাইক্রোপ্রসেসরের অংশ কোনটি?

উঃ- এএল ইউ, কন্ট্রোল ইউনিট, র্যাম প্রভৃতি

৩৩৫। মাইক্রোপ্রসেসরের অংশ নয় কোনটি?

উঃ- রেজিস্টার অ্যারে।

৩৩৬। মাইক্রোপ্রসেসরের কোন অংশ তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে?

উঃ- গাণিতিক ইউনিট।

৩৩৭। মাইক্রোপ্রসেসরের কোন অংশটি ডাটা প্রসেসিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়?

উঃ- ALU.

৩৩৮। গাণিতিক যুক্তি ইউনিটে প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পাদন করার জন্য যে অস্থায়ী উপাত্ত ব্যবহার করা হয় তার নাম কী?

উঃ- অপারেন্ড।

৩৩৯। মাইক্রোপ্রসেসরের গাণিতিক যুক্তি ইউনিটের কাজ কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

উঃ- তিন ভাগে।

৩৪০। ইন্সট্রাকশন সাইকেল/নির্দেশ চক্রকে কতভাগে ভাগ করা যায়?

উঃ- ২ ভাগে।

৬৮। সি.পি.ইউ এর তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ করার সময় তথ্যকে ক্ষয়ান ক্ষণস্থায়ীভাবে কোথায় জমা রাখা হয়?

উঃ- রেজিস্টারে।

৩৪১। রেজিস্টার হচ্ছে——

উঃ- কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণের অংশে অস্থায়ী তথ্য ধারণের স্থান।

৩৪২। গাণিতিক ফলাফল সংরণের জন্য কোন রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়?

উঃ- অ্যাকুমোলেটর রেজিস্টার।

৩৪৩। কমপিউটারের বাস গুলো কী?

উঃ- কন্ট্রোল বাস, ডাটাবাস, ফেস সাইকেল, PCI.

৩৪৪। র্যামের বৈশিষ্ট কি?

উঃ- বিদ্যুৎ চলে গেলে ডাটা মুছে যায়।

৩৪৫। প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামার কে?

উঃ- লেডি অগডা আগাস্ট।

৩৪৬। I.B.M এর পূর্ণরূপ কোনটি?

উঃ- International Business Machine.

৩৪৭। কাজের প্রকৃতি অনুসারে কমপিউটারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় সেগুলো কী কী?

RAISUL ISLAM HRIDOY

উঃ- এনালগ, ডিজিটাল, হাইব্রিড।

৩৪৮। প্রিন্টার তিন ধরনের হয় সেগুলো কী?

উঃ- লেজার, ইনকজেট, ডট ম্যাট্রিক্স।

৩৪৯। লাইট পেন হল এক ধরনের ——-কী?

উঃ- ইনপুট ডিভাইস।

৩৫০। ডট মেট্রিক্স প্রিন্টারের মুদ্রণ হয় কিসের সাহায্যে

উঃ- পিন ও রিবণের সাহায্যে।

৩৫১। কোনটি উচ্চ ঘনত্বের মুদ্রণ যন্ত্র?

উঃ- লেজার প্রিন্টার।

৩৫২। প্লটার কোন ধরনের যন্ত্র?

উঃ- আউটপুট ডিভাইস।

৩৫৩। প্লটার কী?

উঃ- মানচিত্র ও অন্যান্য নক্সা প্রিন্ট করার জন্য একধরনের প্রিন্টার যা পেন এর সাহায্যে প্রিন্ট হয়েথাকে।

৩৫৪। মডেম কোন ধরনের যন্ত্র?

উঃ- ইনপুট ও আউটপুট যন্ত্র যা তথ্য আদান-প্রদান করে থাকে।

৩৫৫। কোন যন্ত্রের সাহায্যে কমপিউটার ভাষাকে টেলিফোনের ভাষায় এবং টেলিফোনের ভাষাকে কমপিউটারের ভাষায় রুপান্তর করে তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়।

উঃ- মডেম।

৩৫৬। Modulator ও Demodulator এর সংক্ষিপ্ত রূপ কী?

উঃ- MODEM.

৩৫৭। ডিজিটাল ক্যামেরাতে কী প্রয়োজন হয় না?

উঃ- ফিল্ম।

৩৫৮। পোস্ট স্ক্রিপ্ট কী?

উঃ- প্রিন্টারের ভাষা।

৩৫৯। পারসোনাল কমপিউটার এর কারিগরি নাম কী?

উঃ- মাইক্রো কমপিউটার।

৩৬০। ক্লোন কী?

উঃ- আই.বি.এম পিসির নকল।

৩৬১। মাইক্রোপ্রসেসরের ৮০৮০ ভিত্তিক কমপিউটারের নাম কী ছিল।

উঃ- আলতেয়ার।

৩৬২। কোন সালে আই.বি.এম পিসি নামে মাইক্রো কমপিউটার বাজারে ছাড়ে?

উঃ- ১৯৮১ সালে।

৩৬৩। মাইক্রোসফ্ট কোম্পানির এর প্রধান সফ্টওয়্যার স্থপতির নাম কী / প্রতিষ্ঠাতার নাম কী?

RAISUL ISLAM HRIDOY

উঃ- বিল গেটস।

৩৬৪। সামরিক রণকৌশল নির্ণয়, আবহাওয়া পূর্বাভাস, তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয় কোন কমপিউটার?

উঃ- সুপার কমপিউটার।

৩৬৫। মাদারবোর্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে কি?

উঃ- প্রসেসর ও র্যাম।

৩৬৬। ফার্মওয়ার সংরতি থাকে কোথায়।

উঃ- রমে।

৩৬৭। কমপিউটারের যাবতীয় গাণিতিক ও যুক্তিমূলক সমস্যা সমাধান করে.......

উঃ- ALU

৩৬৮। কোনটি অপারেটিং সিস্টেমের কাজ নয়?

উঃ- ডটা প্রসেসিং করা।

৩৬৯। মাইক্রো প্রসেসর কত সালে আবি®কৃত হয়?

উঃ- ১৯৭১ সালে।

৩৭০। ইউনিভ্যাক মার্ক-১ কোন প্রজন্মের কমপিউটার?

উঃ- প্রথম প্রজন্মের।

৩৭১। কত সালে ট্রানজিস্টার উদ্ভাবন করা হয়?

উঃ- ১৯৪৮ সালে।

৩৭২। ইন্টেল কোন দেশের কোম্পানি?

উঃ- যুক্তরাষ্ট্র।

৩৭৩। কোন প্রজন্মের কমপিউটারের সঙ্গে মনিটরের সংযোগ শুরু হয়।

উঃ- তৃতীয় পজন্মের।

৩৭৪। মাইক্রোপ্রসেসর প্রচলন হয় কোন প্রজন্মের কমপিউটারে?

উঃ- চতুর্থ।

৩৭৫। কমপিউটারের প্রধান বৈশিষ্ট কী?

উঃ- নির্ভুলতা।

৩৭৬। মাই কমপিউটার হল ----

উঃ- ডকুমেন্টর ফোল্ডার।

৩৭৭। কোনটি স্টোরেজ ডিভাইস?

উঃ- হার্ডডিস্ক।

৩৭৮। নেটওয়ার্কিং এর সুবিধা কী?

উঃ- একসাথে অনেক লোক ব্যবহার করতে পারে।

৩৭৯। কমপিউটার কার্যম করার জন্য কী প্রয়োজন?

উঃ- Operating System.

RAISUL ISLAM HRIDOY

৩৮০। হাইব্রিড কমপিউটার কী কাজে ব্যবহার করা হয়?

উঃ- নভোযান-এ।

৩৮১। কোনটি ফাংশন কী?

উঃ- F10.

৩৮২। মাইক্রো কমপিউটার হল———-

উঃ- ড্রাইভ ফোল্ডার।

৩৮৩। সফটওয়্যার কী?

উঃ- এক বা একাধিক প্রোগ্রামের সমষ্টি।

৩৮৪। BIOS কী?

উঃ- একটি ফার্মায়্যার।

৩৮৫। তৃতীয় প্রজন্মর কমপিউটারের বৈশিষ্ট্য কী?

উঃ I.C.

৩৮৬। আকার ও আকৃতি অনুসারে কমপিউটার কত প্রকার?

উঃ- চার প্রকার।

৩৮৬। আই.বি.এম ১৬২০ কমপিউটারটি কী ধরনের কমপিউটার?

উঃ- মেইনফ্রেম কমপিউটার।

৩৮৭। কোনটিকে রিডরেঞ্জ কমপিউটার বলা হয়?

উঃ- মিনিফ্রেম কমপিউটার।

৩৮৮। কমপিউটার সংগঠন বা হার্ডওয়্যারের প্রধান অংশ কয়টি?

উঃ- তিনটি।

৩৮৯। কেন্দ্রীয় প্রকৃয়াকরণের অংশগুলি কী কী?

উঃ- মেমোরি,লজিক ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট ইত্যাদি।

৩৯০। প্রথম গণনা যন্ত্রের নাম কী?

উঃ- অ্যাবাকাস।

৩৯১। পৃথিবীর প্রথম স্বয়ংক্রিয় গণনাযন্ত্রের নাম কী?

উঃ- MARK-1

৩৯২। মার্ক-১ এর দৈর্ঘ ছিল?

উঃ- ৫১ ফুট লম্বা।

৩৯৩। সংরতি প্রোগ্রামের ধারণা দেন কে?

উঃ- ড.জন ভন নিউম্যান।

৩৯৪। সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি ইলেকট্রনিক কমপিউটার কোনটি?

উঃ- ইউনিভ্যাক।

৩৯৫। আমাদের দেশে কত সালে কপিরাইটার আইন প্রণয়ন করা হয়।

উঃ- ১৯৬২ সালে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

৩৯৬। সিস্টেম সফ্টওয়্যার কত প্রকার?

উঃ- ৪ প্রকার।

৩৯৭। মিডিয়া প্লেয়ার সফ্টওয়্যার কত প্রকার?

উঃ- ২ প্রকার।

৩৯৮। কর্যগত দিক থেকে কমপিউটারের সফ্টওয়্যারকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?

উঃ- ৩ ভাগে।

৩৯৯। সফ্টওয়্যার কত প্রকার?

উঃ- ২ প্রকার।

৪০০। ডাটাবেজ সংক্রান্ত সফ্টওয়্যার কোনটি?

উঃ- D Base.

৪০১। প্রজেন্টেশন সফ্টওয়্যার কোনটি?

উঃ- MS power point.

৪০২। কমপিউটারের প্রাণ/ কমপিউটার হার্ডওয়্যার গুলোর প্রাণ কী? উঃ- সফটওয়্যার।

৪০৩। কমপিউটারের যে ডিস্কে সিস্টেম সফ্টওয়্যার থাকে তাকে কী বলে?

উঃ- র্যামের স্পেস

আরো কিছু প্রশ্নোত্তর

১. অত্যাধুনিক কম্পিউটারের দ্রুত অগ্রগতির মূলে রয়েছে- ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (আইসি);

২. কম্পিউটারের ব্রেইন হলো- Microprocessor

৩. আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলা হয়- চার্লস ব্যাবেজ কে;

৪. কম্পিউটারের আবিস্কারক- হাওয়ার্ড অ্যাইকেন;

৫. আধুনিক মুদ্রণ ব্যবস্থায় ধাতু নির্মিত অক্ষরের প্রয়োজনীয়তা শেষ হওয়ার কারণ- ফটো লিথোগ্রাফী;

৬. কম্পিউটারের সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ

RAISUL ISLAM HRIDOY

করে- সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট;

৭. কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় পক্রিয়াকরণ অংশ গঠিত অভ্যন্তরীন স্মৃতি, গাণিতিক যুক্তি অংশ ও নিয়ন্ত্রণ অংশের সমন্বয়ে;

৮. কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ বা যন্ত্রকে বলা হয়- হার্ডওয়্যার;

৯. কম্পিউটার পদ্ধতির দু'টি প্রধান অঙ্গ- হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার।

১০. কম্পিউটারের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সম্পাদনের অনুক্রমে সাজানো নির্দেশাবলীকে বলা হয়- প্রোগ্রাম;

১১. কম্পিউটার ভাইরাস হলো একটি ক্ষতিকারক প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার।

১২. ইন্টারনেটের মাধ্যমে উনড়বত চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলা হয়- টেলিমেডিসিন;

১৩. নাফিস বিন সাত্তার- বাংলাদেশী সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ২০০৭ সালে অস্কার পুরস্কার অর্জন করেন;

১৪. কম্পিউটারের সফটওয়্যার বলতে বুঝায় এর প্রোগ্রাম বা কর্মপরিকল্পনা কৌশল;

১৫. মেশিনের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে বলা হয়- এসেম্বলি;

১৬. প্রোগ্রাম রচনা সবচেয়ে কঠিন মেশিনের ভাষায়;

১৭. বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সিআইএইচ (চেং-ইয়ং-হো) ভাইরাস ২৬ এপ্রিল ১৯৯৯ তারিখে আμমণ করে।

১৮. তারবিহীন দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগের জন্য উপযোগী- ওয়াইম্যাক্স;

RAISUL ISLAM HRIDOY

১৯. ঠঝঅঞ প্রযুক্তি ভূ-পৃষ্ঠ হতে স্যাটেলাইটে যোগাযোগ করার জন্য ব্যবহার করা হয়;

২০. প্রম ল্যাপটপ কম্পিউটার- এপসন, ১৯৮২;

২১. পুনরাবৃত্তিমূলক কাজে কম্পিউটার বেশি সুবিধাজনক;

২২. কম্পিউটারের ক্ষেত্রে তথ্য পরিবহনের জন্য পরিবাহী পথকে বলা হয়- বাস;

২৩. উপাত্ত গ্রহণ ও নির্গমণ বাসের নাম ডেটাবেস;

২৪. ওরাকল- একটি ডেটাবেস সফটওয়্যার;

২৫. ডেটাবেস সফটওয়্যার এর জন্মতারিখ হলো একটি ফিল্ড;

২৬. শিক্ষার্থীরা সহজে আয়ত্ত করতে পারে ইঅঝওঈ প্রোগ্রাম;

২৭. System softwareথাকে Startup disc G

২৮. পাওয়ার অপেন- একটি অপারেটিং সিস্টেম;

২৯. প্রম সফল কম্পিউটার বাজারে আসে ১৯৭৬ সালে।

৩০. কম্পিউটারের কোন বুদ্ধি বিবেচনা নেই;

৩১. কম্পিউটার ভাইরাস হলো একটি ক্ষতিকারক প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার।

৩২. মেকিনটোশ কম্পিউটারের সাহায্যে পৃথিবীর সব ভাষা ব্যবহারের প্র ম সুযোগ আসে;

৩৩. কমপ্লেক্স কম্পিউটারের নক্সা তৈরী করেন- ড. স্টিবিজ;

৩৪. ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমে দুইশ'র অধিক কমান্ড ব্যবহার করতে হয়;

RAISUL ISLAM HRIDOY

৩৫. মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ দুইটি সংকেত সমন্বয়ে গঠিত;

৩৬. প্রাচীন ব্যাবিলনে গণনার পদ্ধতি ছিল ২ ধরনের;

৩৭. হেক্সাডেসিমেল গণনার মৌলিক অংশ ১৬টি;

৩৮. বিশ্বের প্রম ওয়েব ব্রাউজার- মোজাইক;

৩৯. প্র ম কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ- ফরট্রান;

৪০. লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের জনক- ট্যাভেলড লিনাক্স;

৪১. পৃথিবীর প্র ম স্বয়ংμিয় গণনার যন্ত্র- মার্ক ১; যন্ত্রটি লম্বায় ছিল ৫১ ফুট দৈর্ঘ্য:

৪২. সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পনড়ব টেপ- ম্যাগনেটিক টেপ;

৪৩. ইন্টারপ্রেটার- অনুবাদক প্রোগ্রাম;

৪৪. কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তিন ধরনের- খঅঘ, গঅঘ, ডঅঘ;

৪৫. কম্পিউটারে দেয়া অপ্রয়োজনীয় ইনফরমেশনকে বলা হয়- এরননবৎরংয;

৪৬. ঋষধংয সড়ারব তে তিন ধরনের ংুসনড়ষ ব্যবহার করা হয়।

৪৭. চযড়ঃড়ংযড়ঢ় এ এ্যাংকর পয়েন্ট ৫ প্রকার;

৪৮. তথ্য প্রযুক্তি একটি সমন্বিত প্রযুক্তি;

৪৯. বাংলাদেশে অনলাইন ইন্টারনেট সেবা চালু হয়- ৪ জুন, ১৯৯৬ তারিখে;

৫০. বিশ্বের প্রম কম্পিউটার নেটওয়ার্ক আরপানেট চালু হয় ১৯৬৯ সালে;

৫১. কম্পিউটার নেটওয়ার্কের বর্তমান

RAISUL ISLAM HRIDOY

পরিচিতি ইন্টারনেট চালু হয় ১৯৯৪ সালে।

৫২. প্রম কম্পিউটার প্রোগ্রামার- লেডি অ্যডা অসাস্টা বায়রন (কবি লর্ড অ্যডা বায়রনের কন্যা);

৫৩. ম্যাক্সেমিডিয়া ফ্লাশ- একটি এনিমেশন সফটওয়্যার;

৫৪. স্কোটিয়া- রাশিয়ার অ্যবাকাস;

৫৫. সরোবর্ণ- জাপানের অ্যবাকাস;

৫৬. ক্যলকুলেটরের সর্বেচ্চ ক্ষমতা প্রোগ্রামিং করা;

৫৭. কী বোর্ডে ফাংশনাল কী ১২টি;

৫৮. কম্পিউটারের সুইচ অন করার সাথে সাথে RAM এর জায়গার পরিমাণ পরীক্ষা করে operating system

৫৯. Ok এবং Cancel অথবা Close বোতাম থাকে Dialogue Boxএ;

৬০. বর্ণভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম DOS, UNIX

৬১. Visual Basicএ দুই ধরনের ধ্রুবক থাকে;

৬২. Visual Basic এর Project এ ব্যবহৃত Object-Procedure

৬৩. E-mail ঠিকানার ডোমেন নামের সর্বশেষ অংশকে বলা হয় Top Level Domain (TLD)

64. LAN Ges LAN Topology- BUS, STAR, RING;

৬৫. Flash প্রোগ্রামের ভিত্তি Timeline;

৬৬. সুইজারল্যান্ডের বিজ্ঞানীগণ www ব্যবস্থাটি উদ্ভাবন করেন ১৯৯১ সালে;

৬৭. ১৯৯৩ সালে প্রথম আবিস্কৃত ব্রাউজারের নাম মোজাইক, আবিস্কারক- মার্ক এড্রিসন;

RAISUL ISLAM HRIDOY

৬৮. ইন্টারনেট লিংক থেকে লিংকে গমণ করাকে বলা হয় লগ ইন;

৬৯. Dial up internet connectionএ টেলিফোন লাইন প্রয়োজন;

৭০. টেলিফোন আবিস্কৃত হয় আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল কর্তৃক ১৭৮৬ সালে।

৭১. Zoom out—image ছোট করা;

৭২. Gray scale ইমেজকে সাদা-কালোতে রূপান্তরিত করা যায় Threshold কমান্ড;

৭৩. বাংলাদেশে ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান- প্রশিকানেট, গ্রামীণ সাইবার নেট, বাংলাদেশ অনলাইন;

৭৪. সর্বপ্রম ফটোশপ ব্যবহার হয় Apple Macintosh কম্পিউটারে;

৭৫. ইন্টারনেটের জনক- ভিন্টন গ্রে কার্ফ;

৭৬. ডিজিটাল ক্যামেরার জনক- স্টিভেন জে সিসোন (যুক্তরাষ্ট্র);

৭৭. ব্যাংকিং খাতে এটিএম পদ্ধতির জনক- জন শেফার্ড ব্যারন;

৭৮. মাইক্রোসফট এর জনক- বিল গেটস (১৯৭৫);

৭৯. ওর্য়াল্ড ওয়াইড ওয়েব (WWW) এর জনক- টিম বার্নাডস লি (সুইজারল্যান্ড, ১৯৯১);

৮০. মোবাইল ফোনের জনক- মার্টিন কুপার (যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৭৩);

৮১. ইয়াহু'র জনক- জেরি ইয়াং (তাইওয়ান) ও ডেভিড ফেলো (যুক্তরাষ্ট্র),১৯৯৫;

৮২. গুগল- এর জনক- সার্জেই ব্রিন (যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৯৮);

RAISUL ISLAM HRIDOY

৮৩. ফেসবুকের জনক- মার্ক জুকারবার্গ (যুক্তরাষ্ট্র, ২০০৪);

৮৪. টুইটারের জনক- জ্যাক ডোরসেই (যুক্তরাষ্ট্র, ২০০৬);

৮৫. ই-বুক এর জনক- মাইকেল এস হার্ট;

৮৬. ই-মেইলের জনক- র্যা য়মন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন (যুক্তরাষ্ট্র);

৮৭. উইকিলিকস (সুইডেন ভিত্তিক)- এর প্রতিষ্ঠাতা- জুলিয়ান এস্যাঞ্জ (অষ্ট্রেলিয়া);

৮৮. কমপ্যাক্ট ডিস্ক (সিডি) এর জনক- নোরিও ওহগা (জাপান);

৮৯. কম্পিউটার মাউসের জনক- ডগলাস এঙ্গেলবার্ট (যুক্তরাষ্ট্র);

৯০. আধুনিক ল্যাপটপের জনক- বিল মোগারিজ;

৯১. সার্চ ইঞ্জিনের জনক- এলান এমটাজ;

৯২. কম্পিউটার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অ্যপলের প্রতিষ্ঠাতা- স্টিভ জবস (সানফ্রান্সিসকো, যুক্তরাষ্ট্র);

৯৩. পাঞ্চ কার্ডের উদ্ভাবক- জোসেফ ম্যারী জ্যাকুয়ার্ড;

৯৪. লগারিদম এর উদ্ভাবক- জন নেপিয়ার।

আই সি টি বিষয়াবলী

RAISUL ISLAM HRIDOY

১) তথ্যের ক্ষুদ্রতম একক – ডেটা

২) ডেটা শব্দের অর্থ – ফ্যাক্ট

৩) বিশেষ প্রেক্ষিতে ডেটাকে অর্থবহ করাই- ইনফরমেশন

৪) তথ্য=উপাত্ত+প্রেক্ষিত+অর্থ

৫) তথ্য বিতরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের সাথে যুক্ত – তথ্য প্রযুক্তি

৬) ICT in Education Program প্রকাশ করে – UNESCO

৭) কম্পিউটারের ভেতর আছে – অসংখ্য বর্তনী

৮) তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং উৎপাদন করে – কম্পিউটার

৯) কম্পিউটার গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে – ৪টি

১০) মনো এফএম ব্যান্ড চালু হয় – ১৯৪৬ সালে

১১) স্টেরিও এফএম ব্যান্ড চালু হয় – ১৯৬০ সালে

১২) সারাবিশ্বে এফএম ফ্রিকুয়েন্সি 87.5-108.0 Hz

১৩) Radio Communication System এ ব্রডকাস্টিং – ৩ ধরণের

১৪) PAL এর পূর্ণরূপ – Phase Alternation by Line

১৫) দেশে বেসরকারি চ্যানেল -৪১টি

১৬) পৃথিবীর বৃহত্তম নেটওয়ার্ক – ইন্টারনেট

১৭) ইন্টারনেট চালু হয় – ARPANET দিয়ে (১৯৬৯)

১৮) ARPANET চালু করে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ

১৯) ইন্টারনেট শব্দটি চালু হয় – ১৯৮২ সালে

২০) ARPANETএ TCP/IP চালু হয় – ১৯৮৩ সালে

২১) NSFNET প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৮৬ সালে

২২) ARPANET বন্ধ হয় – ১৯৯০ সালে

২৩) সবার জন্য ইন্টারনেট উন্মুক্ত হয় – ১৯৮৯ সালে

২৪) ISOC প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৯২ সালে

২৫) বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী প্রায় ৫কোটি ২২লাখ (৩২%)

২৬) ইন্টারনেটের পরীক্ষামূলক পর্যায় ১৯৬৯-১৯৮৩

২৭) টিভি – একমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা

২৮) “Global Village” ও “The Medium is the Message” এর উদ্ভাবক – মার্শাল ম্যাকলুহান (১৯১১-১৯৮০)

RAISUL ISLAM HRIDOY

২৯) The Gutenberg : The Making Typographic Man প্রকাশিত হয় – ১৯৬২ সালে

৩০) Understanding Media প্রকাশিত হয় – ১৯৬৪ সালে

৩১) বিশ্বগ্রামের মূলভিত্তি – নিরাপদ তথ্য আদান প্রদান

৩২) বিশ্বগ্রামের মেরুদণ্ড – কানেকটিভিটি

৩৩) কম্পিউটার দিয়ে গাণিতিক যুক্তি ও সিদ্ধান্তগ্রহণমূলক কাজ করা যায়

৩৪) বর্তমান বিশ্বের জ্ঞানের প্রধান ভান্ডার – ওয়েবসাইট

৩৫) EHRএর পূর্ণরুপ – Electronic Heath Records

৩৬) অফিসের সার্বিক কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় করাকে বলে – অফিস অটোমেশন

৩৭) IT+Entertainment = Xbox

৩৮) IT+Telecommunication = iPod

৩৯) IT+Consumer Electronics= Vaio

৪০) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থাকবে – ৫ম প্রজন্মের কম্পিউটারে

৪১। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের জন্য ব্যবহার করা হয় – প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ

৪২।রোবটের উপাদান- Power System, Actuator, Sensor, Manipulation

৪৩।PCB এর পূর্ণরূপ – Printed Circuit Board

৪৪।খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ সালে ত্বকের চিকিৎসায় শীতল তাপমাত্রা ব্যবহার করতো – মিশরীয়রা

৪৫।নেপোলিয়নের চিকিৎসক ছিলেন – ডমিনিক জ্যা ল্যারি

৪৬।মহাশূন্যে প্রেরিত প্রথম উপগ্রহ – স্পুটনিক-১

৪৭।চাঁদে প্রথম মানুষ পৌঁছে – ২০জুলাই, ১৯৬৯ সালে

৪৮।MRP এর পূর্ণরুপ – Manufacturing Resource Planning

৪৯।UAV উড়তে সক্ষম ১০০ কি.মি. পর্যন্ত

৫০।GPS এর পূর্ণরুপ – Global Positioning System

৫১।ব্যক্তি সনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয় -বায়োমেট্রিক পদ্ধতি

৫২।হ্যান্ড জিওমেট্রি রিডার পরিমাপ করতে পারে – ৩১০০০+ পয়েন্ট

৫৩।আইরিস সনাক্তকরণ পদ্ধতিতে সময় লাগে -১০-১৫ সেকেন্ড

৫৪।Bioinformatics শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন – Paulien Hogeweg

৫৫।Bioinformatics এর জনক – Margaret Oakley Dayhaff

৫৬।এক সেট পূর্নাঙ্গ জীনকে বলা হয় – জিনোম

৫৭।Genetic Engineering শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন – Jack Williamson l

RAISUL ISLAM HRIDOY

৫৮। রিকম্বিনান্ট ডিএনএ তৈরি করেন – Paul Berg(1972)

৫৯।বিশ্বের প্রথম ট্রান্সজেনিক প্রাণি- ইঁদুর (1974)

৬০।বিশ্বের প্রথম Genetic Engineering Company – Genetech(1976)

৬১।GMO এর পূর্ণরুপ – Genetically Modified Organism

৬২।পারমানবিক বা আনবিক মাত্রার কার্যক্ষম কৌশল – ন্যানোটেকনোলজি

৬৩।অনুর গঠন দেখা যায় – স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপে

৬৪।Computer Ethics Institute এর নির্দেশনা – ১০টি

৬৫।ব্রেইল ছাড়া অন্ধদের পড়ার পদ্ধতি – Screen Magnification / Screen Reading Software

৬৬।যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মৌলিক উপাদান – ৫টি

৬৭।ট্রান্সমিশন স্পিডকে বলা হয় – Bandwidth

৬৮।Bandwidth মাপা হয় – bps এ

৬৯।ন্যারো ব্যান্ডের গতি 45-300 bps

৭০।ভয়েস ব্যান্ডের গতি 9600 bps

৭১।ব্রডব্যান্ডের গতি- 1 Mbps

৭২।ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ট্রান্সমিশন- এসিনক্রোনাস

৭৩।সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে প্রতি ব্লকে ক্যারেক্টার ৮০-১৩২টি

৭৪।ডাটা ট্রান্সমিশন মোড- ৩ প্রকার

৭৫।একদিকে ডাটা প্রেরণ- সিমপ্লেক্স মোড

৭৬।উভয় দিকে ডাটা প্রেরণ, তবে এক সাথে নয়- হাফ ডুপ্লেক্স মোড

৭৭।একই সাথে উভয় দিকে ডাটা প্রেরণ – ফুল ডুপ্লেক্স মোড

৭৮।ক্যাবল তৈরি হয়- পরাবৈদ্যুতিক(Dielectric) পদার্থ দ্বারা

৭৯।Co-axial Cable এ গতি 200 Mbps পর্যন্ত

৮০।Twisted Pair Cable এ তার থাকে- 4 জোড়া

৮১।Fiber Optic- Light signal ট্রান্সমিট করে

৮২।মাইক্রোওয়েভের ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ 300 MHz – 30 GHz

৮৩।কৃত্রিম উপগ্রহের উদ্ভব ঘটে- ১৯৫০ এর দশকে

৮৪।Geosynchronous Satellite স্থাপিত হয়- ১৯৬০ এর দশকে

৮৫।কৃত্রিম উপগ্রহ থাকে ভূ-পৃষ্ঠ হতে ৩৬০০০ কি.মি. উর্ধ্বে

৮৬।Bluetooth এর রেঞ্জ 10 -100 Meter

RAISUL ISLAM HRIDOY

৮৭।Wi-fi এর পূর্ণরুপ- Wireless Fidelity

৮৮।Wi-fi এর গতি- 54 Mbps

৮৯।WiMax শব্দটি চালু হয়- ২০০১ সালে

৯০।WiMax এর পূর্ণরুপ- Worlwide Interoperabilty for Microwave Access

৯১।৪র্থ প্রজন্মের প্রযুক্তি- WiMax

৯২।WiMax এর গতি- 75 Mbps

৯৩।FDMA = Frequency Division Multiple Access

৯৪।CDMA = Code Division Multiple Access

৯৫।মোবাইলের মূল অংশ- ৩টি

৯৬।SIM = Subscriber Identity Module

৯৭।GSM = Global System for Mobile Communication

৯৮।GSM প্রথম নামকরণ করা হয়- ১৯৮২ সালে

৯৯।GSM এর চ্যানেল- ১২৪টি (প্রতিটি 200 KHz)

১০০।GSM এ ব্যবহৃত ফ্রিকুয়েন্সি- 4 ধরনের

১০১.GSM ব্যবহৃত হয় ২১৮টি দেশে

১০২.GSM 3G এর জন্য প্রযোজ্য

১০৩.GSM এ বিদ্যুৎ খরচ গড়ে ২ওয়াট

১০৪.CDMA আবিষ্কার করে Qualcom(১৯৯৫)

১০৫.রেডিও ওয়েভের ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ 10 KHz-1GHz

১০৬.রেডিও ওয়েভের গতি 24Kbps

১০৭.CDMA 3G তে পা রাখে ১৯৯৯ সালে

১০৮.CDMA ডাটা প্রদান করে স্প্রেড স্পেকট্রামে

১০৯.1G AMPS চালু করা হয় ১৯৮৩ সালে উত্তর আমেরিকায়

১১০.সর্বপ্রথম প্রিপেইড পদ্ধতি চালু হয় 2G তে

১১১.MMS ও SMS চালু হয় 2G তে

১১২.3G চালু হয় ১৯৯২ সালে

১১৩.3G এর ব্যান্ডউইথ 2MHz

১১৪.3G Mobile প্রথম ব্যবহার করে জাপানের NTT Docomo (২০০১)

১১৫.4G এর প্রধান বৈশিষ্ট্য IP ভিত্তিক নেটওয়ার্কের ব্যবহার

RAISUL ISLAM HRIDOY

১১৬.4G এর গতি 3G এর চেয়ে ৫০ গুণ বেশি

১১৭.4G এর প্রকৃত ব্যান্ডউইথ 10Mbps

১১৮.টার্মিনাল দুই ধরনের

১১৯.ভৌগলিকভাবে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক- ৪ ধরনের

১২০.PAN সীমাবদ্ধ ১০ মিটারের মধ্যে

১২১.PAN এর ধারণা দেন থমাস জিমারম্যান

১২২.LAN সীমাবদ্ধ ১০ কিলোমিটারের মধ্যে

১২৩.LAN এ ব্যবহৃত হয় Co-axial Cable

১২৪.কেবল টিভি নেটওয়ার্ক- MAN

১২৫.NIC=Network Interface Card

১২৬.NIC কার্ডের কোডে বিট সংখ্যা-48

১২৭.মডেম দুই ধরনের

১২৮.Hub হল দুইয়ের অধিক পোর্টযুক্ত রিপিটার

১২৯.স্বনামধন্য রাউটার কোম্পানি- Cisco

১৩০.ব্রিজ প্রধানত ৩ প্রকার

১৩১.নেটওয়ার্কে PC যে বিন্দুতে যুক্ত থাকে, তাকে নোড বলে।

১৩২.Office Management-এ ব্যবহৃত হয়- Tree Topology

১৩৩.বানিজ্যিকভাবে Cloud Computing শুরু করে- আমাজন (২০০৬)

১৩৪.Cloud Computing এর বৈশিষ্ট্য- ৩টি

১৩৫.সংখ্যা পদ্ধতিরর প্রতীক- অংক

১৩৬.সংখ্যা পদ্ধতি দুই ধরণের

১৩৭.Positional সংখ্যা পদ্ধতিরর জন্য প্রয়োজন- 3টি ডাটা

১৩৮.সংখ্যাকে পূর্ণাংশ ও ভগ্নাংশে ভাগ করা হয় Radix Point দিয়ে

১৩৯.Bit এর পূর্ণরুপ- Binary Digit

১৪০.Digital Computerএর মৌলিক একক- Bit

১৪১.সরলতম গণনা পদ্ধতি- বাইনারী পদ্ধতি

১৪২. “0” এর লজিক লেভেল : 0 Volt থেকে +0.8 Volt পর্যন্ত

১৪৩. “1” এর লজিক লেভেল : +2 Volt থেকে +5 Volt পর্যন্ত

১৪৪.Digital Device কাজ করে- Binary মোডে

RAISUL ISLAM HRIDOY

১৪৫.n বিটের মান 2^n টি

১৪৬.BCD Code = Binary Coded Decimal Code

১৪৭.ASCII=American Standard Code for Information Interchange

১৪৮.ASCII উদ্ভাবন করেন- রবার্ট বিমার (১৯৬৫)

১৪৯.ASCII কোডে বিট সংখ্যা- ৭টি

১৫০.EBCDIC=Extended Binary Coded Decimal Information Code

১৫১.Unicode উদ্ভাবন করে Apple and Xerox Corporation (1991)

১৫২.Unicode বিট সংখ্যা- 2 Byte

১৫৩.Unicode এর ১ম 256 টি কোড ASCII কোডের অনুরুপ

১৫৪.Unicode এর চিহ্নিত চিহ্ন- ৬৫,৫৩৬টি (2^10)

১৫৫.ASCII এর বিট সংখ্যা- 1 Byte

১৫৬.বুলিয়ান এলজেবরার প্রবর্তক- জর্জ বুলি(১৮৪৭)

১৫৭.বুলিয়ান যোগকে বলে- Logical Addition

১৫৮.Dual Principle মেনে চলে- “and” ও “OR”

১৫৯.এক বা একাধিক চলক থাকে Logic Function এ

১৬০.Logic Function এ চলকের বিভিন্ন মান- Input

১৬১.Logic Function এর মান বা ফলাফল- Output

১৬২.বুলিয়ান উপপাদ্য প্রমাণ করা যায়- ট্রুথটেবিল দিয়ে

১৬৩.Digital Electronic Circuit হলো- Logic Gate

১৬৪.মৌলিক Logic Gate – ৩টি (OR, AND, NOT)

১৬৫.সার্বজনীন গেইট- ২টি (NAND,NOR)

১৬৬.বিশেষ গেইট- X-OR,X-NOR

১৬৭.Encoder এ 2^nটি ইনপুট থেকে n টি আউটপুট হয়

১৬৮.Decoder এ nটি ইনপুট থেকে 2^nটি আউটপুট দেয়

১৬৯.Half Adder এ Sum ও Carry থাকে

১৭০.Full Adder এ ১টি Sum ও ২টি Carry থাকে

১৭১.একগুচ্ছ ফ্লিপ-ফ্লপ হলো- রেজিস্ট্রার

১৭২.Input pulse গুনতে পারে- Counter

১৭৩.Web page তৈরি করা হয়- HTML দ্বারা

RAISUL ISLAM HRIDOY

১৭৪.ছবির ফাইল-. jpg/.jpeg/.bmp

১৭৫.ভিডিও ফাইল-.mov/.mpeg/mp4

১৭৬.অডিও ফাইল- mp3

১৭৭.ওয়েবসাইটকে দৃষ্টিনন্দন করতে ব্যবহৃত হয়-.css

১৭৮.বর্তমানে চালু আছে- IPV4

১৭৯.IPV4 প্রকাশে প্রয়োজন- 32bit

১৮০.IP address এর Alphanumeric address- DNS

১৮১.সারাবিশ্বের ডোমেইন নেইম নিয়ন্ত্রণ করে- InterNIC

১৮২.জেনেরিক টাইপ ডোমেইন- টপ লেভেল ডোমেইন

১৮৩.http = hyper text transfer protocol

১৮৪.URL = Uniform Resource Locator

১৮৫.HTML আবিষ্কার করেন- টিম বার্নার লী (১৯৯০)

১৮৬.HTML তৈরি করে W3C

১৮৭.ওয়েব ডিজাইনের মূল কাজ- টেমপ্লেট তৈরি করা

১৮৮.প্রোগ্রামিংয়ের ভাষা- ৫স্তর বিশিষ্ট

১৮৯.Machine Language(1G)-1945

১৯০.Assembly Language(2G)-1950

১৯১.High Level Language(3G)-1960

১৯২.Very High Level Language(4G)-1970

১৯৩.Natural Language(5G)-1980

১৯৪.লো লেভেল vaSha-1G,2G

১৯৫.বিভিন্ন সাংকেতিক এড্রেস থাকে- লেভেলে

১৯৬.C Language তৈরি করেন- ডেনিস রিচি (১৯৭০)

১৯৭.C++ তৈরি করেন- Bijarne Stroustrup(১৯৮০)

১৯৮.Visual Basic শেষবার প্রকাশিত হয়- ১৯৯৮ সালে

১৯৯.Java ডিজাইন করে- Sun Micro System

২০০.ALGOL এর উদ্ভাবন ঘটে- ১৯৫৮ সালে

২০১.Fortran তৈরি করেন- জন বাকাস(১৯৫০)

২০২.Python তৈরি করেন- গুইডো ভ্যান রোসাম (১৯৯১)

RAISUL ISLAM HRIDOY

২০৩.4G এর ভাষা- Intellect,SQL

২০৪.Pseudo Code- ছদ্ম কোড

২০৫.Visual Programming- Event Driven

২০৬.C Language এসেছে BCPL থেকে

২০৭.Turbo C তৈরি করে- Borland Company

২০৮.C ভাষার দরকারী Header ফাইল- stdio.h

২০৯.C এর অত্যাবশ্যকীয় অংশ- main () Function

২১০.ANSI C ভাষা সমর্থন করে- 4 শ্রেণির ডাটা

২১১.ANCI C তে কী-ওয়ার্ড- 47 টি

২১২.ANSI C++ এ কী-ওয়ার্ড- 63 টি

২১৩.ডাটাবেজের ভিত্তি- ফিল্ড

২১৪.Database Modelএর ধারণা দেন- E.F.Codd (১৯৭০)

২১৫.সবচেয়ে জনপ্রিয় Query- Selec Query

২১৬.SQL = Structured Query Language

২১৭.SQL তৈরি করে- IBM(১৯৭৪)

২১৮.ERP = Enterprise Resource Planning

২১৯.বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হয়- ২১ মে, ২০০৬

২২০.MIS = Management Information System

২২১।ভুয়া মেইল জমার স্থান- Spam

২২২।CD= Compact Disk

২২৩।MS Excel হলো Spreadsheet Software

২২৪।বাংলাদেশে ইন্টারনেট চালু হয়- ১৯৯৬ সালে

২২৫।বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার- ENIAC

২২৬।ল্যাপটপ প্রথম বাজারে আসে-১৯৮১ সালে

২২৭।ROM=Read Only Memory

২২৮।বর্তমান প্রজন্ম- 4G

২২৯।টুইটারের জনক- জ্যাক ডরসি

২৩০। MODEM এ আছে – Modulator + Demodulator

২৩১।UNIX হলো Operating System

RAISUL ISLAM HRIDOY

২৩২।CPU= Central Processing Unit

২৩৩।IC দিয়ে তৈরি প্রথম কম্পিউটার- IBM360

২৩৪।ডিজিটাল কম্পিউটারের সূক্ষতা ১০০%

২৩৫।১ম প্রোগ্রামার- লেডি অগাস্টা

২৩৬।১ম প্রোগ্রামিং ভাষা-ADA

২৩৭।কম্পিউটারে দেয়া অপ্রয়োজনীয় তথ্য-গিবারিশ

২৩৮।কম্পিউটার ভাইরাস আসে-১৯৫০ সালে

২৪০।কম্পিউটার ভাইরাস নাম দেন-ফ্রেড কোহেন

২৪১। Mother of All Virus-CIH

২৪২।VIRUS=Vital Information Resources Under Seize

২৪৩।প্রোগ্রাম রচনার সবচেয়ে কঠিন ভাষা- মেশিন ভাষা

২৪৪।NORTON-একটি এন্টিভাইরাস

২৪৫।মুরাতা বয়-জাপানি রোবট

২৪৬। 1nm=10^(-9) m

২৪৭।স্বর্ণের পরমাণুর আকার- 0.3nm

২৪৮।আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশনে সময় লাগে শূন্য সেকেন্ড

২৪৯।অপটিক্যাল ফাইবারের কোর ডায়ামিটার- ৮-১০ মাইক্রন

২৫০।১ম Wireless ব্যবহার করেন-Guglielimo Marconi(1901)

২৫১। ASCII-7 কোডের প্রথম 3bitকে জোন এবং শেষ 4bitকে সংখ্যাসূচক বলে

২৫২।ASCII সারণি মতে,

0-3 & 127 = Control Character

32-64 = Special Character

65-96 = Capital Letters & Some Signs

97-127 = Small Letters & Some Signs

২৫৩। EBCDIC কোডে- 0-9 = 1111 A-Z = 1100,1101,1110 Special Signs = 0100,0101,0110,0111

২৫৪। EBCDIC কোডে ২৫৬টি বর্ণ,চিহ্ন ও সংখ্যা আছে

২৫৫। EBCDIC কোড ব্যবহৃত হয়- IBM Mainframe Computer ও Mini Computer- এ।

২৫৬। Unicode উন্নত করে-Unicode Consortium

২৫৭। ফাইবার অপটিক ক্যাবল তৈরিতে ব্যবহৃত অন্তরক পদার্থ- সিলিকন ডাই অক্সাইড ও Muli Component

RAISUL ISLAM HRIDOY

Glass (Soda Boro Silicet, NaOH Silicet etc.)

২৫৮।Real Time Application এর Data Transfer এ বেশি ব্যবহৃত হয় Isochronous

২৫৯।Radio Wave এর Data Transmission Speed –24 Kbps

২৬০।Wifi এর দ্রুততম সংস্করণ-IE

তথ্যসূত্রঃ-

নেটের বিভিন্ন উৎস, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ওয়েবসাইট, ব্যক্তিগত ব্লগসাইট, বিভিন্ন সংস্থার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, উকিপিডিয়া, অন্যান্য বই ও কিছু অংশ অনুবাদ করে সংযোজন করা হয়েছে।

আমার লিখা অন্যান্য সকল ইবুকের জন্য ইমেইল করতে পারেন। নিয়মিত আপডেট পেতে ফেসবুকে ফলো করতে পারেন। আরো প্রয়োজনে WhatsApp এ জয়েন করতে পারেন।

- Raisul Islam Hridoy
- WhatsApp:- 01300430768
- Email:- raysulislamredoy@gmail.com
- Personal Facebook ID

এই ইবুকটি কোনো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়নি। আমি চাইনা কেউ এটি প্রিন্ট করে বিক্রি করুক। যদি এই নোটটি কারো উপকারে আসে তাহলে আমার পরিশ্রম সার্থক।

RAISUL ISLAM HRIDOY